সংস্কৃত
সাহিত্যসম্ভার

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারে

অশ্বঘোষ ঃ ভাস

প্রধান উপদেষ্টা

ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী :

জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য

ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু

সহকারী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন

৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২রা অক্টোবর / ১৯৬০

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : কালান্তর প্রেস
৩০/৬ ঝাউতলা রোড / কলিকাতা-৭০০০১৭

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : চল্লিশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
Vol. IX

প্রধান উপদেষ্টার কথা

আমাদের পরিকল্পিত প্রথম পর্যায়ের শেষ—এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পালা--নবম থেকে অষ্টাদশ খণ্ড।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গেছে ; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তাব বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই নূতন যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন।

এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোন প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না--সে কাজের জন্য বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্য বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গেই আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানসিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ন জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, ওর মৃত্যু নেই : আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই ; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

নবপর্যায়ের আরও দশটি খণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার আপনাদেরই ; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আশ্চর্য! নিজেদের না জানিয়ে, না বুঝিয়ে কত সহজে তিন-তিনটে বছর কেটে গেল। প্রথম প্রতিশ্রুতির সেই আটটি খণ্ডের শেষ হয়েছে। নবম খণ্ড প্রকাশিত হলো। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনদিন ভাবতেই পারিনি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁছাতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ-পদে-পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গেল সেই বাধা।

নবম খণ্ড প্রকাশের সংগে সংগে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার শুরু। 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' এখন আর খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত হতে চলেছে। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হোক নতুন যাত্রা—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হোক কর্মজীবন।

তিন বছরের এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়। যে নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে-নদী সমুদ্রে পেঁছাবে, এ-আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। তবু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

অশ্বঘোষ	:	সৌন্দরনন্দ	:	ডঃ মুরারিমোহন সেন
ভাস	:	অভিষেক	:	ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাস	:	দূতবাক্য	:	রত্না বসু
ভাস	:	দূতঘটোৎকচ	:	রামানন্দ আচার্য
ভাস	:	উরুভংগ	:	সুরেন্দ্রনাথ দেব

অশ্বঘোষ

সৌন্দরনন্দ

ভূমিকা

। এক।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে যিনি শিক্ষার্থী, তিনি অশ্বঘোষ রচিত 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যটিকে উপেক্ষা করলে ভুল করবেন। কিন্তু এই ব্যাপারটিই এতকাল ঘটে এসেছে। আমরা অশ্বঘোষকে জানি, তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং কবি-প্রতিভা আমাদের অজ্ঞাত নয়—তবু তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, বৌদ্ধধর্ম্ম সাহিত্যেব অমূল্য সম্পদ 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের বিশেষ সংবাদ রাখি না।

না-রাখার একটি কারণ অবশ্য এই যে এই কাব্যের পুঁথি খুব সুলভ নয়; কবির প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য বুদ্ধচরিতের তুলনায় সৌন্দরনন্দ কাব্যের পুঁথি অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে, একথা সত্য ; কিন্তু বুদ্ধচরিতের মত এর কোন তিব্বতীয় অনুবাদ নেই, তাই যেখানে লিপিকর প্রমাদ ঘটেছে সেখানে অনুবাদ মিলিয়ে সংশয়ের নিরসন করা কঠিন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থেও এই জাতীয় সমস্যার কোন সমাধান মিলে না। মনস্বী E. H. Johnston তাঁর সম্পাদিত 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যের মূল সম্পর্কিত ভূমিকায় আক্ষেপ করেছেন—

'The M. S. has been so badly eaten into by white ants that in the middle of each leaf usually some three lines of writing, occasionally as many as five, are missing though the damage at the ends is less and sometimes nil.'

কিন্তু প্রাচীন পুঁথির মহলে যাঁরা-ই প্রবেশ করেছেন—এ অভিজ্ঞতা তাঁদের সবারই। কেবল উইপোকার ধ্বংসলীলা নয়, লিপিকর প্রমাদও রয়েছে—সেই প্রমাদ কোথাও অজ্ঞতাপ্রসূত, কোথাও অসতর্কতাজনিত। Johnston দুটি পুঁথি পেয়েছেন, তারই উপর ভিত্তি করে সৌন্দরনন্দ কাব্যের সম্পাদনা করেছেন। এযাবৎ প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা দুটিই—সুতরাং তাঁর পক্ষে আর কোন উপায় ছিল না। আমরা অনুবাদে তাঁর সম্পাদিত সংস্করণকেই অনুসরণ করেছি।

একটি পুঁথিকে তিনি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। তবু যুগে যুগে বিভিন্ন লিপিকরের 'স্থূল হস্তাবলেপ' অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে—এ আক্ষেপও তিনি করেছেন।

বুদ্ধদেবের জীবন আশ্রয় করে সংস্কৃত সাহিত্যে বহু কাব্য রচিত হয়েছে—বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, বোধিচর্যাবতার, শ্রদ্ধাস্তোত্র, লোকেশ্বর শতক প্রভৃতি। এদের মধ্যে বুদ্ধচরিত শ্রেষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুদ্ধচরিত অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, দ্বিতীয় কীর্ত্তি সৌন্দরনন্দ, তার কারণ এতে বুদ্ধচরিত থেকে উদ্ধৃতি আছে।

। দুই।

বিষয়বস্তু

নন্দ বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; অনুপম দেহসৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন বলে তিনি 'সুন্দর নন্দ' ; সুন্দর নন্দকে আশ্রয় করে রচিত কাব্য—'সৌন্দরনন্দ'।

অষ্টাদশ সর্গে রচিত এই কাব্যটিতে বুদ্ধের জীবনেতিহাস আছে, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু সুন্দরী ও নন্দের প্রেম।

কিন্তু এ হল বাইরের কথা ; অনিচ্ছুক নন্দ বুদ্ধের প্রভাবে তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নন্দের ধর্মান্তর গ্রহণ এবং বুদ্ধের জীবন ও বাণীই এই মহাকাব্যের মূল ভিত্তি। মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর বিন্যাস কিভাবে করা হয়েছে সর্গানুযায়ী তা সাজিয়ে দেখানো হলো :

প্রথম সর্গ

কপিল গৌতম নামে এক তপস্বী ছিলেন। হিমালয়ের পার্শ্বে তাঁর আশ্রম। চারধারে স্নিগ্ধ তরুকুঞ্জ অবিরাম যজ্ঞীয় ধূমরাশি উপরে উঠে যাচ্ছে, মনে হত যেন মেঘরাশি। পুষ্প ও ফলের সমৃদ্ধিতে সেই তপোবন ছিল সরস ও স্নিগ্ধ। যে সকল মুনি সেখানে বাস করতেন তাঁদের জীবন ছিল শান্ত ও সংযত—সুতরাং জনাকীর্ণ হয়েও সেই স্থান জনহীন বলেই মনে হত। সেই প্রশান্ত জীবনের প্রভাব পড়েছিল সেখানকার পশুজীবনেও—তারা সবাই হিংসা ভুলে গিয়ে সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করত। মুনিগণ থাকতেন আপন আপন দুস্তর সাধনায় মগ্ন।

একদিন সেখানে বাস করতে ইচ্ছুক হয়ে ইক্ষ্বাকুগণ এলেন—তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন কপিল মুনি—তাঁদের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি। শাকবৃক্ষের ছায়ায় তাঁরা তাঁদের গৃহনির্মাণ করলেন—'শাক্য' নামে তাঁরা পরিচিত হলেন। ব্রাহ্মণের গৌরবে, ক্ষত্রিয়ের শক্তিতে সেই তপোবন মহিমান্বিত হয়ে উঠলো।

কপিল সীমা নির্দেশ করে দিয়ে রাজপুত্রদের বললেন নগর নির্মাণ করতে। সুদৃশ্য এক নগর নির্মিত হল—নাম হল 'কপিলবাস্তু'। রাজপুত্রেরা বড় হয়ে উঠলেন। কপিলবাস্তুও বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র-শাসনের সব ব্যবস্থাই হল—তাদের সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য হল—পররাজ্য আক্রমণ নয়, নিজের রাজ্য রক্ষা।

দ্বিতীয় সর্গ

যথাকালে এই রাষ্ট্রেরই রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন শুদ্ধোদন ; তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, শক্তিমান ও বিনয়ী। তাঁর সুশাসনের প্রজাগণ শান্তিতে বাস করতো। শত্রুরাও তাঁর শৌর্য্যের কথা ভেবে শান্ত হয়ে থাকতো। প্রবৃত্তির বশে তিনি ন্যায় ও নীতির বিধান লঙ্ঘন করতেন না বলে সকলেই তাঁর বশীভূত ছিল।

শুদ্ধোদনের পুণ্যবতী পত্নী মায়া দেবীর গর্ভে জন্ম নিলেন বোধিসত্ত্ব। তাঁর জন্মমুহূর্তে আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ হতে লাগলো, দুন্দুভি বেজে উঠলো। কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্ম নিলেন নন্দ, অপরূপ দেহসৌষ্ঠবের জন্য তাঁকে বলা হতো 'সুন্দর'।

রাজা দুই পুত্রকেই পালন করতে লাগলেন। যথাকালে তাঁদের উপনয়ন হলো; নানা পাত্রে তাঁরা দীক্ষিত হতে লাগলেন। নন্দ বিলাসের স্রোতে গা ভাসালেন কিন্তু সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হলেন ধীর ও অপ্রমত্ত।

তারপর এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তি, অন্যদিন এক রুগ্ন ব্যক্তি, আর একদিন মৃতদেহ দেখে তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্য দেখা দিল। তিনি স্থির করলেন, জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্তির পথ তাঁকে সন্ধান করতে হবে। শেষে একদিন তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন।

তৃতীয় সর্গ

এই সর্গে আছে তথাগতের দুশ্চর তপস্যার বর্ণনা। তিনি সমাধিতে মগ্ন হলেন ; মারের সেনাবাহিনী এলো ভীতিপ্রদর্শন করতে, তিনি তাদের অভিভূত করলেন। ক্রমে দিব্যজ্ঞানের উদয় হল তাঁর মনে। বোধিলাভ করে কাশী, গয়া ও গিরিব্রজে অসংখ্য মানুষকে দীক্ষিত করে তিনি ফিরে এলেন কপিলবাস্তু নগরে। রাজা এলেন তাঁর পুত্রকে অভিনন্দন জানাতে।

রাজা তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পেয়ে নিজে তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন—দীক্ষিত হল অগণিত মানুষ।

আনন্দে ও গৌরবে পূর্ণ হলো কপিলবাস্তু।

চতুর্থ সর্গ

নন্দ তাঁর স্ত্রী সুন্দরীকে নিয়ে বিচিত্র বিলাসের মধ্যে প্রাসাদেই দিন কাটাচ্ছিলেন।

একদিন প্রাসাদে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এলেন তথাগত ; তিনি মুখে কিছুই বললেন না, নতমুখে এসে দাঁড়ালেন। ভৃত্যদের উদাসীনতায় তাঁর ভিক্ষা জুটলো না। তিনি ফিরে গেলেন।

এক রমণীর মুখে এই সংবাদ পেয়ে নন্দ নন্দিনীর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এলেন পথে।

পঞ্চম সর্গ

পথে এসে নন্দ দেখলেন সকলেই বুদ্ধকে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন—তিনিও তখন এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বুদ্ধদেব ইঙ্গিতে জানালেন তাঁর ভিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের ভিক্ষাপাত্র তুলে দিলেন নন্দের হাতে। তারপর তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রমে। তাঁকে তিনি তিরস্কার করে বললেন—'মৃত্যু আসবার আগেই মনকে মুক্তির জন্য প্রস্তুত করো, অস্থির ভোগবিলাস থেকে মনকে সংযত করো ; ঐশ্বর্য্য মিথ্যা, বিলাস মিথ্যা ; জ্ঞান, বিশ্বাস ও শক্তিই মনের সত্য সম্পদ।' আনন্দকে ডেকে তিনি বললেন—আনন্দ নন্দকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দাও।'

নন্দ প্রথমে স্বীকৃত হলেন না। বুদ্ধদেব নানাভাবে তাঁকে বোঝালেন।

পরে নন্দ দীক্ষিত হলেন বুদ্ধদেবের ধর্ম্মে।

ষষ্ঠ সর্গ

স্বামীর অদর্শনে সুন্দরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি প্রথমে ভাবলেন—তাঁর স্বামী বিশ্বাসঘাতক, নইলে কথা দিয়ে তিনি ফিরে আসবেন না কেন ?

ক্রমে সহচরীর মুখে নন্দের দীক্ষার সংবাদ পেলেন সুন্দরী। সুন্দরী হতাশ হয়ে পড়লেন ; নানাভাবে তিনি আক্ষেপ করতে লাগলেন—তার প্রেমময় জীবনের বহু সুখের স্মৃতি রোমন্থন করে করুণ ভাষায় বিলাপ করতে লাগলেন। এক বৃদ্ধা রমণী নানাবিধ সান্ত্বনায় তাকে আশ্বস্ত করলেন, কেউ বা বললেন, তার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।

সপ্তম সর্গ

ওদিকে নন্দের মনেও অনুশোচনার অন্ত নেই। একটি আম্রকুঞ্জের ছায়ায় বসে তিনিও ভাবছিলেন তাঁর প্রিয়তমা সুন্দরীর কথা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গুরুর

হাত থেকে তাকে ভিক্ষাপাত্র নিতে হয়েছে। প্রকৃতির শাসন তো তিনি রোধ করতে পারেন নি, তাই সুন্দরীকে তিনি ভুলতে পারছেন না। আমগাছকে জড়িয়ে উঠেছে অতিমুক্তলতা, দেখে নন্দ ভাবছেন সুন্দরীর আলিঙ্গনের কথা।

নন্দ বিলাপ করতে লাগলেন ; তারপরে স্থির করলেন, গৃহে ফিরে যাবেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন নি, সুতরাং সন্ন্যাসধর্ম্ম তাঁর জন্য নয়।

অষ্টম সর্গ

জনৈক শিষ্য এসে নন্দকে বোঝাতে লাগলেন—তার এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। বনে যখন আগুন জ্বলছে তখন সেই বন থেকে উড়ে এসেছে যে পাখী, সে কি আর তার নীড়ের মমতায় সেই বনে ফিরে যেতে পারে? নন্দর এই চিন্তা যে কত অযৌক্তিক শিষ্য শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে তা বোঝাতে চেষ্টা করলেন—নারীর প্রতি আসক্তি যে কত অনর্থের মূল তা-ও তিনি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করতে লাগলেন। সেই শিষ্য একথাও বললেন—দীক্ষিত হয়ে নিয়মভঙ্গ করা পাপ।

নবম সর্গ

কিন্তু এসব কথায় কোন প্রতিক্রিয়াই হল না নন্দর মনে। শিষ্য বুঝলেন—এই ভ্রান্তি নন্দর শক্তি, সৌন্দর্য্য ও যৌবনের মোহ থেকে উৎপন্ন। শক্তি, সৌন্দর্য্য ও যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা শিষ্য বোঝাতে লাগলেন নন্দকে। ইন্দ্রিয়জ সুখ যে চিরস্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না শিষ্য তারও উল্লেখ করলেন।

কিন্তু অবোধকে বোঝাবে কে? অশান্ত নন্দ নিজের সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন। শিষ্য এই সংবাদ জানালেন বুদ্ধকে।

দশম সর্গ

বুদ্ধ যখন জানলেন অশান্ত নন্দ ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘন করে প্রাসাদে পত্নীদর্শনের জন্য উন্মুখ তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন।

নন্দ এলেন ; তিনি তাকে নিয়ে গেলেন হিমালয়ে। সেখানে একচক্ষু একটি বানরীকে দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন নন্দকে—তোমার 'সুন্দরী' কি এর চেয়েও সুন্দরী? হতবুদ্ধি নন্দ মৃদু হেসে বললেন—কার সঙ্গে কার তুলনা?

বুদ্ধ নন্দকে নিয়ে এলেন স্বর্গে—ইন্দ্রের প্রমোদ-উদ্যানে। সেখানে সুন্দরী অপ্সরাদের মেলা ; কেউ গান করছে, কেউ বা নৃত্যরত। এদের অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখে নন্দ সবকিছু ভুলে গেলেন, এমন কি সুন্দরীকেও। তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন—কি করে অপ্সরা লাভ সম্ভব? বুদ্ধ বললেন—লাভ যদি করতে চাও, জীবনে কঠোর তপস্যা তোমাকে করতে হবে। স্বর্গবাস, অপ্সরা সংসর্গ একমাত্র অক্ষয় পুণ্যের ফলেই সম্ভব হতে পারে।

শান্ত হলেন নন্দ ; গুরুর প্রস্তাবে সম্মত হলেন তিনি। তাঁরা ফিরে এলেন পৃথিবীতে।

একাদশ সর্গ

নন্দ কঠোর তপস্যায় রত হলেন—নন্দন-কাননের সেইসব মোহিনী অপ্সরা তাঁর চাই।

শিষ্য আনন্দ এসে প্রশ্ন করলেন—অপ্সরা লাভই কি তোমার লক্ষ্য? তাহলে

এই যে তোমার সংযমসাধনা, তা কি শুধু অসংযত প্রবৃত্তির স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেবার জন্য? মনে যখন ভোগের লোলুপতা, তখন দেহের এই কৃচ্ছ্রসাধনের কি প্রয়োজন? প্রেম ক্ষণিকের, স্বর্গবাসও ক্ষণিকের, ভোগের অবসান ঘটলেই আবার স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হবে। সুতরাং যাতে এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর আবর্তন থেকে মুক্তি হয় সে চেষ্টায় ব্রতী হও।

দ্বাদশ সর্গ

নন্দর মনে বিক্ষোভ জাগলো। অপ্সরা দেখে তিনি সুন্দরীকে ভুলেছেন, কিন্তু অপ্সরা-ভোগও তো ক্ষণিকের। তিনি এলেন বুদ্ধের কাছে; অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি প্রার্থনা জানালেন—আমি অপ্সরা চাই না; আমি যাতে চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হতে পারি, আপনি আমাকে সেই উপদেশ দিন।

বুদ্ধ নন্দকে সাধুবাদ জানালেন।

এরপরে **ত্রয়োদশ সর্গে** সংযম ও ইন্দ্রিয় জয়ের উপদেশ; **চতুর্দশ সর্গে** শিষ্যের পক্ষে প্রথম করণীয় কি, সেই সম্পর্কে আলোচনা। **পঞ্চদশ সর্গ** মনের শাসন বিষয়ক। **ষোড়শ সর্গে** আছে আর্যসত্যচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা। একথা স্পষ্ট যে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ পর্যন্ত অশ্বঘোষ কবির ভূমিকা ত্যাগ করে অনেকটা যেন প্রচারকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন।

সপ্তদশ সর্গ

এইভাবে নন্দ তত্ত্বের উপদেশ গ্রহণ করলেন। এরপর মোক্ষমার্গ। কঠোর সংকল্প ও দৃঢ়তা নিয়ে নন্দ ইন্দ্রিয় জয়ে অগ্রসর হলেন—সুরু হল প্রবৃত্তিজয়ের সংগ্রাম।

দীর্ঘ সাধনার পর নন্দ হলেন অর্হৎ।

অষ্টাদশ সর্গ

সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর নন্দ বুদ্ধদেবের চরণ বন্দনা করলেন।

বুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করলেন নন্দকে—সিদ্ধির জন্য তাকে অভিনন্দিত করলেন।

। তিন।

বিষয় বিভাগ

কাব্যের সূচনা হয়েছে প্রথম থেকে তৃতীয় সর্গের মধ্যে বুদ্ধ এবং নন্দের জন্ম-কথা, বুদ্ধের দিব্যজ্ঞান লাভ এবং কপিলবাস্তুতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী দিয়ে। কাব্যের সূচনাতেই আছে এক আশ্রমের বর্ণনা—এই আশ্রম একই স্থানে নগর নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল—এতে আভাস পাওয়া যাচ্ছে নির্বাণই আলোচ্য কাব্যের লক্ষ্য। প্রথম সর্গে আছে বুদ্ধের পূর্বপুরুষগণ সেখানে এসে (৩৭ নং শ্লোক, প্রথম সর্গ) যে বিঘ্নসৃষ্টি করেছিলেন তার ফলেই আশ্রমের সন্ন্যাসীদল আশ্রম ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন।

এই ঘটনা ইঙ্গিতবাহী; চতুর্থ সর্গে আমরা দেখতে পাই—নন্দর প্রাসাদ বিলাসের আয়োজনে মুখর, সেখান থেকে উপেক্ষিত হয়েই বুদ্ধদেব ফিরে যাচ্ছেন।

এর পর থেকে ঘটনা গতিলাভ করেছে। বুদ্ধদেব মঠে নিয়ে গেছেন নন্দকে, তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু উপদেশ ব্যর্থ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ; এই অবস্থা চলেছে পঞ্চম থেকে নবম সর্গের সমাপ্তি পর্যন্ত।

কাব্যের দ্বিতীয় বিভাগ সম্ভাবনা ; দশম সর্গ থেকে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত ; বুদ্ধদেব নন্দকে নিয়ে গেছেন হিমালয়ে এবং তারপর স্বর্গে। এখানে সুন্দরী-তর অপ্সরাদের দেখে নন্দ ভাবলেন, এদের জন্য তাঁর সুন্দরীকেও ত্যাগ করা চলে। কিন্তু এর জন্য সংসার ত্যাগ করে কঠিন সাধনা করতে হবে ; নন্দ সেই সঙ্কল্পই গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্বর্গলাভের সুখও ক্ষণস্থায়ী, এই কথা শুনে নন্দর মনে সন্দেহ জাগলো— দ্বাদশ সর্গে এসে যে নূতন স্তরের সূচনা হল তাকে বলা যেতে পারে নিশ্চয়।

তারপর ত্রয়োদশ সর্গ থেকে চলেছে এই 'নিশ্চয়' পর্ব ; বুদ্ধদেবের শিক্ষা-দান এবং সপ্তদশ সর্গে সমস্ত পাপচিন্তার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে নন্দর জয়লাভ পর্যন্ত এই পর্বের বিস্তার।

সপ্তদশ সর্গের শেষের দিকে নূতন পর্বের সূচনা—প্রাপ্তি ও সমাপ্তি। সপ্তদশের শেষ আর অষ্টাদশ সর্গ নিয়ে এই শেষ পর্ব।

। চার।

সর্গ-নাম

সর্গের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে সর্গের শেষে একটি নামকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ। এই নাম বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যামূলক, সুতরাং দুর্বোধ্য হলে চলে না। সৌন্দরনন্দ কাব্যের কয়েকটি সর্গনাম এই দোষে দুষ্ট।

অষ্টম সর্গের নাম 'স্ত্রীবিঘাত'—শব্দটির কোন পরিচ্ছন্ন অর্থ সহসা মনে আসে না।

দশম সর্গের নাম 'স্বর্গ নিদর্শন' ; নিঃশেষে দর্শন কি 'নিদর্শন' ? তাছাড়া, নন্দর স্বর্গদর্শনই কি এই সর্গের মুখ্য কথা ? বোধহয় অর্থ হবে—'স্বর্গের দৃষ্টান্ত'।

দ্বাদশ সর্গের নাম 'প্রত্যবমর্শ'—দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এই নামটির বিরুদ্ধেও চলতে পারে। পঞ্চদশ সর্গের 'বিতর্ক প্রহাণ' নামটি সম্পর্কেও একই অভিযোগ।

অষ্টাদশ সর্গের নাম 'আজ্ঞা ব্যাকরণ'—এটি দুর্বোধ্যতম ; কিন্তু এ হলো এক ধরণের মক্ষিকাবৃত্তি ; কাব্যপাঠ বা রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক।

। পাঁচ।

কাব্যানুশীলন

অশ্বঘোষ দাবী করেছেন, বৌদ্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্যই তিনি কাব্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। অষ্টাদশ সর্গের শেষ দুটি শ্লোকে কবি সেকথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—

ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থগর্ভা কৃতিঃ
শ্রোতৃণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচারাৎ কৃতা
যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎকাব্যধর্মাৎকৃতং
পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথংস্যাদিতি

অর্থাৎ, 'এই কাব্যের বিষয় 'মুক্তি', কিন্তু রচিত হয়েছে কাব্যের রীতিতে ; আনন্দদান এর উদ্দেশ্য নয়, শান্তির পথ বিশ্লেষণ করা-ই এর লক্ষ্য ; আর একটি লক্ষ্য, যেসব শ্রোতার মন অন্যদিকে তাদের আকৃষ্ট করা। যাতে সবাই আকৃষ্ট হন এই জন্য আমি কাব্যে মুক্তি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়েরও অবতারণা করেছি ; কিন্তু অবতারণা করতে গিয়ে কাব্যধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হইনি। আমার লক্ষ্য এর স্বাদুতা বাড়ানো—যেমন তিক্ত ঔষধে মধু মিশিয়ে উপাদেয় করে তোলা হয়, এ-ও তেমনি।'

কবি মধুর কাব্যের পাত্রে অত্যন্ত গভীর বিষয়ের পরিবেশনা করেছেন এতে সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন—'তৎ কাব্যধর্মাৎ কৃতম্', এই পরিবেশনায় তিনি কাব্যধর্ম থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হননি। বস্তুতঃ কবি অশ্বঘোষের প্রতিভাই এই প্রকৃতির ছিল যে বিষয় যতই জটিল হোক, তিনি অনায়াসে তাকে কাব্যের ধর্মে অনুরঞ্জিত করতে পারতেন ; শুধু তাই নয়, শিল্পীর এই 'খেলা'তে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করতেন। সৌন্দরনন্দ কাব্যে কবি যেমন কামকলার উচ্ছল বর্ণনা করেছেন, নিগূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণেও বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে শুষ্কতম ধর্মীয় সূত্রও যেন একই রকম দাহ্য, তাই তাঁর প্রতিভার স্পর্শে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বিতর্ক মূল দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি তাঁকে আনতে হয়েছে—এতে যত জটিলতাই থাক এগুলো ছিল তাঁর কাছে একটা 'চ্যালেঞ্জ' ; এই চ্যালেঞ্জ তিনি অনায়াসে গ্রহণ করেছেন এবং এর কাছ থেকেই প্রেরণাও পেয়েছেন।

কাব্যপাঠে রসিকজন অনুভবমূলক এবং চিন্তামূলক আনন্দ অনুভব করে থাকে—কিন্তু অশ্বঘোষ প্রাত্যহিক জীবন থেকে মুক্ত করে অনায়াসে নিয়ে গেছেন এক আধ্যাত্মিক অনুভবের জগতে—সেখানে প্রথম স্তরে গভীর দার্শনিক চিন্তা, পরে পরম প্রশান্তি।

এই আধ্যাত্মিক ক্রীড়ায় জয়ী হয়েছেন অশ্বঘোষ—তার প্রধান কারণ, তিনি নিজেও কাব্যের সঙ্গে জড়িত। কবির যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় তিনি নিজেও সন্ন্যাসী ছিলেন ; কেন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তা আমরা জানিনা। তবু একথা নিশ্চিত, স্বভাব-বৈরাগ্য থেকে এটা সম্ভব হয়নি। তিনি গভীরভাবেই বন্ধনে জড়িত ছিলেন ; পরে সবকিছুরই একটা নিরুপায় ব্যর্থতা-বোধ তাঁকে সমস্ত মোহ-বন্ধন থেকে মুক্ত করে এনেছিল। তাই আত্মসচেতন কবি জীবনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দভোগকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন।

সৌন্দরনন্দ কাব্যে কবি হয়তো নিজেরই জীবনের অতীত আশা-নৈরাশ্য ; আনন্দ-বেদনার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন—তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে আরও প্রখর করে তুলেছে। ফলে, তাঁর বক্তব্য হয়েছে সহজ, বর্ণনা হয়েছে আন্তরিক। অশ্বঘোষের কবি-প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি, মানবজীবনের সমস্ত পথেই তাঁর অবাধ বিচরণের শক্তি, ফলে জীবনের ভোগ, বিলাস, আনন্দ, কামনা সবকিছু সম্পর্কেই তাঁর উক্তি পাঠকের মনে এক গভীর প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে।

বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ—এই দুটি কাব্য প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেবের সম্পূর্ণাঙ্গ

জীবনকাহিনী—প্রথম কাহিনীতে আছে, দুস্তর সাধনার বলে তাঁর আলোকপ্রাপ্তির কথা, দ্বিতীয়টিতে আমরা জানতে পারি, বুদ্ধদেব কি অসামান্য নৈপুণ্যে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সেই আলোকের জগতে নিয়ে আসতে পারতেন।

সৌন্দরনন্দ কাব্য থেকে অশ্বঘোষের বিশিষ্ট বর্ণনার একটি তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে—নগর (প্রথম সর্গ) রাজা (দ্বিতীয় সর্গ) বসন্ত (সপ্তম সর্গ) হিমালয় (দশম সর্গ) ইন্দ্রের স্বর্গ (দশম সর্গ) এবং বিভিন্ন পাপচিন্তার সংগ্রাম (সপ্তদশ সর্গ)।

বর্ণনাগুলি সুন্দর ও সার্থক, কিন্তু সর্বত্র পরিমিত কিনা তা রসিকজনের বিচার্য।

অশ্বঘোষ ভাষাপ্রিয় কবি ছিলেন ; তাঁর ভাষার জন্যই (ভাবের জন্য নয়) নাকি তিনি মধ্যযুগকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে তিনি প্রিয় তাঁর কবি-ভাবনার জন্য, ভাষা তাঁর ভাবের অধীন—পরবর্তী-কালের কবি ভর্তৃহরি বা ভারবির সঙ্গে তুলনা করলেই অশ্বঘোষের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ধরা পড়বে। কাব্য রচনার রীতিতে তিনি রামায়ণ এবং মধ্য-যুগীয় কবিদের (ভারবি প্রভৃতি) মধ্যবর্তী।

অশ্বঘোষের প্রিয়তম অলংকার উপমা—বৌদ্ধ সূত্রসাহিত্যে এর অভাব নেই। রূপকও আছে, সমিল যমকও আছে—

যত্র স্ম মীয়তে ব্রহ্ম কৈশ্চিৎ কৈশ্চিন্ন মীয়তে
কালে নিমীয়তে সোমো ন চাকালে প্রমীয়তে। (১. ১৫)

'কেউ ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, কেউ কাউকে আঘাত করতেন না, সোমরস যথাকালে পরিমাপ করা হতো, কেউ অকালে মরতো না।' এখানে চারটি চরণেই শুধু 'মীয়তে' নিয়ে খেলা। দেখতে একই রূপ, কিন্তু ব্যুৎপত্তি ভিন্ন, তাই অর্থও পৃথক।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যেও এই জাতীয় একটি শ্লোক আছে যেখানে কবি শুধু বিশেষ্য আর ক্রিয়াপদের মেলা সাজিয়েছেন—

হতত্বিষোঽন্যাঃ শিথিলাংসবাহবঃ স্ত্রিয়ো বিষাদেন বিচেতনা ইব
ন চুক্রুশুর্নাশ্রু জহুর্ন শশ্বসুর্ন চেলুরাসুর্লিখিতা ইব স্থিতাঃ।

অন্য নারীদের জ্যোতি নিভে গেছে, তারা বিষাদে যেন অচেতন, তাদের হাত ও কাঁধ ঝুলে পড়েছে ; তারা উচ্চকণ্ঠে কাঁদলেন না, চোখের জলও ফেললেন না, দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না—তারা না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে হলো তারা চিত্রে অঙ্কিতা।

এই শ্লোকটিকেই দ্বাদশশতকের কবি ও আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর কাব্য-মীমাংসায় উদ্ধৃত করেছিলেন—এর রচয়িতা যে শব্দকবি (Grammatical poet') তার নিদর্শন হিসেবে। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলি লক্ষ্য করেছে, ভর্তৃহরি যে অর্থে শব্দকবি, সেই অর্থে অশ্বঘোষকে শব্দকবি কোনক্রমেই বলা চলে না। ব্যাকরণের শিক্ষা দিতেই ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্য নিয়ে কাব্যের আসরে নেমেছিলেন—অশ্বঘোষের সে রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সংস্কৃতভাষাপ্রেমী, সেই প্রেমেরই প্রকাশ এই জাতীয় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোক। আলোচ্য শ্লোকটিতে যে চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে—তাই হল কাব্যের সম্পদ। কোথাও যদি শব্দক্রীড়া থেকেও থাকে, কাব্যগুণেই তা উপভোগ্য।

Johnston বলেছেন—'It is worth drawing attention to this kind of thing in order to show how the finer points of Sanskrit grammatical analysis inspired Aswaghosha to some humourous linguistic games.'

নন্দ যেখানে উপলব্ধি করলেন, তাঁর স্বর্গের অপ্সরালাভের সাধনাও অর্থহীন, কেননা সেই সুখও ক্ষণস্থায়ী।—সেইখানেই কাব্যের চরম মুহূর্ত! নন্দ নিরুপায়—তার কাছে তখন সুন্দরী মিথ্যা, ভোগ মিথ্যা, স্বর্গ ক্ষণিকের, অপ্সরাও মরীচিকা!

সেই মুহূর্তেই বুদ্ধদেব এসেছেন তাঁর শিক্ষার ভার হাতে নিয়ে। তাঁর নিত্য সুখের সন্ধান এইখান থেকেই সুরু।

আলোচ্য কাব্যে, দীপক, অতিশয়োক্তি, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বিশেষতঃ যমক অলঙ্কারে তাঁর আসক্তি দেখেও মনে হতে পারে সংস্কৃত ভাষার শব্দমন্ত্রে তিনি মুগ্ধ ছিলেন (তুলনীয়ঃ চলৎকদম্বে হিমবন্নিতম্বে তরৌ প্রলম্বে চমরোলনম্বে ১০.১১)। একই ক্রিয়ারূপের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার অর্থ যোজনা করে, একই ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে এক ধরণের শব্দক্রীড়ায় কবি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে এর উদাহরণ মিলবে। এই ধরনের শাব্দিক নৈপুণ্যে অবশ্য পরবর্তীকালের গৌড়ীয় রীতির একটি প্রধানতম লক্ষণ! অশ্বঘোষ গৌড়ীয় রীতির কবি—একথা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু তাঁর রচনারীতি যে 'গৌড়ীয়' ঘেঁষা একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। পরবর্তী কাব্য সমালোচকের কাছে হয়তো এই রীতি তেমন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করে নি—কে জানে হয়তো এই কারণেই অশ্বঘোষ কাব্যের আসরে দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিলেন।

সৌন্দরনন্দ 'কাব্য থেকে কয়েকটি অলঙ্কার-চয়ন' : (অনুবাদ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য)

উপমা—

তস্মিন্ গিরৌ চারণসিদ্ধ জুষ্টে
শিবে হবির্ধূম কৃতোত্তরীয়ে।
আগম্য পারস্য নিরাশ্রয়স্য
তৌ তস্থতুর্নাব ইবাম্বরস্য ।। (১০. ৬)

রূপক—

যস্মাদিমং তব চকার যতুং
তং স্নেহপঙ্কান্মুনান রুজিহীর্ষন্। (৫. ১৮)

দীপক—

অবেদীবুদ্ধিশাস্ত্রাভ্যামিহ চামুত্র চক্ষমং
অরক্ষীদ্ধৈর্য্যবীর্য্যাভামিন্দ্রিয়াণ্যপি চ প্রজাঃ। (২. ১৫)

অতিশয়োক্তি—(উপমা-মিশ্র)

বহ্বায়তেতত্র সিতে চ শৃঙ্গে
সংক্ষিপ্তবর্হঃ শয়িতো ময়ূরঃ।

ভুজে বনস্যায়তপীনবাহো
বৈদূর্য্যকেয়ূর ইবাবভাসে। (১০. ৮)

ব্যতিরেক—

ঋতুর্ব্যতীতঃ পরিবর্ত্ততে পুনঃ।
ক্ষয়ং প্রয়াতঃ পুনরেতি চন্দ্রমাঃ ।।
গতং গতং নৈব তু সংনিবর্ত্ততে।
জলং নদীনাং চ নৃণাং চ যৌবনম ।। (৯. ২৮)

উৎপ্রেক্ষা—

মৃদুভিঃ সৈকতৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কেসরাস্তপাণ্ডুভিঃ
ভূমিভাগৈরসঙ্কীর্নৈঃ সাঙ্গরাগ ইবাভবৎ। (১.৭)

সমাসোক্তি—

পুষ্যন্তি কেচিৎ সুরভিরুদারা
মালা স্রজশ্চ গ্রথিতা বিচিত্রাঃ
কর্ণানুকূলানবতং সকাংশ্চ
প্রত্যর্থিভূতানিব কুণ্ডলানাম্। (১০. ২০)

একটি কথা মনে রাখতে হবে। যে যুগে ভামহ ঘোষণা করেছিলেন 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' (অর্থাৎ কোন কাব্যে অলঙ্কার থাকলেই তা কাব্য হিসেবে স্বীকৃত হবে) অশ্বঘোষ তার বহুপূর্ববর্তী। তাহলেও তাঁর কাব্যে অলঙ্কারের অভাব নেই। শুধু অলঙ্কার থাকলেই যে কাব্য হয় না তা-ও কবি জানতেন। সৌন্দরনন্দ একটি সুখপাঠ্য কাব্যগুণমণ্ডিত এবং নাট্যগুণসম্পন্ন মহাকাব্য, সেকথা কাব্যপাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

। ছয়।

বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ

যে নাট্যগুণের কথা বলছি তা আলোচ্য কাব্যের এক প্রধান আকর্ষণ। তত্ত্ব প্রচারের অন্তরালে যে কাহিনীধারা প্রবাহিত—তাতেই এমন নিশ্চিত প্রমাণ বা ইঙ্গিত কিছু নেই যার সাহায্যে বলা যেতে পারে, কোনটি পূর্ববর্তী রচনা, বুদ্ধচরিত না সৌন্দরনন্দ? কিন্তু প্রমাণ না থাক, কাব্য দুটি পাঠের পর বিচক্ষণ পাঠকের নিশ্চয়ই এই ধারণা হবে যে সৌন্দরনন্দের রচনা অধিক পরিণত। এখানে ভাষাপ্রয়োগে বা অলঙ্কার নির্মাণে কবির আত্মবিশ্বাসও অনেক বেশী।

কিন্তু তাই বলে কাব্যগুণে 'বুদ্ধচরিত' সৌন্দর... তের পরিপূরক
হীন, একথাও বলা কঠিন—সৌন্দরনন্দ প্রকৃতপক্ষে ...
এভাবে দেখাই সঙ্গত।

সমালোচক মহলে অশ্বঘোষ সম্পর্কে কিছু ... মনোভাব লক্ষ্য করা
যায়। ভামহ তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি, তাঁর কোন ... ও উদ্ধৃত করেন নি।

রাজশেখর তাঁকে শুধু 'শব্দকবি'র সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্তই আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়—যখন পরবর্তী সাহিত্যে আমরা অশ্বঘোষের অসীম প্রভাবের কথা ভেবে দেখি। অপরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিতদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্তত ভাস, বাণভট্ট ও কালিদাস যে অশ্বঘোষের রচনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

। সাত।

কবি কাহিনী

অশ্বঘোষ আজ নাট্যকবিরূপেই পরিচিত—সে পরিচয় কেবল তাঁর রচিত কাব্যের নাট্যগুণের জন্যই নয়, তিনি একটি পৃথক নাটকও রচনা করেছিলেন। নাটকের নাম শারিপুত্রপ্রকরণ—নাটকের খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে।

অশ্বঘোষ কনিষ্কের সমসাময়িক কবি, কনিষ্কের সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। তিনি মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

ব্রাহ্মণবংশে কবির জন্ম ; সাকেত বা অযোধ্যা তাঁর জন্মভূমি, মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। পরে অবশ্য তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অশ্বঘোষের তিব্বতীয় জীবনবৃত্তে লেখা আছে—অশ্বঘোষ ছিলেন অমিত প্রতিভাশালী—'এমন কোন সমস্যা ছিল না, যার সমাধান তিনি করতে পারতেন না, এমন কোন বাধা ছিল না যা তিনি নিরস্ত করতে পারতেন না। প্রবল বায়ু যেমন জীর্ণ বৃক্ষকে ধূলিসাৎ করে—তিনিও তেমনি তাঁর বিরোধী পক্ষকে পরাস্ত করতেন।'

ঐ একই জীবনবৃত্তে বলা হয়েছে, কবি নিজে একজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পী এবং সুরস্রষ্টাও ছিলেন ; নিজে সংগীত রচনা করে তিনি তাঁর শিল্পীদল নিয়ে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াতেন—তাঁর গানের অন্যতম বিষয় ছিল জীবনের দুঃখ এবং ক্ষণস্থায়িত্ব ; সবাই মুগ্ধ হয়ে অভিভূত হয়ে গান শুনতো—এই ভাবে তিনি মুগ্ধ শ্রোতাকেই স্বধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ বলেছিলেন—'জগৎকে আলোকিত করছে চারটি সূর্য্য—অশ্বঘোষ, দেব, নাগার্জ্জুন এবং কুমারলব্ধ।'

বৌদ্ধ হবার আগে অশ্বঘোষ দেবভক্ত ছিলেন—বিশেষ করে মহেশ্বরের তিনি পূজারী ভক্ত ছিলেন। উত্তরভারত থেকে তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার জন্যই যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম পার্শ্ব, কেউ বলেন দীক্ষাদাতার নাম পূর্ণ, আবার কারো মতে নাম আর্যদেব। সম্রাট কনিষ্ক সাকেত পর্যন্ত তাঁর বাহু প্রসারিত করেছিলেন অধ্যাত্মজীবনের এই চিকিৎসকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে। অশ্বঘোষ হলেন কনিষ্কের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা।

অশ্বঘোষ সন্ন্যাসী কবি। কেউ কেউ বলেন তাঁর আর এক নাম মাতৃচেতা। কিন্তু ই-সিঙ্ (৬৭৩ খৃষ্টাব্দে)-এর মতে মাতৃচেতা ও অশ্বঘোষ—দুই পৃথক ব্যক্তিত্ব। দুইজনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষে কিংবা দ্বিতীয় শতকের প্রথমে। মাতৃচেতার রচিত দুটি বুদ্ধস্তোত্রের উপরেই প্রধানতঃ মাতৃচেতার যশ প্রতিষ্ঠিত। ই-সিঙ্ বলেছেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে প্রত্যেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই স্তোত্র মুখস্থ রাখতেন—হীনযান বা মহাযান যে

সম্প্রদায়েরই তিনি হোন না কেন। মাতৃচেতার এই স্তোত্র দুটি প্রাচীনতম বৌদ্ধ গীতি-কবিতার নিদর্শন হিসেবে বিশেষ মূল্যবান। মাতৃচেতা কবি হিসেবেই পরিচিত, দার্শনিক হিসেবে নন।

অশ্বঘোষ কি রাজা ছিলেন? প্রশ্নটি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সারনাথে যে খননকার্য হয়েছে তাতে দুটি দলিল মিলেছে—দলিল কর্তার নাম রাজা অশ্বঘোষ। কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন—রাজা অশ্বঘোষ কনিষ্কের পরবর্তী হুবিষ্কের সমকালবর্তী।

অশ্বঘোষ দীর্ঘকাল বিস্মৃত ছিলেন। আজ আমরা অতীতের দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলেছি। তাতে অশ্বঘোষ নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছেন;—সৌভাগ্যের কথা, এ যুগের পাঠক উপলব্ধি করেছে—অশ্বঘোষ কালিদাসেরও আদর্শ এক মহাকবি। সৌন্দরনন্দ কাব্যে কবির উক্তি মোটেই অত্যুক্তি নয়—'ভিক্ষোরাচার্য্য-ভদন্তাশ্বঘোষস্য মহাকবে মহাবাদিনঃ কৃতিরিয়ম্।'
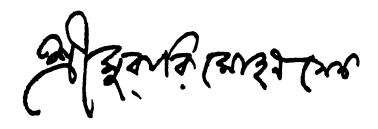
সূক্তিরত্নাবলী

'সৌন্দরনন্দ' কাব্য থেকে কয়েকটি ভাবগর্ভ বিশিষ্ট উক্তি এখানে পরিবেশিত হলো :

১. জ্ঞানায় কৃত্যং পরমং ক্রিয়াভ্যঃ। (৫. ২৫)
সকল কাজের চেয়ে বড় কাজ জ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম।

২. গতং গতং নৈব তু সংনিবর্ত্ততে
জলং নদীনাং নৃণাং চ যৌবনম্। (৯. ২৮)
নদীর জল আর মানুষের যৌবন একবার গেলে আর ফিরে আসে না।

৩. ধারণার্থং শরীরস্য ভোজনং হি বিধীয়তে। (১৪. ১৫)
ভোজনের উদ্দেশ্য শুধু শরীর ধারণ।

৪. কামনাং প্রার্থনা দুঃখা প্রাপ্তৌ তৃপ্তির্ন বিদ্যতে। (১১. ৩৮)
কামনার প্রার্থনা দুঃখজনক, পেলেও তৃপ্তি নেই।

৫. কার্য্যকারণ সম্বন্ধং বালুকামুষ্টিবজ্জগৎ। (১৫. ৩৫)
এই জগৎ কার্য্যকারণের সম্বন্ধে বাঁধা বালুকামুষ্টির মত।

৬. সর্ব্বাপদাং ক্ষেত্রং ইদং হি জন্ম। (১৬. ৭)
এই জন্মই সকল বিপদের ক্ষেত্র।

৭. সর্ব্বাভিসারেণ নিহন্তি মৃত্যুঃ। (৫. ২২)
মৃত্যু সকল রকম আঘাতেই বধ করে।

৮. সর্ব্বো মহান্ হেতুরণোঃ বধায়। (১০. ৪৫)
প্রত্যেকটি মহৎ কারণ তজ্জাতীয় ছোটকে লুপ্ত করে।

৯. প্রমদাঃ সমদা মদপ্রদাঃ প্রমদা বীতমদা ভয়ভদ্রাঃ। (৮.৩২)
মত্ত নারী অন্যের চিত্তে মত্ততা সৃষ্টি করে, প্রপ্রমত্ত নারী বিপদের কারণ।

১০. জহাতি বিদ্বান্ অশুভং নিমিত্তম্। (১৬. ৭৪)
যিনি বিদ্বান, তিনি অশুভ চিন্তা ত্যাগ করেন।

প্রথম সর্গ

কপিল গোতম নামে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—কাক্ষীবান গোতমের মতই১ তিনি ছিলেন তপস্যায় অক্লান্ত। ॥ ১ ॥

কাশ্যপের মতই তিনি দীপ্ত তপস্যা আশ্রয় করেছিলেন—সূর্য্য যেমন অবিরাম তেজ বিকীরণ করে থাকেন, তেমনি ; এ বিষয়ে কাশ্যপের মতই২ তিনি ঋদ্ধি লাভ করেছিলেন। ॥ ২ ॥

রাজা যেমন নিজের উদ্দেশ্যসাধনে পৃথিবী দোহন করেন—ঠিক তেমনি তিনিও গাভী থেকে হব্যাদি সংগ্রহ করতেন। অপস্যায় দক্ষ তাঁর শিষ্যদের সম্মুখে তিনি বাগ্‌দোহন করতেন যেমন বশিষ্ট দোহন করতেন তাঁর গাভী। ॥ ৩ ॥

মহিমায় তিনি ছিলেন দীর্ঘতপার৩ তুল্য—বিচক্ষণতায় ছিলেন শুক্রাচার্য্য এবং বৃহস্পতির৪ সমকক্ষ। ॥ ৪ ॥

দীর্ঘস্থায়ী তপস্যার জন্য তিনি হিমালয়ে পুণ্য প্রদেশে আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন—এই আশ্রম ছিল তপস্যার মন্দির ও নিকেতন। ॥ ৫ ॥

সুন্দর লতা ও তরুকুঞ্জে সে স্থান শোভিত ছিল—আর ছিল স্নিগ্ধ ও শ্যামল তৃণক্ষেত্র। অবিরাম আহুতির ফলে, যজ্ঞীয় ধূমে সে স্থান মেঘের মত প্রতিভাত হত। ॥ ৬ ॥

সেখানে ভূমিভাগ ছিল স্নিগ্ধ, সিকতাময়, কোপর পুষ্পের আচ্ছাদনে হরিদ্রাভ এবং পবিত্র ; মনে হত, যেন বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ মৃত্তিকাচূর্ণের অঙ্গরাগে চিত্রিত। ॥ ৭ ॥

আশ্রমে চারধারে ছিল পদ্ম সরোবর—শুচি, স্বচ্ছ, হিতকর এবং তীর্থরূপে খ্যাত ; মনে হত যেন পবিত্র, শ্রদ্ধেয়, অপরের কল্যাণকামী বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত। ॥ ৮ ॥

সকল দিকে পর্য্যাপ্ত পুষ্পে ও ফলে সজ্জিত আশ্রমকে দেখে মনে হত যেন হাতের কাছে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে এক পুরুষ বিরাজিত। ॥ ৯ ॥

আত্মসংযত, শান্ত, কামনাহীন এবং নীবার ধান্য ও ফলে সন্তুষ্ট ঋষিগণ সেখানে থাকলেও মনে হত যেন আশ্রম জনহীন। (শূন্য) ॥ ১০ ॥

পবিত্র অগ্নিতে আহুতির ধ্বনি, ময়ূরের কূজন, তীর্থে স্নান প্রভৃতির শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ সেখানে ছিল না। ॥ ১১ ॥

আশ্রমে যজ্ঞীয় বেদীর উপর চিত্রাঙ্গ হরিণ ঘুমিয়ে থাকতো, মনে হত যেন লাজ বর্ষণ করে মাধবী পুষ্পের অর্ঘ্য দান করা হয়েছে। ॥ ১২ ॥

আশ্রমে হিংস্র পশুগণও৫ একসঙ্গে শান্তভাবে মৃগের সঙ্গে বিচরণ করতো যেন তারা আশ্রয়দাতা ঋষিদের কাছে শুচি জীবনযাপনের শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ॥ ১৩ ॥

যদিও পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি ছিল সন্দেহের বিষয় এবং শাস্ত্রগুলিও ছিল পরস্পর বিরুদ্ধ—তবু এখানে তপস্বিগণ এমনভাবে তপস্যা করতেন যেন তাঁরা অলৌকিক শক্তিবলে তপস্যার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছেন। ॥ ১৪ ॥

কেউ হয়তো ব্রহ্ম বিষয়ে ধ্যান করতেন ; কেউ অন্যকে আঘাত করতেন না ; সোমরস যথাকালে সংগৃহীত হত ; কেউ অকালে মৃত্যুবরণ করতেন না। ॥ ১৫ ॥

দৈহিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের নিজের ধর্মীয় নীতি অনুসরণ ক'রে সেখানে তপস্বিগণ সর্বপ্রকার ক্লান্তিতে হৃষ্ট হয়েই যেন সাধনা করতেন। ॥ ১৬ ॥

সেখানে তপস্বিগণ স্বর্গলাভে ইচ্ছুক হয়ে এত অধিক ক্লেশ স্বীকার করতেন যে তপস্যায় এই প্রবৃত্তিবশতই যেন তাঁরা ধর্মের বিলোপ সাধন করতেন। (কেননা প্রবৃত্তির নাশ ধর্মলাভের উপায়।) ॥ ১৭ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের আগমন

একদিন তেজস্বী পুরুষের বাসভূমি, তপস্যার আশ্রয় সেই আশ্রমে বাস করতে ইচ্ছুক হয়ে এলেন ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ। ॥ ১৮ ॥

স্বর্ণনির্মিত স্তম্ভের মত উজ্জ্বল তাদের দেহ, সিংহের মত বক্ষ, বিশাল বাহু, মহিমায় ও আচরণে তারা বিখ্যাত। ॥ ১৯ ॥

তাঁরা ছিলেন যোগ্য, উদার এবং প্রাজ্ঞ, তাঁদের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা৬ ছিলেন অযোগ্য, নীচাশয় এবং মূর্খ। তাই তার মাতার বিবাহ-যৌতুক রূপে যে সম্পদ তার কাছে এসেছিল তার উপর তারা শক্তি প্রয়োগ করেননি ; তারা পিতৃ-সত্য অক্ষুন্ন রেখেছিলেন বলেই বনে এসেছিলেন। ॥ ২০-২১ ॥

ঋষি গৌতম হলেন তাঁদের গুরু ; সুতরাং গুরুর গোত্রানুযায়ী তাঁরা কৌৎস থেকে 'গৌতম' রূপে পরিচিত হলেন। ॥ ২২ ॥

যেমন, একই পিতার পুত্র এবং পরস্পর ভাই হয়ে পৃথক গুরুর শিষ্য হওয়ায় বলরাম৭ হলেন গার্গ এবং কৃষ্ণ৮ হলেন গৌতম। ॥ ২৩ ॥

শাকবৃক্ষের (সেগুন গাছ) ছায়ায় তাঁরা বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন বলে এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ শাক্যরূপে পৃথিবীতে পরিচিত হলেন। ॥ ২৪ ॥

গৌতম স্ববংশীয় রীতি অনুযায়ী তাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন, যেমন পরবর্তীকালে ভার্গব করেছিলেন কুমার সগরের জন্য। যেমন কণ্ব করেছিলেন শকুন্তলাতনয় শক্তিমান৯ ভরতের জন্য, প্রাজ্ঞ বাল্মীকি করেছিলেন মিথিলার ধীমান রাজপুত্রদের জন্য। ॥ ২৫-২৬ ॥

সেই বন একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য গৌরবে এবং ক্ষত্রিয় শৌর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠলো—মুনিদের সান্নিধ্যে এল পবিত্র শান্তি, ক্ষত্রিয়বীরের সাহায্যে এল সুরক্ষার নিরাপত্তা। ॥ ২৭ ॥

একদিন তাদের সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্যই ঋষি এক জলপূর্ণ কলস নিয়ে অন্তরীক্ষে উঠে গেলেন ; তারপর রাজপুত্রদের সম্বোধন করে বললেন : এই কলসের জল অক্ষয় ; কলস থেকে যে জলবিন্দু মাটিতে পড়বে তার ধারারেখা অতিক্রম না করে প্রতি পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ কর! ॥ ২৮-২৯ ॥

তারা সকলেই মাথা নত করে সম্মতি জানালো—তারপর দ্রুতগামী অশ্বযুক্ত অলংকৃত রথে আরোহণ করলো। ॥ ৩০ ॥

তারা রথে তাঁকে অনুসরণ করলো ; এইভাবে অন্তরীক্ষে যেতে যেতে আশ্রমের সীমান্তর্গত ভূমিভাগের উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন। ॥ ৩১ ॥

সুন্দর সীমারেখায় চিহ্নিত দাবাগেলার ফলকের (ছক) মত একটি স্থান নির্দেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাজকুমারদের বললেন। ॥ ৩২ ॥

'যে ভূমিভাগ তোমাদের রথচক্রে চিহ্নিত হলো এবং আমি যার চারধারে জলের

ধারা সিঞ্চন করেছি—আমি স্বর্গে যাবার পরে তোমরা সেখানে একটি নগর নির্মাণ করো।' ॥ ৩৩ ॥

তারপর যথাকালে মুনি যখন পরলোক গমন করলেন তখন সেই বীরগণ তাদের অসংযত তারুণ্যের বেগে নিরঙ্কুশ হস্তীর মতই চারদিকে ভ্রমণ করতে লাগলো। ॥ ৩৪ ॥

চর্মনির্মিত অঙ্গুলীত্রাণ, শরোজ্জ্বল সুদৃঢ় তূণীর হাতে নিয়ে তারা হস্তী এবং অন্যান্য বন্য পশুদের উপর তাদের শক্তি পরীক্ষা করতে লাগলো ; এতে তারা বনবাসী দুষ্যন্ততনয়ের দেবতুল্য ক্রিয়াগুলিরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলো। ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রশাবকের মতই তাদের স্বভাবধর্মের বিকাশ ঘটতে লাগলো ; তা দেখে মুনিগণ সেই বন ত্যাগ করে হিমালয়ে প্রস্থান করলেন। ॥ ৩৭ ॥

তারপর রাজপুত্রগণ সেই আশ্রম মুনিহীন দেখে শূন্যচিত্তে দুঃখাভিভূত হয়ে সর্পের মতই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।১০ ॥ ৩৮ ॥

যথাকালে পুণ্যসঞ্চয় হেতু তারা সমৃদ্ধিলাভ করলো। তারা প্রভূত সম্পদেব অধিকারী হলো—এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই তার সন্ধান দিয়েছিলেন। ॥ ৩৯ ॥

এই সকল সম্পদ ছিল বহুবিধ এবং অপর্যাপ্ত, ধর্ম, অর্থ ও কামসাধনের পক্ষে যথেষ্ট এবং শত্রুর হস্তে১১ ক্ষয়হীন। ॥ ৪০ ॥

নগর বর্ণনা

তারপর সেই সম্পদলাভের পর কর্মফল কখন পরিণত হল তখন সেই স্থানে তারা এক নগর নির্মাণ করলো ; নগর পরিকল্পনায় তারা অভিজ্ঞ ছিল বলেই এই নগর হল শ্রীমণ্ডিত। ॥ ৪১ ॥

এর পরিখা ছিল নদীর মত প্রশস্ত, প্রধান পথ ছিল সহজ ও বিশাল, প্রাকার ছিল প্রায় পর্বতের ন্যায় উচ্চ—যেন আর এক গিরিব্রজ১২। ॥ ৪২ ॥

অট্টালিকাগুলির উপরতলের সম্মুখে ছিল প্রশস্ত বারান্দা, বিপনিসমূহ ছিল সুবিভক্ত ও সজ্জিত, যেন হিমালয়ের উপত্যকা। ॥ ৪৩ ॥

তারা বেদবেদাঙ্গবিৎ এবং ষট্‌কর্মে রত ব্রাহ্মণদের দ্বারা শান্তি ও সমৃদ্ধির বিধি উচ্চারণ করালেন। ॥ ৪৪ ॥

রাজকীয় শক্তি প্রভাবেই তারা সামরিক বাহিনীকে জয়ের পথে পরিচালিত করতো ; কিন্তু বাহিনী প্রয়োগ করা হত শুধু দেশের আক্রমণকারীদেরই প্রতিহত করার জন্য। ॥ ৪৫ ॥

বিনয়ী, দূরদর্শী, মাননীয়, বীর ও কুশলী আত্মীয় বংশগুলিকে তারা উপযুক্ত চুক্তিতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলো। ॥ ৪৬ ॥

মন্ত্রণাদান, বাগ্মিতা, সাহস প্রভৃতি গুণাধিকারের প্রশ্ন বিবেচনা করে তারা বিভিন্ন কর্মবিভাগে মন্ত্রী নিয়োগ করলো। ॥ ৪৭ ॥

ঐশ্বর্য্যশালী, স্থিরবুদ্ধি, বিদ্বান ও সপ্রতিভ১৩ লোকের দ্বারা সেই নগর শোভিত ছিল। নগরকে মনে হত যেন মন্দর পর্বত, এই পর্বতেও কিন্নরেরা বাস করে—তারাও রত্নশালী, সাহসী ও নানা বিদ্যায় নিপুণ। ॥ ৪৮ ॥

তারা নাগরিকগণের সন্তোষবিধান করতে উৎসুক ছিলেন বলেই সন্তুষ্টচিত্তে উদ্যান নামে পরিচিত কতকগুলি 'কীর্তিগৃহ' নির্মাণ করেছিলেন। ॥ ৪৯ ॥

আদিষ্ট না হয়েও আপন বুদ্ধির উৎকর্ষহেতু সকল দিকেই স্নিগ্ধ সরোবর নির্মাণ করিয়েছিলেন—সেই সরোবরের জলে বিচিত্র গুণ। ॥ ৫০ ॥

পথে পথে এবং কুঞ্জবনে তারা বিশ্রামগৃহ নির্মাণ করেছিল—এইগুলি ছিল মনোজ্ঞ, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ এবং কূপযুক্ত। ॥ ৫১ ॥

সেই নগরে হস্তী, অশ্ব, রথ, সবই ছিল কিন্তু কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা মালিন্য ছিল না। যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদের অর্থ প্রত্যাখ্যাত হত না। তাছাড়া এই নগর ছিল জ্ঞান ও পৌরুষের আশ্রয়। ॥ ৫২ ॥

প্রকৃতপক্ষে এই নগর ছিল অর্থের ভাণ্ডার, সকল তেজের আশ্রয়ভূমি, সকল বিদ্যার মন্দির এবং সকল সম্পদের নিকেতন। ॥ ৫৩ ॥

এই নগর ছিল গুণী ব্যক্তির 'বাসবৃক্ষ', শরণার্থীদের আশ্রয়, শাস্ত্রবেত্তাদের মণ্ডপ১৪, শক্তিশালীদের বন্ধনস্তম্ভ১৫। ॥ ৫৪ ॥

এই নগর ছিল জগতের বিস্ময় ; সেই বীরগণ বিবিধ সম্মেলন, উৎসব, দান ও ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা এই স্থান অলঙ্কৃত করে রাখতেন। ॥ ৫৫ ॥

যেহেতু তারা কোন অন্যায় কর দাবী করতো না, সেই হেতু অল্প সময়ের মধ্যে নগর জনাকীর্ণ হয়ে উঠলো। ॥ ৫৬ ॥

ঋষি কপিলের আশ্রমের পার্শ্ববর্তী স্থানে এই নগর নির্মিত হয়েছিল, তাই এর নাম হল 'কপিলবাস্তু'। ॥ ৫৭ ॥

ককন্দ, মকন্দ ও কুশাম্বের১৬ আশ্রমের পাশে নির্মিত নগরী যেমন তাদের নামে পরিচিত—এই নগরীও কপিলের নামেই চিহ্নিত হল। ॥ ৫৮ ॥

এই ইন্দ্রকল্প বীরগণ নগর রক্ষা করতো মহৎ সাহসের সঙ্গে—ঔদ্ধত্যের১৭ সঙ্গে নয়। এইভাবেই তারা যযাতির পুত্রগণের মত চিরস্থায়ী সুরভিত যশের অধিকারী হয়েছিল। ॥ ৫৯ ॥

যদিও তারা প্রভুর মতই রাজ্য শাসন করতো তবু এই সকল রাজপুত্রের অধীন সেই রাজ্যে কোন রাজা ছিল না, তাই রাজ্য ছিল জ্যোতিহীন ; যেমন সহস্র নক্ষত্রের জ্যোতিতেও আকাশ আলোকিত হয় না—যতক্ষণ না চন্দ্রোদয় ঘটে। ॥৬০॥

সুতরাং জ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধায়, সেই রাজপুত্রগণ তাদের মধ্যে বয়সে ও গুণে যিনি বড় ছিলেন তাঁকেই রাজপদে অভিষিক্ত করলেন, আদিত্যগণ যেমন সহস্র-লোচন ইন্দ্রকে স্বর্গের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ॥ ৬১ ॥

মরুৎগণের সহচারিতায় ইন্দ্র যেমন স্বর্গ শাসন করেন১৮ তেমনি তিনিও ভ্রাতৃগণের সহযোগিতায় রাষ্ট্র পালন করতে লাগলেন ; রাজধর্মে তিনি ছিলেন সদাচারী, বিনয়ী, ন্যায় ও ধর্মনীতির পক্ষপাতী ; ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তিনি রাজদণ্ড ধারণ করেন নি—ধর্ম স্থাপনের জন্যই করেছিলেন। ॥ ৬২ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'কপিলবাস্তু বর্ণন' নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × **দ্বিতীয় সর্গ** × × × × × × × × × × ×

শুদ্ধোদন

তারপর যথাকালে উত্তরাধিকারক্রমে সেই রাজ্যের ভার পেলেন রাজা শুদ্ধোদন ; তিনি ছিলেন শুদ্ধকর্মা এবং জিতেন্দ্রিয়। ॥ ১ ॥

তিনি কামে আসক্ত ছিলেন না—রাজ্যশ্রী লাভ করেও তিনি ছিলেন অনুদ্ধত। নিজে সম্পদের অধিকারী ছিলেন বলে অন্যকে ঘৃণা করতেন না। শত্রুর সামনেও তিনি ভয়ে কাঁপতেন না। ॥ ২ ॥

তিনি ছিলেন শক্তিমান, দৃঢ়সংকল্প, বেদজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সাহসী, নীতিজ্ঞ ধীর এবং সুন্দর। ॥ ৩ ॥

তিনি সুন্দর হয়েও গর্বিত ছিলেন না, সৌজন্যশালী হয়েও সহজ ছিলেন, সাহসী হয়েও ক্ষমাশীল, প্রভুত্বশালী হয়েও অনুদ্ধত। ॥ ৪ ॥

শত্রুর আহ্বানে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সহসা পশ্চাৎপদ হতেন না, বন্ধুগণ অনুরোধ করলে দানে বিমুখ হতেন না। ॥ ৫ ॥

পূর্ববর্তী রাজগণ যে ধর্মপথে বিচরণ করেছেন তা অনুসরণ করতে উৎসুক হয়ে তিনি তাঁদের আচরণ পালন করতেন ; রাজ্যপালনে তিনি যেন নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন[১]। ॥ ৬ ॥

তাঁর সুশাসনে এবং সুদক্ষ পালনে সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে পিতার ক্রোড়ে শিশুর মতই সুখে বাস করতো সবাই। ॥ ৭ ॥

যিনিই রাজদর্শনে আসতেন, শাস্ত্রজ্ঞ, যোদ্ধা বা উচ্চবংশজাত—কেউ অকৃতার্থ হয়ে ফিরতেন না। ॥ ৮ ॥

হিতকর উপদেশ অপ্রিয় হলেও তিনি শুনতেন কিন্তু ক্ষুব্ধ হতেন না। নানাভাবে কৃত বহু অপকার তুচ্ছ করেও তিনি উপকারের কণিকাটুকুও মনে রাখতেন। ॥ ৯ ॥

যারা আত্মসমর্পণ করত, তাদের তিনি অনুগ্রহ করতেন, কুলশত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করতেন ; আর্তকে তিনি সদয়ভাবে গ্রহণ করতেন, যারা ন্যায়পথ থেকে ভ্রষ্ট তাদের তিনি সংযত করতেন। ॥ ১০ ॥

লোকে যেমন ধন সঞ্চয় করে, তাঁর রাজ্যে তাঁর চরিত্র অনুসরণ করে প্রজাগণ তেমনি পুণ্যসঞ্চয় করছিল। ॥ ১১ ॥

পরব্রহ্মের তত্ত্ব তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন, ধৈর্য্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হতেন না, উপযুক্ত পাত্রে তিনি দান করতেন, কখনও পাপাচরণ করতেন না ॥১২॥

অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত তিনি শপথ রক্ষা করতেন, উত্তম অশ্ব যেমন তার জোয়ালের ভার বহন করে ; সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও জীবন কামনা করতেন না। ॥ ১৩ ॥

তিনি জ্ঞানীজনের সম্মাননা করতেন ; সংযমহেতু তিনি ছিলেন দীপ্তিমান। শিষ্টজনের কাছে তিনি আশ্বিন মাসের চন্দ্রের মতই[২] রমণীয় ছিলেন। ॥ ১৪ ॥

এই জগতে যা কল্যাণকর তা তিনি জানতে পারতেন বুদ্ধির সাহায্যে, পরলোকে যা হিতকর তা জানতেন শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে। ধৈর্য্য দিয়ে দমন করতেন ইন্দ্রিয়গুলিকে, প্রজাদের দমন করতেন শক্তিবলে। ॥ ১৫ ॥

যারা দুঃখার্ত তাদের কাছ থেকে দুঃখ এবং যারা শত্রু তাদের কাছ থেকে যশ তিনি হরণ করতেন। সুনীতি ও যশের সাহায্যে তিনি পৃথিবীর অধিকার অর্জন করেছিলেন। ॥ ১৬ ॥

তাঁর করুণা ছিল স্বভাবের অন্তর্গত ; দুঃখদর্শনেই তা প্রবাহিত হত। অন্যায়পথে উপার্জিত ধনের লোভে তিনি নিজের যশকে বিপন্ন করতেন না। ॥ ১৭ ॥

স্বজনের প্রতি যে আনুকূল্যের ভাব তা স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের বন্ধনে দৃঢ় ;

কিন্তু স্বজন বিরোধী হলেও তিনি অবসন্ন হতেন না, বরং অনুকূল হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দিতেন৩। ॥ ১৮ ॥

স্নানের পরে প্রথমাংশ পূজ্য অতিথিদের নিবেদন করার আগে তিনি কোন খাদ্য ভোজনের জন্য স্পর্শ করতেন না। দুধের তৃষ্ণায় মানুষ যেমন গোদোহন করে তেমনি অন্যায়ভাবে তিনি কখনও পৃথিবী দোহন করতেন না। ॥ ১৯ ॥

তিনি যথারীতি বলি-উপহারের ব্যবস্থা করতেন৪—কোন প্রভাবের গর্ব মনে স্থান দিতেন না। তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞানে হৃদয় মণ্ডিত করেছিলেন তা শুধু ধর্মের জন্য, যশোলাভের জন্য নয়। ॥ ২০ ॥

যারা অন্যায়কারী তারা শাস্তির যোগ্য হলেও তিনি তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন না, চরিত্রে আর্যভাবের প্রভাবহেতু তিনি শত্রুর গুণেরও অমর্যাদা করতেন না। ॥ ২১ ॥

চন্দ্রের মতই তিনি দেহসৌন্দর্যের দ্বারা প্রজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন ; মানুষ যেমন মর্ত্যে বিষধর সর্পকে স্পর্শ করে না, তিনিও তেমনি পৃথিবীতে অন্যের সম্পদের দিকে হাত বাড়াতেন না। ॥ ২২ ॥

তাঁর রাজ্যে কোথাও কেউ অন্যের কৃত ক্ষতির জন্য আক্ষেপ করতো না ; তাঁর হস্তধৃত ধনুই ছিল আর্তের নিরাপত্তার প্রতীক। ॥ ২৩ ॥

প্রিয়কারী হলে ত কথাই নেই, এমন কি অপ্রিয়কারীও প্রণত হলে তিনি তাদের স্নিগ্ধদৃষ্টি ও মধুর বচনে সম্ভাষণ করতেন। ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগে উদাসীন থেকে তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ; সত্য-যুগের৫ ন্যায়ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে সংকটের মুহূর্তেও এই পথ থেকে বিচ্যুত হননি। ॥ ২৫ ॥

গুণের বিকাশের সঙ্গে তাঁরও প্রকাশ ; বৃদ্ধদের উপর ছিল তাঁর গভীর আস্থা ; নিন্দিত পথে তিনি কখনও প্রবেশ করতেন না। ॥ ২৬ ॥

শরের সাহায্যে তিনি শান্ত করে রেখেছিলেন শত্রুর দল, গুণের সাহায্যে তিনি বন্ধুজনের মধ্যে আনন্দ ভোগ করতেন। কোন বিচ্যুতির৬ সুযোগ দিয়ে তিনি ভৃত্যদের চালনা করতেন না, করভারে প্রজাদের বিপন্নও করতেন না। ॥ ২৭ ॥

তাঁর আমলে সমগ্র ভূক্ষেত্রের কর্ষণ যেন চলতো তাঁর শাসন-শৃঙ্খলায় এবং শৌর্যে ; নৈশ অপরাধীরা প্রতিহত হত তাঁর সমর্থ ও স্পষ্ট৭ দণ্ডনীতির সাহায্যে। ॥ ২৮ ॥

রাজর্ষিরূপে তিনি তাঁর বংশকে সুরভিত করেছিলেন তাঁর যশোগন্ধে ; তেজে বিদূরিত করেছিলেন শত্রুদলকে—যেমন সূর্য তার দীপ্তিতে বিতাড়িত করে অন্ধকারকে। ॥ ২৯ ॥

সৎপুত্রসুলভ গুণের মাধুর্যে তিনি পিতৃপুরুষের যশ প্রসারিত করেছিলেন ; প্রজাদের আনন্দবিধান করতেন মেঘের মতই—বর্ষণের দ্বারা। ॥ ৩০ ॥

তাঁর অজস্র এবং বিপুল দানের ফলে ব্রাহ্মণগণ সোমরস পেষণ করতেন ; রাজধর্মে তিনি স্থিত ছিলেন বলেই ঋতুতে ঋতুতে শস্য উৎপন্ন হত। ॥ ৩১ ॥

প্রশ্নের কোন প্রসঙ্গ তাঁর ছিল না, ধর্মনীতির বিরুদ্ধে কোন আলোচনাতে তিনি যোগ দিতেন না৮ ; যেন নিজে 'চক্রবর্তী' এই উপাধির যথার্থতা স্থাপনের জন্যই তিনি অন্য সকলকে ধর্মচক্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। ॥৩২॥

রাজকরের অতিরিক্ত কিছু তিনি রাজ্যের ভূমি থেকে আদায় করতেন না। এ কাজ করতো সেনাবাহিনী৯—কিন্তু শত্রুর ঔদ্ধত্য দমনের জন্য এদের উপর তাকে নির্ভর করতে হত। ॥ ৩৩ ॥

তিনি তার গুণাবলীকে বাধ্য করেছিলেন দিনে দিনে তাঁর বংশকে শুচিতর করে তুলতে ; সমাজের ধর্মীয় ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল বলেই—কোনও ব্যাঘাত ঘটতো না। ॥ ৩৪ ॥

অশ্রান্তভাবে যথাকালে তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞভূমি১০ প্রস্তুত করাতেন। তাঁর সুরক্ষণে ব্রাহ্মণগণ বিনা বাধায় ব্রহ্মবিষয়ক ধ্যানে সমর্থ হতেন। ॥ ৩৫ ॥

যথাকালে এবং যথানিয়মে সেই সৌম্য (শুদ্ধোদন) পুরোহিতদের সাহায্যে সোমরস প্রস্তুত করাতেন। তপঃশক্তিতে তিনি অন্তঃশত্রুদের দমন করতেন, বহিঃশত্রুদের নির্মূল করতেন বাহুবলে১১। ॥ ৩৬ ॥

পরম ধর্মের তত্ত্ব তিনি জানতেন—সেই সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রজাদেরও দীক্ষিত করেছিলেন১২। সেই পরম দর্শনের ফলে প্রজাগণও যথাকালে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করতেন। ॥ ৩৭ ॥

সুচতুর১৩ হলেও তিনি অধার্মিক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্যে নিয়োগ করতেন না ; পক্ষপাতহেতু প্রিয় হলেও কোন অশক্ত ব্যক্তিকে সমর্থন করতেন না। ॥ ৩৮ ॥

দীপ্ত তেজে তিনি দৃপ্ত শত্রুদের দমন করেছিলেন ; তাঁর যশোদীপের আলোকে তিনি পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। ॥ ৩৯ ॥

তিনি উদারতাবশতঃই দান করতেন, যশের আকাঙ্ক্ষায় নয় ; সেই দানের ব্যাপারেও 'মহত্ত্ব' (দ্রব্যের বাহুল্য) ছাড়া অকীর্তিজনক কিছু থাকতো না। ॥ ৪০ ॥

যথার্থ বিপন্ন এবং তাঁর কাছে ত্রাণের জন্য আগত এমন প্রার্থীকে শত্রু হলেও তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না। শত্রু যতই উদ্ধত হোক, জয়ের পর তিনি তাদের উপর কঠোর হতেন না। ॥ ৪১ ॥

কামপ্রবণতা, দ্বেষ বা ভয় হেতু তিনি কখনও ন্যায়নীতির মর্যাদা লঙ্ঘন করতেন না ; ভোগের বিষয় উপস্থিত হলেও তিনি ইন্দ্রিয়ের অধীন হতেন না। ॥ ৪২ ॥

কোথাও কোনরূপ অন্যায় কাজ তিনি দেখতে পারতেন না ; শত্রু বা মিত্র সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর কোন মনোভাবের পরিবর্তন১৪ ঘটতো না। ॥ ৪৩ ॥

যজ্ঞবিধি অনুযায়ী তিনি সোমরস পান করতেন—সেইভাবে নিজের যশও রক্ষা করতেন। তিনি অবিশ্রাম বেদ আবৃত্তি করতেন এবং বেদবিহিত ধর্ম অনুসরণ করতেন। ॥ ৪৪ ॥

এই শাক্যরাজের অনুগত ছিলেন সামন্তরাজগণ এবং ইনি দেবরাজ শক্রের (ইন্দ্রের) মতই এই সকল এবং অন্যান্য দুর্লভ গুণে ভূষিত ছিলেন।১৫ ॥ ৪৫ ॥

বোধিসত্ত্বের অবতরণ

একদিন এই সময়ে ধর্মাত্মা স্বর্গবাসিগণ ভূলোকে ধর্মানুশীলন কিরূপ হচ্ছে তা জানবার জন্য অন্তরীক্ষে বিচরণ করছিলেন। ॥ ৪৬ ॥

ধর্মজিজ্ঞাসু হয়ে ধর্মাত্মাগণ যখন জগতে বিচরণ করছিলেন তখন তাঁরা সেই রাজাকে দেখতে পেলেন যিনি ছিলেন বিশেষভাবেই ধর্মাত্মা। ॥ ৪৭ ॥

তখন 'তুষিত'১৬ দেব সম্প্রদায় থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে নেমে এলেন বোধিসত্ত্ব ; তিনি স্থির করলেন, সেই রাজার বংশে তিনি অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। ॥ ৪৮ ॥

সেই সময়ে সেই দেবোপম রাজার মায়া নামে এক ভার্যা ছিলেন, স্বর্গের মায়া দেবীর মতই যিনি ছিলেন ক্রোধ, অজ্ঞান ও ছলনা থেকে মুক্ত। ॥ ৪৯ ॥

তারপর যথাকালে তিনি স্বপ্নে দেখলেন ঐরাবতের মত তেজোময় এক ষট্-দন্তী হস্তী তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে। ॥ ৫০ ॥

স্বপ্নের কথা শুনে এলেন স্বপ্নবিচারে দক্ষ ব্রাহ্মণগণ ; তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন, লক্ষ্মী, ধর্ম ও যশের আশ্রয় এক কুমারের জন্ম আসন্ন—এ স্বপ্ন তারই সূচনা। ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধদেবের জন্ম

সেই বিশেষ সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটলো—পুনর্জন্মের রোধই ছিল যাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ; পর্বত সহ পৃথিবী যেন তরঙ্গাভিহত তরণীর মতই কেঁপে উঠলো। ॥ ৫২ ॥

আকাশ থেকে পুষ্পবর্ষণ সুরু হলো—সে ফুল সূর্য্যতাপে ঝরে পড়ে না। মনে হলো যেন দিক্-হস্তিগণ শুঁড়ের আঘাতে চিত্ররথের উপবনে বৃক্ষগুলি কাঁপিয়ে তুলেছে। ॥ ৫৩ ॥

স্বর্গে শোনা গেল দুন্দুভি ধ্বনি, যেন মরুৎগণ ক্রীড়ায় মত্ত হলেন। সূর্য্য অধিকতর তেজে দীপ্যমান হলেন—সুমঙ্গল পবন প্রবাহিত হতে লাগলো। ॥ ৫৪ ॥

সদ্ধর্ম্মের প্রতি আনুগত্য এবং প্রাণীদের প্রতি অনুকম্পায় তুষিত এবং শুদ্ধাভাস দেবগণ[১৭] আনন্দ প্রকাশ করলেন। ॥ ৫৫ ॥

পরম কল্যাণের পতাকাবাহী সেই পরম পুরুষ যশের শিখরে আরূঢ় হয়ে মূর্ত্ত ধর্ম্মের পবিত্র শান্তিতে দীপ্যমান হলেন। ॥ ৫৬ ॥

নন্দ

অরণিতে যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয় তেমনি ছোটরানীর গর্ভেও নন্দ[১৮] নামে এক পুত্রের জন্ম হল—নন্দ তার বংশের নিত্য আনন্দের উৎস। ॥ ৫৭ ॥

দীর্ঘ বাহু, বিশাল বক্ষ, সিংহের মত দুই স্কন্ধ, বৃষভের মত দৃষ্টি—সব মিলিয়ে এক সুন্দর দেহ ; এই জন্যই তার একটি উপনাম ছিল সুন্দর। ॥ ৫৮ ॥

নব্যাগত মধুমাসের মত, নবোদিত চন্দ্রের মত অঙ্গযুক্ত অনঙ্গের মত তিনি অনুপম কান্তিতে শোভা পেতে লাগলেন। ॥ ৫৯ ॥

এই দুই রাজপুত্রকে রাজা শুদ্ধোদন পরম আনন্দে পালন করতে লাগলেন ; সজ্জনের হাতে অর্থ এলে যেমন ধর্ম্ম ও কাম প্রতিবর্দ্ধিত হয়—এও ঠিক তেমনি। ॥ ৬০ ॥

ঐ দুই সৎপুত্র যথাকালে বেড়ে উঠতে লাগলো তাঁরই মঙ্গলের কারণ হয়ে ; যেমন ধর্ম্ম ও অর্থ বেড়ে ওঠে মহৎকর্ম্মা পুরুষের কল্যাণে। ॥ ৬১ ॥

হিমালয় এবং পারিযাত্র[১৯]—এই দুইয়ের মধ্যস্থলে যেমন মধ্যদেশ পরিশোভিত, সেই শাক্যরাজও তেমনি দুই সৎপুত্রের মধ্যে শোভিত হতে লাগলেন। ॥ ৬২ ॥

যথাসময়ে দুই রাজকুমারের সংস্কারক্রিয়া সম্পন্ন হল : তাঁরা সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হলেন। নন্দ অবিরাম ভোগবিষয়ে আসক্ত হয়ে রইলেন, কিন্তু সর্ব্বার্থসিদ্ধ[২০] রইলেন অপ্রমত্ত। ॥ ৬৩ ॥

এক বৃদ্ধ, এক রুগ্ন ব্যক্তি এবং এক মৃতদেহ দেখে তিনি আর্ত্তচিত্তে চিন্তা করতে লাগলেন—এই জগৎ কত অনভিজ্ঞ! তাঁর হৃদয় গভীর বৈরাগ্যের ভাবে পূর্ণ হলো। তিনি ভোগের বিষয়ে কোন তৃপ্তি পেলেন না। জন্ম ও মরণের সঙ্কট চূর্ণ করার জন্যই তাঁর হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠলো। ॥ ৬৪ ॥

উদ্বেগে আকুল হয়ে তিনি পুনর্জন্ম রোধে মন স্থির করলেন ; সুপ্ত শ্রেষ্ঠ নারীর সৌন্দর্য্যেও নিস্পৃহ থেকে স্থির করলেন বনে প্রস্থান করবেন ; রাত্রিতে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন—যে সরোবরে পদ্মদল মথিত, সেই সরোবর থেকে হাঁস যেমন বেরিয়ে আসে তেমনি। ॥ ৬৫ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'রাজবর্ণন'২১ নামক দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × তৃতীয় সর্গ × × × × × × × × × ×

সাধনা ও সিদ্ধি

সেই অভয়ঙ্কর ও মহিমামণ্ডিত রাজপ্রাসাদ। এখানে নাগরিকগণ সকলেই ছিল তাঁর অনুগত ; অশ্ব, হস্তী ও রথে এই নগর ছিল পূর্ণ ; তবু তপস্যায় কৃতসঙ্কল্প হয়েই রাজকুমার১ বনে গেলেন। ॥ ১ ॥

কিন্তু তিনি দেখলেন, সেখানে মুনিগণ বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিধি অনুযায়ী তপস্যা করছেন তবু বিষয়তৃষ্ণায় তাঁরা পীড়িত ; তাঁর মনে হল, তপস্যায় নিশ্চিত ফল কিছু নেই ; তখন তিনি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ॥ ২ ॥

তিনি অর্চ্চনা করলেন মোক্ষবাদী অরাড়কে, শমবাদী উদ্রককে২ ; পরম সত্যের লক্ষ্যে তাঁর মন ছিল স্থির—তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁদের পথও ধ্রুব নয়, তাই তাঁদের ত্যাগ করলেন। ॥ ৩ ॥

তিনি বিচার ক'রে দেখলেন জগতের কোন্ আগমশাস্ত্রে কোন্ পরমতম সত্যের সন্ধান দিয়েছে ; কিন্তু সেখানে কোন নিশ্চিত সমাধান না পেয়ে তিনি কঠোরতম সাধনাতেই মন নিবিষ্ট করলেন। ॥ ৪ ॥

কিন্তু এই পথও মিথ্যে মনে করে তিনি সেই দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ত্যাগ করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন—পরম সত্য ধ্যানেরই বিষয় ; তখন তিনি অমৃতত্ব বোধের জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে উত্তম খাদ্য গ্রহণে মন দিলেন। ॥ ৫ ॥

আয়ত তাঁর দৃষ্টি, উজ্জ্বল ও পুষ্ট—যুগবৎ (জোয়ান) দুই বাহু, বৃষের ন্যায় মন্থর গতি। রাজকুমার এসে দাঁড়ালেন এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে—তাঁর লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ বোধিলাভের পন্থা উদ্ভাবন। ॥ ৬ ॥

সেখানে সঙ্কল্পে স্থির সেই রাজকুমার আসনে উপবিষ্ট হলেন ; পর্ব্বতরাজের মত অচল দৃঢ়তায় তিনি ভয়ঙ্কর মারসৈন্যদের৩ পরাজিত করলেন। তারপর ক্রমশঃ সেই বোধি তিনি লাভ করলেন—যা অক্ষয় এবং কেউ যা অপহরণ করতে পারে না। ॥ ৭ ॥

অমরতাভোগী স্বর্গবাসিগণ তাঁর কৃতকার্য্যতার কথা শুনে পরম তৃপ্ত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু মারের রাজসভা আনতমুখে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ॥ ৮ ॥

পর্ব্বতসহ ধরিত্রী কেঁপে উঠলো, সুমঙ্গল পবন বইতে লাগলো, দেবগণের দুন্দুভি বেজে উঠলো আর বর্ষণ সুরু হলো নির্মেঘ আকাশ থেকে। ॥ ৯ ॥

জরাহীন সেই পরম সত্যের উপলব্ধির পরে প্রভু তাঁর নিত্য অমৃততত্ত্ব ব্যাখ্যানের জন্য বরণা ও অসি নদী বেষ্টিতা নগরীতে৪ (বারাণসীতে) যাত্রা করলেন। ॥ ১০ ॥

তারপর সেই দ্রষ্টা জগতের কল্যাণের জন্য সেখানে জনসমক্ষে ধর্মচক্র আবর্তিত করলেন—সত্য যে চক্রের কেন্দ্র ; ধৃতি, সংযম ও সমাধি যে চক্রের প্রান্তসংযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড ; বিনয় ও নিয়ম যে চক্রের প্রান্ত। ॥ ১১ ॥

এই দুঃখ—এই তার প্রবর্তক উৎস ; এই শান্তি—এই শান্তির পথ—এভাবে চতুর্বিধ আর্যসত্যের৫ ত্রিবিধ বিভাগ৬ এবং দ্বাদশ বিভিন্ন ব্যাখ্যা৭ সমেত তিনি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করলেন। তিনি বললেন, এই সত্য অনুপম, শ্রেষ্ঠ এবং বিতর্কের অতীত। তারপর তিনি প্রথমে সগোত্রীয় কৌণ্ডিনকে দীক্ষিত করলেন। ॥ ১২-১৩ ॥

এ সংসার-সাগর অগাধ, বিচিত্র ছলনা এর জলরাশি, মানসিক পীড়া এর জন্তুস্বরূপ ; ক্রোধ, মত্ততা ও ভয়ের তরঙ্গ এর বারিরাশি চঞ্চল। এই দোষের সাগর তিনি কেবল নিজেই পার হলেন না, জগতকেও পার করালেন। ॥ ১৪ ॥

তারপর কাশী, গয়া ও গিরিব্রজে এসে তিনি বহুজনকে দীক্ষা দিলেন ; অবশেষে নিজের পিতৃপুরুষের নগরে এলেন অনুগ্রহ বিতরণের জন্য। ॥ ১৫ ॥

সূর্য্যসদৃশ দেহজ্যোতি নিয়ে আবির্ভূত হলেন গৌতম। জনগণ ছিল বিষয়-ভোগে আসক্ত, বহু এবং বিচিত্র পথের উপাসক ; সূর্য্যের মতই গৌতম তাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করলেন। ॥ ১৬ ॥

তখন তিনি তাঁর চারধারে দেখতে পেলেন কপিলবাস্তুকে—আবাসভূমিগুলির অনুপম সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত সেই নগরী ধনে ও চিন্তায় পবিত্র, মঙ্গলকুঞ্জে শোভিত। তবু তিনি দেখলেন নিস্পৃহভাবে—যেন বনের শোভা দেখছেন। ॥ ১৭ ॥

তাঁর মন সংযত এবং তিনি নিজেই নিজের প্রভু ছিলেন ; এই কারণেই স্বজন, স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ বা বিভিন্ন বস্তু সম্পদ—সবই তাঁর কাছে বিভিন্ন সঙ্কটের উৎসস্বরূপ মনে হয়েছিল। ॥ ১৮ ॥

সসম্মানে গৃহীত হলে তিনি হৃষ্ট হতেন না, উপেক্ষায় গৃহীত হলেও বিষণ্ণ হতেন না। তিনি ছিলেন সংহত মনের অধিকারী, তাই অসি বা চন্দন তাঁর দৃষ্টিতে ছিল সমান ; সুখ বা দুঃখেও তাঁর মনে কোন বিকার ঘটতো না। ॥ ১৯ ॥

রাজা তাঁর পুত্র তথাগতরূপে ফিরে এসেছেন শুনে পুত্র দর্শনে উৎসুক হয়ে দ্রুত চলে গেলেন ; অল্পসংখ্যক অশ্ব তাঁর অনুগমন করলো। ॥ ২০ ॥

রাজাকে আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেইভাবে আসতে দেখে অশ্রুমুখী অন্যান্য লোকজনদেরও লক্ষ্য করে, তাদের দীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সুগত (বুদ্ধদেব) বিমানে আকাশপথে উঠলেন। ॥ ২১ ॥

সুগতের মায়ারূপ

যেন মাটির পথেই যাচ্ছেন এইভাবে তিনি শূন্যপথে এলেন ; তারপর থেমে উপবেশন করলেন, শেষে দ্বিধাহীন হৃদয়ে চরণে পতিত হলেন। তিনি আপনাকে বহুরূপে প্রতিভাত করে, পুনরায় যেন এক রূপে প্রকাশিত হলেন। ॥ ২২ ॥

যেন মাটির উপরেই যাচ্ছেন এইভাবে তিনি জলের উপর দিয়ে হে'টে এলেন, যেন জলে প্রবেশ করছেন এইভাবে ভূগর্ভে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি আকাশস্থ মেঘের ন্যায় জলবর্ষণ করতে লাগলেন, শেষে নবোদিত সূর্য্যের মত দীপ্যমান হলেন। ॥ ২৩ ॥

একই সঙ্গে অগ্নির মত দীপ্তিময়, মেঘের মত বর্ষণক্ষম, তপ্ত কনকের মত কান্তিতে উজ্জ্বল! তিনি যেন সূর্য্যাস্তের বর্ণমহিমায় বিভূষিত এক মেঘখণ্ড। ॥ ২৪ ॥

রাজা তাঁকে দেখলেন—যেন তিনি দেখছেন উত্তোলিত স্বর্ণমাণিক্যখচিত এক পতাকা। তিনি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করলেন ; জনতা প্রণত হয়ে তাঁকে প্রচুর সম্মানে অভ্যর্থনা জানালো। ॥ ২৫ ॥

তাঁর অভ্যুদয়ের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ নৃপতি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত বুঝতে পেরে, পৌরজনও তাঁর অনুকূল লক্ষ্য ক'রে সেই শিক্ষাগুরু তাদের ধর্ম্ম ও বিনয় সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। ॥ ২৬ ॥

তারপর নৃপতি সেই নিত্য ধর্ম্ম, সিদ্ধির ফল প্রথম লাভ করলেন ; অনুপম ধর্ম্ম লাভ ক'রে তিনি গুরুর মতই তাঁকে বন্দনা করলেন। ॥ ২৭ ॥

অন্যান্য বহু শাক্যবংশীয় সামন্ত তরুণেরা শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে এগিয়ে এলেন ; জন্ম-মৃত্যুর সঙ্কটে তারা দাবানলের ভয়ে ভীত বৃষভতুল্য—তারা তাঁর কাছে প্রব্রজ্যার ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। ॥ ২৮ ॥

যারা পুত্র ও পিতামাতার কথা ভেবে গৃহত্যাগ করতে পারলেন না, তারা বিধি ও নিষেধের নিয়মগুলি আমরণ পালনের সঙ্কল্প নিয়ে পূর্ণহৃদয়ে গ্রহণ করলেন। ॥ ২৯ ॥

শাক্যদের ধর্মীয় জীবন

অন্য প্রাণী বধ ক'রে যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন, এমন কি তারাও কোন জীবিত প্রাণীকে ক্ষুদ্র হলেও আঘাত করতেন না—যারা সদ্বংশীয়, গুণসম্পন্ন এবং সদয় কিংবা যারা মুনির সেবায় রত, তাদের ত কোন কথাই নেই। ॥ ৩০ ॥

কোন পরিশ্রমী ব্যক্তি যত দরিদ্রই হোক্, কিংবা অন্যের উপেক্ষায় যত উত্যক্তই হোক—অন্যের ধন অপহরণ করতেন না ; অন্যের সম্পদ থেকে তিনি দূরে থাকতেন যেন তা সর্পের বিভীষিকা। ॥ ৩১ ॥

কোন ব্যক্তি যত ধনীই হোক্, যত তরুণই হোক্ বিষয়ভোগমত্ত হলেও সে কখনও পরস্ত্রী স্পর্শ করতো না, তাকে সে মনে করতো অগ্নি অপেক্ষাও ভয়াবহ। ॥ ৩২ ॥

অসত্য কথা কেউ বলতো না ; যা বলতো, তা অপ্রিয় হত না ; অন্যের অহিতকর কোন মোলায়েম কথা বলতো না ; তারা শুধু অন্যের হিতকর কথাই বলতো, আড়ালে নিন্দা করতো না। ॥ ৩৩ ॥

মনে মনেও কেউ পরবস্তুতে লুব্ধ হয়ে তা কামনা করতো না। সজ্জন জগতের সুখ দুঃখজনক এই ভেবে এমনভাবে চলতো যেন সে সম্পূর্ণ তৃপ্ত। ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যেকেই অত্যন্ত সদয়, অন্যকে আঘাত করার চিন্তা মনে উদিত হত না। যেমন লোকে পিতামাতা সন্তান বা বন্ধুকে দেখে তেমনি তারা পরস্পরকে দেখতো। ॥ ৩৫ ॥

তারা এই নীতির সার্থকতা উপলব্ধি করেছিল যে কর্ম তার নিয়ত ফল ভবিষ্যতে প্রসব করবে, বর্ত্তমানেও তাই করছে, অতীতেও তাই করেছে। কর্ম্মই পুনর্জন্মের ফলে সংসারে স্থান নিরূপণ ক'রে। ॥ ৩৬ ॥

মুনিধর্ম আশ্রয়ের ফলে তারা দশবিধ কুশল কর্মের পথ৮ অনুসরণ করতো ; এই কর্মনীতি সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ; ভ্রষ্ট যুগে যদিও লোকে ধর্মের প্রতি অল্পই আকৃষ্ট ছিল তবু তারা এই নীতি মেনে চলতো। ॥ ৩৭ ॥

এই সকল গুণের বিনিময়ে সুখকর অবস্থাতেও সংসারে ফিরে আসার কামনা করতো না ; সাংসারিক অস্তিত্বই দুঃখজনক এই সত্য উপলব্ধি করে তারা এমনভাবে কাজ করতো যাতে পুনর্জন্ম নয়, অস্তিত্বেরই ক্ষয় ঘটে। ॥ ৩৮ ॥

সেখানে গৃহীরাও বিতর্ক থেকে মুক্ত ছিলেন ; তাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত শুদ্ধ ; অনেকেই মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, রজোগুণকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন অল্প কয়েকজন৯। ॥ ৩৯ ॥

যারা কেবল ইন্দ্রিয়জ ভোগ সুখে মত্ত থেকেই জীবন ধারণ করছিলেন--(তারা বুঝেছিলেন) এই পথ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে ; এখন তারা ত্যাগ, বিনয় ও নিয়মের ধর্মে অবস্থান করতে লাগলেন—সৎপথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। ॥ ৪০ ॥

নিজের থেকে, পরের থেকে বা দৈবের থেকে কারও কোন আশঙ্কা ছিল না। লোকে সেখানে যেন মনুর সত্যযুগের মতই সুখে ও সমৃদ্ধিতে বাস করতো। ॥ ৪১ ॥

সুতরাং সেই নগর ছিল আনন্দপূর্ণ, রোগ ও সংকট থেকে মুক্ত। এ যেন কুরু, রঘু অথবা পুরুর রাজ্য১০। এখানে রাগমুক্ত মহর্ষি তাদের সঙ্গে বাস করতেন তাদের সুখ ও নিরাপত্তার উপদেষ্টা রূপে। ॥ ৪২ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'তথাগত বর্ণন' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × **চতুর্থ সর্গ** × × × × × × × × × ×

নন্দ ও সুন্দরী

কিন্তু নন্দ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমবিলাসে মগ্ন হয়ে প্রাসাদেই রইলেন—যদিও মুনি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন তাঁর ধর্মনীতি আর জ্ঞাতিজন জানাচ্ছিলেন সেই নীতির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা। ॥ ১ ॥

তিনি প্রেমের যোগ্য ; চক্রবাক চক্রবাকীর মতই তিনিও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন ; তার সান্নিধ্যের জন্য তিনি কুবের বা ইন্দ্রের১ পূজাতেও মন দিতেন না—ধর্ম তো সেখানে তুচ্ছ। ॥ ২ ॥

তিনটি নামের সে অধিকারিণী : শ্রী ও সৌন্দর্য্যের জন্য 'সুন্দরী' ; স্থিরতা গর্বের জন্য 'মানিনী' ; দীপ্তি ও মনস্বিতার জন্য 'ভামিনী'। ॥ ৩ ॥

সে ছিল নারীর রূপে যেন এক পদ্ম-সরোবর। হাঁস তার হাসি, ভ্রমর তার দু-নয়ন, সুস্পষ্ট স্তনযুগল যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম ; সূর্য্যবংশে জাত নন্দ যেন সূর্য্য, তারই সাহচর্য্যে এই নারী-পদ্মসরোবর২ যেন অধিক শোভা বিস্তার করেছিল। ॥ ৪ ॥

মনুষ্যলোকে দেহের সৌন্দর্যে বা ভাবের মহিমায় পুরুষজাতির মধ্যে নন্দ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে সুন্দরী—এদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। ॥ ৫ ॥

তাদের দেখে মনে হত বিধাতা যেন তাদের মর্ত্ত্যদের অতিক্রম করে দেবতাদের কাছাকাছি এক রূপ কল্পনা করে সৃষ্টি করেছিলেন ; সুন্দরী ছিল নন্দনবন-চারিনী দেবীর মত, নন্দ ছিলেন বংশের আনন্দজনক। ॥ ৬ ॥

যদি নন্দ সুন্দরীকে না পেতেন, কিংবা সেই আনতনয়না সুন্দরী যদি নন্দের সঙ্গে মিলিত না হতো তবে নিশ্চয়ই সেই প্রেমিকযুগল তাদের সৌন্দর্যের সার্থকতা খুঁজে পেত না—রাত্রি এবং চন্দ্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলে যেমন হয় তেমনি। ॥ ৭ ॥

সেই যুগল অন্ধভাবে একত্র ভোগে মত্ত থাকতো—যেন তারা প্রেমের দেবতা অনঙ্গ ও রতির লক্ষ্যস্থল, যেন তারা প্রমোদ ও আনন্দের একখানি নীড়—যেন ভোগ ও তৃপ্তির একখানি পাত্র।৩ ॥ ৮ ॥

সেই যুগল পরস্পরকে আকর্ষণ করেছিল ; একের দৃষ্টি অন্যের দিকে নিবদ্ধ, পরস্পরের সংলাপে পরস্পরের মন উৎসুক—আলিঙ্গনে পরস্পরের অঙ্গরাগ বিলুপ্ত। ॥ ৯ ॥

রূপের গৌরবে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই যেন ওরা বিলাসক্রীড়ায় মত্ত ছিল—ওরা ছিল আপন দীপ্তিতে বিরাজমান ; যেন ওরা গিরিনির্ঝরের তীরে ভাবরসে মগ্ন কিন্নর-কিন্নরী। ॥ ১০ ॥

অনুরাগের মাত্রা বাড়িয়ে ওরা পরস্পরের আনন্দ বিধান করতো ; ক্লান্তির মুহূর্তে থাকতো বিচিত্র বিলাসকলায় পরস্পরের বিনোদনের আয়োজন। ॥ ১১ ॥

তারপর তিনি তাকে অলঙ্কৃত করতেন—সজ্জিত করবার জন্য নয়, শুধু সেবার জন্য ; কেননা নিজের রূপেই সে এমন সজ্জিত ছিল যে মনে হতো সে তার অলঙ্কারেরও অলঙ্কার।৪ ॥ ১২ ॥

অথ দর্পণ-কথা

একদিন সে দর্পণটা প্রিয়ের হাতে দিয়ে বললো—'একটু ধর ; আমি আমার কপালে ও কপোলে তিলকটা৫ দিয়ে নিচ্ছি।' তিনি দর্পণ ধরে দাঁড়ালেন। ॥ ১৩ ॥

তারপর সে তার স্বামীর গোঁফদাড়ির দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের মুখেও সেইরকম আঁকলো। সন্দেহ হওয়ায় নন্দ নিঃশ্বাসের বাতাসে দর্পণ থেকে (সেই চিহ্ন) মুছে ফেলতে চেষ্টা করলেন।৬ ॥ ১৪ ॥

স্বামীর এই কপট-মধুর চেষ্টায় সে মনে মনে হাসলো কিন্তু ক্রোধের অভিনয় করে সে ললাট কুঞ্চিত করে ভ্রূকুটি করলো। ॥ ১৫ ॥

মত্ততায় অবসন্ন তার বাম হাত, সেই হাতেই সে 'কর্ণোৎপল' খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল স্বামীর কাঁধে এবং যে রঙের তুলি সে এতক্ষণ ব্যবহার করছিল তাই দিয়ে স্বামীর মুখে ঘসতে লাগলো—স্বামীর চক্ষু তখন অর্দ্ধেক বোজা। ॥ ১৬ ॥

নন্দ তখন ভয়ের ভান করে তার চরণতলে মাথা ঠেকিয়ে প্রণতি জানাতে লাগলেন—তার পদ্মতুল্য চরণযুগলে ছিল ঝঙ্কৃত নূপুর, পদাঙ্গুলি নখের প্রভায় উদ্ভাসিত। ॥ ১৭ ॥

নন্দ যখন প্রিয়াকে শান্ত করছিলেন তখন স্বর্ণবেদীর পাশে পুষ্প স্তবকের

মধ্য থেকে তিনি মাথা তুললেন সেই সময়ে তাকে মনে হচ্ছিল যেন বায়ুর আঘাতে ভগ্ন পুষ্পভারে অবনত এক নাগবৃক্ষ। ॥ ১৮ ॥

সুন্দরী তাকে বাহুতে জড়িয়ে তুলে ধরলো ; তার স্তনযুগলের মুক্তাহার শিথিল হয়ে পড়লো। 'একি চেহারা করেছ তোমার!'—এই বলে উচ্চকণ্ঠে সে হেসে উঠলো আর তার কানের কুণ্ডল বাঁকা হয়ে দুলতে লাগলো। ॥ ১৯ ॥

সেই দর্পণ তখনও স্বামীর হাতে ; তখন সে স্বামীর মুখের দিকে বার বার তাকিয়ে কপোলের প্রসাধন শেষ করলো—কপোলের কোমলতা ছিল তমালপাতার মত।৭ ॥ ২০ ॥

তার মুখ পদ্মের মতই শোভিত হলো ; তমাল তার পাতা, রক্তবর্ণ ওষ্ঠ তার রক্তাভ অগ্রভাগ, কৃষ্ণায়ত চক্ষু সেই পদ্মের ভ্রমর। ॥ ২১ ॥

দর্পণটি সাগ্রহে হাতে রেখেছিলেন নন্দ ; সেই দর্পণই প্রসাধনের সাক্ষ্য দিচ্ছিলো। কটাক্ষে সেই অলংকরণ দেখতে গিয়েই নন্দ তাঁর প্রিয়ার বিলাস-ব্যাকুল মুখভাব প্রত্যক্ষ করলেন। ॥ ২২ ॥

কুণ্ডলের আঘাতে কপোলের প্রান্তে বর্ণরেখা মুছে গেছে—সেই মুখ যেন কারণ্ডবপক্ষীর পীড়নে ক্লিষ্ট এক শতদল। নন্দ তার প্রিয়ার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন—তিনি যেন হয়ে উঠলেন প্রিয়ার আরও অধিক আনন্দের উৎস! ॥ ২৩ ॥

অতিথি তথাগত

দেবস্থানতুল্য সেই রাজপ্রাসাদে নন্দ যখন এইভাবে আনন্দে মত্ত ছিলেন ; তখন তথাগত ভিক্ষার আশায় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন—তাঁর ভিক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছে। ॥ ২৪ ॥

অন্য যে কোন গৃহে তিনি যেমন দাঁড়ান—তেমনি নতমুখে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ভ্রাতার গৃহে। তিনি ভিক্ষার প্রার্থনা করলেন না। তারপর ভৃত্যদের অবহেলায় যখন কিছুই মিললো না—তিনি ভিক্ষা না নিয়েই চলে গেলেন। ॥ ২৫ ॥

কারণ কোন রমণী বিলেপনদ্রব্য চূর্ণ করছিল, কেউ বা ছিল বসন সুরভিত করার কাজে ব্যস্ত, কেউ ব্যস্ত ছিল স্নানের আয়োজনে আবার কেউ বা মন দিয়েছিল সুগন্ধি মালা গাঁথার কাজে। ॥ ২৬ ॥

তাই সেই গৃহের সুন্দরী তরুণীদের কেউ বুদ্ধকে দেখলো না—তারা তাদের প্রভুর আনন্দের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল ; বুদ্ধ এইরকমই ভাবলেন। ॥২৭॥

কিন্তু একটি রমণী প্রাসাদশীর্ষ থেকে জানালার পথে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল বুদ্ধ চলে যাচ্ছেন—যেন প্রদীপ্ত সূর্য্য বেরিয়ে যাচ্ছে মেঘের গর্ভ থেকে। ॥ ২৮ ॥

সে ভেবে দেখলো বুদ্ধের প্রতি তার প্রভুর শ্রদ্ধার কথা, তার নিজের ভক্তির কথা—সেই অর্হতের পূজা যোগ্যতার কথা। সে চলে এল নন্দর কাছে তাঁকে সব কিছু নিবেদন করতে। নন্দর আদেশ পেয়ে সে বলল— ॥ ২৯ ॥

ভগবান বুদ্ধ আমাদের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন, নিশ্চয়ই আমাদের অনুগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি ভিক্ষা পান নি, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলে নি, তাঁকে আসন দেয় নি। যেন শূন্য এক অরণ্য থেকে তিনি ফিরে যাচ্ছেন। ॥ ৩০ ॥

মহামুনি তাঁর গৃহে এসেছিলেন এবং সৎকারহীন অবস্থায় ফিরে গেছেন—

এই কথা শুনে নন্দ চমকিত হলেন ; মনের আবেগে দেহের সুন্দর অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য, সবই আন্দোলিত হতে লাগলো—মনে হলো যেন কল্পবৃক্ষ বাতাসে কাঁপছে। ॥ ৩১ ॥

তখন পদ্মহস্তদুটি অঞ্জলিবন্ধ করে এবং সেই অঞ্জলি মাথায় তুলে তিনি প্রিয়ার কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন ; তিনি বললেন—'আমি গুরুকে প্রণাম করতে চাই, তুমি অনুমতি দাও।' ॥ ৩২ ॥

সুন্দরী তাঁকে কম্পিতদেহে আলিঙ্গন করলো যেমন বাতাসে আন্দোলিত লতা জড়িয়ে ধরে শালতরুকে, তারপর অশ্রুপ্লুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বললো— ॥ ৩৩ ॥

'তুমি গুরুদর্শন করবে, তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করবে—আমি বাধা দিয়ে তোমার ধর্মপীড়া সৃষ্টি করতে চাই না। তুমি যাও আর্যপুত্র, কিন্তু এই তিলকের চিহ্ন শুকিয়ে যাবার আগেই ফিরে এসো। ॥ ৩৪ ॥

যদি তুমি ফিরতে দেরী কর—আমি তোমাকে গুরুতর শাস্তি দেব। তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, আমি তোমাকে বার বার স্তনের প্রহারে জাগিয়ে দেব।৮ তাছাড়া, তোমার সঙ্গে কথাও বলবো না। ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু তুমি যদি এই বিলেপন শুকিয়ে যাবার আগেই সত্বর ফিরে আসতে পার, আমি তোমাকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করবো—সে বাহুতে কোন অলঙ্কার থাকবে না৯—থাকবে না আর্দ্র বিলেপনের কোমলতা। ॥ ৩৬ ॥

স্খলিত কণ্ঠে এই কথা বলে সুন্দরী তাঁকে আলিঙ্গন করলো। তিনি বললেন—'আমি তাই করবো। এখন ওগো চণ্ডি। আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে গুরুদেব অনেক দূরে চলে যাবেন।' ॥ ৩৭ ॥

তখন সুন্দরী তাঁকে তার স্তনচন্দনে লিপ্ত বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিল—কিন্তু মনে মনে তাঁকে বিদায় দিতে পারলো না। প্রেমবিলাসের পরিচ্ছদ ত্যাগ করে সে অতিথি সৎকারের যোগ্য বেশ গ্রহণ করলো। ॥ ৩৮ ॥

চিন্তা হেতু স্থির ও শূন্য দৃষ্টিতে সে তার স্বামীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন করে তাকিয়ে থাকে কোন মৃগী যখন মৃগ তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়—উচ্চকর্ণ হয়ে, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে দেখতে থাকে, খসে পড়তে থাকে তার মুখ থেকে তৃণের গুচ্ছ। ॥ ৩৯ ॥

কিন্তু নন্দর মন তখন মুনিদর্শনের জন্য উৎসুক, তাই তিনি যাবার জন্য ত্বরান্বিত হলেন ; আবার পেছনে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে যেতে লাগলেন—প্রিয়াকে দেখতে দেখতে—হস্তী যেমন দেখে কামোৎসুক হস্তিনীকে। ॥ ৪০ ॥

কটাক্ষে দেখলেন নন্দ সুন্দরীকে—সুন্দরীর (?) ক্ষীণ কটি, পীন পয়োধর আর উরু। যেন সে একটি স্বর্ণময় পর্বতের পার্শ্বদেশ (?)। দেখে দেখে তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না, যেমন তৃপ্তি হতো না তাঁর, যদি তিনি এক হাতে জল পান করতেন। ॥ ৪১ ॥

বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ তাঁকে সামনে আকর্ষণ করেছে, পেছনে টানছে তার প্রিয়ানুরাগ। অস্থিরতার জন্য তিনি যেতেও পারলেন না আবার দাঁড়িয়েও রইলেন না।১০—তরঙ্গের বুকে রাজহংস যেমন সামনের দিকে এগিয়ে চলে, তেমনি। ॥ ৪২ ॥

যখন তিনি প্রিয়ার দর্শনসীমার বাইরে এলেন তখন তিনি প্রাসাদশীর্ষ থেকে দ্রুত নেমে গেলেন। তখন তার নূপুরের ঝঙ্কার শুনে আকৃষ্ট হৃদয়ে আবার দাঁড়িয়ে রইলেন। ॥ ৪৩ ॥

তিনি কামনার আকর্ষণে পেছনে আকৃষ্ট, ধর্মের আকর্ষণে সামনে পরিচালিত ; দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তিনি চলতে লাগলেন—নদীতে স্রোতের বিরুদ্ধে একটি নৌকার মত। ॥ ৪৪ ॥

তারপর ক্রমে তিনি দ্রুততর পদে চলতে লাগলেন ; ভাবলেন, 'গুরুদেব বোধ হয় এর মধ্যেই চলে গেছেন',—'হয়তো বিলেপন সিক্ত থাকতে থাকতেই আমি আমার প্রসাধনপ্রিয়া প্রিয়াকে এসে আলিঙ্গন করতে পারবো।' ॥ ৪৫ ॥

তারপর তিনি পথে দশবল১১ বুদ্ধদেবকে দেখতে পেলেন—যিনি অভিমান বর্জিত এবং পিতৃনগরেও তথাগতরূপে বন্দিত। তিনি থেমে থেমে যাচ্ছেন, চারদিক থেকে সবাই তাঁকে প্রণাম করছে—যেমন চলমান ইন্দ্রের পতাকাকে লোকে বন্দিত করে। ॥ ৪৬ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যের 'ভার্য্যার প্রার্থনা' নামক চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × **পঞ্চম সর্গ** × × × × × × × × × ×

তারপর শাক্যগণ তাদের ঐশ্বর্য্য অনুযায়ী সজ্জিত হয়ে, অশ্ব, রথ বা হস্তী থেকে অবতরণ করে মহামুনিকে প্রণতি জানালেন ; বণিকেরাও চলে এলেন তাঁদের বড় বড় বিপনি থেকে। ॥ ১ ॥

কেউ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর অনুবর্ত্তী হলেন, কেউ বা তাঁকে প্রণাম করে কাজের চাপে চলে গেল, আবার কেউ কেউ নিজেদের বাসস্থানে বন্দনার ভঙ্গীতে হাত জোড় করে দর্শনোৎসুক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। ॥ ২ ॥

রাজপথে সেই ভক্তিবিহ্বল বিশাল জনস্রোত ভেদ করে বুদ্ধদেব অগ্রসর হতে লাগলেন। যেতে কষ্ট হচ্ছিল—যেন তিনি বর্ষাগমে বিপুল নদী স্রোত ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন। ॥ ৩ ॥

নন্দ ও বুদ্ধদেব

বড় বড় লোক পথে প্রণাম করতে এসে তথাগতকে ঘিরে রেখেছে, নন্দ তাই তাঁকে প্রণাম করতে পারলেন না, কিন্তু গুরুদেবের মহিমায় তিনি তৃপ্ত হলেন। ॥ ৪ ॥

তারপর পথে সুগত (বুদ্ধ) নিজের অনুগমনকারীদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন১ ; সেই সঙ্গে অন্য ধর্মাশ্রয়ীদেরও অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আগ্রহী হলেন। নন্দ তখন গৃহাভিমুখী ; তাকে ধরবার জন্য তিনিও অন্য-পথ ধরলেন। ॥ ৫ ॥

যিনি সত্যপথ জানতেন, যাঁর মন ছিল মুক্ত—সেই বুদ্ধদেব একটি নির্জন পথে এলেন ; নন্দ সামনে গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠ নেতাকে প্রণাম করলেন। তাঁর মুখে কোন আনন্দের প্রকাশ ঘটলো না। ॥ ৬ ॥

নন্দ সগৌরবে, ধীরপদে পথে চলেছেন—তাঁর একটি স্কন্ধ শালে আবৃত২, দেহ অর্দ্ধবিনত, নীচের দিকে বদ্ধাঞ্জলি, দুই চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন— ॥ ৭ ॥

প্রাসাদশীর্ষে থেকেই আমি শুনেছিলাম, ভগবান বুদ্ধ আমাদের অনুগৃহীত

করার জন্যই গৃহে অতিথি হয়েছিলেন ; আমি (অবহেলার জন্য) গৃহের ভৃত্যদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েও দ্রুত নেমে এসেছিলাম। ॥ ৮ ॥

সুতরাং হে সাধুপ্রিয়, হে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমার গৃহেই আপনার ভিক্ষার কাল অতিবাহিত করুন। কেননা, আকাশের মধ্যস্থলে পেঁাছুতে যাচ্ছেন সূর্য্যদেব ; মনে হচ্ছে এইটিই মধ্যাহ্নকালীন আহারের সময়। ॥ ৯ ॥

এইভাবেই তিনি তাঁকে সবিনয়ে বললেন—তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম ও অভিমান ; কিন্তু সুগত এমন ইঙ্গিত করলেন যাতে বোঝা গেল আহারে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। ॥ ১০ ॥

তারপর তিনি তাঁকে প্রণাম করে গৃহে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করলেন। কিন্তু সুগত তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ করে তাঁর ভিক্ষাপাত্র দিয়ে অনুগৃহীত করলেন। ॥ ১১ ॥

তিনি সংযত হৃদয়ে পদ্মতুল্য দুটি হাত বাড়িয়ে সেই অনুপম পাত্রের কাছ থেকে সেই পাত্র গ্রহণ করলেন—তাঁর সেই হাত ধনু ধারণেই অধিকতর যোগ্য ছিল। কিন্তু যিনি পাত্র দিলেন তিনি ইহলোকে ফললাভের জন্যই দিয়েছিলেন, (ভিক্ষার জন্য নয়)। ॥ ১২ ॥

কিন্তু নন্দ সহসা বুঝতে পারলেন—সুগতর মন অন্যবিষয়ে নিবদ্ধ, তাঁর প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। যদিও হাতে তাঁর ভিক্ষার পাত্র, দৃষ্টি মুনির দিকে, তবু গৃহে ফিরে যাবার জন্য তিনি পথ থেকে সরে এলেন। ॥ ১৩ ॥

যখন নন্দ হাতে পাত্র থাকা সত্ত্বেও ভার্য্যার প্রেমে গৃহে ফিরে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন তখন সুগত রাজপথের প্রবেশমুখে তাঁর মোহ সৃষ্টি করলেন। ॥ ১৪ ॥

মুনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে জ্ঞান মুক্তির মূলে তা নন্দর হৃদয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ—পাপের স্পৃহা অত্যন্ত তীব্র ; নন্দ পাপে আসক্ত, ভোগে প্রমত্ত ; তাই তিনি তাঁকে আকর্ষণ করলেন। ॥ ১৫ ॥

পাপ দু'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ; শুচিতার উপায়ও দু'শ্রেণীর। যার অন্তরশক্তি প্রবল কোথাও সে থাকে স্বাধীন ; আবার যার কাছে বাইরের উপকরণের মূল্য সর্বাধিক সে বাইরের শক্তি দিয়েই পরিচালিত হয়।৪ ॥ ১৬ ॥

অন্তঃশক্তির প্রাধান্য যদি থাকে তবে মানুষ অনায়াসে বাইরের প্রেরণার সংস্পর্শে আসা মাত্র মুক্তিলাভ করে, কিন্তু যার বুদ্ধি পরের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তেমন মানুষ অতি কষ্টে মুক্তি লাভ করে—এবং সেই মুক্তি লাভ করে পরনির্ভরতার পথে। ॥ ১৭ ॥

নন্দর চিত্ত বাইরের প্রভাবের বশীভূত, সে যাকে আশ্রয় করে তারই রূপ পায়। তাই মুনি তাঁকে প্রেমপঙ্ক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য এই চেষ্টা করেছিলেন। ॥ ১৮ ॥

কিন্তু দুঃখার্ত্ত চিত্তে ধীরপদে নিরুপায় হয়ে গুরুকে অনুসরণ করলেন। তাঁর মনে ভেসে উঠছে প্রিয়ার মুখ—দু'চোখ তার প্রিয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই বিলেপন দ্রব্য এখনও শুকিয়ে যায় নি। ॥ ১৯ ॥

সেই মহামুনি তখন নন্দকে নিয়ে গেলেন বিহারে—সেই নন্দ যিনি বসন্তমাসের দ্বারা উৎপীড়িত, যার কাছে মাল্য এবং মুক্তাহার মূল্যবান। বিহার জ্ঞানের বিলাসভূমি, এখানে প্রমদা-বিলাস নিশ্চিহ্ন। ॥ ২০ ॥

তারপর সেই পরমদয়ালু মুনি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবলেন নন্দর দুর্দশার

কথা—করুণায় বিচলিত হয়ে চক্রাঙ্ক চিহ্নিত হাত দিয়ে মাথা বুলিয়ে দিতে দিতে তাঁকে এই বলে সম্ভাষণ করলেন। ॥ ২১ ॥

হে সৌম্য! সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিন আসার পূর্বে শান্তির জন্য যত্নশীল হও; কেননা, মৃত্যু সর্বত্র বিরাজমান—তার প্রত্যেক আক্রমণই সর্বনাশী। ॥ ২২ ॥

প্রেমের অস্থায়ী সুখের লালসা থেকে চঞ্চল মনকে নিবৃত্ত কর; এই সুখ সাধারণের অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি এই সুখ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে পারে; এই সুখ স্বপ্নের মত মিথ্যা। মানুষের প্রেমে তৃপ্তি নেই, পবন চালিত অগ্নির যেমন আহুতিতে তৃপ্তি হয় না। ॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধা সকল ধনের শ্রেষ্ঠ, সকল স্বাদের মধ্যে জ্ঞানের স্বাদ তৃপ্তিকর, অধ্যাত্ম-সুখ সকল সুখের প্রধান, বুদ্ধিগত বিদ্যায় আসক্তি সকল দুঃখের মধ্যে অধিক দুঃখজনক। ॥ ২৪ ॥

যিনি হিতকর বাক্য বলেন তিনি শ্রেষ্ঠ বন্ধু; ধর্ম লাভের জন্য শ্রমই প্রধান; সকল কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানার্জনের সাধনা; ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করে কি লাভ? ॥ ২৫ ॥

তাহলে সেই নিশ্চিত, চিরস্থায়ী ও পবিত্র শান্তি সুখ বরণ করে নাও—যা ভয়, সংকট ও দুঃখ থেকে মুক্ত, যা পরের উপর নির্ভরশীল নয় এবং অন্যে যা অপহরণ করতে পারে না; ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য দুঃখ বহন করে কি লাভ? ॥ ২৬ ॥

জরার মত সৌন্দর্যের শত্রু[৫] (?) কেউ নেই, পৃথিবীতে রোগের মত সংকট নেই, মৃত্যুর মত বিপদ নেই। দুর্বল ব্যক্তিদেরই এই তিনটি বরণ করতে হয়। ॥ ২৭ ॥

স্নেহের মত বন্ধন নেই, কামনার মত এমন সর্বপ্লাবী স্রোতোধারা আর কি আছে? প্রেমাগ্নির মত অগ্নিও নেই; এই তিনটি যদি না থাকতো, তুমি সুখের অধিকারী হতে। ॥ ২৮ ॥

প্রিয় বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী: সেই বিচ্ছেদজনিত শোকও অবশ্যভোগ্য—শোকে উন্মত্ত হয়ে অন্য রাজর্ষিরাও অসহায়ভাবে আত্মসংযম হারিয়েছেন। ॥ ২৯ ॥

সুতরাং প্রজ্ঞার ধর্ম ধারণ কর—শোকের বাণ ধৃতিমান ব্যক্তির সেই বর্ম ভেদ করতে পারে না। সংসাররূপ বিশাল তৃণরাশি দগ্ধ করার জন্য আত্মশক্তির অল্প অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত কর।[৬] ॥ ৩০ ॥

যেমন সর্প বিদ্যায় সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তি হাতে ঔষধি (পাতা, মূল ইত্যাদি) বেঁধে রাখলে তাকে সর্প দংশন করে না—তেমনি যে উদাসীন হয়ে সংসারের মোহ জয় করতে পেরেছে তাকে শোকের সর্প দংশন করে না। ॥ ৩১ ॥

যোগানুশীলন করে এবং পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ মৃত্যুকালেও ত্রস্ত হয় না। বর্মে আবৃত্ত হয়ে, দৃঢ় ধনু হাতে নিয়ে অস্ত্রবিৎ বীর যেমন যুদ্ধে জয়লাভে উদ্যোগী হয়—এও ঠিক তেমনি। ॥ ৩২ ॥

সকল প্রাণীর প্রতি যাঁর অনুকম্পা সেই তথাগত এইভাবে নন্দকে বললেন। নন্দ স্পষ্ট কণ্ঠে এবং অবসন্ন চিত্তে বললেন -'তাই হোক্'। ॥ ৩৩ ॥

তখন সেই মৈত্রভাবাপন্ন মহামুনি নন্দকে প্রমাদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আগ্রহী হয়ে ভাবলেন—এখন তিনি শিক্ষাগ্রহণের (যোগ্য) পাত্র; তিনি আনন্দকে বললেন, 'নন্দকে শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সন্ন্যাস জীবনে ওকে দীক্ষা দাও।' ॥ ৩৪ ॥

নন্দর অন্তরে অন্তরে তখন কান্নার আবেগ ; বিদেহের মুনি তাঁকে বললেন—'এদিকে এসো।' নন্দ ধীর পদে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—'আমি সন্ন্যাসী হব না।' ॥ ৩৫ ॥

এই কথা বলার পর বিদেহ মুনি নন্দর অভিলাষের কথা জানতে পেরে বুদ্ধের নিকটে নিবেদন করলেন। তখন মহামুনি তাঁর কাছ থেকেও নন্দর মানসিক অবস্থা জানতে পেরে, তাঁকে আবার এই কথা বললেন— ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধের উপদেশ

আমি তোমার অগ্রজ, আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি, তোমাব ভ্রাতৃগণ আমাকে এই বিষয়ে অনুসরণ করেছেন ; আর তুমি দেখেছ—জ্ঞাতিদের মধ্যে যারা গৃহ-ত্যাগ করেন নি, তাঁরাও ব্রত গ্রহণ করেছেন ; তুমি নিজেকে জয় করতে পারো নি, তুমিই বলো, তুমি কি সন্তোষলাভ করেছ ? ॥ ৩৭ ॥

তুমি নিশ্চয়ই রাজর্ষিদের কথা ভুলে গেছ যারা আনন্দের সংগে আরণ্যজীবন বরণ করেছিলেন ; তারা ইন্দ্রিয়কে তুচ্ছ করে শান্তির কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন—শোচনীয় ভোগের বিষয়ে তারা মত্ত হন নি। ॥ ৩৮ ॥

তুমি আবার ভেবে দেখ—গৃহীজীবনের দুঃখের কথা এবং এই জীবন ত্যাগ করে যে প্রশান্তি লাভ করা যাবে তার কথাও ভেবে দেখ। মুমূর্ষু ব্যক্তিই মহা-মারীতে আক্রান্ত দেশ ত্যাগ করতে চায় না—তুমি কেন তাকে অনুকরণ করবে ? ॥ ৩৯ ॥

এই সংসার-কাণ্ডাবের প্রতি এমন আসক্ত তুমি কি করে হলে যে মঙ্গলময় পথে তোমার চরণ বিন্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই পথ তুমি সম্বল কবতে চাও না ; তুমি যেন বণিকদল থেকে ভ্রষ্ট এক পথিক৭—যে ঠিক পথে পা রেখেও সেই পথে চলতে চায় না ! ॥ ৪০ ॥

যে ব্যক্তি সর্বত্র অগ্নিশিখায় বেষ্টিত গৃহে নিদ্রিত থাকে—মূর্খতাবশতঃ সেই গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে না, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই ব্যাধি ও জরারূপ শিখাযুক্ত মরণাগ্নিতে বেষ্টিত সংসারে থেকেও অচঞ্চল থাকে। ॥ ৪১ ॥

মৃত্যু তার ভীষণ পাশ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে এমন অবস্থাতেও যে অচেতন এবং প্রমত্ত থাকে সে অবশ্যই অনুশোচনার যোগ্য ; মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় মত্ত অবস্থায় হাসে, প্রলাপ বকে—সে-ও যেন ঠিক তার মতই। ॥ ৪২ ॥

যখন রাজগণ, গৃহীগণ সবাই তাদের প্রিয়জন ও সম্পদ ত্যাগ করে অরণ্যে গিয়েছেন, যাচ্ছেন এবং যাবেন তখন তোমার কেন প্রিয়জনের এই ক্ষণস্থায়ী সংসর্গের জন্য এত আগ্রহ থাকবে ? ॥ ৪৩ ॥

সুখজনক এমন কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না যেখানে আসক্ত মানুষের সেই অবস্থার পরিবর্তনে দুঃখ হবে না। কোন বিষয়ে আসক্তি যেমন অসংগত সেই বিষয়ের অভাবে আক্ষেপও তেমনি অকারণ। ॥ ৪৪ ॥

সুতরাং হে সৌম্য, এই সংসার যে অধ্রুব, মায়াময় এবং ইন্দ্রজালের মতই বিচিত্র—একথা বুঝতে চেষ্টা কর ; মায়ার মিথ্যা বন্ধন ত্যাগ কর ; যদি দুঃখজাল ছিন্ন করতে চাও, তোমার প্রিয়ার মোহজাল ছিন্ন কর। ॥ ৪৫ ॥

যদি পরিণামে হিতকর হয় তবে অপ্রিয় খাদ্যও গ্রহণ করা সংগত, অহিতকর

হলে স্বাদু অন্নও ত্যাগ করা উচিত। তাই আমি তোমাকে অপ্রিয় হলেও কল্যাণকর এবং পবিত্র পথের নির্দেশ দিচ্ছি। ॥ ৪৬ ॥

শিশুর ধাত্রী শিশুর মুখে প্রবিষ্ট ইষ্টকখণ্ড বার করে আনার জন্যই তাকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করে, আমিও তেমনি তোমার মন থেকে অনুরাগের শল্য টেনে আনবার জন্য পরুষবাক্য প্রয়োগ করেছি তোমারই কল্যাণের জন্য। ॥ ৪৭ ॥

চিকিৎসক যেমন রোগীকে বাধ্য করেন স্বাদে অপ্রিয় হলেও ঔষধ খেতে, তেমনি আমিও তোমার কল্যাণের জন্যই তোমার অপ্রিয় হলেও তোমাকে পরুষবাক্য বলেছি। ॥ ৪৮ ॥

মুহূর্তের মধ্যে যে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটে, যতক্ষণ সেই মৃত্যু না আসে, যতক্ষণ তোমার এই বয়স যোগসাধনে সমর্থ থাকে—তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ চিন্তায় রত হও। ॥ ৪৯ ॥

হিতৈষী ও পরম কারুণিক সেই গুরু এইভাবে নন্দকে বললেন। নন্দ বললেন—আপনি যা বলছেন, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি তাই করবো। ॥ ৫০ ॥

তখন বিদেহের মুনি৮ তাকে গ্রহণ করলেন, তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও৯ তাকে নিয়ে গিয়ে মাথার রাজছত্রতুল্য তাঁর সুন্দর কেশপাশ ছেদন করালেন। সকল সময়ই তার চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। ॥ ৫১ ॥

যখন কেশমুণ্ডন করা হচ্ছিল, তখন নন্দর মুখ ছিল আনত এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সরোবরে একটি পদ্ম—যার নালদণ্ডের অগ্রভাগ নত এবং বর্ষার বৃষ্টিবিন্দুতে ক্লিষ্ট। ॥ ৫২ ॥

তারপর নন্দ গৈরিকবর্ণ বৈরাগ্যের বসনে সজ্জিত হলেন। তিনি যেন এক নবগৃহীত হস্তী ; তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল—দেখে মনে হচ্ছিল যেন অমাবস্যার পূর্ণচন্দ্র রাত্রিশেষে নবোদিত সূর্যের আলোকে প্রদীপ্ত। ॥ ৫৩ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'নন্দর সন্ন্যাস' নামক পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × ষষ্ঠ সর্গ × × × × × × × × × ×

সুন্দরীর বিলাপ : দীক্ষার সংবাদ

অগ্রজের প্রতি গৌরববোধ তার স্বামীকে টেনে নিয়ে গেছে—সুন্দরীর আনন্দও চলে গেছে, সে এখন দুঃখিনী ; সে একই প্রাসাদশীর্ষে অবস্থান করছিল—কিন্তু একই রূপে তাকে দেখা গেল না। ॥ ১ ॥

স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বাতায়নে স্তনযুগল বিন্যস্ত করে, প্রাসাদশীর্ষ থেকে দ্বারের দিকে দৃষ্টি রেখে বসে ছিল—তার মুখের উপরে এসে পড়েছিল তার কর্ণের কুণ্ডল। ॥ ২ ॥

তার মুক্তাহার ঝুলে পড়েছিল, হারসূত্র দুলছিল প্রাসাদ থেকে সে নত হয়ে দেখছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল—কোন সুন্দরী অপ্সরা তার প্রিয়কে আকাশ-প্রাসাদ থেকে ভ্রষ্ট অবস্থায় দেখছে—যে প্রিয় সাধনার্জিত পুণ্যক্ষয়ের পরে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ॥ ৩ ॥

তার ললাট বেদনায় ক্লিষ্ট, নিঃশ্বাসে মুখের প্রসাধন চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে,

দুই চক্ষু চিন্তায় চঞ্চল। স্বামী বোধহয় অন্যত্র—এই আশঙ্কা করে সে দাঁড়িয়ে ছিল। ॥ ৪ ॥

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে সে শয্যায় এসে বসামাত্র পড়ে গেল ; বাঁকা হয়ে শুয়ে পড়ায় তার হারগুলি ছড়িয়ে পড়লো—পা দুটির কিছু অংশ পাদুকা থেকে বেরিয়ে পড়ল। ॥ ৫ ॥

এর পর কোন এক রমণী তার এই দুঃখ ও অশ্রুর দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সহসা কেঁদে উঠলো আর প্রাসাদের সিঁড়িতে পা দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। ॥ ৬ ॥

রমণী সিঁড়িতে যে শব্দ করলো তা শুনে সুন্দরী দ্রুত লাফিয়ে উঠে পড়লো, প্রীতিরসে পূর্ণ হয়ে আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো—তার মনে হল, প্রিয় ফিরে এসেছেন। ॥ ৭ ॥

সে সিঁড়ির মুখে ছুটে গেল, তার শাড়ীর প্রান্ত যে লুটিয়ে পড়েছে আনন্দের উচ্ছ্বাসে সেদিকে তার খেয়াল নেই। এদিকে চিলেকোঠার পারাবতের দল তার নূপুরের ঝঙ্কারে ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ॥ ৮ ॥

রমণীকে দেখে নিরাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আবার তার শয্যায় ফিরে এল। তার মুখ বিবর্ণ—এ যেন শীতের আগমে নিষ্প্রভ চন্দ্রের আলোকে আকাশের ছবি। ॥ ৯ ॥

স্বামীকে না দেখায় দুঃখিত হয়ে, প্রেমে ও কোপে দগ্ধ হয়ে, এক হাতে মুখের ভর রেখে বসে রইল। সে যে অবতরণ করেছে এক চিন্তানদীতে—শোকই যার জল। ॥ ১০ ॥

পদ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী তার মুখ। সেই মুখ যে হাতে ন্যস্ত তা পদ্মের পাপড়ির মত রক্তবর্ণ—যে পদ্ম বনে জলে প্রতিবিম্বিত পদ্মের ন্যায় ছায়াময়। ॥ ১১ ॥

স্ত্রীস্বভাবের অনুবর্তী হয়ে সে সব কথাই ভাবতে লাগল কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটি তার একবারও মনে হল না যে যদি তার প্রতি তার স্বামীর প্রেম সুপরীক্ষিত এবং যদিও তাঁর স্বামী এখনও তার প্রতি অনুরক্ত—তিনি অন্য ধর্ম অবলম্বন করেছেন। অনেক রকম কল্পনা করে সে বহু বিলাপ করতে লাগলো। ॥ ১২ ॥

আমার প্রসাধনের অনুলেপন শুকিয়ে যাবার আগেই স্বামী ফিরে আসবেন—এই শপথ করেছিলেন। শপথের বাক্যের প্রতি এতকাল শ্রদ্ধাশীল থেকেও আজ কেন তিনি সেই শ্রদ্ধা হারালেন ? ॥ ১৩ ॥

তিনি ধার্মিক ও সাধু প্রকৃতি, তিনি আমার প্রতি দয়ালু, আমাকে কত ভয় পেতেন। কত ভদ্র ছিলেন। কোথা থেকে এই অজানা ভাবের রূপান্তর ঘটলো ? তিনি কি অনাসক্ত ? আমি কি কোন অপরাধ করেছি ? ॥ ১৪ ॥

তিনি ছিলেন প্রেমানুরাগী, আমার প্রিয়কারী। তাছাড়া, আমার প্রতি তার সেই প্রেমই যদি থাকবে তবে আমার চিত্তপ্রসাদনে তিনি ফিরে আসবেন না তা হতে পারে না। ॥ ১৫ ॥

আমার স্বামী নিশ্চয়ই এমন কাউকে দেখে থাকবেন যিনি রূপে ও ভাবে আমার চেয়ে বড়। কেননা, আমাকে এভাবে ব্যর্থ সান্ত্বনা দিয়ে—আমি যে তাঁর প্রতি একান্ত আসক্তা তবু আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধের প্রতি যে ভক্তির কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন তা হল আমাকে ছেড়ে যাবার একটা ছল মাত্র। কেননা, যদি তিনি বুদ্ধকেই বিশ্বাস করতেন, তবে মৃত্যুকে ভয় করার মতই মিথ্যাচরণকেও তিনি ভয় করতেন। ॥ ১৭ ॥

আমার প্রসাধনকালে দর্পণ ধরে রাখার সময় যদি তিনি অন্য কাউকে চিন্তা করে থাকেন, আর যদি তিনি এখন অন্যের জন্য দর্পণ ধরে থাকেন তবে তার সেই চঞ্চল প্রেমকে নমস্কার। ॥ ১৮ ॥

যে সকল রমণী এত দুঃখ সইতে পারে না তারা যেন আর কখনও পুরুষকে বিশ্বাস না করে। আমার প্রতি তার সেই পূর্বের বশ্যতা আর প্রাকৃতজনের মত তার এই বর্তমান পরিত্যাগ—এই দুইয়ের মধ্যে মিল কোথায়? ॥ ১৯ ॥

প্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, প্রিয় সম্পর্কে নানারকম কল্পনা করে সে এইভাবে আরও অনেক কিছু বলতে লাগলো। তখন এক রমণী দ্রুতপদে সোপানপথে প্রাসাদে আরোহণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাকে এই কথা বললো। ॥ ২০ ॥

তুমি অত্যন্ত সন্দেহকাতর, তাই স্বামীর উপর অবিচার করছ। যদিও তিনি তরুণ, সুন্দর, ভাগ্যবান এবং বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন—তোমার প্রতি তিনি কখনও অন্যায় করেন নাই। ॥ ২১ ॥

ওগো কর্ত্রী, তুমি তোমার প্রিয় স্বামীর নিন্দা করো না। তিনি প্রেমের যোগ্য, সকল সময়ই তোমার প্রিয় কাজের অনুষ্ঠান করেছেন; চক্রবাক যেমন নিজের চক্রবাকী ছাড়া অন্যকে জানে না, তিনিও তুমি ছাড়া অন্য কোন রমণীকে জানেন না। ॥ ২২ ॥

তিনি তোমার জন্যই গৃহবাস কামনা করেন, তোমার তুষ্টিবিধানের জন্যই বেঁচে থাকতে চান—কিন্তু তাঁর অগ্রজ আর্য্য তথাগত তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেছেন—(শুনেছি) তখন তাঁর মুখ অশ্রুপ্লাবিত ছিল। ॥ ২৩ ॥

সুন্দরীর নৈরাশ্য

তারপর স্বামীর যা ঘটেছে তা শুনে সে কাঁপতে কাঁপতে সহসা উঠে দাঁড়াল এবং (শূন্যে) বাহুবিক্ষেপ করে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে লাগলো বিষতীরবিদ্ধ হস্তি-শাবকের মত। ॥ ২৪ ॥

রোদনে তার চক্ষু রক্তবর্ণ, ক্ষীণ তনু সন্তাপের জ্বালায় কেঁপে কেঁপে উঠছে—এই অবস্থায় সে পড়ে গেল—মুক্তার মালা চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো যেমন ফলের অত্যধিক ভারে আম্রশাখা ভেঙ্গে পড়ে। ॥ ২৫ ॥

তার পরিধানে পদ্মরাগরঞ্জিত বসন, মুখশ্রী পদ্মের মত, পদ্মদলের মত আয়ত তার দুই নয়ন, পদ্মের মতই তার দেহবর্ণ—যেন ভূলুণ্ঠিতা পদ্মাবিহীনা লক্ষ্মী![১] সূর্য্যের তাপে পদ্মমালার মতই তিনি শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। ॥ ২৬ ॥

তার স্বামীর গুণাবলীর কথা ভাবতে ভাবতে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মূর্ছিত হল[২]—বাহুপ্রকোষ্ঠ[৩] নিক্ষিপ্ত হল—যে অংশে আছে অলঙ্কারের শ্রী আর সেই সঙ্গে অঙ্গুলির অগ্রভাগ। ॥ ২৭ ॥

'এখন আর আমার অলঙ্কারের কোন প্রয়োজন নেই'—এই কথা বলে সে অলঙ্কারগুলি সব দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। অলঙ্কারহীন অবস্থায় যখন সে শুয়েছিল—তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি লতা, সেই লতা থেকে সব ফুল তুলে নেওয়া হয়েছে। ॥ ২৮ ॥

সোনার হাতলযুক্ত সেই দর্পণটিকে আলিঙ্গন করে বললো—'আমার প্রিয় এটি আমার জন্য ধরে রেখেছিলেন'। তারপর, যেন ক্রুদ্ধ হয়েছে এইভাবে সে তার কপোল[৪] সজোরে ঘষতে লাগলো—যেখানে অতি যত্নে তমালপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ॥ ২৯ ॥

সে আর্তনাদ করতে লাগলো—চক্রবাকীর মতই যখন বাজপাখীর আক্রমণে চক্রবাকের ডানা ভাঙে—প্রাসাদশীর্ষে অবস্থিত কূজনচঞ্চল পারাবতের কণ্ঠের সঙ্গেই যেন সে তার আর্তনাদের সুরে প্রতিযোগিতা করছিল। ॥ ৩০ ॥

মহামূল্য শয্যায় সে শুয়ে ছিল ; সেই শয্যা কোমল, বহুবর্ণে বিচিত্র আস্তরণে আবৃত, বৈদূর্য ও হীরকে মণ্ডিত—সেই খাটের দণ্ডগুলিও ছিল স্বর্ণনির্মিত ; এমন শয্যায় শুয়ে চেষ্টা করেও সে কোন শান্তি পেল না। ॥ ৩১ ॥

তার স্বামীর অলঙ্কার, বসন, বীণা ও অন্যান্য বিনোদন-দ্রব্য দেখতে দেখতে সে যেন অন্ধকারে নিমগ্ন হল ; উচ্চকণ্ঠে সে আর্তনাদ করতে লাগলো—যেন সে পঙ্কে পতিত হয়েছে। ॥ ৩২ ॥

সুন্দরীর বক্ষ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে, নামছেও, যেন বজ্রাগ্নিতে বিদীর্ণ এক গিরিগুহা, কেননা দুঃখের অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ ; দেখে মনে হচ্ছিল তার চিত্ত বিভ্রান্ত। ॥ ৩৩ ॥

সে ক্রন্দন করছিল, আবার অবসন্ন হয়ে পড়ছিল ; সে চীৎকার করছিল আবার শ্রান্ত হয়ে পড়ছিল ; সে পাদচারণা করছিল আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ; সে বিলাপ করছিল আবার কি ভাবছিল ; সে ক্রোধ প্রকাশ করছিল, মালাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল, মুখে আঁচড় কাটছিল, বসন ছিঁড়ে ফেলছিল। ॥ ৩৪ ॥

পরিচারিকার দল সেই সুন্দরী রমণীর উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে অন্তঃপুর থেকে অতি কষ্টে প্রাসাদশীর্ষে আরোহণ করলো—যেমন ভীতা কিন্নরীর দল পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করে। ॥ ৩৫ ॥

পদ ও মানানুযায়ী আসনে তারা দুঃখার্ত হয়ে নতমুখে তার পাশে এসে বসলো ; তাদের মুখ অশ্রুধারায় প্লাবিত হচ্ছিল—তারা যেন পদ্মের সরোবর, যেখানে বর্ষার জলধারা পদ্মের উপরে গড়িয়ে পড়ছে। ॥ ৩৬ ॥

চিন্তায় ক্ষীণ তার সুকুমার সৌন্দর্য্য প্রাসাদশীর্ষে এই নারীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শরৎকালে বিদ্যুৎ বেষ্টিত চন্দ্রলেখার মত প্রতিভাত হল। ॥ ৩৭ ॥

তাদের মধ্যে যিনি বয়সে বড়, তার কাছে সবচেয়ে অধিক মান্যা এবং বচনে কুশলা তিনি পিছন থেকে এসে তাকে আলিঙ্গন করে চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন— ॥ ৩৮ ॥

তুমি রাজর্ষির বধূ, তোমার স্বামী যখন শ্রেষ্ঠ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন—তোমার পক্ষে শোকপ্রকাশ করা অনুচিত। তপোবনের কুঞ্জ ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের উত্তরাধিকার এবং তাদের আকাঙ্ক্ষিত। ॥ ৩৯ ॥

তুমি জান, যে শক্তিমান শাক্যরাজগণ মুক্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পত্নীগণ গৃহকে ভেবেছেন তপস্যার কুঞ্জ। প্রেমের পরিবর্তে সতীত্বের ব্রতই তারা গ্রহণ করেছেন। ॥ ৪০ ॥

যদি তোমার স্বামী রূপে ও গুণে বড় কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হন তবে তোমার অশ্রু প্রবাহিত হোক। কেননা, যিনি তেজস্বিনী, রূপবতী এবং গুণবতী—তার হৃদয় যদি ভেঙ্গে যায় তবে তিনি কাঁদবেন না কেন? ॥ ৪১ ॥
আর যদি তিনি বিপন্ন হয়ে থাকেন—এমন ঘটনা কখনও না ঘটুক। সেক্ষেত্রেও তোমার অশ্রু বিসর্জন যুক্তিযুক্ত। কেননা, সদ্‌বংশজাতা কোন নারী, পতিই যার কাছে দেবতা তার কাছে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে? ॥ ৪২ ॥
এখন তিনি সুখের সঙ্গে যুক্ত, তিনি নিজের প্রভু, সফল, তার কামনা নির্বাপিত এবং ব্যসনের সঙ্গে অপরিচিত। ওগো বিহ্বলে, তুমি এই আনন্দের সময়ে কাঁদবে কেন? ॥ ৪৩ ॥

স্নেহবশতঃ এই কথা তিনি বললেও সে আশ্বস্ত হল না, তখন আর একজন সস্নেহে যা বললেন তা তার মনের অনুকূল এবং কালোচিত— ॥ ৪৪ ॥

আমি তোমাকে সত্য বলছি, খুব শীঘ্রই তুমি দেখবে, তোমার প্রিয়তম এসেছেন। যেমন দেহকে আশ্রয় না করে চেতনা থাকতে পারে না, তিনিও তোমাকে ছাড়া সেখানে থাকতে পারেন না। ॥ ৪৫ ॥

বিলাসের ক্রোড়ে থেকেও তিনি সুখী হবেন না যদি তুমি তার পাশে না থাক এবং যতই ভীষণ বিপদ তার ঘটুক না কেন, তিনি তোমাকে যতক্ষণ দেখবেন ততক্ষণ কোন বিপদ তিনি অনুভব করবেন না। ॥ ৪৬ ॥

শান্ত হও, রোদন সংবরণ কর, তপ্ত অশ্রুপতন থেকে তোমার নয়ন মুক্ত রাখ। তার অনুভূতি এবং তোমার প্রতি তার প্রেমাবেগ এত গভীর যে ধর্মাশ্রয় করেও তিনি তোমাকে ছাড়া আনন্দ পাবেন না। ॥ ৪৭ ॥

বলতে পার, সন্ন্যাসীর বসন গ্রহণ করে তিনি তা ত্যাগ করবেন না, কেননা, উচ্চবংশের মর্য্যাদা এবং সংকল্প—দুই-ই তার মধ্যে আছে। কিন্তু যখন তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং গৃহে ফিরে আসার কথা ভাবতে ভাবতে এই বসন গ্রহণ করেছিলেন তখন আর এই বসন ত্যাগের মধ্যে অন্যায় কি থাকতে পারে? ॥৪৮॥

সুন্দরীর হৃদয় অপহরণ করেছিলেন তার প্রিয়—তথাপি এইভাবে সহচরীরা যখন সান্ত্বনা দিলেন তখন তিনি নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন—যেমন প্রাচীন কালে রম্ভা৭ অপ্সরা পরিবৃত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন দ্রমিড়ের সন্ধানে। ॥ ৪৯ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'ভার্য্যা বিলাপ' নামক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × সপ্তম সর্গ × × × × × × × × × ×

প্রভুর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সন্ন্যাসের চিহ্ন নন্দ দেহে ধারণ করেছিলেন কিন্তু মন থেকে নয়; ভার্য্যা সম্পর্কিত নানা চিন্তায় তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কোন আনন্দ তার মনে ছিল না। ॥ ১ ॥

তিনি বিহারে১ বাস করছিলেন; বসন্তে পুষ্পের সমারোহ, পুষ্পকেতু মদনদেবতা তাঁকে সব দিক থেকে আক্রমণ করে চলেছেন, প্রাণে যৌবনোচিত অনুভূতি। তাঁর মনে কোন শান্তি ছিল না। ॥ ২ ॥

আম্রতরুর বীথি—যেখানে ভ্রমরের কলগুঞ্জন; অবসন্ন নন্দ সেই বীথিতলে দাঁড়িয়ে ভার্য্যাকে ধ্যান করতে করতে ধনু আকর্ষণ করার মতই তাঁর সুদীর্ঘ বাহু প্রসারিত করে বার বার হাই তুলতে লাগলেন।২ ॥ ৩ ॥

আম্রতরু থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পের বর্ষণ হচ্ছে, মনে হল যেন গৈরিক চূর্ণ ঝরে পড়ছে; মনে পড়ে গেল তার স্ত্রীর কথা। নবগৃহীত বন্ধনে রাখা হস্তীর মতই তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ॥ ৪ ॥

সাহায্যের জন্য যারা আসতো তাদের দুঃখ দূর করাতেই যিনি অভ্যস্ত ছিলেন, যারা গর্বিত তাদের দুঃখ সৃষ্ট করাই ছিল যার স্বভাব—এখন তিনিই নিজে শোকের পাত্র। অশোকতরুতে হেলান দিয়ে বসে তিনি প্রিয়ার জন্যই শোক প্রকাশ করতে লাগলেন, কেননা, অশোকবন তার কাছে প্রিয় ছিল। ॥ ৫ ॥

একটি কোমল প্রিয়ঙ্গুলতাকে তিনি দেখলেন ; এ লতাও প্রিয়ার প্রিয়—লতাটি যেন বৃক্ষসমূহ থেকে ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এসেছে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাঁর মনে পড়লো—তার প্রিয়ার কথা, প্রিয়ার মুখও তো অশ্রু প্লাবিত এবং এই প্রিয়ঙ্গুলতার ফুলের মতই বিবর্ণ। ॥ ৬ ॥

তিলকতরুর পুষ্পাচ্ছাদিত শিখরে একটি কোকিলকে দেখে তার মনে হল যে শ্বেতবস্ত্রবৃতা প্রাসাদশীর্ষে আশ্রিতা প্রিয়ার কেশপাশ। ॥ ৭ ॥

তিনি দেখলেন একটি কুসুমিতা অতিমুক্তলতা আম্রবৃক্ষকে জড়িয়ে উঠেছে, তখন তিনি ভাবলেন—'কবে সুন্দরী এভাবে আমাকে আলিংগন করবে?' ॥ ৮ ॥

নাগবৃক্ষগুলি পুষ্পশোভিত—তাদের অভ্যন্তরভাগ পীতবর্ণ ; মনে হয় যেন স্বর্ণপূর্ণ হস্তিদন্ত নির্মিত কতকগুলি পাত্র। তবু এই দুঃখের মধ্যে নন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলো না, যেমন পারে না মরুভূমির বৃক্ষ। ॥ ৯ ॥

গন্ধপর্ণ বৃক্ষগুলি যদিও গন্ধ ছাড়িয়ে দিচ্ছিল—যদিও তারা ছিল গন্ধর্ব্ব-নারীদের মতই গন্ধপূর্ণ। তারা তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করতে পারলো না ; বরং তার হৃদয়কে তপ্ত করেছিল ; কেননা তিনি দুঃখে পূর্ণ ছিলেন এবং অন্যের কথা ভাবছিলেন। ॥ ১০ ॥

মধুপানরত ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত, সঙ্গে আছে হৃষ্ট ও উৎফুল্ল কোকিলেরা, আর আছে মদিরকণ্ঠী ময়ূরের দল৩—কিন্তু এ সবই তাঁর মন আরও বিষণ্ণ করে তুললো। ॥ ১১ ॥

তাঁর হৃদয়ে তখন আগুন জ্বলছে, তাঁর ভার্য্যা সেই অগ্নিমন্থনের শলাকা, তার চিন্তা যেন ধূমরাশি, তার দুঃখ সেই অনলের শিখা। তিনি ধৈর্য্য হারিয়ে এইভাবে বিলাপ করতে লাগলেন— ॥ ১২ ॥

নন্দর বিলাপ

এখন আমি বুঝতে পারছি যারা পালন করে গেছেন, এখন করছেন এবং পরে করবেন, তাদের কর্তব্য কত কঠোর। যারা রোদনরতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তপস্যা করেছেন, এখন করছেন এবং পরেও করবেন তাদের সাধনাই বা কত কঠিন। ॥ ১৩ ॥

কাষ্ঠনির্মিত হোক, তন্তুনির্মিত হোক বা লৌহনির্মিত হোক—এমন বন্ধন কিছু নেই যা উজ্জ্বল নয়ন শোভিত মুখ ও মধুর বাণীর বন্ধনের মত দৃঢ়। ॥ ১৪ ॥

প্রথম শ্রেণীর বন্ধন নিজের শক্তিতে বা বন্ধুজনের বলে ছেদন বা ভগ্ন করা যায় কিন্তু সত্য জ্ঞান বা নিষ্ঠুরতা ছাড়া স্নেহপাশ ছিন্ন করা যায় না। ॥১৫॥

শান্তির পথে যেতে পারি এমন জ্ঞান আমার নেই, আমি স্বভাবতঃই দয়ালু, নিষ্ঠুরতাও আমার নেই। একদিকে আমি কামপরায়ণ, অন্যদিকে বুদ্ধদেব আমার গুরু ; আমি যেন শকটের দুই চাকার মধ্যে৪ পিষ্ট হচ্ছি। ॥ ১৬ ॥

যদিও আমি ভিক্ষুর বেশ গ্রহণ করেছি, যদি এমন একজন আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যিনি অগ্রজ এবং ধর্মনেতা—দুই অর্থেই আমার গুরু, তবু কোন-ক্রমেণ, প্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন চক্রবাকের মত আমি শান্তি পাচ্ছি না। ॥ ১৭ ॥

এখনও আমার চিন্তা সেই দিকে চলে যাচ্ছে যখন আমি দর্পণ আচ্ছন্ন করে

দেখার পর সে ক্রোধের ভাণ করে, দুরন্ত হাসি হেসে আমাকে বলেছিল—'একি শ্রী হয়েছে তোমার!' ॥ ১৮ ॥

এখনও তার সেই কথাগুলি আমাকে পীড়িত করছে—কাঁদতে কাঁদতে, অশ্রু পূর্ণ চক্ষে সে আমাকে বলেছিল—'আমার প্রসাধন শুকিয়ে যাবার আগেই কিন্তু ফিরে এসো।' ॥ ১৯ ॥

ঐ যে ভিক্ষু পর্ব্বত নির্ঝরের পাশে যোগাসনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন নিশ্চয়ই তিনি আমার মত অন্য কারও প্রতি আসক্ত নন। তিনি শান্ত হয়ে বসে আছেন যেন তার সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়েছে। ॥ ২০ ॥

আমার মনে হয়, কোন প্রিয়া তাঁর চিত্ত আকর্ষণ করে না, কেননা কোকিলের কুহুতানে উদাসীন থেকে, বসন্তের সৌন্দর্যে তাঁর দৃষ্টি ছড়িয়ে না দিয়ে তিনি কেমন নিবিষ্ট মনে শাস্ত্রানুশীলন করে যাচ্ছেন। ॥ ২১ ॥

সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত হয়ে যিনি বিচরণ করেন, যাঁর সঙ্কল্প স্থির, যিনি কৌতূহল ও বিস্ময়কে জয় করেছেন, যার আত্মা শান্ত এবং চিত্ত অন্তর্মুখী, তাঁকে নমস্কার। ॥ ২২ ॥

প্রথম যৌবনাগমে, ধর্মের শত্রু বসন্তের মাসে পদ্ম শোভিত সরোবর এবং কোকিল সেবিত পুষ্পকুঞ্জ দেখে কে এমন মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে পারে? ॥ ২৩ ॥

অসংখ্য দেবর্ষি ও রাজর্ষিদের আকর্ষণ করেছেন নারীরা তাদের ভাব, গর্ব্ব, চলন, সৌন্দর্য্য, হাসি, কোপ, মোহ এবং বচনের সাহায্যে; আমি সাধারণ মানুষ, আমাকে তারা আকর্ষণ করবে না কেন? ॥ ২৪ ॥

কামে অভিভূত হয়েই হিরণ্যরেতা স্বাহাকে৫ এবং ইন্দ্র অহল্যাকে৬ অনুসরণ করেছিলেন। আমি তো মানুষ মাত্র, আমাকে নারী জয় করবে, এ আর এমন বেশী কি? ॥ ২৫ ॥

সূর্য সরণ্যুর৭ প্রতি অনুরক্ত হয়ে তার প্রীতির জন্যই নিজের মণ্ডলটিকে হাল্কা করে নিয়েছিলেন—একথা পুরাণে জেনেছি; তিনি অশ্বের রূপ ধরে অশ্ববধূরূপা সরণ্যুর সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিলেন—ফলে দুই অশ্বিনীর জন্ম। ॥ ২৬ ॥

নারীর জন্যই বৈবস্বত এবং অগ্নি৮ সংযম ত্যাগ করে বৈরবুদ্ধিতে মন পূর্ণ করে অনেক বছর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তবে রমণীর জন্য অন্য আর কেউ বিপথে যাবে না কেন? ॥ ২৭ ॥

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ চণ্ডালকন্যা অক্ষমালাকে৯ ভজনা করেছিলেন। তিনি কপিঞ্জনাদ নামে এক পুত্রের জন্ম দিলেন। সূর্য্য যেমন পৃথিবী থেকে জল আকর্ষণ করে—সেও তেমনি মাটিতে ও জলে বাস করতো। ॥ ২৮ ॥

শাপের অস্ত্রে সুপণ্ডিত ঋষি পরাশরও মৎস্যকন্যা কালীর১০ সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিলেন—ফলে জন্ম নিলেন বিখ্যাত দ্বৈপায়ন যিনি বেদ বিভাগ করেছিলেন। ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মপরায়ণ দ্বৈপায়নও কাশীতে১১ এক বারবণিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সে তার মুখর নূপুরশোভিত চরণে তাকে আঘাত করেছিল যেমন মেঘকে আঘাত করে বিদ্যুতের শিখা। ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরাও১২ কামাতুর হয়ে সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিলেন। তিনি এক পুত্রের জন্ম দিলেন—নাম সারস্বত যিনি নষ্টবেদের উদ্ধার করেছিলেন। ॥ ৩১ ॥

রাজর্ষি দিলীপের যজ্ঞে এক অপ্সরাকে দেখে কাশ্যপ উত্তেজিত হয়েছিলেন; যজ্ঞীয় পাত্রে তিনি তার বীজ নিক্ষেপ করেছিলেন—তার ফলেই অসিতের জন্ম।১৩ ॥ ৩২ ॥

তপস্যার শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েও অঙ্গদ প্রেমাসক্ত হয়ে যমুনার সঙ্গে১৪ মিলিত হলেন—হল জ্ঞানী রথীতরের জন্ম, যিনি হরিণদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ॥ ৩৩ ॥

পবিত্র শান্তির মধ্যে বনে বাস করতেন ঋষ্যশৃঙ্গ, তিনিও রাজকন্যা শান্তাকে দেখে১৫ স্থৈর্যচ্যুত হলেন—উচ্চশীর্ষ পর্ব্বত ভূকম্পনে যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ॥ ৩৪ ॥

গাধিপুত্র (বিশ্বামিত্র) ব্রহ্মর্ষি হবার সাধনায় রাজ্য ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন—বিষয়ভোগে তিনি ছিলেন উদাসীন; সেখানে ঘৃতাচী তাকে আকর্ষণ করলো১৬—তার সাহচর্যে দশ বছর তার কাছে মনে হত একটি দিন। ॥ ৩৫ ॥

এইভাবেই পুষ্পশরের আঘাতে স্থূলশিরা রম্ভার প্রতি১৭ আসক্ত হলেন; কিন্তু রম্ভা যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করলো তখন আবেগ ও ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেন। ॥ ৩৬ ॥

সর্পদংশনে রুরুর প্রিয়া প্রমদ্বরা১৮ যখন জ্ঞান হারালেন তিনি দর্শনমাত্র সর্পকুল ধ্বংস করতে লাগলেন; ক্রোধের বশে তিনি তার প্রিয় তপস্যা সাধন করতে পারলেন না। ॥ ৩৭ ॥

যশোগুণাঙ্ক১৯ (পুরূরবা) ছিলেন বুধের পুত্র, দেবতার মত তার প্রভাব, তিনিও উর্ব্বশীর কথা ভেবে ভেবে শোকে উন্মাদ হয়েছিলেন। ॥ ৩৮ ॥

পর্ব্বতশীর্ষে মেনকাকে দেখে কামগ্রস্ত হলেন তালজঙ্ঘ২০—বজ্রে আহত হিন্তালের মতই বিশ্বাবসু তাকে পদাঘাত করলেন। ॥ ৩৯ ॥

যখন প্রিয়তমা স্ত্রী গঙ্গাব জলে প্রাণ হারালেন তখন রাজা জহ্নু২১ প্রেমার্ত্ত হৃদয়ে দুই বাহুতে নদীর পথ রোধ করেছিলেন—যেমন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক রোধ করেছিলেন গঙ্গাকে। ॥ ৪০ ॥

প্রতীপপুত্র শান্তনু ছিলেন কুলগৌরব এবং দেহ গৌরবের অধিকারী; গঙ্গা যখন তাকে ছেড়ে গেলেন২২ তিনি আত্মসংযম হারালেন—গঙ্গাতরঙ্গে ছিন্নমূল শালতরুর মত আন্দোলিত হতে লাগলেন। ॥ ৪১ ॥

সোমবর্ম্মার সৎ চরিত্রই ছিল তার বর্ম্ম। যখন তার স্ত্রী উর্ব্বশীকে সৌমন্দকী২৩ এসে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল, তার কাছে মনে হল লব্ধ পৃথিবীর অধিকার থেকেই তিনি বঞ্চিত হলেন। প্রেমের দেবতা মনসিজ যখন তার বর্ম্মভেদ করলেন, তিনি তার জন্য বিলাপ করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ॥ ৪২ ॥

পৃথিবীতে রাজা ভীমকের২৪ শক্তি ছিল ভয়ঙ্কর—দেব সেনাপতি সেনার মত বাহিনী ছিল বলে তিনি 'সেনাক' নামে পরিচিত ছিলেন। এই বাহিনী থেকে যখন তিনি বঞ্চিত, যখন তার স্ত্রী মৃতা—তিনিও মৃত্যুবরণ ক'রে স্ত্রীকে অনুসরণ করলেন। ॥ ৪৩ ॥

জনমেজয়২৫ বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কালীকে যখন তার স্বামী শান্তনু স্বর্গে গিয়েছিলেন। তিনি ভীষ্মের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন তবু তার প্রেম বিসর্জন দিলেন না। ॥ ৪৪ ॥

যদিও পাণ্ডুকে মদন অভিশাপ দিয়েছিলেন২৬ যে স্ত্রীসঙ্গমে তার মৃত্যু হবে,

তবু এই নিষিদ্ধ কৃত্য করার ফলে যে মরণ নিশ্চিত তাকেও তুচ্ছ করে তিনি মাদ্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ॥ ৪৫ ॥

এই সকল দেবর্ষি ও রাজর্ষি—সকলেই প্রেমের বশে নারীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আমি শক্তিতে ও বুদ্ধিতে দুর্বল, স্ত্রীকে যদি আমি দেখতে না পাই তবে আমার অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে উঠবে ? ॥ ৪৬ ॥

তাহলে, আমি গৃহে ফিরে গিয়ে ইচ্ছানুযায়ী কামের অনুশীলন করবো ; কেননা ভিক্ষুর বেশ তার যোগ্য কিছুতেই হতে পারে না যে ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা- বশতঃ সকল সময় অন্যকে ভাবছে এবং এইভাবে ধর্ম্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ॥ ৪৭ ॥

যে ভিক্ষার পাত্র হাতে তুলে নিয়েছে, মানের গর্ব্ব সরিয়ে রেখে মস্তক মুণ্ডন করেছে, বিকৃত (গৈরিক) বসন পরিধান করেছে—তবু ইন্দ্রিয়ের অধীন ব'লে যার সংযম বা শান্তি নেই—তার বাইরের রূপটাই শুধু সন্ন্যাসীর, প্রকৃত রূপ তা নয়। সে যেন চিত্রে অঙ্কিত একটি প্রদীপ শিখা। ॥ ৪৮ ॥

যে নিজে (গৃহত্যাগ ক'রে) বাইরে গেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়কামনা যাকে ছেড়ে বাইরে চলে যায় নি, গৈরিক আবরণ নিয়েছে, কিন্তু পাপের আবরণ ত্যাগ করে নি, যে ভিক্ষার পাত্র নিয়েছে কিন্তু নিজে গুণের হতে পারে নি, সে ভিক্ষুর প্রতীক বহন করেও গৃহীও নয়, যথার্থ ভিক্ষুও নয়। ॥ ৪৯ ॥

এই যে আমার চিন্তা যে সদ্বংশীয়দের পক্ষে একবার ভিক্ষুর বেশ নিয়ে তা ত্যাগ করা সংগত হবে না—তারও কোন মূল্য নেই যখন আমি ভাবি সেই সব রাজর্ষির কথা যারা তপোবন ছেড়ে শেষে গৃহাশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। ॥ ৫০ ॥

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে—পুত্রসহ শাল্ব দেশের রাজা, অম্বরীষ, রাম অন্ধ, রন্তিদেব, সাংকৃতি প্রভৃতি মুনির বসন ত্যাগ করে সাধারণ গৃহীর বসন গ্রহণ করেছিলেন—জটিল জটা ছিন্ন ক'রে পুনরায় মুকুট পরেছিলেন। ॥ ৫১ ॥

সুতরাং গুরুদেব যখন ভিক্ষাসংগ্রহে দূরে গেছেন, আমি (সেই অবসরে) ভিক্ষুর বসন খুলে ফেলে অবিলম্বে এখান থেকে গৃহে ফিরে যাব। কেননা যে অস্থির মনে এবং বিনষ্ট বিচারবুদ্ধিতে পবিত্র প্রতীকগুলি গ্রহণ করে, সে আগামী জন্মে কিছুই আশা করে না, জীবলোকেও তার কোন অংশ নেই। ॥ ৫২ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'নন্দবিলাপ'২৭ নামক সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × অষ্টম সর্গ × × × × × × × × × ×

তখন কোন এক ভিক্ষু বন্ধুভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন ; তাঁর স্থির অথচ অধীর দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলেন তিনি গৃহে ফিরে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন— ॥ ১ ॥

আপনার মুখে এই যে অশ্রুর মেঘ, তাতে বোঝা যাচ্ছে আপনার হৃদয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার বর্তমান। ধৈর্য অবলম্বন করুন, হৃদয়ের আবেগ সংযত করুন। অশ্রু আর পবিত্র শান্তি একসঙ্গে শোভা পায় না।১ ॥ ২ ॥

দুঃখ দু শ্রেণীর—কিছু মনোগত, কিছু দেহগত, এদের জন্য দু শ্রেণীর চিকিৎসকও আছেন—যারা শাস্ত্রবিধিতে অভিজ্ঞ আর যারা চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষ। ॥ ৩ ॥

আপনার রোগ যদি দেহাশ্রিত হয়ে থাকে, অবিলম্বে কোন চিকিৎসকের কাছে বুঝিয়ে বলুন, কোন কথা গোপন করবেন না ; কেননা, যে রুগ্ন ব্যক্তি রোগ গোপন করে সে অধিকতর সংকটের সম্মুখীন হয়। ॥ ৪ ॥

আর এ ব্যাধি যদি মানসিক হয়ে থাকে, আমাকে বলুন, আমি আরোগ্যের উপায় বলে দিচ্ছি ; কেননা, যে মন রাগ, দ্বেষ ও মোহের অন্ধকারে২ মগ্ন তার চিকিৎসা হলেন তারাই যারা সাধনা করে আত্মতত্ত্ব জেনেছেন। ॥ ৫ ॥

হে সৌম্য ! যদি আমাকে বলা উপযুক্ত মনে করেন, সম্পূর্ণ সত্য কথাটাই খুলে বলুন, কেননা মানুষের মনের গতি বিচিত্র—তার অনেক কিছুই গুপ্ত এবং অত্যন্ত জটিল। ॥ ৬ ॥

এইভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে, মনের সংকল্প ব্যক্ত করার আগ্রহ ছিল বলেই নন্দ তার হাতে হাত রেখে বনের আর একটি অংশে প্রবেশ করলেন। ॥ ৭ ॥

তারপর তারা একটি পরিচ্ছন্ন লতাগৃহে উপবেশন করলেন—সেই কুঞ্জে অজস্র ফুল ফুটেছিল, মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত পল্লবের দ্বারা যে তারা তাদের আলিঙ্গন করছিল। ॥ ৮ ॥

তখন তিনি সেই শিষ্যের নিকটে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন—বলার সময় মাঝে মাঝে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছিল। শিষ্য ছিল শাস্ত্রে ও বাক্যে নিপুণ—যদিও তার বক্তব্য জ্ঞানী ভিক্ষুর পক্ষে বলা কঠিন।৩ ॥ ৯ ॥

মনোজীবনেও যিনি ধর্মাচারী, সকল প্রাণীর প্রতি যিনি মৈত্রীভাবাপন্ন তাঁর পক্ষে আমার প্রতি এই সদয় মনোভাব পোষণ করা অসংগত—কেননা আমার চিত্ত অস্থির ! ॥ ১০ ॥

এই কারণেই আমি বিশেষভাবে আপনাকেই বলতে চাই, কেননা আমি যা সংগত তাই বলছি ; যিনি অসাধু এবং চঞ্চলচিত্ত তার কাছে আমার এই মনোভাব ব্যক্ত করতাম না— তিনি যতই না বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হোন। ॥ ১১ ॥

তাহলে আমার কথা শুনুন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পর্ব্বতের সানুদেশে প্রিয়া বিরহিত অবস্থায় ভ্রমণশীল কিন্নরের মত, আমিও আমার প্রিয়াকে ছাড়া আমি এই ধর্মাচরণে কোন আনন্দ পাচ্ছি না। ॥ ১২ ॥

আরণ্য জীবনের আনন্দে আমার চিত্ত বিমুখ, তাই আমি গৃহে ফিরে যেতে চাই। রাজলক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হলে রাজা আনন্দ পান না, আমিও আমার প্রিয়াকে ছেড়ে কোন তৃপ্তি পাই না। ॥ ১৩ ॥

তারপর প্রিয়ার প্রেমে বিলাপ করতে করতে তিনি যে সব কথা বলছিলেন তা সব শুনে সেই শিষ্য মাথা নেড়ে মৃদু কণ্ঠে তাকে বললেন— ॥ ১৪ ॥

হায়, এ যেন দলের সংগলোভে কোন মৃগ ব্যাধের ভীষণ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে আবার সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে কোন ফাঁদে পা দিতে চাচ্ছে। ॥ ১৫ ॥

এ যেন পাখী জালে আবদ্ধ হয়েছিল—তারপর হিতকামীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে—তারপর ফল পুষ্পে ভরা বনে বিচরণ করতে করতে আবার নিজের ইচ্ছেতেই খাঁচায় যেতে চাচ্ছে। ॥ ১৬ ॥

যেন এক হস্তিশিশুকে এক বৃদ্ধ হস্তী বিপজ্জনক নদীতলের গভীর পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে এনেছে—সে জলের তৃষ্ণায় আবার জলজন্তুভরা নদীর জলে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। ॥ ১৭ ॥

যেন এক বালক ঘুমিয়েছিল এক গৃহে, সেই গৃহে ছিল এক সাপ ; আগেই জেগে গিয়ে অন্য আর একজন তাকে জাগিয়ে দিলেন—সে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেই সেই সাপ ধরতে চাচ্ছে। ॥ ১৮ ॥

যেন দাবাগ্নি বেষ্টিত এক বনবৃক্ষ থেকে এক পাখী উড়ে পালিয়েছিল, তারপর কেবলমাত্র নীড়ের আশায় আবার সেখানে ফিরে যেতে চাচ্ছে। ॥ ১৯ ॥

যেন কোন কপোত বাজপাখীর ভয়ে প্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কোন তৃপ্তি বা সম্মান না পেয়ে শোচনীয়ভাবে জীবনযাপন করছে তার অসহায় প্রেমের মোহে। ॥ ২০ ॥

যেন এক হতভাগ্য, লুব্ধ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন কুকুর তার কুৎসিত স্বভাবের বশে যে খাদ্য সে বমি করে ফেলেছে তা আবার খেতে চাচ্ছে। ॥ ২১ ॥

প্রেমের শোকে ক্লিষ্ট তার দিকে চিন্তান্বিতভাবে বার বার তাকিয়ে শিষ্য তার উপকার করতে চাইলেন। তিনি এই হিতকর এবং অপ্রিয় কথাগুলি বললেন। ॥ ২২ ॥

আপনি শুভ ও অশুভের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান না ; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আপনার মন নিবিষ্ট, অন্তর্দৃষ্টিও আপনার নেই, সেজন্য এটি খুবই স্বাভাবিক যে পরমতম কল্যাণের মধ্যেও আপনি শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। ॥ ২৩ ॥

যে অস্থিরমতি, যার ভাবনা মনের শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শ্রবণে, গ্রহণে, ধারণে বা পরম তত্ত্বের উপলব্ধিতে যার মন আকৃষ্ট হয় না, ধর্ম্মের আনন্দও তার হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। ॥ ২৪ ॥

কিন্তু যিনি জড় বস্তুর দোষ উপলব্ধি করতে পারেন, যিনি তুষ্ট, পবিত্র, বিনয়ী, স্থির সংকল্প এবং যার ইচ্ছা শান্তিকর্ম্মে নিয়োজিত হয়, তিনিই ধর্ম্মের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। ॥ ২৫ ॥

লুব্ধ ব্যক্তি ধনের গৌরবে আনন্দলাভ করে, মূর্খ উল্লসিত হয় ইন্দ্রিয়ের ভোগে ; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি শান্তিতেই সন্তুষ্ট হন—জ্ঞানের বলেই তাঁরা বিষয়ভোগকে ঘৃণা করে থাকেন। ॥ ২৬ ॥

পর্ব্বত যেমন বায়ুবেগে নত হয় না, তেমনি কোন বিখ্যাত এবং সদ্‌বংশজাত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে পবিত্র প্রতীক চিহ্ন ধারণ করার পর গৃহে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করাও অসম্ভব। ॥ ২৭ ॥

নিজের অধীন স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে পরাধীন ব্যক্তির অবস্থা কামনা করে, সেই মঙ্গলময় শান্তির পথে অবস্থিত থেকে দোষমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গৃহজীবন কামনা করে। ॥ ২৮ ॥

কারাগৃহ থেকে মুক্ত হয়ে কোন ব্যক্তি বিপদে পড়ে আবার কারাজীবন বরণ করে ; আরণ্যজীবনে এসে আবার গৃহজীবনের বন্ধন স্বীকার করাও তেমনি। ॥ ২৯ ॥

যে পুরুষ মিথ্যাকে ত্যাগ করে আবার সেই মিথ্যারই সেবা করতে ইচ্ছে করে, সেই মূর্খ, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই মিথ্যার উৎসস্বরূপ তার প্রিয়াকে ভজনা করতে চায়। ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীলোকেরাই পরিণামে সংকট ডেকে আনে—স্পর্শমাত্রে বিষাক্ত হয়ে উঠে এমন লতার মত, জলে ধৌত হবার পরেও বহু সর্পের আশ্রয় এমন গুহার মত, হস্তধৃত উন্মুক্ত তরবারির মত। ॥ ৩১ ॥

রমণী যখন মোহময়ী তখন তারা অন্যের মনে মোহ সঞ্চারিত করে, যখন

মোহমুক্ত তখন অন্যের কাছে ভয়ের কারণ ; সমস্ত পাপ ও সংকটের উৎস এই রমণীর সেবা কিরূপে সংগত হতে পারে ? ॥ ৩২ ॥

রমণী অসাধু এবং শঠ ; তারা পরের দুর্ব্বলতার সন্ধানে নিপুণ, ফলে তারা স্বজন ও স্বজনের মধ্যে বিরোধ ঘটায়, বন্ধু ও বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। ॥ ৩৩ ॥

সদ্বংশীয় ব্যক্তিগণ দরিদ্র হয়—তারা অন্যায় কর্ম্মে চিন্তা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুঃসাহসের সঙ্গে সেনার সম্মুখীন হয়—এ সকলেরই মূল কারণ রমণী। ॥ ৩৪ ॥

তারা মধুর বচনে আকর্ষণ করে, তাদের তীক্ষ্ম মন দিয়ে আঘাত করে। মধু তাদের জিহ্বাগ্রে, হৃদয়ে 'হলাহল' নামক তীব্র বিষ।৪ ॥ ৩৫ ॥

জ্বলন্ত অগ্নিকে ধরা যায়, অঙ্গহীন বায়ুকেও ধরা যায়, ভীষণ সর্পকেও ধরা যায়—কিন্তু স্ত্রীলোকের মনকে ধরা যায় না। ॥ ৩৬ ॥

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, বংশ, শৌর্য্য—এসব কোন কথাই স্ত্রীলোকেরা ভেবে দেখে না ; জলজন্তুভরা নদীর মতই তারা নির্ব্বিচারে আঘাত করে। ॥ ৩৭ ॥

স্ত্রীলোক মিষ্ট কথায় কান দেয় না, যত্ন বা স্নেহ কিছুই বিবেচনা করে না। সুপরীক্ষিত নারীও চঞ্চল—সুতরাং শত্রুকে যেমন লোকে বিশ্বাস করে না তেমনি নারীকেও আশ্রয় করা সংগত নয়। ॥ ৩৮ ॥

স্ত্রীলোক তাদেরই মধুর বচনে কৃতার্থ করে যারা তাদের কিছুই দেয় না ; যারা দানে উদার তাদের মনে ওরা বিভ্রম সৃষ্টি করে ; যারা প্রণত তাদের কাছে ওরা গর্ব্বিত, যারা গর্ব্বিত তাদের কাছে ওরা সহজেই তৃপ্ত। ॥ ৩৯ ॥

তারা গুণবাণের কাছে স্বামীর মত (প্রভুত্বশালী) ; গুণহীনের কাছে পুত্রের মত (অনুগত), ধনীর সঙ্গে ওরা লুব্ধের মত আচরণ করে, দরিদ্রের সঙ্গে তাদের আচরণ উপেক্ষায় মিশ্রিত। ॥ ৪০ ॥

একটি গাভী যেমন নিবারিত হয়েও একটি খাদ্য থেকে অন্য খাদ্যে বিচরণ করে বেড়ায় তেমনি কোন নারী পূর্ব্ব প্রেমকে অগ্রাহ্য করেও অন্যত্র আনন্দ ভোগ করে। ॥ ৪১ ॥

নারী তার স্বামীর চিতায় আরোহণ করতে পারে, জীবন বিপন্ন করেও তার অনুগমন করতে পারে কিন্তু তারা কোন নিষেধের কাছে আত্মসমর্পণ করে না অকৃত্রিম প্রেমও তারা বহন করে না। ॥ ৪২ ॥

পতিই যে সব নারীর দেবতা এবং কোন না কোন ক্রমে তাদের স্বামীর আনন্দ বিধান করে থাকে এমন কি তারাও মনের চাঞ্চল্যবশতঃ নিজেদেরই সহস্র গুণ অধিক তৃপ্তি বিধান করে থাকে। ॥ ৪৩ ॥

লোকে বলে, সেনজিতের কন্যা এক চণ্ডালকে ভালবেসেছিলেন, কুমুদ্বতী ভালবেসেছিলেন মীনশত্রুকে, বৃহদ্রথা এক সিংহকে ; স্ত্রীলোক পারে না এমন কোন কিছু নেই। ॥ ৪৪ ॥

কুরু, হৈহয়, বৃষ্ণি ও সম্বর বংশীয় রাজপুত্রগণ মায়াকবচে রক্ষিত হয়েও, এমন কি ঋষি উগ্রতপা গৌতম পর্য্যন্ত বনিতার উদ্ধৃত ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। ॥ ৪৫ ॥

নারীর মন এইরূপই—তারা অকৃতজ্ঞ, অসাধু, অস্থির। জ্ঞানী ব্যক্তি কি কখনও এই রকম উচ্ছৃংখল চরিত্রকে হৃদয় দান করতে পারেন ? ॥ ৪৬ ॥

তাদের হৃদয় চঞ্চল, এরা চিন্তায় সূক্ষ্ম—প্রতারণা করে এরা অনিষ্ট সাধন

করে—এটা যদি তুমি বুঝতে না পার, এটুকু কি বুঝতে পারো না যে তাদের দেহ অশুচি—তা থেকে পাপ গলে পড়ছে। ॥ ৪৭ ॥

তোমার দৃষ্টি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যা যথার্থই অশুচি তাকেই তুমি শুচি মনে করছ—তাকে শুচি মনে হয় কেবল প্রত্যহ ধৌত করণে, পরিচ্ছদে আর অলংকরণে। ॥ ৪৮ ॥

আর যদি তুমি বুঝে থাক যে তাদের দেহ অশুচি তাহলেও তুমি নির্বাধ ! কেননা তুমি তাদের দেহজাত অশুচির নিরাকারণে সুরভিযুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে থাক।৫ ॥ ৪৯ ॥

যদি তুমি বল অনুলেপন, প্রসাধন, মাল্য, রত্ন, মুক্তা, স্বর্ণ ও পরিচ্ছদ—এইসব ভালো। কিন্তু এদের সঙ্গে নারীদের সম্পর্ক কি? তাদের মধ্যে কোনটি সহজেই পবিত্র তা বিবেচনা করে দেখ। ॥ ৫০ ॥

তোমার সুন্দরীকেও আজ তোমার কাছে সুন্দরী বলে মনে হত না যদি তুমি দেখতে সে মলে ও পঙ্কে লিপ্ত, সে বিবসনা, তার নখ, দাঁত রোমবাজি প্রসাধন-হীন অর্থাৎ অনলংকৃত অবস্থায় আছে।৬ ॥ ৫১ ॥

ঘৃণাবোধ যার আছে এমন কোন্ মানুষ স্ত্রীলোককে স্পর্শ করবে যে অশুচি এবং ভগ্ন পাত্রের মতই তুচ্ছ? স্পর্শ যে করছে তার কারণ নারীদেহ মাছির ডানার মত পাত্‌লা চামড়ায় ঢাকা।৭ ॥ ৫২ ॥

নারীর দেহের কাঠামো শুধু কতকগুলো হাড় চামড়ায় ঢাকা—এই ভাবে যদি দেখ এবং দেখেও প্রেমে তার দিকে সবলে আকৃষ্ট হও, তাহলে বুঝতে হবে মদনদেবতারও কোন ঘৃণাবোধ নেই এবং তিনিও উদ্ভ্রান্ত। ॥ ৫৩ ॥

স্ত্রীলোকের নখে, দন্তে, চর্মে বা কেশে যে শুচিতা তুমি দেখতে পাও তা তোমার কল্পনামাত্র। হে মূর্খ! স্ত্রীলোকের যথার্থ স্বরূপ বা উৎস কি তুমি দেখতে পাও না? ॥ ৫৪ ॥

সুতরাং এই কথা তোমার বোঝা উচিত যে স্ত্রীলোক বিশেষভাবেই মন ও দেহের দোষে দুষ্ট। তাই তোমার যে চঞ্চল মন গৃহে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়েছে তাকে বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিবৃত্ত কর। ॥ ৫৫ ॥

কেননা, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সদ্বংশজাত এবং পরমশান্তি সাধনার উপযুক্ত পাত্র, একবার গ্রহণ করে পুনরায় তা লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে অনুচিত। ॥ ৫৬ ॥

যিনি মনস্বী এবং উচ্চবংশজাত, যশ যার কাছে প্রিয়, যিনি সম্মান কামনা করেন তার নিয়মচ্যুত জীবন অপেক্ষা, দৃঢ়চিত্ততার সঙ্গে মৃত্যুও বরণ করা ভাল। ॥ ৫৭ ॥

বর্ম পরে ধনু হাতে নিয়ে রথস্থ যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এলে যেমন নিন্দনীয় হন; কেউ যদি প্রতীকচিহ্ন ধারণ করে, ভিক্ষুজীবন বরণ করে তার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলিকে প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হতে দেন তিনিও তেমনি নিন্দনীয়। ॥ ৫৮ ॥

সুন্দর অলঙ্কার, বসন মাল্যে বিভূষিত হয়ে কিংবা হাতে ধনু, মাথায় বিচিত্র শিরস্ত্রাণ নিয়ে কেউ ভিক্ষা করতে গেলে তিনি যেমন হাস্যাস্পদ হন, তেমনি উপহাসের পাত্র হন সেই ব্যক্তি যিনি বাইরের অলংকার ত্যাগ করে, ভিক্ষাজীবী হয়ে, আবার কামনায় পূর্ণ হয়ে গৃহজীবনের আনন্দ ভোগে উৎসুক হন। ॥ ৫৯ ॥

শূকরকে উত্তম খাদ্য দাও, উত্তম শয্যায় শয়ন করাও তবু সে মুক্তি পেয়েই

ছুটে যাবে তার পরিচিত অশুচি পরিবেশে তেমনি কামার্ত্ত পুরুষও শান্তভূমি ছেড়ে গৃহে যাবার জন্য উৎসুক হবে যদিও সে কল্যাণতম উপদেশ শুনেছে, ধর্ম্মস্থানের পবিত্রতম আনন্দের আস্বাদন করেছে। ॥ ৬০ ॥

হাতের মশাল জ্বলতে থাকে যখন তার শিখা বায়ুদ্বারা চালিত হয়; সর্পের ক্রোধ হয় দ্রুত—পায়ে তাড়িত হলেও সে দংশন করে, শিশু অবস্থায় গৃহে রেখে বাঘকে পালন করলেও সে প্রাণিবধ করে—তেমনি স্ত্রী-সংসর্গও নানাভাবে সঙ্কট ডেকে আনে। ॥ ৬১ ॥

নারীর দেহে ও মনে স্বভাবতই এই সকল দোষ সুপ্ত রয়েছে—এই কথা বুঝে নাও; বুঝতে হবে, প্রেমের আনন্দভোগ নদীর জলধারার মতই ক্ষণস্থায়ী—এই সঙ্গে জানতে হবে যে এই প্রেম শুধু পাপ ও দুঃখের পথেই চালিত করে; জগৎকে জানতে হবে কাঁচা পাত্রের মতই দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর এবং মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত। এই সব জেনে মুক্তিলাভের জন্য কঠিনতম সঙ্কল্প গঠন কর এবং কামনা থেকে নিবৃত্ত হও।

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'স্ত্রীবিঘাত' নামক অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × নবম সর্গ × × × × × × × × × ×

ভিক্ষু এভাবে কথা বললেও নন্দ তার স্ত্রীর সম্পর্কে কোন মানসিক শান্তি পেলেন না। স্ত্রীর চিন্তাই তাঁর মন অধিকার করে ছিল, তাই তিনি অন্যের বক্তব্য শুনতে পেলেন না, মনে হল তিনি যেন অচেতন। ॥ ১ ॥

যেমন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তি যে চিকিৎসক তাকে নিরাময় করে তুলতে চায়, তার কথা শোনে না, তেমনি শক্তি সৌন্দর্য্য ও যৌবনের মোহে নন্দ তার বন্ধুজনোচিত উপদেশ শুনলো না। ॥ ২ ॥

এতে আর বিচিত্র কিছু নেই যে যখন আত্মা অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে তখনই মন ইন্দ্রিয়ের বিলাসিতায় মত্ত হয়ে উঠে; মানুষের পাপপ্রবণতা তখন দূরীভূত হয় যখন তার মনের অন্ধকার কাটে অথবা লঘু হয়। ॥ ৩ ॥

শক্তি, সৌন্দর্য্য ও যৌবনের আকর্ষণে নন্দর মন বিক্ষিপ্ত এবং গৃহে ফিরে যাবার জন্য তাকে স্থির সঙ্কল্প জেনে ভিক্ষু তার মনের শান্তিবিধানের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। ॥ ৪ ॥

তুমি যেমন জান, তেমনি আমিও জানি তোমার শক্তি সৌন্দর্য্য ও যৌবনের কথা, কিন্তু আমি যেমন বুঝি, তুমি বোঝ না যে এই তিনটিই ক্ষণস্থায়ী। ॥ ৫ ॥

তুমি মনে কর তোমার শক্তি চিরস্থায়ী—কেননা, তুমি বুঝতে পার না যে এই দেহ রোগের আশ্রয়, জরার অধীন, নদীর ফেনার মত দুর্বল, নদীতটস্থিত তরুর মতই সংকটের সম্মুখীন। ॥ ৬ ॥

ভোজন, পান, উপবেশন বা চলন—এইসব ক্রিয়ার সামান্য অভাব বা অধিক আসক্তি ঘটলেই যদি এই দেহের বিপদ দেখা দেয় তবে তোমার এই শক্তির অহঙ্কার কিসের জন্য? ॥ ৭ ॥

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপে জলরাশির মত এই জগৎও শৈত্য, উত্তাপ, রোগ,

জরা ও ক্ষুধা প্রভৃতির আক্রমণের সম্মুখীন—তেমনি তুমিও তো ক্ষয়ের মধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছ—তবে এই শক্তির গর্ব কেন? ॥ ৮ ॥

দেহ যখন চর্ম, অস্থি, মাংস ও রক্তের সমষ্টিমাত্র, যখন এই দেহ খাদ্যের অধীন, সকল সময় এই দেহ রুগ্ন এবং প্রতিকারের প্রার্থী তখন শক্তি সম্পর্কে এই বৃথা কল্পনা কেন? ॥ ৯ ॥

যখন দেহ কতকগুলি অসার ঐহিক বস্তুর সমষ্টিমাত্র, তখন যে ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয় সন্ধানে নিজেকে শক্তিমান মনে করে, সে যেন কাঁচা মাটির পাত্রে ক্ষুব্ধ সাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক। ॥ ১০ ॥

আমি কিন্তু এই দেহকে কাঁচা মাটির পাত্র অপেক্ষাও দুর্বল মনে করি; কেননা, মাটির পাত্র যদি সযত্নে রাখা হয় দীর্ঘকাল থাকে, কিন্তু এই 'সমষ্টি' যত যত্নেই রাখ না কেন, (যে কোন সময়ে) ভেঙেগ যাবে। ॥ ১১ ॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই দেহে একত্র থেকেই বিষাক্ত সর্পের মত[১] পরস্পরের বিরোধিতা করে সর্বনাশ ডেকে আনছে, রোগ দেহেরই একটি ধর্ম; এসব দেখেও তুমি শক্তিমান এই সিদ্ধান্ত কি করে করবে? ॥ ১২ ॥

সাপ মন্ত্রে বশীভূত হয়, কিন্তু এই ধাতুগুলিকে বশে আনা যায় না। সাপ কখনও কখনও দংশন করে কিন্তু সকলকেই করে না। কিন্তু এই ধাতুগুলি প্রত্যেকেরই সকল সময়ে ক্ষতি করে। ॥ ১৩ ॥

শয্যা, আসন, পান ও ভোজনের দ্বারা এই দেহকে দীর্ঘকাল পালন কর, তবু সে কোন 'অনধিকার প্রবেশ' ক্ষমা করবে না। তাহলে সে রুগ্ন হয়ে পড়বে—যেমন কোন বিষাক্ত সর্প পদাহত হলে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। ॥ ১৪ ॥

শীতার্ত হয়ে মানুষ অগ্নির সেবা করে, ঘর্মাক্ত হয়ে শীতলতার সন্ধান করে, ক্ষুধার্ত হয়ে সে চায় খাদ্য, তৃষ্ণার্ত হয়ে চায় জল। তাহলে শক্তি কোথা থেকে আসে? শক্তি কি? শক্তি কিসের জন্য? শক্তি কার? ॥ ১৫ ॥

সুতরাং এই দেহ রুগ্ন একথা জেনে নাও, নিজেকে শক্তিমান ভেবো না। এই জগৎ অসার এবং অনিশ্চিত, অশুভ এর পরিণাম; জগৎ যখন অনিত্য, শক্তিও ক্ষণস্থায়ী। ॥ ১৬ ॥

কার্তবীর্য্যের পুত্র সহস্রবাহু অর্জুনের[২] শক্তি কোথায়? তিনি তো শক্তির বড়াই করতেন! ভার্গব যুদ্ধে তার বাহুগুলি কেটে দিয়েছিলেন—যেমন বজ্র পর্বতের চূড়া বিদীর্ণ করে। ॥ ১৭ ॥

যিনি কংস নিধন করেছিলেন, অশ্বরাজের চোয়াল চূর্ণ করেছিলেন সেই কৃষ্ণের শক্তি আজ কোথায়? জরা একটি শরেই তাঁকে ভূপাতিত করেছিল[৩], যেমন যথাসময়ে জরা এসে সৌন্দর্যকে লুণ্ঠিত করে—সে সৌন্দর্য্য যত মহৎই হোক না কেন। ॥ ১৮ ॥

দিতির পুত্র নমুচির শক্তির গর্ব[৪] আজ কোথায়? এই নমুচি যুদ্ধসেনার পুরোভাগে দীপ্যমান থেকে দেবতাদের রোষের কারণ হয়েছিলেন এবং তিনি যখন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ যমের মত এগিয়ে এসেছিলেন তখন ইন্দ্র ফেনার সাহায্যে তাঁকে বধ করেছিলেন। ॥ ১৯ ॥

কুরুদের শক্তির গর্বই বা কোথায় গেল? তেজে এবং শক্তিতে তারা জ্বলে উঠেছিলেন রণক্ষেত্রে—তবু তাঁরা প্রাণত্যাগ করে ভস্মে পরিণত হয়েছিলেন, যজ্ঞস্থলে সমিৎকাষ্ঠে প্রজ্বলিত অগ্নির মত। ॥ ২০ ॥

যে সকল মহান ব্যক্তি শক্তি ও বীরত্বের গর্ব করেছিলেন তাঁদের শক্তি চূর্ণ

হয়েছিল—এই কথা জেনে, জগৎ যে জরা ও মৃত্যুর শিকার এই সত্য উপলব্ধি করে—তুমি শক্তির অভিমান রেখো না। ॥ ২১ ॥

তোমার শক্তি তুমি বড় মনে কর বা না কর, তোমার ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত; যদি জয়ী হও, তাহলে তোমার শক্তি সত্যিই বড়, যদি পরাজিত হও, তবে তোমার শক্তি শক্তিই নয়। ॥ ২২ ॥

অশ্ব, রথ ও হস্তী সমন্বিত শত্রুবাহিনীকে যারা জয় করেন—তাদেরও বীর বলে মনে করা হয় না, তাদের চেয়েও অনেক বড় বীর যেসব জ্ঞানী তাদের ছয়টি চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেন। ॥ ২৩ ॥

একইভাবে দেখতে গেলে, তুমি যে সৌন্দর্য্যের অধিকারী, তোমার এই ধারণাও যথার্থ নহে। এই সত্য তোমাকে হৃদয়ের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে। গদ, শাম্ব ও সারণের৬ সেই সৌন্দর্য্য কোথায়—তাদের সুন্দর দেহই বা কোথায়? ॥ ২৪ ॥

ময়ূর স্বভাবতই তার প্রসারিত পুচ্ছের অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করে; সুতরাং তুমি যদি সত্যই রূপবান হও তাহলে সেই সৌন্দর্য্যই অধিকার কর যা দেহের প্রসাধনজাত সৌন্দর্য্য থেকে পৃথক। ॥ ২৫ ॥

ওগো সুন্দর, বল ঐ দেহের কুৎসিত কোন অঙ্গ যদি বস্ত্রে আবৃত না থাকে, যদি তা নিয়মিত ধৌত না হয় অথবা যদি শোধন না করা হয়—তবে সেই দেহ কেমন দেখাবে? ॥ ২৬ ॥

সুতরাং পার্বত্য নদীর মত বেগবান তোমার মনকে সংযত কর—নব যৌবন তোমারই এই ধারণায় ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয় লাভের জন্য এখন এই মন গৃহাভিমুখী। কেননা, যৌবন দ্রুত চলে যায়, আর ফিরে আসে না। ॥ ২৭ ॥

ঋতু চলে যায় আবার ফিরে আসে, চন্দ্রের ক্ষয় হয় আবার তার বৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু নদীর জলধারা বা মানুষের যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। ॥ ২৮ ॥

যখন দেখবে শ্বেত শ্মশ্রুতে তোমার মুখ বিবর্ণ কুঞ্চন রেখায় আচ্ছন্ন, তার উজ্জ্বলতা আর নেই, দাঁত ভেঙে গেছে, ভ্রূ শিথিল হয়ে পড়েছে, তখন বুঝতে পারবে জরা তোমাকে অভিভূত করেছে; আর তখনই তোমার মোহ দূর হবে। ॥ ২৯ ॥

রাত্রিদিন কোন মানুষ সর্বোত্তম পানীয় সেবনে কাটাতে পারে, অবশেষে সে-ও আত্মস্থ হয়, কিন্তু শক্তি, যৌবন ও সৌন্দর্য্যের মোহে যে আসক্ত হয় সে বার্ধক্য না আসা পর্য্যন্ত মোহমুক্ত হয় না। ॥ ৩০ ॥

আগুনে পোড়াবার জন্য ইক্ষুদণ্ডকে সমস্ত রস নিষ্কাসিত করার পর মাটিতে রেখে শুকানো হয়—সেইভাবে দেহটিকেও বার্ধক্যের যন্ত্রে নিষ্পেষিত করার পর চিতার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। ॥ ৩১ ॥

করাত যেমন দুই ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়ে উন্নত বৃক্ষকেও ছেদন করে খণ্ড খণ্ড করে, তেমনি জরাও রাত্রি ও দিনের চলমান গতিতে সন্নিহিত হয়ে জগতের উন্নত মানুষগুলিরও পতন ঘটায়।৭ ॥ ৩২ ॥

দেহধারীদের কাছে জরার মত শত্রু নাই। জরা স্মৃতি অপহরণ করে, রূপকে জয় করে, আনন্দকে ধ্বংস করে, বাক্ শ্রুতি ও দৃষ্টিশক্তিকে লুণ্ঠন করে। জরা ক্লান্তির জনক, শক্তি ও বীরত্বের বধকর্তা। ॥ ৩৩ ॥

আমি সুন্দর, শক্তিমান বা যৌবনশালী—এই ভেবে মিথ্যা অহঙ্কারের বশীভূত

হয়ো না। জেনে রেখো জগতের পরম শত্রু জরা মৃত্যুর দিকেই পথনির্দেশ করে। ॥ ৩৪ ॥

আমি, আমার—এইগুলি শরীর সম্পর্কে পাপময় মোহ ; এই মিথ্যা মোহ ত্যাগ কর ; তাতে যদি তোমার শান্তি আসে। এই আমি, এটি আমার—এই ভেবেই মানুষ বিপদ ডেকে আনে। ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু দেহের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই এবং এই দেহ নানাবিধ বিপদের অধীন তখন বিপদের আশ্রয় এই দেহটি তুমি বা তোমার বলে কিভাবে ভাবা যেতে পারে ? ॥ ৩৬ ॥

এই অপবিত্র ভঙ্গুর দেহ—যে দেহ নানা বিরোধী উপকরণে গঠিত, এতে যে আসক্ত হয় সে যেন একটি অশুচি জীর্ণ গৃহ নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে যেখানে সর্পের বাস এবং সকল সময় যার সংস্কার প্রয়োজন। ॥ ৩৭ ॥

অযোগ্য রাজা যেমন প্রজাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কর আদায় করে কিন্তু তাদের রক্ষণে মন দেয় না তেমনি এই দেহও বসন, খাদ্য প্রভৃতি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেও অনুগামী হয় না। ॥ ৩৮ ॥

তৃণরাশি শ্রম ছাড়াই মাটিতে জন্মে, কিন্তু ধান জন্মাতে শ্রমের দরকার হয় তেমনি যত্ন না করলেও দুঃখ আসে কিন্তু আনন্দলাভের জন্য শ্রমের দরকার হয়—সব সময় শ্রম করলেও হয় না। ॥ ৩৯ ॥

পরমার্থ বিচারে মানুষের কোন সুখ নেই কারণ তাকে এই দুর্বল ও পীড়িত দেহ বহন করে চলতে হয়। দুঃখের প্রতিকার সাধনে বা দুঃখ থাকলে অল্প সুখই তার কপালে জোটে। ॥ ৪০ ॥

স্বল্প দুঃখের আবির্ভাব মানুষকে এমন পীড়িত করে যে সে আকাঙ্ক্ষিত আনন্দকেও আমল দিতে চায় না, যত ঈপ্সিতই হোক না কেন ; অন্যদিকে দুঃখ এলে তাকে উপেক্ষা করেও সে কোন আনন্দলাভ করে না। ॥ ৪১ ॥

তুমি ফল ভোগ কর বলেই তুমি বুঝতে পার না যে দেহ বহু দুঃখপূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী ; তবু সংযমের রশ্মি দিয়ে ঐ সকল ভোগ থেকে তোমার চঞ্চল মনকে নিবৃত্ত করা উচিত যেমন তুমি গাভীকে তার শস্য লালসা থেকে নিবৃত্ত করে থাক। ॥ ৪২ ॥

কেননা, ইন্দ্রিয়ের ভোগে কখনও যথেষ্ট তৃপ্তি হয় না, যেমন আহুতি দিয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাকে তৃপ্ত করা যায় না ; কামসুখের যত প্রশ্রয় দেওয়া যায়, কামবাসনা ততই বাড়তে থাকে। ॥ ৪৩ ॥

কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন তাপ প্রয়োগে শান্তি পায় না, তেমনি অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় নিয়ে যে বিষয়ভোগে উদ্যত হয় সে কখনও ভোগে শান্তি পায় না। ॥ ৪৪ ॥

কেননা, বিষয় ভোগের কামনায় বহু দুঃখের পাত্র এই দেহের মধ্যেই আনন্দ খোঁজার অর্থ (স্বেচ্ছায়) অসুস্থ হয়ে ঔষধ খাওয়ার আনন্দে আরোগ্যের সঠিক পথ এড়িয়ে যাওয়া। ॥ ৪৫ ॥

যে অন্যের অনিষ্ট কামনা করে সে নিশ্চয়ই তার শত্রুতার কাজের জন্য ; তাহলে সমস্ত অনর্থের মূল ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়গুলি কি ত্যাগ করা উচিত নয় ? ॥ ৪৬ ॥

বধোন্মুখ শত্রুরাও ইহলোকেই পরিবর্তিত হয়ে মিত্র হতে পারে কিন্তু ইহলোকে বা পরলোকে কামভোগ শুধু যন্ত্রণারই কারণ—কখনও তা কারও কল্যাণজনক হতে পারে না। ॥ ৪৭ ॥

'কিংপাক' ফলের৮ আস্বাদনে মৃত্যু নিশ্চিত, এতে কোন পুষ্টি আসে না যদিও এই ফলের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ চমৎকার তেমনি অব্যবস্থিত মন নিয়ে কেউ যদি বিষয়ভোগে আসক্ত হয়—তবে তা অনর্থই ডেকে আনে, সমৃদ্ধি আনে না। ॥ ৪৮ ॥

সুতরাং নিষ্পাপচিত্তে উপলব্ধি কর যে আমার এই উপদেশ মুক্তিধর্মের সঙ্গে জড়িত বলেই হিতকর—এবং জ্ঞানীদের অনুমোদিত এই মতের অনুবর্তী হও। তা না হলে তোমার কামনা ব্যক্ত কর। ॥ ৪৯ ॥

যদি সেই পুণ্যধর্মাশ্রিত শিষ্য নন্দর হিতের জন্য এভাবে অনেক কথাই বললেন তবু তিনি আত্মস্থ হতে পারলেন না, শান্তিও পেলেন না ; তিনি তখন মদস্রাবী হস্তীর মতই মদান্ধ ! ॥ ৫০ ॥

তখন সেই ভিক্ষু বুঝতে পারলেন নন্দ তার ভাবে অচল, গৃহসুখের জন্যই তিনি উন্মুখ, ধর্মজীবনের জন্য নয়। তিনি বুদ্ধদেবকে সব কথা জানালেন—তিনি সত্যজ্ঞানী, অন্যের মনোগতি, প্রবৃত্তি এবং অনুভূতি এ সবই বিচার করতে সমর্থ। ॥ ৫১ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'মদাপবাদ'৯ নামক নবম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × দশম সর্গ × × × × × × × × × ×

যখন মুনি শুনলেন নন্দ সদ্‌ব্রত ত্যাগ করে ভার্য্যাকে দেখতে এবং গৃহজীবনে ফিরে যেতে উন্মুখ হয়েছে—তার আনন্দ নেই, ধৈর্য্য নেই, তখন তিনি তাকে উদ্ধার করার জন্যই ডেকে পাঠালেন। ॥ ১ ॥

মুক্তির পথ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়ে নন্দ স্খলিতচিত্তে সেখানে উপস্থিত হলেন ; যখন সেই মহামতি তাকে প্রশ্ন করলেন তখন লজ্জায় নত হয়ে তিনি তাঁর সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করলেন তাঁর কাছে যিনি ছিলেন সঙ্কল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং মানী। ॥ ২ ॥

তখন সুগত নন্দকে 'ভার্য্যা' নামক অন্ধকারে১ ভ্রমণরত দেখে তাঁর হাত ধরে আকাশপথে উঠে গেলেন, মণিকার যেমন জলে মগ্ন মণি উপরে তুলে নিয়ে আসে।২ ॥ ৩ ॥

পরিচ্ছন্ন আকাশে তাঁরা দীপ্যমান হলেন, পরিধানে স্বর্ণের মত উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র—যেন সরোবর থেকে উঠে এলো দুই চক্রবাক পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ পাখা ছড়িয়ে দিয়ে। ॥ ৪ ॥

তাঁরা দ্রুত চলে এলেন হিমালয় পর্বতে—সে স্থান ছিল দেবদারুর উত্তম গন্ধে আমোদিত আর সেখানে প্রবাহিত ছিল নদী, সরোবর ও প্রস্রবনের জলধারা, আর ছিল স্বর্ণধাতু এবং অসংখ্য দেবর্ষি। ॥ ৫ ॥

তাঁরা সেখানে এসে দাঁড়ালেন ; যেন আকাশের কোন দ্বীপের উপর এসে দাঁড়ালেন ; সে স্থান চারণ ও সিদ্ধসেবিত, মঙ্গলদায়ক, হোমের ধূম উত্তরীয়ের মত তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। ॥ ৬ ॥

মুনি যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর ইন্দ্রিয় শান্ত, নন্দ চারদিকে গুহা, কুঞ্জ এবং বনবাসীদের দেখলেন—তাঁরা একই সঙ্গে পর্বতের সৌন্দর্য এবং রক্ষক। ॥ ৭ ॥

শ্বেত এবং আয়ত শৃঙ্গের উপরে ময়ূর পুচ্ছ গুটিয়ে শুয়ে আছে, যেন বলরামের দীর্ঘ ও পুষ্ট বাহুতে বৈদুর্য্য নির্মিত কেয়ূর। ॥ ৮ ॥

এক সিংহ বেরিয়ে এল—তার স্কন্ধদেশ মনঃশিলা ধাতুর সংস্পর্শে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করেছে, যেন গণেশের৩ অঙ্গে শীর্ণ রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার, মাঝে মাঝে স্বর্ণের কারুকর্ম। ॥ ৯ ॥

পার্বত্য ঝরণায় জলপান করতে যাচ্ছে একটি বাঘ অতি মৃদু গতিতে, শ্রান্তিতে তার দেহ আয়ত এবং লেজ কুঞ্চিত ; কিন্তু একটু ডানদিকে ন্যস্ত। সে জলপান করতে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন ব্যক্তি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জলদান করতে যাচ্ছে।৪ ॥ ১০ ॥

পর্বতের সানুদেশে কদম্বতরু আন্দোলিত হচ্ছে—একটি চমর মৃগ শাখায় ঝুলে পড়েছে ; তার লেজ আটকে গেছে শাখায়, সে তা খুলে ফেলতে পারছে না—ঠিক যেমন সদ্বংশীয় ব্যক্তি তার কুলাগত প্রীতি ত্যাগ করতে পারে না।৫ ॥ ১১ ॥

কিরাতের দল—স্বর্ণের মত তাদের বর্ণ, তাদের দেহ উজ্জ্বল ময়ূরের পুচ্ছে চিত্রিত—এই দল যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন বাঘ—যেন পর্বত তাদের উদ্গীরণ করে৬ দিচ্ছে। ॥ ১২ ॥

কিন্নরীর দল চারদিক থেকে বেরিয়ে এল পুষ্পভূষিত লতার মত ; তারা অত্যন্ত সুন্দরী, তাদের নিতম্ব, বক্ষ এবং কটিদেশ লোভনীয়। তারা গুহাতেই বাস করে। ॥ ১৩ ॥

বানরগুলি দেবদারুবৃক্ষগুলিতে তাণ্ডব বাধিয়ে বিচরণ করতে লাগল—সেখানে কোন ফল ফলে নাই দেখে ওরা চলে এল, ধনীর যখন প্রসাদ বিতরণের শক্তি না থাকে তাদের কাছ থেকে লোকে যেমন চলে আসে। ॥ ১৪ ॥

সেই দলের মধ্যে মুনি এক বানরীকে দেখলেন, তার এক চক্ষু নষ্ট, আর মুখ রক্তবর্ণ যেন তাতে আলতা লেপন করে দেওয়া হয়েছে। সে দল থেকে সরে আসছিল। মুনি তাকে দেখে নন্দকে বললেন— ॥ ১৫ ॥

নন্দ! রূপে বা ভাবভঙ্গীতে কে তোমার চক্ষে বেশী সুন্দরী—এই একচক্ষু বানরী না সেই নারী যার প্রতি তোমার প্রেম নিবদ্ধ?৭ ॥ ১৬ ॥

সুগত এইরকম বলার পর নন্দ মৃদু হেসে বললেন—শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আপনার বধূমাতা, তার সঙ্গে এই বৃক্ষবিপ্লবকারিণী বানরীর কিসের তুলনা? ॥ ১৭ ॥

তাঁর উত্তর শুনে সুগত অন্য কোন প্রসঙ্গ খুঁজতে চাইলেন—তারপর নন্দকে আগের মতই সমর্থন করে, দেবরাজ ইন্দ্রের উপবনে উপস্থিত হলেন। ॥ ১৮ ॥

স্বর্গের বর্ণনা

সেখানে কতকগুলি তরুতে প্রতিমুহূর্তেই তাদের ঋতুগত রূপ উদ্ভাসিত, কতকগুলিতে আবার ছয়টি ঋতুরই৮ বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হচ্ছে। ॥ ১৯ ॥

কোন তরুতে সুরভিত শোভন মালা, কোন তরুতে সেই মালারই বিচিত্র রূপ৯ ; কোথাও কর্ণের অনুকূল ফুল—যাকে কর্ণের অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করা চলে১০ ; এই সকল ফুল যেন কুণ্ডলের প্রতিদ্বন্দ্বী। ॥ ২০ ॥

যে তরুগুলিতে রক্তবর্ণ সুন্দর পদ্ম প্রস্ফুটিত—তারা যেন প্রদীপবৃক্ষের১১ মতই শোভা পাচ্ছে ; অন্য তরুতে নীলোৎপল শোভিত—যেন বৃক্ষের নয়ন। ॥ ২১ ॥

সেখানে তরুগুলি ফলের মতই বিচিত্র বর্ণের বসন উৎপাদন করে—যাতে তন্তু নেই, সেলাই নেই ; অথবা শুধু শাদা—সোনালি রেখায় চিত্রিত। ॥ ২২ ॥

কোন কোন তরু স্বর্গের যোগ্য আভরণ উৎপাদন করে—যেমন, হার, রত্ন, উত্তম কুণ্ডল, সুন্দর কেয়ূর (বাহুভূষণ) এবং নূপুর। ॥ ২৩ ॥

পদ্মসরোবরগুলির উপরিভাগ প্রশান্ত ; তাতে স্বর্ণপদ্ম ফুটে থাকে—তাদের নাল বৈদূর্য্যময়, অঙ্কুর ও কেশর হীরকে নির্মিত ; পদ্মগুলির স্পর্শ আনন্দ-জনক, তারা সুগন্ধি। ॥ ২৪ ॥

সেখানে স্বর্ণ এবং মণিতে উজ্জ্বল সেই তরুগুলি দেবতাদের ক্রীড়া সহায়করূপে সমস্ত প্রকার যন্ত্র উৎপাদন করে থাকে—চর্ম বা তন্তু নির্মিতই হোক, ফাঁপা বা ঘনসন্নদ্ধই হোক। ॥ ২৫ ॥

সেখানে পারিজাতবৃক্ষ সর্বপ্রকার মহিমায় বিভূষিত ; মন্দার বৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষে যেখানে পদ্ম এবং রক্তোৎপল ফুটে আছে—তাদের উপরে পারিজাত যেন রাজা, এমনি তার ভাব। ॥ ২৬ ॥

সেখানে এই জাতীয় সব বৃক্ষ জন্মে থাকে ; তারা স্বর্গবাসীদের আনন্দ-বিধানের জন্য সদা সতর্ক ; সেখানে তপস্যা ও নিয়মের অক্লান্ত লাঙলে দিব্যভূমির ক্ষেত্র কর্ষিত হলে এইসব গাছের জন্ম হয়। ॥ ২৭ ॥

সেখানে পাখীদের ঠোঁট মনঃশিলার ধাতুর মত রক্তবর্ণ, চক্ষু স্ফটিকের মত, তাদের ডানা ঘন ধূসরবর্ণ—প্রান্তভাগে লাল, তাদের পা মঞ্জিষ্ঠার মত রক্তবর্ণ কিন্তু অর্দ্ধেক শাদা। ॥ ২৮ ॥

অন্য একজাতীয় পাখীর নাম 'শিঞ্জিরিকা'১২ ; তাদের বিচিত্র সোনালি পাখা, বৈদূর্য্যমণির মত নীল ও স্বচ্ছ চোখ—তারা তাদের গানে কর্ণ ও মনের তৃপ্তিবিধান করে ঘুরে বেড়ায়। ॥ ২৯ ॥

আর এক জাতীয় পাখীও সেখানে ঘুরে বেড়ায়—তাদের পালকের অগ্রভাগ লাল, মধ্যভাগে সোনালি হলুদ, প্রান্তভাগে বৈদূর্য্যমণির মত কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ। ॥ ৩০ ॥

আর এক জাতীয় পাখী, তাদের নাম 'রোচিষ্ণু'১৩—তারা এখানে ওখানে উড়ে বেড়ায় ; তাদের উজ্জ্বল ঠোঁট, তাতে যেন দীপ্ত অগ্নির আভা। তারা তাদের সৌন্দর্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর মধুর ও মঙ্গল গানে অপ্সরাদের মন মুগ্ধ করে। ॥ ৩১ ॥

সেখানে, যাঁরা পুণ্য অর্জন করেছেন তাঁরাই আনন্দভোগ করে থাকেন। তাঁরা ইচ্ছেমত কাজ করেন, সকল সময় তাঁরা আনন্দময় এবং দুঃখ ও শোক থেকে মুক্ত—তাঁরা চিরযৌবনশালী, নিজের আলোকেই দীপ্যমান এবং কর্মানু-সারে বিশিষ্ট, মধ্য বা হীন অবস্থা লাভ করে থাকেন। ॥ ৩২ ॥

সেখানে ভোগময়ী অপ্সরার দল তপস্বীদের অবসন্ন মন হরণ করে থাকেন যাঁরা সংকল্প করেছিলেন প্রথমেই তাঁদের তপস্যার মূল্যে স্বর্গ কিনে নেবেন। ॥ ৩৩ ॥

নন্দ দেখলেন ঐ লোকে নিত্য উৎসব বিরাজিত, ঐ লোক অবসাদ, তন্দ্রা, নৈরাশ্য, দুঃখ বা রোগ থেকে মুক্ত। তাঁর কাছে মনে হল, নরলোক যেন এক শ্মশানভূমি—যা জরা মৃত্যুর অধীন এবং নিত্য দুঃখার্ত্ত। ॥ ৩৪ ॥

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে নন্দ চারদিকে তাকিয়ে ইন্দ্রের উপবন দেখলেন। হৃষ্টা অপ্সরার দল পরস্পরকে দেখতে দেখতে তাকে এসে ঘিরে ধরলো। ॥ ৩৫ ॥

তারা নিত্য যুবতী, একমাত্র প্রেমই তাদের কর্ম, যাঁরা পুণ্য অর্জন করেছেন,

সাধারণভাবে তারা সকলেরই ভোগ্যা। তারা দিব্য রমণী, তাদের সঙ্গে মিলনে কোন পাপ হয় না। সুরলোকে তাদের মধ্যেই নিহিত তপস্যার পুরস্কার। ॥৩৬॥

তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধীরে ও উদাত্ত কণ্ঠে গান করতে লাগলো, কেউ কেউ খেলাচ্ছলে পদ্মফুল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো ; পরস্পরেব প্রতি প্রীতিহেতু কেউ কেউ আনন্দে নাচতে লাগলো—স্তনের আঘাতে রত্নহার অবিন্যস্ত হয়ে পড়লো। ॥ ৩৭ ॥

বনের আড়াল থেকে কারও কারও মুখ দেখা গেল—তাদের কর্ণের কুণ্ডল দুলছে, যেন কারণ্ডব পাখীর১৪ নাড়া খেয়ে পদ্মফুল ছড়ানো পাতার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। ॥ ৩৮ ॥

নন্দ দেখলেন তারা বন থেকে বেরিয়ে আসছে—মেঘ থেকে বিদ্যুৎ পতাকার মত, তখন চঞ্চল জলে চাঁদের কিরণের মতই১৫ উত্তেজনায় নন্দর দেহ কাঁপতে লাগলো। ॥ ৩৯ ॥

তিনি মনে মনে এবং তাঁর উত্তেজনাময় দৃষ্টিতে তাদের দিব্যতনুগুলিকে অনুসরণ করলেন—যেন তাদের আলিংগনের তৃষ্ণা তাঁর মনে আবেগ সৃষ্টি করেছে। ॥ ৪০ ॥

তাঁর মনে তৃষ্ণা জেগেছে। তিনি অপ্সরাপিপাসু—কিন্তু তিনি তাদের পাওয়ার নৈরাশ্যে ক্লিষ্ট হচ্ছিলেন। মন তাঁর রথ, চঞ্চল ইন্দ্রিয় তাঁর অশ্ব ; তিনি কামনায় উদ্‌ভ্রান্ত, তাই নিজেকে সংযত করতে পারছিলেন না। ॥ ৪১ ॥

যেমন মানুষ মলিন বস্ত্রে সোডা দিয়ে আরও মলিন করে কিন্তু তা মালিন্য ক্ষয়ের জন্য, মালিন্য বৃদ্ধির জন্য নয়। তাই মুনি তাঁর হৃদয়ে এই তৃষ্ণা সৃষ্টি করলেন। ॥ ৪২ ॥

দেহের রোগ আরোগ্য করার জন্যই চিকিৎসক দেহকে আরও কষ্ট দিয়ে থাকেন, মুনিও তেমনি তাঁর মন থেকে বাসনা দূর করার জন্য আরও অধিক কামনার পথে চালিত করলেন। ॥ ৪৩ ॥

সূর্য্য উদিত হলে যেমন অন্ধকারে প্রদীপের প্রভা নিশ্চিহ্ন হয় তেমনি অপ্সরাদের দিব্যশ্রী নরলোকে নারীর দীপ্তিকে লুপ্ত করে।১৬ ॥ ৪৪ ॥

মহৎ রূপ ক্ষুদ্র রূপকে লুপ্ত করে, বিরাট শব্দ ক্ষীণ শব্দকে তিরোহিত করে, কঠিন যন্ত্রণা অল্প যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে। প্রত্যেক গুরুতর কারণ অল্পতর কারণকে দূরীভূত করে। ॥ ৪৫ ॥

মুনির শক্তিবলে নন্দ সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন তা অন্য কেউ পারতো না ; কেননা অপ্সরার রূপগৌরব এমনি, যে ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ হয়ে দুর্বল তার মন তা দগ্ধ করে। ॥ ৪৬ ॥

মুনি নিজে ইন্দ্রিয়জয়ী ; তিনি মনে করলেন অপ্সরাগণ তাঁর ভোগপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করেছে আর তাঁর মন ভার্য্যার প্রেম থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়কে বধ করার জন্য তিনি তাকে এইভাবে বললেন। ॥ ৪৭ ॥

এই দিব্যাঙ্গনাদের দেখ, দেখে যথার্থভাবে সত্যভাবে বিচার করে আমার কথার উত্তর দাও। এদের রূপ ও গুণের সঙ্গে, যে নারীতে তোমার মন নিবদ্ধ, তার রূপগুণের সঙ্গে তুলনা করে তোমার কি মনে হয় ? ॥ ৪৮ ॥

নন্দ অপ্সরাদের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকালেন ; তাঁর মনে তখন তৃষ্ণার আগুন জ্বলছে, তাঁর চিত্ত কামনার আবেগে উদ্দীপিত। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে স্খলিতকণ্ঠে এইভাবে বললেন— ॥ ৪৯ ॥

সেই একচক্ষু বানরীর সঙ্গে আপনার বধূমাতার যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যই দেখতে পাচ্ছি আপনার বধূমাতার সঙ্গে এই সুন্দরী অপ্সরাদের। ॥ ৫০ ॥

আমি যখন আমার স্ত্রীকে দেখতাম তখন অন্য কোন নারী আমাকে মুগ্ধ করতো না ; এখন এদের রূপ দেখার পর আমার স্ত্রীর প্রতিও আমার কোন আস্থা নেই। ॥ ৫১ ॥

মৃদু তাপে তপ্ত হয়ে বিপুল অগ্নিতে যেমন দগ্ধ হয়, আমি তেমনি আগে ক্ষীণ রাগে তপ্ত ছিলাম, এখন এই বিশাল কামাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছি। ॥ ৫২ ॥

সুতরাং আমার উপরে আপনার উপদেশের বারি সিঞ্চন করুন যাতে আমি মদনের মত ভস্মীভূত না হই। যেমন দাবানল বৃক্ষাগ্র সমেত তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি আজ এই কামাগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে উদ্যত। ॥ ৫৩ ॥

আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমি অবসন্ন হয়ে পড়ছি। আমাকে রক্ষা করুন! আমার চিত্তে আর কোন দৃঢ়তা নেই, আপনি বসুন্ধরার মত ধৈর্য্যবান। আপনি মুক্ত! আমি মরতে চলেছি, আপনি যদি আপনার বাক্যসুধা বিতরণ না করেন আমি প্রাণত্যাগ করব। ॥ ৫৪ ॥

কামের সাপ আমার হৃদয়ে দংশন করেছে। অনর্থ হল এই সাপের ফণা, ধ্বংস সাপের দৃষ্টি, মত্ততা এর দাঁত, এর অগ্নিতুল্য বিষ হল এর মানসিক অন্ধকার। সুতরাং হে মহা চিকিৎসক, আমার ঔষধের ব্যবস্থা করুন। ॥ ৫৫ ॥

এই কামের সাপ যাকে দংশন করেছে সে আত্মস্থ থাকতে পারে না ; যেমন, দৃঢ়মনা বোধ্যুও মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, জ্ঞানী শন্তনু দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ॥ ৫৬ ॥

হে পরমাশ্রয়, আমি তোমাতেই আশ্রয় নিলাম। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, তুমি সেই ব্যবস্থাই কর যাতে আমি জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে না বেড়াই, যাতে আমি সেই লোকের অধিকারী হতে পারি যেখানে এলে সমস্ত দুর্ভাগ্যের ক্ষয় হয়। ॥ ৫৭ ॥

তখন গৌতম নন্দর মনের অন্ধকার দূর করতে ইচ্ছুক হয়ে কথা বললেন ; তিনি মহর্ষিদের মধ্যে চন্দ্রস্বরূপ, নিজে মনের অন্ধকার থেকে মুক্ত, তাই দূর করেন জগতের মানসিক অন্ধকার—যেমন তমোবিধ্বংসী চন্দ্র রাত্রির অন্ধকার দূর করে থাকেন। ॥ ৫৮ ॥

আমার কথা শোন, ধৈর্য্য অবলম্বন করে অস্থিরতা ত্যাগ কর ; তোমার শ্রবণ এবং চিত্ত সংযত কর। এই সকল রমণী তুমি যদি কামনা কর—তবে এদের শুল্কস্বরূপ তোমাকে এই জীবনে কঠিন তপস্যা করতে হবে। ॥ ৫৯ ॥

শক্তিতে, সেবায়, দানে বা দেহের সৌন্দর্য্যে এদের লাভ করা যাবে না ; একমাত্র ধর্মবিধি পালন করেই এদের লাভ করতে হয়। যদি তাতেই তোমার আনন্দ, দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে ধর্ম আচরণ কর। ॥ ৬০ ॥

দেবগণের সঙ্গে এই স্বর্গে বাস, এই সব মনোহর কুঞ্জ আর নিত্যযৌবনা রমণী—এরা হল তোমার সৎ কর্মের পুরস্কার। অন্য কিছু এই সব দিতে পারে না, উপযুক্ত কারণ ছাড়া এই সব লাভ করা যায় না। ॥ ৬১ ॥

পৃথিবীতে মানুষ অস্ত্রপ্রয়োগে, কিংবা অন্য শ্রমের বিনিময়ে নারী লাভ করতে পারে অথবা পারেও না। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে স্বর্গের এই সকল রমণী সেই মানুষেরই লভ্য যিনি ধর্মবিধি পালনের দ্বারা পুণ্য অর্জন করেছেন। ॥ ৬২ ॥

যদি তুমি অপ্সরাদের লাভ করতে চাও অপ্রমত্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম

পালন কর। তুমি যদি দৃঢ়ভাবে ব্রত পালন কর তুমি নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে—এ বিষয়ে আমিই প্রতিভূ রইলাম। ॥ ৬৩ ॥

এই কথায় নন্দ বললেন--'তাই হোক' ; সংকল্প নিয়ে তিনি সেই শ্রেষ্ঠ মুনির উপর নির্ভরতা রাখলেন ; তারপর মুনি তাকে ধরে, আকাশ থেকে বায়ু যেমন নীচে নামে, সেইভাবে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। ॥ ৬৪ ॥

।'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'স্বর্গনিদর্শন'১৭ নামক দশম সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × **একাদশ সর্গ** × × × × × × × × × ×

তপস্যারত নন্দ

নন্দনচারিণী সেই রমণীদের দেখে আসার পর নন্দ তাঁর বিদ্রোহী ও চঞ্চল মনকে সংযমের স্তম্ভে বাঁধলেন। ॥ ১ ॥

তিনি ত্যাগের স্বাদ থেকে বঞ্চিত, ম্লান পদ্মের মত নীরস—অপ্সরাদের ধ্যানের মধ্যে রেখে তিনি নিয়মচর্চ্চা করতে লাগলেন। ॥ ২ ॥

একমাত্র প্রিয়াতেই নিবদ্ধ তাঁর চঞ্চল ইন্দ্রিয় তিনি আবার ইন্দ্রিয়ভোগের জন্যই নিয়ম সংযত করলেন। ॥ ৩ ॥

তিনি ছিলেন কামানুশীলনে কুশল, ভিক্ষুর ধর্ম পালনে তিনি অসহায়—শ্রেষ্ঠ আচার্যের নিকটে আত্মসমর্পণ করে তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে লাগলেন। ॥ ৪ ॥

সংযমে আসে শান্তি ; তিনি শান্ত হলেন কিন্তু প্রেমের তীব্র দহনে তিনি শুকিয়ে গেলেন। জল ও অগ্নি কাছে এলে একটি নিবৃত্ত হয়, অন্যটি হয় শুষ্ক ! ॥ ৫ ॥

স্বভাবতই তিনি রূপবান ছিলেন কিন্তু এখন যে সম্পূর্ণভাবে রূপহীন হলেন তার মূলে ছিল যেমন অপ্সরাদের চিন্তা তেমনি দীর্ঘস্থায়ী সংযম সাধনা। ॥ ৬ ॥

তিনি তাঁর ভার্য্যার এত প্রিয় ছিলেন তা সত্ত্বেও প্রিয়ার উল্লেখে তাঁকে মনে হত উদাসীন, তিনি আনন্দও প্রকাশ করতেন না, চঞ্চলও হতেন না। ॥ ৭ ॥

আনন্দ ও নন্দ

আনন্দ যখন জানতে পারলেন নন্দ এখন আত্মস্থ এবং ভার্য্যার মোহ থেকে নিবৃত্ত, তিনি এসে সস্নেহে এই কথা বললেন— ॥ ৮ ॥

তোমার বিদ্যা ও উচ্চবংশের উপযুক্ত কাজই সুরু করেছ, কেননা তুমি ইন্দ্রিয় জয় করে নিয়মচর্য্যায় মন দিয়েছে. ॥ ৯ ॥

যে কামাসক্ত ছিল, যে ছিল অনুরাগী এবং বিষয়ভোগে প্রমত্ত, তার যে এই বোধ জন্মেছে তাকে তুচ্ছ করা চলে না। ॥ ১০ ॥

ক্ষুদ্র ব্যাধিকে সামান্য যত্নেই আরোগ্য করা চলে, প্রবল ব্যাধির জন্য পরম যত্ন—তাতেও সকল সময় আরোগ্য হয় না। ॥ ১১ ॥

তোমার ব্যাধি মানসিক বলেই কঠিন ছিল ; সেই ব্যাধি যদি তোমাকে ত্যাগ করে থাকে, তবে তুমি আজ স্থৈর্য্যের অধিকারী। ॥ ১২ ॥

অসাধু ব্যক্তির পক্ষে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কঠিন ; তেমনি গর্বিত লোকের পক্ষে নত হওয়া, লোভীর পক্ষে অতি-উদার হওয়া অথবা কামসর্ব্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাও কঠিন। ॥ ১৩ ॥

কিন্তু তোমার সংযমের স্থিরতা সম্পর্কে আমার এক সন্দেহ আছে ; যদি বলার উপযুক্ত মনে কর, আমি তোমাকে বলতে অনুরোধ করি। ॥ ১৪ ॥

যেকথা সরলভাবে বলা হয় তাকে অন্য অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়[১], রুক্ষ প্রকাশ হলেও সদ্ব্যক্তি তাকে রুক্ষ মনে করেন না—উদ্দেশ্য যদি সাধু থাকে। ॥ ১৫ ॥

অপ্রিয় এবং হিতকর বাক্য অনুরাগ থেকেই আসে, অহিতকর প্রিয় বাক্যের পিছনে কোন অনুরাগ থাকে না ; কিন্তু সেই বাক্য দুর্লভ যা একই সঙ্গে প্রিয় এবং হিতকর। ঔষধও হিতকর এবং মধুর হয় না। ॥ ১৬ ॥

সজ্জনদের মধ্যে বন্ধুর চরিত্রে এই কয়টি লক্ষণ—বিশ্বাস, অপরের স্বার্থ সম্পর্কে বিবেচনা, দুঃখ ও সুখে সমান রূপ ক্ষমা ও স্নেহ। ॥ ১৭ ॥

আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তার মূলে রয়েছে প্রণয়, তোমাকে আঘাত করার ইচ্ছে এতে নেই। তোমার মঙ্গলের কথাই আমি বলতে চাই, আমি তা উপেক্ষা করতে পারি না। ॥ ১৮ ॥

ওঁরা বলছেন, তুমি তোমার তপস্যার শুল্কস্বরূপ অপ্সরা লাভ করতে চাও। একি সত্য ? না পরিহাস ? ॥ ১৯ ॥

যদি একথা সত্য হয়ে থাকে আমি তোমাকে এর প্রতিকারের কথা বলবো, যদি গুজব হয়ে থাকে, আমি এর তত্ত্বটি তোমাকে বুঝিয়ে বলবো। ॥ ২০ ॥

মৃদুভাবে হলেও হৃদয়ে আহত হলেন নন্দ ; তিনি কিছুকাল চিন্তা করলেন, পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ নত করলেন। ॥ ২১ ॥

তাঁর মনের সঙ্কল্পসূচক ইঙ্গিত লক্ষ্য করে আনন্দ তাঁকে যে কথা বললেন তা তাঁর কাছে অপ্রিয় হলেও পরিণামে হিতকর। ॥ ২২ ॥

তোমার ধর্মচর্চ্চার প্রয়োজন কি তা তোমার আকার দেখেই বুঝতে পেরেছি ; বুঝতে পেরে আমার যেমন হাসি পাচ্ছে তেমনি তোমার জন্য করুণাও বোধ করছি। ॥ ২৩ ॥

তুমি তোমার কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ইন্দ্রিয়সংযম করছ, যেন কোন মানুষ বসবার জন্য কাঁধে ভারী শিলা বহন করে বেড়াচ্ছে। ॥ ২৪ ॥

বুনো মেষ আক্রমণ করার জন্যই পিছনে সরে আসে, তুমিও পবিত্র জীবন গ্রহণ করেছ এমন একটি লক্ষ্যের জন্য যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ॥ ২৫ ॥

বণিকগণ লাভের আশাতেই পণ্য ক্রয় করে, তুমিও ধর্ম পালন করছ শান্তির জন্য নয় কিন্তু প্রাপ্তির আশায়। ॥ ২৬ ॥

কৃষক বিশেষ ফললাভের জন্যই বীজ বপন করে থাকে—তুমি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করেছ, সেই বিষয়গুলি লাভের জন্যই। ॥ ২৭ ॥

যেমন মানুষ আরোগ্যের আনন্দ অনুভব করার জন্য রোগ কামনা করে, তুমিও ভোগ্যবিষয় লাভের জন্য এই দুঃখের পথ বেছে নিয়েছ। ॥ ২৮ ॥

মানুষ যেমন মধু পেতে গিয়ে উচ্চতাকে তুচ্ছ করে তুমিও তেমনি অপ্সরাকেই দেখছো, পরিণামে যে পতন অবশ্যম্ভাবী তার কথা ভাবছো না।[৩] ॥ ২৯ ॥

যদিও তুমি দেহ দিয়ে ব্রত পালন করছ, তোমার মনে জ্বলছে কামের অগ্নি। এটি কি ধরণের ব্রহ্মচর্য্য তোমার, তোমার মন যখন বিপরীতমুখী? ॥ ৩০ ॥

সংসারে বিভিন্ন জন্মের আবর্তনে তুমি শত শত বার অপ্সরা লাভ করেছ, পেয়ে আবার তাদের হারিয়েছ—তবে তাদের জন্য এই স্পৃহা কেন? ॥ ৩১ ॥

অগ্নি কখনও ইন্ধনে তৃপ্ত হয় না, লবণসমুদ্র জলে স্বাদ বদলায় না, কামাসক্ত পুরুষের কামে তৃষ্ণা মেটে না; কাম কখনও তৃপ্তি আনে না। ॥ ৩২ ॥

আর অতৃপ্তি যেখানে সেখানে শান্তি কোথায়? অশান্তিতে সুখ নেই, অসুখে প্রীতি নেই, প্রীতি ছাড়া আনন্দ নেই! ॥ ৩৩ ॥

যদি যথার্থই আনন্দ তুমি পেতে চাও, অধ্যাত্মলোকে মন দাও। এর মত আনন্দ আর নেই, কেননা এ আনন্দ শান্ত এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত। ॥ ৩৪ ॥

এই আনন্দে কোন সঙ্গীত, নারী বা অলংকারের প্রয়োজন নেই, তুমি একাকী যেখানে সেখানে এই আনন্দ উপভোগ করতে পার। ॥ ৩৫ ॥

যতক্ষণ তৃষ্ণা থাকে মন অসীম দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং তৃষ্ণাকে উচ্ছেদ কর, কেননা দুঃখ ও তৃষ্ণা একসঙ্গে আসে একসঙ্গেই যায়। ॥ ৩৬ ॥

সম্পদে বা বিপদে, দিনে বা রাত্রিতে কামের তৃষ্ণা যার আছে সে শান্তি পায় না। ॥ ৩৭ ॥

কামের প্রার্থনা দুঃখময়, পেলে কামনার তৃপ্তি হয় না। বিচ্ছেদে শোক হবেই, আর এই বিচ্ছেদ স্বর্গেও অবশ্যম্ভাবী। ॥ ৩৮ ॥

মানুষ দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করে দুর্লভ স্বর্গলোক লাভ করে, তারপর আবার এই নরলোকেই ফিরে আসে যেমন লোক প্রবাস থেকে ফিরে আসে নিজের ঘরে। ॥ ৩৯ ॥

স্বর্গভ্রষ্ট লোকের পুণ্যের অবশিষ্ট কিছুই থাকে না; সে পশুদের মধ্যে, প্রেতলোকে কিংবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। ॥ ৪০ ॥

স্বর্গে শ্রেষ্ঠ ভোগের পরে তার পতন ঘটে তখন সে দুঃখের সম্মুখীন হয়; তাহলে স্বর্গের ভোগে তার কি হল? ॥ ৪১ ॥

শিবি সকল প্রাণীর প্রতি বাৎসল্যহেতু নিজের দেহের মাংস শ্যেনপাখীকে দান করে এক অলৌকিক কীর্তি স্থাপন করেছিলেন; তাকেও স্বর্গভ্রষ্ট হতে হয়েছিল। ॥ ৪২ ॥

প্রাচীন রাজা মান্ধাতা ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করেছিলেন কিন্তু অন্যান্য দেবতা সঙ্গে কাটানোর সময় যখন পেরিয়ে গেল—তাকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। ॥ ৪৩ ॥

নহুষ যদিও দেবতাদের উপরে, তিনিও পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি নাকি সাপ হয়ে আছেন, এখনও সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পান নি। ॥ ৪৪ ॥

রাজা ইনাজুল রাজচরিত্রে সম্পূর্ণ সার্থক। তিনি স্বর্গে গেলেন তারপর ফিরে এলেন পৃথিবীতে; শোনা যায় তিনি সমুদ্রে কচ্ছপ হয়ে আছেন। ॥৪৫॥

ভূরিদ্যুম্ন, যযাতি এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজগণ কর্মের দ্বারা স্বর্গক্রয় করেছিলেন কিন্তু পুণ্যক্ষয়ের পর আবার তাঁরা স্বর্গ ত্যাগ করেছিলেন। ॥ ৪৬ ॥

আদি দেবগণ এবং অসুরগণের শক্তি লুণ্ঠন করেছিলেন সুরবৃন্দ; তখন তাঁরা শক্তির জন্য অনুশোচনা করতে করতে পাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ॥ ৪৭ ॥

কিন্তু রাজর্ষি, অসুর, সুর বা অন্যান্যদের উদাহরণ দেবার প্রয়োজন কি? শত শত ইন্দ্রের পতন ঘটেছে, মাহাত্ম্যে কোন স্থিরতা নেই। ॥ ৪৮ ॥

বিষ্ণু ইন্দ্রের সভা অলংকৃত করেছিলেন, তিনটি পদক্ষেপে তিন ভুবন,

ব্যাপ্ত করেছিলেন ; কিন্তু যখন তাঁরও পুণ্যক্ষয় হল, তিনি অপ্সরাদের মধ্যে থেকে গর্জন করতে করতে পৃথিবীতে পতিত হলেন। ॥ ৪৯ ॥

স্বর্গবাসিগণও যখন পৃথিবীতে ফিরে আসেন তখন বিলাপ করতে থাকেন —হায় চিত্ররথ নির্মিত উপবন। হায় সরোবর, হায় মন্দাকিনী, হায় প্রিয়ে ! ॥৫০॥

ভেবে দেখ, এই পৃথিবীতে মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কত যন্ত্রণা ; তাহলে স্বর্গে যারা সুখভোগী তাদের ভোগের শেষে স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হবার সময় আরও কত অধিক দুঃখ হতে পারে ! ॥৫১॥

তাদের বসনে ধুলো লেগে থাকে, রমণীয় মালাগুলি শুকিয়ে যায়, দেহে দেখা দেয় স্বেদবিন্দু, বাসস্থানেও৪ তারা শান্তি পায় না। ॥ ৫২ ॥

মর্ত্যে মর্ত্যবাসীদের মৃত্যুর আগে যেমন কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখা যায়—স্বর্গবাসীদের স্বর্গ থেকে আসন্ন পতনের সময়েও অশুভ আভাস ফুটে উঠে। ॥৫৩॥

স্বর্গে কামভোগীরা যে আনন্দলাভ করে আর পতনের সময়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করে, পতনের যন্ত্রণা অনেক বেশী। ॥ ৫৪ ॥

সুতরাং এই কথা বুঝে নাও যে স্বর্গ সুখ ক্ষণস্থায়ী, পরিণামে সেই সুখও দুঃখজনক ; স্বর্গও সহায়হীন তাই নির্ভরযোগ্য নয়। স্বর্গও অতৃপ্তিকর, এই কথা জেনে অপবর্গের (পরা মুক্তি) জন্য উদ্যোগী হও। ॥৫৫॥

ঐশ্বর্য্যবান স্বর্গবাসীরাও যখন ক্ষয়শীল তখন সেই অস্থায়ী স্বর্গবাসের জন্য কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তি কামনা করবেন ? ॥৫৮॥*

যেমন কোন সূত্রে বাঁধা পাখী যত দূরেই যাক, আবার তাকে ফিরে আসতে হয়, তেমনি দূরে গিয়েও অজ্ঞানের সূত্রে বাঁধা জীবকে ফিরে আসতে হয়। ॥৫৯॥

জামিনের সাহায্যে কোন লোক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাগার থেকে মুক্ত হয় এবং গৃহসুখ ভোগ করে সময়ের অবসানে আবার কারাগৃহে চলে যায়, তেমনি প্রতিভূস্বরূপ সংযম ও ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গলাভ করে—আবার যথাকালে ভোগের অন্তে পৃথিবীর দিকেই আকৃষ্ট হয়। ॥ ৬০ ॥

জালে আবদ্ধ মূর্খ মৎস্যের দল তাদের অবরোধজনিত বিপদের কথা বুঝতে না পেরে ইতস্ততঃ সানন্দে বিচরণ করতে থাকে, তেমনি ধ্যানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও ভেবে থাকেন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য স্বর্গলোক লাভ করেছেন যদিও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সংসারেই বিচরণ করছেন—কেননা এই স্বর্গবাস তাঁদের পৃথিবীতেই ফিরিয়ে আনবে ; তাঁরা ভাবেন—এই স্বর্গ নিরাপদ ও স্থায়ী, এর থেকে আর পতন নেই। ॥৬১॥

এই কথা ভেবে দেখতে হবে এই সংসার চারিদিকে জন্ম, রোগ ও মৃত্যুর সঙ্কটে বেষ্টিত, অস্তিত্বের এই লোক বৃত্তাকারে ভ্রাম্যমান—স্বর্গে, নরলোকে প্রাণিজগতে বা প্রেতলোকে যেখানেই হোক না কেন ; যে আশ্রয় সুখময় ;

* পণ্ডিতগণ ৫৬ এবং ৫৭ সংখ্যক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত মনে করেন—শ্লোক দুইটির অনুবাদ এখানে দেওয়া হল :

৫৬. মুনি উদর্ক সেই অশরীরী অস্তিত্বের লোকে গিয়েছেন কিন্তু পুণ্যের ক্ষয় হলে তারও পতন হবে এবং তিনি মর্ত্যের প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

৫৭. সুনেত্র এখান থেকে সাত বছরের সাধনার ফলে ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন ; তিনিও ফিরে এসে গর্ভবাসের যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

ভয়, জরা ও মৃত্যুর শাসন থেকে মুক্ত, দুঃখহীন এবং চিরস্থায়ী—সেই আশ্রয়ের জন্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, অস্থির স্বর্গের প্রতি এই অভিরুচি ত্যাগ কর। ॥৬২॥

।'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'স্বর্গাপবাদ' নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × দ্বাদশ সর্গ × × × × × × × × × ×

'তুমি ধর্মাচরণ করছ, তোমার উদ্দেশ্য শুল্ক হিসাবে অপ্সরালাভ!' আনন্দ যখন এই নন্দকে তিরস্কার করলেন তখন নন্দ লজ্জিত হলেন। ॥ ১ ॥

গভীর লজ্জায় তার মনে আর আনন্দ রইল না ; আনন্দের অভাবে তিনি তার ব্রতে মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। ॥ ২ ॥

যদিও কামাসক্তি তার চরিত্রে প্রধান, আর যদিও তিনি পরিহাস সম্পর্কে উদাসীন তবু তার উক্তি সহ্য করতে পারলেন, কেননা সৎ জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তার একটি পরিণত রূপ ছিল। ॥ ৩ ॥

অস্থির প্রকৃতির জন্য তিনি আগে ভেবেছিলেন, স্বর্গের আনন্দ চিরস্থায়ী ; কিন্তু এখন তা ক্ষণস্থায়ী জানতে পেরে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ॥ ৪ ॥

অপ্রমত্ত সারথির মহারথ যেমন ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে তেমনি তারও মনের রথ, সংকল্প যার অশ্ব, স্বর্গের পথ ত্যাগ করলো। ॥ ৫ ॥

স্বর্গের তৃষ্ণা থেকে নিবৃত্ত হয়ে তিনি যেন সুস্থ হলেন ; বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক কোন রুগ্ন ব্যক্তি যেমন স্বাদু ও অপকারী খাদ্য ত্যাগ করে নিশ্চিত হয় ॥ ৬ ॥

অপ্সরাদের দেখে তিনি স্ত্রীকে ভুলে গিয়েছিলেন, এখন তাদের সঙ্গে স্থিতিকাল যে ক্ষণস্থায়ী একথা জেনে উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি অপ্সরাদেরও ত্যাগ করলেন। ॥ ৭ ॥

মহান পুরুষদেরও এই জীবনে ফিরে আসতে হয় একথা চিন্তা করে ; এবং উদ্বেগবশতঃ কামে আসক্ত হয়েও যেন নিরাসক্ত হলেন। ॥ ৮ ॥

কেননা, সেই উদ্বেগ পরমতম কল্যাণের প্রবৃত্তিকেই বাড়িয়ে দিল—যেমন ব্যাকরণবিদ্‌গণ বলেন, ক্রিয়ারূপে 'এধ্‌' ধাতুর বৃদ্ধি হয়ে থাকে।১ ॥ ৯ ॥

কিন্তু কামে আসক্তি বশতঃই স্থৈর্য তার মনকে অধিকার করতে পারলো না-- যেমন 'অস্তি' এই নিপাত২ তিন কালেই (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) একরূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ॥ ১০ ॥

মহাবাহু, অপ্রমত্ত নন্দ, মদধারাহীন বিশাল হস্তীর মত সহজ গতিতে গুরুর কাছে এলেন নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য। ॥ ১১ ॥

গুরুর কাছে মাথা নত করে, সজল নয়নে, কৃতাঞ্জলি হয়ে এবং লজ্জায় মুখ নিচু করে তিনি এইভাবে বললেন— ॥ ১২ ॥

অপ্সরালাভের জন্য আপনি প্রতিভূ ছিলেন, কিন্তু অপ্সরায় আমার প্রয়োজন নেই—'প্রতিভূত্ব' থেকে আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। ॥ ১৩ ॥

যেহেতু স্বর্গে ক্ষণস্থায়িত্ব এবং জন্মের বিচিত্র আবৃত্তির কথা শুনেছি, নরলোকে বা দেবলোকে অস্তিত্বের আবৃত্তি সম্পর্কে আমার অভিরুচি নেই। ॥ ১৪ ॥

যদি যত্ন, নিয়ম ও সংযমের সাহায্যে স্বর্গলাভের পর মানুষকে তার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ভূতলে নেমে আসতে হয় তবে এই চঞ্চল স্বর্গে কি প্রয়োজন? ॥ ১৫ ॥

তারপর সচরাচর সমস্ত জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে আমি সর্বদুঃখক্ষয়কারী আপনার ধর্মই বরণ করি। ॥ ১৬ ॥

সুতরাং সংক্ষেপে এবং সবিশেষে এই ধর্ম আমার কাছে আপনি ব্যাখ্যা করুন। আপনি শ্রোতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ৪! আপনি বলুন—যাতে আমি পরমপদ লাভ করতে পারি। ॥ ১৭ ॥

তথাগত তাঁর মনোগত অভিপ্রায় জানতে পারলেন, বুঝতে পারলেন তাঁর ইন্দ্রিয় এখনও বিরোধী থাকলেও শ্রেষ্ঠ পদ তার আয়ত্তের মধ্যে। তখন তিনি বললেন— ॥ ১৮ ॥

এই উপলব্ধি তোমার কল্যাণের পুরোগামী দূত—যেমন অরণির ঘর্ষণে উত্থিত ধূম অগ্নির অগ্রদূত। ॥ ১৯ ॥

চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের অশ্বে বাহিত হয়ে তুমি বিপথে অনেক দূর চলে গিয়েছিলে, এখন তুমি সত্য পথে প্রবেশ করেছ, তোমার দৃষ্টিতে বিমূঢ়তা নেই—এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা। ॥ ২০ ॥

আজ তোমার জন্ম সফল, তোমার লাভও অপরিসীম; কেননা, যদি তুমি কামরসজ্ঞ, তুমি নিষ্ক্রমণের জন্য প্রস্তুত। ॥ ২১ ॥

এজগতে সবাই আসক্তিতে আনন্দ পায়, অস্তিত্বের বিনাশে যে আনন্দ তা এখানে দুর্লভ। পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি—মূর্খদেরই ভীতির কারণ। এই মুক্তিকে তারা উচ্চস্থান থেকে পতনের মতই দেখে। ॥ ২২ ॥

মানুষ চেষ্টা করে, দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাতে সে সুখের অধিকারী হয়। কিন্তু যে সুখে সমস্ত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিরামলাভ করে—সেই সুখ কি তা বুঝে না। ॥ ২৩ ॥

জগৎ কাম এবং অন্যান্য বস্তুর প্রতি আসক্ত; এইগুলি যন্ত্রণার চিরন্তন কারণ—প্রকৃতপক্ষে তার শত্রু। জগৎ সেই সুখ কি জানে না যা ক্ষয়হীন। ॥ ২৪ ॥

আজ বলতে পারা যায় সেই অমৃত তোমার 'হস্তস্থ'—বিষ পান করার পর যথাসময়ে যে ঔষধ তুমি পান করতে ইচ্ছুক। ॥ ২৫ ॥

তোমার অভিপ্রায় সম্মানের যোগ্য—যে অভিপ্রায়ের ফলে তুমি এই সংসারের আবৃত্তিকে অনর্থ বলে ভাবছ; আজ তুমি ধর্মের সম্মুখীন—কামাসক্তিকে পিছনে ফেলে তুমি দাঁড়িয়েছ। ॥ ২৬ ॥

যে মন কামে আসক্ত তার পক্ষে আত্মসংযম কঠিন—দোষযুক্ত জল দেখে পিপাসুর পক্ষে সংযম কঠিন। ॥ ২৭ ॥

তোমার এই সিদ্ধান্ত কামের ধূলি দ্বারা বাধাগ্রস্ত ছিল—যেমন সূর্যের আলো ধূলির ঝড়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ॥ ২৮ ॥

তোমার এই সিদ্ধান্ত এখন মনের অন্ধকারকে দূর করতে ইচ্ছুক। সূর্যের আলো যখন মেরুপর্বত ছড়িয়ে দেয় সেই আলো যেমন রাত্রির অন্ধকারকে দূর করে। ॥ ২৯ ॥

তোমার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে—এটি তোমারই যোগ্য, তোমার এই শেষ সত্য জানবার এই আগ্রহ। ॥ ৩০ ॥

সুতরাং এই ধর্মের জন্য তোমার আগ্রহ যাতে বর্ধিত হয় সেইদিকে মনোযোগী হও, কামনাই সর্ববিধ অস্তিত্ব রূপের মূলে। ॥ ৩১ ॥

কেননা, মানুষ যদি চলতে চায়, সে চলনের ক্রিয়া করে ; যদি শুতে চায় তবে শয়নের ক্রিয়া, যদি এক স্থানে থাকতে চায় তবে অবস্থানের ক্রিয়াই তার অবলম্বন। ॥ ৩২ ॥

এর উদাহরণ—যখন মানুষ মনে করে, মাটির নিচে (কোনস্থানে) জল আছে আর সেই জলে যদি তার প্রয়োজন থাকে তবে সে মাটি খনন করে। ॥ ৩৩ ॥

তাছাড়া, অগ্নির যদি প্রয়োজন না থাকে আর অরণিতে অগ্নি আছে এই বিশ্বাস না থাকলে কেউ অরণি মন্থন করে না। বিপরীত পরিস্থিতিতেই লোকে মন্থন করে। ॥ ৩৪ ॥

তেমনি কৃষকও মাটিতে বীজ বুনবে না যদি না তার বিশ্বাস থাকে মাটিতে শস্য জন্মে, এবং ঐ শস্যে তার প্রয়োজন আছে। ॥ ৩৫ ॥

শ্রদ্ধা-প্রশংসা

তাই শ্রদ্ধাকে আমি বলেছি 'হাত', কারণ হাত যেমন দান গ্রহণ করে, শ্রদ্ধাও এই পবিত্র ধর্মকেই ধারণ করে। ॥ ৩৬ ॥

সর্বপ্রধান বলে এর নাম 'ইন্দ্রিয়', স্থিরত্ব হেতু এর নাম 'বল', ধর্মের দারিদ্র্য নাশ করে, তাই একে বলা হয় 'ধন'। ॥ ৩৭ ॥

ধর্মকে রক্ষা করে তাই একে বলা হয় 'ঈষিকা' (কাশদণ্ড), জগতে দুর্লভ, তাই এর নাম 'রত্ন' ॥ ৩৮ ॥

তাছাড়া, একে 'বীজ'ও বলা হয় কেননা পরমতম কল্যাণের উৎপত্তি এর থেকেই ; আবার পাপ ধৌত করে বলে এর নাম 'নদী'। ॥ ৩৯ ॥

যেহেতু ধর্মের উৎপত্তিতে শ্রদ্ধা একটি প্রধান উপকরণ আমি এইভাবে এর ক্রিয়া দেখে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছি। ॥ ৪০ ॥

শ্রদ্ধা এই ধর্মের অংকুর ; এই অংকুরের যাতে পুষ্টি হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখ—শ্রদ্ধার পুষ্টি হলে ধর্মেরও পুষ্টি হবে, যেমন শিকড়ের পুষ্টি হলে গাছ বাড়ে। ॥ ৪১ ॥

যার দর্শন (দৃষ্টিশক্তি, ধর্মচিন্তা) ক্ষীণ সংকল্প দুর্বল তার শ্রদ্ধাও চঞ্চল, শেষ পর্যন্ত তা সফলতা আনেনা। ॥ ৪২ ॥

যে পর্যন্ত প্রকৃত তত্ত্বের দর্শন বা শ্রবণ না হয় ততদিন শ্রদ্ধা স্থির বা সবল হয় না ; কিন্তু যখন আত্মসংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় তখন মানুষ সত্য দর্শন করে—তখন শ্রদ্ধাবৃক্ষ ফলবান হয় এবং আরও অগ্রগতির আশ্রয় হয়ে ওঠে। ॥ ৪৩ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'প্রত্যবমর্শ'৬ নামক দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × ত্রয়োদশ সর্গ × × × × × × × × × ×

মহর্ষির উপদেশে নন্দর মন শ্রদ্ধার দিকে আকৃষ্ট হল ; পরম আনন্দে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হল যেন তিনি অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়েছেন। ॥ ১ ॥

সংবুদ্ধ (যিনি পরমজ্ঞানী) ভাবলেন শ্রদ্ধার বলে নন্দ লক্ষ্যে পেঁাছেছেন, ভাবলেন নন্দও বুদ্ধের দীক্ষায় তিনি শ্রেয়োলাভ করেছেন। ॥ ২ ॥

গুরু কাউকে মধুর বচনে, কাউকে পরুষ রচনে, কাউকে বা উভয় রীতিতেই দীক্ষিত করতেন। ॥ ৩ ॥

ধুলো থেকে জাত হলেও স্বর্ণ যেমন বিশুদ্ধ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন থাকে, ধুলোয় মিশ্রিত থাকলেও সেই ধুলার দোষ তাকে স্পর্শ করে না— ॥ ৪ ॥

যেমন পদ্মের পাতা জলে জন্মে, জলে থাকে তবু উপরে বা নিচে জলে লিপ্ত হয় না— ॥ ৫ ॥

তেমনি সেই মুনি যদিও পৃথিবীতে জন্মেছেন, পৃথিবীরই কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন তবু তাঁর কৃতিত্ব এবং শুচিতার জন্য লোকধর্ম কলঙ্কিত করে নি। ॥ ৬ ॥

উপদেশ কালে তিনি কখনও সংযোগ কখনও বিচ্ছেদের পথ গ্রহণ করতেন, রুক্ষ বা মধুর বচন বলতেন, কখনও কাহিনীর আশ্রয় নিতেন কখনও বা ধ্যানের আশ্রয়। কিন্তু এ সমস্তই তিনি করতেন অপরের আরোগ্যবিধানের জন্য, আপন খেয়ালে নয়। ॥ ৭ ॥

অসীম করুণাবশতঃ সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে তিনি মর্ত্ত দেহ ধারণ করেছিলেন যাতে তিনি দুঃখভোগ থেকে প্রাণীদের মুক্তি দিতে পারেন। ॥ ৮ ॥

তারপর নন্দকে পরিশুদ্ধ জানতে পেরে আনন্দবশতঃ নন্দের নিকটে শ্রেয়োলাভের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করলেন ; তিনি ছিলেন বাগ্মীদের শ্রেষ্ঠ এবং কার্যক্রমে অভিজ্ঞ। ॥ ৯ ॥

শীল শিক্ষা

হে সৌম্য! এখন থেকে শ্রদ্ধাবৃত্তি দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অমৃতত্বলাভের জন্য তোমার আচরণ নিয়ন্ত্রণে আরও অধিক মনোযোগী হও। ॥ ১০ ॥

এমনভাবে আচরণ কর যাতে তোমার দেহ ও বাক্যের প্রয়োগ পরিশুদ্ধ হওয়ার পর সরল, উন্মুক্ত, সুরক্ষিত এবং ত্রুটিহীন হতে পারে। ॥ ১১ ॥

ভাবের প্রকাশে সরল, কোন কিছু গোপন না করার জন্য উন্মুক্ত আত্মশাসনে মনঃসংযোগের জন্য সুরক্ষিত এবং নিষ্পাপ বলেই ত্রুটিহীন। ॥ ১২ ॥

দেহ, বাক্য এবং সপ্তবিধ কর্মের[১] বিশুদ্ধতার মধ্য দিয়ে তোমাকে জীবন সাধনের বৃত্তিকেই পবিত্র করে তুলতে হবে— ॥ ১৩ ॥

প্রতারণা প্রভৃতি পঞ্চবিধ[২] দোষের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, জ্যোতিষ প্রভৃতি চারটি সদাচরণের শত্রুকে ত্যাগ করে— ॥ ১৪ ॥

প্রাণী, ধান্য, ধন প্রভৃতি বর্জনীয়গুলিকে[৩] অস্বীকার করে, ভিক্ষুজীবনের প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলি গ্রহণ করে। ॥ ১৫ ॥

পরিতুষ্ট, পবিত্র, বাক্যে মধুর, জীবিকায় শুচি থেকে মুক্তিলাভ পর্যন্ত অন্যের দুঃখের প্রতিকার করতে হবে। ॥ ১৬ ॥

এই জীবন সাধনের কথা আমি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছি ; দৈহিক ক্রিয়া থেকে তা স্বতন্ত্র—যেমন বাক্য ও দেহের ক্রিয়া—এইগুলির শোধন দুঃসাধ্য। ॥ ১৭ ॥

গৃহস্থ বিভিন্ন মতে আকৃষ্ট—মতের শুচিতা আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে কঠিন ; ভিক্ষুর জীবিকা অন্যের উপর নির্ভরশীল, জীবিকার শুচিতা তাদের পক্ষে দুর্লভ। ॥ ১৮ ॥

এরই নাম শীল৪ ; সংক্ষেপে বলতে গেলে শীল বলতে বুঝায় সদাচরণ ; এর অভাবে গৃহস্থ বা ভিক্ষু কারও জীবনই সম্ভব নয়। ॥ ১৯ ॥

সুতরাং সদাচরণ আশ্রয় করে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, দৃঢ়ভাবে ব্রত পালনে রত হও, ক্ষুদ্রতম দোষ সম্পর্কেও সচেতন থেকো। ॥ ২০ ॥

শীলচর্যার উপর দাঁড়ালে সব কাজই একটি পরম মঙ্গলের ক্ষেত্রে করা হবে, যেমন দাঁড়ানো প্রভৃতি দেহের অন্য ক্রিয়াগুলি পৃথিবীতে ঘটে থাকে। ॥ ২১ ॥

হে সৌম্য! বৈরাগ্যই মুক্তির গূঢ় তত্ত্ব, বৈরাগ্যের মূল ভিত্তি সত্য উপলব্ধি ; সত্য উপলব্ধির ভিত্তি জ্ঞান। ॥ ২২ ॥

জেনে রাখ, জ্ঞানের ভিত্তি সমাধি, সমাধির ভিত্তি দেহ ও মনের সুখ। ॥ ২৩ ॥

দেহ ও মনের সুখ নির্ভর করে গভীর মানসিক শক্তির উপর—মানসিক শান্তির ভিত্তি প্রীতি। ॥ ২৪ ॥

প্রীতির উৎস অসীম হর্ষ৫, হর্ষের মূলে আছে কুকৃত্য এবং অকৃতকার্যের জন্য গ্লানির অভাব৬। ॥ ২৫ ॥

কিন্তু গ্লানির অভাব থেকে মনের মুক্তি নির্ভর করে পবিত্র শীলের উপর। সুতরাং শীলকে পবিত্র কর, মনে রেখো শীলই অগ্রগতির পথে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। ॥ ২৬ ॥

পরিশীলন হেতুই 'শীল' এই নাম ; বার বার আবৃত্তিকেই বলা হয় 'পরিশীলন', পরিশীলন হয় অভ্যাসের মধ্য দিয়ে, অভ্যাসের আবৃত্তি হয় কোন বস্তুর জন্য গভীর কামনা থেকে, গভীর কামনার উৎস সেই বস্তুর উপর নির্ভরতা। ॥ ২৭ ॥

হে সৌম্য! শীলই একমাত্র আশ্রয়, সংসার-অরণ্যে পথ প্রদর্শক৭, শীলই বন্ধু, আত্মীয়, রক্ষক, শীলই ধন এবং শক্তি। ॥ ২৮ ॥

শীল যখন এইরূপ, তখন তোমার শীলের সংস্কার করা উচিত। যারা যোগ অভ্যাস করেন তাদের মোক্ষলাভের পথে শীল এবং অন্য অনেক কিছুই তাদের আশ্রয়। ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্রিয় জয়

গভীর মনঃসংযোগের সঙ্গে বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করা তোমার কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই চঞ্চল। ॥ ৩০ ॥

শত্রু, অগ্নি, সর্প, বজ্র প্রভৃতিকেও মানুষের তত ভয় করা উচিত নয়, যত ভয় করা উচিত নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে। ॥ ৩১ ॥

বিদ্বেষী শত্রু কাউকে কাউকে কখনও কখনও পীড়িত করে আবার করেও না কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল সময় সর্বত্র এবং সকলকেই পীড়িত করে। ॥ ৩২ ॥

শত্রু প্রভৃতি দ্বারা হত হলে মানুষ নরকে যায় না, কিন্তু চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হত হলে তাকে অসহায়ভাবে৮ নরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ॥ ৩৩ ॥

পূর্বোক্ত শত্রুরা আঘাত করলে হৃদয়ের ক্লেশ হতে পারে, না-ও হতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পীড়নে দেহ ও মন দুই-ই পীড়িত হয়। ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শরের মুখে কামনার বিষ মাখানো, চিন্তা সেই শরের পালক, ভোগ তার লক্ষ্য—বিষয়ের আকাশে এই শরগুলি উড়ে যায়। ॥ ৩৫ ॥

এই শর নিক্ষেপ করে কামরূপী ব্যাধ, মনুষ্য-হরিণদের হৃদয়ে আঘাত করে। এই শরগুলিকে যদি বাধা দেওয়া না হয়, তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ॥ ৩৬ ॥

সংযমের সংগ্রামক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে স্থৈর্যের ধনু নিয়ে মনঃসংযোগের বর্মে সুরক্ষিত হয়ে শক্তিমান মানুষের সেই শরগুলিকে পতনকালেই বাধা দেওয়া উচিত। ॥৩৭॥

ইন্দ্রিয় শান্ত হলে, শত্রু পরাজিত হলে যেমন হয় তেমনি, চিন্তামুক্ত হয়ে মানুষ যে কোন স্থানে আরামে বসতে বা ঘুমতে পারে। ॥ ৩৮ ॥

ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষুধার্ত কুকুরের মত, লোভের বশে কোন কিছুই তাদের যথেষ্ট মনে হয় না—ভোগ্যবস্তুর সন্ধানে ক্লেশ স্বীকার করে। ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ভোগের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হয় না, যেমন, যত জলধারা এসে পড়ুক সমুদ্রের তৃপ্তি নাই। ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের ক্ষেত্রে অবশ্য সক্রিয় থাকবে, কিন্তু তারা যেন কখনই কোন বিষয়ের মৌলিক অথবা আহৃত প্রকৃতিকে গ্রহণ না করে। ॥ ৪১ ॥

তুমি যখন চক্ষু দিয়ে কোন বস্তু দেখবে তখন তুমি কেবলমাত্র ধাতুগত স্বরূপের দিকেই লক্ষ্য রাখবে—নারী কি পুরুষ এসব কল্পনা করবে না। ॥ ৪২ ॥

যদি কোন বস্তুর ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষ এরকম ধারণা মনে আনে—তুমি তার কেশ, দন্ত প্রভৃতি সুন্দররূপে দেখবে না। ॥ ৪৩ ॥

তার থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন করার বা তার সঙ্গে কিছু যোগ করারও প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি বা শ্রেণী হিসেবে সে যা, ঠিক সেই রূপেই দেখবে। ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে তুমি যদি এইভাবে বস্তুর স্বরূপের সন্ধানে থাক তবে কামনাকে প্রশ্রয় দিতে হবে না, ত্যাগও করতে হবে না। ॥ ৪৫ ॥

লাভের কামনা এই কামপূর্ণ জগতের সর্বত্র প্রিয়রূপে ঘিরে আছে—এ যেন এক শত্রু মুখ বন্ধুর, ওষ্ঠে মধুর বচন এবং হৃদয়ে পাপ। ॥ ৪৬ ॥

ত্যাগের কামনারূপে যা পরিচিত তা হল যে কোন বস্তু সম্পর্কে বিতৃষ্ণাবোধ ; মোহবশতঃ যে আত্মসমর্পণ করে ইহলোকে এবং পরলোকে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ॥ ৪৭ ॥

উত্তাপ ও শীত যেমন কোন বিষয়ে রুচি এবং অরুচি নিয়ে যে বিব্রত হয়—সে শান্তি বা শ্রেয়োলাভ কিছুই করতে পারে না। এই জন্যই জগতে ইন্দ্রিয়ের এই চঞ্চলতা ! ॥ ৪৮ ॥

ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলেও তারা তাদের বিষয়ে লগ্ন হয় না যে পর্যন্ত তাদের বিষয়ে কল্পনা মনকে অধিকার না করে। ॥ ৪৯ ॥

যখন বায়ু ও ইন্ধন উভয়য়েই উপস্থিত তখন অগ্নি জ্বলে উঠে—এইভাবে পাপের অগ্নিও (কেশাগ্নি ?) জ্বলে যখন ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্যবস্তু বিষয়ে কল্পনা দুই-ই বর্তমান থাকে। ॥ ৫০ ॥

কোন বস্তুর মিথ্যা ধারণা থেকে মানুষ তাতে আবদ্ধ হয় কিন্তু একই বস্তুকে যথার্থরূপে দেখলে তার মুক্তি হয়। ॥ ৫১ ॥

কোন একটি বিশেষ রূপ দেখে একজন আকৃষ্ট হয়, আর একজন পছন্দ করে না, তৃতীয় ব্যক্তি উদাসীন থাকে, চতুর্থ ব্যক্তি হয়তো সেই একই রূপ সম্পর্কে করুণা মিশ্রিত ঘৃণাবোধ করে। ॥ ৫২ ॥

সুতরাং ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয় স্বয়ং বন্ধন বা মুক্তির কারণ নয়—বিশেষ কোন কল্পনার সঙ্গহেতুই সে এইরূপ হয়ে থাকে। ॥ ৫৩ ॥

তাই ইন্দ্রিয় শাসন বিষয়ে মানুষের যথাসাধ্য করা উচিত ; অসংযত ইন্দ্রিয় দুঃখ সৃষ্টি করে এবং তা পুনর্জন্মেরও কারণ। ॥ ৫৪ ॥

সুতরাং সকল অবস্থাতেই এই পাপকারক শত্রুদের সংযত করার জন্য তোমার

যত্নবান হওয়া উচিত—পাপকারক শত্রু অর্থ চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা ও স্পর্শ। এ বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও অসতর্ক থেকো না। ॥ ৫৬ ॥*

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'শীলেন্দ্রিয় জয়' নামক ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × চতুর্দশ সর্গ × × × × × × × × × ×

স্মৃতির (মনঃসংযোগ) কপাট দিয়ে ইন্দ্রিয়ের ঢাকনাটা আচ্ছাদিত কর ; এরপর ধ্যান ও রোগমুক্তির জন্য ভোজন সম্পর্কে যথাযথ মাত্রা (পরিমাণ) স্থির করে নাও। ॥ ১ ॥

কেননা, ভোজনের মাত্রাধিক্য ঘটলে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়ায় বাধা ঘটে ; তাছাড়া, এর ফলে অলসতা ও নিদ্রালুতা দেখা দেয় ; অধিক আহার করলে কর্মশক্তিও নষ্ট হয়। ॥ ২ ॥

অতিভোজন যেমন অনর্থ ডেকে আনে, উপযুক্ত১ (?) বা অল্পাহারও সামর্থ্য নষ্ট করে। ॥ ৩ ॥

ভোজনের অল্পতা দেহ থেকে ঔজ্জ্বল্য, উৎসাহ, সক্রিয়তা এবং শক্তি আকর্ষণ করে নেয়। ॥ ৪ ॥

অত্যন্ত গুরুভারে যেমন তুলাদণ্ড নিচে নেমে যায়, অত্যন্ত অল্পভারে তেমনি উপরে উঠে, উপযুক্তভারে সমান থাকে—দেহ এবং দেহের পুষ্টি সম্পর্কেও সেই কথা। ॥ ৫ ॥

সুতরাং অহঙ্কারের বশে অতিভোজন বা অল্পাহার বর্জন করে সতর্ক হয়ে নিজের শক্তি বুঝে ভোজন করা কর্তব্য। ॥ ৬ ॥

কারণ দেহের অগ্নির উপরে যদি খাদ্যের গুরুভার চাপিয়ে দিলে তা নিভে যায়—যেমন নিভে যায় অল্প অগ্নি সহসা ইন্ধনের গুরুভার তাতে চাপিয়ে দিলে। ॥ ৭ ॥

আহার থেকে সম্পূর্ণ বিরতিও প্রশংসনীয় নয় ; অনাহারী ব্যক্তি ইন্ধনহীন অগ্নির মতই নির্বাপিত হয়। ॥ ৮ ॥

কোন প্রাণীরই আহার ভিন্ন জীবনধারণ সম্ভব নয় সেই হেতু আহার গ্রহণ দূষনীয় নয়—তবে এতে বিকল্প ব্যবস্থা২ নিষিদ্ধ হচ্ছে না। ॥ ৯ ॥

খাদ্য ছাড়া প্রাণীরা আর কোন একটি বিষয়ে এমন আসক্ত নয়। এই শিক্ষার কারণ কি বুঝতে চেষ্টা কর৩। ॥ ১০ ॥

আহত ব্যক্তি চিকিৎসার জন্যই তার ব্রণে ঔষধ লেপন করে—তেমনি মুমুক্ষু ব্যক্তি ক্ষুধা দূর করার জন্যই খাদ্য গ্রহণ করবেন। ॥ ১১ ॥

রথের অক্ষদণ্ডকে তৈলসিক্ত করে নিতে হয় ভারবহনের জন্য যোগ করে

৫৫ সংখ্যক শ্লোকটিকে সমালোচক প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। মূলে শ্লোকটি মুদ্রিত হয় নি—এখানে অনুবাদ দেওয়া হল : "শান্তির ঔষধ ছাড়া অন্য কিছুই ইন্দ্রিয় সর্পের দংশন থেকে আরোগ্য করতে পারে না ; এই সর্পের কুণ্ডলীকৃত রূপ হল কামের উপভোগ, চক্ষু হল আত্মবিশ্বাস, সর্পের অনেক মাথা হল অসতর্কতা, ভোগানন্দের বিহ্বলতা এবং চঞ্চল জিহ্বা, কামনা এর বিষ ; এই সর্প থাকে মনের তলে"। ॥ ৫৫ ॥

তুলতে, জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনি খাদ্য গ্রহণ করে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই। ॥ ১২ ॥

যেমন, অত্যন্ত দুঃখকর বলে মনে হলেও, অভিযাত্রী পিতামাতা সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে৪ থাকেন মরুভূমি অতিক্রম করার শক্তি অর্জনের জন্যই— ॥ ১৩ ॥

খাদ্য তেমনি বিচারের দ্বারা৫, সৌষ্ঠবের জন্য নয়, দৈহিক রূপবৃদ্ধির জন্য নয়, মোহ বা দৃপ্তির৬ বশবর্তী হয়ে নয়। ॥ ১৪ ॥

খাদ্য দেহের অবলম্বনের জন্যই অভিপ্রেত, যেমন জীর্ণ গৃহের অবলম্বনের জন্য খুঁটির দরকার হয়। ॥ ১৫ ॥

মানুষ যেমন বহু শ্রমে নৌকা প্রস্তুত করে, এমনকি সেই নৌকা বহন করেও নিয়ে যায়—তা নৌকার প্রতি স্নেহবশতঃ নয়, বিশাল জলরাশি উত্তীর্ণ হবার জন্যই— ॥ ১৬ ॥

তেমনি যারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তারা উপকরণের সাহায্যে দেহকে রক্ষা করেন মাত্র, দেহের প্রতি আকর্ষণবশতঃ নয়, দুঃখের সাগর অতিক্রম করার জন্য। ॥ ১৭ ॥

পীড়িত হয়ে, দুঃখের বশবর্তী মানুষ যেমন শত্রুকেও দান করে, শত্রুর প্রতি ভক্তির আতিশয্য নয়, কোন প্রাপ্তির আশায় নয়—কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার জন্যই— ॥ ১৮ ॥

যোগাচার তেমনি দেহকে খাদ্য দেয়, ক্ষুধা দূর করার জন্যই, ঔদরিকতা বা খাদ্যের প্রতি ভক্তিবশতঃ নয়। ॥ ১৯ ॥

মনকে সমাহিত করে আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করবে ; তারপর নিদ্রা ত্যাগ করে রাত্রিতেও যোগাভ্যাস করবে। ॥ ২০ ॥

তোমার চেতনাকে প্রকৃত চেতনা বলে মনে করো না। কারণ, সেই চেতনা থাকা সত্ত্বেও তোমার হৃদয়ে নিদ্রালুতা দেখা দেয়। ॥ ২১ ॥

যদি নিদ্রালুতার প্রভাব ঘটে তাহলে উৎসাহ, স্থৈর্য্য শক্তি ও সাহসের নীতি মনের উপর প্রয়োগ করবে। ॥ ২২ ॥

যে সকল শাস্ত্র তুমি পড়েছ সেইগুলি উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করবে, সেই বিষয়ে নিজে চিন্তা করবে, অন্যকে শেখাবে। ॥ ২৩ ॥

সকল সময় জাগ্রত থাকার জন্য মুখ জলে ধুয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত কর, তারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। ॥ ২৪ ॥

রাত্রিতে এদিক ওদিক বিচরণ কর, একস্থানে উপবেশন কর ; কিন্তু তোমার মন থাকবে স্থির আর ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী—স্থির এবং সংযত। ॥ ২৫ ॥

ভয়ে, প্রেমে বা দুঃখে অভিভূত ব্যক্তির উপর নিদ্রালুতা প্রভাব বিস্তার করে না। সুতরাং নিদ্রালুতার আক্রমণ ঘটলে, এই তিনটিকে আশ্রয় করতে পার। ॥ ২৬ ॥

আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবলে ভয় সঞ্চারিত হতে পারে ; ভাবতে পার এই ধর্মনীতির সঙ্গে তুমি প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ, জন্ম থেকে আরম্ভ করে সংসারের সীমাহীন দুঃখের কথাও ভাবতে পার। ॥ ২৭ ॥

জাগ্রত থাকতে হলে এই জাতীয় ক্রিয়াই অবলম্বন করতে হবে। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঘুমিয়ে তার জীবন বিফল করবেন ? ॥ ২৮ ॥

গৃহস্থিত সর্পের মতই পাপসর্পের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করতে হলে কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই নিদ্রিত থাকা উচিত নয়। ॥ ২৯ ॥

যেহেতু এই জীবলোক মৃত্যু রোগ ও জরার আগুনে জ্বলছে, কে সেখানে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শুয়ে থাকবে? এ তো নিজের গৃহে আগুন লাগার মতই। ॥ ৩০ ॥

সুতরাং মৃত্যুকে (মানসিক) অন্ধকার ভেবে, সশস্ত্র সৈন্যের মত দোষগুলিকে যতক্ষণ না শান্ত করতে পার ততক্ষণ নিদ্রাকে আক্রমণ করতে দিওনা। ॥ ৩১ ॥

ত্রিযামার (রাত্রির) প্রথম যাম (প্রহর) সক্রিয় থেকে দেহের বিশ্রামের জন্য তুমি শয়ন করতে পার—কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণে রেখে। ॥ ৩২ ॥

শান্ত মনে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করবে—সামনে থাকবে আলোকের ভাবনা আর হৃদয়ে থাকবে সতর্কতা। ॥ ৩৩ ॥

শয্যা ত্যাগ করবে তৃতীয় যামে—শুচি মনে ইন্দ্রিয় সংযত করে যোগাভ্যাস করবে—আসনে হোক বা বিচরণেই হোক। ॥ ৩৪ ॥

তারপর তোমার সমস্ত ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থেকে তোমার বসা, নড়া, দাঁড়ানো, দেখা, বলা প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ কর। ॥ ৩৫ ॥

দ্বারপালের মত যার মনোযোগ (সমস্ত ক্রিয়ার) দ্বারের দিকে নিবদ্ধ থাকে, সে পাপের দ্বারা পীড়িত হয় না, সুরক্ষিত পুরীকে যেমন শত্রু আক্রমণ করতে পারে না। ॥ ৩৬ ॥

যার দৃষ্টি দেহের দিকে তার মধ্যে কোন দোষের উৎপত্তি হয় না। ধাত্রী যেমন শিশুকে রক্ষা করেন ঐ দৃষ্টিও সমস্ত অবস্থায় তার চিন্তাকে রক্ষা করে। ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু সেই দৃষ্টি যার নেই, সে-ই হয় নানাবিধ দোষের শিকার—যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে বর্মহীন যোদ্ধা শত্রুদের শিকার হয়ে থাকে। ॥ ৩৮ ॥

যে মন যোগের দ্বারা রক্ষিত নয়, তাকে বলা হয় অরক্ষিত—যেন এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি পরিচালক ছাড়া অসমভূমিতে বিচরণ করছে। ॥ ৩৯ ॥

মানুষ যে অমঙ্গলে আসক্ত, নিজের মঙ্গলে পরাঙ্মুখ হয়, ভয়ের কারণ থাকলেও উদ্বিগ্ন হয় না—মনোযোগের অভাবই তার কারণ। ॥ ৪০ ॥

গোরক্ষক যেমন তার ছড়ানো গাভীগুলিকে একত্র করে, মনোযোগও তেমনি গুণ, শীল প্রভৃতির অনুসরণ করে নিজের নিজের ক্ষেত্রে সংবৃত করে। ॥ ৪১ ॥

অমৃত (স্থায়ী শুভ ফল) তার বিলুপ্ত হয়ে যায়—যে মনোযোগ থেকে ভ্রষ্ট; অমৃত তারই আয়ত্ত যার মনোযোগ দেহে নিবদ্ধ। ॥ ৪২ ॥

মনোযোগ না থাকলে ধর্মের কোন মহৎ পরিকল্পনা থাকে না; এই পরিকল্পনা না থাকলে মানুষ সদ্ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। ॥ ৪৩ ॥

সেই সৎপথ থেকে বিচ্যুত, অমৃতলোক থেকেও সে বঞ্চিত; অমৃতলোকের অধিকারী যে নয়, দুঃখ থেকেও তার মুক্তি নেই। ॥ ৪৪ ॥

সুতরাং যখন বিচরণ করবে, তুমি ভাববে, 'আমি বিচরণ করছি', যখন দাঁড়িয়ে থাকবে, ভাববে 'আমি দাঁড়িয়ে আছি'। এই সব ক্রিয়া বা এই জাতীয় অন্যান্য ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। ॥ ৪৫ ॥

হে সৌম্য! যোগের পক্ষে অনুকূল কোন শয্যা বা আসনে উপবেশন কর; সেই স্থান যেন নির্জন ও শব্দহীন হয়। দেহকে নির্জনে রাখলে, মনের স্থিরতাও সহজ হবে। ॥ ৪৬ ॥

যে কামাসক্ত ব্যক্তি মনের প্রশান্তি লাভ করে নি, নির্জন পন্থা যে আশ্রয় করে নি—যথার্থ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে যেন কণ্টকময় পথে বিচরণ করে ক্ষতবিক্ষত হয় ॥ ৪৭ ॥

যে অনুসন্ধানী ব্যক্তি সত্যের সন্ধান পায় নি, চারদিকে বিচিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা যে বেষ্টিত—সে কখনও সহজে চিত্তকে সংযত করতে পারে না—শস্যখাদক গাভীকে শস্যক্ষেত্র থেকে বাইরে আনা কঠিন। ॥ ৪৮ ॥

বাতাসের সাহায্য না পেলে যেমন উজ্জ্বল দীপ্যমান অগ্নিও ধীরে ধীরে নিভে যায়, চিন্তাও তেমনি নির্জনতার মধ্যে কোন প্রেরণা না পেলে অল্প আয়াসেই শান্ত হয়ে আসে। ॥ ৪৯ ॥

তাকেই কৃতার্থ বলতে হবে যিনি একটি বিজনে আনন্দ ভোগ করেন এবং কণ্টকজ্ঞানে অপরের সংসর্গ এড়িয়ে চলেন; তিনি যেখানে যা-কিছু পান আহার করেন যে বসন পান তাই পরিধান করেন, নিজের পক্ষে যথেষ্ট যে কোন স্থানে বাস করেন। তাঁর মন গঠিত হয়েছে—শান্তির আনন্দের স্বাদ কি তা তিনি জানেন। ॥ ৫০ ॥

এ জগৎ ভোগমত্ত দ্বন্দ্বপ্রেমী৭ (দুঃখ-সুখ, লাভ-অলাভ, নিন্দা-প্রশংসা) এখানে কোন কৃতী মানুষ যদি নির্জনে, প্রশান্তচিত্তে দ্বন্দ্ববিমুখ হয়ে বাস করে তাহলে সে অমৃততুল্য প্রজ্ঞারস লাভ করে। তখন তার হৃদয় তৃপ্ত হয়, সে স্থিরতালাভ করে এবং বিষয়ভোগব্যাকুল জগতের নিন্দা করে। ॥ ৫১ ॥

যদি সে একাকী বিজন স্থানে বাস করে আনন্দ পায়, যদি শত্রুজ্ঞান করে ক্লেশোৎপাদক পাপগুলির সংস্পর্শ ত্যাগ করে, যদি আপনাতেই তৃপ্ত হয়ে সে বাস করে এবং প্রীতির পানীয় পান করে, তাহলে সে দেবরাজের রাজ্য অপেক্ষাও৮ অধিক সুখ ভোগ করতে সমর্থ হয়। ॥ ৫২ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'আদিপ্রস্থান'৯ নামক চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × পঞ্চদশ সর্গ × × × × × × × × × ×

বিজনে উত্তম ধ্যানের আসনে উপবিষ্ট হয়ে, দেহ সোজা রেখে আর মনোভি-নিবেশযুক্ত হয়ে— ॥ ১ ॥

নাসিকার অগ্রভাগে, ললাটে অথবা ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে—তোমার চঞ্চল মনকে একটি স্থানে নিবদ্ধ করতে হবে। ॥ ২ ॥

মানস-জ্বর স্বরূপ কামচিন্তা যদি তোমাকে উৎপীড়ন করে তবে তুমি সহিষ্ণুতার আশ্রয় না নিয়ে তাকে যেমন বসন থেকে লোকে ধুলো ঝেড়ে দেয় তেমনি দূরে নিক্ষেপ করবে। ॥ ৩ ॥

যদিও অন্তর্মুখী ভাবনায় তুমি কামচিন্তাকে দূরে নিক্ষেপ করেছ তবু তুমি তার বিপরীত গুণের চিন্তায় তাকে সংহার করবে—যেমন আলোকের দ্বারা অন্ধকার দূর করা হয়। ॥ ৪ ॥

কামচিন্তার প্রবণতা অনেক সময় সুপ্ত থাকে ভস্মে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত; ভাবনা দ্বারা তুমি তাকে নিশ্চিহ্ন করবে যেমন জলের দ্বারা অগ্নিকে নির্বাপিত করা হয়। ॥ ৫ ॥

কারণ সেই চিন্তাগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গত হয়। এদের ধ্বংস করলে আর এদের অস্তিত্ব থাকবে না, যেমন বীজ ধ্বংস করলে আর অঙ্কুরের অস্তিত্ব থাকে না। ॥ ৬ ॥

অর্জুন প্রভৃতি কামীদের কোন্ কোন্ দুঃখ ইন্দ্রিয় ভোগজনিত তা বিচার করে তাদের সমূলে ছিন্ন করা—মিত্ররূপী শত্রুদের যেমন করে নির্মূল করে তেমনি। ॥ ৭ ॥

বিষধর সর্পের মতই কামকে নির্মূল করা কর্তব্য ; কাম অস্থায়ী, লোপধর্মী, প্রকৃত মূল্যহীন, সংকটের কারণ এবং বহুজনভোগ্য। ॥ ৮ ॥

তারা অনুসন্ধানের স্তরে দুঃখজনক কিন্তু রক্ষিত হলে শান্তির পথে নিয়ে যায় না। তারা হস্তচ্যুত হলে গভীর দুঃখ সৃষ্টি করে, পেলেও তৃপ্তি আনে না। ॥ ৯ ॥

যারা মনে করে অর্থের প্রাচুর্যেই তৃপ্তি, স্বর্গপ্রাপ্তিতেই কৃতার্থতা এবং কামভোগেই সুখ—তাদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। ॥ ১০ ॥

এই পৃথিবীতে কামভোগে তোমার মন যাতে আকৃষ্ট না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক হও। এরা অস্থির, অবাস্তব অন্তঃসারহীন এবং অনিশ্চিত। এরা যে তৃপ্তি দেয় তা-ও কল্পিত। ॥ ১১ ॥

জিঘাংসা বা অন্যকে আঘাত করার ইচ্ছা যদি তোমার মনকে পীড়িত করে তবে তার বিরুদ্ধশক্তি প্রয়োগ করে মনকে শান্ত করবে, যেমন মলিনজনকে রত্ন দিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয়। ॥ ১২ ॥

জেনে রেখো এই বিপক্ষ শক্তিই হল মৈত্রী এবং দয়া, কেননা আলো এবং অন্ধকারের মতই তাদের মধ্যে নিত্য বিরোধিতা রয়েছে। ॥১৩॥

কুপথ যে বর্জন করেছে, তবু যার মধ্যে জিঘাংসা বর্তমান সে নিজেকে ধূলায় কলঙ্কিত করে, হস্তী স্নানের পর যেমন নিজের দেহে ধূলা মাখে। ॥১৪॥

কি করে কোন সদয় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি অপরকে আর দুঃখ দিতে পারে যখন মানুষ স্বভাবতই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ? ॥ ১৫ ॥

কোন মানুষ নিজের জিঘাংসাবৃত্তি দ্বারা অন্যকে আঘাত করতে পারে অথবা না-ও করতে পারে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই জিঘাংসু ব্যক্তির মন দগ্ধ হতে থাকে। ॥১৬॥

সুতরাং সকল প্রাণীর প্রতি তুমি মৈত্রী ও করুণার বৃত্তি অনুশীলন করবে—পরিবর্তে জিঘাংসা বা আঘাত করার ইচ্ছা যেন মনকে অধিকার না করে। ॥ ১৭ ॥

কেননা কোন মানুষ ক্রমাগত যে চিন্তা করে, অভ্যাসবশেই তার মন সেই বিষয়ে অনুকূল হয়। ॥১৮॥

তাই অকুশলকে বর্জন করে কেবলমাত্র কুশলকেই ধ্যান কর, ফলে ইহলোকে তোমার মঙ্গল হবে এবং পরমার্থলাভের পথও প্রশস্ত হবে। ॥ ১৯ ॥

কারণ অশুভ চিন্তা মনে লালিত হলে শক্তি সঞ্চয় করে—পরে নিজের এবং অন্যের পক্ষে অনর্থজনক হয়ে উঠে। ॥ ২০ ॥

কোন মানুষের মঙ্গলের পথে বাধা সৃষ্টি করে এরা তার নিজের বিপদ ডেকে আনে, অন্যেরও ভক্তির পথে (অশুভ উদাহরণ হিসেবে) প্রভাব বিস্তার করে১। ॥২১॥

হে সৌম্য ! তাছাড়া, তুমি নিজের মনের ক্রিয়াগুলির উপর অচঞ্চলভাবে লক্ষ্য রাখার অভ্যাস করবে কিন্তু কোনক্রমেই অন্যের অশুভ চিন্তা করবে না। ॥২২॥

ত্রিকাম২ উপভোগের জন্য মনে যে কামনা জাগে তাতেও কোন কল্যাণ নেই, তা-ও বন্ধনেরই কারণ। ॥২৩॥

মনের কলুষিত অবস্থা মোহেরই আশ্রয়—এই মোহ অপরের ধ্বংস এবং নিজের পাপের মূল ; শেষ ফল নরক ভোগ। ॥২৪॥

তুমি সুশস্ত্র৩ (স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মীয় অস্ত্রে শোভিত) এবং রত্নমণ্ডিত৪ (ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ), তুমি নিজেকে অশুভ চিন্তায় কলুষিত করো না—যেমন লোকে মাটি খুঁড়তে গিয়ে নিজের সশস্ত্র এবং রত্নভূষিত দেহে মাটি ছড়িয়ে দেয়। ॥২৫॥

যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি মূল্যবান অগুরুকে সাধারণ কাষ্ঠের মত দগ্ধ করে, তেমনি এই ধর্মের নীতি পালন না করে মানুষ মনুষ্যজীবনকে ধ্বংস করে। ॥২৬॥

যে ধর্ম পরমতম কল্যাণের পথে চালিত করে, সেই ধর্ম ত্যাগ করে অশুভ চিন্তার অনুশীলন করে সে সেই মানুষেরই মত যে রত্নদ্বীপ থেকে রত্নসংগ্রহ করে ইষ্টকখণ্ড নিয়ে চলে আসে। ॥২৭॥

মনুষ্যজীবন লাভ করে যে পাপের সেবা করে, মঙ্গলের সেবা করে না, সে যেন তারই মত যে হিমালয়ে গিয়ে ওষধি না নিয়ে বিষ পান করে। ॥২৮॥

এই কথা তোমাকে বুঝতে হবে এবং অশুভ চিন্তাগুলিকে তাদের বিরোধী চিন্তার সাহায্যে দূর করবে, যেমন ফাটল থেকে কোন একটি কীলকে আরও সূক্ষ্ম কীলকের সাহায্যে বার করে নেওয়া হয়। ॥২৯॥

জ্ঞাতিজনের সমৃদ্ধি ও অবনতির দিকে যদি তোমার চিন্তা আকৃষ্ট হয় তবে সেই চিন্তাকে রোধ করার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে জীবলোকের স্বভাবের কথা। ॥৩০॥

নিজেদের কর্মানুসারে এই সংসারবৃত্তে যারা আকৃষ্ট হয়ে এসেছে তাদের মধ্যে কে কার স্বজন? কে অপরিচিত?৫ যা পরস্পর আকর্ষণ সৃষ্টি করে তাকেই বলা যায় মোহ। ॥৩১॥

অতীতের জন্মে তোমার (এই জন্মের) আত্মীয় ছিল পর; আগামী জন্মে তোমার (এই জন্মের) অপরিচিত ব্যক্তি হবে স্বজন। ॥৩২॥

যেমন সন্ধ্যায় পাখীরা কিছু এখানে কিছু সেখানে সমবেত হয়, জন্মে জন্মে স্বজন ও পরের সম্পর্কও সেইরূপ। ॥৩৩॥

পথিকেরা যেমন বহুবিধ আশ্রয়গৃহে এসে একত্রিত হয় আবার স্বতন্ত্রপথে বিভক্ত হয়ে যায়—স্বজনমিলনও তাই। ॥৩৪॥

এই জগৎ স্বভাবতই পৃথক, এখানে কেউ কারো প্রিয় (স্বজন) নয়। বালুকামুষ্টির ন্যায় এই জগৎকে ধারণ করে আছে কার্যকারণের নিয়ম। ॥৩৫॥

কেননা, মাতা পুত্রকে পোষণ করেন এই ভেবে—আমাকে সে পালন করবে। পুত্রও মাকে ভালোবাসেন এই ভেবে—আমাকে মা গর্ভে ধারণ করেছিলেন। ॥৩৬॥

যখন জ্ঞাতি জ্ঞাতির সঙ্গে অনুকূল ব্যবহার করেন তখন তাদের স্নেহের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু তার বিপর্যয়ে শত্রুতা। ॥৩৭॥

দেখা গেছে স্বজনও অহিতকর ব্যবহার করেছেন আর শত্রুও হিতকর ব্যবহার করেছে। মানুষ স্বার্থের বশেই স্নেহের বন্ধন গড়ে অথবা ভাঙে। ॥৩৮॥

চিত্রকর চিত্রে রমণীচিত্র অঙ্কিত করে তার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হতে পারেন, তেমনি যখন অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট—তখন স্নেহ পরিকল্পিত। ॥৩৯॥

বিগত জন্মে যে তোমার প্রিয় স্বজন ছিল, এই জন্মে সে তোমার কে? তুমিই বা তার কি? ॥৪০॥

সুতরাং স্বজনের চিন্তায় মনকে বিচলিত করো না, কেননা জন্মের বৃত্তে আত্মীয় এবং পরের মধ্যে স্থায়ী কোন প্রভেদ রেখা নেই। ॥৪১॥

অথবা যদি এমন কোন ভাবনা তোমার মনে জাগে যে এই রকম কোন দেশ শান্তিময়, সমৃদ্ধ এবং সুখী— ॥৪২॥

হে সৌম্য! তাহলে এ ভাবনা ত্যাগ করতে হবে এবং কোনক্রমে এই ধারণা তুমি পোষণ করতে পারবে না কেননা তুমি জানো, এই পৃথিবী বিভিন্ন পাপের আগুনে জ্বলছে। ॥৪৩॥

ঋতুচক্রের আবর্তনে দুঃখ, ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তিতে দুঃখ—সর্বত্র দুঃখই নিয়ম। সুখ কোথাও নেই। ॥৪৪॥

কোথাও শীত, কোথাও উত্তাপ, কোথাও রোগ কোথাও বিপদ মানুষকে অত্যন্ত পীড়িত করছে; সুতরাং এই জগৎ নিরাশ্রয়। ॥৪৫॥

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু এই জগতের বিশেষের ভয়ের কারণ; এমন কোন দেশ নেই যেখানে এই ভয় না আছে। ॥৪৬॥

যেখানে এই দেহ যায় সেখানেই দুঃখ তার অনুসরণ করে; এমন কোন পথ নেই যে পথ দিয়ে গিয়ে মানুষ দুঃখকে এড়াতে পারে। ॥ ৪৭ ॥

যে দেশে পাপের অগ্নি জ্বলছে তা যতই রমণীয় সমৃদ্ধ এবং শান্তিময় হোক না, তাকে মন্দ দেশই বলতে হবে। ॥৪৮॥

দেহ ও মনের দুঃখে পীড়িত এই জগতে শান্তিময় এমন কোন দেশ নেই যেখানে গিয়ে মানুষ সুস্থ হতে পারে। ॥৪৯॥

সর্বত্র, সকলের এবং সর্বদা দুঃখই যখন ভবিতব্য তখন, হে সৌম্য! জগতের উজ্জ্বল বস্তুলাভের জন্য লাভ করো না।৬ ॥৫০॥

যখন তোমার কামনাবৃত্তি নির্বাপিত হবে তখন তুমিই মনে করবে এ জগৎ অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। ॥৫১॥

মৃত্যুর অপরিহার্য্যতার সঙ্গে জড়িত নয়, এমন কোন ভাব যদি তোমার জাগে তবে সযত্নে সেই ভাবকে দূর করে দিও, নিজের দেহ আক্রমণকারী কোন রোগকে যেমন দূরীভূত করো। ॥৫২॥

মুহূর্তের জন্যও জীবনের উপর বিশ্বাস রাখা চলে না, প্রতীক্ষমান ব্যাঘ্রের মতই মৃত্যু বিশ্বাসপ্রবণ লোকের জীবনহানি করে। ॥৫৩॥

তুমি সবল বা যুবক—এসব চিন্তা মনে ঠাঁই দিও না। মৃত্যু সকল সময়ে আঘাত করে, যৌবনকে সম্মান করে না। ॥৫৪॥

যে সকল বস্তুর তত্ত্ব বুঝে সে কোন কুশল বা জীবনের আশা করে না। কেননা তাকে আপদের ক্ষেত্র এই দেহকে বহন করতে হয়। ॥৫৫॥

মহাভূতের৭ আশ্রয় এই দেহ—এই আশ্রয়ে যেন কতকগুলি পরস্পরবিরোধী সর্পের বাস। এই দেহ বহন করে কে সুখ অনুভব করবে? ॥৫৬॥

মানুষ নিঃশ্বাস নেয় আবার পরমুহূর্তেই নিঃশ্বাস ফেলে। ভেবে দেখ, ব্যাপারটা কি বিস্ময়কর; মানুষের জীবনে কোন বিশ্বাস নেই। ॥৫৭॥

আর একটি বিস্ময়ের বিষয় যে মানুষ ঘুমিয়ে আবার জেগে ওঠে, জেগে উঠে আবার ঘুমোতে যায়—দেহ যার আছে, তার অনেক শত্রুও আছে। ॥৫৮॥

গর্ভ থেকে আরম্ভ করে জিঘাংসু মৃত্যু মানুষকে অনুসরণ করছে। শত্রুর হাতে তরবারি উদ্যত দেখে কে তাকে বিশ্বাস করবে? ॥৫৯॥

এই পৃথিবীতে জাত কোন মানুষ, যতই বলবান হোক, শাস্ত্রে যতই পণ্ডিত হোক, মৃত্যুকে জয় করতে পারে নি বা অতীতে জয় করতে পেরেছিল বা ভবিষ্যতে জয় করতে পারবে এমনও নয়। ॥ ৬০ ॥

মৃত্যু সবেগে উপস্থিত হয় এবং সাম দান ভেদ, দণ্ড বা নিয়মের৮ দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করা যায় না। ॥৬১॥

সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে বিশ্বাস করো না ; মৃত্যু নিত্য প্রাণিহরণ করে চলেছে, স্থবিরের উপর তার কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। ॥৬২॥

যার মন সুস্থ এবং জগৎকে সারহীন, জলে বুদ্বুদের মত দুর্বল মনে করে এমন কে মৃত্যুকে জয় করার কথা ভাববে ? ॥৬৩॥

হে সৌম্য ! সংক্ষেপে বলতে হলে, এই সমস্ত চিন্তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রাণ ও অপান—নিঃশ্বাসবায়ুর সঙ্গে মনঃসংযমের উপর আপন কর্তৃত্ব বিস্তার কর। ॥৬৪॥

এই অভ্যাসের সাহায্যে যথাকালে এই সব অশুভ চিন্তার বিপক্ষ গুণগুলির সাহায্য নাও, যেমন রোগের নিরসনে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। ॥ ৬৫ ॥

যে সোনা পাওয়ার জন্য ময়লা পরিষ্কার করে নেয়, প্রথম সে ময়লার স্থূলাংশগুলি আগে তুলে, পরে পরিষ্কার করতে গিয়ে সূক্ষ্মাংশগুলিও তুলে নেয়—শেষে সে পরিষ্কার করে সোনার খণ্ডগুলি সরিয়ে রাখে,— ॥ ৬৬ ॥

তেমনি যে মানুষ মুক্তিলাভের জন্য মন সংহত করেছে সে প্রথমে বৃহৎ দোষগুলিকে পরে সূক্ষ্ম দোষগুলিকে বর্জন করে শোধনের শেষে ধর্মনীতির জন্য রক্ষা করে। ॥৬৭॥

এই জগতে স্বর্ণকার যেমন সোনা আগুনে দগ্ধ করে, তারপর ক্রমে জলে ধুয়ে ময়লা সম্পূর্ণ মুক্ত হবার পর বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, যোগের আচারও তেমনি মনের দোষগুলি দূর করে যে পর্যন্ত না পাপ থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। এইভাবে শোধনের পর মনকে তা শান্তির পথে চালিত এবং সংহত করে। ॥৬৮॥

স্বর্ণকার যেমন ইচ্ছানুযায়ী সোনাকে নানাভাবে রূপান্তরিত করে যাতে বিবিধ অলংকার নির্মাণের কাজ সহজ হয়, তেমনি ভিক্ষুর মন যখন পরিচ্ছন্ন হয় এবং নিশ্চয়জ্ঞানের৯ অধিকার লাভ করে তখন সে শান্তির পথে তা চালিত করে যেখানে যেমন খুশী তাকে সংহত করে। ॥ ৬৯ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'বিতর্ক প্রহাণ'১০ নামক পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × ষোড়শ সর্গ × × × × × × × × × ×

এইভাবে যথাকালে কিছু বাদ দিয়ে কিছু যোগ করে মানসিক স্থিরতার মধ্য দিয়ে যোগী চতুর্বিধ ধ্যানের বিষয় অবগত হবেন—তারপর পাঁচটি অলৌকিক বিজ্ঞান আয়ত্ত করবেন। ॥১॥

—শ্রেষ্ঠ ঋদ্ধি, অপরের চিন্তার গতি সম্পর্কে কাম, সুদূর অতীত জন্মের স্মরণ, বিশুদ্ধ ও দিব্য দৃষ্টি এবং শ্রবণ। ॥ ২ ॥

আর্য সত্য১

তারপর থেকে বাস্তব তত্ত্ব পরীক্ষার পর তিনি দোষক্ষয়ের জন্য মনকে প্রয়োগ করবেন কারণ এইভাবে তিনি দুঃখ প্রভৃতি চারটি আর্য সত্য অবগত হন। ॥৩॥

এমন ভোগ আছে যা অবিরাম এবং যার মূল হচ্ছে যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণা-ভোগের এমন কারণ তার মূল প্রভবাত্মক২। যন্ত্রণার নির্বাণও আছে যার মূল পলায়ন ; শান্তির পথও আছে যার মূল ত্রাণাত্মক (অন্যকে রক্ষা)। ॥৪॥

নিজের বুদ্ধি দিয়ে চারটি আর্য সত্য বুঝে নিয়ে, তাদের তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করে, ধ্যানের অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত দোষের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এইভাবে শান্তিলাভের পর তার (যোগীর) আর জন্ম হয় না ॥৫॥

কিন্তু এই চারিটি সত্য উপলব্ধি যদি না হয়, যদি তাদের প্রকৃত তাৎপর্য আয়ত্ত করা না হয় তবে মানুষ সংসারদোলায় আরোহণ করে এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে ভ্রমণ করতে থাকে, কোন শান্তি পায় না। ॥৬॥

প্রথম সত্য

সংক্ষেপে বলতে গেলে৩—জরা প্রভৃতি কষ্টের মূল দুঃখ জন্ম—এটা জেনে রাখ। পৃথিবীর মাটিতে যেমন সবরকমের শস্য জন্মে—'জন্ম'ও এমন একটি আশ্রয় যেখানে সব দুঃখ জন্মে। ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত এই রূপের জন্ম আর বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত দুঃখের জন্ম একই কথা। যা এই দেহবিভ্রমের সৃষ্টি করে—তা-ই মৃত্যু ও রোগের সৃষ্টি কর্তা। ॥৮॥

ভাল বা মন্দ যে খাদ্যই হোক ; বিষমিশ্রিত হলে জীবনকে পোষণ করে না, ধ্বংস করে—তেমনি এই পৃথিবীতে সমস্ত জন্ম, প্রাণীদের মধ্যেই হোক বা তাদের উপরের বা নিচের স্তরে যেখানেই হোক—দুঃখেরই সৃষ্টি করে, সুখের নয়। ॥৯॥

যতদিন প্রাণী বেঁচে থাকে ততদিনই জরা প্রভৃতি বহুপ্রকারের দুঃখের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে গাছ জন্মে নি তাকে কেউ নাড়াতে পারে না—বায়ু-প্রবাহ যতই ভীষণ হোক্। ॥১০॥

যেমন বায়ুর জন্মস্থান আকাশে, শমীবৃক্ষের গর্ভে আগুনের জন্ম, জলের জন্ম পৃথিবীর অভ্যন্তরে তেমনি দুঃখেরও জন্মস্থান দেহ এবং মনে। ॥১১॥

তরলতা যেমন জলের ধর্ম, কঠিনতা যেমন পৃথিবীর গুণ, চলমানতা যেমন বায়ুর বৈশিষ্ট্য, অবিরাম উত্তাপ যেমন অগ্নির ধর্ম -তেমনি দেহ ও মনের ধর্ম দুঃখভোগ। ॥১২॥

দেহের অস্তিত্ব অর্থ রোগ, জরা ইত্যাদি দুঃখ, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বর্ষা, উত্তাপ শৈত্য প্রভৃতি দুঃখ ; আর মন যখন সহচর গুণের সঙ্গে জড়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তার ধর্ম বেদনা, অবসাদ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি দুঃখ। ॥১৩॥

জন্মের যন্ত্রণা তোমার চোখের সামনেই বর্তমান—তা দেখে জেনে নাও, অতীতেও এমন দুঃখই ছিল ; দুঃখ যেমন ছিল, তেমনি আছে—বুঝে নাও, ভবিষ্যতেও এইভাবেই দুঃখ থাকবে। ॥১৪॥

জগতে বীজের স্বভাব কি তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই জানা গেছে ; অনুমান করা যেতে পারে অতীতে এইরূপই ছিল, ভবিষ্যতেও একই রূপ থাকবে। আমাদের সম্মুখস্থ অগ্নি যেমন উত্তপ্ত বলে অনুভব করি, এই রকম উত্তপ্তই আগে ছিল এবং সর্বদাই থাকবে। ॥১৫॥

হে উদার চরিত্র! জগতে এই নামরূপ (জগৎ) যেখানেই গুণানুসারে

বিকশিত সেখানেই দুঃখ—কেননা এই নামরূপ ছাড়া কোথাও দুঃখ থাকে নি, থাকবে না—থাকতেও পারে না। ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয় সত্য

জগতের এই দুঃখের কারণ খুঁজতে হবে তৃষ্ণা প্রভৃতি দোষসমূহের মধ্যে—ঈশ্বর, প্রকৃতি, কাল, বস্তুস্বভাব, বিধাতা বা দৈব, কোথাও নয়। ॥ ১৭ ॥

এই কারণেই একথা বুঝতে হবে যে জগতের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে কতকগুলি দোষ ; তাই যারা ইন্দ্রিয়ভোগ বা মানসিক অন্ধকারের অধীন তারা মৃত্যুরও অধীন—যারা মুক্ত তারা আর জন্মগ্রহণ করেন না। ॥ ১৮ ॥

ইচ্ছা হলে পরেই মানুষ কোথাও বসে বা চলে বেড়ায় ; এইরূপ তৃষ্ণাবশেই মানুষের জন্মও হয়ে থাকে। ॥ ১৯ ॥

সকল প্রাণী অত্যন্ত আসক্তিপ্রবণ এবং স্বজাতির প্রতি প্রীতিপরায়ণ ; জেনে রেখো, ঐসব দোষ নিয়েই আবার তারা জন্ম নেবে, কেননা পূর্বজন্মে তারা ঐসব পাপই বার বার অভ্যাস করেছে। ॥ ২০ ॥

ইহলোকে ক্রোধ, হর্ষ প্রভৃতি আশ্রয় করেই প্রাণীর এক বিশেষ মূর্তি গড়ে ওঠে, তেমনি নূতন জন্মগুলিতেও এইসব দোষের সমবায়ে বিভিন্নরূপে সেই মূর্তির বিকাশ ঘটবে। ॥ ২১ ॥

যার হিংসাবৃত্তি আছে, নূতন জন্মে তা আরও বৃদ্ধি পাবে, যার কামবৃত্তি আছে তা আরও প্রবল হবে, যার মধ্যে মোহের প্রাধান্য, তার মোহ আরও প্রসারিত হবে, যার পাপ অল্প, তার পাপ হবে অল্প। ॥ ২২ ॥

যেমন, যখন মানুষ বুঝতে পারে কি ধরণের ফল তার সামনে রয়েছে। তার উপস্থিতি থেকে সে অনুমান করতে পারে অতীতে এর বীজ কি ধরণের ছিল ; তারপর সাক্ষাৎভাবে বীজের প্রকৃতি জানতে পেরে সে অনুমান করতে পারে এর ফল কি ধরণের হতে পারে। ॥ ২৩ ॥

যদি কোন জন্মের দোষক্ষয় কারও হয়ে থাকে তবে বৈরাগ্যবশতঃই সেই জাতিতে আর সে জন্মগ্রহণ করে না ; কিন্তু কোন জন্মে কোন দোষের প্রতি যদি প্রবণতা থাকে তবে বশহীনতার জন্যই সেই জন্মই তাকে গ্রহণ করতে হয়। ॥ ২৪ ॥

তৃতীয় সত্য

সুতরাং হে সৌম্য! তুমি জেনে রাখ যে বহুবিধ জন্মের মূল আছে তৃষ্ণা প্রভৃতি ; দুঃখ থেকে যদি মুক্তি চাও তবে এইগুলির মূলোচ্ছেদ কর—কেননা, কারণের ক্ষয়েই কার্যের ক্ষয়। ॥ ২৫ ॥

কারণের ক্ষয় থেকেই দুঃখের ক্ষয়—তাই তুমি সেই অস্তিত্বেরই সাধনা কর যা পবিত্র, শান্ত—এমন একটি আশ্রয় যা বাসনা থেকে মুক্ত এবং সেই মুক্তিই এনে দেয় যা নিত্য ও পবিত্র ; কেউ যাকে হরণ করতে পারে না। ॥ ২৬ ॥

তা এমন একটি অবস্থা যেখানে জন্ম, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি—কিছুই নেই, অপ্রিয় মিলন নেই, ইচ্ছার ব্যর্থতা নেই, প্রিয়বিচ্ছেদ নেই—যা নিত্য, শান্ত এবং চূড়ান্ত। ॥ ২৭ ॥

প্রদীপ যেমন নির্বাপিত হলে ভূমিতে, আকাশে, বা দিক্‌বিদিক—কোন স্থানেই যায় না, কেবলমাত্র তেলের অভাবহেতু নির্বাণলাভ করে। ॥ ২৮ ॥

যোগীও তেমনি নির্বাণলাভ করলে পৃথিবীতে, আকাশে বা দিক্‌বিদিকে যান না, কেবলমাত্র দোষের ক্ষয়হেতু শান্তি লাভ করেন। ॥ ২৯ ॥

চতুর্থ সত্য : অষ্টাঙ্গিক পথ৪

এই অবস্থানলাভের উপায় ত্রিবিধ প্রজ্ঞা এবং দ্বিবিধ শান্তি। পণ্ডিত ব্যক্তি পবিত্র ত্রিবিধ নিয়মে নিজেকে সংযত করে এর অনুশীলন করবেন। ॥ ৩০ ॥

দেহ ও মনের সম্যক ক্রিয়া, সম্যক জীবিকা—এই তিনটি নিয়মের সঙ্গে কর্ম-বিধিতে অনুশীলন করতে হবে কর্মকে জয় করার জন্য। ॥ ৩১ ॥

দুঃখ প্রভৃতি সম্পর্কে সত্য দৃষ্টি, সম্যক বিতর্ক এবং শক্তি—এই তিনটি প্রজ্ঞামূলক ; জ্ঞানলাভের নিয়মে এইগুলি আয়ত্ত করতে হবে—উদ্দেশ্য, দোষের দূরীকরণ। ॥ ৩২ ॥

রীতি অনুযায়ী সত্যোপলব্ধির জন্য শুদ্ধ চিন্তা এবং সম্পূর্ণ সমাধি—এই দুইটি শান্তিমূলক ; এই দুইটি যোগের নিয়মে অনুশীলন করতে হবে, মনকে জয় করাই এর উদ্দেশ্য। ॥ ৩৩ ॥

অকাল যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর সৃষ্টি করতে পারে না, শীলও (অনুশীলন বিধি) তেমনি পাপের অঙ্কুর জন্মায় না ; শীল যদি পবিত্র থাকে দোষগুলি যেন সলজ্জ হয়েই মানুষের মন আক্রমণ করে। ॥ ৩৪ ॥

কিন্তু সমাধি দোষগুলিকে দূরীভূত করে, পর্বত যেমন নদীর প্রবল প্রবাহকে দূরে সরিয়ে রাখে। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতই সমাধিতে স্থিত মানুষের মনকে আক্রমণ করতে পারে না। ॥ ৩৫ ॥

নদী প্রবাহ যেমন তীরস্থিত বৃক্ষগুলিকে উন্মূলিত করে, প্রজ্ঞাও তেমনি দোষগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে। প্রজ্ঞায় দগ্ধ হয়ে দোষগুলি আর বাড়তে পারে না—বজ্রাহত বৃক্ষ যেমন অগ্নিদগ্ধ হয়ে বাড়তে পারে নি তেমনি। ॥ ৩৬ ॥

এই পথ স্পষ্ট, মহান এবং অধৃষ্য—এর তিন বিভাগ—আটটি অঙ্গ। এই পথে প্রবেশ করলে মানুষ ক্লেশদায়ক দোষগুলিকে ত্যাগ করে পরম মঙ্গলময় পদ লাভ করতে পারে। ॥ ৩৭ ॥

এই পথ অনুসরণের জন্য প্রয়োজন—দৃঢ়তা, সরলতা, আত্মসম্মান, সতর্কতা, বিচার, অল্পের জন্য আশা, সন্তোষ, মোহাভাব, এবং সাংসারিক কর্মে অনাসক্তি। ॥ ৩৮ ॥

যিনি দুঃখকে তার আপন স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারেন, দুঃখের উদ্ভব এবং তার নিরোধের পথও জানেন—এই সৎপথে তিনি শান্তিলাভ এবং শুভার্থী বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেন। ॥ ৩৯ ॥

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যিনি ব্যাধিকে ব্যাধিরূপেই চিনতে পারেন, এর কারণ আর আরোগ্যও জানেন, তিনি কুশল মিত্রের উপাচার্য্যায় দ্রুত স্বাস্থ্য ফিরে পান। ॥ ৪০ ॥

সুতরাং প্রথম সত্যে ক্লেশভোগকে ব্যাধি হিসাবে গ্রহণ কর ; দ্বিতীয় সত্যে দোষগুলিকে ব্যাধির কারণ হিসাবে নাও, তৃতীয় সত্যে সুন্দর স্বাস্থ্যকে আরোগ্য হিসাবে গ্রহণ কর, আর এই পথকে তার ঔষধ হিসাবে নাও। ॥ ৪১ ॥

সুতরাং প্রবৃত্তিকে দুঃখ বলে মনে কর ; দোষগুলিকে প্রবৃত্তির মূল বলে জান ; নিবৃত্তিকে সেই দোষের নিরোধক মনে কর আর মনে রাখ এই পথই সেই নিরোধক। ॥ ৪২ ॥

মাথায় বা বস্ত্রে আগুন লাগলেও সত্যের উপলব্ধির জন্য মনকে চালিত করতে হবে। কারণ মানুষ সত্যনীতিকে বুঝতে না পারতেই অতীতে দগ্ধ হয়েছে, এখন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। ॥ ৪৩ ॥

কারণ, যখন মানুষ দেখতে পায় যে এই জগৎ সংসার অস্থায়ী, তখন তার ঐ দৃষ্টি সত্য এবং সত্যদর্শনের ফলেই তার নিরাসক্তি জাগে, আসক্তির ক্ষয় হয়। ॥ ৪৪ ॥

আমি বলছি, আসক্তির ক্ষয় এবং নিরাসক্তির জাগরণের পরে মানুষের মন সত্যই মুক্ত হয় ; মন যদি এইগুলি থেকে সত্য মুক্তিলাভ করে তাহলে এর পর তার আর করণীয় কিছুই থাকে না। ॥ ৪৫ ॥

আমি বলছি, যে এই জগৎ সংসারকে দেখে এর প্রকৃত স্বভাব উপলব্ধি করতে পারে, এর কারণ এবং বিলুপ্তির তত্ত্ব বুঝতে পারে তার (দোষ স্পর্শজনিত) পাপ বিলুপ্ত হয়। ॥ ৪৬ ॥

তাই, যথাসাধ্য শক্তিপ্রয়োগ করে দোষগুলির ধ্বংসসাধনে দ্রুত তৎপর হও ; বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখ ধাতুগুলির মধ্যে কোনগুলি দুঃখজনক, অস্থায়ী এবং আত্মতাহীন। ॥ ৪৭ ॥

কারণ, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ প্রভৃতি ছয়টি ধাতুর সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ বুঝতে পারে এবং এ-ও বুঝতে পারে যে তাদের ছাড়া আর কিছুই নেই—সে এইগুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির তত্ত্বও বুঝতে পারে। ॥ ৪৮ ॥

ক্লেশনাশের জন্য যে সঙ্কল্প করেছে তার পক্ষে সময় ও রীতি সম্পর্কেও চিন্তা করা উচিত ; কেননা যোগের অভ্যাসও যদি অকালে এবং ভ্রান্ত রীতিতে করা হয় তবে তা অনর্থের সৃষ্টি করে, আশানুরূপ ফল দেয় না। ॥ ৪৯ ॥

কোন মানুষ যদি অজাতবৎসা গাভী দোহন করে, সে দুধ পায় না, কেননা সে অকালে দোহন করেছে ; অথবা কাল ঠিক রেখেও সে দুধ পাবে না যদি সে অজ্ঞানতাবশতঃ গাভীর শৃঙ্গ থেকে দোহন করতে যায়। ॥ ৫০ ॥

যে আগুন চায় সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, ভিজে কাঠ থেকে কিছুতেই তা পাবে না ; আবার ভুল রীতি প্রয়োগ করে শুকনো কাঠ থেকেও আগুন পাবে না যদি সে শুধু ফেলে দেয়। ॥ ৫১ ॥

যোগ, স্থান, কাল ও মাত্রা, রীতি পরীক্ষা করেই মানুষকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে ; নিজের শক্তি ও দুর্বলতার দিকটা ভেবে তার বিরুদ্ধ কিছু করা উচিত হবে না। ॥ ৫২ ॥

কিন্তু মন যখন উত্তেজিত থাকে 'প্রগ্রাহক' নামক যোগের অভ্যাস সে করবে না ; কেননা, মন এই পথে শান্তিলাভ করতে পারে না যেমন বায়ুর আন্দোলনে আগুন নিভে যায় না। ॥ ৫৩ ॥

মন যখন উদ্বেলিত থাকে তখন সেই ধ্যানের সময় যা শান্তিলাভের জন্য নির্দিষ্ট। কারণ এইভাবে মন শান্ত হয়, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি জলে নির্বাপিত হয়ে থাকে। ॥ ৫৪ ॥

মন যদি মন্থর হয়ে পড়ে সেই সময়ে এমন বিষয় নিয়ে ধ্যান করবে না যা শান্তিলাভের জন্য নির্দিষ্ট, কারণ তাতে মন আরও মন্থর (কুঁড়ে) হয়ে যায়, অন্তঃসারশূন্য অগ্নিতে বাতাস না দিলে যেমন হয়। ॥ ৫৫ ॥

মন যদি অবসন্ন হয়, উৎসাহবর্দ্ধক (উদ্দীপক) ধ্যানের সে-ই উপযুক্ত সময় ; এইভাবে মন কর্মে উৎসাহ লাভ করে যেমন নিভন্ত আগুন ইন্ধন পেলে সজীব হয়ে ওঠে। ॥ ৫৬ ॥

চিন্তা যখন অবসন্ন বা উত্তেজিত থাকে তখন উদাসীনতার ভাব আনে এমন ধ্যান প্রশস্ত নয় ; এতে অনর্থ উপস্থিত হতে পারে, রোগীর পীড়া উপেক্ষিত হলে যেমন হয় তেমনি। ॥ ৫৭ ॥

চিন্তা যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই উদাসীনতার অনুকূল ধ্যানের প্রয়োজন ; এভাবে সন্নিহিত কর্তব্যে মনোনিবেশ করা চলে—শিক্ষিত অশ্বযুক্ত রথ যেমন তেমনি। ॥ ৫৮ ॥

কামের উত্তেজনায় যখন মন চঞ্চল তখন মৈত্রীর অনুশীলন ত্যাগ করা উচিত। কারণ কামাসক্ত মানুষ মৈত্রীর আকর্ষণে ভিন্নপথে চালিত হয়, কফজীর্ণ ব্যক্তি যেমন ভুল চিকিৎসায় ভোগে। ॥ ৫৯ ॥

যখন মন কামে উত্তেজিত থাকে তখন ধৈর্য অবলম্বন করে 'অশুভ' নামক ধ্যানেরও আশ্রয় নিতে হবে। কারণ এইভাবে কামাসক্ত মানুষ শান্তিলাভ করে, কফপীড়িত মানুষ যেমন ঝাঁঝালো ঔষধ প্রয়োগ করে শান্তি পায়। ॥ ৬০ ॥

হিংসার পাপে যখন মন উত্তেজিত থাকে তখন 'অশুভ' নামক ধ্যান বেছে নিয়ো না, কেননা, যার প্রকৃতি দ্বেষাত্মক, ঐ ধ্যান তার বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে—যেমন পিত্তাধিক্য যার তাকে যেমন তীব্র ঔষধের চিকিৎসা বিনাশ করে। ॥ ৬১ ॥

হিংসাক্লিষ্ট চিত্তে মৈত্রীচিন্তার অনুশীলন করবে—নিজের উপরে আঘাতের প্রয়োগ হলে কি হয়ে সে কথা চিন্তা করে। দ্বেষাত্মক চিত্তকে প্রশমিত করতে হলে মৈত্রীর প্রয়োজন—যেমন রুক্ষস্বভাবের লোককে প্রশমিত করতে শীতলতার প্রয়োজন। ॥ ৬২ ॥

মনের ক্রিয়া যখন মোহের অধীন তখন মৈত্রীভাবনা বা অশুভচিন্তা অনুপযুক্ত ; কেননা, তা থেকে মানুষ আরও অধিক মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে—বায়ুপ্রধান ব্যক্তি যেমন ঝাঁঝালো ঔষধের প্রয়োগে অচেতন হয়ে পড়ে। ॥ ৬৩ ॥

মন যখন মোহগ্রস্ত অনুশীলনের বিষয় হবে এইটি (সত্য) এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করা। এইটিই মোহাবিষ্ট মনের শান্তির পথ যেমন বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে তৈল চিকিৎসা। ॥ ৬৪ ॥

এই পৃথিবীতে স্বর্ণকার চুল্লীতে সোনা রেখে যথাকালে হাঁপর চালায়, যথাকালে জলে ভিজিয়ে নেয় এবং যথাকালে ধীরে ধীরে তা শীতল করে নেয়। ॥ ৬৫ ॥

কেননা, অকালে হাঁপর চালিয়ে সে সোনা পুড়িয়ে ফেলত, অকালে জলে ফেলে সে তা নরম করে ফেলত, অকালে শীতল করে সে তার পরিণত রূপ পেত না। ॥ ৬৬ ॥

নিগ্রহ হোক বা প্রশমন হোক বা যথাকালে পরীক্ষাই হোক—মানুষ মনে মনে অনুশীলনের যোগ্য বিষয় স্থির করে নেবে। কেননা, যত্নও যথারীতিতে না করলে ধ্বংসের কারণ হয়। ॥ ৬৭ ॥

এইভাবে সুগত তাঁকে ন্যায়ের পথ এবং অন্যায় বর্জনের পথ সম্পর্কে বললেন এবং ব্যবহার বৈচিত্র্য তিনি জানতেন বলেই তিনি চিন্তামুক্তির উপায় সম্পর্কে বলতে লাগলেন। ॥ ৬৮ ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে যে দোষটি কুপিত হয়—চিকিৎসক যেমন তারই শান্তির জন্য ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন তেমনি বুদ্ধও দোষ শান্তির জন্য বললেন— ॥ ৬৯ ॥

অভ্যাস দৃঢ় হয়েছে বলে যদি একটি উপায়ে অশুভ চিন্তাগুলি দূর না করা যায় তাহলে দ্বিতীয় আর একটি উপায় প্রয়োগ করতে হবে। এই সুন্দর অভ্যাস-টিকে কোনক্রমেই ত্যাগ করা চলবে না। ॥ ৭০ ॥

দোষগুলি সব একসঙ্গে নির্মূল করা যায় না। কেননা, পাপের সেনাবাহিনী অত্যন্ত ক্লেশগম্য শক্তিশালী স্বভাবতঃই তারা অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত হয়েছে। আর তাছাড়া, বিশুদ্ধ প্রয়োগরীতি অত্যন্ত কঠিন। ॥ ৭১ ॥

যেমন কর্মকুশল ব্যক্তি একটি ছোট কীলকের সাহায্যে একটি বড় কীলক তুলে নেয় তেমনি একটি ধ্যানের বিষয় যদি কুফল সৃষ্টি করে তবে আর একটি বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। ॥ ৭২ ॥

তবু মনের অভিজ্ঞতার অভাবে যদি অশুভ চিন্তা দূর না হয় তবে সেই চিন্তার দোষ পরীক্ষা করে তাকে ত্যাগ করতে হবে—পথিক যেমন বন্যপশুপূর্ণ পথ থেকে দূরে সরে যায়। ॥ ৭৩ ॥

জীবনধারণ করতে ইচ্ছুক এমন কোন ব্যক্তি যতই ক্ষুধার্ত হোক, কখনও বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করে না, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি পরিণামে পাপ সৃষ্টি করে বলে অশুভ চিন্তা বর্জন করেন। ॥ ৭৪ ॥

কেননা, যে দোষকে তার যথার্থ স্বরূপে চিনতে না পারে তাকে কে দোষ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে? যে গুণের মধ্যে গুণ আবিষ্কার করতে পারে সে বাধা পেলেও তার জন্যই সাধনা করে। ॥ ৭৫ ॥

সদ্বংশজাত ব্যক্তি অশুভ প্রবৃত্তির দিকে মনের সক্রিয়তায় এবং অদৃশ্য ও অশুচি কামনার কথা ভেবে লজ্জাবোধ করেন যেমন সুন্দর যুবা কুৎসিতদর্শন অবিন্যস্ত বস্তু কণ্ঠে লগ্ন দেখলে যেমন সঙ্কুচিত হন। ॥ ৭৬ ॥

কিন্তু অশুভ চিন্তা বিদূরিত করলেও কিছু থেকে যায় অন্য কোন উপায়ে তোমাকে তাদের নির্মূল করতে হবে—যেমন, পাঠ, কর্ম, প্রভৃতি। ॥ ৭৭ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি এমন কি দিনের বেলাতেও ঘুমিয়ে থাকবেন অথবা দৈহিক শ্রম করবেন; কিন্তু কোনক্রমেই অশুভচিন্তার অনুশীলন করবেন না—এইরূপ চিন্তায় আসক্তি অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে। ॥ ৭৮ ॥

যেমন চোরের ভয়ে ভীত মানুষ রাত্রিতে বন্ধুকে পর্যন্ত গৃহে প্রবেশ করতে দেয় না, তেমনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি একই সঙ্গে শুভ এবং অশুভ চিন্তার অনুশীলন বর্জন করেন। ॥ ৭৯ ॥

এভাবে সংগ্রাম করেও যদি এইসব দোষ নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের নির্মূল করতে হবে, স্বর্ণের অপরিচ্ছন্নতা যেমন দূর করা হয়। তাদের স্থূলতার ক্রমানুযায়ী দূর করতে হবে। ॥ ৮০ ॥

অত্যধিক কামক্রিয়ার ফলে অবসন্ন মানুষ যেমন দ্রুত চলন প্রভৃতি অভ্যাস করে তেমনি এইভাবে সুধী ব্যক্তি পাপজ্ঞান নির্মূল করেন। ॥ ৮১ ॥

যথার্থ প্রতিরোধের যোগ্য প্রতিপক্ষ বিষয় খুঁজে না পাওয়ার ফলে যদি অশুভ চিন্তার নিরসন না হয় তাহলেও মুহূর্তের জন্য তাদের সহ্য করা সঙ্গত নয়—যেমন সর্পের সঙ্গে একই গৃহে বাস মানুষ মেনে নেয় না তেমনি। ॥ ৮২ ॥

দাঁতে দাঁত চেপে, তালুতে জিহ্বা লাগিয়ে, মন দিয়ে মনকে সংযত করে

মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে, তাদের কাছে হার মেনে নেওয়া কখনই ঠিক হবে না।৬ ॥ ৮৩ ॥

যিনি আরণ্যজীবন গ্রহণ করেছেন, যাঁর মন সুস্থ এবং মায়া থেকে মুক্ত, তিনি যে মোহগ্রস্ত হবেন না—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? অশুভ চিন্তায় মন আক্রান্ত হলেও যিনি ক্ষুব্ধ হন না তিনিই কৃতী, তিনিই ধীর। ॥ ৮৪ ॥

আর্যসত্য লাভ যদি করতে হয় তবে এই নিয়মেই তার পথ পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে—রাজা যেমন অর্জিত রাজলক্ষ্মীকে লাভের জন্য যাত্রা করতে গিয়ে আগেই পথ সংস্কার করিয়ে নেন। ॥ ৮৫ ॥

এই অরণ্য সকল দিকেই শুভ, যোগসাধনার অনুকূল, মানুষের প্রবেশ এখানে নেই। আগে দৈহিক নির্জনতা অর্জন কর, তারপর দোষের দূরীকরণে ব্রতী হও। ॥ ৮৬ ॥

কৌণ্ডিন্য, নন্দ, কৃমিল, অনিরুদ্ধ, তিষ্য, উপসেন, বিমল, রাধ, বাষ্প, উত্তর, ধৌতকি, মোহরাজ কাত্যায়ন দ্রব্য, এবং পিলিন্দবৎস ; ॥ ৮৭ ॥

ভদ্দালি, ভদ্রায়ণ, সর্পদাস, সুভূতি, গোদত্ত, সুজাত, বৎস, সংগ্রামজিৎ, ভদ্রজিৎ, অশ্বজিৎ, শ্রোণ, শোণ, কোটিকর্ণ ; ॥ ৮৮ ॥

ক্ষেমা, অজিত, নন্দ ও নন্দকের মাতা, উপালি, বাগীশ, যশ, যশোদা, মহাহ্বয়, বল্কলি, রাষ্ট্রপাল, সুদর্শন, স্বাগত, মেঘিক ; ॥ ৮৯ ॥

কপ্‌ফিন, উরুবিল্বের কাশ্যপ, মহামহাকাশ্যপ, তিষ্য, নন্দ, পূর্ণ, পূর্ণক এবং পূর্ণ শোনাপরান্ত ; ॥ ৯০ ॥

শারদ্বতীপুত্র, সুবাহু, চুন্দ, কোন্দেয়, কাপ্য, ভৃগু, কুণ্ঠধান, শৈবল, রেবত, কৌষ্ঠিল, মৌদ্গলায়ন ও গবাম্পতি৭ ; ॥ ৯১ ॥

যোগসাধনে এরা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বিধি অনুযায়ী অবিলম্বে তুমিও তা দেখাও। তাহলে তাঁরা যে সুখময় গৌরবের স্থান লাভ করেছেন তা তুমিও লাভ করবে—তাঁরা যে অক্ষয় যশের অধিকারী হয়েছেন তুমিও তার অধিকারী হবে। ॥ ৯২ ॥

কোন বস্তু স্বাদে উত্তপ্ত হতে পারে, কিন্তু ভোজনের পরে তা সহজে জীর্ণ হয় ; তেমনি উৎসাহশক্তিকেও দুঃখজনক বলে মনে হতে পারে, কেননা শ্রমের সঙ্গে তা যুক্ত ; কিন্তু উদ্দেশ্যের সার্থকতার মধ্যেই তা মধুর বলে মনে হয়। ॥ ৯৩ ॥

উৎসাহ সমস্ত কার্যসিদ্ধির মূলে, উৎসাহ ছাড়া কোন সিদ্ধি নেই। পৃথিবীতে উৎসাহের বলেই সর্বসম্পদ লাভ সম্ভব, উৎসাহের অভাবেই সকল পাপের উদ্ভব। ॥ ৯৪ ॥

যারা উৎসাহহীন তাদের অলব্ধ বস্তুর লাভ হয় না, বরং লব্ধবস্তু নষ্ট হয়ে যায় ; তাছাড়া, নিজেদের উপরে অবজ্ঞার ভাব দেখা দেয়, দুঃখ আসে, শক্তিমানদের কাছে অপমানিত হতে হয় ; তারপর আসে মানসিক অন্ধকার বীর্যহীনতা, বিদ্যা, সংযম ও সন্তোষের অভাব এবং পরিণামে অধঃপতন। ॥ ৯৫ ॥

সমর্থ ব্যক্তি এই নিয়মের কথা শুনে যে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে না, পরম তত্ত্ব জেনেও যে ঊর্ধ্বস্তরে বাস করতে পারে না, গৃহত্যাগ করেও যে মুক্তির মধ্যে শান্তিলাভ করতে পারে না—এই সব কিছুরই কারণ তার নিজের উৎসাহহীনতা, অন্য কোন শত্রু নয়। ॥ ৯৬ ॥

অক্ষুণ্ণ উৎসাহে যদি কেউ মাটি খনন করে তবে সে জল পায়, অবিরাম

অরণি ঘর্ষণ করতে করতে অগ্নি উৎপাদন করে—যারা যোগসাধনায় মনোনিবেশ করে তারাও তাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করে। কেননা, জলধারা নিত্য দ্রুত প্রবাহিত থাকলে পর্বতকেও ক্ষয় করতে পারে। ॥ ৯৭ ॥

মাটি চাষ করে এবং অসীম যত্নে ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে মানুষ অনুপম শস্যশ্রী লাভ করে ; যত্নে সাগরজলে গাহন করে সে রত্নশ্রী লাভ করে ; শরক্ষেপে শত্রুদল দমন করে সে রাজ্যশ্রী লাভ করে। সুতরাং শান্তির জন্য উৎসাহের অনুশীলন কর। উৎসাহে সর্বসম্পদ বর্তমান। ॥ ৯৮ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'আর্যসত্য ব্যাখ্যা' নামক ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × সপ্তদশ সর্গ × × × × × × × × × × ×

এইভাবে তত্ত্বোপলব্ধির পথে নন্দকে উপদেশ দেওয়া হলো ; এখন মুক্তির পথে তাঁর সাধনা। তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে গুরুকে বন্দনা করলেন। তারপর পাপমুক্তির জন্য অরণ্যে প্রস্থান করলেন। ॥ ১ ॥

সেখানে বৃক্ষরাজির মধ্যে তিনি নির্জনস্থান দেখতে পেলেন—সে স্থান কোমল দূর্বাঘাসে আচ্ছাদিত, তাকে ঘিরে আছে একটি স্রোতস্বিনী ; নীরবে সে বয়ে চলেছে, তার জল বৈদূর্যমণির মত নীল। ॥ ২ ॥

জলে হাত পা ধুয়ে তিনি এক পরিচ্ছন্ন, মঙ্গলময় এবং সুন্দর এক বৃক্ষমূলে বসলেন—মুক্তির জন্য কঠিন সংকল্পই তাঁর বর্ম ; বীরাসনে[১] বসে তিনি তার কোলের উপর নত হলেন। ॥ ৩ ॥

সমস্ত দেহ সোজা করে তিনি দেহের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন ; সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিজের মধ্যে সংহত করে তিনি সযত্নে বীরাসনে উপবেশন করলেন। ॥ ৪ ॥

নিখিল তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য উৎসুক হয়ে এবং মুক্তির অনুকূল নিয়ম পালন করতে ইচ্ছুক হয়ে গভীর জ্ঞান ও শান্তিবলে তিনি মনের উৎকর্ষবিধানের স্তরে বিচরণ করতে লাগলেন। ॥ ৫ ॥

ধৈর্য নিয়ে, যত্ন প্রয়োগ করে, মোহ বর্জন করে, শক্তি সংহত করে তিনি তাঁর চিন্তাকে প্রশান্ত করে তুললেন এবং চিত্তকে সংযত করে ; তারপর সুস্থ হয়ে বিষয়ভোগে উদাসীন হলেন। ॥ ৬ ॥

কিন্তু মনের উৎসাহ এবং আত্মার সঙ্কল্প সত্ত্বেও নিজের অভ্যাসবশে কামভাব তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তুললো—বর্ষাকালে জলের মধ্যে বজ্রপাত হয়ে যেমন জলকে কটু করে তোলে। ॥ ৭ ॥

প্রবৃত্তির এই প্রবলতা[২] লক্ষ্য করে তিনি তৎক্ষণাৎ ধর্মের বিঘ্নস্বরূপ সেই ভাবটিকে দূরে নিক্ষেপ করলেন ; বিঘ্নকারিণী রমণীকে তেজস্বী পুরুষ যেমন ক্রোধে প্রত্যাখ্যান করেন—সে যতই প্রিয় হোক না। ॥ ৮ ॥

মনের প্রশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমস্ত শক্তি যখন সংযত তখন তাঁর মনে একটি অশুভ চিন্তার উদয় হলো—রোগকে ধ্বংস করার জন্য যে মন প্রস্তুত তখন সেখানে আর একটি ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দেওয়ার মত। ॥ ৯ ॥

এই নূতন চিন্তাকে জয় করার জন্য তিনি যোগের অনুকূল অন্য একটি শুভ ধ্যানের বিষয় বেছে নিলেন ; মানুষের যখন শক্তি ব্যর্থ হয় আর তাকে

যখন বলবান শত্রু এসে অভিভূত করে তখন সে যেমন শক্তিশালী আর্তরক্ষকের শরণ নিয়ে থাকে। ॥ ১০ ॥

রাজা নূতন ভূমিভাগ অধিকার করেন—যে ভূমি তিনি পূর্বে শাসন করেন নাই ; সেখানে তিনি শক্তিশালী নগর নির্মাণ করেন, বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন, মিত্রসংগ্রহ করেন—আবার শত্রুও দমন করেন—মুক্তিকামী মানুষের কাছে যোগের বিধিও তেমনি। ॥ ১১ ॥

কেননা, মুক্তিকামী যোগীর চিত্তও একটি সুদৃঢ় নগরীর মত ; জ্ঞানের পথ তার দণ্ড, গুণগুলি মিত্র, আর দোষগুলি শত্রু আর মুক্তি হচ্ছে সেই ভূমি যা অধিকার করার জন্য তিনি সাধনা করেন। ॥ ১২ ॥

দুঃখের বিশাল জাল থেকে মুক্তির জন্য উৎসুক, মুক্তির পথে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, পরম পথ দর্শনে কৃতসংকল্প হয়ে তিনি (নন্দ) প্রশান্তি লাভ করলেন আর কিছু অন্তর্দৃষ্টি। ॥ ১৩ ॥

গৃহহীন পথিক নিজেকে এক মানসিক অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করে, সত্যে দীক্ষিত হলেও সে তা উপেক্ষা করে ; কিন্তু নন্দ মুক্তিলাভের যোগ্য পাত্র—তিনি নিজের মধ্যে মনকে সংহত করলেন। ॥ ১৪ ॥

আত্মা তাঁর নিজের মধ্যে—পুনর্জন্মবোধ তাঁর সাধনা। তিনি অস্তিত্বের উপকরণগুলি পরীক্ষা করতে লাগলেন—তাদের উৎপত্তি, কারণ, প্রকৃতি, তাদের অভিজ্ঞতার স্বাদ এবং তাদের নিজস্ব ত্রুটি। ॥ ১৫ ॥

দেহকে তিনি পরীক্ষা করলেন এর প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উপকরণ নিয়ে। তিনি দেখলেন, দেহ অপবিত্র—যন্ত্রণার অধীন, স্থায়িত্বহীন এবং কর্তাহীন। ॥ ১৬ ॥

দেহের অস্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করে এর ব্যক্তিত্বহীনতা, আত্মহীনতা এবং এর ভোগপ্রবণতা লক্ষ্য করে তিনি যেন পরম পথজ্ঞানের দ্বারাই পাপবৃক্ষকে কাঁপিয়ে তুললেন। ॥ ১৭ ॥

পৃথিবীতে সব কিছুই প্রথমে থাকে না, পরে অস্তিত্বের সীমায় ধরা দেয়, আবার অনস্তিত্বের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং যেহেতু তাদের একটি কারণ থাকে, কিন্তু সেই কারণও ক্ষণস্থায়ী সেহেতু তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সমগ্র পৃথিবীই নশ্বর। ॥ ১৮ ॥

যেহেতু, যা কিছু জন্মাচ্ছে তার সঙ্গে কর্মযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত এবং এই কর্মই বন্ধন ও ধ্বংসের কারণ এবং যেহেতু যাকে সুখ বলা হয় তা শুধু দুঃখের প্রতিকারের জন্য—তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—অস্তিত্বই দুঃখময়। ॥ ১৯ ॥

যেহেতু ব্যক্তি শুধু সংস্কারের সমষ্টিমাত্র—সে কর্তা নয় বা জ্ঞানীও নয় এবং যেহেতু সক্রিয় প্রাণীর জন্ম হয় কতকগুলি জটিল ও মিশ্রিত কারণ থেকে সেহেতু তিনি উপলব্ধি করলেন সমস্ত সংসারই শূন্য। ॥ ২০ ॥

যেহেতু পৃথিবী আত্মনির্ভর নয়, এর কোন চালকশক্তি নেই এবং এমন কোন একটি শক্তি নেই যে সমস্ত ক্রিয়ার উপর একক প্রভুত্ব স্থাপন করেছে এবং যেহেতু বিভিন্ন ভাব অন্য ভাবের উপর নির্ভরশীল—সেহেতু তিনি বুঝতে পারলেন, জগতের কোন আত্মা নেই। (নিয়ামক) ॥ ২১ ॥

তারপর তিনি দুর্লভ লোকোত্তর পথের সন্ধান পেলেন—যেমন লোকে গ্রীষ্ম-কালে ব্যজনের দ্বারা বায়ুলাভ করে, ঘর্ষণের দ্বারা কাষ্ঠস্থিত অগ্নিলাভ করে কিংবা খননের দ্বারা ভূমির অন্তরালে স্থিত জল লাভ করে। ॥ ২২ ॥

পবিত্র জ্ঞানের ধনু হাতে নিয়ে, মনোযোগের বর্ম পরিধান করে, বিশুদ্ধ

শীলের বাহনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তখন জয়লাভের জন্য প্রস্তুত হলেন—মনের যুদ্ধক্ষেত্রে পাপের সেনানীর সঙ্গে যুদ্ধে তখন তিনি উৎসুক। ॥ ২৩ ॥

তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি পাপবাহিনীর যুদ্ধরেখা সবলে ভেদ করলেন—তিনি তীক্ষ্ণ অস্ত্ররূপে নিলেন বোধির অঙ্গগুলিকে, সযত্ন প্রচেষ্টাই তাঁর উত্তম রথ, তাঁর সেনাবাহিনীতে আছে পথের অঙ্গস্বরূপ হস্তী। ॥ ২৪ ॥

মনঃসন্ধানের চারটি শর তিনি নিক্ষেপ করলেন—প্রত্যেকটি শরই তাঁর নিজস্ব ক্রিয়াক্ষেত্রে ; এর ফলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার শত্রুদের ধ্বংস করলেন—এই শত্রুরা হলো দুঃখের হেতু জ্ঞানের চার শ্রেণীর বিকৃতি। ॥ ২৫ ॥

অতুলনীয় পাঁচটি মহৎ শক্তির সাহায্যে তিনি মনের পাঁচটি বাধাকে জয় করলেন এবং সত্যপথের অঙ্গ আটটি হস্তীর সাহায্যে মিথ্যাপথের অঙ্গ আটটি হস্তীকে বিতাড়িত করলেন। ॥ ২৬ ॥

তারপর সম্পূর্ণভাবে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবাদ ত্যাগ করে, চার সত্যে সন্দেহমুক্ত হয়ে, বিশুদ্ধ শীল সম্পর্কে সত্যদৃষ্টি নিয়ে, তিনি ধর্মের প্রথম ফললাভ করলেন। ॥ ২৭ ॥

মহৎ চার সত্যের তাৎপর্য বুঝে তিনি ধর্মের অনুশীলনে সকল দ্বিধা থেকে মুক্ত হলেন ; দ্বিধামুক্তি ছাড়াও তিনি একশ্রেণীর পাপের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন, আত্মগত মহিমা সঞ্চয় করলেন, জ্ঞানীগণ সত্যজ্ঞানের উপলব্ধিতে যে সুখলাভ করেন, তা নিজেও অনুভব করলেন বিশ্বাসের দৃঢ়তা দিয়ে, ধৈর্যের স্থিরতা দিয়ে, চার সত্য সম্পর্কে যত বিভ্রান্তি তা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মহৎ শীলসমূহকে দোষ থেকে মুক্ত করে নিজেকে সকল দ্বিধা থেকে মুক্ত করলেন। ॥ ২৮-২৯ ॥

তিনি মিথ্যা দৃষ্টির জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন, জগৎ স্বরূপে যেমন সেই রূপেই দেখলেন ; এইভাবে তিনি অনুভব করলেন জ্ঞানাশ্রয়ী আনন্দ, গুরুর প্রতি তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। ॥ ৩০ ॥

কারণ যিনি সকল ব্যাপারকেই নিয়ত বলে মনে করেন, অন্য হেতু দ্বারা কৃত বা অহেতুক মনে করেন না—যিনি মনে করেন প্রত্যেক বস্তুই অন্যের উপর নির্ভর করছে—তিনি সেই মহৎ ধর্ম বুঝতে পারেন যা পরিণামে শান্তির পথে নিয়ে যায়। ॥ ৩১ ॥

যিনি শান্তিময়, পবিত্র, জরাহীন, কামনাহীন পরম মঙ্গল এবং তাঁর উপদেষ্টাকে, সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখেন—তাঁর দৃষ্টি আলোকপ্রাপ্ত, তিনি বুদ্ধকেই দেখেন। ॥ ৩২ ॥

মঙ্গলময় চিকিৎসায় রোগমুক্ত হয়ে যেমন মানুষ তার কৃতজ্ঞচিত্ত দৃষ্টিতে চিকিৎসককে দেখেন—তার মৈত্রীতে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে তৃপ্ত হন, তেমনি যিনি সৎপথে মুক্ত হন, বাস্তবকে জানেন, দেহ সম্পর্কে শেষ সত্য উপলব্ধি করেছেন, তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তথাগতকে স্মরণ করেন—তাঁর মৈত্রী ও সর্বজ্ঞতায় তৃপ্ত হয়ে। ॥ ৩৩-৩৪ ॥

মতবাদের ধ্বংসমূলক নীতিভ্রংশতা থেকে মুক্ত হয়ে, পুনর্জন্মের পরিণাম উপলব্ধি করে, পাপের প্রকাশ সম্পর্কে ঘৃণাবোধ করে তিনি (নন্দ) আর মৃত্যুর কিংবা বিভিন্ন দুর্গতির ভয়ে ভীত হলেন না। ॥ ৩৫ ॥

চর্ম, স্নায়ু, মেদ, রক্ত, অস্থি, মাংস, কেশ প্রভৃতির এক অপবিত্র সমষ্টি এই দেহ—একথা জেনে এবং এর সার বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করে, অণুমাত্র সারাংশও খুঁজে পেলেন না। ॥ ৩৬ ॥

নিজে স্থির থেকে সেই যোগের পদ্ধতিতেই তিনি কামনা এবং দ্বেষকে অণুরূপে পরিণত করলেন। তাঁর বক্ষ ছিল বিশাল—এই অণুরূপে পরিণত করার পর তিনি মহৎ ধর্মের দ্বিতীয় ফললাভ করলেন। ॥ ৩৭ ॥

অবশিষ্ট মহাশত্রু কাম—লোভ যার ধনু, কল্পনা যার শর, তাকে তিনি অভিভূত করলেন তাঁর যোগাস্ত্রের সাহায্যে—অশুভ সম্পর্কে ধ্যান যার শর, আর যে শর অধিগত হয়েছে কামের স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের দ্বারা। ॥ ৩৮ ॥

অশুভপ্রসবী হিংসা আর এক শত্রু ঘৃণা, তারা যে ক্রোধশর নিক্ষেপ করে তাকে তিনি মৈত্রীশরের দ্বারা ভূপাতিত করলেন। সে শর রক্ষিত হয়েছে দৃঢ়তার তূণে আর নিক্ষিপ্ত হয়েছে ধৈর্যরূপ ধনুকের ছিলা থেকে। ॥ ৩৯ ॥

তারপর তিনি তিনটি মুক্তির[৩] মূল দিয়ে তিনটি পাপের মূল[৪] ছিন্ন করে দিলেন যেমন শত্রু তিনটি লৌহমুখ শরের সাহায্যে সৈন্যের সম্মুখে স্থিত ধনুর্ধর তিনটি সৈন্যকে ভূপাতিত করে। ॥ ৪০ ॥

যারা পশ্চাৎ ভূমি থেকে আক্রমণ করে তাদের জয় করে তিনি 'কামধাতু' স্তর অতিক্রম করলেন। তারপর অনাগামী স্তরে (যেখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না) পেঁছে তিনি যেন নির্বাণপুরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। ॥ ৪১ ॥

তারপর তিনি প্রথম ধ্যানের স্তরে এলেন। এই স্তর কাম ও জীবনের মলিন উপকরণগুলি থেকে মুক্ত, এখানে বিতর্ক আছে, বিচারও আছে। এই অবস্থা বিবেক থেকে জাত, এতে প্রীতি, সুখ সবই আছে। ॥ ৪২ ॥

উত্তাপে পীড়িত মানুষ জলে প্রবেশ করলে যেমন আনন্দ বোধ করে, দরিদ্র ব্যক্তি প্রচুর সম্পদ পেলে যেমন আহ্লাদিত হয়—কামনার অগ্নিদাহে সন্তপ্ত নন্দও ধ্যানের আনন্দ থেকে প্রচুর তৃপ্তিলাভ করলেন। ॥ ৪৩ ॥

কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক বিতর্ক এবং তা থেকে উদ্ভূত বিচার প্রভৃতি মনের ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে এবং শান্তিলাভের পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে এই ভাবনায় তিনি এসব থেকে (প্রাথমিক বিতর্ক ও বিচার) মুক্তিলাভের সঙ্কল্প করলেন। ॥ ৪৪ ॥

কেননা তরঙ্গ প্রবহমান নদীর শান্ত ও স্বচ্ছ জলে বাধা সৃষ্টি করে ; মনের সরোবরে চিন্তাও তেমনি তরঙ্গ স্বরূপ এবং একাগ্রতার পথে এই তরঙ্গ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ॥ ৪৫ ॥

কোলাহল যেমন ক্লান্ত ও সুষুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রায় বাধা সৃষ্টি করে, আধ্যাত্মিক একাগ্রতা যে লাভ করেছে, বিতর্ক তার কাছে তেমনি বাধা। ॥ ৪৬ ॥

এইভাবে যথাকালে দ্বিতীয় ধ্যান তাঁর অধিগত হলো—যেখানে বিতর্ক-বিচার নেই, মনের একাগ্রতার ফলে যা প্রশান্ত, যা সমাধিজাত এবং যেখানে আনন্দ, সুখ ও মনের তৃপ্তি সবই আছে। ॥ ৪৭ ॥

এই ধ্যানে এসে তার মন শান্ত হলো ; যা পূর্বে অলব্ধ ছিল এমন পরম প্রীতি তিনি উপলব্ধি করলেন ; কিন্তু বিতর্কের ব্যাপারে যেমন—এই প্রীতির মধ্যেও তিনি তেমনি দোষ দেখতে পেলেন। ॥ ৪৮ ॥

কেননা, যেখানে প্রীতি, তার বিপর্যয়ে তো সেইখানেই দুঃখ। প্রীতির অভাবে দুঃখ এই সত্য উপলব্ধি করে তিনি প্রীতিক্ষয়ের জন্যই যোগাসনে বসলেন। ॥ ৪৯ ॥

প্রীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এই দেহেই তিনি সেই সুখলাভ করলেন যা

যোগিগণ অনুভব করেন ; সমস্ত বস্তু সম্পর্কে সচেতন থেকেও তিনি উদাসীন এবং একাগ্র হয়ে রইলেন। এইভাবে তিনি তৃতীয় ধ্যানের ফললাভ করলেন। ॥ ৫০ ॥

এই অবস্থায় যে সুখ তা পরমতম সুখ, এর পরে আর সুখের কোন প্রবৃত্তি থাকে না। যাঁরা সাধনার উচ্চ এবং নিম্নস্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা একে বলেছেন 'শুভকৃৎস্ন' স্তর—মৈত্রীভাবনায় এই স্তর লভ্য। ॥ ৫১ ॥

তারপর তিনি বুঝতে পারলেন, এই ধ্যানেও ত্রুটি বর্তমান ; এই উচ্চতম স্তর প্রশান্ত, এর কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু মনের অবিরাম পরিবর্তন হচ্ছে—সুখক্রিয়ার পথচ্যুতির ফলে। ॥ ৫২ ॥

যেখানে পরিবর্তন সেখানে গতি আর যেখানে গতি সেখানেই দুঃখভোগ—একথা বুঝতে পেরে, যে সকল তপস্বী শান্তিকামনা করেন তাঁরা সুখ বর্জন করেন, কেননা সুখ বিকারের কারণ। ॥ ৫৩ ॥

তারপর আগে সুখ, দুঃখভোগ এবং মনের সমস্ত বিকার বর্জন করে তিনি চতুর্থ ধ্যানে প্রবেশ করলেন ; এই ধ্যান পবিত্র—এর গুণ উদাসীনতা এবং একাগ্রতা, এতে সুখ নেই দুঃখভোগও নেই। ॥৫৪॥

এবং যেহেতু এতে সুখ নেই দুঃখভোগও নেই এবং জ্ঞান এখানে পূর্ণতা আনে, তাই চতুর্থ ধ্যানে আছে বৈরাগ্য ও একাগ্রতাপ্রসূত পবিত্রতা। ॥৫৫॥

এই ধ্যানের উপর নির্ভর করে তিনি অর্হৎ পদ লাভের সঙ্কল্প করলেন। রাজা যেমন অজিত দেশ জয় করার জন্য শক্তিমান ও মহৎ মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন তেমনি। ॥৫৬॥

তারপর তিনি ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞার অসিতে উর্ধ্বস্থ পাঁচটি বন্ধন[৫] সম্পূর্ণভাবে ছেদন করলেন, এরা শ্রেষ্ঠ সুখের প্রতিবন্ধক—এরাই শেষ বন্ধন। ॥ ৫৭ ॥

তারপর প্রজ্ঞার উপকরণরূপ সাতটি হস্তীর[৬] সাহায্যে মনের সাতটি সুপ্ত প্রবৃত্তিকে[৭] জয় করলেন ; মহাকালও এইভাবেই সপ্ত গ্রহের সাহায্যে সপ্তদ্বীপ বিচূর্ণ করেন। ॥৫৮॥

অগ্নি, বৃক্ষ, ঘৃত ও জলে যথাক্রমে মেঘ[৮], বায়ু, অগ্নি এবং সূর্যের যে বৃত্তি সেই বৃত্তিই নন্দ প্রয়োগ করলেন দোষের নির্মূলকরণে—অর্থাৎ কোথাও নির্বাপণ, কোথাও উৎপাটন, কোথাও দহন আবার কোথাও শোষণ। ॥৫৯॥

সুতরাং অষ্টাঙ্গযুক্ত নৌকায়[৯] তিনি দুঃখের সাগর অতিক্রম করলেন ; এই সাগর দুস্তর—এর তিনটি বেগ, তিন মৎস্য, তিন তরঙ্গ, এক জল, পাঁচ ধারা, দুই কূল এবং দুই কুমীর। ॥৬০॥

অর্হৎ-পদ লাভ করে তিনি শ্রদ্ধাভাজন হলেন—তখন কোন বিষয়ে তাঁর কামনা নেই, কোন আকর্ষই নেই, আশাহীন, ভয়হীন, দুঃখহীন। তিনি সকল মত্ততা, রাগ থেকে মুক্ত। একই ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, দৃঢ়তার গুণে অন্য ব্যক্তি বলে বোধ হল। ॥৬১॥

নন্দ মানসিক শান্তির অধিকারী—তাঁর ভ্রাতা ও গুরুর উপদেশে তিনি তাঁর সাধনায় নিজের শক্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তিনি আত্মগতভাবে এই কথা বললেন— ॥৬২॥

সেই সুগতকে নমস্কার—যার উদারতায় ও অনুগ্রহে এত দুঃখ অতিক্রম করতে পেরেছি, এত সুখের অধিকারী হয়েছি। ॥৬৩॥

আমি দেহজ কামনার বশে দুঃখময় পথ আকৃষ্ট হয়েছিলাম—তিনি বাক্যরূপ

অঙ্কুশের আঘাতে আমাকে ফিরিয়ে এনেছেন, ক্ষিপ্ত হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের আঘাতে ফিরিয়ে আনা হয়। ॥৬৪॥

করুণাময় গুরুদেব আমার হৃদয় থেকে কামনার শল্য উৎপাটন করেছেন। তাঁদের উপদেশে আমি এত গভীর আনন্দ পেয়েছি যে সেখানে সর্বক্ষয়ে নির্বাণলাভের তো কথাই নেই। ॥ ৬৫ ॥

জল দিয়ে যেমন আগুন নেভানো হয়, তেমনি আমার প্রদীপ্ত কামনার অগ্নিকে নির্বাপিত করেছি স্থিরতার বারি দিয়ে। গ্রীষ্মে মানুষ শীতল জলে প্রবেশ করে শান্তি পায় আমি সেই পরম শান্তির অধিকারী হয়েছি। ॥ ৬৬ ॥

আমার কাছে আর প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই ; আমার পছন্দ বলে কিছু নেই, অপছন্দের প্রশ্ন আসে না। এদের অভাবে আমি এখন আনন্দিত, শীত বা উত্তাপের কোন অনুভবই আমার নেই। ॥৬৭॥

মহাসঙ্কট থেকে যে নিরাপত্তা লাভ করেছে, ভীষণ বন্দীদশা থেকে যে মুক্তি লাভ করেছে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পেয়েছে, নৌকাবিহীন অবস্থায় যে মহাসমুদ্রের অপর তীর দেখতে পেয়েছে— ॥৬৮॥

অথবা, অসহনীয় রোগে যে আরোগ্য লাভ করেছে, অনন্ত ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করেছে, শত্রুর আক্রমণের মুখ থেকে যে উদ্ধার লাভ করেছে, দুর্ভিক্ষের পরে যে সম্পদ লাভ করেছে,— ॥৬৯॥

ঠিক তারই মত, আমার গুরুর অলৌকিক শক্তিতে আমি আজ পরম শান্তির অধিকারী। মহান্ সেই তথাগতকে আমি বার বার প্রণাম করি। ॥৭০॥

যখন আমি কামে আসক্ত, স্বর্গচারিণী যুবতী অঙ্গনাদের মোহপঙ্কে নিমগ্ন —সেই পঙ্ক থেকে আকর্ষণ করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বর্ণশিখর পর্বতে এবং স্বর্গে ; বানরী ও অপ্সরাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন— ॥ ৭১ ॥

শ্রান্ত হস্তীর মত তিনি আমাকে নিম্নতম কামনার অনর্থ পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সদ্ধর্মে আমি এখন আশ্রয়লাভ করেছি—এই ধর্ম শান্তিময়, এখানে জরা নেই, শোক নেই, অন্ধকার নেই, বিক্ষোভ নেই। আমি আজ মুক্ত। ॥৭২॥

আমি মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করি ; তিনি পরম দ্রষ্টা, করুণাময় ; তিনি সকল প্রাণীর প্রকৃতি, গুণ ও অভিপ্রায় অবগত আছেন ; তিনি পরম জ্ঞানী, দশবলের১০ অধিকারী, শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং ত্রাণ কর্তা। আবার তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। ॥৭৩॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'অমৃতাধিস' নামক সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

× × × × × × × × × × অষ্টাদশ সর্গ × × × × × × × × × × ×

নন্দর বুদ্ধপ্রণাম

এইভাবে সার্থকতালাভের পর নন্দ গুরুর কাছে এলেন। তিনি যে এক তরুণ ব্রাহ্মণ যিনি বেদপাঠ সমাপ্ত করেছেন, তিনি যেন এক বণিক যিনি দ্রুত প্রচুর লাভ করেছেন, তিনি যেন এক ক্ষত্রিয় যিনি বিরোধী শত্রু সেনাকে জয় করেছেন। ॥১॥

জ্ঞানলাভ সমাপ্ত হলে শিষ্যের পক্ষে গুরুদর্শন বা গুরুর পক্ষেও শিষ্য মুখ-দর্শন আনন্দদায়ক—প্রত্যেকেই ভাবেন—'তোমার শ্রম আমার মধ্য দিয়ে সফল হয়েছে।' সুতরাং মুনিও তার দর্শনে আগ্রহী হয়েছিলেন। ॥ ২ ॥

কোন ধার্মিক ব্যক্তি যখন রাগযুক্ত হয়েও কারও উপদেশে বৈশিষ্ট্য লাভ করেন তখন তিনি তাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ পূজা[১] নিবেদন করে থাকেন ; যাঁর অহঙ্কার দূর হয়েছে, কামভাব নিশ্চিহ্ন হয়েছে তিনি যে করবেন তার আর কথা কি ? ॥৩॥

অর্থ এবং কাম থেকে যার ভক্তির উদ্ভব, সেই ভক্তির মূলে থাকে অর্থ বা কাম ; কিন্তু ধর্মানুশীলনের ফলে যে ভক্তির উদ্ভব হয়েছে তার মূল হৃদয়-নিহিত শ্রদ্ধা। ॥৪॥

তখন গৈরিক পরিহিত, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও শ্বেতবর্ণ নন্দ মাথা নত করে গুরুকে প্রণাম করলেন—তাকে মনে হল বায়ুতে আন্দোলিত এক কর্ণিকার তরু—তাতে রয়েছে পল্লবের স্বর্ণরাগ ও পুষ্পের উজ্জ্বলশ্রী[২]। ॥ ৫ ॥

তারপর গর্ববশতঃ নয়। তাঁর ও মহামুনির, শিষ্য ও গুরুর মধ্যে সম্পর্ক বুঝাবার জন্যই তিনি তাঁর কার্য্যসিদ্ধির কাহিনী বলতে লাগলেন। ॥৬॥

বুদ্ধের প্রতি নন্দ

হে প্রভো। মিথ্যা দৃষ্টির যে তীক্ষ্ণ শল্য আমার হৃদয়ে নিহিত থেকে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তা আপনি আপনার উপদেশের সাঁড়াশী দিয়ে তুলে নিয়েছেন—শল্য চিকিৎসক যেমন শল্য তুলে নেন তেমনি। ॥৭॥

আপনি সকল সংশয় থেকে মুক্ত। যে সংশয়ের বশে আমি ব্যর্থ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেই সংশয় আজ লুপ্ত ; আপনার উপদেশে আমি সৎপথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি—যে পথভ্রষ্ট তাকে যেমন পথপ্রদর্শক পথ দেখিয়ে দেন। ॥৮॥

ভোগের দাস আমার এই ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খলতায় আমি যে কামবিষ পান করেছিলাম, আপনার উপদেশের মহৌষধে তা থেকে আমি আরোগ্য লাভ করেছি। ॥৯॥

তুমি জন্মজয়ী, আমি পুনর্জন্ম জয় করেছি, আমি সদ্ধর্মের অনুশীলনে রত। কে কৃতকার্য্য। সমস্ত করণীয় আমি সমাপ্ত করেছি ; আমি এই জগতেই বাস করছি, কিন্তু জাগতিক ধর্ম থেকে মুক্ত। ॥১০॥

হে উত্তম! বৎসের ন্যায় আমি তোমার বচনগাভীর দুগ্ধপান করেছি—মৈত্রী যার স্তন, স্বচ্ছ প্রকাশ যার সুন্দর গলগম্বল, সদ্ধর্ম যার দুগ্ধ, উপলব্ধি যার শৃঙ্গ। পান করে আমি তৃপ্ত—যেমন গোবৎসের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয়ে থাকে।[৩] ॥ ১১ ॥

মুনিবর। আমার এই প্রাপ্তির পথে আমি কি উপলব্ধি করেছি, সঙ্ক্ষেপে তা আমার কাছে শোন। তুমি সর্বজ্ঞ, ইতিমধ্যেই সব কথা জানতে পেরেছ, তবু আমি তা নিজের মুখে বলতে ইচ্ছুক। ॥১২॥

মুমুক্ষু সজ্জনগণ, কোন্ পথে অন্যেরা মুক্তি সাধনা করেছেন তা জেনে, সুখে সেই পথেই বিচরণ করেন ; যেমন রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্যলাভের জন্য সেই চিকিৎসাই আশ্রয় করেন যা ইতিমধ্যেই অন্যকে রোগমুক্ত করেছে। ॥১৩॥

ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি মৌল ধাতু জন্মে বর্তমান, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মা নেই—একথা আমি জানি। তাই তাদের প্রতি আমার কোন আসক্তির মনোভাব

নেই। আমার দেহ এবং দেহের বাইরে যা আছে তাদের মধ্যে আমার মন কোন পার্থক্য বোধ করে না। ॥ ১৪ ॥

রূপ প্রভৃতি অশুভ পঞ্চ 'স্কন্ধ'৪ থেকে আমি আমাকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করেছি, কেননা, আমি জানি এরা চঞ্চল, অসার, অনাত্ম ('আত্মা'-বিহীন) এবং অনিষ্টকর। ॥১৫॥

যেহেতু আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের উদয় ও লয় দেখতে পাচ্ছি, সেই হেতু আমি তাদের প্রতিও আসক্ত নই, কেননা, তারা ক্ষণস্থায়ী, অনাত্ম এবং দুঃখজনক। ॥১৬॥

যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি, জগতের উদয় ও বিনয় সমকালিক এবং সমস্ত কিছুই অসার ও অস্তিত্বহীন সেই হেতু আমার মন সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত এবং ব্যক্তিরূপে আমি অস্তিত্ববাদ—এই বিশ্বাসে জগতের কোন পরিবর্তন ঘটছে না। ॥ ১৭ ॥

যেহেতু চার প্রকার আহারবিধিতে৫ এবং তাদের বহুবিচিত্র আকর্ষণে আমার আসক্তি নেই। আমি তাদের প্রতি মোহগ্রস্ত নয়, বন্ধও নয়, সেইহেতু অস্তিত্বের তিন আশ্রয়৬ থেকে আমি মুক্ত। ॥১৮॥

যেহেতু আমি তাদের অধীন নই, সাধারণ লোকধর্মে দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা আমি তাদের প্রতি মনের দিক থেকে আবদ্ধ নই, কিন্তু মন দিয়ে আমি তাদের ব্যবহার করি—সেই হেতু আমি তাদের সঙ্গে সংযোগহীন, তাই আমি মুক্ত। ॥১৯॥

এই কথা বলে সর্বাঙ্গ ভূমিতে অবনত করে নন্দ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন—মনে হলো একটি স্বর্ণস্তম্ভ ভূমিতে শায়িত, তার সর্বাঙ্গে রক্তচন্দনের প্রলেপ। ॥২০॥

তখন সেই দ্রষ্টা তাঁর বক্তব্য শুনে, ভ্রান্তির থেকে আগে যিনি বেরিয়ে এসেছিলেন তার নিষ্ঠার কথা জেনে, ধর্মানুশীলনে তাঁর শ্রদ্ধা উপলব্ধি করে মেঘ—গম্ভীর স্বরে তাকে বললেন— ॥২১॥

নন্দর প্রতি বুদ্ধ

ওঠ, আমার শিষ্যসেবিত ধর্মে তুমি প্রতিষ্ঠিত; আমার চরণে তোমাকে প্রণাম করতে হবে না। আমার ধর্ম গ্রহণ করে তুমি যে শ্রদ্ধা আমাকে দেখিয়েছ, প্রণামের দ্বারা তা সম্ভব নয়। ॥২২॥

আজ তোমার এই আত্মজয়ের পরে বলতে হবে তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক হয়েছে, কেননা, তুমি নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছ। সন্ন্যাসজীবন তাঁর পক্ষেই সফল যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন। যিনি নিজে চঞ্চল যার ইন্দ্রিয় অপরাজিত তার পক্ষে এই জীবন ব্যর্থ। ॥২৩॥

আজ তুমি পরমতম শুচিতার অধিকারী, কেননা, তোমার বাক্য, দেহ ও চিন্তা সবই পবিত্র। কেননা, হে ভদ্র, তোমাকে যার অভদ্র ও অপবিত্র গর্ভশয্যাপ্রবেশের অভিজ্ঞতা৬ আর তোমাকে লাভ করতে হবে না। ॥২৪॥

সার্থক বিদ্যা তুমি আজ লাভ করেছ—কেননা সেই বিদ্যা অনুযায়ী তুমি ধর্মানুশীলন করেছ। যিনি জ্ঞানে সার্থক কিন্তু আচরণে বিপরীত তিনি নিন্দনীয় যেমন অস্ত্রে সজ্জিত হয়েও কোন যোদ্ধা ভীরুতা দেখায়। ॥২৫॥

তুমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির পথে মন স্থির রেখেছ—

আমি তোমার দৃঢ়তার প্রশংসা করি। মূর্খেরাই মনে করে—জন্মক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজেরও লয় ঘটবে এবং এই ভেবে জগতে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ॥২৬॥

সৌভাগ্যবশতঃ দুর্লভ শুভ মুহূর্তের সঙ্গে এই যোগ তুমি মোহের বশে ব্যর্থ করনি। কারণ যার অধঃপতন হয় সে অতি কষ্টে উপরে উঠে আসে যেমন সাগরস্থ কূর্ম উপরে উঠে আসে শুধু জোয়ালের ছিদ্র দর্শনের জন্যই।৭ ॥২৭॥

যুদ্ধে দুর্নিবার মারকে পরাজিত করে আজ তুমি সমরক্ষেত্রে বাহিনী পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন বীর। সেই বীরও যদি নিজের দোষে, শত্রুর হাতে পরাজিত হন তবে তিনিও তোমার সমকক্ষ নন। ॥২৮॥

ভাগ্যবশতঃ, তুমি প্রজ্বলিত কামাগ্নিকে নির্বাপিত করেছ এবং তার দাহ থেকে মুক্ত হয়েছ; তুমি এখন স্বস্তিতেই শয্যায় শয়ন করবে। কেননা, যার মনে কামনার আগুন জ্বলছে সে মহার্ঘ শয্যায় শয়ন করেও দুঃখভোগ করে। ॥২৯॥

পূর্বে তুমি ঐশ্বর্যের মদে উদ্ধত ছিলে, আজ তুমি তৃষ্ণারোধের দ্বারাই সমৃদ্ধ হয়েছ; যতদিন মানুষ কামনার দাস ততদিন সে সকল সময়েই দরিদ্র—যতই সে ধনী হোক। ॥৩০॥

আজ তুমি যোগ্যতার সঙ্গেই ঘোষণা করতে পার যে রাজা শুদ্ধোদন তোমার পিতা; কেননা যে পিতৃপুরুষের নীতি লঙ্ঘন করেছে তার পক্ষে সেই বংশের মর্য্যাদা দাবী করা প্রশংসনীয় নয়। ॥৩১॥

ভাগ্যবশতই তুমি পরমা শান্তির অধিকারী হয়েছ যেন কোন লোক মরু অতিক্রম করে তার সম্পদ খুঁজে পেয়েছে। কারণ, সংসারের আবর্তে যারা জড়িত তারাই মরুস্থিত পথিকের সঙ্কটের ভয়ে বিহ্বল। ॥৩২॥

আমি আগে থেকে তোমার দর্শনলাভের জন্য আগ্রহী ছিলাম, ভেবেছিলাম, 'অরণ্যচারী ভিক্ষাজীবী, বিনীত ও আত্মসংযত নন্দকে আমি কবে নিভৃতে দেখতে পাবো?' তাই তুমি আমার নিকট অত্যন্ত দর্শনীয়। ॥৩৩॥

কেননা, কুরূপকেও সুন্দর বলে মনে হয় যখন সে নিজের শ্রেষ্ঠ গুণের দ্বারা সুশোভিত; কিন্তু পাপের পঙ্কে যে অনুলিপ্ত, সে যতই সুন্দর হোক না প্রকৃতপক্ষে সে কুৎসিত। ॥৩৪॥

আজ তোমার বুদ্ধি প্রশংসনীয়, কেননা এর সাহায্যে যা তোমার করণীয় ছিল সবই তুমি সম্পাদিত করেছ; কারণ বিদ্যায় উন্নত হলেও সে বুদ্ধিহীন যদি সেই বুদ্ধিকে সে কল্যাণের কার্য্যে প্রয়োগ না করে। ॥৩৫॥

সেইরূপ কোন এক মানুষের নয়ন নিমীলিত থাকতে পারে, তবু একমাত্র সে-ই জনসমাজে চক্ষুষ্মান, যদিও তাদের চক্ষু উন্মীলিত। কারণ, মানুষের চক্ষু থাকলেও—তার দৃষ্টি নেই, কেননা, প্রজ্ঞাদৃষ্টি থেকে সে বঞ্চিত। ॥৩৬॥

দুঃখের প্রতিকারের জন্য মানুষ কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে পরিশ্রম করে কিন্তু দুঃখ তাদের কাছে বার বার ফিরে আসে; সেই দুঃখেরই নির্বাণ ঘটিয়েছ তুমি জ্ঞানের দ্বারা। ॥ ৩৭ ॥

আমার দুঃখ না হোক, আমার সুখ হোক, এই ভেবে মানুষ সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে; কি করে সুখ আসবে তা তারা জানে না। সেই দুর্লভ সুখই আজ তুমি আয়ত্ত করেছ। ॥ ৩৮ ॥

তথাগত যখন এইভাবে নন্দকে তার হিতের জন্য বললেন তখন নন্দ নিন্দা

বা প্রশংসায় উদাসীন থেকে বুদ্ধি ও মন স্থির রেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা বললেন। ॥ ৩৯ ॥

হে বিশেষবিৎ! তুমি বিশেষভাবেই আমার প্রতি এই অনুকম্পা প্রদর্শন করেছ; তাই আমি যখন কামপঙ্কে নিমগ্ন তখন তুমি আমাকে সংসারের আবর্তনভয় থেকে ত্রাণ করেছ, তাই আমি আজ কামনাহীন। ॥৪০॥

ভ্রাতঃ! আমার পরমতম কল্যাণপথের পরিচালক! তুমি মোক্ষফলে৮ অধিষ্ঠিত আমার পিতা! আমার মাতা তুমি! তুমি যদি আমাকে ত্রাণ না করতে তবে লক্ষ্যলাভের ব্যর্থতায় দলভ্রষ্ট পথিকের মতই আমি বিহ্বল হয়ে পড়তাম। ॥ ৪১ ॥

যিনি অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত ও তৃপ্ত তার নিকট বিবেকবুদ্ধি সহজ; যিনি অহঙ্কার ও প্রতারণা ত্যাগ করেছেন, যার বুদ্ধি আসক্তিহীন তার পক্ষে বৈরাগ্য সহজ। ॥ ৪২ ॥

তত্ত্বের যথার্থ উপলব্ধি, দোষসমূহের বর্জন, শান্তির অধিকার লাভ—সব কিছুর মধ্য দিয়েই আমি আমার দেহ, আমার ভার্য্যা, অপ্সরা বা দেবতা—এ সবার বিষয়ে আমার আর কোন আগ্রহ নেই। ॥ ৪৩ ॥

যেহেতু আমি আজ শান্তির পবিত্র সুখ উপভোগ করছি, কামজ সুখের প্রতি আমি আর অনুরাগী নই—যেমন দেবতাগণ অমৃত আস্বাদন করার পর মহার্ঘতম পার্থিব খাদ্য আর ভোগ করতে চান না। ॥ ৪৪ ॥

হায়, মিথ্যা জ্ঞানে এই জগতের দৃষ্টি নিমীলিত, তাই দেখতে পায় না যবনিকার আড়ালেই৯ (অর্থাৎ খুব কাছেই) রয়েছে পরম সুখের স্থিতি। তাই আভ্যন্তরীণ শান্তির স্থায়ী সুখ বর্জন করে কামসুখের জন্যই সে চেষ্টা করে। ॥ ৪৫ ॥

কারণ, যে মানুষ বোধিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সুখ বর্জন করে ইন্দ্রিয়সুখের আস্বাদের জন্য শ্রমস্বীকার করে সে এমন এক মূর্খ যে রত্নখনিতে উপস্থিত হয়ে রত্ন বর্জন করে তুচ্ছ প্রস্তর সংগ্রহ করে।৯ ॥৪৬॥

তথাগত সকল প্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা বিস্ময়কর, কেননা অসামান্য মৈত্রীতে উদ্বুদ্ধ তাঁর মন, তিনি স্বকীয় ধ্যানের সুখ বর্জন করে, অন্যের দুঃখ দূর করার জন্য শ্রমস্বীকার করেছেন। ॥ ৪৭ ॥

তুমি আমার গুরুদেব, আমার হিতৈষী, আমার প্রতি অনুকম্পাশীল; তার বিনিময়ে আমি তোমার কি উপকার করতে পারি? মহাসমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ভগ্নযানের মতই আমি, আমাকে তুমি অস্তিত্বের মহাসাগর থেকে উদ্ধার করেছ। ॥ ৪৮ ॥

বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই মুনি তার ভাষণ শুনলেন—সেই ভাষণ ছিল যুক্তিসম্মত এবং তাতে প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি সর্বপ্রকার দোষকে উচ্ছেদ করেছেন। তখন বুদ্ধ শ্রীঘন১০ যেমন বলতে পারেন সেইভাবে বললেন। ॥ ৪৯ ॥

হে ধীমান! তুমি কৃতী, সাধনায় তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ, পরম তত্ত্ব তুমি জেনেছ। তুমি যেন এক মহাবণিক যে মরুভূমি অতিক্রম করে এসে প্রচুর লাভ করেছে—এবং তার পরিচালকের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছে। ॥৫০॥

সত্য দর্শন করেছে (চার সত্য) এমন কোন লোকই বুদ্ধকে বুঝতে পারবেন না, যিনি রথী, নিখিল মানব তাঁর অশ্ব—; যেমন করাবেন শান্তহৃদয় বুদ্ধদেব। যে মানুষ এই ধর্মচক্রের বাইরে— সে যত বুদ্ধিমানই হোক সে যে বুঝতে পারবে না—তার আর কথা কি! ॥ ৫১ ॥

এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তোমারই যোগ্য—যেহেতু তোমার মন কাম ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত ; হে কৃতজ্ঞ ! কামাচ্ছন্ন এই জগতে কৃতজ্ঞতা দুর্লভ। ॥৫২॥

তুমি সদ্ধর্মে দীক্ষিত—সেই ধর্মের নিয়ম অনুসারে আমার প্রতি তোমার এই শ্রদ্ধা তুমি লাভ করেছ এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধির কৌশল। তোমার কাছে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। তুমি বিনয়ী এবং ভক্ত, তাই নির্দেশগ্রহণের যোগ্য। ॥ ৫৩ ॥

তুমি শ্রেষ্ঠ ধর্মপথে সিদ্ধিলাভ করেছ, তাই তোমার করণীয় কিছুই নেই। অতঃপর তুমি অনুকম্পার অনুশীলন কর—যারা দুঃখভোগ করছে তারা শত্রু হলেও তাদের মুক্ত কর। ॥৫৪॥

অধম ব্যক্তি এই জগতের জন্যই কর্মে ব্রতী হয় ; যিনি মধ্যম তার কর্মব্রতের লক্ষ্য এই পৃথিবী ও স্বর্গ ; উত্তম পুনর্জন্ম রোধের জন্য প্রয়াসী হন। ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু উত্তমের মধ্যেও তিনিই উত্তম শ্রেষ্ঠ ফললাভের পরেও নিজের দুঃখ তুচ্ছ করে অন্য সকলের কাছে সেই শান্তির বাণী বহন করে আনেন। ॥ ৫৬ ॥

সুতরাং নিজের সম্পর্কিত বিষয়ের চিন্তা বর্জন করে স্থির চিত্তে অন্যের জন্য কাজ করে যাও ; মানসিক মোহে যাদের আত্মা আচ্ছন্ন থাকায় রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের সামনে মুক্তি প্রদীপ তুলে ধর। ॥ ৫৭ ॥

তোমাকে ধর্মপ্রচার করতে দেখে এই নগরের অধিবাসীরা বিস্মিত হোক ; তারা বলুক—কি আশ্চর্য, দেখ এই লোকটি আগে কামাসক্ত ছিল আর আজ কেমন মুক্তির কথা বলছে ! ॥ ৫৮ ॥

নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী যখন শুনবে যে তোমার মন আজ স্থির, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় থেকে মুক্ত—প্রাসাদে সে-ও তোমার অনুসরণ করবে আর স্ত্রীজনের মধ্যে ভোগমুক্তির কথা প্রচার করবে। ॥ ৫৯ ॥

কারণ, তোমার মন যখন পরম তত্ত্বলাভের শান্তিতে সুস্থির, তখন নিশ্চয়ই সে আর প্রাসাদে আনন্দ পাবে না—কেননা, প্রজ্ঞাসম্পন্ন যে ব্যক্তির মন বিচারপ্রবণ এবং শান্তি ও সংযমে প্রতিষ্ঠিত তিনি আর কামভোগে কোন আনন্দই খুঁজে পান না। ॥৬০॥

তারপর নন্দ তাঁর পূজ্য এবং পরমকারুণিক গুরুর বচন এবং চরণ একই সঙ্গে তাঁর মস্তকে গ্রহণ করলেন। তাঁর শান্ত হৃদয় তখন প্রসন্ন, তাঁর কামনা চরিতার্থ। তিনি অপ্রমত্ত হস্তীর ন্যায় মুনির পার্শ্ব ত্যাগ করলেন। ॥ ৬১ ॥

লাভ-ক্ষতি, আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে উদাসীন থেকে কামনা মুক্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হয়ে তিনি যথাকালে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁর দিকে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ; তিনি যথাক্রমে যাদের প্রয়োজন ছিল তাদের কাছেই তাঁর মুক্তির কাহিনী বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকালে যারা সত্য-পথভ্রষ্ট তাদের তিনি উপেক্ষা করলেন না, নিজেকেও মহিমান্বিত করলেন না। ॥ ৬২ ॥

কবি কথা

মুক্তির বিষয় নিয়ে এই কাব্য রচিত, রচিত হয়েছে কাব্যরীতিতে ; আনন্দদান এর উদ্দেশ্য নয়, শান্তির প্রাপ্তি এবং সেই সঙ্গে অন্য বিষয়ে যাদের মন ব্যাপৃত তাদের আকর্ষণ করাই এর লক্ষ্য। সেইজন্য এই কাব্যে মুক্তি ছাড়াও অন্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আস্বাদ যাতে বাড়ে সেইজন্য কাব্যের নীতিকে অনুসরণ

করেছি, যেমন তেতো ঔষধকে পানীয় করে তোলার জন্য তাতে মধু মিশিয়ে দেওয়া হয়। ॥৬৩॥

আমি দেখেছি, মানুষ প্রধানত বিষয়ভোগের আনন্দে মত্ত, মুক্তি বিষয়ে তারা বিমুখ ; তাই মোক্ষই পরমার্থ এই কথা ভেবে আমি কাব্যের ছলে এখানে তত্ত্ব-কথা বলেছি। এই কথা বুঝে পাঠক এতে সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করুক যা শান্তির পথে নিয়ে যায়—যা শুধুই আনন্দজনক তা এতে মিলবে না। ধূলিমিশ্রিত সোনার তাল থেকে সোনাকে পৃথক করে নেওয়া হয়—এই কাব্যের পাঠও তেমনি। ॥ ৬৪ ॥

'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্যে 'আজ্ঞা ব্যাকরণ'[১১] নামক অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

মহাকবি, মহাবাগ্মী, ভিক্ষু-আচার্য, সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ
এই কাব্য রচনা করেছেন।

॥ 'সৌন্দরনন্দ' মহাকাব্য সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ কথা

প্রথম সর্গ

১. কাক্ষীবান গৌতম মুনির পুত্র—চণ্ডকৌশিকের পিতা। 'তপঃশ্রান্ত' তপস্যারত মুনিদের একটি সাধারণ বিশেষণ। শ্লোকে আছে 'তপসি শ্রান্তঃ'।

২. কাশ্যপ—কশ্যপ মুনির সন্তান। প্রথম শ্লোকে কপিল মুনিকে কাক্ষীবান গৌতমের সঙ্গে, দ্বিতীয় শ্লোকে কাশ্যপ মুনির সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় পুরাণে তিনজনেই বিখ্যাত ঋষি। উপমা সুখকর হয় নি, শাস্ত্রানুযায়ী উপমান ও উপমেয় সমধর্মী হওয়া অসঙ্গত।

৩-৪. দীর্ঘতপার তুল্য, বৃহস্পতির সমকক্ষ—এ জাতীয় উপমা বিশেষত্বহীন। কবির (ভৃগুর) অপত্য—কাব্য : শুক্রাচার্য।

৫. শ্লোকে ক্ষুদ্রমৃগা অর্থ সেই সকল পশু যারা অন্য পশু শিকার করে। Beasts of prey, ক্ষুদ্র : ক্রূর। জাতকে এজাতীয় প্রয়োগের উদাহরণ আছে।

৬. ভ্রাতৃব্য—ভ্রাতার পুত্র। যথার্থ অর্থ : পিতার ভ্রাতার পুত্র।

৭-৮. কৃষ্ণ ও বলরাম একই পিতার সন্তান কিন্তু গুরুর গোত্রানুযায়ী একজন গর্গগোত্রীয় একজন গৌতমগোত্রীয়।

৯. দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত ভরত—তার সংস্কারকর্ম করেছিলেন মহর্ষি কণ্ব ; প্রতিভাবান বাল্মীকি সীতার পুত্রদ্বয়ের (মৈথিলেয় —লবকুশ) সংস্কার অনুষ্ঠান করেছিলেন—তেমনি কপিল গৌতম স্বগোত্রীয়দের সংস্কার করেছিলেন। ২৬ নং শ্লোকে 'ধীমান' শব্দটি লক্ষণীয়—শব্দটি বাল্মিকী এবং লবকুশের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। শব্দটি একই সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণ রচনায় কাব্যপ্রেরণা, লবকুশের সেই রামায়ণ-আবৃত্তির কৌশলকে সূচিত করেছে।

১০. শ্লোকটিতে ব্যান এবং মন্যু—এই শব্দ দুটির প্রয়োগে অশ্বঘোষের কি ঋগ্বেদীয় মরুৎ-বিশেষণ 'অহিমন্যু' শব্দটির কথা মনে পড়েছিল? ৬২নং শ্লোকে ভ্রাতৃগণকে মরুতের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে।

১১. সম্পদ শত্রুর হস্তে ক্ষয়হীন—এই শত্রু হল রাজা, তস্কর, অগ্নি এবং জল।

১২. গিরিব্রজ অর্থ রাজগৃহ ; চারধারে পাহাড়ের প্রাকারে বেষ্টিত ছিল রাজগৃহ।

১৩. শ্লোকে 'অবিস্মিতৈঃ' শব্দটির অনুবাদ আমরা করেছি—'সপ্রতিভ' ; Johnston করেছেন 'without arrogance' ; এই অনুবাদ উদ্বেগজনক ; অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন—'I am not at all sure of having found the right meaning for 'অবিস্মিতৈঃ'।

১৪-১৫. আনর্ত—নৃত্য মঞ্চ বা রঙ্গমঞ্চ ; এখানে শাস্ত্রবেত্তাদের বিতর্ক মঞ্চ। আলান শব্দের অর্থ বন্ধনস্তম্ভ বা খুঁটি। বাহুশালিনাম্—শক্তি-শালীদের। 'শক্তিশালীদের বন্ধনস্তম্ভ'—এই অনুবাদ কোন পরিচ্ছন্ন

অর্থ বহন করে না। Johnston অনুবাদ করেছেন 'The picketing ground for men of might'—কিন্তু এই অনুবাদ সন্তোষজনক নয়।

১৬. কম্বল, মকন্দ, কুশাম্ব—আধুনিক পাঠকের কাছে এরা নামমাত্র, এদের পরিচয় অপ্রাপ্য।

১৭. ১নং টীকা দ্রষ্টব্য ; বিস্ময় শব্দের অর্থ জনস্টনের মতে ঔদ্ধত্য ; এই অর্থ তর্কাতীত না হলেও আমরা মহাজনকেই অনুসরণ করেছি।

১৮. সংক্রন্দন—সম্যক ক্রন্দায়িতা (সায়ণ) যিনি শত্রুকে ক্রন্দন করান। ইন্দ্রের সমার্থবাচক শব্দ। পাঠান্তর আছে 'সক্রন্দন'—এই পাঠ অসঙ্গত এবং পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় সর্গ

১. অনুবাদ হওয়া উচিত—'রাজ্যকে তিনি দীক্ষারূপে গ্রহণ করেছিলেন।' দীক্ষা—মন্ত্রোপদেশ ; সংস্কারকালে গুরুপ্রদত্ত উপদেশ যেভাবে পালন করা হয়—তাঁর রাজ্যপালনও সেইরূপ।

২. আশ্বিন মাসে নাকি চন্দ্র উজ্জ্বলতর হয়—অত্যন্ত এই হলো সংস্কৃত কবিদের বক্তব্য। কালিদাস শরতের চন্দ্রকে নানাভাবে বিশেষিত করেছেন—'নেত্রোৎসবো হৃদয়হারি-মরীচিমালঃ', 'ব্যোম বিমল-কিরণ-চন্দ্রম্',—'মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত শশাঙ্কবক্ত্রা।' (ঋতুসংহার) শারদীয় চন্দ্রের এই মহিমা অবশ্য আধুনিক কাব্যপাঠকের নিকট অর্থহীন মনে হবে। এযুগের নিসর্গপ্রকৃতি পৃথক।

৩. দুটি ক্রিয়াপদ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। অদিদাসীৎ এবং অদিৎসীৎ (১৮নং শ্লোক ২য় চরণ) দ্বিতীয়টির মূল দা ধাতু (দেওয়া) প্রথমটির দী ধাতু (নাশ করা) ; অনুবাদ এইরূপ হওয়া সংগত—'দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব হেতু মিত্রদের প্রতি মমতাবোধ করতেন বলেই তারা নিগুণ হলেও তিনি তাদের ক্ষতি করতেন না, বরং তাদের প্রয়োজনমত নিজের অর্থ দিতেন।'

৪. বলি—রাজগ্রাহ্য কর (ধান্যাদির ষড়্ভাগরূপ) অথবা পূজাপহার ('অর্বাচিতবলিপুষ্পা'-কুমারসম্ভব) দ্বিতীয় অর্থটিই এখানে গ্রহণ করতে হবে।

৫. 'কার্তযুগ'—অর্থাৎ সত্যযুগ। কৃত—যা করা হয়েছে, নির্দিষ্ট করা হয়েছে, চার-যুগের প্রথমেই থাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্য-যুগ। কৃতশব্দ থেকে বিশেষণপদ কার্ত।

৬. মূলে আছে 'রন্ধ্রৈঃ নাচূচুদৎ ভৃত্যম' ; 'রন্ধ্র' অর্থ দুর্বলতা। বেদে ইন্দ্রের একটি বিশেষণ—'রন্ধ্র চোদন ঃ'।

৭. তার দণ্ডনীতি ছিল স্পষ্ট—সেখানে কোন সংশয়ের অন্ধকার ছিল না। রাত্রির অন্ধকারে যারা ক্ষতি করতে আসে তাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত দণ্ড-নীতি ছিল দিবালোকের মতই স্পষ্ট—এই তাৎপর্য।

৮. 'অকথং কথঃ'—শব্দটির প্রয়োগ সংস্কৃতসাহিত্যে দুর্লভ। অর্থ—যিনি প্রশ্ন বা বিতর্ক করেন না। 'কথম্ (কেন)?—এই কথা যিনি বলেন তিনি কথং কথঃ, যিনি বলেন না তিনি—'অকথং কথঃ'।

৯. সেনা অর্থে ভৃত্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় ; প্রথম সর্গে ৪৫ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেখানেও একই অর্থ।

১০. ৩৫নং শ্লোকের প্রথম চরণে যে অসীমপৎ শব্দটি আছে তার ধাতুমূল 'মা' (পরিমাপ করা) ; দ্বিতীয় চরণেও 'অসীমপৎ' আছে, তার ধাতুমূল মি (ধ্যান করা) ৩৬নং শ্লোকের প্রথম চরণে যে 'অসীমপৎ' শব্দটি আছে তার ধাতুমূল মা (পরিমাপ করা) ; দ্বিতীয় চরণস্থ অসীমপৎ শব্দের ধাতুমূল 'মী' (নির্মূল করা)।

১১. ১০নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১২. অবীবসৎ—প্রথমটির অর্থ দীক্ষিত করা, দ্বিতীয়টির অর্থ বাস করানো।

১৩. ব্যক্তম্—সুচতুর ; অর্থের অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

১৪. 'বিক্রিয়াঃ' শব্দে পাঠান্তর আছে নিক্রিয়াঃ—বিক্রিয়াঃ (পরিবর্তন) অর্থের দিক দিয়ে ভাল।

১৫. মূলে আছে 'অসুলভৈঃ গুণৈঃ'—অসুলভ = দুর্লভ।

১৬. দ্বাদশ আদিত্য প্রভৃতি গণদেবতাকে বলা হয় 'তুষিত'। সংখ্যায় এরা ছত্রিশ ; মন্বন্তরের শেষে এদের নাম বদল হয়ে থাকে।

১৭. শুদ্ধাবাসা আর এক শ্রেণীর গণদেবতা। ১৬নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮. শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবীর গর্ভে জন্মেছিলেন সিদ্ধার্থ ; ছোটরাণীর গর্ভে জন্মেছিলেন নন্দ। সুতরাং নন্দ সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ছোটভাই।

১৯. উপমা দুর্বোধ্য এবং অস্পষ্ট।

২০. সর্বার্থসিদ্ধ—বুদ্ধের নাম ; অশ্বঘোষ সৌন্দরনন্দ কাব্যে 'সিদ্ধার্থ' নাম কোথাও ব্যবহার করেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মুনি' শব্দে বুদ্ধকে বোঝাতে চেয়েছেন।

২১. 'রাজবর্ণন' রাজা শুদ্ধোদনের উদার, মহৎ, ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাবাৎসল্যের গুণাবলীর বর্ণনা—যিনি সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহত্তাম্ একরূপতাকে যেন বাস্তবে অনুশীলন করছিলেন। 'রাজর্ষিবর্ণন' নাম কি আরও বেশি সংগত নয় ?

তৃতীয় সর্গ

১. মূলে আছে 'সা বনং যযৌ' তিনি বনে গেলেন। 'তিনি' হলেন সর্বার্থসিদ্ধ। দ্বিতীয় সর্গের শেষ শ্লোকে তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে 'বনগমনকৃতমনাঃ'।

২. সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার প্রথম খণ্ডের অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বুদ্ধচরিত কাব্যের দ্বাদশ সর্গে অরাড় মুনি ও উদ্রক মুনির সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে।

৩. বুদ্ধচরিত কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে মার ও তার বাহিনীর কথা আছে। বৌদ্ধ ধর্মে মার ধ্বংসশীল অসৎ প্রবৃত্তিসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা—এর অসংখ্য প্রলোভনকারী সৈন্য। প্রলোভনের সাহায্যেই সে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করে।

৪. বরণা ও অসি নদীর মধ্যস্থা নগরী ; কাশী। বরণাসী। বারাণসী।

৫. 'আর্যসত্য'—বৌদ্ধদর্শনের চারটি মূলসূত্র চারটি আর্যসত্য—এই চারটি হলো—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়।

প্রত্যেক জীবের জীবনে আট প্রকারের দুঃখ আছে ; দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি হচ্ছে 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'—কার্যকারণের পরম্পরা। তৃষ্ণা বা কামনা থেকেই ভবজন্ম এবং সংসারপ্রবাহের ভোগ। তার নিবৃত্তিতেই সকল দুঃখের অবসান। দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায় নির্বাণ বা মোক্ষ।

৬-৭. 'ত্রিপরিবর্ত' এবং 'দ্বাদশবিকল্প' সম্পর্কে ললিতবিস্তর ২৬ অধ্যায় এবং মহাবস্তু তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা আছে। এই দুটি শব্দে ধর্মচক্র এবং সাংবৎসরিক চক্রের মধ্যে তুলনার ইংগিত পাওয়া যায়। সংবৎসরের চক্রে তিন ঋতু (গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত) এবং বারো মাস ; আর্য-সত্যের তিনটি বিভাগ—দুঃখ, প্রব্রজ্যা এবং মুক্তি। দুঃখসমুদয়ের কারণ আছে বারোটি—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ।

৮. ৩০ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৩৬ নং শ্লোক—এই সাতটি শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ; ওখানে দশবিধ কুশলকর্মের বর্ণনা আছে।

৯. মূলে আছে 'রজসঃ তনুত্বম্' : অশ্বঘোষ 'রজস্' শব্দটি এখানে রাগ ও দ্বেষ অর্থে প্রযুক্ত করেছেন।

১০. রাজা যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভে জাত স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা—পাণ্ডবদের আদিপুরুষ।

চতুর্থ সর্গ

১. বিশ্রবা মুনির পুত্র (বৈশ্রবণ) কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। এখানে কুবের উদ্দিষ্ট। শক্র—ইন্দ্র।

২. নন্দ সূর্যবংশীয়—সুতরাং সূর্যের প্রতিনিধি, আর এক সূর্য। মূলে আছে—'স্বকুলোদিতেন নন্দদিবাকরেণ'।

৩. শ্লোকটি কাব্যাংশে সুন্দর। নন্দ ও সুন্দরী বিলাসে মত্ত—দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। কবির উৎপেক্ষা—যেন ওরা প্রমোদ ও হর্ষের একখানি নীড়, যেন আনন্দ ও তৃপ্তির একখানি পাত্র।

৪. 'বিভূষণানামপি ভূষণম্'—অলংকারেরও অলংকার। নন্দ-স্ত্রী সুন্দরীর স্বাভাবিক সৌন্দর্যই এত গভীর ছিল যে অলংকার পরলে মনে হত, তার অংগে স্থান পেয়ে যেন অলংকারেরই শোভা বেড়ে গেছে। প্রশ্ন জাগতো—কে কার অলংকার। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের একটি শ্লোক রসিক পাঠকের স্মরণে আসতে পারে। সপ্তম সর্গের ১৩ নং শ্লোকে আছে—পুরনারীগণ উমাকে সাজাতে এসে ভাবছিলেন—এই স্বাভাবিক সৌন্দর্যে কৃত্রিম অলংকারের কি প্রয়োজন?

৫. বিশেষকম্—ললাটের ও কপোলের তিলক রচনা।

৬. চিকিৎসয়িত্বা—ইচ্ছাপূর্বক। সঠিক অনুবাদ হবে—নন্দ ইচ্ছাপূর্বক নিঃশ্বাসের বায়ুতে তা মুছে ফেললেন (নিজঘাম)।

৭. কপোলে পত্রলেখার কাজ। তমাল পাতার মতই স্নিগ্ধ তার কপোল (গণ্ডস্থল)।

৮. নন্দ যদি ফিরতে দেরী করেন তাহলে সুন্দরী তাকে কি শাস্তি দেবেন তারই বিবরণ—'আমি তোমার সংগে কথা বলবো না, আর ঘুমিয়ে পড়লে

বার বার আমার স্তনপ্রহারে জাগিয়ে দেব।' শাস্তির ধরন দেখে মনে হয় সুন্দরী সুদৃঢ় স্তনযুগলের অধিকারিণী ছিলেন।

৯. বাহুতে অলঙ্কার থাকলে ঘন আলিঙ্গনে বাধা ঘটবে। তাই, অলঙ্কার থাকবে না—এই আশ্বাস।

১০. নন্দর অবস্থা কুমারসম্ভব কাব্যের উমার মত—সেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' এখানে মনে হয় কালিদাস ঋণী।

১১. দশবল—বুদ্ধ। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান, যজ্ঞ, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান—এই দশবলযুক্ত বলে বুদ্ধ 'দশবল'।

পঞ্চম সর্গ

১. 'নির্মুমুক্ষুম্' : মুক্ত করতে। শব্দটির উদ্ভব চিন্তনীয়।

২. একটি স্কন্ধ শালে আবৃত—এ কথার তাৎপর্য—একটি স্কন্ধ আবৃত রেখেই বুদ্ধদর্শন করার রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'তাঁহার স্কন্ধ শালে আবৃত ছিল' এভাবে অনুবাদ করা অসংগত।

৩. অভ্যসূয়ন—ক্রুদ্ধ হয়ে; স্বাভাবিক অর্থ, ঈর্ষান্বিত হয়ে; কিন্তু ঈর্ষার প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

৪. বৌদ্ধ গ্রন্থে সংক্লেশ ও ব্যবদান—এই দুটি শব্দ বহুক্ষেত্রেই পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে নন্দ অপরের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই বুদ্ধ তাকে মুক্ত করার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন।

৫. অমৃজা—এই দুর্লভ শব্দটির অর্থ চিন্তনীয়। নাস্তি জরাসমা অমৃজা প্রজানাম্—ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে—'Old age has no equal in talling man's beauty', কিন্তু অমৃজা শব্দটির ধাতুগত অর্থ এই অনুবাদ সমর্থন করে না। মৃজ—বর্ণবলপ্রদ (শুশ্রূত) (?) অমৃজা—তদ্বিপরীত।

৬. শ্লোকে দহনের কথা আছে, সুতরাং 'তেজঃ' অর্থ 'সাহস' নয়--শক্তির শিখা। কেউ কেউ 'সাহস' অর্থ করেছেন।

৭. সার্থ—বণিকদল ; নন্দ এখানে সার্থভ্রষ্ট এক পথিকের সংগে উপমিত হয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের কোন দলীয় ব্যক্তি তার দল যে পথে যাবার জন্য যাত্রা করেছিল, সেই পথ বা সেই গম্য স্থান তো দলভ্রষ্ট পথিকেরও লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক—তবে সেই পথের সন্ধান দিলে সে সেই পথে সাগ্রহে অগ্রসর হবে—এ তো আরও স্বাভাবিক। তবে 'শিবে কথং তে পথি নারুরুক্ষা ?' অর্থাৎ সেই সঠিক পথে যেতে তুমি উৎসুক নও !' বুদ্ধের এই অনুযোগের সার্থকতা কোথায় ?

৮. শ্লোকে আছে 'বৈদেহ মুনিঃ'—বিদেহের মুনি অর্থাৎ বুদ্ধদেব। কিন্তু পূর্বশ্লোকে (৫০ সংখ্যক শ্লোক) নন্দ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বলে ফেলেছেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—তবে আলোচ্য শ্লোকে 'বিচেষ্টমানম্' কথাটির তাৎপর্য কি ?

৯. ৫১ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে 'তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও' এই মন্তব্যের কোন যৌক্তিকতা নেই বলেই মনে হয়। সম্মতি জানাবার পর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রসঙ্গই ওঠে না।

ষষ্ঠ সর্গ

১. উপমাটি সুন্দর এবং সার্থক। বিরহিণী সুন্দরী পদ্মহীনা লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিতা।

২. পতির বিরহদুঃখে সুন্দরীর মূর্চ্ছা ; সংস্কৃত সাহিত্যে মূর্চ্ছা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—কেননা পরবর্তী শ্লোকেই সুন্দরী কথা বলেছে।

৩. দুটি হাতের অগ্রভাগ—সুতরাং 'করাগ্রে' দ্বিবচন। কিন্তু প্রকোষ্ঠ পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গরূপে শব্দটির প্রয়োগ চিন্তনীয় ; হওয়া উচিত নিহিতৌ প্রকোষ্ঠৌ।

৪. মূলে বলা হয়েছে 'প্রমমার্জ্জ গণ্ডৌ'—সুন্দরী তার গাল ঘষতে লাগলেন। আলঙ্কারিক ভামহের মতে 'গাল' শব্দটি অশ্লীল। মূলে আছে 'গণ্ড'। যে সাহিত্যে নারীর নিতম্ব, স্তন, নাভি অবাধে এবং সগৌরবে প্রবেশ লাভ করেছে সেখানে গণ্ডের কি অপরাধ?

৫. ভূলুণ্ঠিত সুন্দরীর দেহ ক্রন্দনের আবেগে উঠছে, নামছে—শ্লোকে আছে 'শ্বাসচলোদরী'। উঠা-নামা প্রকৃতপক্ষে বক্ষ সংক্রান্ত—'উদর' এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে, মনে হয়।

৬. শ্লোকে অনুপ্রাস লক্ষণীয়। 'সুখেন স্বস্থঃ ফলস্থঃ' নন্দর বিশেষণ।

৭. রম্ভা ও দ্রুমিড়ের উপাখ্যান অজ্ঞাত। মহাভারতে আছে, রম্ভার পতি নলকুবর ; ভাগবত পুরাণে নারদ কর্তৃক অভিশপ্ত নলকুবরের কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে।

সপ্তম সর্গ

১. বিহারসংস্থঃ—নন্দর বিশেষণ। বিহার শব্দের দুটি অর্থই কবির ঈপ্সিত—কেলিকানন এবং মঠ ; এখানে বিরোধালঙ্কার।
যানীয়ভাবেন চ যৌবনস্য—জনৈক ভাষ্যকার অর্থ করেছেন—'যৌবনে যে ভাব স্বাভাবিক সেইভাবে চালিত হয়ে।' আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই অর্থ স্বচ্ছন্দে আসে না।

২. জৃম্ভ্ ধাতুর সাধারণ অর্থ হাই তোলা, কিন্তু এই শ্লোকে অর্থ—দেহকে আকুঞ্চিত ; প্রসারিত করা। অবশ্য এই অর্থেও সংস্কৃত সাহিত্যে শব্দটির প্রয়োগ আছে। তুলনীয়—'জৃম্ভণ তৎপরাণি' (ঋতুসংহার, ষষ্ঠ সর্গ, শ্লোক ৯)।

৩. তুষ্টৈঃ প্রহৃষ্টৈরপি অন্যপুষ্টৈঃ—এখানেও অনুপ্রাসের খেলা। বিনীল-কণ্ঠ—এখানে ময়ূরকেই বোঝাচ্ছে, অবশ্য নীলকণ্ঠ শব্দের অন্যতম অর্থ ময়ূর।

৪. স্বভাবতই আমি ইন্দ্রিয়প্রবণ—আবার বুদ্ধ আমার গুরু—এই দুই চাকার মধ্যে পড়ে আমি পিষ্ট হচ্ছি। নন্দর ভাবনা।

৫-২৬. ২৫ নং শ্লোক থেকে ৪৫ নং শ্লোক পর্যন্ত নন্দ সেইসব দেবতা, রাজর্ষি ও মুনির কাহিনী স্মরণ করেছেন যাঁরা নারীর মোহে বিপথে পরিচালিত হয়েছিলেন। এই সকল কাহিনীর মধ্যে কিছু সুপরিচিত, কিছু অপরি-

চিত। অবশ্য মুনিদের এইসব মতিভ্রংশের কাহিনী না জানা থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। শুধু মতিভ্রষ্ট পুরুষ ও মোহিনী নারীদের উল্লেখ করা হল—হিরণ্যরেতা—স্বাতা ; ইন্দ্র-অহল্যা (২৫) ; সূর্য-সরণ্যু (২৬) ; বৈবস্বত, অগ্নি—কোন নারীর উল্লেখ নেই, শুধু বলা হয়েছে—'স্ত্রীকারণম্' (২৭) ; বশিষ্ঠ—অক্ষমালা (২৮) ; পরাশর—কালী (২৯) ; দ্বৈপায়ন—কাশী (৩০) ; অঙ্গিরা—সরস্বতী (৩১) ; কাশ্যপ—জনৈকা স্বর্গস্ত্রী (নাম নেই) (৩২) ; অংগদ—যমুনা (৩৩) ; ঋষ্যশৃংগ—শান্তা (৩৪) ; বিশ্বামিত্র—ঘৃতাচী (৩৫) ; স্থূলশিরা—রম্ভা (৩৬) ; রুরু—প্রমদ্বরা (৩৭) ; পুরূরবা—উর্বশী (৩৮) ; তালজঙ্ঘ—মেনকা (৩৯) ; জহ্নু—শ্লোকে স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, মতিভ্রংশের প্রশ্ন ওঠে না (৪০) ; শান্তনু—গঙ্গা (৪১) ; সোমবর্মা—উর্বশী (৪২) ; ভীমক—শ্লোকে স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক মায়া থাকলেও তাকে মোহ বলে না (৪৩) ; জনমেজয়—কালী (৪৪) ; পাণ্ডু—মাদ্রী (৪৫)।
শুধু গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যই নন্দকে এত সব দৃষ্টান্তের সন্ধান করতে হয়েছে। কোন প্রয়োজন ছিল না।

২৭. সপ্তম সর্গের নাম 'নন্দবিলাপ'। আলোচ্য সর্গে মোট শ্লোকসংখ্যা ৫২ ; ১—১২ পর্যন্ত কোন শ্লোকে বিলাপ নেই—চোখের জল আছে (৬ নং শ্লোক) কিন্তু সে জল সুন্দরীর ; ১৩—৪৬ শ্লোকে নন্দ আত্ম-সমর্থনের প্রেরণায় গভীর ভাবনায় মগ্ন ; ৪৭—৫২ নন্দর প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত। নন্দর বিলাপ (ষষ্ঠ সর্গে সুন্দরীর বিলাপ আছে) কোথাও নেই। সুতরাং সর্গনাম উদ্বেগজনক।

অষ্টম সর্গ

১. যার হৃদয় প্রশান্ত, দুঃখের অনুভূতি তাকে বিচলিত করতে পারে না ; যিনি শান্তির অধিকারী হয়েছেন তাঁর চক্ষে অশ্রু থাকবে কেন?—'নহি বাষ্পশ্চ শমশ্চ শোভতে।' এখানে কর্তার সংখ্যা দুই, কিন্তু ক্রিয়াপদে একবচন ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে বলি।

২. রজস্তমস্তিনোঃ—যে মন ভোগবৃত্তি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে অভিভূত।

৩. হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণার কথা বলা কঠিন হলেও নন্দ ভিক্ষুর কাছে তা বললেন। বলা কঠিন বই কি! তিনি বিদ্বান, তাছাড়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন—এই অবস্থায় তাঁর ভোগাসক্ত মনের গোপন অস্থিরতার সংবাদ ব্যক্ত করা সহজ নয়।

৪. হালাহল, হলহল, হালাহাল, হলাহল—সব রূপেই চলিত। অর্থ—তীব্র বিষ। পরবর্তী সাহিত্যে শেষাংশের রূপ—'আদি হালাহলম্ এব কেবলম্'।

৫. শ্লোকের শেষাংশ অস্পষ্ট।

৬. সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য সৃষ্টির জন্য নারী দেহের কদর্যতা বুদ্ধচরিতেও তুলে ধরা হয়েছে।

৭. উপমাটি অত্যন্ত বাস্তব। মাছির ডানার মত পাতলা চামড়ায় নারীর দেহ আবৃত।

নবম সর্গ

১. ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ প্রভৃতি ধাতুতে গড়া এই দেহ, ধাতুগুলি পরস্পর বিরোধী। ক্রুদ্ধ সর্পের সঙ্গে এরা উপমিত। মহাপ্রজ্ঞা-পারমিত শাস্ত্রে (নাগার্জুন) বলা হয়েছে—'এই দেহ একটি পেটিকা, তাতে চারটি বিষাক্ত সর্প গর্জন করছে।' মনে হয় শ্লোকে 'রোগবিধঃ' এই পদে সপ্তমী থাকলে (রোগাবিধৌ) অর্থের সুসঙ্গতি হত। আমরা সপ্তমী যোজনা করেই অনুবাদ করেছি।

২. শ্লোকে শক্তিশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের কথা বলা হয়েছে। ইনি রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র—তাই এই নাম। এর সহস্র বাহু ছিল—রাবণকে বাহুবলে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জুনকে নিহত করেছিলেন, তাই পরশুরামকে বলা হয় কার্তবীর্যারি।

৩. যোগাবিষ্ট অবস্থায় জরা নামক এক ব্যাধের শরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসান হয়।

৪. নমুচি দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত কশ্যপপুত্র। নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে সূর্য্যরশ্মিতে প্রবেশ করেছিলেন। তখন ইন্দ্র তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে এই নিয়ম করেন তিনি রাত্রিতে অথবা দিনে, শুষ্ক বা সিক্ত দ্রব্যে তাকে নিহত করবেন না। পরে একদিন সন্ধ্যায় জলের ফেনায় ইন্দ্র তাকে বধ করেন। তাই ইন্দ্রের এক নাম নমুচিসূদন।

৫. ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৬. শক্তি, সৌন্দর্য্য ও যৌবন যে ক্ষণস্থায়ী এই সত্য প্রতিপন্ন করাই বুদ্ধ-শিষ্যের উদ্দেশ্য। ৬নং শ্লোক থেকে ২২নং শ্লোক পর্যন্ত বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে শক্তির ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৪নং শ্লোক থেকে সৌন্দর্য্য ও যৌবনের অসারতা প্রমাণিত হচ্ছে।
গদ রোহিনী গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ পুত্র ; শাম্ব (মূলে আছে সাম্য) জাম্ববতী গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ পুত্র ; সারণ—শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা। এঁরা সবাই সুপুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নেই। নারদ প্রভৃতি তিন মুনির শাপে কিভাবে প্রভাসতীর্থে বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশ ধ্বংস হয়েছিল তার বিবরণ মহাভারতে আছে।

৭. দিন ও রাত্রির পালা চলেছে, জরাও ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। দুই করাতীর উপমা সুন্দর ও সার্থক। বৃক্ষ যত উন্নতই হোক না, একদিন ছিন্ন হবেই।

৮. 'কিংপাক' ফল এযুগে দুষ্প্রাপ্য ; সুতরাং কি ধরনের ফল, বলা গেল না। শ্লোকে আছে এই ফল 'রসবর্ণগন্ধবৎ' কিন্তু সতর্কবাণীও আছে —'কিংপাকফলং ন পুষ্টয়ে'। পুষ্টির কথা থাক, এই ফলের আস্বাদনে মৃত্যু নাকি অবধারিত।

৯. সর্গনাম—'মদাপবাদঃ' অর্থাৎ অহংকারের নিন্দা। সর্গের মূল বক্তব্য, শক্তি সৌন্দর্য্য ও যৌবনের অহঙ্কার করতে নেই, সবই ক্ষণস্থায়ী।

দশম সর্গ

১. মূল শ্লোকে আছে—'ভার্য্যাভিধানে তমসি'। নন্দর ভার্য্যাবিষয়ক মোহ যেন অন্ধকার, সেই অন্ধকারে তার মন ভ্রান্ত পথিকের মতই বিচরণ করছে।

২. শ্লোকে 'সাধু' শব্দটি বিভ্রান্তিজনক। মণিং জলে সাধুরিবোজ্জিহীর্ষুঃ সাধু জল থেকে যেমন মণি উপরে তুলে নিয়ে আসে, এই ব্যাখ্যার কোন অর্থগত তাৎপর্য নেই। জনস্টন প্রস্তাব করেছেন—'মণিং' স্থলে 'মীনম্', সাধু স্থলে 'মদগু' (পানকৌড়ি) এই পাঠ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে—পানকৌড়ি যেমন জলে মাছ ধরে উপরে তুলে নিয়ে আসে তেমনি বুদ্ধদেব নন্দকে নিয়ে উপরে (আকাশে) উঠে গেলেন।

৩. শ্লোকটির শেষ পদ (অম্বরস্য) অর্থহীন। পাঠান্তর কল্পিত হয়েছে আম্বিকস্য (গণেশের, অম্বিকার তনয় = আম্বিকস্য)। গণেশের রৌপ্য-নির্মিত বাহুর অলংকারের সংগে উপমা।

৪. গুরুজনের সাক্ষাৎকারের সময় উপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে রাখাই নিয়ম। (মনু, তৃতীয়—২৭৯) ; অনুবাদে উল্লেখ করা দরকার। মূলে আছে—'কৃতাপসব্যঃ'।

৫. চলৎকদম্বে হিমস্নিতম্বে তরৌ প্রলম্বে চমরোললাম্ব—অনুপ্রাসের ঝংকার আকৃষ্ট করে রাখে, অর্থ পরে বুঝে নিলেও চলবে।

৬. গুহার অভ্যন্তরভাগ থেকে কিরাতের দল বেরিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যেন পর্বত তাদের উদ্গীরণ করে দিচ্ছে। উদ্গার ইবাচলস্য। কবির কল্পনা এবং সেই সংগে উপমাটিও সুন্দর। শ্লোকে 'ময়ূরপত্র' শব্দের পাঠান্তর 'ময়ূরপিচ্ছ' ; 'ময়ূরপিত্ত'ও আছে, অনুবাদে আমরা তা গ্রহণ করি নি।

৭. একচক্ষু বানরীর সংগে সুন্দরীর উপমা ? নন্দর মনকে মোহমুক্ত করার জন্যই এই উপমার অবতারণা।

৮. ছয় ঋতুর সৌন্দর্য্য একসংগে। কিন্তু এতো বৃক্ষের সংগে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে অলকার সুন্দরীদের সংগেও দেখেছি এই ছয় ঋতুর ঐশ্বর্য। 'হস্তেলীলা কমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্।' (মেঘদূত, উত্তরমেঘ—দ্বিতীয় শ্লোক)।

৯. অবতংস—কর্ণের অলংকার। সে যুগের নারীগণ ফুলের অলংকার পরতেন। শ্লোকে আছে—মালাঃ স্রজশ্চ ; প্রকৃতপক্ষে মালা ও স্রক সমার্থক।

১০. ৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য। যে ফুল কর্ণের অলঙ্কার রূপে (অর্থাৎ অবতংস-রূপে) ব্যবহার করা চলে।

১১. চক্ষুর আদর্শ উপমান উৎপল। প্রদীপবৃক্ষা—প্রদীপতুল্যা বৃক্ষা। রক্ত-কমলের প্রদীপ্ত আভায় বৃক্ষ প্রদীপবৎ। ভান্তি—শোভা পাচ্ছে। ভা—দীপ্তৌ শব্দটি নিয়ে জনস্টন অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।

১২-১৩. দুটি নাম পাচ্ছি পাখীর—শিঞ্জিরিকা, রোচিষ্ণু। অশ্বঘোষের সময়ে হয়তো ছিল, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কবির বর্ণনা থেকে একটা মূর্তি গড়ে নিতে পারি। শিঞ্জিরিকার উজ্জ্বল ডানা তার সোনার মত রঙ্ আর চোখ দুটি স্বচ্ছ নীল। খুব মধুর তাদের গুঞ্জন। আর

রোচিচঞ্চু পাখীর ঠোঁট উজ্জ্বল, আগুনের মত দীপ্ত তার বর্ণ। তবে এরা স্বর্গের পাখী, মর্ত্যে নিশ্চয়ই এরা দুর্লভ।

১৪. কারণ্ডব—জলচর পক্ষীর নাম ; পদ্মপূর্ণ সরোবর এদের প্রিয়। অভিধানে বলা হয়েছে 'বালিহাঁস'।

১৫. নন্দ স্বর্গের অপ্সরাদের দেখছেন। বন থেকে ওরা বেরিয়ে আসছে—যেন মেঘের বুকে ঝলসিত হলো বিদ্যুৎপতাকা। কামের আবেশে তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগলো, জলের বুকে যেমন কাঁপে চাঁদের কিরণ। একটি অভিনব উপমা—কাব্যময় তো বটেই।

১৬. তাৎপর্য্য এই—নারী মর্ত্যে শোভা পায়—অপ্সরা শোভা পায় স্বর্গে ; তেমনি অন্ধকারে শোভা পায় প্রদীপ—দিনের আলোকে শোভিত হয় সূর্য্য।

১৭. সর্গ নাম—'স্বর্গনিদর্শন' ; 'নিদর্শন' অর্থ দৃষ্টান্ত, উদাহরণ (অথবা স্বপ্ন—Vision)।

একাদশ সর্গ

১. 'ন চ গন্তব্যমন্যথা'—অন্যভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। 'গন্তব্যং' অশ্বঘোষের বাক্‌রীতি অনুযায়ী। তবু 'নাবগন্তব্যমন্যথা'—প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে অনেক ভাল, শ্লোকে 'চ' শব্দের কোন প্রয়োজন নেই।

২. 'ঔদ্ধত্য' শব্দের বৌদ্ধশাস্ত্রানুযায়ী অর্থ—'চিত্তস্য ব্যুপশমঃ'—মনের উত্তেজনা। এখানে গুজবের মধ্যে কেউ কেউ যে রোমাঞ্চ অনুভব করেন তাই বোঝাচ্ছে।

৩. যে মধু চায়, যে উচ্চতাকে গ্রাহ্য করে না—তুমিও অপ্সরা কামনা করছো, কিন্তু অপরিহার্য্য পতনের কথা ভাবছো না। মহাভারতে এই জাতীয় উপমার প্রয়োগ দেখা যায়।

৪. এই শ্লোকে স্বর্গভ্রষ্টদের লক্ষণ বলা হয়েছে—তাদের বস্ত্র ধূলিতে লিপ্ত, সুন্দর মালাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে, দেহে ঘাম দেখা দিচ্ছে—অশ্বঘোষ এই শ্লোকে পঞ্চম লক্ষণটির কথা উল্লেখ করেন নি—'অঙ্গ থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে'।

দ্বাদশ সর্গ

১. নন্দর মানসিক উত্তেজনা তাকে তার কল্যাণবুদ্ধির পথেই নিয়ে গেল, যেমন ব্যাকরণে এধ্ ধাতুর (এবং ই ধাতুর) ক্রিয়ারূপে স্বরের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। উপমা ব্যাকরণ থেকে নেওয়া।

২. 'নিপাত' শব্দের অর্থ—উচ্চাবচেষু অর্থেষু নিপতন্তি ইতি নিপাতাঃ। পাণিনি-ব্যাকরণে 'অস্তি' শব্দ নিপাত এমন কোন সূত্র পাওয়া যায় না। অষ্টাধ্যায়ীর ৩-৩-১৪৬ সূত্রে ভবিষ্যৎ কালেও 'অস্তি'র প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাবৎ-পুরা ইত্যাদি শব্দযোগে বা কাহিনীতে অতীতকাল বোঝালেও বর্তমান কালের 'অস্তি' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ। 'অস্তি' শব্দ সম্পর্কে এই নিয়ম বৌদ্ধ দার্শনিকেরা করেছেন,

'অভিধর্মকোশ' গ্রন্থে এবং 'বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা'তে এই নিয়ে আলোচনা আছে—'অস্তিশব্দস্য নিপাতত্বাৎ কালত্রয়বৃত্তিত্বম্'। উদাহরণ হিসেবে 'অস্তি নিরুদ্ধাঃ স এব দীপো ন তু ময়া নিরোধিতঃ' বাক্যাদির উল্লেখ আছে। অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ব্যাকরণশাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এই শ্লোক তারই প্রমাণ বহন করছে।

৩. মূলে আছে—'স্বর্গায় ত্যাগিনে নমঃ', সেই ত্যাগী স্বর্গকে নমস্কার। অর্থাৎ যে স্বর্গ অনায়াসেই স্বর্গবাসীকে ত্যাগ করে সেই স্বর্গের কি সার্থকতা ?

৪. শ্বসতাং শ্রেষ্ঠঃ—বুদ্ধদেব। এখানে সম্বোধনে প্রযুক্ত।

৫. শ্রদ্ধা হস্তের সঙ্গে উপমিত। হাত দিয়ে যেমন দান গ্রহণ করা হয়, শ্রদ্ধা দিয়েই সদ্ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। পালি সাহিত্যে 'সদ্ধা হত্থ' (শ্রদ্ধাহস্ত) পদটির উল্লেখ আছে।

৬. সর্গের নাম 'প্রত্যবমর্শ'। সঠিক অর্থ বুঝে ওঠা কঠিন। অবমর্শ (অব—মৃশ্+ঘঞ্) অর্থ পরামর্শ বা প্রণিধান হতে পারে। এই অর্থই আমরা গ্রহণ করেছি। বুদ্ধের সঙ্গে আলোচনা ও নন্দর সিদ্ধান্ত এই সর্গের প্রধান আলোচ্য।

ত্রয়োদশ সর্গ

১. সপ্তবিধ কর্মপথ—তৃতীয় সর্গের ৩৭নং শ্লোকে দশবিধ কুশলকর্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ৩০—৩৬ নং শ্লোকগুলিতে আছে সাতটি কুশলকর্মের উল্লেখ। তৃতীয় সর্গের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

২. পঞ্চবিধ দোষ—আথব্বণ, সুপিন, লক্খণ লকখণ্ড, এবং মহাব্যুৎপত্তি। শ্লোকে দুটি দোষের উল্লেখ আছে—কুহক (প্রতারণা) ও জ্যোতিষ।

৩. সংযুত্তনিকায় গ্রন্থে বর্জনীয় বিষয়গুলির উল্লেখ আছে। আলোচ্য শ্লোকে তিনটির কথা বলা হয়েছে—প্রাণী, ধান্য, ধন ইত্যাদি। পাঠান্তর —'প্রাণিঘাত ধনাদীনাং'—এই পাঠই সঙ্গত।

৪. শীল—কবি বলেছেন, 'আচারোঽহং সমাসতঃ।' বৌদ্ধ পঞ্চশীল স্মরণীয় ১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরতি ২. অদত্তদানের গ্রহণ থেকে বিরতি ৩. কামের ব্যভিচার থেকে বিরতি ৪. মিথ্যা বাক্য থেকে বিরতি ৫. মাদকদ্রব্য ও উত্তেজক ওষধিসেবনজনিত মত্ততা থেকে বিরতি।

৫. মুক্তির মূলে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের মূলে সম্যক জ্ঞান, জ্ঞানের মূলে সমাধি, সমাধির মূলে দেহ ও মনের প্রশান্তি, প্রশান্তির মূলে প্রীতি, প্রীতির মূলে আনন্দ, আনন্দের মূলে অ'হৃল্লেখ'। হৃল্লেখ—হৃদয়ে যা লিখিত হয়, ঔৎসুক্য বা গ্লানি। অহৃল্লেখ—গভীর অনাসক্তি। গ্লানির অভাব।

৬. ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৭. শীলের প্রশংসা। এই সর্গে বুদ্ধ নন্দকে শীল সম্পর্কেই উপদেশ দিয়েছেন।

৮. নিঘ্ন শব্দের অর্থ—আশ্রিত, অনুগত, অধীন ; এখানে অবশ বা অসহায় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্লোকে 'কৃষ্যতে' শব্দটি আছে—তার অর্থ টেনে নিয়ে যাওয়া—যাকে নেওয়া হচ্ছে সে অসহায়।

৯. 'উদ্ধব'—যা দুঃখ উদ্ধৃত করে (দূর করে) অর্থাৎ উৎসব। এখানে 'গতোদ্ধব' শব্দটির অর্থ যার উদ্ধব অর্থাৎ দুঃখ চিন্তা দূরীভূত হয়েছে। উদ্ধব শব্দের 'দুশ্চিন্তা' অর্থে প্রয়োগ অভিনব।

চতুর্দশ সর্গ

১. প্রথমে আহারের পরিমাণ সম্পর্কে শিক্ষা। অপরিমিত আহার বা অল্পাহার—দুইই পরিত্যাজ্য।

২. বিকল্পোঽত্র তু বার্য্যতে—কোন স্বচ্ছ অর্থ করা কঠিন ; খুব সম্ভবত এখানে খাদ্য নির্বাচনের কথাই বলা হয়েছে। বক্তব্য এই—আহার গ্রহণে দোষ নেই কিন্তু খাদ্য নির্বাচন নিষিদ্ধ।

৩. নন্দকে এইটুকু বুঝতে বলা হচ্ছে যে মানুষ সাধারণতঃ দুর্লভ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠে—নবম শ্লোকে এই কারণেই বিকল্প ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হয়েছে। শুধু জীবনধারণের যতটুকু প্রয়োজন তা-ই গ্রহণ করা এই উপদেশের তাৎপর্য্য।

৪. কেবলমাত্র শরীর ধারণের জন্যই খাদ্য প্রয়োজন, এই তত্ত্ব বুঝাবার জন্যই ১২ এবং ১৩ সংখ্যক শ্লোকে দুটি উপমার অবতারণা। কিন্তু ১৩ নং শ্লোকের উপমা অসার্থক—মরুভূমিতে ক্ষুধার্ত পিতামাতা দেহধারণের জন্য তাদের সন্তানকে ভক্ষণ করে—একথা সাধারণ সত্য হিসেবে উপমায় উপস্থিত করা চলে না।

৫-৬. প্রতিসংখ্যা—বিচার ; দৃপ্তি—উচ্ছৃংখলতা। দৃপ্তি শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ।

৭. দ্বন্দ্বারামে জগতি—যে জগতে দ্বন্দ্বের সীমা-ই অব্যাহতভাবে চলছে ; দ্বন্দ্ব বলতে এখানে সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, যশ নিন্দা প্রভৃতিকে বুঝাচ্ছে। এই জগতে যিনি নির্দ্বন্দ্ব হয়ে (এই দ্বন্দ্বগুলি উদাসীন হয়ে) থাকতে পারেন তিনিই জ্ঞানী।

৮. ত্রিদশপতিরাজ্যাদপি সুখম্—ইন্দ্ররাজ্যের অপেক্ষাও অধিকতর সুখ। Johnston অনুবাদ করেছেন—'Happiness greater than the realm of the Lord of thirty Gods'. ত্রিদশ অর্থ কি তিন দশ ?

৯. সর্গের নাম—আদি প্রস্থান। প্রস্থান—অর্থাৎ প্রস্থানকালে করণীয় মঙ্গলাচার। সাধনার পথে নন্দর যাত্রা শুরু—প্রথমে বুদ্ধদেবের উপদেশ তার মাঙ্গলিক সূচনা।

পঞ্চদশ সর্গ

১. অশুভ চিন্তার কথা বলা হচ্ছে। এই অশুভ চিন্তাগুলি শুধু নিজের কল্যাণের পথেই বাধা সৃষ্টি করে না অন্যের ভক্তিপথেও বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে।

২. ত্রিকাম—খুব সম্ভবতঃ ত্রিবিধ কামকে বোঝাচ্ছে। কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোক, রূপলোক এবং অরূপলোক এই তিনলোকে জন্মমাত্রই দুঃখকর।

৩-৪. নন্দর ক্ষেত্রে সুশস্ত্র শব্দে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অস্ত্রগুলোকেই বোঝাচ্ছে। রত্ন অর্থ 'ত্রিরত্ন' অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম (বুদ্ধ বাক্য) ও সংঘ (বৌদ্ধ সম্প্রদায়)।

৫. 'জন' শব্দ এই শ্লোকে 'অপরিচিত' অর্থে প্রযুক্ত। বৌদ্ধ সংস্কৃতে এ ধরনের প্রয়োগ সুলভ।

৬. লোকচিত্রেষু ছন্দরাগম্ মা কৃথাঃ—সংসারের উজ্জল বস্তুগুলি কামনা করো না। ছন্দ—অপ্রাপ্ত বস্তুর কামনা।

৭. ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—পঞ্চ মহাভূতের আশ্রয় এই দেহ।

৮. মৃত্যু অপরিহার্য—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি নীতি এই শত্রুকে দমন করতে পারে না।

৯. অভিজ্ঞাসু বশগতং মনঃ শময়তি, যথেচ্ছং যত্রেচ্ছং প্রেরয়তি চ—এই অন্বয়। 'অভি-জ্ঞা' শব্দের অর্থ এই প্রসঙ্গে উপদিষ্ট তত্ত্ববিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, সর্বান্তঃকরণে তাকে গ্রহণ, এবং সর্বদা তার অনুশীলন। মন যখন এমনভাবে রত তখন সে অন্তরকে প্রশান্ত রেখে অন্যত্রও তাকে প্রয়োগ করতে পারে। Johnston অর্থ করেছেন—When the mendicants mind is cleansed and has also secured **control over the supernatural sciences**—supernatural না বলে spiritual, আধ্যাত্মিক অর্থ কি বেশি স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক নয়?

১০. সর্গের নাম 'বিতর্কপ্রহাণ'; বিতর্ক—সন্দেহ, সংশয়; প্রহাণ—ক্ষয়। সম্পূর্ণ অর্থ—সংশয়ের অবসান। ইংরেজী অনুবাদে আছে—'Emptying the mind.'

ষোড়শ সর্গ

১. আর্যসত্য—দ্রষ্টব্য তৃতীয় সর্গ প্রসংগকথা ৫।

২. প্রভবাত্মক দুঃখ—যে দুঃখের মূল 'জন্ম'।

৩. ৭-১৬ নং শ্লোকে প্রথম সত্য, ১৭-২৪ নং শ্লোকে দ্বিতীয় সত্য, ২৫-২৯ নং শ্লোকে তৃতীয় সত্য, ৩০নং শ্লোকে চতুর্থ সত্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সপ্তম শ্লোকে কবির বক্তব্য—দুঃখ সব সত্যের চরম কথা এবং এই দুঃখের মূল জন্ম।

৪. অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কার্য, সম্যক জীবিকা, সম্যক উদ্যম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি।

৫. যখন মন কামাবেগে উত্তেজিত তখন স্থিরতা আনবার জন্য অশুভ ধ্যানকেই ('অশুভা ভাবনা') আশ্রয় করতে হবে। তার ফলে হৃদয় শান্ত হবে এবং স্থিরতা আসবে। অনেকটা বিষে বিষক্ষয়ের মত।

৬. ইন্দ্রিয় সংযমের প্রচেষ্টার শারীরিক প্রয়াসের স্পষ্ট ছবি। মনের আধার তো শরীর। মনকে সংযত করতে হলে শারীরিক প্রয়াসও অপরিহার্য।

৭. শ্লোক ৮৭—৯১, এই পাঁচটি শ্লোকে যে নামগুলি পাচ্ছি তাঁরা ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম শিষ্য, first disciples. Dr. E. H. Thomas

Journal of Royal Asiatic Society, 1929-এ ষাটটি নামের একটি পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেন যাঁরা সাক্ষাৎ বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিয়ে সারা বিশ্বকে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখানেও আমরা ৬০ জনের নাম পাচ্ছি, এই বিষয়ে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের সম্পর্কে নথি হিসেবে এই অংশের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. সর্গের নাম—আর্যসত্যাব্যাখ্যা। আলোচ্য চারিটি আর্য সত্যই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (২নং টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রথম সত্য—জগৎ দুঃখময়, দ্বিতীয় সত্য—দুঃখের কারণ তৃষ্ণা, তৃতীয় সত্য—দুঃখ দূর করার উপায় তৃষ্ণা ত্যাগ, চতুর্থ সত্য—তৃষ্ণা দূর করার উপায় বৌদ্ধমতের অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

সপ্তদশ সর্গ

১. বীরাসন (পর্য্যঙ্ক)—ডান পা বাম উরুর উপর এবং বাম পা ডান উরুর উপর রেখে বসা। যোগাসনের আসন বিশেষ।

একপাদমধঃ কৃত্বা বিনস্যোরৌ তথাপরম্
ঋজুকায়ো বিশেন্ মন্ত্রী বীরাসনামিতীরিতম্
—তন্ত্রসার

২. পর্যবস্থান—বিরোধ, প্রতিবন্ধ।

৩-৪. তিনটি পাপের মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ। প্রথম মুক্তির মূল বর্ণিত হয়েছে ৩৮ নং এবং ৬০ নং শ্লোকে ; দ্বিতীয় মুক্তির মূল ব্যাখ্যাত হয়েছে ৩৯ নং এবং ৬২ নং শ্লোকে ; তৃতীয় মুক্তির মূল প্রজ্ঞার দৃষ্টি।

৫. শ্লোকে 'উত্তম বন্ধনানি' পুনরাবৃত্ত হয়েছে—এই আবৃত্তি সংশয়জনক—আমরা অর্থ করেছি 'পরম কল্যাণের বাধাগুলি'।

৬. মহাকাল সাতটি বিশ্বধ্বংসী সূর্যের—(সাত গ্রহ)—তাপে ধ্বংস করেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। চিত্তের অনুশয় (অশুভ প্রবৃত্তি) সংখ্যাও সাত—পালি সাহিত্যে উল্লিখিত আছে এদের ধ্বংস করেন সাধক—তার বোধির অংগরূপ সাতটি হস্তী দ্বারা। ৫৭ নং শ্লোক থেকে কবি সংখ্যার এক গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছেন—৪০ নং শ্লোকে ছিল তিনটি পাপের মূল ও তিনটি মুক্তির মূল ; তারপর পাঁচটি বন্ধন, সাতটি হস্তী, শেষে অষ্টাঙগযুক্ত নৌকা। সর্বত্র সুব্যাখ্যা সুকঠিন।

৭. সাতটি অশুভ প্রবৃত্তি—৬নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮. অগ্নি, বৃক্ষ, ঘৃত এবং জল—এদের উপরে মেঘ, বায়ু, অগ্নি এবং সূর্যের ক্রিয়া কি? যথাক্রমে দেখা যাক—মেঘ অগ্নি নির্বাপিত করে, বায়ু বৃক্ষ উন্মূলিত করে, অগ্নি ঘৃত দগ্ধ করে, সূর্য জল শুষ্ক করে। নন্দও দোষগুলি সম্পর্কে তাই করলেন—কোথাও নিভিয়ে দিলেন, কোথাও আমূল ধ্বংস করলেন, কোথাও ভস্মীভূত করলেন—আবার কোথাও শুকিয়ে ফেললেন।

৯. অংগাষ্টযুক্ত নৌকা—অষ্টাঙ্গিক পথই এখানে নৌকার সংগে উপমিত হয়েছে। ষোড়শ সর্গের ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১০. দশবল—দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান, যজ্ঞ, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান—এই দশবলযুক্ত বলে বুদ্ধকে বলা হয় দশবল।

অষ্টাদশ সর্গ

১. মূলশ্লোকে আছে ইড্যাম্ ; শব্দটি হবে (অন্ততঃ হওয়া উচিত) ইজ্যাম্। অর্থ—পূজা।

২. পুষ্পোজ্জ্বলশ্রী—কর্ণিকারবৃক্ষের সঙ্গে নন্দর উপমা। কর্ণিকারের শ্বেত পুষ্প রক্ত পল্লব—নন্দর দেহবর্ণ ও বসনের সঙ্গে তুলিত। কর্ণিকার বাতাসে আন্দোলিত—নন্দও বুদ্ধের চরণে প্রণত।

৩. উপমা কষ্টকল্পিত।

৪. রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার—এই পঞ্চ স্কন্ধ।

৫. আবার সেই সংখ্যামোহ। চার প্রকার আহারবিধি—কবড়ীকার, স্পর্শ, মনোসংচেতনা ও বিজ্ঞান। বাহ্যজগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা আহৃত হয়—তা-ই আহার।

৬. অস্তিত্বের তিন আশ্রয়—মর্ত, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ।

৭. Johnston অনুবাদ করেছেন—'to meet the hole in the yoke', অর্থাৎ জোয়ালের ছিদ্রদর্শন করতে কূর্ম সাগর ছেড়ে তীরে উঠে আসে। তার চেয়ে কর্ষিত স্থলে জোয়ালের গর্তে কূর্মের উঠে আসা বেশি স্বাভাবিক। এই উপমা বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে খুব প্রচলিত—সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক, সূত্রালংকার এবং অন্যত্র দেখা যায়।

৮. এই শ্লোকে নন্দ বুদ্ধদেবকে (অগ্রজকে) পিতা ও মাতা বলে সম্বোধন করেছেন। 'ত্বং নো মাতাসি পিতাসি চ' অনেকটা এই ধরনের মনোভাব। গুরু মোক্ষফলে অধিষ্ঠিত, তিনি সেই মোক্ষ লাভ করে, সাধনায় সার্থক হয়ে ফিরে এসেছেন—তাঁর পক্ষে এই সম্বোধন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

৯. Johnston ৪৬ সংখ্যক শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলতে চেয়েছেন—শ্লোকটি পঞ্চদশ সর্গের ২৭নং শ্লোকের অক্ষম অনুসরণ।

১০. বুদ্ধশ্রীঘন—'শ্রীঘন' বুদ্ধদেবের বিশেষণ—তবে তুলনায় দুর্লভ।

১১. সর্গের নাম 'আজ্ঞা, ব্যাকরণ'—দুর্বোধ্য। আজ্ঞা—প্রজ্ঞা বা Insight. ব্যাকরণ—বিশ্লেষণ বা ঘোষণা। নন্দ যে প্রজ্ঞা লাভ করেছেন সেই সম্পর্কিত ঘোষণা—এই সর্গের বিষয়বস্তু। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সহজলভ্য নয়।

॥ ওঁ নমো বুদ্ধায় ॥

প্রথমঃ সর্গঃ

গৌতমঃ কপিলো নাম মুনির্ধর্মভৃতাং বরঃ।
বভূব তপসি শ্রান্তঃ কাক্ষীবানিব গৌতমঃ ॥১॥

অশিশ্রিয়দ্যঃ সততং দীপ্তং কাশ্যপবৎতপঃ।
আশিশ্রায় চ তদ্বৃদ্ধৌ সিদ্ধিং কাশ্যপবৎপরাম্ ॥২॥

হবিঃষু যশ্চ স্বাত্মার্থং গামধুক্ষদ্বসিষ্ঠবৎ।
তপঃ শিষ্টেষু চ শিষ্যেষু গামধুক্ষদ্বসিষ্ঠবৎ ॥৩॥

মাহাত্ম্যাদ্দীর্ঘতপসো যো দ্বিতীয় ইবাভবৎ।
তৃতীয় ইব যশ্চাভূৎকাব্যাঙ্গিরসয়োর্ধিয়া ॥৪॥

তস্য বিস্তীর্ণতপসঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে।
ক্ষেত্রং চায়তনং চৈব তপসামাশ্রমোঽভবৎ ॥৫॥

চারুবীরুত্তরুবনঃ প্রস্নিগ্ধমৃদুশাদ্বলঃ।
হবির্ধূমবিতানেন যঃ সদাভ্র ইবাবভৌ ॥৬॥

মৃদুভিঃ সৈকতৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কেসরাস্তরপাণ্ডুভিঃ।
ভূমিভাগৈরসংকীর্ণৈঃ সাঙ্গরাগ ইবাভবৎ ॥৭॥

শুচিভিস্তীর্থসংখ্যাতৈঃ পাবনৈর্ভাবনৈরপি।
বন্ধুমানিব যস্তস্থৌ সরোভিঃ সসরোরুহৈঃ ॥৮॥

পর্যাপ্তফলপুষ্পাভিঃ সর্বতো বনরাজিভিঃ।
শুশুভে ববৃধে চৈব নরঃ সাধনবানিব ॥৯॥

নীবারফলসন্তুষ্টৈঃ স্বস্থৈঃ শান্তৈরনুৎসুকৈঃ।
আকীর্ণোঽপি তপোভৃদ্ভিঃ শূন্য শূন্য ইবাভবৎ ॥১০॥

অগ্নীনাং হূয়মানানাং শিখিনাং কূজতামপি।
তীর্থানাং চাভিষেকেষু শুশ্রুবে যত্র নিস্বনঃ ॥১১॥

বিরেজুর্হরিণা যত্র সুপ্তা মেধ্যাসু বেদিষু।
সলাজৈর্মাধবীপুষ্পৈরুপহারাঃ কৃতা ইব ॥১২॥

অপি ক্ষুদ্রমৃগা যত্র শান্তাশ্চেরুঃ সমং মৃগৈঃ।
শরণেভ্যস্তপস্বিভ্যো বিনয়ং শিক্ষিতা ইব ॥১৩॥

সন্দিগ্ধেঽপ্যপুনর্ভাবে বিরুদ্ধেষ্বাগমেষ্বপি।
প্রত্যক্ষিণ ইবাকুর্বন্ স্তপো যত্র তপোধনাঃ ॥১৪॥

যত্র স্ম মীয়তে ব্রহ্মা কৈশ্চিৎকৈশ্চিন্ন মীয়তে।
কালে নিমীয়তে সোমো ন চাকালে প্রমীয়তে ॥১৫॥

নিরপেক্ষাঃ শরীরেষু ধর্মে যত্র স্ববুদ্ধয়ঃ।
সংহৃষ্টা ইব যত্নেন তাপসাস্তেপিরে তপঃ ॥১৬॥

শ্রাম্যন্তো মুনয়ো যত্র স্বর্গায়োদ্যুক্তচেতসঃ।
তপোরাগেণ ধর্মস্য বিলোপমিব চক্রিরে ॥১৭॥

অথ তেজস্বিসদনং তপঃক্ষেত্রং তমাশ্রমম্।
কেচিদিক্ষ্বাকবো জগ্মূ রাজপুত্রা বিবৎসবঃ ॥১৮॥

সুবর্ণস্তম্ভবর্ষ্মাণঃ সিংহোরস্কা মহাভুজাঃ।
পাত্রং শব্দস্য মহতঃ শ্রিয়াং চ বিনয়স্য চ ॥১৯॥

অর্হরূপা হ্যনর্হস্য মহাত্মানশ্চলাত্মনঃ।
প্রাজ্ঞাঃ প্রজ্ঞাবিমুক্তস্য ভ্রাতৃব্যস্য যবীয়সঃ ॥২০॥

মাতৃশুল্কাদুপগতাং তে শ্রিয়ং ন বিষেহিরে।
ররক্ষুশ্চ পিতুঃ সত্যং যস্মাচ্ছিশ্রিয়িরে বনম্ ॥২১॥

তেষাং মুনিরুপাধ্যায়ো গৌতমঃ কপিলোঽভবৎ।
গুরুগোত্রাদতঃ কৌৎসাস্তে ভবন্তি স্ম গৌতমাঃ ॥২২॥

একপিত্রোর্যথা ভ্রাত্রোঃ পৃথগ্গুরুপরিগ্রহাৎ।
রাম প্রবাভদ্গার্গ্যো বাসুভদ্রোঽপি গৌতমঃ ॥২৩॥

শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাচ্চ চক্রিরে।
তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি স্মৃতাঃ ॥২৪॥

স তেষাং গৌতমশ্চক্রে স্ববংশসদৃশীঃ ক্রিয়াঃ।
মুনিরূর্ধ্বং কুমারস্য সগরস্যেব ভার্গবঃ ॥২৫॥

কণ্বঃ শকুন্তলস্যেব ভরতস্য তপস্বিনঃ।
বাল্মীকিরিব ধীমাংশ্চ ধীমতোর্মৈথিলেয়য়োঃ ॥২৬॥

তদ্বনং মুনিনা তেন তৈশ্চ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবৈঃ।
শান্তাং গুপ্তাং চ যুগপদ্ব্রহ্মক্ষত্রশ্রিয়ং দধে ॥২৭॥

অথোদকলশং গৃহ্য তেষাং বৃদ্ধিচিকীর্ষয়া।
মুনিঃ স বিয়দুৎপত্য তানুবাচ নৃপাত্মজান্ ॥২৮॥

যা পতেৎকলশাদস্মাদক্ষয্যসলিলান্মহীম্।
ধারা তামনতিক্রম্য মামন্বেত যথাক্রমম্ ॥২৯॥

ততঃ পরমমিত্যুক্ত্বা শিরোভিঃ প্রণিপত্য চ।
রথানারুরুহুঃ সর্বে শীঘ্রবাহানলংকৃতান্ ॥৩০॥

ততঃ স তৈরনুগতঃ স্যন্দনস্থৈর্নভোগতঃ।
তদাশ্রমমহীপ্রান্তং পরিচিক্ষেপ বারিণা ॥৩১॥

অষ্টাপদমিবালিখ্য নিমিত্তৈঃ সুরভীকৃতম্।
তানুবাচ মুনিঃ স্থিত্বা ভূমিপালসুতানিদম্ ॥৩২॥

অস্মিন্ধারাপরিক্ষিপ্তে নেমিচিহ্নিতলক্ষণে।
নির্মিমীধ্বং পুরং যূয়ং ময়ি যাতে ত্রিবিষ্টপম্ ॥৩৩॥

ততঃ কদাচিত্তে বীরাস্তস্মিন্প্রতিগতে মুনৌ।
বভ্রমুর্যৌবনোদ্দামা গজা ইব নিরঙ্কুশাঃ ॥৩৪॥

বদ্ধগোধাঙ্গুলীত্রাণা হস্তবিষ্ঠিতকার্মুকাঃ।
শরাধ্মাতমহাতূণা ব্যায়তাবদ্ধবাসসঃ ॥৩৫॥

জিজ্ঞাসমানা নাগেষু কৌশলং শ্বাপদেষু চ।
অনুচক্রুর্বনস্থস্য দৌষ্মন্তের্দেবকর্মণঃ ॥৩৬॥

তান্ দৃষ্ট্বা প্রকৃতিং যাতান্ বৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রশিশূনিব।
তাপসাস্তদ্বনং হিত্বা হিমবন্তং সিষেবিরে ॥৩৭॥

ততস্তদাশ্রমস্থানং শূন্যং তৈঃ শূন্যচেতসঃ।
পশ্যান্তো মন্যুনা তপ্তা ব্যালা ইব নিশশ্বসুঃ ॥৩৮॥

অথ তে পুণ্যকর্মাণঃ প্রত্যুপস্থিতবৃদ্ধয়ঃ।
তত্র তজ্জ্ঞৈরুপাখ্যাতানবাপুর্মহতো নিধীন্ ॥৩৯॥

অলং ধর্মার্থকামানাং নিখিলানামবাপ্তয়ে।
নিধয়ো নৈকবিধয়ো ভূরয়স্তে গতারয়ঃ ॥৪০॥

ততস্তৎ প্রতিলম্ভাচ্চ পরিমাণাচ্চ কর্মণঃ।
তস্মিন্ বাস্তুনি বাস্তুজ্ঞাঃ পুরং শ্রীমন্ন্যবেশয়ন্ ॥৪১॥

সরিদ্বিস্তীর্ণপরিখং স্পষ্টাঞ্চিতমহাপথম্।
শৈলকল্পমহাবপ্রং গিরিব্রজমিবাপরম্ ॥৪২॥

পাণ্ডুরাট্টালসম্বদ্ধং সুবিভক্তান্তরাপণম্ ।
হর্ম্যমালাপরিক্ষিপ্তং কুক্ষিং হিমগিরেরিব ॥৪৩॥

বেদবেদাঙ্গবিদুষস্তস্থুষঃ ষট্সু কর্মসু ।
শান্তয়ে বৃদ্ধয়ে চৈব যত্র বিপ্রানজীজপন্ ॥৪৪॥

তদ্ভূমেরভিযোক্তৄণাং প্রযুক্তান্বিনিবৃত্তয়ে ।
যত্র স্বেন প্রভাবেন ভৃত্যদণ্ডানজীজপন্ ॥৪৫॥

চারিত্রধনসম্পন্নান্ সলজ্জান্দীর্ঘদর্শিনঃ ।
অর্হতোঽতিষ্ঠিপন্যত্র শূরান্দক্ষান্ কুটুম্বিনঃ ॥৪৬॥

ব্যস্তৈস্তৈস্তৈর্গুণৈর্যুক্তান্মতিবাগ্বিক্রমাদিভিঃ ।
কর্মসু প্রতিরূপেষু সচিবাংস্তান্ন্যযূযুজন্ ॥৪৭॥

বসুমদ্ভিরবিভ্রান্তৈরলংবিদ্যৈরবিস্মিতৈঃ ।
যদ্বভাসে নরৈঃ কীর্ণং মন্দরঃ কিন্নরৈরিব ॥৪৮॥

যত্র তে হৃষ্টমনসঃ পৌরপ্রীতিচিকীর্ষয়া ।
শ্রীমন্ত্যুদ্যানসংজ্ঞানি যশোধামান্যচীকরন্ ॥৪৯॥

শিবাঃ পুষ্করিণীশ্চৈব পরমাগ্র্যগুণাম্ভসঃ ।
নাজ্ঞয়া চেতনোৎকর্ষাদ্দিক্ষু সর্বাস্বচীখনন্ ॥৫০॥

মনোজ্ঞাঃ শ্রীমতীঃ প্রষ্ঠীঃ পথিষূপবনেষু চ ।
সভাঃ কূপবতীশ্চৈব সমন্তাৎ প্রত্যতিষ্ঠিপন্ ॥৫১॥

হস্ত্যশ্বরথসংকীর্ণমসংকীর্ণমনাকুলম্ ।
অনিগূঢ়ার্থিবিভবং নিগূঢ়জ্ঞানপৌরুষম্ ॥৫২॥

সন্নিধানমিবার্থানামাধানমিব তেজসাম্ ।
নিকেতমিব বিদ্যানাং সংকেতমিব সম্পদাম্ ॥৫৩॥

বাসবৃক্ষং গুণবতামাশ্রয়ং শরণৈষিণাম্ ।
আনর্তং কৃতশাস্ত্রাণামালানং বাহুশালিনাম্ ॥৫৪॥

সমাজৈরুৎসবৈর্দায়ৈঃ ক্রিয়াবিধিভিরেব চ ।
অলং চক্রুরলং বীর্যাস্তে জগদ্ধাম তৎপুরম্ ॥৫৫॥

যস্মাদন্যায়তস্তে চ কঞ্চিন্নাচীকরন্করম্ ।
তস্মাদল্পেন কালেন তত্তদাপূপুরন্পুরম্ ॥৫৬॥

কপিলস্য চ তস্যর্ষেস্তস্মিন্নাশ্রমবাস্তুনি ।
যস্মাত্তে তৎপুরং চক্রুঃ তস্মাৎ কপিলবাস্তু তৎ ॥৫৭॥

ককুন্দস্য মকন্দস্য কুশাম্বস্যেব চাশ্রমে।
পূর্যো যথা হি শ্রূয়ন্তে তথৈব কপিলস্য তৎ ॥৫৮॥

আপুঃ পুরং তৎপুরুহূতকল্পাস্তে তেজসার্যেণ ন বিস্ময়েন।
আপুর্যশোগন্ধমতশ্চ শশ্বৎসুতা যযাতেরিব কীর্তিমন্তঃ ॥৫৯॥

তন্নাথবৃত্তৈরপি রাজপুত্রৈররাজকং নৈব ররাজ রাষ্ট্রম্।
তারাসহস্রৈরপি দীপ্যমানৈরনুত্থিতে চন্দ্র ইবান্তরীক্ষম্ ॥৬০॥

যো জ্যায়ানথ বয়সা গুণৈশ্চ তেষাং
ভ্রাতৄণাং বৃষভ ইবৌজসা বৃষাণাম্।
তে তব প্রিয়গুরুবস্তমভ্যষিঞ্চ-
ন্নাদিত্যা দশশতলোচনং দিদীব ॥৬১॥

আচারবান্বিনয়বান্নয়বান্ক্রিয়াবান্
ধর্মায় নেন্দ্রিয়সুখায় ধৃতাতপত্রঃ।
তদ্ভ্রাতৃভিঃ পরিবৃতঃ স জুগোপ রাষ্ট্রং
সংক্রন্দনো দিবমিবানুসৃতো মরুদ্ভিঃ ॥৬২॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে কপিলবাস্তুবর্ণনো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

× × × × × × × × × × দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × ×

ততঃ কদাচিৎ কালেন তদবাপ কুলক্রমাৎ।
রাজা শুদ্ধোধনো নাম শুদ্ধকর্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১॥

যঃ সসঞ্জে ন কামেষু শ্রীপ্রাপ্তৌ ন বিসিস্মিয়ে।
নাবমেনে পরানৃদ্ধ্যা পরেভ্যো নাপি বিব্যথে ॥২॥

বলীয়ান্ সত্ত্বসম্পন্নঃ শ্রুতবান্ বুদ্ধিমানপি।
বিক্রান্তো নয়বাংশ্চৈব ধীরঃ সুমুখ এব চ ॥৩॥

বপুষ্মাংশ্চ ন চ স্তব্ধো দক্ষিণো ন চ নার্জবঃ।
তেজস্বী ন চ ন ক্ষান্তঃ কর্তা চ ন চ বিস্মিতঃ ॥৪॥

আক্ষিপ্তঃ শত্রুভিঃ সংখ্যে সুহৃদ্ভিশ্চ ব্যপাশ্রিতঃ।
অভবদ্যো ন বিমুখঃ তেজসা দিৎসয়ৈব চ ॥৫॥

যঃ পূর্বৈ রাজভির্যাতাং যিযাসুর্ধর্মপদ্ধতিম্।
রাজ্যং দীক্ষামিব বহন্বৃত্তেনান্বগমৎ পিতৄন্ ॥৬॥

যস্য সুব্যবহারাচ্চ রক্ষণাচ্চ সুখং প্রজাঃ।
শিশ্যিরে বিগতোদ্বেগাঃ পিতুরঙ্কগতা ইব ॥৭॥

কৃতশাস্ত্রঃ কৃতাস্ত্রো বা জাতো বা বিপুলে কুলে।
অকৃতার্থো ন দদৃশে যস্য দর্শনমেযিবান্ ॥৮॥

হিতং বিপ্রিয়মপ্যুক্তো যঃ শুশ্রাব ন চুক্ষুভে।
দুষ্কৃতং বহ্বপি ত্যক্ত্বা সস্মার কৃতমণ্বপি ॥৯॥

প্রণতাননুজগ্রাহ বিজগ্রাহ কুলদ্বিষঃ।
আপন্নান্ পরিজগ্রাহ নিজগ্রাহাস্থিতান্ পথি ॥১০॥

প্রায়েণ বিষয়ে তস্য তচ্ছীলমনুবর্তিনঃ।
অর্জয়ন্তো দদৃশিরে ধনানীব গুণানপি ॥১১॥

অধ্যৈষ্ট যঃ পরং ব্রহ্ম ন ব্যৈষ্ট সততং ধৃতেঃ।
দানান্যদিত পাত্রেভ্যঃ পাপং নাকৃত কিঞ্চন ॥১২॥

ধৃত্যাবাক্ষীৎ প্রতিজ্ঞাং স সদ্বাজীবোদ্যতাং ধুরম্।
ন হ্যবাঞ্ছীচ্চ্যুতঃ সত্যান্ মুহূর্তমপি জীবিতম্ ॥১৩॥

বিদুষঃ পর্যুপাসিষ্ট ব্যকাশিষ্টাত্মবত্তয়া।
ব্যরোচিষ্ট চ শিষ্টেভ্যো মাসীষে চন্দ্রমা ইব ॥১৪॥

অবেদীদ্বুদ্ধিশাস্ত্রাভ্যামিহ চামুত্র চ ক্ষমম্।
দধর্যবীর্যাভ্যামিন্দ্রিয়াণ্যপি চ প্রজাঃ ॥১৫॥

অহার্ষীদ্দুঃখমার্তানাং দ্বিষতাং চোর্জিতং যশঃ।
অচৈষীচ্চ নয়ৈর্ভূমিং ভূয়সা যশসৈব চ ॥১৬॥

অপ্যাসীদ্দুঃখিতান্ পশ্যন্ প্রকৃত্যা করুণাত্মকঃ।
নাধোষীচ্চ যশো লোভাদন্যায়াধিগতৈর্ধনৈঃ ॥১৭॥

সৌহার্দদৃঢ়ভক্তিত্বান্ মৈত্রেষু বিগুণেষ্বপি।
নাদিদাসীদদিৎসীত্তু সৌমুখ্যাৎ স্বং স্বমর্থবৎ ॥১৮॥

অনিবেদ্যাগ্রমর্হদ্ভ্যো নালিক্ষৎকিঞ্চিদপ্লুতঃ।
গামধর্মেণ নাধুক্ষৎক্ষীরতর্ষেণ গামিব ॥১৯॥

নাসৃক্ষদ্বলিমপ্রাপ্তং নারুক্ষন্মানমৈশ্বরম্।
আগমৈর্বুদ্ধিমাধিক্ষদ্ধর্মায় ন তু কীর্তয়ে ॥২০॥

ক্লেশার্হানপি কাংশ্চিত্তু নাক্লিষ্ট ক্লিষ্টকর্মণঃ।
আর্যভাবাচ্চ নাঘুক্ষদ্দ্বিষতোঽপি সতো গুণান্ ॥২১॥

আকৃক্ষদ্বপুষা দৃষ্টীঃ প্রজানাং চন্দ্রমা ইব।
পরস্বং ভুবি নামৃক্ষন্ মহাবিষমিবোরগম্ ॥২২॥

নাক্রুক্ষদ্বিষয়ে তস্য কশ্চিৎকৈশ্চিৎকচিৎক্ষতঃ।
অদিক্ষত্তস্য হস্তস্থমার্তেভ্যো হ্যভয়ং ধনু ॥২৩॥

কৃতাগসোঽপি প্রণতান্ প্রাগেব প্রিয়কারিণঃ।
অদর্শৎস্নিগ্ধয়া দৃষ্ট্যা শ্লক্ষ্ণেন বচসাসিচৎ ॥২৪॥

বহ্বীরধ্যগমদ্বিদ্যা বিষয়েম্বকুতূহলঃ।
স্থিতঃ কার্তযুগে ধর্মে ধর্মাৎকৃচ্ছ্রেঽপি নাস্রসৎ ॥২৫॥

অবর্ধিষ্ট গুণৈঃ শশ্বদবৃধান্মিত্রসম্পদা।
অবর্তিষ্ট চ বৃদ্ধেষু নাবৃতদ্গর্হিতে পথি ॥২৬॥

শরৈরশীশমচ্ছত্রূন্ গুণৈর্বন্ধূনরীরমৎ।
রন্ধ্রৈর্নাচূচুদদ্ভৃত্যান্ করৈর্নাপীপিডৎপ্রজাঃ ॥২৭॥

রক্ষণাচ্চৈব শৌর্যাচ্চ নিখিলাং গামবীবপৎ।
স্পষ্টয়া দণ্ডনীত্যা চ রাত্রিসত্রানবীবপৎ ॥২৮॥

কুলং রাজর্ষিবৃত্তেন যশোগন্ধমবীবপৎ।
দীপ্ত্যা তম ইবাদিত্যঃ তেজসারীনবীবপৎ ॥২৯॥

অপপ্রথৎপিতৃংশ্চৈব সৎপুত্রসদৃশৈর্গুণৈঃ।
সলিলেনেব চাম্ভোদো বৃত্তেনাজিহ্লদৎপ্রজাঃ ॥৩০॥

দানৈরজস্রবিপুলৈঃ সোমং বিপ্রানসূষবৎ।
রাজধর্মস্থিতত্বাচ্চ কালে সস্যমসূষবৎ ॥৩১॥

অধর্মিষ্ঠামচকথন্ন কথামকথং কথঃ।
চক্রবর্তীব চ পরান্ধর্মায়াভ্যুদসীষহৎ ॥৩২॥

রাষ্ট্রমন্যত্র চ বলের্ন স কিঞ্চিদদীদপৎ।
ভৃত্যৈরেব চ সোদ্যোগং দ্বিষদ্দর্পমদীদপৎ ॥৩৩॥

স্বৈরেবাদীদপচ্চাপি ভূয়ো ভূয়ো গুণৈঃ কুলম্।
প্রজা নাদীদপচ্চৈব সর্বধর্মব্যবস্থয়া ॥৩৪॥

অশ্রান্তঃ সময়ে যজ্বা যজ্ঞভূমিমমীমপৎ।
পালনাচ্চ দ্বিজান্ ব্রহ্ম নিরুদ্বিগ্নানমীমপৎ ॥৩৫॥

গুরুভির্বিধিবৎকালে সৌম্যঃ সোমমমীমপৎ।
তপসা তেজসা চৈব দ্বিষৎসৈন্যমমীমপৎ ॥৩৬॥

প্রজাঃ পরমধর্মজ্ঞঃ সূক্ষ্মং ধর্মমবীবসৎ।
দর্শনাচ্চৈব ধর্মস্য কালে স্বর্গমবীবসৎ ॥৩৭॥

ব্যক্তমপ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু নাধর্মিষ্ঠমতিষ্ঠিপৎ।
প্রিয় ইত্যেব চাশক্তং ন সংরাগাদবীবৃধৎ ॥৩৮॥

তেজসা চ ত্বিষা চৈব রিপূন্ দৃপ্তানবীভসৎ।
যশোদীপেন দীপ্তেন পৃথিবীং চ ব্যবীভসৎ ॥৩৯॥

আনৃশংস্যান্ন যশসে তেনাদায়ি সদার্থিনে।
দ্রব্যং মহদপি ত্যক্ত্বা ন চৈবাকীর্তি কিঞ্চন ॥৪০॥

তেনারিরপি দুঃখার্তো নাত্যাজি শরণাগতঃ।
জিত্বা দৃপ্তানপি রিপূন্ন তেনাকারি বিস্ময়ঃ ॥৪১॥

ন তেনাভেদি মার্যাদা কমোদ্দেৰ্ষাদ্ভয়াদপি।
তেন সংস্বপি ভোগেষ্ নাসেবীন্দ্রিয়বৃত্তিতা ॥৪২॥

ন তেনাদর্শি বিষমং কার্যং কচন কিঞ্চন।
বিপ্রিয়াপ্রিয়য়োঃ কৃত্যে ন তেনাগামি নিষ্ক্রিয়াঃ ॥৪৩॥

তেনাপায়ি যথাকল্পং সোমশ্চ যশ এব চ।
বেদশ্চাম্নাপি সততং বেদোক্তো ধর্ম এব চ ॥৪৪॥

এবমাদিভিরত্যক্তো বভূবাসুলভৈর্গুণৈঃ।
অশক্যশক্যসামন্তঃ শাক্যরাজঃ স শক্রবৎ ॥৪৫॥

অথ তস্মিন্ তথা কালে ধর্মকামা দিবৌকসঃ।
বিচেরুর্দিশি লোকস্য ধর্মচর্যা দিদৃক্ষবঃ ॥৪৬॥

ধর্মাত্মানশ্চরন্তস্তে ধর্মজিজ্ঞাসয়া জগৎ।
দদৃশুস্তং বিশেষেণ ধর্মাত্মানং নরাধিপম্ ॥৪৭॥

দেবেভ্যস্তুষিতেভ্যোঽথ বোধিসত্ত্বঃ ক্ষিতিং ব্রজন্।
উপপত্তিং প্রণিদধে কুলে তস্য মহীপতেঃ ॥৪৮॥

তস্য দেবী নৃদেবস্য মায়া নাম তদাভবৎ।
বীতক্রোধতমোমায়া মায়েব দিবি দেবতা ॥৪৯॥

স্বপ্নেঽথ সময়ে গর্ভভাবিশন্তং দদর্শ সা।
ষড়্দন্তং বারণং শ্বৈতমৈরাবতমিবৌজসা ॥৫০॥

তং বিনির্দিদিশুঃ শ্রুত্বা স্বপ্নং স্বপ্নবিদো দ্বিজাঃ।
তস্য জন্ম কুমারস্য লক্ষ্মীধর্মযশোভৃতঃ ॥৫১॥

তস্য সত্ত্ববিশেষস্য জাতৌ জাতিক্ষয়ৈষিণঃ।
সাচলা প্রচচালোর্বী তরঙ্গাভিহতেব নৌঃ ॥৫২॥

সূর্যরশ্মিভিরক্লিষ্টং পুষ্পবর্ষং পপাত খাৎ।
দিগ্বারণকরাধূতাদ্বনাচ্চৈত্ররথাদিব ॥৫৩॥

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্দীব্যতাং মরুতামিব।
দিদীপেঽভ্যধিকং সূর্যঃ শিবশ্চ পবনো ববৌ ॥৫৪॥

তুতুষুস্তুষিতাশ্চৈব শুদ্ধাবাসাশ্চ দেবতাঃ।
সদ্ধর্মবহুমানেন সত্ত্বানাং চানুকম্পয়া ॥৫৫॥

সমাযযৌ যশঃ কেতুং শ্রেয়ঃ কেতুকরঃ পরঃ।
বভ্রাজে শান্তয়া লক্ষ্ম্যা ধর্মো বিগ্রহবানিব ॥৫৬॥

দেব্যামপি যবীয়স্যামরণ্যামিব পাবকঃ।
নন্দো নাম সুতো জজ্ঞে নিত্যানন্দকরঃ কুলে ॥৫৭॥

দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষাঃ সিংহাংসো বৃষভেক্ষণঃ।
বপুষাগ্র্যেণ যো নাম সুন্দরোপপদং দধে ॥৫৮॥

মধুমাস ইব প্রাপ্তশ্চন্দ্রো নব ইবোদিতঃ।
অঙ্গবানিব চানঙ্গঃ স বভৌ কান্তয়া শ্রিয়া ॥৫৯॥

স তৌ সংবর্ধয়ামাস নরেন্দ্রঃ পরয়া মুদা।
অর্থঃ সজ্জনহস্তস্থো ধর্মকামৌ মহানিব ॥৬০॥

তস্য কালেন সংপুত্রৌ ববৃধাতে ভবায় তৌ।
আর্যস্যারম্ভমহতো ধর্মার্থাবিব ভূতয়ে ॥৬১॥

তয়োঃ সংপুত্রয়োর্মধ্যে শাক্যরাজো ররাজ সঃ।
মধ্যদেশ ইব ব্যক্তো হিমবৎপারিপাত্রয়োঃ ॥৬২॥

ততস্তয়োঃ সংস্কৃতয়োঃ ক্রমেণ নরেন্দ্রসূন্বোঃ কৃতবিদ্যয়োশ্চ।
কামেষ্বজস্রং প্রমমাদ নন্দঃ সর্বার্থসিদ্ধস্তু ন সংররঞ্জ ॥৬৩॥

স প্রেক্ষ্যৈব হি জীর্ণমাতুরং চ মৃতং চ
বিমৃশন্ জগদনভিজ্ঞমার্তচিত্তঃ।
হৃদয়গতপরঘৃণো ন বিষয়রতিমগম-
জ্জননমরণভয়মভিতো বিজিঘাংসুঃ ॥৬৪॥

উদ্বেগাদপুনর্ভবে মনঃ প্রণিধায়
স যযৌ শয়িতবরাঙ্গনাদনাস্থঃ।
নিশি নৃপতিনিলয়নাদ্বনগমনকৃতমনাঃ
সরস ইব মথিতনলিনাৎ কলহংসঃ ॥৬৫॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে রাজবর্ণনো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

× × × × × × × × × × তৃতীয়ঃ সর্গঃ × × × × × × × × × ×

তপসে ততঃ কপিলবাস্তু হয়গজরথৌঘসঙ্কুলম্।
শ্রীমদভয়মনুরক্তজনং স বিহায় নিশ্চিতমনা বনং যযৌ ॥১॥

বিবিধাগমাংস্তপসি তাংশ্চ বিবিধনিয়মাশ্রয়ান্ মুনীন্।
প্রেক্ষ্য স বিষয়তৃষাকৃপণাননবস্থিতং তপ ইতি ন্যবর্তত ॥২॥

অথ মোক্ষবাদিনমরাডমুপশমমতিং তথোদ্রকম্।
তত্ত্বকৃতমতিরুপাস্য জহাবয়মপ্যমার্গ ইতি মার্গকোবিদঃ ॥৩॥

স বিচারয়ন্ জগতি কিং নু পরমিতি তং তমাগমম্।
নিশ্চয়মনধিগতঃ পরতঃ পরমং চচার তপ এব দুষ্করম্ ॥৪॥

অথ নৈষ মার্গ ইতি বীক্ষ্য তদপি বিপুলং জহৌ তপঃ।
ধ্যানবিষয়মবগম্য পরং বুভুজে বরান্নমমৃতত্ববুদ্ধয়ে ॥৫॥

স সুবর্ণপীনযুগবাহুঋষভগতিরায়তেক্ষণঃ।
প্লক্ষমবনিরুহমভ্যাগমৎপরমস্য নিশ্চয়বিধের্বুভুৎসয়া ॥৬॥

উপবিশ্য তত্র কৃতবুদ্ধিরচলধৃতিরদ্রিরাজবৎ।
মারবলমজয়দুগ্রমথো বুবুধে পদং শিবমহার্যমব্যয়ম্ ॥৭॥

অবগম্য তং চ কৃতকার্যমমৃতমনসো দিবৌকসঃ।
হর্ষমতুলমগমন্মুদিতা বিমুখী তু মারপরিষৎপ্রচুক্ষুভে ॥৮॥

সনগা চ ভূঃ প্রবিচচাল হুতবহসখঃ শিবো ববৌ।
নেদুরপি চ সুরদুন্দুভয়ঃ প্রববর্ষ চাম্বুধরবর্জিতং নভঃ ॥৯॥

অববুধ্য চৈব পরমার্থমজরমনুকম্পয়া বিভুঃ।
নিত্যমমৃতমুপদর্শয়িতুং স বরাণসীপরিকরাময়াৎপুরীম্ ॥১০॥

অথ ধর্মচক্রমৃতনাভি ধৃতিমতিসমাধিনেমিমৎ।
তত্র বিনয়নিয়মারমৃষির্জগতো হিতায় পরিষদ্যবর্তয়ৎ ॥১১॥

ইতি দুঃখমেতদিয়মস্য সমুদয়লতা প্রবর্তিকা।
শান্তিরিয়ময়মুপায় ইতি প্রবিভাগশঃ পরমিদং চতুষ্টয়ম্ ॥১২॥

অভিধায় চ ত্রিপরিবর্তমতুলমনিবর্ত্যমুত্তমম্।
দ্বাদশনিয়তবিকল্পমৃষির্বিনিনায় কৌণ্ডিণসগোত্রমাদিতঃ ॥১৩॥

স হি দোষসাগরমগাধমুপধিজলমাধিজন্তুকম্।
ক্রোধমদভয়তরঙ্গচলং প্রততরে লোকমপি চ ব্যতরেয়ৎ ॥১৪॥

স বিনীয় কাশিষু গয়েষু বহুজনমথো গিরিব্রজে।
পিত্র্যমপি পরমকারুণিকো নগরং যয়াবনুজিঘৃক্ষয়া তদা ॥১৫॥

বিষয়াত্মকস্য হি জনস্য বহুবিবিধমার্গসেবিনঃ।
সূর্যসদৃশবপুরভ্যুদিতো বিজহার সূর্য ইব গৌতমস্তমঃ ॥১৬॥

অভিতস্ততঃ কপিলবাস্তু পরমশুভরাস্তুসংস্তুতম্।
বস্তুমতিশুচি শিবোপবনং স দদর্শ নিঃস্পৃহতয়া যথা বনম্ ॥১৭॥

অপরিগ্রহঃ স হি বভূব নিয়তমতিরাত্মনীশ্বরঃ।
নৈকবিধভয়করেষু কিমু স্বজনস্বদেশজনমিত্রবস্তুষু ॥১৮॥

প্রতিপূজয়া ন স জহর্ষ ন চ শুচমবজ্ঞয়াগমৎ।
নিশ্চিতমতিরসিচন্দনয়োর্ন জগাম দুঃখসুখয়োশ্চ বিক্রিয়াম্ ॥১৯॥

অথ পার্থিবঃ সমুপলভ্য সুতমুপগতং তথাগতম্।
তূর্ণমবহুতুরগানুগতঃ সুতদর্শনোৎসুকতয়াভিনির্যযৌ ॥২০॥

সুগতস্তথাগতমবেক্ষ্য নরপতিমধীরমাশয়া।
শেষমপি চ জনমশ্রুমুখং বিনিনীষয়া গগনমুৎপপাত হ ॥২১॥

স বিচক্রমে দিবি ভুবীব পুনরুপবিবেশ তস্থিবান্।
নিশ্চলমতিরশয়িষ্ট পুনর্বহুধাভবৎপুনরভূত্তথৈকধা ॥২২॥

সলিলে ক্ষিতাবিব চচার জলমিব বিবেশ মেদিনীম্।
মেঘ ইব দিবি ববর্ষ পুনঃ পুনরজ্বলন্নব ইবোদিতো রবিঃ ॥২৩॥

যদৃগপজ্জ্বলন্ জ্বলনবচ্চ জলমবসৃজংশ্চ মেঘবৎ।
তপ্তকনকসদৃশপ্রভয়া স বভৌ প্রদীপ্ত ইব সন্ধ্যয়া ঘনঃ ॥২৪॥

তমুদীক্ষ্য হেমমণিজালবলয়িনমিবোত্থিতং ধ্বজম্।
প্রীতিমগমদতুলাং নৃপতির্জনতা নতাশ্চ বহুমানমভ্যয়ুঃ ॥২৫॥

অথ ভাজনীকৃতমবেক্ষ্য মনুজপতিমৃদ্ধিসম্পদা।
পৌরজনমপি চ তৎপ্রবণং নিজগাদ ধর্মবিনয়ং বিনায়কঃ ॥২৬॥

নৃপতিস্ততঃ প্রথমমাপ ফলমমৃতধর্মসিদ্ধয়োঃ।
ধর্মমতুলমধিগম্য মুনের্মুনয়ে ননাম স যতো গুরাবিব ॥২৭॥

বহবঃ প্রসন্নমনসোঽথ জননমরণার্তিভীরবঃ।
শাক্যতনয়বৃষভাঃ কৃতিনো বৃষভা ইবানলভয়াৎপ্রবব্রজুঃ ॥২৮॥

বিজহুস্তু যেঽপি ন গৃহাণি তনয়পিতৃমাত্রপেক্ষয়া।
তেঽপি নিয়মবিধিমামরণাজ্জগৃহুশ্চ যুক্তমনসশ্চ দধিরে ॥২৯॥

ন জিহিংস সূক্ষ্মমপি জন্তুমপি পরবধোপজীবনঃ।
কিংবত বিপুলগুণঃ কুলজঃ সদয়ঃ সদা কিমু মুনেরুপাসয়া ॥৩০॥

অকৃশোদ্যমঃ কৃশধনোঽপি পরপরিভবাসহোঽপি সন্।
নান্যধনমপজহার তথা ভুজগাদিবান্যবিভবাদ্ধি বিব্যথে ॥৩১॥

বিভবান্বিতোঽপি তরুণোঽপি বিষয়চপলেন্দ্রিয়োঽপি সন্।
নৈব চ পরযুবতীরগমৎপরমং হি তা দহনতোঽপ্যমন্যত ॥৩২॥

অনৃতং জগাদ ন চ কশ্চি-
দৃতমপি জজল্প নাপ্রিয়ম্।
শ্লক্ষ্ণমপি চ ন জগাবহিতং
হিতমপ্যুবাচ ন চ পৈশুনাথ যৎ ॥৩৩॥

মনসা লুলোভ ন চ জাতু পরবসুষু গৃদ্ধমানসঃ।
কামসুখমসুখতো বিমৃশন্বিজহার তৃপ্ত ইব তত্র সজ্জনঃ ॥৩৪॥

ন পরস্য কশ্চিদপঘাতমপি চ সঘৃণো ব্যচিন্তয়ৎ।
মাতৃপিতৃসুতসুহৃৎসদৃশং স দদর্শ তত্র হি পরস্পরং জনঃ ॥৩৫॥

নিয়তং ভবিষ্যতি পরত্র ভবদপি চ ভূতমপ্যথো।
কর্মফলমপি চ লোকগতির্নিয়তেতি দর্শনমবাপ সাধু চ ॥৩৬॥

ইতি কর্মণা দশবিধেন
পরমকুশলেন ভূরিণা।
ভ্রংশিনি শিথিলগুণোঽপি যুগে
বিজহার তত্র মুনিসংশ্রয়াজ্জনঃ ॥৩৭॥

ন চ তত্র কশ্চিদুপপত্তিসুখমভিললাষ তৈর্গুণৈঃ।
সর্বমশিবমবগম্য ভবং ভবসংক্ষয়ায় ববৃতে ন জন্মনে ॥৩৮॥

অকথংকথা গৃহিণ এব পরমপরিশুদ্ধদৃষ্টয়ঃ।
স্রোতসি হি ববৃতিরে বহবো রজসস্তনুত্বমপি চক্রিরে পরে ॥৩৯॥

ববৃতেঽত্র যোঽপি বিষমেষু
বিভবসদৃশেষু কশ্চন।
ত্যাগবিনয়নিয়মাভিরতো
বিজহার সোঽপি ন চচাল সৎপথাৎ ॥৪০॥

অপি চ স্বতোঽপি পরতোঽপি ন ভয়মভবন্ন দৈবতঃ।
তত্র চ সুসুখসুভিক্ষগুণৈর্জহৃষুঃ প্রজাঃ কৃতযুগে মনোরিব ॥৪১॥

ইতি মুদিতমনাময়ং নিরাপৎকুরুরঘুপূরুপুরোপমং পুরং তৎ।
অভবদভয়দৈশিকে মহর্ষৌ বিহরতি তত্র শিবায় বীতরাগে ॥৪২॥

ইতি সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে তথাগতবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

× × × × × × × × × × চতুর্থঃ সর্গঃ × × × × × × × × × ×

মুনৌ ব্রুবাণেঽপি তু তত্র ধর্মং ধর্মং প্রতি জ্ঞাতিষু চাদৃতেষু।
প্রাসাদসংস্থো মদনৈককার্যঃ প্রিয়াসহায়ো বিজহার নন্দঃ ॥১॥

স চক্রবাক্যেব হি চক্রবাকস্তয়া সমেতঃ প্রিয়য়া প্রিয়ার্হঃ।
নাচিন্তয়দ্বৈশ্রমণং ন শক্রং তৎস্থানহেতোঃ কুত এব ধর্মম্ ॥২॥

লক্ষ্ম্যা চ রূপেণ চ সুন্দরীতি স্তম্ভেন গর্বেণ চ মানিনীতি।
দীপ্ত্যা চ মানেন চ ভামিনীতি যাতো বভাষে ত্রিবিধেন নাম্না ॥৩॥

সা হাসহংসা নয়নদ্বিরেফা পীনস্তনাত্যুন্নতপদ্মকোশা।
ভূয়ো বভাসে স্বকুলোদিতেন স্ত্রীপদ্মিনী নন্দদিবাকরেণ ॥৪॥

রূপেণ চাত্যন্তমনোহরেণ রূপানুরূপেণ চ চেষ্টিতেন।
মনুষ্যলোকে হি তদা বভূব সা সুন্দরী স্ত্রীষু নরেষু নন্দঃ ॥৫॥

সা দেবতা নন্দনচারিণীব কুলস্য নন্দীজননশ্চ নন্দঃ।
অতীত্য মর্ত্যাননুপেত্য দেবান্ সৃষ্টাবভূতামিব ভূতধাত্রা ॥৬॥

তাং সুন্দরীং চেন্ন লভেত নন্দঃ সা বা নিষেবেত ন তং নতভ্রূঃ।
দ্বন্দ্বং ধ্রুবং তদ্বিকলং ন শোভেতান্যোন্যহীনাবিব রাত্রিচন্দ্রৌ ॥৭॥

কন্দর্পরত্যোরিব লক্ষ্যভূতং প্রমোদনান্দ্যোরিব নীড়ভূতম্।
প্রহর্ষতুষ্ট্যোরিব পাত্রভূতং দ্বন্দ্বং সহারস্তং মদান্ধভূতম্ ॥৮॥

পরস্পরোদ্বীক্ষণতৎপরাক্ষং পরস্পরব্যাহৃতসক্তচিত্তম্।
পরস্পরাশ্লেষহৃতাঙ্গরাগং পরস্পরং তং মিথুনং জহার ॥৯॥

ভাবানুরক্তৌ গিরিনির্ঝরস্থৌ তৌ কিন্নরীকিংপুরুষাবিবোভৌ।
চিক্রীড়তুশ্চাভিবিরেজতুশ্চ রূপশ্রিয়ান্যোন্যমিবাক্ষিপন্তৌ ॥১০॥

অন্যোন্যসংরাগবিবর্ধনেন তৎ দ্বন্দ্বমন্যোন্যমরীরমচ্চ।
ক্লমান্তরেঽন্যোন্যবিনোদনেন সলীলমন্যোন্যমমীমদচ্চ ॥১১॥

বিভূষয়ামাস ততঃ প্রিয়াং স সিষেবিষুস্তাং ন মৃজাবহার্থম্।
স্বেনৈব রূপেণ বিভূষিতা হি বিভূষণানামপি ভূষণং সা ॥১২॥

দত্ত্বাথ সা দর্পণমস্য হস্তে মমাগ্রতো ধারয় তাবদেনম্।
বিশেষকং যাবদহং করোমীত্যুবাচ কান্তং স চ তং বভার ॥১৩॥

ভর্তুস্ততঃ শ্মশ্রু নিরীক্ষমাণা বিশেষকং সাপি চকার তাদৃক্।
নিশ্বাসবাতেন চ দর্পণস্য চিকিৎসয়িত্বা নিজঘান নন্দঃ ॥১৪॥

সা তেন চেষ্টাললিতেন ভর্তুঃ শাঠ্যেন চান্তর্মনসা জহাস।
ভবেচ্চ রুষ্টা কিল নাম তস্মৈ ললাটজিহ্মাং ভৃকুটিং চকার ॥১৫॥

চিক্ষেপ কর্ণোৎপলমস্য চাংসে করেণ সব্যেন মদালসেন।
পত্রাঙ্গুলিং চার্ধনিমীলিতাক্ষে বক্ত্রেঽস্য তামেব বিনিদুধাব ॥১৬॥

ততশ্চলন্নূপুরযোক্ত্রিতাভ্যাং নখপ্রভোদ্ভাসিতরাঙ্গুলিভ্যাম্।
পদ্মাং প্রিয়ায়া নলিনোপমাভ্যাং মূর্ধ্না ভয়ান্নাম ননাম নন্দঃ ॥১৭॥

স মুক্তপুষ্পোন্মিষিতেন মূর্ধ্না ততঃ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্বভাষে।
সুবর্ণবেদ্যামনিলাবভগ্নঃ পুষ্পাতিভারোদিব নাগবৃক্ষঃ ॥১৮॥

সা তং স্তনোদ্বর্তিতহারযষ্টিরুত্থাপয়ামাস নিপীড্য দোর্ভ্যাম্।
কথং কৃতোঽসীতি জহাস চোচ্চৈর্মুখেন সাচীকৃতকুণ্ডলেন ॥১৯॥

পত্যুস্ততো দর্পণসক্তপাণের্মুহুর্মুহুর্বক্ত্রমবেক্ষমাণা।
তমালপত্রার্দ্রতলে কপোলে সমাপয়ামাস বিশেষকং তৎ ॥২০॥

তস্যা মুখং তৎসতমালপত্রং তাম্রাধরৌষ্ঠং চিকুরায়তাক্ষম্।
রক্তাধিকাগ্রং পতিতদ্বিরেফং সশৈবলং পদ্মমিবাবভাসে ॥২১॥

নন্দস্ততো দর্পণমাদরেণ বিভ্রত্তদামণ্ডনসাক্ষিভূতম্।
বিশেষকাবেক্ষণকেকরাক্ষো লডৎ প্রিয়ায়া বদনং দদর্শ ॥২২॥

তৎকুণ্ডলাদষ্টবিশেষকান্তং কারণ্ডবক্লিষ্টমিবারবিন্দম্
নন্দঃ প্রিয়ায়া মুখমীক্ষমাণো ভূয়ঃ প্রিয়ানন্দকরো বভূব ॥২৩॥

বিমানকল্পে স বিমানগর্ভে ততস্তথা চৈব ননন্দ নন্দঃ।
তথাগতশ্চাগতভৈক্ষকালো ভৈক্ষায় তস্য প্রবিবেশ বেশ্ম ॥২৪॥

অবাঙ্মুখো নিষ্প্রণয়শ্চ তস্থৌ ভ্রাতুর্গৃহেঽন্যস্যগৃহে যথৈব।
তস্মাদথো প্রেষ্যজনপ্রমাদাদ্ভিক্ষামলব্ধৈব পুনর্জগাম ॥২৫॥

কাচিৎ পিপেষাঙ্গবিলেপনং হি বাসোঽঙ্গনা কাচিদবাসয়চ্চ।
অযোজয়ৎস্নানবিধিং তথান্যা জগ্রন্থুরন্যাঃ সুরভী স্রজশ্চ ॥২৬॥

তস্মিন্ গৃহে ভর্তুরতশ্চরন্ত্যঃ ক্রীড়ানুরূপং ললিতং নিয়োগম্।
কাশ্চিন্ন বুদ্ধং দদৃশুর্যুবত্যো বুদ্ধস্য বৈষা নিয়তং মনীষা ॥২৭॥

কাচিৎস্থিতা তত্র তু হর্ম্যপৃষ্ঠে গবাক্ষপক্ষে প্রণিধায় চক্ষুঃ ।
বিনিষ্পতন্তং সুগতং দদর্শ পয়োদগর্ভাদিব দীপ্তমর্কম্ ॥২৮॥

সা গৌরবং তত্র বিচার্য ভর্তুঃ স্বয়া চ ভক্ত্যার্হতয়ার্হতশ্চ।
নন্দস্য তস্থৌ পুরতো বিবক্ষুস্তদাজ্ঞয়া চেতি তদাচচক্ষে ॥২৯॥

অনুগ্রহায়াস্য জনস্য শঙ্কে গুরুর্গৃহং নো ভগবান্ প্রবিষ্টঃ।
ভিক্ষামলব্ধা গিরমাসনং বা শূন্যাদরণ্যাদিব যাতি ভূয়ঃ ॥৩০॥

শ্রুত্বা মহর্ষেঃ স গৃহপ্রবেশং সৎকারহীনং চ পুনঃ প্রয়াণম্।
চচাল চিত্রাভরণাম্বরস্রক্কল্পদ্রুমো ধূত ইবানিলেন ॥৩১॥

কৃত্বাঞ্জলিং মূর্ধ্নি পদ্মকল্পং ততঃ স কান্তাং গমনং যযাচে।
কর্তুং গমিষ্যামি গুরৌ প্রণামং মামভ্যনুজ্ঞাতুমিহার্হসীতি ॥৩২॥

সা বেপমানা পরিসস্বজে তং শালং লতা বাতসমীরিতেব।
দদর্শ চাশ্রুপ্লুতলোলনেত্রা দীর্ঘং চ নিশ্বস্য বচোঽভ্যুবাচ ॥৩৩॥

নাহং যিযাসোর্গুরুদর্শনার্থমর্হামি কর্তুং তব ধর্মপীড়াম্
গচ্ছার্যপুত্রে হি চ শীঘ্রমেব বিশেষকো যাবদয়ং ন শুষ্কঃ ॥৩৪॥

সচেদ্ভবেস্ত্বং খলু দীর্ঘসূত্রো দণ্ডং মহান্তং ত্বয়ি পাতয়েয়ম্।
মুহুর্মুহুস্তাং শয়িতং কুচাভ্যাং বিবোধয়েয়ং চ ন চালপেয়ম্ ॥৩৫॥

অথাপ্যনাশ্যানবিশেষকায়াং ময্যেষ্যসি ত্বং ত্বরিতং ততস্ত্বাম্।
নিপীড়য়িষ্যামি ভুজদ্বয়েন নির্ভূষণেনার্দ্রবিলেপনেন ॥৩৬॥

ইত্যেবমুক্তশ্চ নিপীড়িতশ্চ তয়াসবর্ণস্বনয়া জগাদ।
এবং করিষ্যামি বিমুঞ্চ চণ্ডি যাবদ্গুরুর্দূরগতো ন মে সঃ ॥৩৭॥

ততঃ স্তনোদ্বর্তিতচন্দনাভ্যাং মুক্তো ভুজাভ্যাং ন তু মানসেন।
বিহায় বেষং মদনানুরূপং সৎকারযোগ্যং স বপুর্বভার ॥৩৮॥

সা তং প্রয়ান্তং রমণং প্রদধ্যৌ প্রধ্যানশূন্যস্থিতনিশ্চলাক্ষী।
স্থিতোচ্চকর্ণা ব্যপবিদ্ধশষ্পা ভ্রান্তং মৃগং ভ্রান্তমুখী মৃগীব ॥৩৯॥

দিদৃক্ষয়াক্ষিপ্তমনা মুনেস্তু নন্দঃ প্রয়াণং প্রতি তত্বরে চ।
বিবৃত্তদৃষ্টিশ্চ শনৈর্যযৌ তাং করীব পশ্যন্ স লড়ৎ করেণুম্ ॥৪০॥

ছাতোদরীং পীনপয়োধরোরুং স সুন্দরীং রুক্মদরীমিবাদ্রেঃ।
কাক্ষেণ পশ্যন্ন ততর্প নন্দঃ পিবন্নিবৈকেন জলং করেণ ॥৪১॥

তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ ভার্যানুরাগঃ পুনরাচকর্ষ।
সোঽনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থৌ তুরংস্তরঙ্গেষ্বিব রাজহংসঃ ॥৪২॥

অদর্শনং তূপগতশ্চ তস্যা হর্ম্যাত্ততশ্চাবততার তূর্ণম্।
শ্রুত্বা ততো নূপুরনিস্বনং স পুনর্ললম্বে হৃদয়ে গৃহীতঃ ॥৪৩॥

স কামরাগেণ নিগৃহ্যমাণো ধর্মানুরাগেণ চ কৃষ্যমাণঃ।
জগাম দুঃখেন বিবর্ত্যমানঃ প্লবঃ প্রতিস্রোত ইবাপগায়াঃ ॥৪৪॥

ততঃ ক্রমৈর্দীর্ঘতমৈঃ প্রচক্রমে কথং নু যাতো ন গুরুর্ভবেদিতি।
স্বজেয় তাং চৈব বিশেষকপ্রিয়াং কথং প্রিয়ামার্দ্রবিশেষকামিতি ॥৪৫॥

অথ স পথি দদর্শ মুক্তমানং পিতৃনগরেঽপি তথাগতাভিমানম্।
দশবলমভিতো বিলম্বমানং ধ্বজমনুযান ইবৈন্দ্রমর্চ্যমানম্ ॥৪৬॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে ভার্যাযাচিতকো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

× × × × × × × × × × পঞ্চমঃ সর্গঃ × × × × × × × × × ×

অথাবতীর্যাশ্বরথদ্বিপেভ্যঃ শাক্যা যথাস্বর্দ্ধি গৃহীতবেষাঃ।
মহাপণেভ্যো ব্যবহারিণশ্চ মহামুনৌ ভক্তিবশাৎ প্রণেমুঃ ॥১॥

কেচিৎপ্রণম্যানুযযুর্মুহূর্তং কেচিৎপ্রণম্যার্থবশেন জগ্মুঃ।
কেচিৎ স্বকেষ্বাবসথেষু তস্থুঃ কৃত্বাঞ্জলীন্বীক্ষণতৎপরাক্ষাঃ ॥২॥

বুদ্ধস্ততস্তত্র নরেন্দ্রমার্গে স্রোতো মহদ্ভক্তিমতো জনস্য।
জগাম দুঃখেন বিগাহমানো জলাগমে স্রোত ইবাপগায়াঃ ॥৩॥

অথো মহদ্ভিঃ পথি সংপতদ্ভিঃ সংপূজ্যমানায় তথাগতায়।
কর্তুং প্রণামং ন শশাক নন্দস্তেনাভিরেমে তু গুরোর্মহিম্না ॥৪॥

স্বং চাবসঙ্গং পথি নির্মুমুক্ষুর্ভক্তিং জনস্যান্যমতেশ্চ রক্ষন্।
নন্দং চ গেহাভিমুখং জিঘৃক্ষন্ মার্গং ততোঽন্যং সুগতঃ প্রপেদে ॥৫॥

ততো বিবিক্তং চ বিবিক্তচেতাঃ সন্মার্গবিন্মার্গমভিপ্রতস্থে।
গত্বাগ্রতশ্চাগ্র্যতমায় তস্মৈ নান্দীবিমুক্তায় ননাম নন্দঃ ॥৬॥

শনৈর্ব্রজন্নেব স গৌরবেণ পটাবৃতাংসো বিনতার্ধকায়ঃ।
অধোনিবদ্ধাঞ্জলিরূর্ধ্বনেত্রঃ সগদ্গদং বাক্যমিদং বভাষে ॥৭॥

প্রাসাদসংস্থো ভগবন্তমন্তঃ প্রবিষ্টমশ্রৌষমনুগ্রহায়।
অতস্ত্বরাবানহমভ্যুপেতো গৃহস্য কক্ষ্যামহতোঽভ্যসূয়ন্ ॥৮॥

তৎসাধু সাধুপ্রিয় মৎপ্রিয়ার্থং তত্রাস্তু ভিক্ষূত্তম ভৈক্ষকালঃ।
অসৌ হি মধ্যং নভসো যিযাসুঃ কালং প্রতিস্মারয়তীব সূর্যঃ ॥৯॥

ইত্যেবমুক্তঃ প্রণতেন তেন স্নেহাভিমানোন্মুখলোচনেন।
তাদৃক্ নিমিত্তং সুগতশ্চকার নাহারকৃত্যং স যথা বিবেদ ॥১০॥

ততঃ স কৃত্বা মুনয়ে প্রণামং গৃহপ্রয়াণায় মতিং চকার।
অনুগ্রহার্থং সুগতস্তু তস্মৈ পাত্রং দদৌ পুষ্করপত্রনেত্রঃ ॥১১॥

ততঃ স লোকে দদতঃ ফলার্থং পাত্রস্য তস্যাপ্রতিমস্য পাত্রম্।
জগ্রাহ চাপগ্রহণক্ষমাভ্যাং পদ্মোপমাভ্যাং প্রযতঃ করাভ্যাম্ ॥১২॥

পরাঙমুখস্তুন্যমনস্কমারাদ্বিজ্ঞায় নন্দঃ সুগতং গতাস্থম্।
হস্তস্থপাত্রোঽপি গৃহং যিযাসুঃ সসার মার্গান্ মুনিমীক্ষমাণঃ ॥১৩॥

ভার্যানুরাগেণ যদা গৃহং স পাত্রং গৃহীত্বাপি যিযাসুরেব।
বিমোহয়ামাস মুনিস্ততস্তং রথ্যামুখস্যাবরণেন তস্য ॥১৪॥

নির্মোক্ষবীজং হি দদর্শ তস্য জ্ঞানং মৃদু ক্লেশরজশ্চ তীব্রম্।
ক্লেশানুকূলং বিষয়াত্মকং চ নন্দং যতস্তং মুনিরাচকর্ষ ॥১৫॥

সংক্লেশপক্ষো দ্বিবিধশ্চ দৃষ্টস্তথা দ্বিকল্পো ব্যবদানপক্ষঃ।
আত্মাশ্রয়ো হেতুবলাধিকস্য বাহ্যাশ্রয়ঃ প্রত্যয়গৌরবস্য ॥১৬॥

অযত্নতো হেতুবলাধিকস্তু নির্মুচ্যতে ঘট্টিতমাত্র এব।
যত্নেন তু প্রত্যয়নেয়বুদ্ধির্বিমোক্ষমাপ্নোতি পরাশ্রয়েণ ॥১৭॥

নন্দঃ স চ প্রত্যয়নেয়চেতা যং শিশ্রিয়ে তন্ময়তামবাপ।
যস্মাদিমং তত্র চকার যত্নং তং স্নেহপঙ্কান্ মুনিরুজ্জিহীর্ষন্ ॥১৮॥

নন্দস্তু দুঃখেন বিচেষ্টমানঃ শনৈরগত্যা গুরুমন্বগচ্ছৎ।
ভার্যামুখং বীক্ষণলোলনেত্রং বিচিন্তয়ন্নার্দ্রবিশেষকং তৎ ॥১৯॥

ততো মুনিস্তং প্রিয়মাল্যহারং বসন্তমাসেন কৃতাভিহারম্।
নিনায় ভগ্নপ্রমদাবিহারং বিদ্যাবিহারাভিমতং বিহারম্ ॥২০॥

দীনং মহাকারুণিকস্ততস্তং দৃষ্ট্বা মুহূর্তং করুণায়মানঃ।
করেণ চক্রাঙ্কতলেন মূর্ধ্নি পস্পর্শ চৈবেদমুবাচ চৈন ॥২১॥

যাবন্ন হিংস্রঃ সমুপৈতি কালঃ শমায় তাবৎ কুরু সৌম্য বুদ্ধিম্।
সর্বাস্ববস্থাস্বিহ বর্তমানঃ সর্বাভিসারেণ নিহন্তি মৃত্যুঃ ॥২২॥

সাধারণাৎস্বপ্ননিভাদসারাল্লোলং মনঃ কামসুখান্নিযচ্ছ।
হব্যৈরিবাগ্নেঃ পবনেরিতস্য লোকস্য কামৈর্ন হি তৃপ্তিরস্তি ॥২৩॥

শ্রদ্ধাধনং শ্রেষ্ঠতমং ধনেভ্যঃ প্রজ্ঞারসতৃপ্তিকরো রসেভ্যঃ।
প্রধানমধ্যাত্মসুখং সুখেভ্যো বিদ্যারতির্দুঃখতমা রতিভ্যঃ ॥২৪॥

হিতস্য বক্তা প্রবরঃ সুহৃদ্ভ্যো ধর্মায় খেদে গুণবান্ শ্রমেভ্যঃ।
জ্ঞানায় কৃত্যং পরমং ক্রিয়াভ্যঃ কিমিন্দ্রিয়াণামুপগম্য দাস্যম্ ॥২৫॥

তন্নিশ্চিতং ভীরুমশূন্যবযুক্তং পরেষ্বনায়ত্তমহার্যমন্যৈঃ।
নিত্যং শিবং শান্তিসুখং বৃণীষ্ব কিমিন্দ্রিয়ার্থার্থমনর্থমূঢ়্বা ॥২৬॥

জরাসমা নাস্ত্যমৃজা প্রজানাং ব্যাধেঃ সমো নাস্তি জগত্যনর্থঃ।
মৃত্যোঃ সমং নাস্তি ভয়ং পৃথিব্যামেতত্ত্রয়ং খল্ববশেন সেব্যম্ ॥২৭॥

স্নেহেন কশ্চিন্ন সমোঽস্তি পাশঃ স্রোতো ন তৃষ্ণাসমমস্তি হারি।
রাগাগ্নিনা নাস্তি সমস্তথাগ্নিস্তচ্চেত্ত্রয়ং নাস্তি সুখং চ তেঽস্তি॥২৮॥

অবশ্যম্ভাবী প্রিয়বিপ্রয়োগস্তস্মাচ্চ শোকো নিয়তং নিষেব্যঃ।
শোকেন চোন্মাদমুপেয়িবাংসো রাজর্ষয়োঽন্যেঽপ্যবশা বিচেলুঃ ॥২৯॥

প্রজ্ঞাময়ং বর্ম বধান তস্মান্নো ক্ষান্তিনিঘ্নস্য হি শোকবাণাঃ।
মহচ্চ দগ্ধুং ভবকক্ষজালং সংধুক্ষয়াল্পাগ্নিমিবাত্মতেজঃ ॥৩০॥

যথৌষধৈর্হস্তগতৈঃ সবিদ্যো ন দশ্যতে কশ্চন পন্নগেন।
তথানপেক্ষো জিতলোকমোহো ন দশ্যতে শোকভুজংগমেন ॥৩১॥

আস্থায় যোগং পরিগম্য তত্ত্বং ন ত্রাসমাগচ্ছতি মৃত্যুকালে।
আবদ্ধবর্মা সুধনুঃ কৃতাস্ত্রো জিগীষয়া শূর ইবাহবস্থঃ ॥৩২॥

ইত্যেবমুক্তঃ স তথাগতেন সর্বেষু ভূতেষ্বনুকম্পকেন।
ধৃষ্টং গিরান্তর্হৃদয়েন সীদংস্তথেতি নন্দঃ সুগতং বভাষে ॥৩৩॥

অথ প্রমাদাচ্চ তমুজ্জিহীর্ষন্মত্বাগমস্যৈব চ পাত্রভূতম্।
প্রব্রাজয়ানন্দ শমায় নন্দমিত্যব্রবীন্ মৈত্রমনা মহর্ষিঃ ॥৩৪॥

নন্দং ততোঽন্তর্মনসা রুদন্তমেহীতি বৈদেহমুনির্জগাদ।
শনৈস্ততস্তং সমুপেত্য নন্দো ন প্রব্রজিষ্যাম্যহমিত্যুবাচ ॥৩৫॥

শ্রুত্বাথ নন্দস্য মনীষিতং তদ্বুদ্ধায় বৈদেহমুনিঃ শশংস।
সংশ্রুত্য তস্মাদপি তস্য ভাবং মহামুনির্নন্দমুবাচ ভূয়ঃ ॥৩৬॥

মযাগ্রজে প্রব্রজিতেঽজিতাত্মন্
ভ্রাতৃষ্বনুপ্রব্রজিতেষু চাস্মান্।
জ্ঞাতীংশ্চ দৃষ্ট্বা ব্রতিনো গৃহস্থান্
সংবিন্নবিত্তেঽস্তি ন বাস্তি চেতঃ ॥৩৭॥

রাজর্ষয়স্তে বিদিতা ন নূনং বনানি যে শিশ্রিয়িরে হসন্তঃ।
নিষ্ঠীব্য কামানুপশান্তিকামাঃ কামেষু নৈবং কৃপণেষু সক্তাঃ ॥৩৮॥

ভূয়ঃ সমালোক্য গৃহেষু দোষান্নিশাম্য তত্ত্যাগকৃতং চ শর্ম।
নৈবাস্তি মোক্তুং মতিরালয়ং তে দেশং মুমূর্ষোরিব সোপসর্গম্ ॥৩৯॥

সংসারকান্তারপরায়ণস্য শিবে কথং তে পথি নারুরুক্ষা।
আরোপ্যমাণস্য তমেব মার্গং ভ্রষ্টস্য সার্থাদিব সার্থিকস্য ॥৪০॥

যঃ সর্বতো বেশ্মনি দহ্যমানে শয়ীত মোহান্ন ততো ব্যপেয়াৎ।
কালাগ্নিনা ব্যাধিজরাশিখেন লোকে প্রদীপ্তে স ভবেৎ প্রমত্তঃ ॥৪১॥

প্রণীয়মানশ্চ যথা বধায় মত্তো হসেচ্চ প্রলপেচ্চ বধ্যঃ।
মৃত্যৌ তথা তিষ্ঠতি পাশহস্তে শোচ্যঃ প্রমাদ্যন্বিপরীতচেতাঃ ॥৪২॥

যদা নরেন্দ্রাশ্চ কুটুম্বিনশ্চ বিহায় বন্ধূংশ্চ পরিগ্রহাংশ্চ।
যযুশ্চ যাস্যন্তি চ যান্তি চৈব প্রিয়েষ্বনিত্যেষু কুতোঽনুরোধঃ ॥৪৩॥

কিঞ্চিন্ন পশ্যামি রতস্য যত্র তদন্যভাবেন ভবেন্ন দুঃখম্।
তস্মাৎক্কচিন্ন ক্ষমতে প্রসক্তির্যদি ক্ষমস্তদ্বিগমান্ন শোকঃ ॥৪৪॥

তৎসৌম্য লোলং পরিগম্য লোকং মায়োপমং চিত্রমিবেন্দ্রজালম্।
প্রিয়াভিধানং ত্যজ মোহজালং ছেত্তুং মতিস্তে যদি দুঃখজালম্ ॥৪৫॥

বরং হিতোদর্কমনিষ্টমন্নং ন স্বাদু যৎ স্যাদহিতানুবদ্ধম্।
যস্মাদহং ত্বা বিনিযোজয়ামি শিবে শুচৌ বর্ত্মনি বিপ্রিয়েঽপি ॥৪৬॥

বালস্য ধাত্রী বিনিগৃহ্য লোষ্টং যথোদ্ধরত্যাস্যপুটপ্রবিষ্টম্।
তথোজ্জিহীর্ষুঃ খলু রাগশল্যং তত্ত্বামবোচং পরুষং হিতায় ॥৪৭॥

অনিষ্টমপ্যৌষধমাতুরায় দদাতি বৈদ্যশ্চ যথা নিগৃহ্য।
তদ্বন্ময়োক্তং প্রতিকূলমেতত্তুভ্যং হিতোদর্কমনুগ্রহায় ॥৪৮॥

তদ্যাবদেব ক্ষণসন্নিপাতো ন মৃত্যুরাগচ্ছতি যাবদেব।
যাবদ্বয়ো যোগবিধৌ সমর্থং বুদ্ধিং কুরু শ্রেয়সি তাবদেব ॥৪৯॥

ইত্যেবমুক্তঃ স বিনায়কেন হিতৈষিণা কারুণিকেন নন্দঃ।
কর্তাস্মি সর্বং ভগবন্বচসে তথা যথাজ্ঞাপয়সীত্যুবাচ ॥৫০॥

আদায় বৈদেহমুনিস্ততস্তং নিনায় সংশ্লিষ্য বিচেষ্টমানম্।
ব্যযোজয়চ্চাশ্রুপরিপ্লুতাক্ষং কেশশ্রিয়ং ছত্রনিভস্য মূর্ধ্নঃ ॥৫১॥

অথো নতং তস্য মুখং সবাষ্পং প্রবাস্যমানেষু শিরোরুহেষু।
বক্রাগ্রনালং নলিনং তড়াগে বর্ষোদকক্লিন্নমিবাবভাসে ॥৫২॥

নন্দস্ততস্তরুকষায়বিরক্তবাসা-
শ্চিন্তাবশো নবগৃহীত ইব দ্বিপেন্দ্রঃ।
পূর্ণঃ শশী বহুলপক্ষগতঃ ক্ষপান্তে
বালাতপেন পরিষিক্ত ইবাবভাসে ॥৫৩॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে নন্দপ্রব্রাজনো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

× × × × × × × . ষষ্ঠঃ সর্গঃ × × × × × × × × × ×

ততো হৃতে ভর্তরি গৌরবেণ প্রীতৌ হৃতায়ামরতৌ কৃতায়াম্।
তত্রৈব হর্ম্যোপরি বর্তমানা ন সুন্দরী সৈব তদা বভাসে ॥১॥

সা ভর্তুরভ্যাগমনপ্রতীক্ষা গবাক্ষমাক্রম্য পয়োধরাভ্যাম্।
দ্বারোন্মুখী হর্ম্যতলাল্ললম্বে মুখেন নির্যঙ্গতকুণ্ডলেন ॥২॥

বিলম্বহারা চলয়োক্তৃকা সা তস্মাদ্বিমানাদ্বিনতা চকাশে।
তপঃক্ষয়াদপ্সরসাং বরেব চ্যুতং বিমানাৎ প্রিয়মীক্ষমাণা ॥৩॥

সা খেদসংস্বিন্নললাটকেন নিশ্বাসনিষ্পীতবিশেষকেণ।
চিন্তাচলাক্ষেণ মুখেন তস্থৌ ভর্তারমন্যত্র বিশঙ্কমানা ॥৪॥

ততশ্চিরস্থানপরিশ্রমেণ স্থিতৈব পর্যঙ্কতলে পপাত।
তির্যক্ চ শিশ্যে প্রবিকীর্ণহারা সপাদুকৈকাধবিলম্বপাদা ॥৫॥

অথাত্র কাচিৎপ্রমদা সবাষ্পাং তাং দুঃখিতাং দ্রষ্টুমনীপ্সমানা।
প্রাসাদসোপানতলপ্রণাদং চকার পদ্ভ্যাং সহসা রুদন্তী ॥৬॥

তস্যাশ্চ সোপানতলপ্রণাদং শ্রুত্বৈব তূর্ণং পুনরুৎপপাত।
প্রীত্যা প্রসক্তৈব চ সঞ্জহর্ষ প্রিয়োপয়ানং পরিশঙ্কমানা ॥৭॥

সা ত্রাসয়ন্তী বলভীপুটস্থান্ পারাবতান্নূপুরনিস্বনেন।
সোপানকুক্ষিং প্রসসার হর্ষাদ্ভ্রষ্টং দুকূলান্তমচিনয়ন্তী ॥৮॥

তামঙ্গনাং প্রেক্ষ্য চ বিপ্রলব্ধা নিশ্বস্য ভূয়ঃ শয়নং প্রপেদে।
বিবর্ণবক্ত্রা ন রবাজ চাশু বিবর্ণচন্দ্রেব হিমাগমে দ্যোঃ ॥৯॥

সা দুঃখিতা ভর্তুরদর্শনেন কামেন কোপেন চ দহ্যমানা।
কৃত্বা করে বক্ত্রমুপোপবিষ্টা চিন্তানদীং শোকজলাং ততার ॥১০॥

তস্যা মুখং পদ্মসপত্নভূতং পাণৌ স্থিতং পল্লবরাগতাম্রে।
ছায়াময়স্যাম্ভসি পঙ্কজস্য বনৌ নতং পদ্মমিবোপরিষ্টান্ ॥১১॥

সা স্ত্রীস্বভাবেন বিচিন্ত্য তত্তদ্দৃষ্টানুরাগেঽভিমুখেঽপি পত্যৌ।
ধর্মাশ্রিতে তত্ত্বমবিন্দমানা সংকল্প্য তত্তদ্বিললাপ তত্তৎ ॥১২॥

এষ্যাম্যনাশ্যানবিশেষকায়াং ত্বয়ীতি কৃত্বা ময়ি তাং প্রতিজ্ঞাম্।
কস্মান্নু হেতোর্দয়িতপ্রতিজ্ঞঃ সোঽদ্য প্রিয়ো মে বিতথপ্রতিজ্ঞঃ ॥১৩॥

আর্যস্য সাধোঃ করুণাত্মকস্য মন্নিত্যভীরোরতিদক্ষিণস্য।
কুতো বিকারোঽয়মভূতপূর্বঃ স্বেনাপরাগেণ মমাপচারাৎ ॥১৪॥

রতিপ্রিয়স্য প্রিয়বর্তিনো মে
প্রিয়স্য নূনং হৃদয়ং বিরক্তম্।
তথাপি রাগো যদি তস্য হি স্থান্
মচ্চিত্তরক্ষী ন স নাগতঃ স্যাৎ ॥১৫॥

রূপেণ ভাবেন চ মদ্বিশিষ্টা প্রিয়েণ দৃষ্টা নিয়তং ততোঽন্যা।
তথা হি কৃত্বা ময়ি মোঘসান্ত্বং লগ্নাং সতীং মামগমদ্বিহায় ॥১৬॥

ভক্তিং স বুদ্ধং প্রতি যামবোচত্তস্য প্রযাতুং ময়ি সোপদেশঃ।
মুনৌ প্রসাদো যদি তস্য হি স্যান্মৃত্যোরিবোগ্রাদনৃতাদ্বিভীয়াৎ ॥১৭॥

সেবার্থমাদর্শনমন্যচিত্তো বিভূষয়ন্ত্যা মম ধারয়িত্বা।
বিভর্তি সোঽন্যস্য জনস্য তং চেন্নমোঽস্তু তস্মৈ চলসৌহৃদায় ॥১৮॥

নেচ্ছন্তি যাঃ শোকমবাপ্তুমেবং শ্রদ্ধাতুমর্হন্তি ন তা নরাণাম্।
ক্ব চানুবৃত্তির্ময়ি সাস্য পূর্বং ত্যাগঃ ক্ব চায়ং জনবৎক্ষণেন ॥১৯॥

ইত্যেবমাদি প্রিয়বিপ্রযুক্তা প্রিয়েঽন্যদাশঙ্ক্য চ সা জগাদ।
সম্ভ্রান্তমারুহ্য চ তদ্বিমানং তাং স্ত্রী সবাষ্পা গিরমিত্যুবাচ ॥২০॥

যুবাপি তাবৎ প্রিয়দর্শনোঽপি সৌভাগ্যভাগ্যাভিজনান্বিতোঽপি।
যস্ত্বাং প্রিয়ো নাভ্যচরৎকদাচিত্তমন্যথা যাস্যতিকাতরাসি ॥২১॥

মা স্বামিনং স্বামিনি দোষতো গাঃ প্রিয়ং প্রিয়ার্হং প্রিয়কারিণং তম্।
ন স ত্বদন্যাং প্রমদামবৈতি স্বচক্রবাক্যা ইব চক্রবাকঃ ॥২২॥

স তু ত্বদর্থং গৃহবাসমীপ্সন্ জিজীবিষুস্ত্বৎপরিতোষহেতোঃ।
ভ্রাত্রা কিলার্যেণ তথাগতেন প্রব্রাজিতো নেত্রজলার্দ্রবক্ত্রঃ ॥২৩॥

শ্রুত্বা ততো ভর্তরি তাং প্রবৃত্তিং সবেপথুঃ সা সহসোৎ পপাত।
প্রগৃহ্য বাহূ বিরুরাব চোচ্চৈর্হৃদীব দিগ্ধাভিহতা করেণুঃ ॥২৪॥

সা রোদনারোষিতরক্তদৃষ্টিঃ সন্তাপসংক্ষোভিতগাত্রযষ্টিঃ।
পপাত শীর্ণাকুলহারযষ্টিঃ ফলাতিভারাদিব চূতযষ্টিঃ ॥২৫॥

সা পদ্মরাগং বসনং বসানা পদ্মাননা পদ্মদলায়তাক্ষী।
পদ্মা বিপদ্মাপতিতেব লক্ষ্মীঃ শুশোষ পদ্মস্রগিবাতপেন ॥২৬॥

সংচিন্ত্য সংচিন্ত্য গুণাংশ্চ ভর্তুর্দীর্ঘং নিশশ্বাস ততাম চৈব।
বিভূষণশ্রীনিহিতে প্রকোষ্ঠে তাম্রে করাগ্রে চ বিনির্দুধাব ॥২৭॥

ন ভূষণার্থো মম সম্প্রতীতি সা দিক্ষু চিক্ষেপ বিভূষণানি।
নির্ভূষণা সা পতিতা চকাশে বিশীর্ণপুষ্পস্তবকা লতেব ॥২৮॥

ধৃতঃ প্রিয়েণায়মভূন্মমেতি রুক্মৎসরুং দর্পণমালিলিঙ্গে।
যত্নাচ্চ বিন্যস্ততমালপত্রৌ রুষ্টেব ধৃষ্টং প্রভমার্জ গণ্ডৌ ॥২৯॥

সা চক্রবাকীব ভৃশং চুকূজ শ্যেনাগ্রপক্ষক্ষতচক্রবাকা।
বিস্পর্ধমানেব বিমানসংস্থৈঃ পারাবতৈঃ কূজনলোলকণ্ঠৈঃ ॥৩০॥

বিচিত্রমৃদ্বাস্তরণেঽপি সুপ্তা বৈডূর্যবজ্রপ্রতিমণ্ডিতেঽপি।
রুক্মাঙ্গপাদে শয়নে মহার্হে ন শর্ম লেভে পরিচেষ্টমানা ॥৩১॥

সংদৃশ্য ভর্তুশ্চ বিভূষণানি বাসাংসি বীণাপ্রভৃতীংশ্চ লীলাঃ।
তমো বিবেশাভিননাদ চোচ্চৈঃ পঙ্কাবতীর্ণেব চ সংসসাদ ॥৩২॥

সা সুন্দরী শ্বাসচলোদরী হি বজ্রাগ্নিসংভিন্নদরীগুহেব।
শোকাগ্নিনান্তর্হৃদি দহ্যমানা বিভ্রান্তচিত্তেব তদা বভূব ॥৩৩॥

রুরোদ মম্লৌ বিরুরাব জগ্লৌ বভ্রাম তস্থৌ বিললাপ দধ্যৌ।
চকার রোষং বিচকার মাল্যং চকর্ত বক্ত্রং বিচকর্ষ বস্ত্রম্ ॥৩৪॥

তাং চারুদন্তীং প্রসভং রুদন্তীং সংশ্রুত্য নার্যঃ পরমাভিতপ্তাঃ।
অন্তর্গৃহাদারুরুহুর্বিমানং ত্রাসেন কিন্নর্য ইবাদ্রিপৃষ্ঠম্ ॥৩৫॥

বাষ্পেণ তাঃ ক্লিন্নবিষণ্ণবক্ত্রা বর্ষেণ পদ্মিন্য ইবার্দ্রপদ্মাঃ।
স্থানানুরূপেণ যথাভিমানং নিলিল্যিরে তামনু দহ্যমানাঃ ॥৩৬॥

তাভিবৃতা হর্ম্যতলেঽঙ্গনাভিশ্চিন্তাতনুঃ সা সুতনুর্বভাষে।
শতহ্রদাভিঃ পরিবেষ্টিতেব শশাঙ্কলেখা শরদভ্রমধ্যে ॥৩৭॥

যা তত্র তাসাং বচসোপপন্না মান্যা চ তস্যা বয়সাধিকা চ।
সা পৃষ্ঠতস্তাং তু সমালিলিঙ্গে প্রমৃজ্য চাশ্রূণি বচাংস্যুবাচ ॥৩৮॥

রাজর্ষিবধ্বাস্তব নানুরূপো ধর্মাশ্রিতে ভর্তরি জাতু শোকঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশে হ্যভিকাঙ্ক্ষিতানি দায়াদ্যভূতানি তপোবনানি ॥৩৯॥

প্রায়েণ মোক্ষায় বিনিঃসৃতানাং শাক্যর্ষভাণাং বিদিতাঃ স্ত্রিয়স্তে।
তপোবনানীব গৃহাণি যাসাং সাধ্বীব্রতং কামবদাশ্রিতানাম্ ॥৪০॥

যদ্যন্যয়া রূপগুণাধিকত্বাদ্ভর্তা হৃতস্তে কুরু বাষ্পমোক্ষম্।
মনস্বিনী রূপবতী গুণাঢ্যা হৃদি ক্ষতে কাত্র হি নাশ্রু মুঞ্চেৎ ॥৪১॥

অথাপি কিঞ্চিদ্ব্যসনং প্রপন্নো মা চৈব তদ্ভূতসদৃশোঽত্র বাষ্পঃ।
অতো বিশিষ্টং ন হি দুঃখমস্তি কুলোদ্গতায়াঃ পতিদেবতায়াঃ ॥৪২॥

অথ ত্বিদানীং লডিতঃ সুখেন স্বস্থঃ ফলস্থো ব্যসনান্যদৃষ্টা।
বীতস্পৃহো ধর্মমনুপ্রপন্নঃ কিং বিক্লবে রোদিষি হর্ষকালে ॥৪৩॥

ইত্যেবমুক্তাপি বহুপ্রকারং স্নেহাত্তয়া নৈব ধৃতিং চকার।
অথাপরা তাং মনসোঽনুকূলং কালোপপন্নং প্রণয়াদুবাচ ॥৪৪॥

ব্রবীমি সত্যং সুবিনিশ্চিতং মে প্রাপ্তং প্রিয়ং দ্রক্ষ্যসি শীঘ্রমেব।
ত্বয়া বিনা স্থাস্যতি তত্র নাসৌ সত্ত্বাশ্রয়শ্চেতনয়েব হীনঃ ॥৪৫॥

অঙ্কেঽপি লক্ষ্ম্যা ন স নির্বৃতঃ স্যাৎ
ত্বং তস্য পার্শ্বে যদি তত্র ন স্যাঃ।
আপৎসু কৃচ্ছ্রাস্বপি চাগতাসু
ত্বাং পশ্যতস্তস্য ভবেন্ন দুঃখম্ ॥৪৬॥

ত্বং নির্বৃতিং গচ্ছ নিযচ্ছ বাষ্পং তপ্তাশ্রুমোক্ষাৎপরিরক্ষ চক্ষুঃ।
যস্তস্য ভাবস্ত্বয়ি যশ্চ রাগো ন রংস্যতে ত্বদ্বিরহাৎস ধর্মে ॥৪৭॥

স্যাদত্র নাসৌ কুলসত্ত্বযোগাৎকাষায়মাদায় বিহাস্যতীতি।
অনাত্মনাদায় গৃহোন্মুখস্য পুনর্বিমোক্তুং ক ইবাস্তি দোষঃ ॥৪৮॥

ইতি যুবতিজনেন সান্ত্ব্যমানা হৃতহৃদয়া রমণেন সুন্দরী সা।
দ্রমিডমভিমুখী পুরেব রম্ভা ক্ষিতিমগমৎপরিবারিতাপ্সরোভিঃ ॥৪৯॥

সৌন্দনন্দে মহাকাব্যে ভার্যাবিলাপো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

× × × × × × × × × × **সপ্তমঃ সর্গঃ** × × × × × × × × × ×

লিঙ্গং ততঃ শাস্তৃবিধিপ্রদিষ্টং গাত্রেণ বিভ্রন্ন তু চেতসা তৎ।
ভার্যাগতৈরেব মনোবিতর্কৈর্জেহ্রীয়মাণো ন ননন্দ নন্দঃ ॥১॥

স পুষ্পমাসস্য চ পুষ্পলক্ষ্ম্যা সর্বাভিসারেণ চ পুষ্পকেতোঃ।
যানীয়ভাবেন চ যৌবনস্য বিহারসংস্থো ন শমং জগাম ॥২॥

স্থিতঃ স দীনঃ সহকারবীথ্যামালীনসংমূর্ছিতষট্পদায়াম্।
ভৃশং জজৃম্ভে যুগদীর্ঘবাহুর্ধ্যাত্বা প্রিয়াং চাপমিবাচকর্ষ ॥৩॥

স পীতকক্ষোদমিব প্রতীচ্ছন্ চূতদ্রুমেভ্যস্তনুপুষ্পবর্ষম্।
দীর্ঘং নিশশ্বাস বিচিন্ত্য ভার্যাং নবগ্রহো নাগ ইবাবরুদ্ধঃ ॥৪॥

শোকস্য হর্তা শরণাগতানাং শোকস্য কর্তা প্রতিগর্বিতানাম্।
অশোকমালম্ব্য স জাতশোকঃ প্রিয়াং প্রিয়াশোকবনাং শুশোচ ॥৫॥

প্রিয়াং প্রিয়ায়াঃ প্রতনুং প্রিয়ঙ্গুং নিশাম্য ভীতামিব নিষ্পতন্তীম্।
সস্মার তামশ্রুমুখীং সবাষ্পঃ প্রিয়াং প্রিয়ঙ্গুপ্রসবাবদাতাম্ ॥৬॥

পুষ্পাবনদ্ধে তিলকদ্রুমস্য দৃষ্ট্বান্যপুষ্টাং শিখরে নিবিষ্টাম্।
সংকল্পয়ামাস শিখাং প্রিয়ায়াঃ শুক্লাংশুকেঽট্টালমপাশ্রিতায়াঃ ॥৭॥

লতাং প্রফুল্লামতিমুক্তকস্য চূতস্য পার্শ্বে পরিরভ্য জাতাম্।
নিশাম্য চিন্তামগমত্তদৈবং শ্লিষ্টাভবন্ মামপি সুন্দরীতি ॥৮॥

পুষ্পোৎকরালা অপি নাগবৃক্ষা দান্তৈঃ সমুদ্গৈরিব হেমগর্ভৈঃ।
কান্তারবৃক্ষা ইব দুঃখিতস্য ন চক্ষুরাচিক্ষিপুরস্য তত্র ॥৯॥

গন্ধং বসন্তোঽপি চ গন্ধপর্ণা গন্ধর্ববেশ্যা ইব গন্ধপূর্ণাঃ।
তস্যান্যচিত্তস্য শুগাত্মকস্য ঘ্রাণং ন জহ্রুর্হৃদয়ং প্রতেপুঃ ॥১০॥

সংরক্তকণ্ঠৈশ্চ বিনীলকণ্ঠৈস্তুষ্টৈঃ প্রহৃষ্টৈরপি চান্যপুষ্টৈঃ।
লেলিহ্যমানৈশ্চ মধু দ্বিরেফৈঃ স্বনদ্বনং তস্য মনো নুনোদ ॥১১॥

স তত্র ভার্যারণিসম্ভবেন বিতর্কধূমেন তমঃ শিখেন।
কামাগ্নিনান্তর্হৃদি দহ্যমানো বিহায় ধৈর্যং বিললাপ তত্তৎ ॥১২॥

অদ্যাবগচ্ছামি সুদুষ্করং তে চক্রুঃ করিষ্যন্তি চ কুর্বতে চ।
ত্যক্ত্বা প্রিয়ামশ্রুমুখীং তপো যে চেরুশ্চরিষ্যন্তি চরন্তি চৈব ॥১৩॥

তাবদ্দৃঢং বন্ধনমস্তি লোকে ন দারবং তান্তবমায়সং বা।
যাবদ্দৃঢং বন্ধনমেতদেব মুখং চলাক্ষং ললিতং চ বাক্যম্ ॥১৪॥

ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ হি যান্তি তানি স্বপৌরুষাচ্চৈব সুহৃদ্বনাচ্চ।
জ্ঞানাচ্চ রৌক্ষ্যাচ্চ বিনা বিমোক্তুং ন শক্যতে স্নেহময়স্তু পাশঃ ॥১৫॥

জ্ঞানং ন মে তচ্চ শমায় যৎস্যান্ন চাস্তি রৌক্ষ্যং করুণাত্মকোঽস্মি।
কামাত্মকশ্চাস্মি গুরুশ্চ বুদ্ধঃ স্থিতোঽন্তরে চক্রগতেরিবাস্মি ॥১৬॥

অহং গৃহীত্বাপি হি ভিক্ষুলিঙ্গং ভ্রাতৃষিণা দ্বিগুরুণানুশিষ্টঃ।
সর্বাস্ববস্থাসু লভে ন শান্তিং প্রিয়াবিয়োগাদিব চক্রবাকঃ ॥১৭॥

অদ্যাপি তন্মে হৃদি বর্ততে চ যদ্দর্পণে ব্যাকুলিতে ময়া সা।
কৃতানৃতক্রোধকমব্রবীন্ মাং কথং কৃতোঽসীতি শঠং হসন্তী ॥১৮॥

যথৈষ্যনাশ্যানবিশেষকায়াং ময়ীতি যন্মামবদচ্চ সাশ্রু।
পারিপ্লবাক্ষেণ মুখেন বালা তন্মে বচোঽদ্যাপি মনো রুণদ্ধি ॥১৯॥

বদ্ধ্বাসনং পর্বতনির্ঝরস্থঃ স্বস্থো যথা ধ্যায়তি ভিক্ষুরেষঃ।
সক্তঃ ক্বচিন্নাহমিবৈষ নূনং শান্তস্তথা তৃপ্ত ইবোপবিষ্টঃ ॥২০॥

পুংস্কোকিলানামবিচিন্ত্য ঘোষং বসন্তলক্ষ্ম্যামবিচার্য চক্ষুঃ।
শাস্ত্রং যথাভ্যস্যতি চৈষ যুক্তঃ শঙ্কে প্রিয়াকর্ষতি নাস্য চেতঃ ॥২১॥

অস্মৈ নমোঽস্তু স্থিরনিশ্চয়ায় নিবৃত্তকৌতূহলবিস্ময়ায়।
শান্তাত্মনেঽন্তর্গতমানসায় চঙ্ক্রম্যমাণায় নিরুৎসুকায় ॥২২॥

নিরীক্ষ্যমাণায় জলং সপদ্মং বনং চ ফুল্লং পরপুষ্টজুষ্টম্।
কস্যাস্তি ধৈর্যং নবযৌবনস্য মাসে মধৌ ধর্মসপত্নভূতে ॥২৩॥

ভাবেন গর্বেণ গতেন লক্ষ্ম্যা স্মিতেন কোপেন মদেন বাগ্ভিঃ।
জহ্রুঃ স্ত্রিয়ো দেবনৃপর্ষিসংঘান্ কস্মাদ্ধি নাস্মদ্বিধমাক্ষিপেয়ুঃ ॥২৪॥

কামাভিভূতো হি হিরণ্যরেতাঃ স্বাহাং সিষেবে মঘবানহল্যাম্।
সত্ত্বেন সর্গেণ চ তেন হীনঃ স্ত্রীনির্জিতঃ কিং বত মানুষোঽহম্ ॥২৫॥

সূর্যঃ সরণ্যূং প্রতি জাতরাগস্তৎপ্রীতয়ে তষ্ট ইতি শ্রুতং নঃ।
যামশ্বভূতোঽশ্ববধূং সমেত্য যতোঽশ্বিনৌ তৌ জনয়াং বভূব ॥২৬॥

স্ত্রীকারণং বৈরবিষক্তবুদ্ধ্যোর্বৈবস্বতাগ্ন্যোশ্চলিতাত্মধৃত্যোঃ।
বহূনি বর্ষাণি বভূব যুদ্ধং কঃ স্ত্রীনিমিত্তং ন চলেদিহান্যঃ ॥২৭॥

ভেজে শ্বপাকীং মুনিরক্ষমালাং কামাদ্বসিষ্ঠশ্চ স সদ্বরিষ্ঠঃ।
যস্যাং বিবস্বানিব ভূজলাদঃ সুতঃ প্রসূতোঽস্য কপিঞ্জলাদঃ ॥২৮॥

পরাশরঃ শাপশরস্তথর্ষিঃ কালীং সিষেবে ঝষগর্ভযোনিম্।
সুতোঽস্য যস্যাং সুষুবে মহাত্মা দ্বৈপায়নো বেদবিভাগকর্তা ॥২৯॥

দ্বৈপায়নো ধর্মপরায়ণশ্চ রেমে সমং কাশিষু বেশ্যবধ্বা।
যয়া হতোঽভূচ্চলনূপুরেণ পাদেন বিদ্যুল্লতয়েব মেঘঃ ॥৩০॥

তথাঙ্গিরা রাগপরীতচেতাঃ সরস্বতীং ব্রহ্মসুতঃ সিষেবে।
সারস্বতো যত্র সুতোঽস্য যজ্ঞে নষ্টস্য পুনঃ প্রবক্তা ॥৩১॥

তথা নৃপর্ষের্দিলিপস্য যজ্ঞে স্বর্গস্ত্রিয়াং কাশ্যপ আগতাস্থঃ।
স্রুচং গৃহীত্বা স্রবদাত্মতেজশ্চিক্ষেপ বহ্নাবসিতো যতোঽভূৎ ॥৩২॥

তথাঙ্গদোঽন্তং তপসোঽপি গত্বা কামাভিভূতো যমুনামগচ্ছৎ।
ধীমত্তরং যত্র রথীতরং স সারঙ্গজুষ্টং জনয়াং বভূব ॥৩৩॥

নিশাম্য শান্তাং নরদেবকন্যাং বনেঽপি শান্তেঽপি চ বর্তমানঃ।
চচাল ধৈর্যান্মুনিরৃষ্যশৃঙ্গঃ শৈলো মহীকম্প ইবোচ্চশৃঙ্গঃ ॥৩৪॥

ব্রহ্মর্ষিভাবার্থমপাস্য রাজ্যং ভেজে বনং যো বিষয়েষ্বনাস্থঃ।
স গাধিজশ্চাপহৃতো ঘৃতাচ্যা সমা দশৈকং দিবসং বিবেদ ॥৩৫॥

তথৈব কন্দর্পশরাভিমৃষ্টো রম্ভাং প্রতি স্থূলশিরা মুমূর্ছ।
যঃ কামরোষাত্মতয়ানপেক্ষঃ শশাপ তামপ্রতিগৃহ্যমাণঃ ॥৩৬॥

প্রমদ্বরায়াং চ রুরুঃ প্রিয়ায়াং ভূজঙ্গমেনাপহৃতেন্দ্রিয়ায়াম্।
সংদৃশ্য সংদৃশ্য জঘান সর্পান্ প্রিয়ং ন রোষেণ তপো ররক্ষ ॥৩৭॥

নপ্তা শশাঙ্কস্য যশোগুণাঙ্কো বুধস্য সূনুর্বিবুধপ্রভাবঃ।
তথোর্বশীমপ্সরসং বিচিন্ত্য রাজর্ষিরুন্মাদমগচ্ছদৈডঃ ॥৩৮॥

রক্তো গিরেমূর্ধনি মেনকায়াং কামাত্মকত্বাচ্চ স তালজঙ্ঘঃ।
পাদেন বিশ্বাবসুনা সরোষং বজ্রেণ হিন্তাল ইবাভিজঘ্নে ॥৩৯॥

নাশং গতায়াং পরমাঙ্গনায়াং গঙ্গাজলেঽনঙ্গপরীতচেতাঃ।
জহ্নুশ্চ গঙ্গাং নৃপতির্ভুজাভ্যাং রুরোধ মৈনাক ইবাচলেন্দ্রঃ ॥৪০॥

নৃপশ্চ গঙ্গাবিরহাজ্জুঘূর্ণ গঙ্গাম্ভসা সাল ইবাত্তমূলঃ।
কুলপ্রদীপঃ প্রতিপস্য সূনুঃ শ্রীমত্তনুঃ শন্তনুরস্বতন্ত্রঃ ॥৪১॥

হৃতাং চ সৌনন্দকিনানুশোচন্ প্রাপ্তামিবোর্বশীং স্ত্রিয়মূর্বশীং তাম্।
সদ্বৃত্তবর্মা কিল সোমবর্মা বভ্রাম চিত্তোদ্ভবভিন্নবর্মা ॥৪২॥

ভার্যাং মৃতাং চানুমমার রাজা ভীমপ্রভাবো ভুবি ভীমকঃ সঃ।
বলেন সেনাক ইতি প্রকাশঃ সেনাপতির্দেব ইবাত্তসেনঃ ॥৪৩॥

স্বর্গং গতে ভর্তরি শন্তনৌ চ কালীং জিহীর্ষন্ জনমেজয়ঃ সঃ।
অবাপ ভীষ্মাৎ সমবেত্য মৃত্যুং ন তদ্গতং মন্মথমুৎসসর্জ ॥৪৪॥

শপ্তশ্চ পাণ্ডুর্মদনেন নূনং স্ত্রীসঙ্গমে মৃত্যুমবাপ্স্যসীতি।
জগাম মাদ্রীং ন মহর্ষিশাপাদসেব্যসেবী বিমমর্শ মৃত্যুম্ ॥৪৫॥

এবংবিধা দেবনৃপর্ষিসংঘাঃ স্ত্রীণাং বশং কামবশেন জগ্মুঃ।
ধিয়া চ সারেণ চ দুর্বলঃ সন্ প্রিয়ামপশ্যন্ কিমু বিক্লবোঽহম্ ॥৪৬॥

যাস্যামি তস্মাদ্গৃহমেব ভূয়ঃ কামং করিষ্যে বিধিবৎসকামম্।
ন হ্যন্যচিত্তস্য চলেন্দ্রিয়স্য লিঙ্গং ক্ষমং ধর্মপথাচ্চ্যুতস্য ॥৪৭॥

পাণৌ কপালমবধায় বিধায় মৌণ্ড্যম্
মানং নিধায় বিকৃতং পরিধায় বাসঃ।
যস্যোদ্ধবো ন ধৃতিরস্তি ন শান্তিরস্তি
চিত্রপ্রদীপ ইব সোঽস্তি চ নাস্তি চৈব ॥৪৮॥

যো নিঃসৃতশ্চ ন চ নিঃসৃতকামরাগঃ
কাষায়মুদ্বহতি যো ন চ নিষ্কষায়ঃ।
পাত্রং বিভর্তি চ গুণৈর্ন চ পাত্রভূতো
লিঙ্গং বহন্নপি স নৈব গৃহী ন ভিক্ষুঃ ॥৪৯॥

ন ন্যায্যমন্বয়বতঃ পরিগৃহ্য লিঙ্গং
ভূয়ো বিমোক্তুমিতি যোঽপি হি মে বিচারঃ।
সোঽপি প্রণশ্যতি বিচিন্ত্য নৃপপ্রবীরাং-
স্তান্যে তপোবনমপাস্য গৃহাণ্যতীয়ুঃ ॥৫০॥

শাল্বাধিপো হি সসুতোঽপি তথাম্বরীষো
রামোঽন্ধ এব স চ সাংস্কৃতিরন্তিদেবঃ।
চীরাণ্যপাস্য দধিরে পুনরংশুকানি
ছিত্ত্বা জটাশ্চ কুটিলা মুকুটানি বভ্রুঃ ॥৫১॥

তস্মাদ্ভিক্ষার্থং মম গুরুরিতো যাবদেব প্রয়াত-
স্ত্যক্ত্বা কাষায়ং গৃহমহমিতস্তাবদেব প্রযাস্যে।
পূজ্যং লিঙ্গং হি স্খলিতমনসো বিভ্রতঃ ক্লিষ্টবুদ্ধে-
র্নামুত্রার্থঃ স্যাদুপহতমতের্নাপ্যয়ং জীবলোকঃ ॥৫২॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে নন্দবিলাপো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

অথ নন্দমধীরলোচনং গৃহযানোৎসুকমুৎসুকোৎসুকম্।
অভিগম্য শিবেন চক্ষুষা শ্রমণ কশ্চিদুবাচ মৈত্রয়া ॥১॥

কিমিদং মুখমশ্রুদুর্দিনং হৃদয়স্থং বিবৃণোতি তে তমঃ।
ধৃতিমেহি নিযচ্ছ বিক্রিয়াং ন হি বাষ্পশ্চ শমশ্চ শোভতে ॥২॥

দ্বিবিধা সমুদেতি বেদনা নিয়তং চেতসি দেহ এব চ।
শ্রুতবিধ্যুপচারকোবিদা দ্বিবিধা এব তয়োশ্চিকিৎসকাঃ ॥৩॥

তদিয়ং যদি কায়িকী রুজা ভিষজে তূর্ণমনূনমুচ্যতাম্।
বিনিগুহ্য হি রোগমাতুরো নচিরাত্তীব্রমনর্থমৃচ্ছতি ॥৪॥

অথ দুঃখমিদং মনোময়ং বদ বক্ষ্যামি যদত্র ভেষজম্।
মনসো হি রজস্তমস্বিনো ভিষজোঽধ্যাত্মবিদঃ পরীক্ষকাঃ ॥৫॥

নিখিলেন চ সত্যমুচ্যতাং যদি বাচ্যং ময়ি সৌম্য মন্যসে।
গতয়ো বিবিধা হি চেতসাং বহুগুহ্যানি মদাকুলানি চ ॥৬॥

ইতি তেন স চোদিতস্তদা ব্যবসায়ং প্রবিবক্ষুরাত্মনঃ।
অবলম্ব্য করে করেণ তং প্রবিবেশান্যতরদ্বনান্তরম্ ॥৭॥

অথ তত্র শুচৌ লতাগৃহে কুসুমোদ্গারিণি তৌ নিষেদতুঃ।
মৃদুভির্মৃদুমারুতেরিতৈরুপগূঢ়াবিব বালপল্লবৈঃ ॥৮॥

স জগাদ ততশ্চিকীর্ষিতং ঘননিশ্বাসগৃহীতমন্তরা।
শ্রুতবাগ্বিশদায় ভিক্ষবে বিদুষা প্রব্রজিতেন দুর্বচম্ ॥৯॥

সদৃশং যদি ধর্মচারিণঃ সততং প্রাণিষু মৈত্রচেতসঃ।
অধৃতৌ যদিয়ং হিতৈষিতা ময়ি তে স্যাৎ করুণাত্মনঃ সত্য ॥১০॥

অত এব চ মে বিশেষতঃ প্রবিবক্ষা ক্ষমবাদিনি ত্বয়ি।
ন হি ভাবমিমং চলাত্মনে কথয়েয়ং ব্রুবতেঽপ্যসাধবে ॥১১॥

তদিদং শৃণু মে সমাসতো ন রমে ধর্মবিধাবৃতে প্রিয়াম্।
গিরিসানুষু কামিনীমৃতে কৃতরেতা ইব কিন্নরশ্চরন্ ॥১২॥

বনবাসসুখাৎপরাঙ্মুখঃ প্রযিযাসা গৃহমেব যেন মে।
ন হি শর্ম লভে তথা বিনা নৃপতিহীন ইবোত্তমশ্রিয়া ॥১৩॥

অথ তস্য নিশম্য তদ্বচঃ প্রিয়ভার্যাভিমুখস্য শোচতঃ।
শ্রমণঃ স শিরঃ প্রকম্পয়ন্নিজগাদাত্মগতং শনৈরিদম্ ॥১৪॥

কৃপণং বত যূথলালসো মহতো ব্যাধভয়াদ্বিনিঃসৃতঃ।
প্রবিবিক্ষতি বাগুরাং মৃগশ্চপলো গীতরবেণ বঞ্চিতঃ ॥১৫॥

বিহগঃ খলু জালসংবৃতো হিতকামেন জনেন মোক্ষিতঃ।
বিচরন্ ফলপুষ্পবদ্বনং প্রবিবিক্ষুঃ স্বয়মেব পঞ্জরম্ ॥১৬॥

কলভঃ করিণা খলূদ্ধৃতো বহুপঙ্কাদ্বিষমান্নদীতলাৎ।
জলতর্ষবশেন তাং পুনঃ সরিতং গ্রাহবতীং তিতীর্ষতি ॥১৭॥

শরণে সভুজঙ্গমে স্বপন্ প্রতিবুদ্ধেন পরেণ বোধিতঃ।
তরুণঃ খলু জাতবিভ্রমঃ স্বয়মুগ্রং ভুজগং জিঘৃক্ষতি ॥১৮॥

মহতা খলু জাতবেদসা জ্বলিতাদুৎপতিতো বনদ্রুমাৎ।
পুনরিচ্ছতি নীড়তৃষ্ণয়া পতিতুং তত্র গতব্যথো দ্বিজঃ ॥১৯॥

অবশঃ খলু কামমূর্ছয়া প্রিয়য়া শ্যেনভয়াদ্বিনাকৃতঃ।
ন ধৃতিং সমুপৈতি ন হ্রিয়ং করুণং জীবতি জীবজীবকঃ ॥২০॥

অকৃতাত্মতয়া তৃষান্বিতো ঘৃণয়া চৈব ধিয়া চ বর্জিতঃ।
অশনং খলু বান্তমাত্মনা কৃপণঃ শ্বা পুনরত্তুমিচ্ছতি ॥২১॥

ইতি মন্মথশোককর্ষিতং তমনুধ্যায় মুহুর্নিরীক্ষ্য চ।
শ্রমণঃ স হিতাভিকাঙ্ক্ষয়া গুণবদ্বাক্যমুবাচ বিপ্রিয়ম্ ॥২২॥

অবিচারয়তঃ শুভাশুভং বিষয়েষ্বেব নিবিষ্টচেতসঃ।
উপপন্নমলব্ধচক্ষুষো ন রতিঃ শ্রেয়সি চেদ্ভবেত্তব ॥২৩॥

শ্রবণে গ্রহণেঽথ ধারণে পরমার্থাবগমে মনঃ শমে।
অবিষক্তমতেশ্চলাত্মনো ন হি ধর্মেঽভিরতির্বিধীয়তে ॥২৪॥

বিষয়েষু তু দোষদর্শিনঃ পরিতুষ্টস্য শুচেরমানিনঃ।
শমকর্মসু যুক্তচেতসঃ কৃতবুদ্ধের্ন রতির্ন বিদ্যতে ॥২৫॥

রমতে তৃষিতো ধনশ্রিয়া রমতে কামসুখেন বালিশঃ।
রমতে প্রশমেন সজ্জনঃ পরিভোগান্ পরিভূয় বিদ্যয়া ॥২৬॥

অপি চ প্রথিতস্য ধীমতঃ কুলজস্যার্চিতলিঙ্গধারিণঃ।
সদৃশী ন গৃহায় চেতনা প্রণতির্বায়ুবশাদ্ গিরেরিব ॥২৭॥

স্পৃহয়েৎ পরসংশ্রিতায় যঃ পরিভূয়াত্মবশাং স্বতন্ত্রতাম্।
উপশান্তিপথে শিবে স্থিতঃ স্পৃহয়েদ্দোষবতে গৃহায় সঃ ॥২৮॥

ব্যসনাভিহতো যথা বিশেৎপরিমুক্তঃ পুনরেব বন্ধনম্।
সমুপেত্য বনং তথা পুনর্গৃহসংজ্ঞং মৃগয়েত বন্ধনম্ ॥২৯॥

পুরুষশ্চ বিহায় যঃ কলিং পুনরিচ্ছেৎ কলিমেব সেবিতুম্।
স বিহায় ভজেত বালিশঃ কলিভূতামজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রিয়াম্ ॥৩০॥

সবিষা ইব সংশ্রিতা লতাঃ পরিমৃষ্টা ইব সোরগা গুহাঃ।
বিবৃতা ইব চাসয়ো ধৃতা ব্যসনান্তা হি ভবন্তি যোষিতঃ ॥৩১॥

প্রমদাঃ সমদা মদপ্রদাঃ প্রমদা বীতমদা ভয়প্রদাঃ।
ইতি দোষভয়াবহাশ্চ তাঃ কথমর্হন্তি নিষেবনং নু তাঃ ॥৩২॥

স্বজনঃ স্বজনেন ভিদ্যতে সুহৃদশ্চাপি সুহৃজ্জনেন যৎ।
পরদোষবিচক্ষণাঃ শঠাস্তদনার্যাঃ প্রচরন্তি যোষিতঃ ॥৩৩॥

কুলজাঃ কৃপণীভবন্তি যদ্যদযুক্তং প্রচরন্তি সাহসম্।
প্রবিশন্তি চ যচ্চমূমুখং রভসাস্তত্র নিমিত্তমঙ্গনাঃ ॥৩৪॥

বচনেন হরন্তি বল্গুনা নিশিতেন প্রহরন্তি চেতসা।
মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদয়ে হলাহলং মহদ্বিষম্ ॥৩৫॥

প্রদহন্ দহনোঽপি গৃহ্যতে বিশরীরঃ পবনোঽপি গৃহ্যতে।
কুপিতো ভুজগোঽপি গৃহ্যতে প্রমদানাং তু মনো ন গৃহ্যতে ॥৩৬॥

ন বপুর্বিমৃশন্তি ন শ্রিয়ং ন মতিং নাপি কুলং ন বিক্রমম্।
প্রহরন্ত্যবিশেষতঃ স্ত্রিয়ঃ সরিতো গ্রাহকুলাকুলা ইব ॥৩৭॥

ন বচো মধুরং ন লালনং স্মরতি স্ত্রী ন চ সৌহৃদং ক্বচিৎ।
কলিতা বনিতৈব চঞ্চলা তদিহারিষ্বিব নাবলম্ব্যতে ॥৩৮॥

অদদৎসু ভবন্তি নর্মদাঃ প্রদদৎসু প্রবিশন্তি বিভ্রমম্।
প্রণতেষু ভবন্তি গর্বিতাঃ প্রমদাস্তৃপ্ততরাশ্চ মানিষু ॥৩৯॥

গুণবৎসু চরন্তি ভর্তৃবদ্গুণহীনেষু চরন্তি পুত্রবৎ।
ধনবৎসু চরন্তি তৃষ্ণয়া ধনহীনেষু চরন্ত্যবজ্ঞয়া ॥৪০॥

বিষয়াদ্বিষয়ান্তরং গতা প্রচরত্যেব যথা হৃতাপি গৌঃ।
অনবেক্ষিতপূর্বসৌহৃদা রমতেঽন্যত্র গতা তথাঙ্গনা ॥৪১॥

প্রবিশন্ত্যপি হি স্ত্রিয়শ্চিতামনুবধ্নন্ত্যপি মুক্তজীবিতাঃ।
অপি বিভ্রতি নৈব যন্ত্রণা ন তু ভাবেন বহন্তি সৌহৃদম্ ॥৪২॥

রময়ন্তি পতীন্ কথঞ্চন প্রমদা যাঃ পতিদেবতাঃ ক্বচিৎ।
চলচিত্ততয়া সহস্রশো রময়ন্তে হৃদয়ং স্বমেব তাঃ ॥৪৩॥

শ্বপচং কিল সেনজিৎসুতা চকমে মীনরিপুং কুমুদ্বতী।
মৃগরাজমথো বৃহদ্রথা প্রমাদানামগতির্ন বিদ্যতে ॥৪৪॥

কুরুহৈহয়বৃষ্ণিবংশজা বহুমায়াকবচোঽথ শম্বরঃ।
মুনিরুগ্রতপাশ্চ গৌতমঃ সমবাপুর্বনিতোদ্ধং রজঃ ॥৪৫॥

অকৃতজ্ঞমনার্যমস্থিরং বনিতানামিদমীদৃশং মনঃ।
কথমর্হতি তাসু পণ্ডিতো হৃদয়ং সঞ্জয়িতুং চলাত্মসু ॥৪৬॥

অথ সূক্ষ্মমতি দ্বয়াশিবং লঘু তাসাং হৃদয়ং ন পশ্যসি।
কিমু কায়মসদ্গৃহং স্রবদ্বনিতানামশুচিং ন পশ্যসি ॥৪৭॥

যদহন্যহনি প্রধাবনৈর্বসনৈশ্চাভরণৈশ্চ সংস্কৃতম্।
অশুভং তমসাবৃতেক্ষণঃ শুভতো গচ্ছসি নাবগচ্ছসি ॥৪৮॥

অথবা সমবৈষি তত্তনুমশুভাং ত্বং ন তু সংবিদস্তি তে।
সুরভি বিদধাসি হি ক্রিয়ামশুচেস্তৎপ্রভবস্য শান্তয়ে ॥৪৯॥

অনুলেপনমঞ্জনং স্রজো মণিমুক্তাতপনীয়মংশুকম্।
যদি সাধু কিমত্র যোষিতাং সহজং তাসু বিচীয়তাং শুচি ॥৫০॥

মলপঙ্কধরা দিগম্বরা প্রকৃতিস্থৈর্নখদন্তরোমভিঃ।
যদি সা তব সুন্দরী ভবেন্নিয়তং তেঽদ্য ন সুন্দরী ভবেৎ ॥৫১॥

স্রবতীমশুচিং স্পৃহেচ্চ কঃ সঘৃণো জর্জরভাণ্ডবৎ স্ত্রিয়ম্।
যদি কেবলয়া ত্বচাবৃতা ন ভবেন্মক্ষিকপত্রমাত্রয়া ॥৫২॥

ত্বচবেষ্ঠিতমস্থিপঞ্জরং যদি কায়ং সমবৈষি যোষিতাম্।
মদনেন চ কৃষ্যসে বলাদঘৃণঃ খল্বধৃতিশ্চ মন্মথঃ ॥৫৩॥

শুভতামশুভেষু কল্পয়ন্নখদন্তত্বচকেশরোমসু।
অবিচক্ষণ কিং ন পশ্যসি প্রকৃতিং চ প্রভবং চ যোষিতাম্ ॥৫৪॥

তদবেত্য মনঃশরীরয়োর্বনিতা দোষবতীর্বিশেষতঃ।
চপলং ভবনোৎসুকং মনঃ প্রতিসংখ্যানবলেন বার্যতাম্ ॥৫৫॥

শ্রুতবান্ মতিমান্ কুলোদ্গতঃ পরমস্য প্রশমস্য ভাজনম্।
উপগম্য যথা তথা পুন র্ন হি ভেত্তুং নিয়মং ত্বমর্হসি ॥৫৬॥

অভিজনমহতো মনস্বিনঃ প্রিয়যশসো বহুমানমিচ্ছতঃ।
নিধনমপি বরং স্থিরাত্মনশ্চ্যুতবিনয়স্য ন চৈব জীবিতম্ ॥৫৭॥

বদ্ধ্বা যথা হি কবচং প্রগৃহীতচাপো
নিন্দ্যো ভবত্যপসৃতঃ সমরাদ্রথস্থঃ।
ভৈক্ষাকমভ্যুপগতঃ পরিগৃহ্য লিঙ্গং
নিন্দ্যস্তথা ভবতি কামহৃতেন্দ্রিয়াশ্বঃ ॥৫৮॥

হাস্যো যথা চ পরমাভরণাম্বরস্রগ্
ভৈক্ষং চরন্ধৃতধনুশ্চলচিত্রমৌলিঃ।
বৈরূপ্যমভ্যুপগতঃ পরপিণ্ডভোজী
হাস্যস্তথা গৃহসুখাভিমুখঃ সতৃষ্ণঃ ॥৫৯॥

যথা স্বন্নং ভুক্ত্বা পরমশয়নীয়েঽপি শয়িতো
বরাহো নির্মুক্তঃ পুনরশুচি ধাবেৎ পরিচিতম্।
তথা শ্রেয়ঃ শৃণ্বন্ প্রশমসুখমাস্বাদ্য গুণবদ্
বনং শান্তং হিত্বা গৃহমভিলষেৎ কামতৃষিতঃ ॥৬০॥

যথোল্কা হস্তস্থা দহতি পবনপ্রেরিতশিখা
যথা পাদাক্রান্তো দশতি ভুজগঃ ক্রোধরভসঃ।
যথা হন্তি ব্যাঘ্রঃ শিশুরপি গৃহীতো গৃহগতঃ
তথা স্ত্রীসংসর্গো বহুবিধমনর্থায় ভবতি ॥৬১॥

তদ্বিজ্ঞায় মনঃশরীরনিয়তান্নারীষু দোষানিমান্
মত্বা কামসুখং নদীজলচলং ক্লেশায় শোকায় চ।
দৃষ্ট্বা দুর্বলমামপাত্রসদৃশং মৃত্যূপসৃষ্টং জগন্
নির্মোক্ষায় কুরুষ্ব বুদ্ধিমতুলামুৎকণ্ঠিতুং নার্হসি ॥৬২॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে স্ত্রীবিঘাতো নামাষ্টমঃ সর্গঃ।

নবমঃ সর্গঃ

অথৈবমুক্তোঽসি স তেন ভিক্ষুণা জগাম নৈবোপশমং প্রিয়াং প্রতি।
তথা হি তামেব তদা স চিন্তয়ন্ন তস্য শুশ্রাব বিসংজ্ঞবদ্বচঃ ॥১॥

যথা হি বৈদ্যস্য চিকীর্ষতঃ শিবং বচো ন গৃহ্ণাতি মুমূর্ষুরাতুরঃ।
তথৈব মত্তো বলরূপযৌবনৈর্হিতং ন জগ্রাহ স তস্য তদ্বচঃ ॥২॥

ন চাত্র চিত্রং যদি রাগপাপমনা মনোঽভিভূয়েত তমোবৃতাত্মনঃ।
নরস্য পাপ মা হি তদা নিবর্ততে যদা ভবত্যন্তগতং তমস্তনু ॥৩॥

ততস্তথাক্ষিপ্তমবেক্ষ্য তং তদা বলেন রূপেণ চ যৌবনেন চ।
গৃহপ্রয়াণং প্রতি চ ব্যবস্থিতং শশাস নন্দং শ্রমণঃ স শান্তয়ে ॥৪॥

বলং চ রূপং চ নবং চ যৌবনং তথাবগচ্ছামি যথাবগচ্ছসি।
অহং ত্বিদং তে ত্রয়মব্যবস্থিতং যথাববুদ্ধো ন তথাববুধ্যসে ॥৫॥

ইদং হি রোগায়তনং জরাবশং নদীতটানোকহবচ্চলাচলম্।
ন বেৎসি দেহং জলফেনদুর্বলং বলস্থতামাত্মনি যেন মন্যসে ॥৬॥

যদান্নপানাসনযানকর্মণামসেবনাদপ্যতিসেবনাদপি।
শরীরমাসন্নবিপত্তি দৃশ্যতে বলেঽভিমানস্তব কেন হেতুনা ॥৭॥

হিমাতপব্যাধিজরাক্ষুদাদিভির্যদাপ্যনর্থৈরুপমীয়তে জগৎ।
জলং শুচৌ মাস ইবার্করশ্মিভিঃ ক্ষয়ং ব্রজন্ কিং বলদৃপ্ত মন্যসে ॥৮॥

ত্বগস্থিমাংসক্ষতজাত্মকং যদা শরীরমাহারবশেন তিষ্ঠতি।
অজস্রমার্তং সততপ্রতিক্রিয়ং বলান্বিতোঽস্মীতি কথং বিহন্যসে ॥৯॥

যথা ঘটং মৃন্ময়মাংসমাশ্রিতো নরস্তিতীর্ষেৎক্ষুভিতং মহার্ণবম্।
সমুচ্ছ্রয়ং তদ্বদসারমুদ্বহন্ বলং ব্যবস্যেদ্বিষয়ার্থমুদ্যতঃ ॥১০॥

শরীরমামাদপি মৃন্ময়াদ্ঘটা-
দিদং তু নিঃসারতমং মতং মম।
চিরং হি তিষ্ঠেদ্বিধিবদ্ধৃতো ঘটঃ
সমুচ্ছ্রয়োঽয়ং সুধৃতোঽপি ভিদ্যতে ॥১১॥

যদাম্বুভূবায়ুনলাশ্চ ধাতবঃ সদা বিরুদ্ধা বিষমা ইবোরগাঃ।
ভবন্ত্যনর্থায় শরীরমাশ্রিতাঃ কথং বলং রোগবিধো ব্যবস্যসি ॥১২॥

প্রযান্তি মন্ত্রৈঃ প্রশমং ভুজঙ্গমা ন মন্ত্রসাধ্যাস্তু ভবন্তি ধাতবঃ।
ক্বচিচ্চ কঞ্চিচ্চ দশন্তি পন্নগাঃ সদা চ সর্বং চ তুদন্তি ধাতবঃ ॥১৩॥

ইদং হি শয্যাসনপানভোজনৈর্গুণৈঃ শরীরং চিরমপ্যবেক্ষিতম্।
ন মর্ষয়ত্যেকমপি ব্যতিক্রমং যতো মহাশীবিষবৎ প্রকুপ্যতি ॥১৪॥

যদা হিমার্তো জ্বলনং নিষেবতে
হিমং নিদাঘাভিহতোঽভিকাঙ্ক্ষতি।
ক্ষুধান্বিতোঽন্নং সলিলং তৃষান্বিতো
বলং কুতঃ কিং চ কথং চ কস্য চ ॥১৫॥

তদেবমাজ্ঞায় শরীরমাতুরং বলান্বিতোঽস্মীতি ন মন্তুমর্হসি।
অসারমস্বন্তমনিশ্চিতং জগজ্জগত্যনিত্যে বলমব্যবস্থিতম্ ॥১৬॥

ক্ব কার্তবীর্যস্য বলাভিমানিনঃ সহস্রবাহোর্বলমর্জুনস্য তৎ।
চকর্ত বাহূন্যুধি যস্য ভার্গবো মহান্তি শৃঙ্গাণ্যশনির্গিরেরিব ॥১৭॥

ক্ব তদ্বলং কংসবিকর্ষিণো হরেস্তুরঙ্গরাজস্য পুটাবভেদিনঃ।
যমেকবাণেন নিজঘ্নিবান্ জরাঃ ক্রমাগতা রূপমিবোত্তমং জরা ॥১৮॥

দিতেঃ সুতস্যামররোষকারিণশ্চমূরুচের্বা নমুচেঃ ক্ব তদ্বলম্।
যমাহবে ক্রুদ্ধমিবান্তকং স্থিতং জঘান ফেনাবয়বেন বাসবঃ ॥১৯॥

বলং কুরূণাং ক্ব চ তত্তদাভবদ্
যুধি জ্বলিত্বা তরসৌজসা চ যে।
সমিৎ সমিদ্ধা জ্বলনা ইবাধ্বরে
হতাসবো ভস্মনি পর্যবস্থিতাঃ ॥২০॥

অতো বিদিত্বা বলবীর্যমানিনাং বলান্বিতানামবমর্দিতং বলম্।
জগজ্জরামৃত্যুবশং বিচারয়ন্ বলেঽভিমানং ন বিধাতুমর্হসি ॥২১॥

বলং মহদ্বা যদি বা ন মন্যসে কুরুষ্ব যুদ্ধং সহ তাবদিন্দ্রিয়ৈঃ।
জয়শ্চ তেঽত্রাস্তি মহচ্চ তে বলং পরাজয়শ্চেদ্বিতথং চ তে বলম্ ॥২২॥

তথা হি বীরা পুরুষা ন তে মতা
জয়ন্তি যে সাশ্বরথদ্বিপানরীন্।
যথা মতা বীরতরা মনীষিণো
জয়ন্তি লোলানি ষডিন্দ্রিয়াণি যে ॥২৩॥

অহং বপুষ্মানিতি যচ্চ মন্যসে বিচক্ষণং নৈতদিদং চ গৃহ্যতাম্।
ক্ব তদ্বপুঃ সা চ বপুষ্মতী তনুর্গদস্য সাম্বস্য চ সারণস্য চ ॥২৪॥

যথা ময়ূরশ্চলচিত্রচন্দ্রকো বিভর্তি রূপং গুণবৎ স্বভাবতঃ।
শরীরসংস্কারগুণাদৃতে তথা বিভর্ষি রূপং যদি রূপবানসি ॥২৫॥

যদি প্রতীপং বৃণুয়ান্ন বাসসা ন শৌচকালে যদি সংস্পৃশেদপঃ।
মৃজাবিশেষং যদি নাদদীত বা বপুর্বপুষ্মন্ বদ কীদৃশং ভবেৎ ॥২৬॥

নবং বয়শ্চাত্মগতং নিশাম্য যদ্‌গৃহোন্মুখং তে বিষয়াপ্তয়ে মনঃ।
নিযচ্ছ তচ্ছৈলনদীরয়োপমং দ্রুতং হি গচ্ছত্যনিবর্তি যৌবনম্ ॥২৭॥

ঋতুর্ব্যতীতঃ পরিবর্ততে পুনঃ ক্ষয়ং প্রযাতঃ পুনরেতি চন্দ্রমাঃ।
গতং গতং নৈব তু সংনিবর্ততে জলং নদীনাং চ নৃণাং চ যৌবনম্ ॥২৮॥

বিবর্ণিতশ্মশ্রু বলীবিকুঞ্চিতং বিশীর্ণদন্তং শিথিলভ্রু নিষ্প্রভম্।
যদা মুখং দ্রক্ষ্যসি জর্জরং তদা জরাভিভূতো বিমদো ভবিষ্যসি ॥২৯॥

নিষেব্য পানং মদনীয়মুত্তমং নিশাবিবাসেষু চিরাদ্বিমাদ্যতি।
নরস্তু মত্তো বলরূপযৌবনৈর্ন কশ্চিদপ্রাপ্য জরাং বিমাদ্যতি ॥৩০॥

যথেক্ষুরত্যন্তরসপ্রপীড়িতো ভুবি প্রবিদ্ধো দহনায় শুষ্যতে।
তথা জরাযন্ত্রনিপীড়িতা তনুর্নিপীতসারা মরণায় তিষ্ঠতি ॥৩১॥

যথা হি নৃভ্যাং করপত্রমীরিতং সমুচ্ছ্রিতং দারু ভিনত্ত্যনেকধা।
তথোচ্ছ্রিতাং পাতয়তি প্রজামিমামহর্নিশাভ্যামুপসংহিতা জরা ॥৩২॥

স্মৃতেঃ প্রমোষো বপুষঃ পরাভবো
রতেঃ ক্ষয়ো বাচ্ছ্রুতিচক্ষুষাং গ্রহঃ।
শ্রমস্য যোনির্বলবীর্যয়োর্বধো
জরাসমো নাস্তি শরীরিণাং রিপুঃ ॥৩৩॥

ইদং বিদিত্বা নিধনস্য দৈশিকং জরাভিধানং জগতো মহদ্ভয়ম্।
অহং বপুষ্মান্ বলবান্যুবেতি বা ন মানমারোঢুমনার্যমর্হসি ॥৩৪॥

অহং মমেত্যেব চ রক্তচেতসাং শরীরসংজ্ঞা তব যঃ কলৌ গ্রহঃ।
তমুৎসৃজৈবং যদি শাম্যতা ভবেদ্ভয়ং হ্যহং চেতি মমেতি চার্চ্ছতি ॥৩৫॥

যদা শরীরে ন বশোঽস্তি কস্যচিন্নিরস্যমানে বিবিধৈরুপপ্লবৈঃ।
কথং ক্ষমং বেত্তুমহং মমেতি বা শরীরসংজ্ঞং গৃহমাপদামিদম্ ॥৩৬॥

সপন্নগে যঃ কুগৃহে সদাশুচৌ রমেত্য নিত্যং প্রতিসংস্কৃতেঽবলে।
স দুষ্টধাতাবশুচা চলাচলে রমেত কার্যে বিপরীতদর্শনঃ ॥৩৭॥

যথা প্রজাভ্যঃ কুনৃপো বলাদ্বলীন্ হরত্যশেষং চ ন চাভিরক্ষতি।
তথৈব কায়ো বসনাদিসাধনং হরত্যশেষং চ ন চানুবর্ততে ॥৩৮॥

যথা প্ররোহন্তি তৃণান্যযত্নতঃ ক্ষিতৌ প্রযত্নাত্তু ভবন্তি শালয়ঃ।
তথৈব দুঃখানি ভবন্ত্যযত্নতঃ সুখানি যত্নেন ভবন্তি বা ন বা ॥৩৯॥

শরীরমার্তং পরিকর্ষতশ্চলং ন চাস্তি কিঞ্চিৎ পরমার্থতঃ সুখম্।
সুখং হি দুঃখপ্রতিকারসেবয়া স্থিতে চ দুঃখে তনুনি ব্যবস্যতি ॥৪০॥

যথানপেক্ষ্যাগ্যমপীপ্সিতং সুখং প্রবাধতে দুঃখমুপেতমণ্বপি।
তথানপেক্ষ্যাত্মনি দুঃখমাগতং ন বিদ্যতে কিঞ্চন কস্যচিৎ সুখম্ ॥৪১॥

শরীরমীদৃগ্বহুদুঃখমধ্রুবং
ফলানুরোধাদথ নাবগচ্ছসি।
দ্রবৎ ফলেভ্যো ধৃতিরশ্মিভির্মনো
নিগৃহ্যতাং গৌরিব শস্যলালসা ॥৪২॥

ন কামভোগা হি ভবন্তি তৃপ্তয়ে হবীংষি দীপ্তস্য বিভাবসোরিব।
যথা যথা কামসুখেষু বর্ততে তথা তথেচ্ছা বিষয়েষু বর্ধতে ॥৪৩॥

যথা চ কুষ্ঠব্যসনেন দুঃখিতঃ প্রতাপনান্নৈব শমং নিগাচ্ছতি।
তথেন্দ্রিয়ার্থেষ্বজিতেন্দ্রিয়শ্চরন্ন কামভোগৈরুপশান্তিমৃচ্ছতি ॥৪৪॥

যথা হি ভৈষজ্যসুখাভিকাঙ্ক্ষয়া ভজেত রোগান্ন ভজেত তৎক্ষমম্।
তথা শরীরে বহুদুঃখভাজনে রমেত মোহাদ্বিষয়াভিকাঙ্ক্ষয়া ॥৪৫॥

অনর্থকামঃ পুরুষস্য যো জনঃ স তস্য শত্রুঃ কিল তেন কর্মণা।
অনর্থমূলা বিষয়াশ্চ কেবলা ননু প্রহেয়া বিষয়া যথারয়ঃ ॥৪৬॥

ইহৈব ভূত্বা রিপবো বধত্মকাঃ প্রযান্তি কালে পুরুষস্য মিত্রতাম্।
পরত্র চৈবেহ চ দুঃখহেতবো ভবন্তি কামা ন তু কস্যচিচ্ছিবাঃ ॥৪৭॥

যথোপযুক্তং রসবর্ণগন্ধবদ্বধায় কিং পাকফলং ন পুষ্টয়ে।
নিষেব্যমাণা বিষয়াশ্চলাত্মনো ভবন্ত্যনর্থায় তথা ন ভূতয়ে ॥৪৮॥

তদেতদাজ্ঞায় বিপাপমনাত্মনা বিমোক্ষধর্মাদ্যুপসংহিতং হিতম্।
জুষস্ব মে সজ্জনসম্মতং মতং প্রচক্ষ্ব বা নিশ্চয়মুদ্গিরন্ গিরম্ ॥৪৯॥

ইতি হিতমপি বহ্বপীদমুক্তঃ শ্রুতমহতা শ্রমণেন তেন নন্দঃ।
ন ধৃতিমুপযযৌ ন শর্ম লেভে দ্বিরদ ইবাতিমদো মদান্ধচেতাঃ ॥৫০॥

নন্দস্য ভাবমবগম্য ততঃ স ভিক্ষুঃ
পারিপ্লবং গৃহসুখাভিমুখং ন ধর্মে।
সত্ত্বাশয়ানুশয়ভাবপরীক্ষকায়
বুদ্ধায় তত্ত্ববিদুষে কথয়াঞ্চকার ॥৫১॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে মদাপবাদো নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা ততঃ সদ্ব্রতমুৎসিসৃক্ষুং ভার্যাং দিদৃক্ষুং ভবনং বিবিক্ষুম্।
নন্দং নিরানন্দমপেতধৈর্যমভ্যুজ্জিহীর্ষুর্মুনিরাজুহাব ॥১॥

তং প্রাপ্তমপ্রাপ্তবিমোক্ষমার্গং পপ্রচ্ছ চিত্তস্খলিতং সুচিত্তঃ।
স হ্রীমতে হ্রীবিনতো জগাদ স্বং নিশ্চয়ং নিশ্চয়কোবিদায় ॥২॥

নন্দং বিদিত্বা সুগতস্ততস্তং ভার্যাভিধানে তমসি ভ্রমন্তম্।
পাণৌ গৃহীত্বা বিয়দুৎপপাত মণিং জলে সাধুরিবোজ্জিহীর্ষুঃ ॥৩॥

কাষায়বস্ত্রৌ কনকাবদাতৌ বিরেজতুস্তৌ নভসি প্রসন্নে।
অন্যোন্যসংশ্লিষ্টবিকীর্ণপক্ষৌ সরঃ প্রকীর্ণাবিব চক্রবাকৌ ॥৪॥

তৌ দেবদারূত্তমগন্ধবন্তং নদীসরঃপ্রস্রবণৌঘবন্তম্
আজগ্মতুঃ কাঞ্চনধাতুমন্তং দেবর্ষিমন্তং হিমবন্তমাশু ॥৫॥

তস্মিন্ গিরৌ চারণসিদ্ধজুষ্টে শিবে হবির্ধূমকৃতোত্তরীয়ে।
আগম্য পারস্য নিরাশ্রয়স্য তৌ তস্থতুর্দ্বীপ ইবাম্বরস্য ॥৬॥

শান্তেন্দ্রিয়ে তত্র মুনৌ স্থিতে তু সবিস্ময়ং দিক্ষু দদর্শ নন্দঃ।
দরীশ্চ কুঞ্জাংশ্চ বনৌকসশ্চ বিভূষণং রক্ষণমেব চাদ্রেঃ ॥৭॥

বহ্বায়তে তত্রসিতে হি শৃঙ্গে সংক্ষিপ্তবর্হঃ শয়িতো ময়ূরঃ।
ভুজে বলস্যায়তপীনবাহোর্বৈডূর্যকেয়ূর ইবাবভাষে ॥৮॥

মনঃ শিলাধাতুশিলাশ্রয়েণ পীতাকৃতাংসো বিররাজ সিংহঃ।
সন্তপ্তচামীকরভক্তিচিত্রং রূপ্যাঙ্গদং শীর্ণমিবাম্বিকস্য ॥৯॥

ব্যাঘ্রঃ ক্লমব্যায়তখেলগামী লাঙ্গূলচক্রেণ কৃতাপসব্যঃ।
বভৌ গিরেঃ প্রস্রবণং পিপাসুর্দিৎসন্ পিতৃভ্যোঽম্ভ ইবাবতীর্ণঃ ॥১০॥

চলৎকদম্বে হিমবন্নিতম্বে তরৌ প্রলম্বে চমরো ললম্বে।
ছেত্তুং বিলগ্নং ন শশাক বালং কুলোদ্গতাং প্রীতিমিবার্যবৃত্তঃ ॥১১॥

সুবর্ণগৌরাশ্চ কিরাতসংঘা ময়ূরপত্রোজ্জ্বলগাত্রলেখাঃ।
শার্দূলপাতপ্রতিমা গুহাভ্যো নিষ্পেতুরুদ্গার ইবাচলস্য ॥১২॥

দরীচরীণামতিসুন্দরীণাং মনোহরশ্রোণিকুচোদরীণাম্।
বৃন্দানি রেজুর্দিশি কিন্নরীণাং পুষ্পোৎকচানামিব বল্লরীণাম্ ॥১৩॥

নগান্নগস্যোপরি দেবদারূনায়াসযন্তঃ কপয়ো বিচেরুঃ।
তেভ্যঃ ফলং নাপুরতোঽপজগ্মুর্মোঘপ্রসাদেভ্য ইবেশ্বরেভ্যঃ ॥১৪॥

তস্মাত্তু যূথাদপসার্যমাণাং নিষ্পীড়িতালক্তকরক্তবক্ত্রাম্
শাখামৃগীমেকবিপন্নদৃষ্টিং দৃষ্ট্বা মুনির্নন্দমিদং বভাষে ॥১৫॥

কা নন্দ রূপেণ চ চেষ্টয়া চ সংপশ্যতশ্চারুতরা মতা তে।
এষা মৃগী বৈকবিপন্নদৃষ্টিঃ স বা জনো যত্র গত তবেষ্টিঃ ॥১৬॥

ইত্যেবমুক্তঃ সুগতেন নন্দঃ কৃত্বা স্মিতং কিঞ্চিদিদং জগাদ।
ক্ক চোত্তমস্ত্রী ভগবন্ বধূস্তে মৃগী নগক্লেশকরী ক্ক চৈষা ॥১৭॥

ততো মুনিস্তস্য নিশম্য বাক্যং হেত্বন্তরং কিঞ্চিদবেক্ষমাণঃ।
আলম্ব্য নন্দং প্রযযৌ তথৈব ক্রীড়াবনং বজ্রধরস্য রাজ্ঞঃ ॥১৮॥

ঋতাবৃতাবাকৃতিমেক একে ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রতি যত্র বৃক্ষাঃ।
চিত্রাং সমস্তামপি কেচিদন্যে ষন্নামৃতূনাং শ্রিয়মুদ্বহন্তি ॥১৯॥

পুষ্যন্তি কেচিৎ সুরভীরুদারা মালাঃ স্রজশ্চ গ্রথিতা বিচিত্রাঃ।
কর্ণানুকূলানবতংসকাংশ্চ প্রত্যর্থিভূতানিব কুণ্ডলানাম্ ॥২০॥

রক্তানি ফুল্লাঃ কমলানি যত্র
প্রদীপবৃক্ষা ইব ভান্তি বৃক্ষাঃ।
প্রফুল্লনীলোৎপলরোহিণোঽন্যে
সোন্মীলিতাক্ষা ইব ভান্তি বৃক্ষা ॥২১॥

নানাবিরাগাণ্যথ পাণ্ডরাণি সুবর্ণভক্তিব্যবভাসিতানি।
অতান্তরান্যেকঘনানি যত্র সূক্ষ্মাণি বাসাংসি ফলন্তি বৃক্ষা ॥২২॥

হারান্মণীনুত্তমকুণ্ডলানি কেয়ূরবর্যাণ্যথ নূপুরাণি।
এবংবিধান্যাভরণানি যত্র স্বর্গানুরূপাণি ফলন্তি বৃক্ষাঃ ॥২৩॥

বৈডূর্যনালানি চ কাঞ্চনানি পদ্মানি বজ্রাঙ্কুরকেসরাণি।
স্পর্শক্ষমাণ্যুত্তমগন্ধবন্তি রোহন্তি নিষ্কম্পতলা নলিন্যঃ ॥২৪॥

যত্রায়তাংশ্চৈব ততাংশ্চ তাং স্তাম্বাদ্যস্য হেতূন্সুষিরান্ ঘনাংশ্চ।
ফলন্তি বৃক্ষা মণিহেমচিত্রাঃ ক্রীড়াসহায়াস্ত্রিদশালয়ানাম্ ॥২৫॥

মন্দারবৃক্ষাংশ্চ কুশেশযাংশ্চ পুষ্পানতান্ কোকনদাংশ্চ বৃক্ষান্।
আক্রম্য মাহাত্ম্যগুণৈর্বিরাজন্ রাজায়তে যত্র স পারিজাতঃ ॥২৬॥

কৃষ্টে তপঃশীলহলৈরখিন্নৈস্ত্রিপিষ্টপক্ষেত্রতলে প্রসূতাঃ।
এবংবিধা যত্র সদানুবৃত্তা দিবৌকসাং ভোগবিধানবৃক্ষাঃ ॥২৭॥

মনঃশিলাভৈর্বদনৈর্বিহঙ্গা যত্রাক্ষিভিঃ স্ফাটিকসন্নিভৈশ্চ।
শাবৈশ্চ পক্ষৈরভিলোহিতান্তৈর্মাঞ্জিষ্ঠকৈরর্ধসিতৈশ্চ পাদৈঃ ॥২৮॥

চিত্রৈঃ সুবর্ণচ্ছদনৈস্তথান্যে বৈডূর্যনীলৈর্নয়নৈঃ প্রসন্নৈঃ।
বিহঙ্গমা শিঞ্জিরিকাভিধানা রুতৈর্মনঃশ্রোত্রহরৈর্ভ্রমন্তি ॥২৯॥

রক্তাভিরগ্রেষু চ বল্লরীভির্মধ্যেষু চামীকরপিঞ্জরাভিঃ।
বৈডূর্যবর্ণাভিরুপান্তমধ্যেষ্বলং কৃতা যত্র খগাশ্চরন্তি ॥৩০॥

রোচিষ্ণবো নাম পতত্রিণোঽন্যে দীপ্তাগ্নিবর্ণা জ্বলিতৈরিবাস্যৈঃ।
ভ্রমন্তি দৃষ্টীর্বপুষাক্ষিপন্তঃ স্বনৈঃ শুভৈরপ্সরসো হরন্তঃ ॥৩১॥

যত্রেষ্টচেষ্টাঃ সততপ্রহৃষ্টা নিরর্তয়ো নির্জরসো বিশোকাঃ।
স্বৈঃ কর্মভির্হীনবিশিষ্টমধ্যাঃ স্বয়ংপ্রভা পুণ্যকৃতো রমন্তে ॥৩২॥

পূর্বং তপোমূল্যপরিগ্রহেণ স্বর্গক্রয়ার্থং কৃতনিশ্চয়ানাম্।
মনাংসি খিন্নানি তপোধনানাং হরন্তি যত্রাপ্সরসো লভন্ত্যঃ ॥৩৩॥

নিত্যোৎসবং তং চ নিশাম্য লোকং নিস্তন্দ্রিনিদ্রারতিশোকরোগম্।
নন্দো জরামৃত্যুবশং সদার্তং মেনে শ্মশানপ্রতিমং নৃলোকম্ ॥৩৪॥

ঐন্দ্রং বনং তচ্চ দদর্শ নন্দঃ সমন্ততো বিস্ময়ফুল্লদৃষ্টিঃ।
হর্ষান্বিতাশ্চাপ্সরসঃ পরীয়ুঃ সগর্বমন্যোন্যমবেক্ষমাণাঃ ॥৩৫॥

সদা যুবত্যো মদনৈককার্যাঃ সাধারণাঃ পুণ্যকৃতাং বিহারাঃ।
দিব্যাশ্চ নির্দোষপরিগ্রহাশ্চ তপঃফলস্যাশ্রয়ণং সুরাণাম্ ॥৩৬॥

তাসাং জগুর্ধীরমুদাত্তম্যাঃ পদ্মানি কাশ্চিল্ললিতং বভঞ্জুঃ।
অন্যোন্যহর্ষান্ননৃতুস্তথান্যাশ্চিত্রাঙ্গহারাঃ স্তনভিন্নহারাঃ ॥৩৭॥

কাসাংচিদাসাং বদনানি রেজুর্বনান্তরেভ্যশ্চলকুণ্ডলানি।
ব্যাবিদ্ধপর্ণেভ্য ইবাকরেভ্যঃ পদ্মানি কারণ্ডবঘট্টিতানি ॥৩৮॥

তাং নিঃসৃতাং প্রেক্ষ্য বনান্তরেভ্যস্তড়িৎপতাকা ইব তোয়দেভ্যঃ।
নন্দস্য রাগেণ তনুর্বিবেপে জলে চলে চন্দ্রমসঃ প্রভেব ॥৩৯॥

বপুশ্চ দিব্যং ললিতাশ্চ চেষ্টাস্ততঃ স তাসাং মনসা জহার।
কৌতূহলাবর্জিতয়া চ দৃষ্ট্যা সংশ্লেষতর্ষাদিব জাতরাগঃ ॥৪০॥

স জাততর্ষোঽপ্সরসঃ পিপাসুস্তৎপ্রাপ্তয়েঽধিষ্ঠিতবিক্লবার্তঃ।
লোলেন্দ্রিয়াশ্বেন মনোরথেন জেহ্রীয়মাণো ন ধৃতিং চকার ॥৪১॥

যথা মনুষ্যো মলিনং হি বাসঃ ক্ষারেণ ভূয়ো মলিনীকরোতি।
মলক্ষয়ার্থং ন মলোদ্ভবার্থং রজস্তথাস্মৈ মুনিরাচকর্ষ ॥৪২॥

দোষাংশ্চ কায়াদ্ভিষগুজ্জিহীর্ষুর্ভূয়ো যথা ক্লেশয়িতুং যতেত।
রাগং তথা তস্য মুনির্জিঘাংসুর্ভূয়স্তরং রাগমুপানিনায় ॥৪৩॥

দীপপ্রভাং হন্তি যথান্ধকারে সহস্ররশ্মেরুদিতস্য দীপ্তিঃ।
মনুষ্যলোকে দ্যুতিমঙ্গনানামন্তর্দধাত্যপ্সরসাং তথা শ্রীঃ ॥৪৪॥

মহচ্চ রূপং স্বল্পং হন্তি রূপং শব্দো মহান্ হন্তি চ শব্দমল্পম্।
গুর্বী রুজা হন্তি রুজাং চ মৃদ্বীং সর্বো মহান্ হেতুরণোর্বধায় ॥৪৫॥

মুনেঃ প্রভাবাচ্চ শশাক নন্দস্তদ্দর্শনং সোঢুমসহ্যমন্যৈঃ।
অবীতরাগস্য হি দুর্বলস্য মনো সহেদপ্সরসাং বপুঃ শ্রীঃ ॥৪৬॥

মত্বা ততো নন্দমুদীর্ণরাগং ভার্যানুরোধাদপবৃত্তরাগম্।
রাগেণ রাগং প্রতিহন্তুকামো মুনির্বিরাগো গিরমিত্যুবাচ ॥৪৭॥

এতাঃ স্ত্রিয়ঃ পশ্য দিবৌকসস্ত্বং নিরীক্ষ্য চ ব্রূহি যথার্থতত্ত্বম্।
এতাঃ কথং রূপগুণৈর্মতাস্তে স বা জনো যত্র গতং মনস্তে ॥৪৮॥

অথাপ্সরঃস্বেব নিবিষ্টদৃষ্টী রাগাগ্নিনান্তর্হৃদয়ে প্রদীপ্ত।
সগদ্গগদং কামবিষক্তচেতাঃ কৃতাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ নন্দঃ ॥৪৯॥

হর্যঙ্গনাসৌ মুষিতৈকদৃষ্টির্যদন্তরে স্যাত্তব নাথ বধ্বাঃ।
তদন্তরেঽসৌ কৃপণা বধূস্তে বপুষ্মতীরপ্সরসঃ প্রতীত্য ॥৫০॥

আস্থা যথা পূর্বমভূন্ন কাচিদন্যাসু মে স্ত্রীষু নিশাম্য ভার্যাম্।
তস্যাং ততঃ সম্প্রতি কাচিদাস্থা ন মে নিশাম্যৈব হি রূপমাসাম্ ॥৫১॥

যথা প্রতপ্তো মৃদুনাতপেন দহ্যেত কশ্চিন্মহতানলেন।
রাগেণ পূর্বং মৃদুনাভিতপ্তো রাগাগ্নিনানেন তথাভিদহ্যে ॥৫২॥

বাগ্বারিণা মাং পরিষিঞ্চ তস্মাদ্যাবন্ন দহ্যে স ইবাঙ্গশত্রুঃ।
রাগাগ্নিরদ্যৈব হি মাং দিধক্ষুঃ কক্ষং সবৃক্ষাগ্রমিবোত্থিতোঽগ্নিঃ ॥৫৩॥

প্রসীদ সীদামি বিমুঞ্চ মা মুনে বসুন্ধরাধৈর্য ন ধৈর্যমস্তি মে।
অসূন্বিমোক্ষ্যামি বিমুক্তমানস প্রযচ্ছ বা বাগমৃতং মুমূর্ষবে ॥৫৪॥

অনর্থভোগেন বিঘাতদৃষ্টিনা
প্রমাদদংষ্ট্রেণ তমোবিষাগ্নিনা।
অহং হি দষ্টো হৃদি মন্মথাহিনা
বিধৎস্ব তস্মাদগদং মহাভিষক্ ॥৫৫॥

অনেন দষ্টো মদনাহিনা হি না
ন কশ্চিদাত্মন্যনবস্থিতঃ স্থিতঃ।
মুমোহ বোধ্যোহর্থ্যচলাত্মনো মনো
বভূব ধীমাংশ্চ স শান্তনুস্তনুঃ ॥৫৬॥

স্থিতে বিশিষ্টে ত্বয়ি সংশ্রয়ে শ্রয়ে
যথা ন যামীহ বসন্দিশং দিশম্।
যথা চ লব্ধ্বা ব্যসনক্ষয়ং ক্ষয়ং
ব্রজামি তন্মে কুরু শংসতঃ সতঃ ॥৫৭॥

ততো জিঘাংসুর্হৃদি তস্য তত্তমস্তমোনুদো নক্তমিবোত্থিতং তমঃ।
মহর্ষিচন্দ্রো জগতস্তমোনুদস্তমঃপ্রহীণো নিজগাদ গৌতমঃ ॥৫৮॥

ধৃতিং পরিষ্বজ্য, বিধূয় বিক্রিয়াং নিগৃহ্য তাবচ্ছ্রুতচেতসী শৃণু।
ইমা যদি প্রার্থয়সে ত্বমঙ্গনা বিধৎস্ব শুল্কার্থমিহোত্তমং তপঃ ॥৫৯॥

ইমা হি শক্যা ন বলান্ন সেবয়া ন সম্প্রদানেন ন রূপবত্তয়া।
ইমা হ্রিয়ন্তে খলু ধর্মচর্যয়া সচেৎপ্রহর্ষশ্চর ধর্মমাদৃতঃ ॥৬০॥

ইহাধিবাসো দিবি দৈবতৈঃ সমং বনানি রম্যাণ্যজরাশ্চ যোষিতঃ।
ইদং ফলং স্বস্য শুভস্য কর্মণো ন দত্তমন্যেন ন চাপ্যহেতুতঃ ॥৬১॥

ক্ষিতৌ মনুষ্যো ধনুরাদিভিঃ শ্রমৈঃ স্ত্রিয়ঃ কদাচিদ্ধিলভেত বা ন বা।
অসংশয়ং যত্ত্বিহ ধর্মচর্যয়া ভবেযুরেতা দিবি পুণ্যকর্মণঃ ॥৬২॥

তদপ্রমত্তো নিয়মে সমুদ্যতো রমস্ব যদ্যপ্সরসোঽভিলিপ্সসে।
অহং চ তেঽত্র প্রতিভূঃ স্থিরে ব্রতে যথা ত্বমাভির্নিয়তং সমেষ্যসি ॥৬৩॥

অতঃপরং পরমমিতি ব্যবস্থিতঃ পরাং ধৃতিং পরমমুনৌ চকার সঃ।
ততো মুনিঃ পবন ইবাম্বরাৎপতন্ প্রগৃহ্য তং পুনরগমন্ মহীতলম্
॥৬৪॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে স্বর্গনিদর্শনো নাম দশমঃ সর্গঃ॥

একাদশঃ সর্গঃ

ততস্তা যোষিতো দৃষ্ট্বা নন্দো নন্দনচারিনীঃ।
ববন্ধ নিয়মস্তম্ভে দুর্দমং চপলং মনঃ ॥১॥

সোঽনিষ্টনৈষ্ক্রম্যরসো ম্লানতামরসোপমঃ।
চচার বিরসো ধর্মং নিবেশ্যাপ্সরসো হৃদি ॥২॥

তথা লোলেন্দ্রিয়ো ভূত্বা দয়িতেন্দ্রিয়গোচরঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থবশাদেব বভূব নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩॥

কামচর্যাসু কুশলো ভিক্ষুচর্যাসু বিক্লবঃ।
পরমাচার্যবিষ্টব্ধো ব্রহ্মচর্যং চচার সঃ। ॥৪॥

সংবৃতেন চ শান্তেন তীব্রেণ মদনেন চ।
জলাগ্নেরিব সংসর্গাচ্ছশাম চ শুশোষ চ ॥৫॥

স্বভাবদর্শনীয়োঽপি বৈরূপ্যমগমৎপরম্।
চিন্তয়াপ্সরসাং চৈব নিয়মেনায়তেন চ ॥৬॥

প্রস্তবেষ্বপি ভার্যায়াং প্রিয়ভার্যস্তথাপি সঃ।
বীতরাগ ইবোত্তস্থৌ ন জহর্ষ ন চুক্ষুভে ॥৭॥

তং ব্যবস্থিতমাজ্ঞায় ভার্যারাগাৎপরাঙ্মুখম্।
অভিগম্যাব্রবীন্নন্দমানন্দঃ প্রণয়াদিদম্ ॥৮॥

অহো সদৃশমারব্ধং শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ স্বস্থো নিয়মে যদি সংস্থিতঃ ॥৯॥

অভিষক্তস্য কামেষু রাগিণো বিষয়াত্মনঃ।
যদিয়ং সংবিদুৎপন্না নেয়মল্পেন হেতুনা ॥১০॥

ব্যাধিরল্পেন যত্নেন মৃদুঃ প্রতিনিবার্যতে।
প্রবলঃ প্রবলৈরেব যত্নৈর্নশ্যতি বা ন বা ॥॥১১

দুর্হরো মানসো ব্যাধির্বলবাংশ্চ তবাভবৎ।
বিনিবৃত্তো যদি স তে সর্বথা ধৃতিমানসি ॥১২॥

দুষ্করং সাধুনার্যেণ মানিনা চৈব মার্দবম্।
অতিসর্গশ্চ লুব্ধেন ব্রহ্মচর্যং চ রাগিণা ॥১৩॥

একস্ত মম সন্দেহস্তবাস্যাং নিয়মে ধৃতৌ।
অত্রানুনয়মিচ্ছামি বক্তব্যং যদি মন্যসে ॥১৪॥

আর্জবাভিহিতং বাক্যং ন চ গন্তব্যমন্যথা।
রূক্ষমপ্যাশয়ে শুদ্ধে রূক্ষতো নৈতি সজ্জনঃ ॥১৫॥

অপ্রিয়ং হি হিতং স্নিগ্ধমস্নিগ্ধমহিতং প্রিয়ম্।
দুর্লভং তু প্রিয়হিতং স্বাদু পথ্যমিবৌষধম্ ॥১৬॥

বিশ্বাসশ্চার্থচর্যা চ সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।
মর্ষণং প্রণয়শ্চৈব মিত্রবৃত্তিরিয়ং সতাম্ ॥১৭॥

তদিদং ত্বা বিবক্ষামি প্রণয়ান্ন জিঘাংসয়া।
ত্বচ্ছ্রেয়ো হি বিবক্ষা মে যতো নার্হাম্যুপেক্ষিতুম্ ॥১৮॥

অপ্সরোভৃতকো ধর্মং চরসীত্যভিধীয়সে।
কিমিদং ভূতমাহোস্বিৎ পরিহাসোঽয়মীদৃশঃ ॥১৯॥

যদি তাবদিদং সত্যং বক্ষ্যাম্যত্র যদৌষধম্।
ঔদ্ধত্যমথ বক্তৃণামভিধাস্যামি তত্ত্বতঃ ॥২০॥

শ্লক্ষ্ণং পূর্বমথো তেন হৃদি সোঽভিহতস্তদা।
ধ্যাত্বা দীর্ঘং নিশশ্বাস কিঞ্চিচ্চাবাঙ্মুখোঽভবৎ ॥২১॥

ততস্তস্যেঙ্গিতং জ্ঞাত্বা মনঃ সংকল্পসূচকম্।
বভাষে বাক্যমানন্দো মধুরোদর্কমপ্রিয়ম্ ॥২২॥

আকারেণাবগচ্ছামি তব ধর্মপ্রয়োজনম্।
যদ্ জ্ঞাত্বা ত্বয়ি জাতং মে হাস্যং কারুণ্যমেব চ ॥২৩॥

যথাসনার্থং স্কন্ধেন কশ্চিদ্গুর্বীং শিলাং বহেৎ।
তদ্বত্ত্বমপি কামার্থং নিয়মং বোঢুমুদ্যতঃ ॥২৪॥

তিতাডয়িষযাসৃপ্তো যথা মেষোঽপসর্পতি।
তদ্বদব্রহ্মচর্যায় ব্রহ্মচর্যমিদং তব ॥২৫॥

চিক্রীষন্তি যথা পণ্যং বণিজো লাভলিপ্সয়া।
ধর্মচর্যাং তব তথা পণ্যভূতা ন শান্তয়ে ॥২৬॥

যথা ফলবিশেষার্থং বীজং বপতি কার্ষকঃ।
তদ্বদ্বিষয়কার্পণ্যাদ্বিষয়াংস্ত্যক্তবানসি ॥২৭॥

আকাঙ্ক্ষেচ্চ যথা রোগং প্রতীকারসুখেপ্সয়া।
দুঃখমন্বিচ্ছতি ভবাংস্তথা বিষয়তৃষ্ণয়া ॥২৮॥

যথা পশ্যতি মধ্বেব ন প্রপাতমবেক্ষতে।
পশ্যস্যপ্সরসস্তদ্বদ্ভ্রংশমন্তে ন পশ্যসি ॥২৯॥

হৃদি কামাগ্নিনা দীপ্তে কায়েন বহতো ব্রতম্।
কিমিদং ব্রহ্মচর্যং তে মনসাব্রহ্মচারিণঃ ॥৩০॥

সংসারে বর্তমানেন যদা চাপ্সরসস্ত্বয়া।
প্রাপ্তাঃ ত্যক্তাশ্চ শতশস্তাভ্যঃ কিমিতি তে স্পৃহা ॥৩১॥

তৃপ্তির্নাস্তীন্ধনৈরগ্নের্নাম্ভসা লবণাম্ভসঃ।
নাপি কামৈঃ সতৃষ্ণস্য তস্মাৎ কামা ন তৃপ্তয়ে ॥৩২॥

অতৃপ্তৌ চ কুতঃ শান্তিরশান্তৌ চ কুতঃ সুখম্।
অসুখে চ কুতঃ প্রীতিরপ্রীতৌ চ কুতো রতিঃ ॥৩৩॥

রিরংসা যদি তে তস্মাদধ্যাত্মে ধীয়তাং মনঃ।
প্রশান্তা চানবদ্যা চ নাস্ত্যধ্যাত্মসমা রতিঃ ॥৩৪॥

ন তত্র কার্যং তূর্যৈস্তে ন স্ত্রীভির্ন বিভূষণৈঃ।
একস্ত্বং যত্রতত্রস্থস্তয়া রত্যাভিরংস্যসে ॥৩৫॥

মানসং বলবদ্দুঃখং তর্ষে তিষ্ঠতি তিষ্ঠতি।
তং তর্ষং ছিন্ধি দুঃখং হি তৃষ্ণা চাস্তি চ নাস্তি চ ॥৩৬॥

সম্পত্তৌ বা বিপত্তৌ বা দিবা বা নক্তমেব বা।
কামেষু হি সতৃষ্ণস্য ন শান্তিরুপপদ্যতে ॥৩৭॥

কামানাং প্রার্থনা দুঃখা প্রাপ্তৌ তৃপ্তির্ন বিদ্যতে।
বিয়োগান্নিয়তঃ শোকো বিয়োগশ্চ ধ্রুবো দিবি ॥৩৮॥

কৃত্বাপি দুষ্করং কর্ম স্বর্গং লব্ধাপি দুর্লভম্।
নৃলোকং পুনরেবৈতি প্রবাসাৎ স্বগৃহং যথা ॥৩৯॥

যদা ভ্রষ্টস্য কুশলং শিষ্টং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
তির্যক্ষু পিতৃলোকে বা নরকে বোপপদ্যতে ॥৪০॥

তস্য ভুক্তবতঃ স্বর্গে বিষয়ানুত্তমানপি।
ভ্রষ্টস্যার্তস্য দুঃখেন কিমাস্বাদঃ করোতি সঃ ॥৪১॥

শ্যেনায় প্রাণিবাৎসল্যাৎ স্বমাংসান্যপি দত্তবান্।
শিবিঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টস্তাদৃক্কৃত্বাপি দুষ্করম্ ॥৪২॥

শক্রস্যার্ধাসনং গত্বা পূর্বপার্থিব এব যঃ।
সদেবত্বং গতে কালে মান্ধাতাধঃ পুনর্যযৌ ॥৪৩॥

রাজ্যং কৃত্বাপি দেবানাং পপাত নহুষো ভুবি।
প্রাপ্তঃ কিল ভুজঙ্গত্বং নাদ্যাপি পরিমুচ্যতে ॥৪৪॥

তথৈবেলিবিলো রাজা রাজবৃত্তেন সংস্কৃতঃ।
স্বর্গং গত্বা পুনর্ভ্রষ্টঃ কূর্মীভূতঃ কিলার্ণবে ॥৪৫॥

ভূরিদ্যুম্নো যযাতিশ্চ তে চান্যে চ নৃপর্ষভাঃ।
কর্মভির্দ্যামভিক্রীয় তৎক্ষয়াৎ পুনরত্যজন্ ॥৪৬॥

অসুরাঃ পূর্বদেবাস্তু সুরৈরপহৃতশ্রিয়ঃ।
শ্রিয়ং সমনুশোচন্তঃ পাতালং শরণং যযুঃ ॥৪৭॥

কিং চ রাজর্ষিভিস্তাবদসুরৈর্বা সুরাদিভিঃ।
মহেন্দ্রাঃ শতশঃ পেতুর্মাহাত্ম্যমপি ন স্থিরম্ ॥৪৮॥

সংসদং শোভয়িত্বৈন্দ্রীমুপেন্দ্রস্য ত্রিবিক্রমঃ।
ক্ষীণকর্মা পপাতোর্বীং মধ্যাদপ্সরসাং রসন্ ॥৪৯॥

হা চৈত্ররথ হা বাপি হা মন্দাকিনি হা প্রিয়ে।
ইত্যার্তা বিলপন্তোঽপি গাং পতন্তি দিবৌকসঃ ॥৫০॥

তীব্রং হ্যুৎপদ্যতে দুঃখমিহ তাবন্মুমূর্ষতাম্।
কিং পুনঃ পততাং স্বর্গাদেবান্তে সুখসেবিনাম্ ॥৫১॥

রজো গৃহ্ণন্তি বাসাংসি ম্লায়ন্তি পরমাঃ স্রজঃ।
গাত্রেভ্যো জায়তে স্বেদো রতির্ভবতি নাসনে ॥৫২॥

এতান্যাদৌ নিমিত্তানি চ্যুতৌ স্বর্গাদ্দিবৌকসাম্।
অনিষ্টানীব ভর্তৃণামরিষ্টানি মুমূর্ষতাম্ ॥৫৩॥

সুখমুৎপদ্যতে যচ্চ দিবি কামানুপাশ্নতাম্।
যচ্চ দুঃখং নিপততাং দুঃখমেব বিশিষ্যতে ॥৫৪॥

তস্মাদস্বন্তমত্রাণমবিশ্বাস্যমতর্পকম্।
বিজ্ঞায় ক্ষয়িণং স্বর্গমপবর্গে মতিং কুরু ॥৫৫॥

যদা চৈশ্বর্যবন্তোঽপি ক্ষয়িণঃ স্বর্গবাসিনঃ।
কো নাম স্বর্গবাসায় ক্ষেষ্ণবে স্পৃহয়েদ্বুধঃ ॥৫৮॥

সূত্রেণ বদ্ধো হি যথা বিহঙ্গো ব্যাবর্ততে দূরগতোঽপি ভূয়ঃ।
অজ্ঞানসূত্রেণ তথাববদ্ধো গতোঽপি দূরং পুনরেতি লোকঃ ॥৫৯॥

কৃত্বা কালবিলক্ষণং প্রতিভুবা মুক্তো যথা বন্ধনাদ্
ভুক্তবা বেশ্মসুখান্যতীত্য সময়ং ভূয়ো বিশেদ্বন্ধনম্।
তদ্বদ্ দ্যাং প্রতিভূবদাত্মনিয়মৈর্ধ্যানাদিভিঃ প্রাপ্তবান্
কালে কর্মসু তেষু ভুক্তবিষয়েষ্বাকৃষ্যতে গাং পুনঃ ॥৬০॥

অন্তর্জালগতাঃ প্রমত্তমনসো মীনাস্তড়াগে যথা
জানন্তি ব্যসনং ন রোধজনিতং স্বস্থাশ্চরন্ত্যম্ভসি।
অন্তর্লোকগতাঃ কৃতার্থমতয়স্তদ্বদ্দিবি ধ্যায়িনো
মন্যন্তে শিবমচ্যুতং ধ্রুবমিতি স্বং স্থানমাবর্তকম্ ॥৬১॥

তজ্জন্মব্যাধিমৃত্যুব্যসনপরিগতং মত্বা জগদিদম্
সংসারে ভ্রাম্যমাণং দিবি নৃষু নরকে তির্যক্পিতৃষু চ।
যত্রাণং নির্ভয়ং যচ্ছিবমমরজরং নিঃশোকমমৃতং
তদ্ধেতোর্ব্রহ্মচর্যং চর জহিহি চলং স্বর্গং প্রতি রুচিম্ ॥৬২॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে স্বর্গাপবাদো নামৈকাদশঃ সর্গঃ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

অপ্সরোভৃতকো ধর্মং চরসীত্যথ চোদিতঃ।
আনন্দেন তদা নন্দঃ পরং ব্রীড়মুপাগমৎ ॥১॥

তস্য ব্রীড়েন মহতা প্রমোদো হৃদি নাভবৎ।
অপ্রামোদ্যেন বিমুখং নাবতস্থে ব্রতে মনঃ ॥২॥

কামরাগপ্রধানোঽপি পরিহাসসমোঽপি সন্।
পরিপাকগতে হেতৌ ন স তন্ মমৃষে বচঃ ॥৩॥

অপরীক্ষকভাবাচ্চ পূর্বং মত্বা দিবং ধ্রুবম্।
তস্মাৎ ক্ষেষ্ণুং পরিশ্রুত্য ভৃশং সংবেগমেয়িবান্ ॥৪॥

তস্য স্বর্গান্নিববৃতে সংকল্পাশ্বো মনোরথঃ।
মহারথ ইবোন্মার্গাদপ্রমত্তস্য সারথেঃ ॥৫॥

স্বর্গতর্ষান্নিবৃত্তশ্চ সদ্যঃ স্বস্থ ইবাভৎ।
মৃষ্টাদপথ্যাদ্বিরতো জিজীবিষুরিবাতুরঃ ॥৬৫

বিসস্মার প্রিয়াং ভার্যামপ্সরোদর্শনাদ্যথা।
তথানিত্যতয়োদ্বিগ্নস্তত্যাজাপ্সরসোঽপি সঃ ॥৭॥

মহতামপি ভূতানামাবৃত্তিরিতি চিন্তয়ন্।
সংবেগাচ্চ সরাগোঽপি বীতরাগ ইবাভবৎ ॥৮॥

বভূব স হি সংবেগঃ শ্রেয়সস্তস্য বৃদ্ধয়ে।
ধাতুরেধিরিবাখ্যাতে পঠিতোঽক্ষরচিন্তকৈঃ ॥৯॥

ন তু কামান্ মনস্তস্য কেনচিজ্জগৃহে ধৃতিঃ।
ত্রিষু কালেষু সর্বেষু নিপাতোঽস্তিরিব স্মৃতঃ ॥১০॥

খেলগামী মহাবাহুর্গজেন্দ্র ইব নির্মদঃ।
সোঽভ্যগচ্ছদ্গুরুং কালে বিবক্ষুর্ভাবমাত্মনঃ ॥১১॥

প্রণম্য চ গুরৌ মূর্ধ্না বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।
কৃত্বাঞ্জলিমুবাচেদং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥১২॥

অপ্সরঃ প্রাপ্তয়ে যন্ মে ভগবন্ প্রতিভূরসি।
নাপ্সরোভির্মমার্থোঽস্তি প্রতিভূত্বং ত্যজাম্যহম্ ॥১৩॥

শ্রুত্বা হ্যাবর্তকং স্বর্গং সংসারস্য চ চিত্রতাম্।
ন মর্ত্যেষু ন দেবেষু প্রবৃত্তির্মম রোচতে ॥১৪॥

যদি প্রাপ্য দিবং যত্নান্নিয়মেন দমেন চ।
অবিতৃপ্তাঃ পতন্ত্যন্তে স্বর্গায় ত্যাগিনে নমঃ ॥১৫॥

অতশ্চ নিখিলং লোকং বিদিত্বা সচরাচরম্।
সর্বদুঃখক্ষয়করে ত্বদ্ধর্মে পরমে রমে ॥১৬॥

তস্মাদ্ব্যাসসমাসাভ্যাং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি।
যচ্ছ্রুত্বা শৃণ্বতাং শ্রেষ্ঠ পরমং প্রাপ্নুয়াং পদম্ ॥১৭॥

ততস্তস্যাশয়ং ঘাতা বিপক্ষাণীন্দ্রিয়াণি চ।
শ্রেয়শ্চৈবামুখীভূতং নিজগাদ তথাগতঃ ॥১৮॥

অহো প্রত্যবমর্শোঽয়ং শ্রেয়সস্তে পুরোজবঃ।
অরণ্যাং মথ্যমানায়ামগ্নের্ধূম ইবোত্থিতঃ ॥১৯॥

চিরমুন্মার্গবিহৃতো লোলৈরিন্দ্রিয়বাজিভিঃ।
অবতীর্ণোঽপি পন্থানং দিষ্ট্যা দৃষ্ট্যাবিমূঢ়য়া ॥২০॥

অদ্য তে সফলং জন্ম লাভোঽদ্য সুমহাংস্তব।
যস্য কামরসজ্ঞস্য নৈষ্ক্রম্যায়োৎসুকং মনঃ ॥২১॥

লোকেঽস্মিন্নালয়ারামে নিবৃত্তৌ দুর্লভা রতিঃ।
ব্যথন্তে হ্যপুনর্ভাবাৎ প্রপাতাদিব বালিশাঃ ॥২২॥

দুঃখং ন স্যাৎ সুখং মে স্যাদিতি প্রযততে জনঃ।
অত্যন্তদুঃখোপরমং সুখং তচ্চ ন বুধ্যতে ॥২৩॥

অরিভূতেষ্বনিত্যেষু সততং দুঃখহেতুষু।
কামাদিষু জগৎ সক্তং ন বেত্তি সুখমব্যয়ম্ ॥২৪॥

সর্বদুঃখাপহং তত্ত্ত্ব হস্তস্থমমৃতং তব।
বিষং পীত্বা যদগদং সময়ে পাতুমিচ্ছসি ॥২৫॥

অনর্হসংসারভয়ং মানার্হং তে চিকীর্ষিতম্।
রাগাগ্নিস্তাদৃশো যস্য ধর্মোন্মুখঃ পরাঙ্মুখঃ ॥২৬॥

রাগোদ্দামেন মনসা সর্বথা দুষ্করা ধৃতিঃ।
সদোষং সলিলং দৃষ্ট্বা পথিনেব পিপাসুনা। ॥২৭॥

ঈদৃশী নাম বুদ্ধিস্তে নিরুদ্ধা রজসাভবৎ।
রজসা চণ্ডবাতেন বিবস্বত ইব প্রভা ॥২৮॥

সা জিঘাংসুস্তমো হার্দং যা সম্প্রতি বিজৃম্ভতে।
তমো নৈশং প্রভা সৌরী বিনির্গীর্ণেব মেরুণা ॥২৯॥

যুক্তরূপমিদং চৈব শুদ্ধসত্ত্বস্য চেতসঃ।
যত্তে স্যান্নৈষ্ঠিকে সূক্ষ্মে শ্রেয়সি শ্রদ্দধানতা ॥৩০॥

ধর্মচ্ছন্দমিমং তস্মাদ্বিবর্ধয়িতুমর্হসি।
সর্বধর্মা হি ধর্মজ্ঞ নিয়মাচ্ছন্দহেতবঃ ॥৩১॥

সত্যাং গমনবুদ্ধৌ হি গমনায় প্রবর্ততে।
শয্যাবুদ্ধৌ চ শয়নং স্থানবুদ্ধৌ তথা স্থিতিঃ ॥৩২॥

অন্তর্ভূমিগতং হ্যম্ভঃ শ্রদ্দধাতি নরো যদা।
অর্থিত্বে সতি যত্নেন তদা খনতি গামিমাম্ ॥৩৩॥

নার্থী যদ্যগ্নিনা বা স্যাচ্ছ্রদ্দধ্যাত্তং ন বারণৌ।
মথ্নীয়ান্নারণিং কশ্চিত্তদ্ভাবে সতি মথ্যতে ॥৩৪॥

শস্যোৎপত্তিং যদি ন বা শ্রদ্দধ্যাৎ কার্ষকঃ ক্ষিতৌ।
অর্থী শস্যেন বা ন স্যাদ্বীজানি ন বপেদ্ভুবি ॥৩৫॥

অতশ্চ হস্ত ইত্যুক্তা ময়া শ্রদ্ধা বিশেষতঃ।
যস্মাদ্‌গৃহ্ণাতি সদ্ধর্মং দায়ং হস্ত ইবাক্ষতঃ ॥৩৬॥

প্রাধান্যাদিন্দ্রিয়মিতি স্থিরত্বাদ্বলমিত্যতঃ।
গুণদারিদ্র্যশমনাদ্ধনমিত্যভিবর্ণিতা ॥৩৭॥

রক্ষণার্থেন ধর্মস্য তথেষীকেত্যুদাহৃতা।
লোকেঽস্মিন্ দুর্লভত্বাচ্চ রত্নমিত্যভিভাষিতা ॥৩৮॥

পুনশ্চ বীজমিত্যুক্তা নিমিত্তং শ্রেয়সোৎপদা।
পাবনার্থেন পাপস্য নদীত্যভিহিতা পুনঃ ॥৩৯॥

যস্মাদ্ধর্মস্য চোৎপত্তৌ শ্রদ্ধা কারণমুত্তমম্।
ময়োক্তা কার্যতস্তস্মাত্তত্র তত্র তথা তথা ॥৪০॥

শ্রদ্ধাঙ্কুরমিমং তস্মাৎ সংবর্ধয়িতুমর্হসি।
তদ্বৃদ্ধৌ বর্ধতে ধর্মো মূলবৃদ্ধৌ যথা দ্রুমঃ ॥৪১॥

ব্যাকুলং দর্শনং যস্য দুর্বলো যস্য নিশ্চয়ঃ।
তস্য পারিপ্লবা শ্রদ্ধা ন হি কৃত্যায় বর্ততে ॥৪২॥

যাবত্তত্ত্বং ন ভবতি হি দৃষ্টং শ্রুতং বা
তাবচ্ছ্রদ্ধা ন ভবতি বলস্থা স্থিরা বা।
দৃষ্টে তত্ত্বে নিয়মপরিভূতেন্দ্রিয়স্য
শ্রদ্ধাবৃক্ষো ভবতি সফলশ্চাশ্রয়শ্চ ॥৪৩॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে প্রত্যবমর্শো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথ সংরাধিতো নন্দঃ শ্রদ্ধাং প্রতি মহর্ষিণা।
পরিষিক্তোঽমৃতেনেব যুযুজে পরয়া মুদা ॥১॥

কৃতার্থমিব তং মেনে সংবুদ্ধঃ শ্রদ্ধয়া তয়া।
মেনে প্রাপ্তমিব শ্রেয়ঃ স চ বুদ্ধেন সংস্কৃতঃ ॥২॥

শ্লক্ষ্ণেন বচসা কাংশ্চিৎ কাংশ্চিৎ পরুষয়া গিরা।
কাংশ্চিদাভ্যামুপায়াভ্যাং স বিনিন্যে বিনায়কঃ ॥৩॥

পাংসুভ্যঃ কাঞ্চনং জাতং বিশুদ্ধং নির্মলং শুচি।
স্থিতং পাংসুষ্বপি যথা পাংসুদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৪॥

পদ্মপর্ণং যথা চৈব জলে জাতং জলে স্থিতম্।
উপরিষ্টাদধস্তাদ্বা ন জলেনোপলিপ্যতে ॥৫॥

তদ্বল্লোকে মুনির্জাতো লোকস্যানুগ্রহং চরন্।
কৃতিত্বান্নির্মলত্বাচ্চ লোকধর্মৈর্ন লিপ্যতে ॥৬॥

শ্লেষং ত্যাগং প্রিয়ং রুক্ষং কথাং চ ধ্যানমেব চ।
মন্তুকালে চিকিৎসার্থং চক্রে নাত্মানুবৃত্তয়ে ॥৭॥

অতশ্চ সংদধে কায়ং মহাকরুণয়া তয়া।
মোচয়েয়ং কথং দুঃখাৎ সত্ত্বানীত্যনুকম্পকঃ ॥৮॥

অথ সংহর্ষণান্নন্দং বিদিত্বা ভাজনীকৃতম্।
অব্রবীদ্বদতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্রমজ্ঞঃ শ্রেয়সাং ক্রমম্ ॥৯॥

অতঃপ্রভৃতি ভূয়স্ত্বং শ্রদ্ধেন্দ্রিয়পুরঃসরঃ।
অমৃতস্যাপ্তয়ে সৌম্য বৃত্তং রক্ষিতুমর্হসি ॥১০॥

প্রয়োগঃ কায়বচসোঃ শুদ্ধো ভবতি তে যথা।
উত্তানো বিবৃতো গুপ্তোঽনবাচ্ছিদ্রস্তথা কুরু ॥১১॥

উত্তানো ভাবকরণাদ্বিবৃতশ্চাপ্যগূহনাৎ।
গুপ্তো রক্ষণতাৎপর্যাদচ্ছিদ্রশ্চানবদ্যতঃ ॥১২॥

শরীরবচসোঃ শুদ্ধৌ সপ্তাঙ্গে চাপি কর্মণি।
আজীবসমুদাচারং শৌচাৎসংস্কর্তুমর্হসি ॥১৩॥

দোষাণাং কুহনাদীনাং পঞ্চানামনিষেবণাৎ।
ত্যাগাচ্চ জ্যোতিষাদীনাং চতুর্ণাং বৃত্তিঘাতিনাম্ ॥১৪॥

প্রাণিধান্যধনাদীনাং বর্জ্যানামপ্রতিগ্রহাৎ।
ভৈক্ষাঙ্গানাং নিসৃষ্টানাং নিয়তানাং প্রতিগ্রহাৎ ॥১৫॥

পরিতুষ্টঃ শুচির্মঞ্জুশ্চৌক্ষয়া জীবসম্পদা।
কুর্যা দুঃখপ্রতীকারং যাবদেব বিমুক্তয়ে ॥১৬॥

কর্মণো হি যথাদৃষ্টাৎ কায়বাক্প্রভবাদপি।
আজীবঃ পৃথগেবোক্তো দুঃশোধত্বাদয়ং ময়া ॥১৭॥

গৃহস্থেন হি দুঃশোধা দৃষ্টির্বিবিধদৃষ্টিনা।
আজীবো ভিক্ষুণা চৈব পরেষ্বায়ত্তবৃত্তিনা ॥১৮॥

এতাবচ্ছীলমিত্যুক্তমাচারোঽয়ং সমাসতঃ।
অস্য নাশেন নৈব স্যাৎ প্রব্রজ্যা ন গৃহস্থতা ॥১৯॥

তস্মাচ্চারিত্রসম্পন্নো ব্রহ্মচর্যমিদং চর।
অণুমাত্রেষ্ববদ্যেষু ভয়দর্শী দৃঢ়ব্রতঃ ॥২০॥

শীলমাস্থায় বর্তন্তে সর্বা হি শ্রেয়সি ক্রিয়াঃ।
স্থানাদ্যানীব কার্যাণি প্রতিষ্ঠায় বসুন্ধরাম্ ॥২১॥

মোক্ষস্যোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতি গৃহ্যতাম্।
বৈরাগস্যাপি সংবেদঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্ ॥২২॥

জ্ঞানস্যোপনিষচ্চৈব সমাধিরুপধার্যতাম্।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শারীরমানসম্ ॥২৩॥

প্রশ্রব্ধিঃ কায়মনসঃ সুখস্যোপনিষৎপরা।
প্রশ্রব্ধেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্ ॥২৪॥

তথা প্রীতেরুপনিষৎপ্রামোদ্যং পরমং মতম্।
প্রামোদ্যস্যাপ্যহৃল্লেখঃ কুকৃতেষ্বকৃতেষু বা ॥২৫॥

অহৃল্লেখস্য মনসঃ শীলং তূপনিষচ্ছুচি।
অতঃ শীলং নয়ত্যগ্র্যমিতি শীলং বিশোধয় ॥২৬॥

শীলনাচ্ছীলমিত্যুক্তং শীলনং সেবনাদপি।
সেবনং তন্নিদেশাচ্চ নির্দেশশ্চ তদাশ্রয়াৎ ॥২৭॥

শীলং হি শরণং সৌম্য কান্তার ইব দৈশিকঃ।
মিত্রং বন্ধুশ্চ রক্ষা চ ধনং চ বলমেব চ ॥২৮॥

যতঃ শীলমতঃ সৌম্য শীলং সংস্কর্তুমর্হসি।
এতৎ স্থানমথান্যে চ মোক্ষারম্ভেষু যোগিনাম্ ॥২৯॥

ততঃ স্মৃতিমধিষ্ঠায় চপলানি স্বভাবতঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবারয়িতুমর্হসি ॥৩০॥

ভেতব্যং ন তথা শত্রোর্নাগ্নের্নাহের্ন চাশনেঃ।
ইন্দ্রিয়েভ্যো যথা স্বেভ্যস্তৈরজস্রং হি হন্যতে ॥৩১॥

দ্বিষদ্ভিঃ শত্রুভিঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ পীড্যতে ন বা।
ইন্দ্রিয়ৈর্বাধ্যতে সর্বঃ সর্বত্র চ সদৈব চ ॥৩২॥

ন চ প্রযাতি নরকং শত্রুপ্রভৃতিভির্হতঃ।
কৃষ্যতে তত্র নিঘ্নস্তু চপলৈরিন্দ্রিয়ৈর্হতঃ ॥৩৩॥

হন্যমানস্য তৈর্দুঃখং হার্দং ভবতি বা ন বা।
ইন্দ্রিয়ৈর্বাধ্যমানস্য হার্দং শারীরমেব চ ॥৩৪॥

সংকল্পবিষদিগ্ধা হি পঞ্চেন্দ্রিয়ময়াঃ শরাঃ।
চিন্তাপুঙ্খা রতিফলা বিষয়াকাশগোচরাঃ ॥৩৫॥

মনুষ্যহরিণান্ ঘ্নন্তি কামব্যাধেরিতা হৃদি।
বিহন্যন্তে যদি ন তে ততঃ পতন্তি তৈঃ ক্ষতাঃ ॥৩৬॥

নিয়মাজিরসংস্থেন ধৈর্যকার্মুকধারিণা।
নিপতন্তো নিবার্যাস্তে মহতা স্মৃতিবর্মণা ॥৩৭॥

ইন্দ্রিয়াণামুপশমাদরীণাং নিগ্রহাদিব।
সুখং স্বপিতি বাস্তে বা যত্র তত্র গতোদ্ধবঃ ॥৩৮॥

তেষাং হি সততং লোকে বিষয়ানভিকাঙ্ক্ষতাম্।
সংবিন্নৈবাস্তি কার্পণ্যাচ্ছুনামাশাবতামিব ॥৩৯॥

বিষয়ৈরিন্দ্রিয়গ্রামো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি।
অজস্রং পূর্যমাণোঽপি সমুদ্রঃ সলিলৈরিব ॥৪০॥

অবশ্যং গোচরে স্বে স্বে বর্তিতব্যমিহেন্দ্রিয়ৈঃ।
নিমিত্তং তত্র ন গ্রাহ্যমনুব্যঞ্জনমেব চ ॥৪১॥

আলোক্য চক্ষুষা রূপং ধাতুমাত্রে ব্যবস্থিতঃ।
স্ত্রী বেতি পুরুষো বেতি ন কল্পয়িতুমর্হসি ॥৪২॥

স চেৎ স্ত্রীপুরুষগ্রাহঃ ক্বচিদ্বিদ্যেত কশ্চন।
শুভতঃ কেশদন্তাদীন্নানুপ্রস্থাতুমর্হসি ॥৪৩॥

নাপনেয়ং ততঃ কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ্যং নাপি কিঞ্চন।
দ্রষ্টব্যং ভূততো ভূতং যাদৃশং চ যথা চ যৎ ॥৪৪॥

এবং তে পশ্যতস্তত্ত্বং শশ্বদিন্দ্রিয়গোচরে।
ভবিষ্যতি পদস্থানং নাভিধ্যাদৌর্মনস্যয়োঃ ॥৪৫॥

অভিধ্যা প্রিয়রূপেণ হন্তি কামাত্মকং জগৎ।
অরির্মিত্রমুখেনেব প্রিয়বাক্কলুষাশয়ঃ ॥৪৬॥

দৌর্মনস্যাভিধানস্তু প্রতিঘো বিষয়াশ্রিতঃ।
মোহাদ্যেনানুবৃত্তেন পরত্রেহ চ হন্যতে ॥৪৭॥

অনুরোধবিরোধাভ্যাং শীতোষ্ণাভ্যামিবার্দিতঃ।
শর্ম নাপ্নোতি ন শ্রেয়শ্চলেন্দ্রিয়ং মতো জগৎ ॥৪৮॥

নেন্দ্রিয়ং বিষয়ে তাবৎ প্রবৃত্তমপি সজ্জতে।
যাবন্ন মনসস্তত্র পরিকল্পঃ প্রবর্ততে ॥৪৯॥

ইন্ধনে সতি বায়ৌ চ যথা জ্বলতি পাবকঃ।
বিষয়াৎ পরিকল্পাচ্চ ক্লেশাগ্নির্জায়তে তথা ॥৫০॥

অভূতপরিকল্পেন বিষয়স্য হি বধ্যতে।
তমেব বিষয়ং পশ্যন্ ভূততঃ পরিমুচ্যতে ॥৫১॥

দৃষ্ট্বৈকং রূপমন্যো হি রজ্যতেঽন্যঃ প্রদুষ্যতি।
কশ্চিদ্ভবতি মধ্যস্থস্তত্রৈবান্যো ঘৃণায়তে ॥৫২॥

অতো ন বিষয়ো হেতুর্বন্ধায় ন বিমুক্তয়ে।
পরিকল্পবিশেষেণ সঙ্গো ভবতি বা ন বা ॥৫৩॥

কার্যঃ পরমযত্নেন তস্মাদিন্দ্রিয়সংবরঃ।
ইন্দ্রিয়াণি হ্যগুপ্তানি দুঃখায় চ ভবায় চ ॥৫৪॥

তস্মাদেষামকুশলকরাণামরীণাং
চক্ষুর্ঘ্রাণশ্রবণরসনস্পর্শনানাম্।
সর্বাবস্থং ভব বিনিয়মাদপ্রমত্তো
মাস্মিন্নর্থে ক্ষণমপি কৃথাস্ত্বং প্রমাদম্ ॥৫৫॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে শীলেন্দ্রিয়জয়ো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

অথ স্মৃতিকবাটেন পিধায়েন্দ্রিয়সংবরম্।
ভোজনে ভব মাত্রাজ্ঞো ধ্যানায়ানাময়ায় চ ॥১॥

প্রাণাপানৌ নিগৃহ্ণাতি গ্লানিনিদ্রে প্রযচ্ছতি।
কৃতো হ্যত্যর্থমাহারো বিহন্তি চ পরাক্রমম্ ॥২॥

যথা চাত্যর্থমাহারঃ কৃতোঽনর্থায় কল্পতে।
উপযুক্তস্তথাত্যল্পো ন সামর্থ্যায় কল্পতে ॥৩॥

আচয়ং দ্যুতিমুৎসাহং প্রয়োগং বলমেব চ।
ভোজনং কৃতমত্যল্পং শরীরস্যাপকর্ষতি ॥৪॥

যথা ভারেণ নমতে লঘুনোন্নমতে তুলা।
সমা তিষ্ঠতি যুক্তেন ভোজ্যেনেয়ং তথা তনুঃ ॥৫॥

তস্মাদভ্যবহর্তব্যং স্বশক্তিমনুপশ্যতা।
নাতিমাত্রং ন চাত্যল্পং মেয়ং মানবশাদপি ॥৬॥

অত্যাক্রান্তো হি কায়াগ্নির্গুরুণান্নেন শাম্যতি।
অবচ্ছন্ন ইবাল্পোঽগ্নিঃ সহসা মহতেন্ধসা ॥৭॥

অত্যন্তমপি সংহারো নাহারস্য প্রশস্যতে।
অনাহারো হি নির্বাতি নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥৮॥

যস্মান্নাস্তি বিনাহারাৎ সর্বপ্রাণভৃতাং স্থিতিঃ।
তস্মাদুষ্যতি নাহারো বিকল্পোঽত্র তু বার্যতে ॥৯॥

ন হ্যেকবিষয়েঽন্যত্র সজ্যন্তে প্রাণিনস্তথা।
অবিজ্ঞাতে যথাহারে বোদ্ধব্যং তত্র কারণম্ ॥১০॥

চিকিৎসার্থং যথা ধত্তে ব্রণস্যালেপনং ব্রণী।
ক্ষুদ্বিঘাতার্থমাহারস্তদ্বৎসেব্যো মুমুক্ষুণা ॥১১॥

ভারস্যোদ্বহনার্থং চ রথাক্ষোঽভ্যজ্যতে যথা।
ভোজনং প্রাণযাত্রার্থং তদ্বদ্বিদ্বান্নিষেবতে ॥১২॥

সমতিক্রমণার্থং চ কান্তারস্য যথাধ্বগৌ।
পুত্রমাংসানি খাদেতাং দম্পতী ভৃশদুঃখিতৌ ॥১৩॥

এবমভ্যবহর্তব্যং ভোজনং প্রতিসংখ্যয়া।
ন ভূষার্থং ন বপুষে ন মদায় ন দৃপ্তয়ে ॥১৪॥

ধারণার্থং শরীরস্য ভোজনং হি বিধীয়তে।
উপস্তম্ভঃ পিপতিষোর্দুর্বলস্যেব বেশ্মনঃ ॥১৫॥

প্লবং যত্নাদ্যথা কশ্চিদ্বধ্নীয়াদ্ধারয়েদপি।
ন তৎ স্নেহেন যাবত্তু মহৌঘস্যোত্তিতীর্ষয়া ॥১৬॥

তথোপকরণৈঃ কায়ং ধারয়ন্তি পরীক্ষকাঃ।
ন তৎ স্নেহেন যাবত্তু দুঃখৌঘস্য তিতীর্ষয়া ॥১৭॥

শোচতা পীড্যমানেন দীয়তে শত্রবে যথা।
ন ভক্ত্যা নাপি তর্ষেণ কেবলং প্রাণগুপ্তয়ে ॥১৮॥

যোগাচারস্তথাহারং শরীরায় প্রযচ্ছতি।
কেবলং ক্ষুদ্বিঘাতার্থং ন রাগেণ ন ভক্তয়ে ॥১৯॥

মনোধারণয়া চৈব পরিণাম্যাত্মবানহঃ।
বিধূয় নিদ্রাং যোগেন নিশামপ্যতিনাময়েঃ ॥২০॥

হৃদি যৎ সংজ্ঞিনশ্চৈব নিদ্রা প্রাদুর্ভবেত্তব।
গুণবৎ সংজ্ঞিতাং সংজ্ঞাং তদা মনসি মা কৃথাঃ ॥২১॥

ধাতুরারম্ভধৃত্যোশ্চ স্থামবিক্রময়োরপি।
নিত্যং মনসি কার্যস্তে বাধ্যমানেন নিদ্রয়া ॥২২॥

আম্নাতব্যাশ্চ বিশদং তে ধর্মা যে পরিশ্রুতাঃ।
পরেভ্যশ্চোপদেষ্টব্যাঃ সংচিন্ত্যাঃ স্বয়মেব চ ॥২৩॥

প্রক্লেদ্যমদ্ভির্বদনং বিলোক্যাঃ সর্বতো দিশঃ।
চার্যা দৃষ্টিশ্চ তারাসু জিজাগরিষুণা সদা ॥২৪॥

অন্তর্গতৈরচপলৈর্বশস্থায়িভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
অবিক্ষিপ্তেন মনসা চংক্রম্যস্বাস্ব বা নিশি ॥২৫॥

ভয়ে প্রীতৌ চ শোকে চ নিদ্রয়া নাভিভূয়তে।
তস্মান্নিদ্রাভিযোগেষু সেবিতব্যমিদং ত্রয়ম্ ॥২৬॥

ভয়মাগমনান্ মৃত্যোঃ প্রীতিং ধর্মপরিগ্রহাৎ।
জন্মদুঃখাদপর্যন্তাচ্ছোকমাগন্তুমর্হসি ॥২৭॥

এবমাদি ক্রমঃ সৌম্য কার্যো জাগরণং প্রতি।
বন্ধ্যং হি শয়নাদায়ুঃ কঃ প্রাজ্ঞঃ কর্তুমর্হতি ॥২৮॥

দোষব্যালানতিক্রম্য ব্যালান্ গৃহগতানিব।
ক্ষমং প্রাজ্ঞস্য ন স্বপ্তুং নিস্তিতীর্ষোর্মহদ্ভয়ম্ ॥২৯॥

প্রদীপ্তে জীবলোকে হি মৃত্যুব্যাধিজরাগ্নিভিঃ।
কঃ শয়ীত নিরুদ্বেগঃ প্রদীপ্ত ইব বেশ্মনি ॥৩০॥

তস্মাত্তম ইতি জ্ঞাত্বা নিদ্রাং নাবেষ্টুমর্হসি।
অপ্রশান্তেষু দোষেষু সশস্ত্রেষ্বিব শত্রুষু ॥৩১॥

পূর্বং যামং ত্রিয়ামায়াঃ প্রয়োগেণাতিনাম্য তু।
সেব্যা শয্যা শরীরস্য বিশ্রামার্থং স্বতন্ত্রিণা ॥৩২॥

দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন স্থিতয়ালোকসংজ্ঞয়া।
প্রবোধং হৃদয়ে কৃত্বা শয়ীথাঃ শান্তমানসঃ ॥৩৩॥

যামে তৃতীয়ে চোত্থায় চরন্নাসীন এব বা।
ভূয়ো যোগং মনঃশুদ্ধৌ কুর্বীথা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৪॥

অথাসনগতস্থানপ্রেক্ষিতব্যাহৃতাদিষু।
সংপ্রজানন্ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ স্মৃতিমাধাতুমর্হসি ॥৩৫॥

দ্বারাধ্যক্ষ ইব দ্বারি যস্য প্রণিহিতা স্মৃতিঃ।
ধর্ষয়ন্তি ন তং দোষাঃ পুরং গুপ্তমিবারয়ঃ ॥৩৬॥

ন তস্যোৎপদ্যতে ক্লেশো যস্য কায়গতা স্মৃতিঃ।
চিত্তং সর্বাস্ববস্থাসু বালং ধাত্রীব রক্ষতি ॥৩৭॥

শরব্যঃ স তু দোষাণাং যো হীনঃ স্মৃতিবর্মণা।
রণস্থঃ প্রতিশত্রূণাং বিহীন ইব বর্মণা ॥৩৮॥

অনাথং তন্মনো জ্ঞেয়ং যৎস্মৃতির্নাভিরক্ষতি।
নির্নেতা দৃষ্টিরহিতো বিষমেষু চরন্নিব ॥৩৯॥

অনর্থেষু প্রসক্তাশ্চ স্বার্থেভ্যশ্চ পরাঙ্মুখাঃ।
যদ্ভয়ে সতি নোদ্বিগ্নাঃ স্মৃতিনাশোঽত্র কারণম্ ॥৪০॥

স্বভূমিষু গুণাঃ সর্বে যে চ শীলাদয়ঃ স্থিতাঃ।
বিকীর্ণা ইব গা গোপঃ স্মৃতিস্তাননুগচ্ছতি ॥৪১॥

প্রনষ্টমমৃতং তস্য যস্য বিপ্রসৃতা স্মৃতিঃ।
হস্তস্থমমৃতং তস্য যস্য কায়গতা স্মৃতিঃ ॥৪২॥

আর্যো ন্যায়ঃ কুতস্তস্য স্মৃতির্যস্য ন বিদ্যতে।
যস্যার্যো নাস্তি চ ন্যায়ঃ প্রনষ্টস্তস্য সৎপথঃ ॥৪৩॥

প্রনষ্টো যস্য সন্মার্গো নষ্টং তস্যামৃতং পদম্।
প্রনষ্টমমৃতং যস্য স দুঃখান্ন বিমুচ্যতে ॥৪৪॥

তস্মাচ্চরন্ চরোঽস্মীতি স্থিতোঽস্মীতি চ ধিষ্ঠিতঃ।
এবমাদিষু কালেষু স্মৃতিমাধাতুমর্হসি ॥৪৫॥

যোগানুলোমং বিজনং বিশব্দং শয্যাসনং সৌম্য তথা ভজস্ব।
কায়স্য কৃত্বা হি বিবেকমাদৌ সুখোঽধিগন্তুং মনসো বিবেকঃ ॥৪৬॥

অলব্ধচেতঃ প্রশমঃ সরাগো যো ন প্রচারং ভজতে বিবিক্তম্।
স ক্ষণ্যতে হ্যপ্রতিলব্ধমার্গশ্চরন্নিবোর্ব্যাং বহুকণ্টকায়াম্ ॥৪৭॥

অদৃষ্টতত্ত্বেন পরীক্ষকেণ স্থিতেন চিত্রে বিষয়প্রচারে।
চিত্তং নিষেদ্ধুং ন সুখেন শক্যং কৃষ্টাদকো গৌরিব শস্যমধ্যাৎ ॥৪৮॥

অনীর্যমাণস্তু যথানিলেন প্রশান্তিমাগচ্ছতি চিত্রভানুঃ।
অল্পেন যত্নেন তথা বিবিক্তেষ্বঘট্টিতং শান্তিমুপৈতি চেতঃ ॥৪৯॥

ক্বচিদ্ভুক্ত্বা যত্তদ্বসনমপি যত্তৎপরিহিতো
রসন্নাত্মারামঃ ক্বচন বিজনে যোঽভিরমতে।
কৃতার্থঃ স জ্ঞেয়ঃ শমসুখরসজ্ঞঃ কৃতমতিঃ
পরেষাং সংসর্গং পরিহরতি যঃ কণ্টকমিব ॥৫০॥

যদি দ্বন্দ্বারামে জগতি বিষয়ব্যগ্রহৃদয়ে
বিবিক্তে নির্দ্বন্দ্বো বিহরতি কৃতী শান্তহৃদয়ঃ।
ততঃ পীত্বা প্রজ্ঞারসমমৃতবত্তৃপ্তহৃদয়ো
বিবিক্তঃ সংসক্তং বিষয়কৃপণং শোচতি জগৎ ॥৫১॥

বসন শূণ্যাগারে যদি সততমেকোঽভিরমতে
যদি ক্লেশোৎপাদৈঃ সহ ন রমতে শত্রুভিরিব।
চরন্নাত্মারামো যদি চ পিবতি প্রীতিসলিলং
ততো ভুঙ্‌ক্তে শ্রেষ্ঠং ত্রিদশপতিরাজ্যাদপি সুখম্ ॥৫২॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে আদিপ্রস্থানো নাম চতুর্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

যত্র তত্র বিবিক্তে তু বদ্ধ্বা পর্যঙ্কমুত্তমম্।
ঋজুং কায়ং সমাধায় স্মৃত্যাভিমুখয়ান্বিতঃ ॥১॥

নাসাগ্রে বা ললাটে বা ভ্রুবোরন্তর এব বা।
কুর্বীথাশ্চপলং চিত্তমালম্বনপরায়ণম্ ॥২॥

স চেৎ কামবিতর্কস্ত্বাং ধর্ষয়েন্ মানসো জ্বরঃ।
ক্ষেপ্তব্যো নাধিবাস্যঃ স বস্ত্রে রেণুরিবাগতঃ ॥৩॥

যদ্যপি প্রতিসংখ্যানাৎকামানুৎসৃষ্টবানসি।
তমাংসীব প্রকাশেন প্রতিপক্ষেণ তাঞ্জহি ॥৪॥

তিষ্ঠত্যনুশয়স্তেষাং ছন্নোঽগ্নিরিব ভস্মনা।
স তে ভাবনয়া সৌম্য প্রশাম্যোঽগ্নিরিবাম্বুনা ॥৫॥

তে হি তস্মাৎপ্রবর্তন্তে ভূয়ো বীজাদিবাঙ্কুরাঃ
তস্য নাশেন তে ন স্যুর্বীজনাশাদিবাঙ্কুরাঃ ॥৬॥

অর্জনাদীনি কামেভ্যো দৃষ্ট্বা দুঃখানি কামিনাম্।
তস্মাত্তান্ মূলতশ্ছিন্ধি মিত্রসংজ্ঞানরীনিব ॥৭॥

অনিত্যা মোষধর্মাণো রিক্তা ব্যসনহেতবঃ।
বহুসাধারণাঃ কামা বর্হ্যা হ্যাশীবিষা ইব ॥৮॥

যে মৃগ্যমাণা দুঃখায় রক্ষ্যমাণা ন শান্তয়ে।
ভ্রষ্টাঃ শোকায় মহতে প্রাপ্তাশ্চ ন বিতৃপ্তয়ে ॥৯॥

তৃপ্তিং বিত্তপ্রকর্ষেণ স্বর্গাবাপ্ত্যা কৃতার্থতাম্।
কামেভ্যশ্চ সুখোৎপত্তিং যঃ পশ্যতি স নশ্যতি ॥১০॥

চলানপরিনিষ্পন্নানসারাননবস্থিতান্।
পরিকল্পসুখান্ কামান্ন তান্ স্মর্তুমিহার্হসি ॥১১॥

ব্যাপাদো বা বিহিংসা বা ক্ষোভয়েদ্যদি তে মনঃ।
প্রসাদ্যং তদ্বিপক্ষেণ মণিনেবাকুলং জলম্ ॥১২॥

প্রতিপক্ষস্তয়োর্জ্ঞেয়ো মৈত্রী কারুণ্যমেব চ।
বিরোধো হি তয়োর্নিত্যং প্রকাশতমসোরিব ॥১৩॥

নিবৃত্তং যস্য দৌঃশীল্যং ব্যাপাদশ্চ প্রবর্ততে।
হন্তি পাংশুভিরাত্মানং স স্নাত ইব বারণঃ ॥১৪॥

দুঃখিতেভ্যো হি মর্ত্যেভ্যো ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ।
আর্যঃ কো দুঃখমপরং সঘৃণো ধাতুমর্হতি ॥১৫॥

দুষ্টেন চেহ মনসা বাধ্যতে বা পরো ন বা।
সদ্যস্তু দহ্যতে তাবৎ স্বং মনো দুষ্টচেতসঃ ॥১৬॥

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু মৈত্রীং কারুণ্যমেব চ।
ন ব্যাপাদং বিহিংসাং বা বিকল্পয়িতুমর্হসি ॥১৭॥

যদ্যদেব প্রসক্তং হি বিতর্কয়তি মানবঃ।
অভ্যাসাত্তেন তেনাস্য নতির্ভবতি চেতসঃ ॥১৮॥

তস্মাদকুশলং ত্যক্ত্বা কুশলং ধ্যাতুমর্হসি।
যত্তে স্যাদিহ চার্থায় পরমার্থস্য চাপ্তয়ে ॥১৯॥

সংবর্ধন্তে হ্যকুশলা বিতর্কাঃ সম্ভৃতা হৃদি।
অনর্থজনকাস্তুল্যমাত্মনশ্চ পরস্য চ ॥২০॥

শ্রেয়সো বিঘ্নকরণাদ্ভবন্ত্যাত্মবিপত্তয়ে।
পাত্রীভাবোপঘাতাত্তু পরভক্তিবিপত্তয়ে ॥২১॥

মনঃ কর্মস্ববিক্ষেপমপি চাভ্যস্তুমর্হসি।
নত্বেবাকুশলং সৌম্য বিতর্কয়িতুমর্হসি ॥২২॥

যা ত্রিকামোপভোগায় চিন্তা মনসি বর্ততে।
ন চ তং গুণমাপ্নোতি বন্ধনায় চ কল্পতে ॥২৩॥

সত্ত্বানামুপঘাতায় পরিক্লেশায় চাত্মনঃ।
মোহং ব্রজতি কালুষ্যং নরকায় চ বর্ততে ॥২৪॥

তদ্বিতর্কৈরকুশলৈর্নাত্মানং হন্তুমর্হসি।
সুশস্ত্রং রত্নবিকৃতং মৃদ্ধতো গাং খনন্নিব ॥২৫॥

অনভিজ্ঞো যথা জাত্যং দহেদগুরু কাষ্ঠবৎ।
অন্যায়েন মনুষ্যত্বমুপহন্যাদিদং তথা ॥২৬॥

ত্যক্ত্বা রত্নং যথা লোষ্ট্রং রত্নদ্বীপাচ্চ সংহরেৎ।
ত্যক্ত্বা নৈঃশ্রেয়সং ধর্মং চিন্তয়েদশুভং তথা ॥২৭॥

হিমবন্তং যথা গত্বা বিষং ভুঞ্জীত নৌষধম্।
মনুষ্যত্বং তথা প্রাপ্য পাপং সেবেত নো শুভম্ ॥২৮॥

তদ্বুদ্ধ্বা প্রতিপক্ষেণ বিতর্কং ক্ষেপ্তুমর্হসি।
সূক্ষ্মেণ প্রতিকীলেন কীলং দার্বন্তরাদিব ॥২৯॥

বৃদ্ধ্যবৃদ্ধ্যোরথ ভবেচ্চিন্তা জ্ঞাতিজনং প্রতি।
স্বভাবো জীবলোকস্য পরীক্ষ্যস্তন্নিবৃত্তয়ে ॥৩০॥

সংসারে কৃষ্যমাণানাং সত্ত্বানাং স্বেন কর্মণা।
কো জনঃ স্বজনঃ কো বা মোহাৎ সক্তো জনে জনঃ ॥৩১॥

অতীতেঽধ্বনি সংবৃত্তঃ স্বজনো হি জনস্তব।
অপ্রাপ্তে চাধ্বনি জনঃ স্বজনস্তে ভবিষ্যতি ॥৩২॥

বিহগানাং যথা সায়ং তত্র তত্র সমাগমঃ।
জাতৌ জাতৌ তথাশ্লেষো জনস্য স্বজনস্য চ ॥৩৩॥

প্রতিশ্রয়ং বহুবিধং সংশ্রয়ন্তি যথাধ্বগাঃ।
প্রতিযান্তি পুনস্ত্যক্ত্বা তদ্বদ্ জ্ঞাতিসমাগমঃ ॥৩৪॥

লোকে প্রকৃতিভিন্নেঽস্মিন্ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ।
কার্যকারণসংবন্ধং বালুকামুষ্টিবজ্জগৎ ॥৩৫॥

বিভর্তি হি সুতং মাতা ধারয়িষ্যতি মামিতি।
মাতরং ভজতে পুত্রো গর্ভেণাধত্ত মামিতি ॥৩৬॥

অনুকূলং প্রবর্তন্তে জ্ঞাতিষু জ্ঞাতয়ো যদা।
তদা স্নেহং প্রকুর্বন্তি রিপুত্বং তু বিপর্যয়াৎ ॥৩৭॥

অহিতো দৃশ্যতে জ্ঞাতিরজ্ঞাতির্দৃশ্যতে হিতঃ।
স্নেহং কার্যান্তরাল্লোকশ্ছিনত্তি চ করোতি চ ॥৩৮॥

স্বয়মেব যথালিখ্য রজ্যেচ্চিত্রকরঃ স্ত্রিয়ম্।
তথা কৃত্বা স্বয়ং স্নেহং সঙ্গমেতি জনে জনঃ ॥৩৯॥

যোঽভবদ্বান্ধবজনঃ পরলোকে প্রিয়স্তব।
স তে কমর্থং কুরুতে ত্বং বা তস্মৈ করোষি কম্ ॥৪০॥

তস্মাদ্ জ্ঞাতিবিতর্কেণ মনো নাবেষ্টুমর্হসি।
ব্যবস্থা নাস্তি সংসারে স্বজনস্য জনস্য চ ॥৪১॥

অসৌ ক্ষেমো জনপদঃ সুভিক্ষোঽসাবসৌ শিবঃ।
ইত্যেবমথ জায়েত বিতর্কস্তব কশ্চন ॥৪২॥

প্রহেয়ঃ স ত্বয়া সৌম্য নাধিবাস্যঃ কথঞ্চন।
বিদিত্বা সর্বমাদীপ্তং তৈস্তৈর্দোষাগ্নির্জগৎ ॥৪৩॥

ঋতুচক্রনিবর্তাচ্চ ক্ষুৎপিপাসাক্লমাদপি।
সর্বত্র নিয়তং দুঃখং ন ক্বচিদ্বিদ্যতে শিবম্ ॥৪৪॥

ক্বচিচ্ছীতং ক্বচিদ্ঘর্মঃ ক্বচিদ্রোগো ভয়ং ক্বচিৎ।
বাধতেঽভ্যধিকং লোকে তস্মাদশরণং জগৎ ॥৪৫॥

জরা ব্যাধিশ্চ মৃত্যুশ্চ লোকস্যাস্য মহদ্ভয়ম্।
নাস্তি দেশঃ স যত্রাস্য তদ্ভয়ং নোপপদ্যতে ॥৪৬॥

যত্র গচ্ছতি কায়োঽয়ং দুঃখং তত্রানুগচ্ছতি।
নাস্তি কাচিদ্গতির্লোকে গতো যত্র ন বাধ্যতে ॥৪৭॥

রমনীয়োঽপি দেশঃ সন্ সুভিক্ষঃ ক্ষেম এব চ।
কুদেশ ইতি বিজ্ঞেয়ো যত্র ক্লেশৈর্বিদহ্যতে ॥৪৮॥

লোকস্যাভ্যাহতস্যাস্য দুঃখৈঃ শারীরমানসৈঃ।
ক্ষেমঃ কশ্চিন্ন দেশোঽস্তি স্বস্থো যত্র গতো ভবেৎ ॥৪৯॥

দুঃখং সর্বত্র সর্বস্য বর্ততে সর্বদা যদা।
ছন্দরাগমতঃ সৌম্য লোকচিত্রেষু মা কৃথা ॥৫০॥

যদা তস্মান্নিবৃত্তস্তে ছন্দরাগো ভবিষ্যতি।
জীবলোকং তদা সর্বমাদীপ্তমিব মংস্যসে ॥৫১॥

অথ কশ্চিদ্বিতর্কস্তে ভবেদমরণাশ্রয়ঃ।
যত্নেন স বিহন্তব্যো ব্যাধিরাত্মগতো যথা ॥৫২॥

মুহূর্তমপি বিশ্রম্ভঃ কার্যো ন খলু জীবিতে।
নিলীন ইব হি ব্যাঘ্রঃ কালো বিশ্বস্তঘাতকঃ ॥৫৩॥

বলস্থোঽহং যুবা বেতি ন তে ভবিতুমর্হতি।
মৃত্যুঃ সর্বাস্ববস্থাসু হন্তি নাবেক্ষতে বয়ঃ ॥৫৪॥

ক্ষেত্রভূতমনর্থানাং শরীরং পরিকর্ষতঃ।
স্বাস্থ্যাশা জীবিতাশা বা ন দৃষ্টার্থস্য জায়তে ॥৫৫॥

নির্বৃতঃ কো ভবেৎকায়ং মহাভূতাশ্রয়ং বহন্।
পরস্পরবিরুদ্ধানামহীনামিব ভাজনম্ ॥৫৬॥

প্রশ্বসিত্যয়মন্বক্ষং যদুচ্ছ্বসিতি মানবঃ।
অবগচ্ছ তদাশ্চর্যমবিশ্বাস্যং হি জীবিতম্ ॥৫৭॥

ইদমাশ্চর্যমপরং যৎ সুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
স্বপিত্যুত্থায় বা ভূয়ো বহ্বমিত্রা হি দেহিনঃ ॥৫৮॥

গর্ভাৎ প্রভৃতি যো লোকং জিঘাংসুরনুগচ্ছতি।
কস্তস্মিন্ বিশ্বসেন্ মৃত্যাবুদ্যতাসাবরাবিব ॥৫৯॥

প্রসৃতঃ পুরুষো লোকে শ্রুতবান্ বলবানপি।
ন জয়ত্যন্তকং কশ্চিন্নাজয়ন্নাপি জেষ্যতি ॥৬০॥

সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন নিয়মেন বা।
প্রাপ্তো হি রভসো মৃত্যুঃ প্রতিহন্তুং ন শক্যতে ॥৬১॥

তস্মান্নায়ুষি বিশ্বাসং চঞ্চলে কর্তুমর্হসি।
নিত্যং হরতি কালো হি স্থাবির্যং ন প্রতীক্ষতে ॥৬২॥

নিঃসারং পশ্যতো লোকং তোয়বুদ্বুদদুর্বলম্।
কস্যামরবিতর্কো হি স্যাদনুন্মত্তচেতসঃ ॥৬৩॥

তস্মাদেষাং বিতর্কাণাং প্রহাণার্থং সমাসতঃ।
আনাপানস্মৃতিং সৌম্য বিষয়ীকর্তুমর্হসি ॥৬৪॥

ইত্যনেন প্রয়োগেণ কালে সেবিতুমর্হসি।
প্রতিপক্ষান্ বিতর্কাণাং গদানামগদানিব ॥৬৫॥

সুবর্ণহেতোরপি পাংশুধাবকো বিহায় পাংশূন্ বৃহতো যথাদিতঃ।
জহাতি সূক্ষ্মানপি তদ্বিশুদ্ধয়ে বিশোধ্য হেমাবয়বান্নিযচ্ছতি ॥৬৬॥

বিমোক্ষহেতোরপি যুক্তমানসো বিহায় দোষান্ বৃহতস্তথাদিতঃ।
জহাতি সূক্ষ্মানপি তদ্বিশুদ্ধয়ে বিশোধ্য ধর্মাবয়বান্নিযচ্ছতি ॥৬৭॥

ক্রমেণাদ্ভিঃ শুদ্ধং কনকমিহ পাংসুব্যবহিতং
যথাগ্নৌ কর্মারঃ পচতি ভৃশমাবর্তয়তি চ।
তথা যোগাচারো নিপুণমিহ দোষব্যবহিতং
বিশোধ্য ক্লেশেভ্যঃ শময়তি মনঃ সংক্ষিপতি চ ॥৬৮॥

যথা চ স্বচ্ছন্দাদুপনয়তি কর্মাশ্রয়সুখং
সুবর্ণং কর্মারো বহুবিধমলংকারবিধিষু।
মনঃশুদ্ধো ভিক্ষুর্বশগতমভিজ্ঞাস্বপি তথা
যথেচ্ছং যত্রেচ্ছং শময়তি মনঃ প্রেরয়তি চ ॥৬৯॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে বিতর্কপ্রহাণো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ষোড়শঃ সর্গঃ

এবং মনোধারণয়া ক্রমেণ ব্যপোহ্য কিঞ্চিৎ সমুপোহ্য কিঞ্চিৎ।
ধ্যানানি চত্বার্যধিগম্য যোগী প্রাপ্নোত্যভিজ্ঞা নিয়মেন পঞ্চ ॥১॥

ঋদ্ধিপ্রবেকং চ বহুপ্রকারং পরস্য চেতশ্চরিতাববোধম্।
অতীতজন্মস্মরণং চ দীর্ঘং দিব্যে বিশুদ্ধে শ্রুতিচক্ষুষী চ ॥২॥

অতঃপরং তত্ত্বপরীক্ষণেন মনো দধাত্যাস্রবসংক্ষয়ায়।
ততো হি দুঃখপ্রভৃতীনি সম্যক্ চত্বারি সত্যানি পদান্যবৈতি ॥৩॥

বাধাত্মকং দুঃখমিদং প্রসক্তং দুঃখস্য হেতুঃ প্রভবাত্মকোঽয়ম্।
দুঃখক্ষয়ো নিঃসরণাত্মকোঽয়ং ত্রাণাত্মকোঽয়ং প্রশমায় মার্গঃ ॥৪॥

ইত্যার্যসত্যান্যববুধ্য বুদ্ধ্যা চত্বারি সম্যক্ প্রতিবিধ্য চৈব।
সর্বাস্রবান্ ভাবনয়াভিভূয় ন জায়তে শান্তিমবাপ্য ভূয়ঃ ॥৫॥

অবোধতো হ্যপ্রতিবেধতশ্চ তত্ত্বাত্মকস্যাস্য চতুষ্টয়স্য।
ভবাদ্ভবং যাতি ন শান্তিমেতি সংসারদোলামধিরুহ্য লোকঃ ॥৬॥

তস্মাজ্জরাদের্ব্যসনস্য মূলং সমাসতো দুঃখমবৈহি জন্ম।
সর্বৌষধীনামিব ভূর্ভবায় সর্বাপদাং ক্ষেত্রমিদং হি জন্ম ॥৭॥

যজ্জন্ম রূপস্য হি সেন্দ্রিয়স্য দুঃখস্য তন্নৈকবিধস্য জন্ম।
যঃ সম্ভবশ্চাস্য সমুচ্ছ্রয়স্য মৃত্যোশ্চ রোগস্য চ সম্ভবঃ সঃ ॥৮॥

সদ্ব্যাপাসদ্বা বিষমিশ্রমন্নং যথা বিনাশায় ন ধারণায়।
লোকে তথা তির্যগুপর্যধো বা দুঃখায় সর্বং ন সুখায় জন্ম ॥৯॥

জরাদয়ো নৈকবিধা প্রজানাং সত্যাং প্রবৃত্তৌ প্রভবন্ত্যনর্থাঃ।
প্রবাৎসু ঘোরেষ্বপি মারুতেষু ন হ্যপ্রসূতাস্তরবশ্চলন্তি ॥১০॥

আকাশযোনিঃ পবনো যথা হি যথা শমীগর্ভশয়ো হুতাশঃ।
আপো যথান্তর্বসুধাশয়াশ্চ দুঃখং তথা চিত্তশরীরযোনি ॥১১॥

অপাং দ্রবত্বং কঠিনত্বমুর্ব্যা বায়োশ্চলত্বং ধ্রুবমৌষ্ণ্যমগ্নেঃ।
যথা স্বভাবো হি তথা স্বভাবো দুঃখং শরীরস্য চ চেতসশ্চ ॥১২॥

কায়ে সতি ব্যাধিজরাদি দুঃখং ক্ষুত্তর্ষবর্ষোষ্ণহিমাদি চৈব।
রূপাশ্রিতে চেতসি সানুবন্ধে শোকারতিক্রোধভয়াদি দুঃখম্ ॥১৩॥

প্রত্যক্ষমালোক্য চ জন্মদুঃখং দুঃখং তথাতীতমপীতি বিদ্ধি।
যথা চ তদ্দুঃখমিদং চ দুঃখং দুঃখং তথানাগতমপ্যবেহি ॥১৪॥

বীজস্বভাবো হি যথেহ দৃষ্টো ভূতোঽপি ভব্যোঽপি তথানুমেয়ঃ।
প্রত্যক্ষতশ্চ জ্বলনো যথোষ্ণো ভূতোঽপি ভব্যোঽপি তথোষ্ণ এব ॥১৫॥

তন্নামরূপস্য গুণানুরূপং যত্রৈব নির্বৃত্তিরুদারবৃত্তঃ।
তত্রৈব দুঃখং ন হি অন্বিমুক্তং দুঃখং ভবিষ্যত্যভবদ্ভবেদ্বা ॥১৬॥

প্রবৃত্তিদুঃখস্য চ তস্য লোকে তৃষ্ণাদয়ো দোষগণা নিমিত্তম্।
নৈবেশ্বরো ন প্রকৃতির্ন কালো নাপি স্বভাবো ন বিধির্যদৃচ্ছা ॥১৭॥

জ্ঞাতব্যমেতেন চ কারণেন লোকস্য দোষেভ্য ইতি প্রবৃত্তিঃ।
যস্মাৎ ম্রিয়ন্তে সরজস্তমস্কা ন জায়তে বীতরজস্তমস্কঃ ॥১৮॥

ইচ্ছাবিশেষে সতি তত্র তত্র যানাসনাদের্ভবতি প্রয়োগঃ।
যস্মাদতস্তর্ষবশাত্তথৈব জন্ম প্রজানামিতি বেদিতব্যম্ ॥১৯॥

সত্ত্বান্যভিষ্বঙ্গবশানি দৃষ্ট্বা স্বজাতিষু প্রীতিপরাণ্যতীব।
অভ্যাসযোগাদুপপাদিতানি তৈরেব দোষৈরিতি তানি বিদ্ধি ॥২০॥

ক্রোধপ্রহর্ষাদিভিরাশ্রয়াণামুৎপদ্যতে চেহ যথা বিশেষঃ।
তথৈব জন্মস্বপি নৈকরূপো নির্বর্ততে ক্লেশকৃতো বিশেষঃ ॥২১॥

দোষাধিকে জন্মনি তীব্রদোষ উৎপদ্যতে রাগিণি তীব্ররাগঃ।
মোহাধিকে মোহবলাধিকশ্চ তদল্পদোষে চ তদল্পদোষঃ ॥২২॥

ফলং হি যাদৃক্ সমবৈতি সাক্ষাত্তদাগমাদ্বীজমবৈত্যতীতম্।
অবেত্য বীজপ্রকৃতিং চ সাক্ষাদনাগতং তৎফলমভ্যুপৈতি ॥২৩॥

দোষক্ষয়ো জাতিষু যাসু যস্য বৈরাগ্যতস্তাসু ন জায়তে সঃ।
দোষাশয়স্তিষ্ঠতি যস্য যত্র তস্যোপপত্তির্বিবশস্য তত্র ॥২৪॥

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।
তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্যদি নির্মুমুক্ষা কার্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি ॥২৫॥

দুঃখক্ষয়ো হেতুপরিক্ষয়াচ্চ শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ্ব ধর্মম্।
তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং সনাতনং ত্রাণমহার্যমার্যম্ ॥২৬॥

যস্মিন্ন জাতির্ন জরা ন মৃত্যুর্ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সংপ্রয়োগঃ।
নেচ্ছাবিপন্নঃ প্রিয়বিপ্রয়োগঃ ক্ষেমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতং তৎ ॥২৭॥

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাংচিদ্বিদিশং ন কাংচিৎ স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥২৮॥

এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাংচিদ্বিদিশং ন কাংচিৎ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥২৯॥

অস্যাভ্যুপায়োঽধিগমায় মার্গঃ প্রজ্ঞাত্রিকল্পঃ প্রশমদ্বিকল্পঃ।
স ভাবনীয়ো বিধিবদ্বুধেন শীলে শুচৌ ত্রিপ্রমুখে স্থিতেন ॥৩০॥

বাক্কর্ম সম্যক্ সহকায়কর্ম যথাবদাজীবনয়শ্চ শুদ্ধঃ।
ইদং ত্রয়ং বৃত্তবিধৌ প্রবৃত্তং শীলাশ্রয়ং কর্মপরিগ্রহায় ॥৩১॥

সত্যেষু দুঃখাদিষু দৃষ্টিরার্যা সম্যগ্ বিতর্কশ্চ পরাক্রমশ্চ।
ইদং ত্রয়ং জ্ঞানবিধৌ প্রবৃত্তং প্রজ্ঞাশ্রয়ং ক্লেশপরিক্ষয়ায় ॥৩২॥

ন্যায়েন সত্যাধিগমায় যুক্তা সম্যক্ স্মৃতিঃ সম্যগথো সমাধিঃ।
ইদং দ্বয়ং যোগবিধৌ প্রবৃত্তং শমাশ্রয়ং চিত্তপরিগ্রহায় ॥৩৩॥

ক্লেশাঙ্কুরান্ন প্রতনোতি শীলং বীজাঙ্কুরান্ কাল ইবাতিবৃত্তঃ।
শুচৌ হি শীলে পুরুষস্য দোষা মনঃ সলজ্জা ইব ধর্ষয়ন্তি ॥৩৪॥

ক্লেশাংস্তু বিষ্কম্ভয়তে সমাধির্বেগানিবাদ্রির্মহতো নদীনাম্।
স্থিতে সমাধৌ হি ন ধর্ষয়ন্তি দোষা ভুজঙ্গা ইব মন্ত্রবদ্ধাঃ ॥৩৫॥

প্রজ্ঞা ত্বশেষেণ নিহন্তি দোষাং স্তীরদ্রুমান্ প্রাবৃষি নিম্নগেব।
দগ্ধা যয়া ন প্রভবন্তি দোষা বজ্রাগ্নিনেবানুসৃতেন বৃক্ষাঃ ॥৩৬॥

ত্রিস্কন্ধমেতং প্রবিগাহ্য মার্গং প্রস্পষ্টমষ্টাঙ্গমহার্যমার্যম্।
দুঃখস্য হেতূন্ প্রজহাতি দোষান্ প্রাপ্নোতি চাত্যন্তশিবং পদং তৎ ॥৩৭॥

অস্যোপচারে ধৃতিরার্জবং চ হ্রীরপ্রমাদঃ প্রবিবিক্ততা চ।
অল্পেচ্ছতা তুষ্টিরসংগতা চ লোকপ্রবৃত্তাবরতিঃ ক্ষমা চ ॥৩৮॥

যাথাত্ম্যতো বিন্দতি যো হি দুঃখং তস্যোদ্ভবং তস্য চ যো নিরোধম্।
আর্যেণ মার্গেণ স শান্তিমেতি কল্যাণমিত্রৈঃ সহ বর্তমানঃ ॥৩৯॥

যো ব্যাধিতো ব্যাধিমবৈতি সম্যগ্ ব্যাধের্নিদানং চ তদৌষধং চ।
আরোগ্যমাপ্নোতি হি সোঽচিরেণ মিত্রৈরভিজ্ঞৈরুপচর্যমাণঃ ॥৪০॥

তদ্ব্যাধিসংজ্ঞাং কুরু দুঃখসত্যে দোষেষ্বপি ব্যাধিনিদানসংজ্ঞাম্।
আরোগ্যসংজ্ঞাং চ নিরোধসত্যে ভৈষজ্যসংজ্ঞামপি মার্গসত্যে ॥৪১॥

তস্মাৎ প্রবৃত্তিং পরিগচ্ছ দুঃখং প্রবর্তকানপ্যবগচ্ছ দোষান্।
নিবৃত্তিমাগচ্ছ চ তন্নিরোধং নিবর্তকং চাপ্যবগচ্ছ মার্গম্ ॥৪২॥

শিরস্যথো বাসসি সংপ্রদীপ্তে সত্যাববোধায় মতির্বিচার্যা।
দগ্ধং জগৎ সত্যনয়ং হ্যদৃষ্টবা প্রদহ্যতে সম্প্রতি ধক্ষ্যতে চ ॥৪৩॥

যদৈব যঃ পশ্যতি নামরূপং ক্ষয়ীতি তদ্দর্শনমস্য সম্যক্।
সম্যক্ চ নির্বেদমুপৈতি পশ্যন্নন্দীক্ষয়াচ্চ ক্ষয়মেতি রাগঃ ॥৪৪॥

তয়োশ্চ নন্দীরজসোঃ ক্ষয়েণ সম্যগ্বিমুক্তং প্রবদামি চেতঃ।
সম্যগ্বিমুক্তির্মনসশ্চ তাভ্যাং ন চাস্য ভূয়ঃ করণীয়মস্তি ॥৪৫॥

যথাস্বভাবেন হি নামরূপং তদ্ধেতুমেবাস্তগমং চ তস্য।
বিজানতঃ পশ্যত এব চাহং ব্রবীমি সম্যক্ক্ষয়মাস্রবাণাম্ ॥৪৬॥

তস্মাৎপরং সৌম্য বিধায় বীর্যং শীঘ্রং ঘটস্বাস্রবসংক্ষয়ায়।
দুঃখাননিত্যাংশ্চ নিরাত্মকাংশ্চ ধাতূন্ বিশেষেণ পরীক্ষমাণঃ ॥৪৭॥

ধাতূন্হি ষড্ ভূসলিলানলাদীন্ সামান্যতঃ স্বেন চ লক্ষণেন।
অবৈতি যো নান্যমবৈতি তেভ্যঃ সোঽত্যন্তিকং মোক্ষমবৈতি তেভ্যঃ ॥৪৮॥

ক্লেশপ্রহাণায় চ নিশ্চিতেন কালোঽভ্যুপায়শ্চ পরীক্ষিতব্যঃ।
যোগোঽপ্যকালে হ্যনুপায়তশ্চ ভবত্যনর্থায় ন তদ্গুণায় ॥৪৯॥

অজাতবৎসাং যদি গাং দুহীত নৈবাপ্নুয়াৎ ক্ষীরমকালদোহী।
কালেঽপি বা স্যান্ন পয়ো লভেত মোহেন শৃঙ্গাদ্যদি গাং দুহীত ॥৫০॥

আর্দ্রাচ্চ কাষ্ঠাজ্জ্বলনাভিকামো নৈব প্রযত্নাদপি বহ্নিমৃচ্ছেৎ।
কাষ্ঠাশ্চ শুষ্কাদপি পাতনেন নৈবাগ্নিমাপ্নোত্যনুপায়পূর্বম্ ॥৫১॥

তদ্দেশকালৌ বিধিবৎ পরীক্ষ্য যোগস্য মাত্রামপি চাভ্যুপায়ম্।
বলাবলে চাত্মনি সংপ্রধার্য কার্যঃ প্রযত্নো ন তু তদ্বিরুদ্ধঃ ॥৫২॥

প্রগ্রাহকং যত্তু নিমিত্তমুক্তমুদ্ধন্যমানে হৃদি তন্ন সেব্যম্।
এবং হি চিত্তং প্রশমং ন যাতি···না বহ্নিরিবেযমাণঃ ॥৫৩॥

শমায় যৎ স্যান্নিয়তং নিমিত্তং জাতোদ্ধবে চেতসি তস্য কালঃ।
এবং হি চিত্তং প্রশমং নিযচ্ছেৎ প্রদীপ্যমানোঽগ্নিরিবোদকেন ॥৫৪॥

শমাবহং যন্নিয়তং নিমিত্তং সেব্যং ন তচ্চেতসি লীয়মানে।
এবং হি ভূয়ো লয়মেতি চিত্তমনীর্যমাণোঽগ্নিরিবাল্পসারঃ ॥৫৫॥

প্রগ্রাহকং যন্নিয়তং নিমিত্তং লয়ং গতে চেতসি তস্য কালঃ।
ক্রিয়াসমর্থং হি মনস্তথা স্যাৎ মন্দায়মানোঽগ্নিরিবেন্ধনেন ॥৫৬॥

ঔপেক্ষিকং নাপি নিমিত্তমিষ্টং লয়ং গতে চেতসি সোদ্ধবে বা।
এবং হি তীব্রং জনয়েদনর্থমুপেক্ষিতো ব্যাধিরিবাতুরস্য ॥৫৭॥

যৎ স্যাদুপেক্ষানিয়তং নিমিত্তং সাম্যং গতে চেতসি তস্য কালঃ।
এবং হি কৃত্যায় ভবেৎ প্রয়োগো রথো বিধেয়াশ্চ ইব প্রয়াতঃ ॥৫৮॥

রাগোদ্ধববব্যাকুলিতেঽপি চিত্তে মৈত্রোপসংহারবিধির্ন কার্যঃ।
রাগাত্মকো মুহ্যতি মৈত্রয়া হি স্নেহং কফক্ষোভ ইবোপযুজ্য ॥৫৯॥

রাগোদ্ধতে চেতসি ধৈর্যমেত্য নিষেবিতব্যং ত্বশুভং নিমিত্তম্।
রাগাত্মকো হ্যেবমুপৈতি শর্ম কফাত্মকো রুক্ষমিবোপযুজ্য ॥৬০॥

ব্যাপাদদোষেণ মনস্যুদীর্ণে ন সেবিতব্যং ত্বশুভং নিমিত্তম্।
দ্বেষাত্মকস্য হ্যশুভা বধায় পিত্তাত্মনস্তীক্ষ্ণ ইবোপচারঃ ॥৬১॥

ব্যাপাদদোষক্ষুভিতে তু চিত্তে সেব্যা স্বপক্ষোপনয়েন মৈত্রী।
দ্বেষাত্মনো হি প্রশমায় মৈত্রী পিত্তাত্মনঃ শীত ইবোপচারঃ ॥৬২॥

মোহানুবদ্ধে মনসঃ প্রচারে মৈত্রাশুভা চৈব ভবত্যযোগঃ।
তাভ্যাং হি সংমোহমুপৈতি ভূয়ো বায়ুাত্মকো রুক্ষমিবোপনীয় ॥৬৩॥

মোহাত্মিকায়াং মনসঃ প্রবৃত্তৌ সেব্যস্ত্বিদংপ্রত্যয়তাবিহারঃ।
মূঢ়ে মনস্যেষ হি শান্তিমার্গো বাযুত্মকে স্নিগ্ধ ইবোপচারঃ ॥৬৪॥

উল্কামুখস্থং হি যথা সুবর্ণং সুবর্ণকারো ধমতীহ কালে।
কালে পরিপ্রোক্ষয়তে জলেন ক্রমেণ কালে সমুপেক্ষতে চ ॥৬৫॥

দহেৎ সুবর্ণং হি ধমন্নকালে জলে ক্ষিপন্ সংশময়েদকালে।
ন চাপি সম্যক্ পরিপাকমেনং নয়েদকালে সমুপেক্ষমাণঃ ॥৬৬॥

সম্প্রগ্রহস্য প্রশমস্য চৈব তথৈব কালে সমুপেক্ষণস্য।
সম্যক্ নিমিত্তং মনসা ত্ববেক্ষ্যং নাশো হি যত্নোঽপ্যনুপায়পূর্বঃ ॥৬৭॥

ইত্যেবমন্যায়নিবর্তনং চ ন্যায়ং চ তস্মৈ সুগতো বভাষে।
ভূয়শ্চ তত্তচ্চরিতং বিদিত্বা বিতর্কহানায় বিধীনুবাচ ॥৬৮॥

যথা ভিষক্ পিত্তকফানিলানাং য এব কোপং সমুপৈতি দোষঃ।
শমায় তস্যৈব বিধিং বিধত্তে ব্যধত্ত দোষেষু তথৈব বুদ্ধঃ ॥৬৯॥

একেন কল্পেন সচেন্ন হন্যাৎ স্বভ্যস্তভাবাদশুভান্ বিতর্কান্।
ততো দ্বিতীয়ং ক্রমমারভেত ন ত্বেব হেয়ো গুণবান্ প্রয়োগঃ ॥৭০॥

অনাদিকালোপচিতাত্মকত্বাদ্বলীয়সঃ ক্লেশগণস্য চৈব।
সম্যক্ প্রয়োগস্য চ দুষ্করত্বাচ্ছেত্তুং ন শক্যাঃ সহসা হি দোষাঃ ॥৭১॥

অণ্ব্যা যথাণ্যা বিপুলাণিরন্যা নির্বাহ্যতে তদ্বিদুষা নরেণ।
তদ্বত্তদেবাকুশলং নিমিত্তং ক্ষিপেন্নিমিত্তান্তরসেবনেন ॥৭২॥

তথাপ্যথাধ্যাত্মনবগ্রহত্বান্নৈবোপশাম্যেদশুভো বিতর্কঃ।
হেয়ঃ স তদ্দোষপরীক্ষণেন সশ্বাপদো মার্গ ইবাধ্বগেন ॥৭৩॥

যথা ক্ষুধার্তোঽপি বিষেণ পৃক্তং জিজীবিষুর্নেচ্ছতি ভোক্তুমন্নম্।
তথৈব দোষাবহমিত্যবেত্য জহাতি বিদ্বানশুভং নিমিত্তম্ ॥৭৪॥

ন দোষতঃ পশ্যতি যো হি দোষং কস্তং ততো বারয়িতুং সমর্থঃ।
গুণং গুণে পশ্যতি যশ্চ যত্র স বার্যমাণোঽপি ততঃ প্রয়াতি ॥৭৫॥

ব্যপত্রপন্তে হি কুলপ্রসূতা মনঃ প্রচারৈরশুভৈঃ প্রবৃত্তৈঃ।
কণ্ঠে মনস্বীব যুবা বপুষ্মানচাক্ষুষৈরপ্রযতৈর্বিষক্তৈঃ ॥৭৬॥

নির্ধূয়মানাস্ত্বথ লেশতোঽপি তিষ্ঠেয়ুরেবাকুশলা বিতর্কাঃ।
কার্যান্তরৈরধ্যয়নক্রিয়াদ্যৈঃ সেব্যো বিধির্বিস্মরণায় তেষাম্ ॥৭৭॥

স্বপ্তব্যমপ্যেব বিচক্ষণেন কায়ক্লমো বাপি নিষেবিতব্যঃ।
ন ত্বেব সংচিন্ত্যমসন্নিমিত্তং যত্রাবসক্তস্য ভবেদনর্থঃ ॥৭৮॥

যথা হি ভীতো নিশি তস্করেভ্যো দ্বারং প্রিয়েভ্যোঽপি ন দাতুমিচ্ছেৎ।
প্রাজ্ঞস্তথা সংহরতি প্রয়োগং সমং শুভস্যাপ্যশুভস্য দোষৈঃ ॥৭৯॥

এবংপ্রকারৈরপি যদ্যুপায়ৈর্নিবার্যমাণা ন পরাঙ্মুখাঃ স্যুঃ।
ততো যথাস্থূলনিবর্হণেন সুবর্ণদোষা ইব তে প্রহেয়াঃ ॥৮০॥

দ্রুতপ্রয়াণপ্রভৃতীংশ্চ তীক্ষ্ণাৎ কামপ্রয়োগাৎ পরিখিদ্যমানঃ।
যথা নরঃ সংশ্রয়তে তথৈব প্রাজ্ঞেন দোষেষ্বপি বর্তিতব্যম্ ॥৮১॥

তে চেদলব্ধপ্রতিপক্ষভাবা নৈবোপশাম্যেয়ুরসদ্বিতর্কাঃ।
মুহূর্তমপ্যপ্রতিবধ্যমানা গৃহে ভুজঙ্গা ইব নাধিবাস্যাঃ ॥৮২॥

দন্তেঽপি দন্তং প্রণিধায় কামং তাল্বগ্রমুৎপীড্য চ জিহ্বয়াপি।
চিত্তেন চিত্তং পরিগৃহ্য চাপি কার্যঃ প্রযত্নো ন তেঽনুবৃত্তাঃ ॥৮৩॥

কিমত্র চিত্রং যদি বীতমোহো বনং গতঃ স্বস্থমনা ন মুহ্যেৎ।
আক্ষিপ্যমাণো হৃদি তন্নিমিত্তৈর্ন ক্ষোভ্যতে যঃ স কৃতী স ধীরঃ ॥৮৪॥

তদার্যসত্যাধিগমায় পূর্বং বিশোধয়ানেন নয়েন মার্গম্।
যাত্রাগতঃ শত্রুবিনিগ্রহার্থং রাজেব লক্ষ্মীমজিতাং জিগীষন্ ॥৮৫॥

এতান্যরণ্যান্যভিতঃ শিবানি যোগানুকূলান্যজনেরিতানি।
কা যস্য কৃত্বা প্রবিবেকমাত্রং ক্লেশপ্রহাণায় ভজস্ব মার্গম্ ॥৮৬॥

কৌণ্ডিন্যনন্দকৃমিলানিরুদ্ধাস্তিষ্যোপসেনৌ বিমলোঽথ রাধঃ।
বাষ্পোত্তরৌ ধৌতকিমোহরাজৌ কাত্যায়নদ্রব্যপিলিন্দবৎসাঃ ॥৮৭॥

ভদ্দালিভদ্রায়ণসর্পদাসসুভূতিগোদত্তসুজাতবৎসাঃ।
সংগ্রামজিদ্ভদ্রজিদশ্বজিচ্চ শ্রোণশ্চ শোণশ্চ স কোটিকর্ণঃ ॥৮৮॥

ক্ষেমাজিতো নন্দকনন্দমাতা বুপালিবাগীশযশোযশোদাঃ।
মহাহ্বয়ো বল্কলিরাষ্ট্রপালৌ সুদর্শনস্বাগতমেঘিকাশ্চ ॥৮৯॥

স কপ্ফিনঃ কাশ্যপ ঔরুবিল্বো মহামহাকাশ্যপতিষ্যনন্দাঃ।
পূর্ণশ্চ পূর্ণশ্চ স পূর্ণকশ্চ শোনাপরান্তশ্চ স পূর্ণ এব ॥৯০॥

শারদ্বতীপুত্রসুবাহুচুন্দাঃ কোন্দেয়কাপ্যভৃগুকুণ্ঠধানাঃ।
সশৈবলৌ রেবতকৌষ্ঠিলৌ চ মৌদ্গল্যগোত্রশ্চ গবাংপতিশ্চ ॥৯১॥

যং বিক্রমং যোগবিধাবকুর্বং স্তমেব শীঘ্রং বিধিবৎ কুরুষ্ব।
ততঃ পদং প্রাপ্স্যসি তৈরবাপ্তং সুখাবৃতৈস্ত্বং নিয়তং যশশ্চ ॥৯২॥

দ্রব্যং যথা স্যাৎ কটুকং রসেন তচ্চোপযুক্তং মধুরং বিপাকে।
তথৈব বীর্যং কটুকং শ্রমেণ তস্যার্থসিদ্ধৈ মধুরো বিপাকঃ ॥৯৩॥

বীর্যং পরং কার্যকৃতৌ হি মূলং বীর্যাদৃতে কাচন নাস্তি সিদ্ধিঃ।
উদেতি বীর্যাদিহ সর্বসম্পন্নিবীর্যতা চেৎ সকলশ্চ পাপ্মা ॥৯৪॥

অলব্ধস্যালাভো নিয়তমুপলব্ধস্য বিগম-
স্তথৈবাত্মাবজ্ঞা কৃপণমধিকেভ্যঃ পরিভবঃ।
তমো নিস্তেজস্ত্বং শ্রুতিনিয়মতুষ্টি ব্যুপরমো
নৃণাং নির্বীর্যাণাং ভবতি বিনিপাতশ্চ ভবতি ॥৯৫॥

নয়ং শ্রুত্বা শক্তো যদয়মভিবৃদ্ধিং ন লভতে
পরং ধর্মং জ্ঞাত্বা যদুপরি নিবাসং ন লভতে।
গৃহং ত্যক্ত্বা মুক্তো যদয়মুপশান্তিং ন লভতে
নিমিত্তং কৌসীদ্যং ভবতি পুরুষস্যাত্র ন রিপুঃ ॥৯৬॥

অনিক্ষিপ্তোৎসাহো যদি খনতি গাং বারি লভতে
প্রসক্তং ব্যামথ্নন্ জ্বলনমরণিভ্যাং জনয়তি।
প্রযুক্তা যোগে তু ধ্রুবমুপলভন্তে শ্রমফলং
দ্রুতং নিত্যং যান্তো গিরিমপি হি ভিন্দন্তি সরিতঃ ॥৯৭॥

কৃষ্টা গাং পরিপাল্য চ শ্রমশতৈরশ্নোতি সস্যশ্রিয়ং
যত্নেন প্রবিগাহ্য সাগরজলং রত্নশ্রিয়া ক্রীড়তি।
শত্রূণামবধূয় বীর্যমিষুভির্ভুঙক্তে নরেন্দ্রশ্রিয়ং
তদ্বীর্যং কুরু শান্তয়ে বিনিয়তং বীর্যে হি সর্বর্দ্ধয়ঃ ॥৯৮॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্যে আর্যসত্যব্যাখ্যানো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

সপ্তদশঃ সর্গ

অথৈবমাদেশিততত্ত্বমার্গো নন্দস্তথা প্রাপ্তবিমোক্ষমার্গঃ।
সর্বেণ ভাবেন গুরৌ প্রণম্য ক্লেশপ্রহাণায় বনং জগাম ॥১॥

তত্রাবকাশং মৃদুনীলশষ্পং দদর্শ শান্তং তরুষণ্ডবন্তম্।
নিঃশব্দয়া নিম্নগয়োপগূঢ়ং বৈডূর্যনীলোদকয়া বহন্ত্যা ॥২॥

স পাদয়োস্তত্র বিধায় শৌচং শুচৌ শিবে শ্রীমতি বৃক্ষমূলে।
মোক্ষায় বদ্ধা ব্যবসায়কক্ষাং পর্যঙ্কমঙ্কাবহিতং ববন্ধ ॥৩॥

ঋজুং সমগ্রং প্রণিধায় কায়ং কায়ে স্মৃতিং চাভিমুখীং বিধায়।
সর্বেন্দ্রিয়াণ্যাত্মনি সন্নিধায় স তত্র যোগং প্রযতঃ প্রপেদে ॥৪॥

ততঃ স তত্ত্বং নিখিলং চিকীর্ষুর্মোক্ষানুকূলাংশ্চ বিধীংশ্চিকীর্ষন্।
জ্ঞানেন লোক্যেন শমেন চৈব চচার চেতঃ পরিকর্মভূমৌ ॥৫॥

সংধায় ধৈর্যং প্রণিধায় বীর্যং ব্যপোহ্য সক্তিং পরিগৃহ্য শক্তিম্।
প্রশান্তচেতা নিয়মস্থচেতাঃ স্বস্থস্ততোঽভূদ্বিষয়েষ্বনাস্থঃ ॥৬॥

আতপ্তবুদ্ধেঃ প্রহিতাত্মনোঽপি স্বভ্যস্তভাবাদথ কামসংজ্ঞা।
পর্যাকুলং তস্য মনশ্চকার প্রাবৃট্সু বিদ্যুজ্জলমাগতেব ॥৭॥

স পর্যবস্থানমবেত্য সদ্যশ্চিক্ষেপ তাং ধর্মবিঘাতকর্ত্রীম্।
প্রিয়ামপি ক্রোধপরীতচেতা নারীমিবোদ্বৃত্তগুণাং মনস্বী ॥৮॥

আরব্ধবীর্যস্য মনঃশমায় ভূয়স্তু তস্যাকুশলো বিতর্কঃ।
ব্যাধিপ্রণাশায় নিবিষ্টবুদ্ধেরুপদ্রবো ঘোর ইবাজগাম ॥৯॥

স তদ্বিঘাতায় নিমিত্তমন্যদ্যোগানুকূলং কুশলং প্রপেদে।
আর্তায়নং ক্ষীণবলো বলস্থং নিরস্যমানো বলিনারিণেব ॥১০॥

পুরং বিধায়ানুবিধায় দণ্ডং মিত্রাণি সংগৃহ্য রিপূন্ বিগৃহ্য।
রাজা যথাপ্নোতি হি গামপূর্বাং নীতির্মুমুক্ষোরপি সৈব যোগে ॥১১॥

বিমোক্ষকামস্য হি যোগিনোঽপি মনঃ পুরং জ্ঞানবিধিশ্চ দণ্ডঃ।
গুণাশ্চ মিত্রাণ্যরয়শ্চ দোষা ভূমির্বিমুক্তির্যততে যদর্থম্ ॥১২॥

স দুঃখজালান্মহতো মুমুক্ষুর্বিমোক্ষমার্গাধিগমে বিবিক্ষুঃ।
পন্থানমার্যং পরমং দিদৃক্ষুঃ শমং যযৌ কিঞ্চিদুপাত্তচক্ষুঃ ॥১৩॥

যঃ স্যান্নিকেতস্তমসোঽনিকেতঃ শ্রুত্বাপি তত্ত্বং স ভবেৎ প্রমত্তঃ।
যস্মাত্তু মোক্ষায় স পাত্রভূতস্তস্মান্মনঃ স্বাত্মনি সংজহার ॥১৪॥

সম্ভারতঃ প্রত্যয়তঃ স্বভাবাদাস্বাদতো দোষবিশেষতশ্চ।
অথাত্মবান্নিঃসরণাত্মতশ্চ ধর্মেষু চক্রে বিধিবৎ পরীক্ষাম্ ॥১৫॥

স রূপিণং কৃৎস্নমরূপিণং চ সারং দিদৃক্ষুর্বিচিকায় কায়ম্।
অথাশুচিং দুঃখমনিত্যমস্বং নিরাত্মকং চৈব চিকায় কায়ম্ ॥১৬॥

অনিত্যতস্তত্র হি শূন্যতশ্চ নিরাত্মতো দুঃখত এব চাপি।
মার্গপ্রবেকেণ স লৌকিকেন ক্লেশদ্রুমং সঞ্চলয়াংচকার ॥১৭॥

যস্মাদভূত্বা ভবতীহ সর্বং ভূত্বা চ ভূয়ো ন ভবত্যবশ্যম্।
সহেতুকং চ ক্ষয়িহেতুমচ্চ তস্মাদনিত্যং জগদিত্যবিন্দৎ ॥১৮॥

যতঃ প্রসূতস্য চ কর্মযোগঃ প্রসজ্যতে বন্ধবিঘাতহেতুঃ।
দুঃখপ্রতীকারবিধৌ সুখাখ্যে ততো ভবং দুঃখমিতি ব্যপশ্যৎ ॥১৯॥

যতশ্চ সংস্কারগতং বিবিক্তং ন কারকঃ কশ্চন বেদকো বা।
সামগ্র্যতঃ সম্ভবতি শূন্যং ততো লোকমিমং দদর্শ ॥২০॥

যস্মান্নিরীহং জগদস্বতন্ত্রং নৈশ্বর্যমেকঃ কুরুতে ক্রিয়াসু।
তত্তৎপ্রতীত্য প্রভবন্তি ভাবা নিরাত্মকং তেন বিবেদ লোকম্ ॥২১॥

ততঃ স বাতং ব্যজনাদিবোষ্ণে কাষ্ঠাশ্রিতং নির্মথনাদিবাগ্নিম্।
অন্তঃ ক্ষিতিস্থং খননাদিবাম্ভো লোকোত্তরং বর্ত্ম দুরাপমাপ ॥২২॥

সৎজ্ঞানচাপঃ স্মৃতিবর্ম বদ্ধ্বা বিশুদ্ধশীলব্রতবাহনস্থঃ।
ক্লেশারিভিশ্চিত্তরণাজিরস্থৈঃ সার্ধং যুযুৎসুর্বিজয়ায় তস্থৌ ॥২৩॥

ততঃ স বোধ্যঙ্গশিতাত্তশস্ত্রঃ সম্যক্‌প্রধানোত্তমবাহনস্থঃ।
মার্গাঙ্গমাতঙ্গবতা বলেন শনৈঃ শনৈঃ ক্লেশচমূং জগাহে ॥২৪॥

স স্মৃত্যুপস্থানময়ৈঃ পৃষৎকৈঃ শত্রূন্‌বিপর্যাসময়ান্‌ ক্ষণেন।
দুঃখস্য হেতূংশ্চতুরশ্চতুর্ভিঃ স্বৈঃ স্বৈঃ প্রচারায়তনৈর্দদার ॥২৫॥

আর্যৈর্বলৈঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ চেতঃ খিলান্যপ্রতিমৈর্বভঞ্জ।
মিথ্যাঙ্গনাগাংশ্চ তথাঙ্গনাগৈর্বিনির্দধাবাষ্টভিরেব সোঽষ্টৌ ॥২৬॥

অথাত্মদৃষ্টিং সকলাং বিধূয় চতুর্ষু সত্যেষ্বকথংকথঃ সন্‌।
বিশুদ্ধশীলব্রতদৃষ্টধর্মা ধর্মস্য পূর্বাং ফলভূমিমাপ ॥২৭॥

স দর্শনাদার্যচতুষ্টয়স্য ক্লেশৈকদেশস্য চ বিপ্রয়োগাৎ।
প্রত্যাত্মিকাচ্চাপি বিশেষলাভাৎ প্রত্যক্ষতো জ্ঞানিসুখস্য চৈব ॥২৮॥

দার্ঢ্যাৎ প্রসাদস্য ধৃতেঃ স্থিরত্বাৎ সত্যেষ্বসংমূঢতয়া চতুর্ষু।
শীলস্য চাচ্ছিদ্রতয়োত্তমস্য নিঃসংশয়ো ধর্মবিধৌ বভূব ॥২৯॥

কুদৃষ্টিজালেন স বিপ্রমুক্তো লোকং তথাভূতমবেক্ষমাণঃ।
জ্ঞানাশ্রয়াং প্রীতিমুপাজগাম ভূয়ঃ প্রসাদং চ গুরাবিয়ায় ॥৩০॥

যো হি প্রবৃত্তিং নিয়তামবৈতি নৈবান্যহেতোরিহ নাপ্যহেতোঃ।
প্রতীত্য তত্তৎ সমবৈতি তত্তৎ স নৈষ্ঠিকং পশ্যতি ধর্মমার্যম্‌ ॥৩১॥

শান্তং শিবং নির্জরসং বিরাগং নিঃশ্রেয়সং পশ্যতি যশ্চ ধর্মম্‌।
তস্যোপদেষ্টারমথার্যবর্যং স প্রেক্ষতে বুদ্ধমবাপ্তচক্ষুঃ ॥৩২॥

যথোপদেশেন শিবেন মুক্তো রোগাদরোগো ভিষজং কৃতজ্ঞঃ।
অনুস্মরন্‌ পশ্যতি চিত্তদৃষ্ট্যা মৈত্র্যা চ শাস্ত্রজ্ঞতয়া চ তুষ্টঃ ॥৩৩॥

আর্যেণ মার্গেণ তথৈব মুক্তস্তথাগতং তত্ত্ববিদার্যতত্ত্বঃ।
অনুস্মরন্‌ পশ্যতি কায়সাক্ষী মৈত্র্যা চ সর্বজ্ঞতয়া চ তুষ্টঃ ॥৩৪॥

স নাশকৈর্দৃষ্টিগতৈর্বিমুক্তঃ পর্যন্তমালোক্য পুনর্ভবস্য।
ভক্ত্বা ঘৃণাং ক্লেশবিজৃম্ভিতেষু মৃত্যোর্ন তত্রাস ন দুর্গতিভ্যঃ ॥৩৫॥

ত্বকংস্নায়ুমেদোরুধিরাস্থিমাংসকেশাদিনামেধ্যগণেন পূর্ণম্‌।
ততঃ স কায়ং সমবেক্ষমাণঃ সারং বিচিন্ত্যাণ্বপি নোপলেভে ॥৩৬॥

স কামরাগপ্রতিঘৌ স্থিরাত্মা তেনৈব যোগেন তনূ চকার।
কৃত্বা মহোরস্কতনুস্তনূ তৌ প্রাপ দ্বিতীয়ং ফলমার্যধর্মে ॥৩৭॥

স লোভচাপং পরিকল্পবাণং রাগং মহাবৈরিণমল্পশেষম্‌।
কায়স্বভাবাধিগতৈর্বিভেদ যোগায়ুধাস্ত্রৈরশুভাপৃষৎকৈঃ ॥৩৮॥

দ্বেষায়ুধং ক্রোধবিকীর্ণবাণং ব্যাপাদমন্তঃপ্রসবং সপত্নম্‌।
মৈত্রীপৃষৎকৈর্ধৃতিতূণসংস্থৈঃ ক্ষমাধনুর্জ্যাবিসৃতৈর্জঘান ॥৩৯॥

মূলান্যথ ত্রীণ্যশুভস্য বীরস্ত্রিভির্বিমোক্ষায়তনৈশ্চকর্ত।
চমূমুখস্থান্ধৃতকার্মুকাং স্ত্রীনরীনবারিস্ত্রিভিরায়সাগ্রৈঃ ॥৪০॥

স কামধাতোঃ সমতিক্রমায় পার্ষ্ণিগ্রহাংস্তানভিভূয় শত্রূন্।
যোগাদনাগামিফলং প্রপদ্য দ্বারীব নির্বাণপুরস্য তস্থৌ ॥৪১॥

কামৈর্বিবিক্তং মলিনৈশ্চ ধর্মৈর্বিতর্কবচ্চাপি বিচারবচ্চ।
বিবেকজং প্রীতিসুখোপপন্নং ধ্যানং ততঃ স প্রথমং প্রপেদে ॥৪২॥

কামাগ্নিদাহেন স বিপ্রমুক্তো হ্লাদং পরং ধ্যানসুখাদবাপ।
সুখং বিগাহ্যাপ্সিব ঘর্মখিন্নঃ প্রাপ্যেব চার্থং বিপুলং দরিদ্রঃ ॥৪৩॥

তত্রাপি তদ্ধর্মগতান্বিতর্কান্ গুণাগুণে চ প্রসৃতান্ বিচারান্।
বুদ্ধ্বা মনঃ ক্ষোভকরানশান্তাং স্তদ্বিপ্রয়োগায় মতিং চকার ॥৪৪॥

ক্ষোভং প্রকুর্বন্তি যথোর্ময়ো হি ধীরপ্রসন্নাম্বুবহস্য সিন্ধোঃ।
একাগ্রভূতস্য তথোর্মিভূতাশ্চিত্তাম্ভসঃ ক্ষোভকরা বিতর্কাঃ ॥৪৫॥

খিন্নস্য সুপ্তস্য চ নির্বৃতস্য বাধং যথা সংজনয়ন্তি শব্দাঃ।
অধ্যাত্মমৈকাগ্র্যমুপাগতস্য ভবন্তি বাধায় তথা বিতর্কাঃ ॥৪৬॥

অথাবিতর্কং ক্রমশোঽবিচারমেকাগ্রভাবান্ মনসঃ প্রসন্নম্।
সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানং তদাধ্যাত্মশিবং স দধ্যৌ ॥৪৭॥

তদ্ধ্যানমাগম্য চ চিত্তমৌনং লেভে পরাং প্রীতিমলব্ধপূর্বাম্।
প্রীতৌ তু তত্রাপি স দোষদর্শী যথা বিতর্কেষ্বভবত্তথৈব ॥৪৮॥

প্রীতিঃ পরা বস্তুনি যত্র যস্য বিপর্যয়াত্তস্য হি তত্র দুঃখম্।
প্রীতাবতঃ প্রেক্ষ্য স তত্র দোষান্ প্রীতিক্ষয়ে যোগমুপারুরোহ ॥৪৯॥

প্রীতের্বিরাগাৎসুখমার্যজুষ্টং কায়েন বিন্দন্নথ সংপ্রজানন্।
উপেক্ষকঃ স স্মৃতিমান্ব্যহার্ষীদ্ধ্যানং তৃতীয়ং প্রতিলভ্য ধীরঃ ॥৫০

যস্মাৎ পরং তত্র সুখং সুখেভ্যস্তঃ পরং নাস্তি সুখপ্রবৃত্তিঃ।
তস্মাদ্বভাষে শুভকৃৎস্নভূমিং পরাপরজ্ঞঃ পরমেতি মৈত্র্যা ॥৫১॥

ধ্যানেঽপি তত্রাথ দদর্শ দোষং মেনে পরং শান্তমনিঞ্জমেব।
আভোগতোঽপীঞ্জয়তি স্ম তস্য চিত্তং প্রবৃত্তং সুখমিত্যজস্রম্ ॥৫২॥

তত্রেঞ্জিতং স্পন্দিতমস্তি তত্র যত্রাস্তি চ স্পন্দিতমস্তি দুঃখম্।
যস্মাদতস্তৎসুখমিঞ্জকত্বাৎ প্রশান্তিকামা যতয়স্ত্যজন্তি ॥৫৩॥

অথ প্রহাণাৎ সুখদুঃখয়োশ্চ মনোবিকারস্য চ পূর্বমেব।
দধ্যাবুপেক্ষাস্মৃতিমদ্বিশুদ্ধং ধ্যানং তথা দুঃখসুখং চতুর্থম্ ॥৫৪॥

যস্মাত্তু তস্মিন্ন সুখং ন দুঃখং জ্ঞানং চ তত্রাস্তি তদর্থচারি।
তস্মাদুপেক্ষাস্মৃতিপারিশুদ্ধির্নিরুচ্যতে ধ্যানবিধৌ চতুর্থে ॥৫৫॥

ধ্যানং স নিশ্রিত্য ততশ্চতুর্থমর্হত্ত্বলাভায় মতিং চকার।
সংধায় মৈত্রং বলবন্তমার্যং রাজেব দেশানজিতান্ জিগীষুঃ ॥৫৬॥

বিচ্ছেদকাৎর্স্ন্যেন ততঃ স পঞ্চ প্রজ্ঞাসিনা ভাবনয়েরিতেন।
ঊর্ধ্বংগমান্যুত্তমবন্ধনানি সংযোজনান্যুত্তমবন্ধনানি ॥৫৭॥

বোধ্যঙ্গনাগৈরপি সপ্তভিঃ স সপ্তৈব চিত্তানুশয়ান্ মমর্দ।
দ্বীপানিবোপস্থিতবিপ্রণাশান্ কালো গ্রহৈঃ সপ্তভিরেব সপ্ত ॥৫৮॥

অগ্নিদ্রুমাজ্যাম্বুষু যা হি বৃত্তিঃ কবন্ধবায্বগ্নিদিবাকরাণাম্।
দোষেষু তাং বৃত্তিমিয়ায় নন্দো নির্বাপণোৎপাটনদাহশোষৈঃ ॥৫৯॥

ইতি ত্রিবেগং ত্রিঝষং ত্রিবীচমেকাম্ভসং পঞ্চরয়ং দ্বিকূলম্।
দ্বিগ্রাহমষ্টাঙ্গবতা প্লবেন দুঃখার্ণবং দুস্তরমুত্ততার ॥৬০॥

অর্হত্ত্বমাসাদ্য স সৎক্রিয়ার্হো নিরুৎসুকো নিষ্প্রণয়ো নিরাশঃ।
বিভীর্বিশুগ্বীতমদো বিরাগঃ স এব ধৃত্যান্য ইবাবভাসে ॥৬১॥

ভ্রাতুশ্চ শাস্তুশ্চ তয়ানুশিষ্ট্যা নন্দস্ততঃ স্বেন চ বিক্রমেণ।
প্রশান্তচেতাঃ পরিপূর্ণকার্যো বাণীমিমামাত্মগতাং জগাদ ॥৬২॥

নমোঽস্তু তস্মৈ সুগতায় যেন হিতৈষিণা মে করুণাত্মকেন।
বহূনি দুঃখান্যপবর্তিতানি সুখানি ভূয়াংস্যুপসংহৃতানি ॥৬৩॥

অহং হ্যনার্যেণ শরীরজেন দুঃখাত্মকে বর্ত্মনি কৃষ্যমাণঃ।
নিবর্তিতস্তদ্বচনাঙ্কুশেন দর্পান্বিতো নাগ ইবাঙ্কুশেন ॥৬৪॥

তস্যাজ্ঞয়া কারুণিকস্য শাস্তুর্হৃদিস্থমুৎপাট্য হি রাগশল্যম্।
অদ্যৈব তাবৎ সুমহৎ সুখং মে সর্বক্ষয়ে কিং বত নির্বৃতস্য ॥৬৫॥

নির্বাপ্য কামাগ্নিমহং হি দীপ্তং ধৃত্যম্বুনা পাবকমম্বুনেব।
হ্লাদং পরং সাম্প্রতমাগতোঽস্মি শীতং হ্রদং ঘর্ম ইবাবতীর্ণঃ ॥৬৬॥

ন মে প্রিয়ং কিঞ্চন নাপ্রিয়ং মে ন মেঽনুরোধোঽস্তি কুতো বিরোধঃ।
তয়োরভাবাৎ সুখিতোঽস্মি সদ্যো হিমাতপাভ্যামিব বিপ্রমুক্তঃ ॥৬৭॥

মহাভয়াৎ ক্ষেমমিবোপলভ্য মহাবরোধাদিব বিপ্রমোক্ষম্।
মহার্ণবাৎ পারমিবাপ্লবঃ সন্ ভীমান্ধকারাদিব চ প্রকাশম্ ॥৬৮॥

রোগাদিবারোগ্যমসহ্যরূপাদ্ ঋণাদিবানৃণ্যমনন্তসংখ্যাৎ।
দ্বিষৎ সকাশাদিব চাপয়ানং দুর্ভিক্ষযোগাচ্চ যথা সুভিক্ষম্ ॥৬৯॥

তদ্বৎ পরাং শান্তিমুপাগতোঽহং যস্যানুভাবেন বিনায়কস্য।
করোমি ভূয়ঃ পুনরুক্তমস্মৈ নমো নমোঽর্হায় তথাগতায় ॥৭০॥

যেনাহং গিরিমুপনীয় রুক্মশৃঙ্গং
স্বর্গং চ প্লবগবধূনিদর্শনেন।
কামাত্মা ত্রিদিবচরীভিরঙ্গনাভি-
র্নিষ্কৃষ্টো যুবতিময়ে কলৌ নিমগ্নঃ ॥৭১॥

তস্মাচ্চ ব্যসনপরাদনর্থপঙ্কা-
দুৎকৃষ্য ক্রমশিথিলঃ করীব পঙ্কাৎ।
শান্তেঽস্মিন্ বিরজসি বিজ্বরে বিশোকে
সদ্ধর্মে বিতমসি নৈষ্ঠিকে বিমুক্তঃ ॥৭২॥

তং বন্দে পরমনুকম্পকং মহর্ষিং
মূর্ধ্নাহং প্রকৃতিগুণজ্ঞমাশয়জ্ঞম্।
সংবুদ্ধং দশবলিনং ভিষক্প্রধানং
ত্রাতারং পুনরপি চাস্মি সন্নতস্তম্ ॥৭৩॥

মহাকাব্যে সৌন্দরনন্দেঽমৃতাধিগমো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

অথ দ্বিজো বাল ইবাপ্তবেদঃ ক্ষিপ্রং বণিক্ প্রাপ্ত ইবাপ্তলাভঃ।
জিত্বা চ রাজন্য ইবারিসৈন্যং নন্দঃ কৃতার্থো গুরুমভ্যগচ্ছৎ ॥১॥

দ্রষ্টুং সুখং জ্ঞানসমাপ্তিকালে গুরুর্হি শিষ্যস্য গুরোশ্চ শিষ্যঃ।
পরিশ্রমস্তে সফলো ময়ীতি যতো দিদৃক্ষাস্য মুনৌ বভূব ॥২॥

যতো হি যেনাধিগতো বিশেষস্তস্যোত্তমাঙ্গেঽর্হতি কর্তুমিড্যাম্।
আর্যঃ সরাগোঽপি কৃতজ্ঞভাবাৎ প্রক্ষীণমানঃ কিমু বীতরাগঃ ॥৩॥

যস্যার্থকামপ্রভবা হি ভক্তিস্ততোঽস্য সা তিষ্ঠতি রূঢ়মূলা।
ধর্মান্বয়ো যস্য তু ভক্তিরাগস্তস্য প্রসাদো হৃদয়াবগাঢ়ঃ ॥৪॥

কাষায়বাসাঃ কনকাবদাতস্ততঃ স মূর্ধ্না গুরবে প্রণেমে।
বাতেরিতঃ পল্লবতাম্ররাগঃ পুষ্পোজ্জ্বলশ্রীরিব কর্ণিকারঃ ॥৫॥

অথাত্মনঃ শিষ্যগুণস্য চৈব মহামুনেঃ শাস্তৃগুণস্য চৈব।
সংদর্শনার্থং স ন মানহেতোঃ স্বাং কার্যসিদ্ধিং কথয়াং বভূব ॥৬॥

যা দৃষ্টিশল্যো হৃদয়াবগাঢ়ঃ প্রভো ভৃশং মামতুদৎ সুতীক্ষ্ণঃ।
ত্বদ্বাক্যসংসংশমুখেন মে স সমুদ্ধৃতঃ শল্যহৃতেব শল্যঃ ॥৭॥

কথং কথাভাবগতোঽস্মি যেন ছিন্নঃ স নিঃসংশয় সংশয়ো মে।
ত্বচ্ছাসনাৎ সৎপথমাগতোঽস্মি সুদেশিকস্যেব পথি প্রনষ্টঃ ॥৮॥

যৎপীতমাস্বাদবশেন্দ্রিয়েণ দর্পেণ কন্দর্পবিষং ময়াসীৎ।
তন্মে হতং ত্বদ্বচনাগদেন বিষং বিনাশীব মহাগদেন ॥৯॥

ক্ষয়ং গতং জন্ম নিরস্তজন্মন্ সদ্ধর্মচর্যামুষিতোঽস্মি সম্যক্।
কৃৎস্নং কৃতং মে কৃতকার্যকার্যং লোকেষু ভূতোঽস্মি ন লোকধর্মা ॥১০॥

মৈত্রীস্তনীং ব্যঞ্জনচারুসাস্নাং সদ্ধর্মদুগ্ধাং প্রতিভানশৃঙ্গাম্।
তবাস্মি গাং সাধু নিপীয় তৃপ্তস্তৃষেব গামুত্তমবৎসবর্ণঃ ॥১১॥

যৎপশ্যতশ্চাধিগমো মমায়ং তন্মে সমাসেন মুনে নিবোধ।
সর্বজ্ঞ কামং বিদিতং তবৈতৎ স্বং তূপচারং প্রবিবক্ষুরস্মি ॥১২॥

অন্যেঽপি সন্তো বিমুমুক্ষবো হি শ্রুত্বা বিমোক্ষায় নয়ং পরস্য।
মুক্তস্য রোগাদিব রোগবন্তস্তেনৈব মার্গেণ সুখং ঘটন্তে ॥১৩॥

উর্ব্যাদিকান্ জন্মনি বেদ্মি ধাতূন্নাত্মানমুর্ব্যাদিষু তেষু কিঞ্চিৎ।
যস্মাদতস্তেষু ন মেঽস্তি সক্তির্বহিশ্চ কায়েন সমা মতির্মে ॥১৪॥

স্কন্ধাংশ্চ রূপপ্রভৃতীন্দশার্ধান্ পশ্যামি যস্মাচ্চপলানসারান্
অনাত্মকাংশ্চৈব বধাত্মকাংশ্চ তস্মাদ্বিমুক্তোঽস্ম্যশিবেভ্য এভ্য ॥১৫॥

যস্মাচ্চ পশ্যাম্যুদয়ং ব্যয়ং চ সর্বাস্ববস্থাস্বহমিন্দ্রিয়াণাম্।
তস্মাদনিত্যেষু নিরাত্মকেষু দুঃখেষু মে তেষ্বপি নাস্তি সঙ্গঃ ॥১৬॥

যতশ্চ লোকং সমজন্মনিষ্ঠং পশ্যামি নিঃসারমসচ্চ সর্বম্।
অতো ধিয়া মে মনসা বিবদ্ধমস্মীতি মে নেঞ্জিতমস্তি যেন ॥১৭॥

চতুর্বিধে নৈকবিধপ্রসঙ্গে যতোঽহমাহারবিধাবসক্তঃ।
অমূর্ছিতশ্চাগ্রথিতশ্চ তত্র ত্রিভ্যো বিমুক্তোঽস্মি ততো ভবেভ্যঃ ॥১৮॥

অনিশ্রিতশ্চাপ্রতিবদ্ধচিত্তো দৃষ্টশ্রুতাদৌ ব্যবহারধর্মে।
যস্মাৎ সমাত্মানুগতশ্চ তত্র তস্মাদ্বিসংযোগগতোঽস্মি মুক্তঃ ॥১৯॥

ইত্যেবমুক্ত্বা গুরুবাহুমান্যাৎ সর্বেণ কায়েন স গাং নিপন্নঃ।
প্রবেরিতো লোহিতচন্দনাক্তো হৈমো মহাস্তম্ভ ইবাবভাষে ॥২০॥

ততঃ প্রমদাৎ প্রসৃতস্য পূর্বং শ্রুত্বা ধৃতিং ব্যাকরণং চ তস্য।
ধর্মান্বয়ং চানুগতং প্রসাদং মেঘস্বরস্তং মুনিরাবভাষে ॥২১॥

উত্তিষ্ঠ ধর্মে স্থিত শিষ্যজুষ্টে কিং পাদয়োর্মে পতিতোঽসি মূর্ধ্না।
অভ্যর্চনং মে ন তথা প্রণামো ধর্মে যথৈষা প্রতিপত্তিরেব ॥২২॥

অদ্যাসি সুপ্রব্রজিতো জিতাত্মন্নৈশ্বর্যমপ্যাত্মনি যেন লব্ধম্।
জিতাত্মনঃ প্রব্রজনং হি সাধু চলাত্মনো ন ত্বজিতেন্দ্রিয়স্য ॥২৩॥

অদ্যাসি শৌচেন পরেণ যুক্তো বাক্কায়চেতাংসি শুচীনি যত্তে।
অতঃ পুনশ্চাপ্রয়তামসৌম্যাং যৎ সৌম্য নো বেক্ষ্যসি গর্ভশয্যাম্ ॥২৪॥

অদ্যার্থবত্তে শ্রুতবচ্ছ্রুতং তচ্ছ্রুতানুরূপং প্রতিপদ্য ধর্মম্।
কৃতশ্রুতো বিপ্রতিপদ্যমানো নিন্দ্যো হি নির্বীর্য ইবাত্তশস্ত্রঃ ॥২৫॥

অহো ধৃতিস্তেঽবিষয়াত্মকস্য
যত্ত্বং মতিং মোক্ষবিধাবকার্ষীঃ।
যাস্যামি নিষ্ঠামিতি বালিশো হি
জন্মক্ষয়াত্রাসমিহাভ্যুপৈতি ॥২৬॥

দিষ্ট্যা দুরাপঃ ক্ষণসন্নিপাতো নায়ং কৃতো মোহবশেন মোঘঃ।
উদেতি দুঃখেন গতো হ্যধস্তাৎ কূর্মো যুগচ্ছিদ্র ইবার্ণবস্থঃ ॥২৭॥

নির্জিত্য মারং যুধি দুর্নিবারমদ্যাসি লোকে রণশীর্ষশূরঃ।
শূরোঽপ্যশূরঃ স হি বেদিতব্যো দোষৈরমিত্রৈরিব হন্যতে যঃ ॥২৮॥

নির্বাপ্য রাগাগ্নিমুদীর্ণমদ্য দিষ্ট্যা সুখং স্বপ্স্যসি বীতদাহঃ।
দুঃখং হি শেতে শয়নেঽপ্যুদারে ক্লেশাগ্নিনা চেতসি দহ্যমানঃ ॥২৯॥

অভ্যাচ্ছিত্রতো দ্রব্যমদেন পূর্বমদ্যাসি তৃষ্ণোপরমাৎ সমৃদ্ধঃ।
যাবৎ সতর্ষঃ পুরুষো হি লোকে তাবৎ সমৃদ্ধোঽপি সদা দরিদ্রঃ ॥৩০॥

অদ্যাপদেষ্টুং তব যুক্তরূপং শুদ্ধোধনো মে নৃপতিঃ পিতেতি।
ভ্রষ্টস্য ধর্মাৎ পিতৃভির্নিপাতাদশ্লাঘনীয়ো হি কুলাপদেশঃ ॥৩১॥

দিষ্ট্যাসি শান্তিং পরমামুপেতো নিস্তীর্ণকান্তার ইবাপ্তসারঃ।
সর্বো হি সংসারগতো ভয়ার্তো যথৈব কান্তারগতস্তথৈব ॥৩২॥

আরণ্যকং ভৈক্ষচরং বিনীতং দ্রক্ষ্যামি নন্দং নিভৃতং কদেতি।
আসীৎ পুরস্তাত্তৃষ্ণা মে দিদৃক্ষা তথ্যাসি দিষ্ট্যা মম দর্শনীয়ঃ ॥৩৩॥

ভবত্যরূপোঽপি হি দর্শনীয়ঃ স্বলংকৃতঃ শ্রেষ্ঠতমৈর্গুণৈঃ স্বৈঃ।
দোষৈঃ পরীতো মলিনীকরৈস্তু সুদর্শনীয়োঽপি বিরূপ এব ॥৩৪॥

অদ্য প্রকৃষ্টা তব বুদ্ধিমত্তা কৃৎস্নং যয়া তে কৃতমাত্মকার্যম্।
শ্রুতোন্নতস্যাপি হি নাস্তি বুদ্ধির্নোৎপদ্যতে শ্রেয়সি যস্য বুদ্ধিঃ ॥৩৫॥

উন্মীলিতস্যাপি জনস্য মধ্যে নিমীলিতস্যাপি তথৈব চক্ষুঃ।
প্রজ্ঞাময়ং যস্য হি নাস্তি চক্ষুশ্চক্ষুর্ন তস্যাস্তি সচক্ষুষোঽপি ॥৩৬॥

দুঃখপ্রতীকারনিমিত্তমার্তঃ কৃষ্যাদিভিঃ খেদমুপৈতি লোকঃ।
অজস্রমাগচ্ছতি তচ্চ ভূয়ো জ্ঞানেন যস্যাদ্য কৃতস্ত্বয়ান্তঃ ॥৩৭॥

দুঃখং ন মে স্যাৎ সুখমেব মে স্যাদিতি প্রবৃত্তঃ সততং হি লোকঃ।
ন বেত্তি তচ্চৈব তথা যথা স্যাৎ প্রাপ্তং ত্বয়াদ্যাসুলভং যথাবৎ ॥৩৮॥

ইত্যেবমাদি স্থিরবুদ্ধিচিত্তস্তথাগতেনাভিহিতো হিতায়।
স্তবেষু নিন্দাসু চ নির্ব্যপেক্ষঃ কৃতাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ নন্দঃ ॥৩৯॥

অহো বিশেষেণ বিশেষদর্শিংস্ত্বয়ানুকম্পা ময়ি দর্শিতেয়ম্।
যৎ কামপঙ্কে ভগবন্নিমগ্নস্ত্রাতোঽস্মি সংসারভয়াদকামঃ ॥৪০॥

ভ্রাতা ত্বয়া শ্রেয়সি দৈশিকেন পিত্রা ফলস্থেন তথৈব মাত্রা।
হতোঽভবিষ্যং যদি ন ব্যমোক্ষ্যং সার্থাৎ পরিভ্রষ্ট ইবাকৃতার্থঃ ॥৪১॥

শান্তস্য তুষ্টস্য সুখো বিবেকো বিজ্ঞাততত্ত্বস্য পরীক্ষকস্য।
প্রহীণমানস্য চ নির্মদস্য সুখং বিরাগত্বমসক্তবুদ্ধেঃ ॥৪২॥

অতো হি তত্ত্বং পরিগম্য সম্যক্ নির্ধূয় দোষানধিগম্য শান্তিম্।
স্বং নাশ্রয়ং সম্প্রতি চিন্তয়ামি ন তং জনং নাপ্সরসো ন দেবান্ ॥৪৩॥

ইদং হি ভুক্ত্বা শুচি শামিকং সুখং ন মে মনঃ কাঙ্ক্ষতি কামজং সুখম্।
মহার্হমপ্যন্নমদৈবতাহৃতং দিবৌকসো ভুক্তবতঃ সুধামিব ॥৪৪॥

অহোঽন্ধবিজ্ঞাননিমীলিতং জগৎপটান্তরে পশ্যতি নোত্তমং সুখম্।
সুধীরমধ্যাত্মসুখং ব্যপাস্য হি শ্রমং তথা কামসুখার্থমৃচ্ছতি ॥৪৫॥

যথা হি রত্নাকরমেত্য দুর্মতির্বিহায় রত্নান্যসতো মণীন্ হরেৎ।
অপাস্য সম্বোধিসুখং তথোত্তমং শ্রমং ব্রজেৎ কামসুখোপলব্ধয়ে ॥৪৬॥

অহো হি সত্ত্বেষ্বতিমৈত্রচেতসস্তথাগতস্যানুজিঘৃক্ষুতা পরা।
অপাস্য যদ্ধ্যানসুখং মুনে পরং পরস্য দুঃখোপরমায় খিদ্যসে ॥৪৭॥

ময়া নু শক্যং প্রতিকর্তুমদ্য কিং গুরৌ হিতৈষিণ্যনুকম্পকে ত্বয়ি।
সমুদ্ধৃতো যেন ভবার্ণবাদহং মহার্ণবাচ্চূর্ণিতনৌরিবোর্মিভিঃ ॥৪৮॥

ততো মুনিস্তস্য নিশম্য হেতুমৎ প্রহীণসর্বাস্রবসূচকং বচঃ।
ইদং বভাষে বদতামনুত্তমো যদর্হতি শ্রীঘন এব ভাষিতুম্ ॥৪৯॥

ইদং কৃতার্থঃ পরমার্থবিৎ কৃতী ত্বমেব ধীমন্নভিধাতুমর্হসি।
অতীত্য কান্তারমবাপ্তসাধনঃ সুদৈশিকস্যেব কৃতং মহাবণিক্ ॥৫০॥

অবৈতি বুদ্ধং নরদম্যসারথিং কৃতী যথার্হন্নুপশান্তমানসঃ।
ন দৃষ্টসত্যোঽপি তথাববুধ্যতে পৃথক্জনঃ কিং বত বুদ্ধিমানপি ॥৫১॥

রজস্তমোভ্যাং পরিমুক্তচেতসস্তবৈব চেয়ং সদৃশী কৃতজ্ঞতা।
রজঃপ্রকর্ষেণ জগত্যবস্থিতে কৃতজ্ঞভাবো হি কৃতজ্ঞদুর্লভঃ ॥৫২॥

স ধর্ম ধর্মান্বয়তো যতশ্চ তে
মযি প্রসাদোঽধিগমে চ কৌশলম্।
অতোঽস্তি ভূয়স্ত্বয়ি মে বিবক্ষিতং
নতো হি ভক্তশ্চ নিয়োগমর্হসি ॥৫৩॥

অবাপ্তকার্যোঽসি পরাং গতিং গতো ন তেঽস্তি কিঞ্চিৎকরণীয়মণ্বপি।
অতঃপরং সৌম্য চরানুকম্পয়া বিমোক্ষয়ন্ কৃচ্ছ্রগতানং পরানপি ॥৫৪॥

ইহার্থমেবারভতে নরোঽধমো বিমধ্যমস্তূভয়লৌকিকীং ক্রিয়াম্।
ক্রিয়ামমুত্রৈব ফলায় মধ্যমো বিশিষ্টধর্মা পুনরপ্রবৃত্তয়ে ॥৫৫॥

ইহোত্তমেভ্যোঽপি মতঃ স তূত্তমো য উত্তমং ধর্মমবাপ্য নৈষ্ঠিকম্।
অচিন্তয়িত্বাত্মগতং পরিশ্রমং শমং পরেভ্যোঽপ্যুপদেষ্টুমিচ্ছতি ॥৫৬॥

বিহায় তস্মাদিহ কার্যমাত্মনঃ কুরু স্থিরাত্মন্ পরকার্যমপ্যথো।
ভ্রমৎসু সত্ত্বেষু তমোবৃতাত্মসু শ্রুতপ্রদীপো নিশি ধার্যতাময়ম্ ॥৫৭॥

ব্রবীতু তাবৎ পুরি বিস্মিতো জনস্ত্বয়ি স্থিতে কুর্বতি ধর্মদেশনাঃ।
অহোবতাশ্চর্যমিদং বিমুক্তয়ে করোতি রাগী যদয়ং কথামিতি ॥৫৮॥

ধ্রুবং হি সংশ্রুত্য তব স্থিরং মনো নিবৃত্তনানাবিষয়ৈর্মনোরথৈঃ।
বধূর্গৃহে সাপি তবানুকুর্বতী করিষ্যতে স্ত্রীষু বিরাগিণীঃ কথা ॥৫৯॥

ত্বয়ি পরমধৃতৌ নিবিষ্টতত্ত্বে ভবনগতা ন হি রংস্যতে ধ্রুবং সা।
মনসি শমদমাত্মকে বিবিক্তে মতিরিব কামসুখৈঃ পরীক্ষকস্য ॥৬০॥

ইত্যর্হতঃ পরমকারুণিকস্য শাস্তু-
র্মূর্ধ্না বচশ্চ চরণৌ চ সমং গৃহীত্বা।
স্বস্থঃ প্রশান্তহৃদয়ো বিনিবৃত্তকার্যঃ
পার্শ্বান্ মুনেঃ প্রতিযযৌ বিমদঃ করীব ॥৬১॥

ভিক্ষার্থং সময়ে বিবেশ স পুরং দৃষ্টীর্জনস্যাক্ষিপন্
লাভালাভসুখাসুখাদিষু সমঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিঃস্পৃহঃ।
নির্মোক্ষায় চকার তত্র চ কথাং কালে জনায়ার্থিনে
নৈবোন্মার্গগতান্ পরান্ পরিভবন্নাত্মানমুৎকর্ষয়ন্ ॥৬২॥

ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থগর্ভা কৃতিঃ
শ্রোতৄণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচারাৎ কৃতা।
যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎ কাব্যধর্মাৎ কৃতং
পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথং স্যাদিতি ॥৬৩॥

প্রায়েণালোক্য লোকং বিষয়রতিপরং মোক্ষাৎ প্রতিহতং
কাব্যব্যাজেন তত্ত্বং কথিতমিহ ময়া মোক্ষঃ পরমিতি।
তদ্বুদ্ধ্বা শামিকং যত্তদবহিতমিতো গ্রাহ্যং ন ললিতং
পাংসুভ্যো ধাতুজেভ্যো নিয়তমুপকরং চামীকরমিতি ॥৬৪॥

সৌন্দরনন্দে মহাকাব্য আজ্ঞাব্যাকরণো নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ।

আর্যসুবর্ণাক্ষীপুত্রস্য সাকেতকস্য ভিক্ষোরাচার্যভদন্তা শ্বঘোষস্য
মহাকবের্মহাবাদিনঃ কৃতিরিয়ম্॥

অভিষেক

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻ ভূমিকা ✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে সংস্কৃতে একাধিক কাব্য ও নাটক রচিত হয়েছে।

রামায়ণের কাহিনী নিয়ে ভাস লিখেছেন 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক, ভবভূতি লিখেছেন 'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তরচরিত' নামে দুটি নাটক, মুরারি গুপ্ত লিখেছেন 'অনর্ঘরাঘব'; রাজশেখরের 'বালরামায়ণ' এবং জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত আরও অনেক কবি ও নাট্যকারের নাম করা যেতে পারে যাঁরা তাঁদের রচনার বিষয়বস্তুর জন্য রামায়ণেরই শরণাপন্ন হয়েছেন।

রামায়ণের কাহিনী উপজীব্য করে ভাস তাঁর দুটি নাটক রচনা করেছেন—'প্রতিমা' ও 'অভিষেক'। এ দুটি নাটক পরস্পরের পরিপূরক; 'প্রতিমা' নাটকে রামায়ণের যে যে কাণ্ডের ঘটনা বলা হয় নি—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত সেই সব ঘটনা 'অভিষেক' নাটকে বলা হয়েছে।

নাট্যবস্তু

প্রথম অঙ্ক

সুগ্রীবের বন্ধুত্বের বন্ধনে রামচন্দ্র আবদ্ধ, তিনি তাকে কপিরাজ্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে রামচন্দ্র আড়াল থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে বধ করলেন। বালী সুগ্রীবকে কপিরাজ্য ও কুলরত্ন ও হেমমালা দান করে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

সীতার অন্বেষণে হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছেন। লঙ্কার শোভা দর্শন করে হনুমান বিস্মিত; অশোকবনে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখতে পেলেন সীতাকে—সীতার চারদিকে রাক্ষসী—প্রহরায় নিযুক্ত।

লঙ্কাধিপতি রাবণ অশোকবনে এসে নানাভাবে সীতাকে বশীভূত করতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। হনুমান সীতার নিকট এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলেন; তারপর সীতার সংবাদ জেনে বিদায় নিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

এই অঙ্কে হনুমানের অশোকবন ও লঙ্কাদহনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হনুমান বন্দী হলেন; দূত অবধ্য, তাই মুক্তিও পেলেন। অঙ্কশেষে বিভীষণ রাবণকে ত্যাগ করে রামের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

চতুর্থ অংক

অঙ্কের সূচনাতে আছে বিভীষণের সঙ্গে রামের মিলনদৃশ্য। বিভীষণকে রামচন্দ্র সাগর পারাপারের উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন—বিভীষণ তাঁকে বললেন, সাগরের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করতে। রামচন্দ্র তখন দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হলেন—বরুণদেব সহসা উপস্থিত হয়ে সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করে রামচন্দ্র ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর পথ সুগম করে দিলেন।

রামচন্দ্রের আদেশে নীল প্রভৃতি সেনাপতি সুবেলপর্বতে সেনানিবেশ করল।

পঞ্চম অংক

রাবণ আবার এসেছেন অশোকবনে সীতার কাছে প্রেম নিবেদন করতে। বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে রাবণের এক অনুচর রাক্ষস রাম-লক্ষ্মণের মায়ামুণ্ড সীতাকে দেখাল—সীতা শোকবিহ্বল হয়ে পড়লেন।

এদিকে দূতের মুখে রাবণ শুনতে পেলেন লক্ষ্মণের হাতে পুত্র ইন্দ্রজিতের বধের বার্তা; রাবণ শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সকল অনর্থের কারণ সীতাকে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে রাবণ বধ করতে উদ্যত হলেন, কিন্তু দূতের মুখে স্ত্রীবধ অন্যায় জেনে সে-কাজে বিরত হলেন।

এরপর রাবণ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

ষষ্ঠ অংক

প্রথমেই বিদ্যাধরদের সংলাপের মধ্য দিয়ে রামের রাবণ-বধের কথা আমরা জানতে পারি।

এরপর বিভীষণ রামচন্দ্রকে জানালেন--সীতা দেবী এসেছেন দেখা করতে; কিন্তু রামচন্দ্র পরগৃহবাসে কলঙ্কিতা সীতাকে দেখতেও চাইলেন না। সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করতে চাইলেন; রামের আদেশে লক্ষ্মণ সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

সীতা অগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন—অগ্নিদেবতা আবির্ভূত হয়ে সীতাকে রামের হাতে অর্পণ করে বললেন--'সীতা পবিত্রা, তুমি এঁকে গ্রহণ কর।' রামচন্দ্র বললেন, সীতার শুচিতার কথা তিনি জানতেন, কিন্তু লোকাপবাদের ভয়ে তিনি বিনাপরীক্ষায় সীতাকে গ্রহণ করতে চান নি।

এরপর দিব্যগন্ধর্বদের সংগীত, রামের রাজ্যে অভিষেক ও নাটকের সমাপ্তি।

নূতন যোজনা

'অভিষেক' নাটকে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনাকে ভাস-কবি নাটকে বর্ণিত বীররস ও ভক্তিরসের উপযোগী করার জন্য পরিবর্তন কিছু কিছু করেছেন। পরিবর্তনের কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে :

'অভিষেক' নাটকের প্রথম অঙ্কে রয়েছে হনুমানের অনুরোধে সুগ্রীবের প্রাণরক্ষার জন্য রামচন্দ্র বালীকে বধ করলেন; রামায়ণে আছে, যুদ্ধে পরাজিত সুগ্রীবের কাতর অনুরোধে রাম বালীকে শরবিদ্ধ করেন। রামায়ণে আছে,

বালী আগেই সুগ্রীব ও রামচন্দ্রের মিত্রতার কথা জানতেন ; কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে তাঁকে বধ করতে পারেন না।

রামায়ণে বালীর মৃত্যুর পর বালী-পত্নী তারার দীর্ঘবিলাপ বর্ণিত হয়েছে—কিন্তু 'অভিষেক' নাটকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালী তারাকে নিকটে আসতে বারণ করেছেন। কিন্তু তারার বিলাপ না থাকলেও বালী-পুত্র অংগদের যে বিলাপ রয়েছে তা সত্যই মর্মস্পর্শী। এই অঙ্গদ-বিলাপ ভাসের সৃষ্টি।

রামায়ণে আছে—অশোকবনে রাবণ ও সীতার আলাপের আগে হনুমান সীতাকে চিনতে পেরেছিলেন। নাটকে বলা হয়েছে, রাবণ-সীতার সংলাপ শুনে তিনি সীতাকে চিনতে পারেন।

রামায়ণে রামের সমুদ্রবন্ধনের যে বর্ণনা আছে, নাটকে তার কোন উল্লেখ করা হয় নি। এখানে বরুণদেব নিজে আবির্ভূত হয়ে সাগরের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর জন্য পথ করে দিয়েছেন।

'অভিষেক' নাটকে দেখা যায়, লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসকুলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—রামায়ণে বিভীষণের এমন কোন উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় নি।

ভাস কেবলমাত্র ঘটনার পরিবর্তন করেন নি—তিনি প্রসিদ্ধ চরিত্রেরও পরিবর্তন করেছেন এবং নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বালীর চরিত্র ভাসের এক অভিনব সৃষ্টি। বালীর অন্যায়-যুদ্ধে পতন বর্ণনা করে ভাস তাঁকে ভাগ্যহীন পুরুষশ্রেষ্ঠরূপে দেখাতে চেয়েছেন। 'প্রতিমা' নাটকে ভাস যেমনভাবে কৈকেয়ী-চরিত্রের পরিবর্তন করে তাঁকে মহীয়সী করতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনি তিনি বালীকে ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করে নাটকে অভিনবত্ব এনেছেন—একথা অস্বীকার করা যায় না।

বরুণের চরিত্র সৃষ্টি 'অভিষেক' নাটকে ভাসের আর এক নতুন যোজনা। বরুণদেব রামচন্দ্রকে যেভাবে ভক্তিবিহ্বলকণ্ঠে নারায়ণের অবতাররূপে স্তুতি করেছেন, তা-ও অভিনব।

তারার চরিত্র ভাস খুবই সংক্ষিপ্তভাবে উপন্যস্ত করেছেন। তিনি তারার বিলাপকে বাদ দিয়েছেন—তারাকে সম্পূর্ণরূপে নাটক থেকে বাদ দিলেও নাটকের কোন ক্ষতি হতো না বলে অনেকে মনে করেন।

নাটকের নাম

'সাহিত্যদর্পণে' বিশ্বনাথ বলেছেন, 'নামকরণং নাটকস্য স্যাদ্ গর্ভিতার্থ-প্রকাশকম্'—অর্থাৎ নাটকের নামের মধ্য দিয়ে নাটকের ভিতরের অর্থ প্রকাশিত হবে। ভাসের তেরোখানি নাটকের কয়েকটির নামকরণে ভাস এই দিক দিয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—যেমন উরুভঙ্গ, মধ্যমব্যায়োগ, প্রতিমা, স্বপ্ন-বাসবদত্তা।

'অভিষেক' নাটকে তিনটি অভিষেকের কথা আছে—সুগ্রীবের কপিরাজ্যে অভিষেক, বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক। শেষোক্ত অভিষেকই মুখ্য, প্রথম দুটি তারই ভূমিকা মাত্র। তবু তিনটি অভিষেকের কথা আছে বলেই নাটকের নাম 'অভিষেক'—এই ভাবনায় রসিকের মন তৃপ্ত হবে না। এক্ষেত্রে নামকরণের মধ্যেই সব কথা বলে দেওয়া হয়েছে—পাঠকের কল্পনার কোন সূত্র রাখা হয় নি। 'প্রতিমা', 'স্বপ্নবাসবদত্তা' বা 'মধ্যমব্যায়োগ'

নাটকের নাম তাৎপর্যপূর্ণ। 'অভিষেক' নামকরণ সার্থক, কিন্তু কোন ইঙ্গিতবাহী নয়।

বলেছি, নাটকে তিনটি অভিষেকের কথা আছে, তাই নাটকের নাম 'অভিষেক'। অবশ্য, শুধু কথাতেই অভিষেক সমাপ্ত হয়েছে, কোন উৎসব পালিত হয় নি। প্রথম অভিষেকের কথাই ধরা যাক। বালী-নিধনের পরে প্রথম অঙ্কের শেষে রামচন্দ্র বললেন—'লক্ষ্মণ! সুগ্রীবস্যাভিষেকঃ কল্প্যতাম্।' লক্ষ্মণ তার উত্তরে বললেন—'যথাজ্ঞাপয়তি আর্য্য।' অভিষেক হয়ে গেল।

দ্বিতীয় অভিষেকের প্রসঙ্গ আছে চতুর্থ অঙ্কে। এই অঙ্কে বিভীষণ এসেছেন রামের কাছে। রাম বললেন—'অদ্যপ্রভৃতি মদ্বচনাল্লঙ্কেশ্বরো ভব।' বিভীষণ বললেন—'অনুগৃহীতোঽস্মি।'

তৃতীয় অভিষেক স্বয়ং রামচন্দ্রের। সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর অগ্নিদেব সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করলেন—মুখে বললেন, এই সীতা নিষ্কলঙ্ক, তুমি একে গ্রহণ কর। রামচন্দ্র গ্রহণ করলেন—নেপথ্যে সঙ্গীত বেজে উঠল। অগ্নিদেব বললেন—'অভিষেকার্থমিতো ভবান্।' রামচন্দ্র বললেন—'যথাজ্ঞাপয়তি আয়ুষ্মান্।' রাম নিষ্ক্রান্ত হলেন—একটু পরেই 'প্রবিশ্যতি কৃতাভিষেকো রামঃ সীতয়া সহ।' কিন্তু এ অভিষেক অযোধ্যায় হয় নি।

নামকরণ সার্থক—তবু অভিষেকগুলো যেন একটু নিষ্প্রভ বলে মনে হলো।

কয়েকটি চরিত্র

রাম—রামচন্দ্রের বালীবধ ও রাবণবিজয় আলোচ্য নাটকের প্রধান দুটি আখ্যান। 'অভিষেক' নাটকের আশ্রয়ভূমি বীররস—রামচন্দ্রও বীর, শুধু বীর নন, মহানুভব। মায়াবেশধারী রাবণের চর খর-দূষণকে তিনি দণ্ড না দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি রামায়ণের রামের মতোই প্রচ্ছন্ন থেকে শরনিক্ষেপে বালীকে বধ করেছেন। বালী-বধ বীরোচিত নয় বলেই রাম-চরিত্রের এক দুরপনেয় কলঙ্ক। রামচন্দ্র অবশ্য আত্মসমর্থনে যুক্তি দিয়েছেন (প্রথম অঙ্ক ১৯ ও ২০ সংখ্যক শ্লোক)। কিন্তু সে যুক্তি এত দুর্বল যে তার উত্তরে কিছুই বলার থাকে না—বালীর মতোই বলতে হয়—'হন্ত অনুত্তরা বয়ম্'।

নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কেও নাট্যকার রামায়ণকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। রাবণ-বধের পর বিভীষণ এসে জানালেন—দীর্ঘ বিরহের পর সীতা রামের কাছে এসেছেন। রামচন্দ্র বললেন—'তত্রৈব তাবৎ তিষ্ঠতু রজনিচরাবমর্শজাতকল্মষা ইক্ষ্বাকুলস্যাঙ্কভূতা।' বিভীষণ অনুনয় করেও সীতার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন নি। 'প্রতিমা' নাটকে ভাস কৈকেয়ীকে উজ্জ্বল মূর্তিতে উপস্থিত করেছেন—আলোচ্য নাটকেও এই নিরর্থক নিষ্ঠুরতার অপবাদ থেকে রামকে মুক্ত করতে পারতেন।

রাবণ—রাবণ 'অভিষেক' নাটকের এক ট্র্যাজিক চরিত্র; ট্র্যাজেডির মূলে রয়েছে তাঁর দুর্নীতি এবং উদ্ধত অহঙ্কার।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম তাঁকে দেখা গেল—রাবণের প্রমদোদ্যানে। রাবণ এসেছেন সীতার মন জয় করতে—তাঁর ক্রোধ এইখানে যে, তিনি লঙ্কাধিপতি, তাঁকে তুচ্ছ করে সীতা 'মানুষে ন্যস্তহৃদয়া নৈব বশ্যত্বমাগতা।' রাবণ বন্দিনী সীতাকে আয়ত্ত করতে পারছেন না—ওদিকে একে একে তাঁর অশোককানন বিধ্বস্ত হচ্ছে, লঙ্কা দগ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনীর পরাজয় হচ্ছে

—এই দুর্নিবার ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেই তিনি শুনছেন যুদ্ধে প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ।

তবু রাবণ বীরের মতোই যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার জন্য তিনি দায়ী করেছেন সীতাকে—'অনর্থহেতুভূতয়া সীতয়া' কি প্রয়োজন? তবু রাক্ষসের কথা শুনে স্ত্রীবধের পাতক থেকে নিবৃত্ত রয়েছেন। 'অভিষেকে'র রাবণকে আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু তাঁর জন্য অনুকম্পা বোধ করি।

বালী—রামায়ণের বালীর থেকে 'অভিষেক' নাটকের বালী অনেক উন্নত। প্রথম অঙ্কে সামান্য সময়ের জন্য তাঁর আবির্ভাব, তবু বিশিষ্টতায় এই চরিত্র আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 'উরুভঙ্গ' নাটকের দুর্যোধনের মতোই অন্যায়-যুদ্ধে বালীও নিহত। বালীর মঞ্চে মৃত্যু এবং তাঁর স্বর্গযাত্রার বর্ণনার সঙ্গে দুর্যোধনের মৃত্যু ও স্বর্গগমনের ব্যাপারটি প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

বালীর পাপ স্ত্রীঘটিত—প্রথম অঙ্কে তার মৃত্যুর মধ্যে নাটকের বীজ নিহিত, ষষ্ঠ অঙ্কে নারীর অমর্যাদাকারী রাবণের মৃত্যু এতেই আভাসিত হয়েছে মনে হয়।

তারা—স্বামীর বসনপ্রান্ত আকর্ষণ করে অশ্রুমুখী তারা মঞ্চে প্রবেশ করেছে—যুদ্ধোদ্যত স্বামীকে বার বার তারা মিনতি জানিয়েছে, 'পসীঅ পসীঅ মহারাও! —মহারাজ প্রসন্ন হোন! কিন্তু বালী তাকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন ('প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরম্')। তারা অন্তঃপুরে যেতেই বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ শুরু হয়েছে: কেউ কেউ বলেছেন, তারা-চরিত্র নিরর্থক, এই চরিত্র মঞ্চে না এলেও নাটকের কোন ক্ষতি হতো না।

কিন্তু বালী-চরিত্রের মহিমা ব্যক্ত করার জন্যই এই চরিত্রের প্রয়োজন। তাছাড়া নাটকে করুণ রসসৃষ্টির জন্যও তারাকে বর্জন করা কঠিন। রামায়ণে তারা-বিলাপ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—নাটকে আছে তার আভাস। হোক, ক্ষতি নেই, তবু বর্জনের প্রশ্ন ওঠে না।

সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, হনুমান—এই চরিত্রগুলো যথাযথ—মোটামুটি রামায়ণের আদর্শেই গঠিত।

প্রেক্ষাগৃহে

ভাসের নাটক যাঁরা পড়েছেন বা দেখেছেন তাঁদের আর 'নান্দ্যান্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ'—এই পঙ্‌ক্তিনির্দেশে বিচলিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা, ভাসের নাটকে 'নান্দী' অনুষ্ঠানটি নাটকের নেপথ্যেই হয়ে থাকে। সূত্রধার এসে রামচন্দ্রের স্বস্তিমূলক যে শ্লোকটি পাঠ করলেন—ওটা একটি সাধারণ মাঙ্গলিক শ্লোকমাত্র।

নাটক যথারীতি আরম্ভ হয়েছে। প্রথম অঙ্কের মূল নাটকীয় বস্তু বালী-বধ। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলছেন, তুমি আমার কাছে এসেছ, কোন ভয় নেই—যুদ্ধে নিহত বালীকে তো তুমি দেখেছ? কিন্তু একটু পরেই দেখলাম—বালী মঞ্চে প্রবেশ করছেন—তাঁর বসনপ্রান্ত ধরে আছেন তারা।

হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিলাম—'নিহত' শব্দটির অর্থ হয়তো 'আহত'। কিন্তু মনটা ক্ষুণ্ণ হয়ে রইল।

তবু অভিনয় দেখতে এসে ব্যাকরণের বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক—বালীর মৃত্যুতে

যে করুণ রস তা সুন্দর জমে উঠেছে তারা আর অঙ্গদের অভিনয়ে। অঙ্গদ-চরিত্রে নতুন সৃষ্টির স্বাদ পেলাম।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিষ্কম্ভক-দৃশ্যে জানা গেল—হনুমান সীতার সন্ধানে লঙ্কায় উপস্থিত। রাবণ সীতার কাছে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন—হনুমান এলেন। কিন্তু সীতা যখন তাঁর পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তখন হনুমান অত কথা না বলে রামচন্দ্রের আংটি দেখালেন না কেন? রামায়ণের এই আংটি-বৃত্তান্ত বর্জনের কোন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া গেল না। হনুমান সীতার অপরিচিত—রামের দিক থেকে একটি 'নিদর্শন' দেওয়া স্বাভাবিক; হনুমানের পক্ষেও তা সীতার সামনে তুলে ধরা স্বাভাবিক। দৃশ্যে দেখা গেল—অনেক কথা বলার পরেও সীতার সংশয় ঘোচে নি—তিনি বলছেন, 'জো বা কো বা ভোদু'—অর্থাৎ এ লোক যে-ই হোক না কেন, আমি আর্যপুত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করি।

অভিনয় দেখতে দেখতে অনেকবার ভেবেছি, আহা, হনুমান যদি একটা আংটি দেখাতে পারতেন, কত খুশি হয়ে উঠতেন সীতা দেবী।

ভাসের নাটকে একটি বিশেষ সুবিধার কথা এই, এখানে শ্লোকগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, সংলাপেরই অংশ—অর্থাৎ গদ্যে না বলে পদ্যে কথা বলা। তাতে নাটকের গতি ক্ষুণ্ণ হয় না—ঘটনার ধারা যেখানে বয়ে চলেছে সেখানে হঠাৎ একটি অনাহূত শ্লোক এসে বাধা সৃষ্টি করে না।

তৃতীয় অঙ্কে লঙ্কাদহন, চতুর্থ অঙ্কে বিভীষণের রামের পক্ষে যোগদান—সাগর লঙ্ঘন—সেনাবাহিনী নিয়ে রামের লঙ্কায় উপস্থিতি, সবই দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ভাস বরুণকে এনেছেন—সেতুবন্ধনের জন্য যাত্রা বিলম্বিত হয় নি। বরুণের প্রসাদে সাগর পথ করে দিয়েছেন।

দর্শকের মন বিশ্রাম পায় না। বিপক্ষের চর খর-দূষণকে রাম মুক্তি দিয়েছেন—শৌর্যের সঙ্গে আর একটি গুণ যুক্ত হলো—ক্ষমা। রাম-রাবণের যুদ্ধ চলেছে, দর্শকের মনও ঘটনাপুঞ্জের সঙ্গী। কিন্তু একটি স্থানে সামান্য হোঁচট খেয়েছে দর্শকের মন। কথাটা বুঝিয়ে বলি।

পঞ্চম অঙ্কে রাম-লক্ষ্মণের ছিন্ন মস্তক দেখেই সীতা দেবী 'হা অজ্জউত্ত!' বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য, সংস্কৃত নাটকে 'মূর্চ্ছা' খুব একটা ভাবনার কারণ নয়—কেউ একজন 'সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি' বললেই মূর্চ্ছা ভাঙতে পারে। কিন্তু কে বলবে? যে রাক্ষস নিয়ে এল মস্তক সে বলতে পারে না, রাবণ তো বলতেই পারেন না। কাজে সীতাকেই নিজের থেকেই চেতনা ফিরে পেতে হয়েছে।

তাছাড়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে থাকারই বা সময় কোথায়? একটা ভীষণ পরিণামের মুখে সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা ছুটে চলেছে। পঞ্চম অঙ্কে মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ শুনে স্বয়ং রাবণও মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন—রাক্ষস 'সমাশ্বসিহি', বলতেই তিনি উঠে রথ আনালেন এবং রথ আসতেই তাতে উঠে যুদ্ধযাত্রা করলেন। এসেছিলেন সীতাকে জয় করতে—কিন্তু সময় নেই।

ষষ্ঠ অঙ্কে বিদ্যাধরদের মুখে শোনা গেল যুদ্ধের এক ধারা-বিবরণী। তাদের মুখেই শুনলাম রাবণের মৃত্যুসংবাদ। তারপর সীতার অগ্নিপরীক্ষা—রামের রাজ্যাভিষেক।

কিন্তু রামের অভিষেক কি লঙ্কায় হয়েছিল? দেবগণ দশরথের অনুমতি নিয়ে তাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন?

কুশীলব

পুরুষ

রাম — দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র
লক্ষ্মণ — রামচন্দ্রের অনুজ
সুগ্রীব — বানররাজ
নীল — সুগ্রীবের অধীন বানর
রাবণ — লঙ্কেশ্বর
বিভীষণ — রাবণের ভ্রাতা
বালী — কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি
অঙ্গদ — বালীর পুত্র
হনুমান — বানরপ্রধান
বলাধ্যক্ষ — বানর-সেনাপতি
বিদ্যুজ্জিহ্ব — রাক্ষস
শঙ্কুকর্ণ — রাবণের দূত
অক্ষ ও
ইন্দ্রজিৎ — রাবণের পুত্র
শুক, সারণ — মায়াবী রাক্ষস
বিসমুখ — সুগ্রীবের দূত
ককুভ — বানররাজার ভৃত্য
কাঞ্চুকীয়
প্রথম বিদ্যাধর
দ্বিতীয় বিদ্যাধর
তৃতীয় বিদ্যাধর
অগ্নি
বরুণ

স্ত্রী

সীতা — রামপত্নী
তারা — বালিপত্নী
রাক্ষসীগণ

রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

(নান্দীপাঠের পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার—যিনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্নসমূহকে দূর করেছিলেন, যুদ্ধে বিরাধ, খর ও দূষণের শক্তি খর্ব করেছিলেন, আত্মদর্পী উল্বণ, কবন্ধ প্রভৃতি রাক্ষস এবং বানরপতিদের যিনি ধ্বংসকারী, রাক্ষসকুলের রাক্ষসপ্রধানদের হন্তা, সেই (শ্রীরামচন্দ্র) তোমাদের রক্ষা করুন। ॥১॥

এইভাবে বিশিষ্ট ভদ্রজনদের জানাই। (ঘুরে-ফিরে তারপর তাকিয়ে) তাইতো! আমি যখন জানতে উৎসুক, তখন কি যেন শব্দ শোনা যাচ্ছে! আচ্ছা, দেখছি।

(নেপথ্যে)

সুগ্রীব! এদিকে, এদিকে!

পারিপার্শ্বিক—(প্রবেশ করে) ঠাকুর! কোথা থেকে এই কান-ফাটানো প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ ধ্বনি যেন প্রবল বায়ুতে তাড়িত, আকাশে ভীষণ বেগে ছুটে যাওয়া মেঘের গর্জনের মতো! ॥২॥

সূত্রধার—মশাই, আপনি কি জানেন না—সীতার অপহরণে সন্তাপভোগী, রঘুকুলের প্রদীপ সর্বজনের নয়নের আনন্দ রামচন্দ্র এবং স্ত্রীর অবমাননার জন্য সমস্ত বানর ও ভল্লুকদের অধিপতি, বিশাল স্কন্ধের অধিকারী সুগ্রীব—এঁরা পরস্পরের উপকার করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে স্বর্ণমাল্যযুক্ত বানরপতি বালীর নিধনের ব্যাপারে উদ্যোগ করছেন। এজন্য রাম লক্ষ্মণ—এঁরা দুজন এখন রাজ্যচ্যুত সুগ্রীবকে রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন—যেমন হরি ও হর ইন্দ্রের জন্য করেছিলেন[১]। ॥ ৩ ॥ .

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

(তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং হনুমানের প্রবেশ)

রাম—সুগ্রীব! এখানে, এখানে। আমার বাণে নিহত ও ছিন্নশরীর তোমার শত্রু (বালীকে) অকস্মাৎ ভূমিতে পাতিত করব। রাজা! তুমি আমার কাছে এসেছ, ভয় দূর কর। যুদ্ধে নিহত সেই বালীকে তো তুমি দেখেছ? ॥ ৪ ॥

সুগ্রীব—প্রভু, আপনার দয়ায় আমি দেবতাদের রাজ্য পাওয়ারও আশা রাখি, বানরদের রাজ্যের কথা আর কি বলব! কারণ—

হে শ্রীধর!

বালীর হৃদয়কে বিদ্ধ করার জন্য যে বাণ আজ আপনি ক্ষেপণ করেছেন সে বাণ হিমালয়ের মহারণ্যের শৃঙ্গসদৃশ সাতটি শালবৃক্ষকে সবেগে বিদ্ধ করে ভূমিতে প্রবেশ করে—এতে আমার কোন সংশয় নেই। (তারপরে) ওহে বীর! নাগলোকে গিয়ে ও সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আবার এই (সেই) বাণ আপনার কাছে ফিরে এসেছে। ॥ ৫ ॥

হনুমান—রাজন্‌! আপনার মুখ থেকে নিঃসৃত বাক্যেই আমাদের ভয় দূর হয়েছে, শোক নষ্ট হয়েছে। রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! বানরদের জয়যুক্ত করার জন্য জলভরা মেঘের শোভা ধরেছে এমন পর্বতে যান ॥ ৬॥

লক্ষ্মণ—আর্য! এখানকার বনসমূহের মসৃণতায় বোঝা যাচ্ছে, সামনে রয়েছে কিষ্কিন্ধ্যা২।

সুগ্রীব—কুমার লক্ষ্মণ ঠিকই বলেছেন! রাজন্‌! বানরশ্রেষ্ঠদের বাহুবলে সুরক্ষিত এই কিষ্কিন্ধ্যাকে (এখন) আপনার বাহু সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করছে। মহারাজ! আপনি থাকুন, আমি এক হুংকারে বিশাল পর্বতের মতো এখানকার মনুষ্যলোককে সংজ্ঞাহীন করছি। ॥ ৭॥

রাম—আচ্ছা, যাও।

সুগ্রীব—মহারাজ যেমন আদেশ করেন। (একটু এগিয়ে) অহো! কার কি অপরাধ এটা না বুঝেই (আমার কথাতেই) হে দেব! আপনি আমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। যুদ্ধে সুগ্রীব আপনার পাদযুগলের সেবা করতে ইচ্ছা করে। ॥ ৮॥

(নেপথ্যে)

কি! কি! সুগ্রীব আসছে?

(বালী ও তার পরিধেয় বসন ধরে তারার প্রবেশ)

বালী—কি, কি, সুগ্রীব এসেছে? অয়ি তারা! অনিন্দ্যসুন্দরি, তোমার মুখশ্রী ও নয়নযুগল (সুন্দর) বিকশিত; আমার বসন ছাড়। তুমি কি করতে চাচ্ছ? আজ তুমি যুদ্ধে পরাজিত ও বধ্য সুগ্রীবকে সমস্ত দেহে রক্ত-লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। ॥ ৯॥

তারা—মহারাজ, দয়া করুন। সামান্য কারণে সুগ্রীব আসবে না। এজন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে আপনার যাওয়া উচিত।

বালী—আঃ!

অয়ি চন্দ্রবদনে! আমার শত্রু (সুগ্রীবের) গতি ইন্দ্রের মতো হোক অথবা তীক্ষ্ম কুঠারধারী শিবের মতো হোক, আমার সামনে এসে প্রস্ফুটিত পদ্মপাপড়ির মতো চোখ নিয়ে বিষ্ণুও আমাকে প্রহার করতে সমর্থ নন। ॥১০॥

তারা—মহারাজ, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন! আমাকে আপনার করুণা করা উচিত।

বালী—আমার বীরত্বের কথা শোন, তারা—

পুরাকালে অমৃতমন্থনের সময় আমি দেবতা ও দানবের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে হাসতে হাসতে উগ্রমূর্তি বিস্ফারিতনেত্র নাগরাজ বাসুকিকে আকর্ষণ করলে তারা সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল৩। ॥১১॥

তারা—মহারাজ, দয়া করুন, দয়া করুন!

বালী—আঃ! আমি যা বলি শোনো। ভিতরে যাও!

তারা—হায় রে, পোড়াকপাল! এই যে, যাচ্ছি! (নিষ্ক্রান্ত)

বালী—যাক্‌, তারা ভিতরে গেছে। এখন আমি সুগ্রীবের গ্রীবা ভগ্ন করি! (তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে) সুগ্রীব! দাঁড়াও, দাঁড়াও! তুমি ইন্দ্রেরই শরণ নাও, অথবা প্রভু মধুসূদনের শরণ নাও, আমি যখন একবার তোমাকে দেখেছি, তখন তুমি আর প্রাণ নিয়ে ফিরবে না। এই যে—এই যে— ॥ ১২॥

সুগ্রীব—মহারাজ যেমন আদেশ করেন।

(উভয়ের যুদ্ধ চলতে লাগল)

রাম—এই যে, এই যে বালী!

চোখ দুটো ভীষণ লাল হয়ে উঠেছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। মুষ্টি বদ্ধ করে, লম্বা দাঁত বের করে ভীষণ গর্জন করছে, যুদ্ধের মধ্যে এই বানরকে দেখাচ্ছে যেন প্রলয়কালের অগ্নি দহন করার অপেক্ষায় রয়েছে। ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণ—আর্য! সুগ্রীবকেও দেখুন—

ফোটা শতদলের (পাপড়ির) মতো লাল তার চোখ, মোটা হাতে সোনার অংগদ পরেছে; যেহেতু সে বানর সেজন্য সে গুরুজন বানর-প্রধান (অগ্রজ) বালীকে, সজ্জনের ব্যবহার ত্যাগ করে আক্রমণ করেছে ॥ ১৪ ॥

(বালীর দ্বারা পর্যুদস্ত সুগ্রীব পতিত হলো।)

হনুমান—হায়, হায়! (উত্তেজিত হয়ে রামের কাছে গিয়ে) দেব! দেব! আপনার জয় হোক। সুগ্রীবের এই অবস্থা (দেখুন)! বানরপ্রধান বালী বলশালী; আমার প্রভু সুগ্রীব দুর্বল। সুগ্রীবের (বর্তমান) অবস্থা ও আপনাদের শপথ সব কিছু এখন ভেবে দেখুন। ॥ ১৫ ॥

রাম—হনুমান; (শোনো), উত্তেজিত হয়ো না। এই তো যা করণীয় করছি। (শর নিক্ষেপ করে) যাঃ, বালীর পতন হলো।

লক্ষ্মণ—এই তো, এই তো বালী—

তার দুটি চোখ শিথিল ও লাল। শক্ত ও বিশাল দুটি হাত নিয়ে বালী (যেন) যমলোকে প্রবেশ করতে উদ্যত। চোখা-চোখা শরে-ঢাকা, প্রাণ স্পন্দন নিভে আসছে এমন শরীরটাকে কোনমতে গুটিয়ে নিয়ে সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ॥ ১৬ ॥

বালী—(অজ্ঞান হয়ে, পরে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে, রামের নামের অক্ষরসমূহ উচ্চারণ করে রামকে উদ্দেশ করে) হে রাম! আপনি রাজধর্মকে আশ্রয় করে রয়েছেন, আপনি সেই বীর, যিনি ভুবনসমূহের ছলনাকে দূর করতে উদ্যত—আপনিও ধর্মের পথ ত্যাগ করে যুদ্ধে আমাকে সরাসরি ছলনা করেছেন, এ তো খুবই যুক্তিযুক্ত! ॥ ১৭ ॥

হায় কি কাণ্ড!

আপনি সৌম্যদর্শন এবং যশস্বী; ছলনা আশ্রয় করে আমাকে প্রহার করায় আপনার প্রচুর অখ্যাতি জন্মেছে। ॥ ১৮ ॥

হে রাঘব! আপনি চীর ও বল্কল ধারণ করেছেন; বেশ-বৈপরীত্যের ফলে আমার ভাই সুগ্রীবের মন বিপর্যস্ত ছিল (সেই অবস্থায়) তার সংগে আমি যখন যুদ্ধরত—তখন আমাকে যে গোপনে বধ করা হলো, সেটা অধর্মের কাজ হয়েছে!

রাম—লুকিয়ে বধ করাটা এখানে অধর্মের কাজ কি করে হলো?

বালী—সন্দেহ কি?

রাম—না, কখনই নয়। দেখ—

ফাঁদ পেতেও পশুদের বধ করা হয়ে থাকে। তুমি বধ্য পশু হওয়ার জন্য লুকিয়ে থেকে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি। ॥ ১৯ ॥

বালী—আপনি আমাকে দণ্ডের যোগ্য মনে করেন?

রাম—এতে আর সন্দেহ কি?

বালী—কি কারণে?

রাম—অগম্যা রমণীর সঙ্গে সম্বন্ধের কারণে।
বালী—অগম্যাকে স্পর্শ করা (আবার কি)? এ আমাদের ধর্ম!
রাম—বাঃ, বেশ (বলেছ) তো। ওহে—তুমি বানরপ্রধান, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম জেনেও নিজে (একেবারে) পশু হয়ে ভাইয়ের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করেছ। ॥ ২০ ॥
বালী—ভাইয়ের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি ঘটানোর জন্য সুগ্রীব ও আমার উভয়েরই সমান দোষ; কিন্তু এ ব্যাপারে আমি দণ্ডিত হলাম, সুগ্রীব নয়!
রাম—তুমি দণ্ডের যোগ্য, তাই তোমাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। দণ্ডের যোগ্য যে নয় তাকে দণ্ড দেওয়া হয় না।
বালী—আমার গুরুর ধর্মপত্নীর শ্লীলতাহানি করেছিল সুগ্রীব—আমি সুগ্রীবের পত্নীর শ্লীলতাহানি করেছিলাম। এজন্য—হে রাম, শুধু আমি কেন দণ্ড পাবো? ॥ ২১ ॥
রাম—সেখানে তো কোন বড় ভাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে নি।
বালী—তাহলে আর বলার কি আছে? আপনি রামচন্দ্র যখন আমাকে দণ্ড দিয়েছেন, তখন আমার সব পাপ মুছে গেছে।৬
রাম—তাই হোক।
সুগ্রীব—হায়, হায়!
গজেন্দ্রগতি বানরপ্রধান! গজশুণ্ডের মতো তোমার দুই বাহুর অঙ্গদ শত্রুর শস্ত্রপ্রহারে চূর্ণ হয়ে গেছে! তারা মাটিতে পড়ে আছে দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! ॥ ২২ ॥
বালী—সুগ্রীব, দুঃখ করে কি হবে? এই তো জগতের ধর্ম!

(নেপথ্যে)

হায়, হায়; মহারাজ—
বালী—সুগ্রীব, মহিলাদের বারণ কর, আমাকে এ অবস্থায় যেন (তারা) না দেখে!
সুগ্রীব—মহারাজের যেমন আদেশ। হনুমান, তাই কর!
হনুমান—রাজকুমার যেমন আদেশ করেন।

(অঙ্গদ ও হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান—অঙ্গদ! এখানে, এখানে।
অঙ্গদ—পশুকুলের প্রভু (বানররাজ) মৃত্যুপথযাত্রী, এ সংবাদ শুনে হৃদয় সন্তপ্ত—স্খলিতচরণে কোনমতে চলেছি! ॥২৩॥
হনুমান, মহারাজ কোথায়?
হনুমান—এই যে মহারাজ—
বাণের আঘাতে বক্ষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ভূমিতে পড়ে আছেন—পর্বতশ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চ কার্তিকেয়ের বাণের আঘাতে এমনি দশায় পড়েছিল। ॥ ২৪ ॥
অঙ্গদ—(কাছে গিয়ে) হায় মহারাজ—
অতীব বলশালী এই বানরশ্রেষ্ঠ পূর্বে সুখে শয়ন করতেন, এখন ইনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন—সারা শরীর অবশ ও নিষ্ক্রিয়। হে বীর, তীক্ষ্ন বাণে আচ্ছাদিত আবরণহীন দেহ ত্যাগ করে তুমি কি আজ স্বর্গে যেতে চাচ্ছ? ॥ ২৫ ॥

(মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন)

বালী—অঙ্গদ, থাক, থাক—দুঃখ করে কি হবে?

সুগ্রীব,

আমার পূর্বকৃত অন্যায় মন থেকে মুছে ফেল; তুমি বানরাধিপ। ক্রোধ ভুলে গিয়ে কুলধর্ম ভালভাবে গ্রহণ কর, আমাদের বংশের ধারাকে স্থাপন কর। ॥ ২৬ ॥

সুগ্রীব—মহারাজের যেমন আদেশ।

বালী—রাঘব, যে কোন অপরাধে এই দুজনের (সুগ্রীব ও অঙ্গদের) বানরসুলভ চপলতা ক্ষমা করবেন।

রাম—তাই হবে।

বালী—সুগ্রীব! আমাদের বংশের সম্পদ এই হেমমালা গ্রহণ কর।

সুগ্রীব—অনুগৃহীত হলাম। (গ্রহণ করলেন)

বালী—হনুমান, জল নিয়ে এস।

হনুমান—মহারাজ যেমন আদেশ করেন—

(বাইরে গিয়ে আবার প্রবেশ করে)

এই যে জল।

বালী—(আচমন করে) আমাব প্রাণ শেষ হয়ে আসছে। এই সব গঙ্গা প্রভৃাত মহানদী ও উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; মহাকাল আমাকে নেবাব জন্য (হাজার) হংসে টানা রথ পাঠিয়েছেন—সে রথ উপস্থিত। যাই হোক, এই যে আমি আসছি।

(স্বর্গে গমন করলেন)

সকলে—হায়, হায় মহারাজ!

রাম—হায়, বালী স্বর্গে গেল। সুগ্রীব! এর (দেহের) সংস্কার কর।

সুগ্রীব—প্রভু যেমন আদেশ করেন।

রাম—লক্ষ্মণ! এখন সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন কর।

লক্ষ্মণ—আর্য যেমন আদেশ করেন।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

(ককুভের প্রবেশ)

ককুভ—কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই বানর দলপতিরা সকলে আহারে ব্যস্ত। অতএব, আমিও কিছু খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করি।

(তাই করল)

(বিলমুখের প্রবেশ)

বিলমুখ—(কিছুদূর গিয়ে সামনে চেয়ে) মহারাজ সুগ্রীব আমাকে পাঠিয়েছেন; মহান্ রামচন্দ্রের প্রত্যুপকার কবার জন্য সমস্ত দিকে সীতাকে অন্বেষণ করতে যে বানরদের পাঠান হয়েছিল তারা সব ফিরে এসেছে। তাদেব মধ্যে দক্ষিণাপথ থেকে ফিরেছে কুমার অঙ্গদ—আমাকে বলা হয়েছে, তার কাছ থেকে খবর জেনে শীঘ্র এসো।

তাইতো, কুমার অঙ্গদ এখন কোথায় গেলেন? (ঘুরে ফিরে সামনে

তাকিয়ে) এই তো আর্য ককুভ, এঁকে জিজ্ঞাসা করি। (এগিয়ে গিয়ে) আপনি ভাল তো ?

ককুভ—এই যে বিলমুখ ! আপনি কোথা থেকে ?

বিলমুখ—মশাই, মহারাজ সুগ্রীবের নির্দেশে কুমার অঙ্গদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ককুভ—আর্য রাম আর মহারাজ (সুগ্রীব) ভাল আছেন তো ?

বিলমুখ—হ্যাঁ, ভাল আছেন।

ককুভ—মহারাজ সুগ্রীবের কি ইচ্ছা ?

(বিলমুখ 'আমাকে পাঠানো হয়েছে'—ইত্যাদি আগের মতোই বলে গেল)

ককুভ—তুমি কি জান না, কাজের অর্ধেকটা শেষ হয়েছে ?

বিলমুখ—কি রকম ? কি রকম ?

ককুভ—শোনো,

গজসমূহের বাসভূমি পর্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রে আরোহণ করে, পক্ষীরাজ জটায়ুর কাছ থেকে রামপত্নীর বৃত্তান্ত জানতে পেরে লংকায় পেঁছানোর জন্য বায়ুপুত্র (হনুমান) অত্যধিক শক্তিবলে আজ সাগর পার হয়েছে।॥ ১ ॥

অতএব, এখন এসো, রাজকুমার অঙ্গদের কাছে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

(রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা সীতার প্রবেশ)

সীতা—হায়, হতভাগিনী আমি অত্যন্ত ধীরস্বভাবা হয়ে পড়েছি ! আর্যপুত্র রামের বিরহদুঃখ ভোগ করছি আমি ! আমাকে রক্ষোরাজের প্রাসাদে নিয়ে এসে অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও অনুচিত কথাবার্তা শোনানো হচ্ছে—তবুও, পোড়া কপাল আমার, আমি বেঁচে আছি। অথবা প্রাণটা আর্য-পুত্র রামের—একথাটা মনে করে নিজেকে আশ্বস্ত করছি। কিন্তু আজ যেন কর্মকারের জ্বলন্ত আগুনের হাপরে জলের ছিটের মতো কিছুটা মনের শান্তি হচ্ছে ! কি জানি, আমাকে ছাড়া আর্যপুত্র রামের মন খুশি আছে কিনা !

(অংগুরীয়ক হাতে নিয়ে হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান—(লংকায় প্রবেশ করে) আশ্চর্য, রাবণভবনের সাজসজ্জা !

সোনার তৈরি বিচিত্র তোরণে (সাজানো) সমৃদ্ধ লংকা ! এখানে বিভিন্ন স্থানও সেরা সেরা মণি ও প্রবালে বাঁধানো ; সুন্দর সুন্দর নানারকমে শোভিত বিমানগুলিকে আকাশে দেখে এ লংকাকে ইন্দ্রপুরীর (অমরাবতীর) মতো মনে হচ্ছে। ॥ ২ ॥

কিন্তু হায়, আশ্চর্য !

এমন অতীব উৎকৃষ্ট রাজ্যলক্ষ্মীকে পেয়েও বিপথগামী হওয়ায় দশানন রাবণ সে সম্পদকে নাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। ॥ ৩ ॥

(চারদিকে ঘুরে নিয়ে) লংকার প্রায় সব জায়গায় আমার ঘোরা হয়ে গেল !

প্রাসাদের ভেতরে আঁতুড়-ঘর থেকে শুরু করে বাগান-বাড়ি পর্যন্ত১ ! বিমানগৃহসমূহে, স্নানাগারগুলিতে রাক্ষসশ্রেষ্ঠের ভবনের প্রাসাদসমূহে, পানশালায়, রাত্রির (রাত্রিতে ব্যবহারের ?) গোপন স্থানসমূহেও২ বার

বার খুঁজেছি। সব জায়গা খুঁজলাম, কিন্তু, উঃ। কোথাও নৃপতি রামের মহিষীকে দেখতে পেলাম না। ॥ ৪ ॥

হায়, আমার পরিশ্রম ব্যর্থ। যাক, এখন এই ভবনচূড়ায় উঠে দেখি। (তাই করে) এ যে সব প্রমোদ-বনের পরে প্রমোদ-বন। এখানে ঢুকে খোঁজ করি। (ঢুকে ও দেখে) আশ্চর্য! প্রমোদ-বনের কি বাহার! এখানে—

বিভিন্ন স্থান স্বর্ণ, প্রবাল ও ইন্দ্রনীলে খচিত বিশাল বৃক্ষসারিতে শোভিত শুভ্র রমণীয়তর পর্বতসমূহ রয়েছে, সেগুলোকে আকাশে দেবশ্রেষ্ঠদের বিহারভূমির মতো দেখাচ্ছে। ॥ ৫ ॥

তাছাড়া,

স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু পদার্থ বিচিত্রধারায় ঝরে পড়ছে এমন সুন্দর পর্বত-সমূহ আমি দেখলাম, বিভিন্ন জলচর পক্ষীতে শোভিত দীর্ঘিগুলি দেখলাম, পুষ্পফলে সর্বদা সমৃদ্ধ বৃক্ষসমূহ রয়েছে এমন স্থানগুলিও দেখলাম; সব কিছুই দেখা হলো, কিন্তু রাবণের আলয়ে সীতার দেখা পেলাম না। ॥ ৬ ॥

এ জায়গা কাকে যেন (একটু বেশি) জ্যোতির্ময় দেখা যাচ্ছে! আচ্ছা, দেখি! (তাই করে) আরে, ইনি আবার কে?

নানাকাজে ব্যাপৃত বিকট রাক্ষসীর দল বেষ্টন করে আছে এই সুন্দরীকে। ইনি কালোমেঘের মধ্যে (জ্বলজ্বলে) বিদ্যুল্লতার মতো শোভা পাচ্ছেন। ॥ ৭ ॥

ইনি—

একটিই বেণী ধারণ করে আছেন—যেন কাল সাপ। হাত দিয়ে মাপা যায় এঁর কটিদেশ; এঁর মন জুড়ে রয়েছে প্রিয় স্বামীর চিন্তা, অনাহারে শরীর ক্ষীণ হয়ে গেছে, অশ্রুতে সিক্ত এঁর মুখ! এঁকে দেখাচ্ছে যেন বনের একটি পদ্মহার রোদে ঝলসে শুকিয়ে গেছে। ॥ ৮ ॥

আরে, এ যে আলো দেখা যাচ্ছে! (দেখে) বাবা! (এ যে) রাবণ!

মণিময় এঁর মুকুট; সুন্দর, তাম্রবর্ণ ও বিশাল এঁর চক্ষু, বিলাসী ও ললিতভঙ্গিমায় ইনি চলেন—যেন মত্তহস্তির মতো চলন-বলন! সিংহ যেমন হরিণীদের মধ্যে বিচরণ করে তেমনিই এই রাক্ষসপতি তরুণীদের বাসভূমিতে শোভা পাচ্ছেন। ॥৯॥

এখন কি করি? আচ্ছা, পেয়েছি। এই অশোকগাছটায় চড়ে এর কোটরে ঢুকে সব ব্যাপার ভালভাবে জানব।

(তাই করল)

(সপরিবারে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ—দিব্য অস্ত্রের সাহায্যে দেবতা দানব ও দৈত্য সেনানীদের ছত্রভঙ্গ করেছি, যুদ্ধে ক্রুদ্ধ দেবহস্তিব দন্তের বজ্রে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে—এমন রাবণকে বিবেকবুদ্ধিহীনা সীতা ভালবাসে না, সেই নির্বোধ রমণী, সামান্য ক্ষত্রিয়-তাপসকে ভালবাসে। হায়, এসব নিশ্চয়ই দৈবের বিঘ্নকার্য! ॥ ১০ ॥

(উপরে তাকিয়ে) এই তো, এই তো চাঁদ উঠছে! রুপোর আয়নার মতো তার দীপ্তি; অজস্র কিরণে আমার হৃদয়কে বেদনাতুর করে কুমুদবনের প্রিয়বন্ধু ঐ চাঁদ যেন আয়েস করে আকাশে উঠছে! ॥১১॥

(বিচরণ করে)

এই তো সীতা, গাছের তলায় ধ্যানমগ্নচিত্তে বসে রয়েছেন, এঁর মুখশ্রী উপবাসে ক্ষীণ, এঁর স্তন ও উদর দুর্লক্ষ্য। ইনি যেন নিজের দেহেই নিজে প্রবেশ করতে চান। ঝড়বাদলের দিনে ঢাকা-পড়া চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো তিনি রাক্ষসীদের মধ্যে বসে আছেন। এই সীতা—

ভোগসুখসমূহ তুচ্ছ করে, আমাকে ও আমার এই সম্পদ উপেক্ষা করে, মানুষকে ভালবাসে ; সে কিছুতেই (আমার) বশে আসেনি। ॥১২॥

হনুমান—যাক, ভালই বোঝা গেল—

এই সেই রাজকন্যা মৈথিলী—রামের পত্নী, সিংহের দর্শনে সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো বেদনাভোগ করছেন। ॥১৩॥

রাবণ—(সামনে গিয়ে) সীতা, এই উগ্র ব্রত তুমি ত্যাগ কর। সুন্দরি, সমস্ত দেহ দিয়ে তুমি আমাকে ভজনা কর। শোন, সেই মানুষটির আয়ু শেষ (হয়ে এসেছে)। কামনার পথও সে ত্যাগ করেছে ; তাকে তুমি (মন থেকে) মুছে ফেল। ॥১৪॥

সীতা—এই রাবণটা পরিহাসের যোগ্য! কথাবার্তায় ভদ্রতা পর্যন্ত জানে না।

হনুমান—(ক্রোধের সঙ্গে) বেটা রাবণের কি অহংকার!

রামের সেই বাহুযুগলকে না জেনে, সেই মহৎ ধনুকে না জেনে সেই বাণকে না জেনে এসব কথা বলছে—ওর অদৃষ্ট করিয়েছে তো, তাই। ॥১৫॥

আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না। যাক, আমিই আর্য রামের কাজ করে দিচ্ছি। দুষ্ট রাবণকে যদি মেরে ফেলি, তবে কাজ হাসির হবে ; আবার সেই রাক্ষস রাবণ যদি আমাকে বধ করে, তবে এই বিরাট কাজটি পণ্ড হবে। ॥১৬॥

রাবণ—সুন্দরী! ক্ষীণতনু! সুনয়নে :

নীলপদ্মের মালার মতো এই বেণী খুলে ফেল, বহুবিধ মণিরত্নে ভূষিত দশাননকে মনে মনে কামনা কর। ॥ ১৭ ॥

সীতা—উঃ, ধর্মের কি বিপর্যয়! কারণ এই পাপী রাক্ষস (এখনও) বেঁচে রয়েছে!

রাবণ—আচ্ছা, সীতাদেবী—

সীতা—আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি!

রাবণ—ও বাবা! পতিব্রতার তেজ দেখ!

ইন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে দেবতারা আমার হাতে নিগৃহীত হয়েছিল, দৈত্যরাও আমার হাতে নিপীড়িত হয়—সেই আমি সীতার শাপের এই তিনটি অক্ষরে (শপ্ত—শ, প, ত) যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছি! ॥১৮॥

(নেপথ্যে)

রাজার জয় হোক! লঙ্কাপতির জয় হোক, প্রভুর জয় হোক, মহারাজের জয় হোক! দশ নাড়িকা সম্পূর্ণ—স্নানের সময় চলে যাচ্ছে। আসুন, আসুন মহারাজ!

(সপরিবারে রাবণের প্রস্থান)

হনুমান—যাক, রাবণ চলে গেছে, রাক্ষসস্ত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সীতাদেবীর কাছে যাওয়ার এটাই সময়। (কোটর থেকে নিচে নেমে) সতী সীতাদেবীর জয় হোক!

আপনার প্রতি স্নেহবশত যে সন্তাপ জন্মেছে তাইতে মহারাজের চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে ; শ্রীরাম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। ॥১৯॥

সীতা—(চিন্তা করে) কে এই লোক? হয়তো কোন পাপাচারী রাক্ষস—'আমি আর্যপুত্র রামের লোক'—একথা বলে আমাকে প্রতারিত করতে এসেছে। যাক, চুপ করে থাকব।

হনুমান—আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমাকে অন্য লোক বলে আশঙ্কা করবেন না। আপনি দয়া করে শুনুন—

ইক্ষ্বাকুকুলের প্রদীপ (রামচন্দ্র) এবং বানররাজ (সুগ্রীব) আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি বানর—নাম হনুমান। ॥২০॥

সীতা—(স্বগতঃ) যে কেউ হোক না কেন, আর্যপুত্রের বিষয়ে কথা বলার জন্য আমি এর সঙ্গে কথা বলব। (প্রকাশ্যে) ভদ্র, আর্যপুত্রের খবর কি?

হনুমান—শুনুন দেবি,

অনাহারে সন্তপ্ত, পাণ্ডু ও শীর্ণ বদনে তিনি সর্বদাই আপনার গুণের কথা ভেবে ভেবে নিজের লাবণ্য ও সরস ভাব হারিয়েছেন ; অধীর হয়ে তিনি ক্রমশ রুগ্ন হয়ে পড়েছেন—আর সেই রুগ্ন দেহটিকেই তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন ; এর ওপবে আছে মদনের শরাঘাতের দাহ, যার ফলে চোখ দুটি সর্বদাই বাষ্পাকুল—। ॥২১॥

সীতা—(মনে মনে) হায়, হায়, কি লজ্জা, পোড়া কপাল আমার—আর্যপুত্রেব এরকম শোচনীয় অবস্থার কথা আমাকে শুনতে হচ্ছে। যদি এই বানরের কথা সত্য হয়, আর্যপুত্রের বিরহবেদনা সহ্য করার ক্লেশও দেখছি আমার সফল হয়েছে। আমার মতো লোকের প্রতি আর্যপুত্রের অনুকম্পা ও আগ্রহ জানতে পেরে সুখ ও দুঃখের মাঝখানে আমার চিত্ত আন্দোলিত হচ্ছে।

(প্রকাশ্যে) ভদ্র! তোমাদের সঙ্গে আর্যপুত্রের কেমন করে দেখা হলো?

হনুমান—দেবি, শুনুন—

যুদ্ধে বানরপ্রধান জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীকে বধ করে রামচন্দ্র কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীবকে বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হে রাজপুত্রি, মহারাজ সুগ্রীব আপনাকে অন্বেষণ করতে দিকে দিকে বানরদের পাঠিয়েছেন। দেবি, সেইসব বানরদের মধ্যে আমি এক পাখির কাছে আপনার সংবাদ শুনে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। ॥২২॥

আরো এরকম—

সীতা—হায়, বিধি সত্যই নির্দয়—আর্যপুত্রকে এত শোক ভোগ করতে হচ্ছে!

হনুমান—দেবি, আপনি আর শোক করবেন না। রাম নিশ্চয় মহাধনু গ্রহণ করে বানরসেনায় বেষ্টিত হয়ে দশাননকে আয়ত্ত করার জন্য লঙ্কাভিযান করবেন। ॥২৩॥

সীতা—আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? ভদ্র, সত্য বলছ তো? কি জানি!

হনুমান—(মনে মনে) হায়, কি কষ্ট! পতিপ্রাণা নারী প্রিয় স্বামীর কথা ভাল-ভাবে জেনেও শোকপীড়িতা হয়ে কোন কিছুই (যেন) বিশ্বাস করতে পারছেন না—যেমন প্রাণী অন্য দেহে গমন করলে পূর্বজন্মের ব্যাপার বুঝতে পারে না। ॥২৪॥

(প্রকাশ্যে) দেবি! আমি এখন

রাজপুত্রি, শ্রেষ্ঠ ধনু হাতে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে আপনার স্বামীকে এখানে নিয়ে আসছি ; আমার প্রতি সব সংশয় ত্যাগ করুন। শোক ভুলে গিয়ে আপনি শীঘ্রই নরশ্রেষ্ঠ রামের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন। ॥২৫॥

সীতা—ভদ্র ! আমার এই অবস্থার কথা শুনে আর্যপুত্র যাতে শোকগ্রস্ত না হন—সেভাবে তুমি আমার কথা বলবে।

হনুমান—আপনি যেমন আদেশ করেন।

সীতা—যাও, তোমার কাজ সফল হোক।

হনুমান—অনুগৃহীত হলাম। (ঘুরে গিয়ে) এখন আমার লঙ্কায় আসাটা কিভাবে লঙ্কাধিপতিকে জানাই। আচ্ছা, বুঝেছি।

কোকিলের আশ্রয়, মনোরম বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত ও পদ্মশ্রেণীতে মনোহর, মেঘের আভাযুক্ত ত্রিকূটের বনভূমিকে৪ হাত-পায়ের আঘাতে চূর্ণ করে রাক্ষসপতি রাবণের ঐশ্বর্যের অহঙ্কার দূর করব। ॥২৬॥

(সীতা ও হনুমানের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

(শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ)

শঙ্কুকর্ণ—এখানে কাঞ্চন-তোরণদ্বারে কে রয়েছে ?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী—আর্য ! আমি বিজয়া। কি করব, বলুন।

শঙ্কুকর্ণ—বিজয়া ! মহারাজ লংকাপতিকে জানাও, অশোকবন প্রায় ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে ! কেননা, মহারাজ রাবণের মহিষী মন্দোদরী ভূষণপ্রিয়া হয়েও যে বনে পল্লবসমূহ ছিন্ন করতেন না, মলয় সমীরণ যেখানে ভয়ের সাথে বীজন করত ; বীজন করতে করতে মলয় সমীরণও হাত দিয়ে ছোট ছোট বৃক্ষগুলিকে স্পর্শ করত না১ ইন্দ্রশত্রুর (রাবণের) সেই প্রিয় অশোকবন ভগ্ন হয়েছে, একথা জানাও। ॥১॥

প্রতিহারী—আর্য, সর্বদা মহারাজের এখানে রয়েছি। এর আগে এরকম ব্যস্ত-সমস্ত ভাব কখনও দেখি নি। ব্যাপারটা কি ?

শঙ্কুকর্ণ—মহাশয়া, কাজের সময় চলে যাচ্ছে ! তাড়াতাড়ি মহারাজকে জানাও।

প্রতিহারী—আচ্ছা জানাচ্ছি। (প্রস্থান)

শঙ্কুকর্ণ—(সামনে চেয়ে) আরে, এই তো মহারাজ লংকাপতি এদিকেই আসছেন—যাঁর তাজা পদ্মের মতো তীব্র চোখের দৃষ্টি ! ঝলমলে সোনার প্রদীপ যাঁর সামনে চলেছে, রোষের সঙ্গে যিনি এগিয়ে চলেছেন, তাঁকে দেখে যুগের শেষে সূর্য উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। ॥২॥

(যথোক্তভাবে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ—কি ব্যাপার, কি ব্যাপার, নূতন কথা শুনছি ! বল তো, কার মরণপাখা উঠেছে ? কোন্ লোক ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে বেপরোয়াভাবে অশোকবন ধ্বংস করেছে এবং আমাকে অপমান করেছে ? ॥৩॥

শঙ্কুকর্ণ—(সামনে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক। কাউকে কোন খবর না দিয়ে ঢুকে পড়ে কোন্ একটা বানর রাগে রাগে অশোকবন চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে।
রাবণ—(অবজ্ঞার সঙ্গে) কি, বানরে ভেঙে ফেলেছে? যাও, এক্ষুনি ধরে আন।
শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের যেমন আদেশ। (প্রস্থান)
রাবণ—আচ্ছা, আচ্ছা।

যুদ্ধে আমি ত্রিভুবনের ভয় জন্মালেও, দেবতারা যদি আমার এরকম ক্ষতি করে, তবে সেই অমৃতভোজী (দেবতারাও) অচিরেই এই শঠতার ফলভোগ করবে। ॥৪॥

(শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ)

শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের জয় হোক। মহারাজ! সে বানর অত্যন্ত বলশালী। সে আমগাছগুলোকে মৃণালের মতো তুলে ফেলেছে; মুষ্টির আঘাতে দারু পর্বত ভেঙেছে; হাতের চাপড়ে লতার ঘরগুলোকে ভেঙে-চুরে দিয়েছে, হুংকারে প্রমোদবনের পালকদের অজ্ঞান করে ফেলেছে। তাকে ধরতে পারে এমন সেনাবাহিনী পাঠাতে আদেশ করুন।
রাবণ—তাহলে বানরটাকে ধরার জন্য হাজার সেনার এক বাহিনী পাঠাও।
শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের যেমন আদেশ!

(প্রস্থান ও পুনরায় প্রবেশ)

মহারাজের জয় হোক্।

সে গাছ দিয়ে যুঝছে। আমাদেরই গাছপালা উপড়ে নিয়ে আমাদেরই কর্মরত শক্তিশালী কিংকরদের সে মুহূর্তে ধ্বংস করেছে। ॥৫॥

রাবণ—কি? ধ্বংস করেছে? তাহলে বানরটাকে ধরার জন্য কুমার অক্ষকে বল।
শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের যেমন আদেশ।

(প্রস্থান)

রাবণ—(চিন্তা করে) কুমার অক্ষ অস্ত্রে পারদর্শী, বীর ও বলবান। বল প্রয়োগ করে সে বলশালী বানরকে ধরে ফেলবে অথবা মেরেই ফেলবে। ॥৬॥

(শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ)

শঙ্কুকর্ণ—মহারাজ! বানরকে ধরার জন্য এর পরের সেনানীকে আদেশ করুন।
রাবণ—কেন?
শঙ্কুকর্ণ—কুমার অক্ষকে বানরের দিকে ছুটতে দেখে, মহারাজ আদেশ না করলেও পাঁচ সেনাপতি কুমারের পিছনে পিছনে ছুটেছিলেন—
রাবণ—তারপর, তারপর?
শঙ্কুকর্ণ—তারপর তাদের ছুটতে দেখে বানরটা যেন কিছু ভয় পেয়ে তোরণে লুকিয়ে থেকে সোনার তোরণস্তম্ভ উঠিয়ে নিয়ে পাঁচ সেনাপতিকে চূর্ণ করেছে—
রাবণ—তারপর? তারপর?
শঙ্কুকর্ণ—তারপর কুমার অক্ষকে

বানর মুষ্টির আঘাতেই হত্যা করল। (কুমারের) চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়েছিল; রথের ঘোড়ারা আরও জোরে ছুটেছিল, (সেই রথ) তিনি চালিয়ে নিলেন—বর্ষাকালের মেঘের মতো কুমার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গেলেন, তিনি বাণসমূহ সজোরে বর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু সেই সব বাণকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ তাঁর রথকে আক্রমণ করে কুমারের ঘাড় ধরে সজোরে জাপটে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বানর তাঁকে বধ করেছে। ॥৭॥

রাবণ—(সক্রোধে) আর, কি ? একেবারে বধ করল ?
তুমি থাক, আমিই এই জন্তু বানরটাকে ধরে আমার ক্রোধাগ্নির কণাতেই মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত করছি। ॥৮॥
শঙ্কুকর্ণ—মহারাজ প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। কুমার অক্ষ নিহত হয়েছেন শুনে ক্রুদ্ধচিত্ত কুমার ইন্দ্রজিৎ বনবাসী বানরের দিকে যাত্রা করেছেন—
রাবণ—তাহলে যাও, আবার ব্যাপারটা জেনে এস।
শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের যেমন আদেশ।

(প্রস্থান)

রাবণ—কুমার ইন্দ্রজিৎ অবশ্য অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী।
যুদ্ধে বীরদের মৃত্যু হয় অথবা বিজয় ঘটে থাকে, তাহলেও এখানে কুমার ইন্দ্রজিতের বিষয় বলে আমার মনে একটু চিন্তা হচ্ছে। ॥৯॥

(শঙ্কুকর্ণের প্রবেশ)

শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের জয় হোক! লঙ্কাধিপতির জয় হোক! প্রিয়দর্শনের জয় হোক!
সেই বানরের সঙ্গে কুমার ইন্দ্রজিতের তুমুল যুদ্ধ বাধল। তারপর সেই বানর অল্প সময়ের মধ্যেই এখন (দড়িদড়ার) বাঁধনে ধরা পড়েছে। ॥১০॥
রাবণ—ইন্দ্রজিতের হাতে একটা বানর ধরা পড়েছে তো আশ্চর্য হবার কি আছে ? এই, এখানে কে আছ ?

(জনৈক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস—মহারাজের জয় হোক!
রাবণ—যাও, বিভীষণকে ডেকে আন।
রাক্ষস—মহারাজের যেমন আজ্ঞা!

(প্রস্থান)

রাবণ—শঙ্কুকর্ণ, তুমিও বানরটাকে আন।
শঙ্কুকর্ণ—যেমন আদেশ করেন।

(প্রস্থান)

রাবণ—(চিন্তা করে) হায় কষ্ট! হিতকামী রাক্ষস ও দেবতারাও যে লঙ্কায় প্রবেশের কথা মনে চিন্তা করতে পারে না, সেই লংকায় কিনা রাবণকে পরাভূত করে একটা বানর ঢুকে পড়ল! ॥১১॥
তাছাড়া—
আমি গর্বোদ্ধত হয়ে দেবদানবের সঙ্গে ত্রিভুবনকে সংগ্রামে জয় করেছিলাম। ভূত ও প্রেতগণে পরিব্যাপ্ত কৈলাস পর্বত ও তার অধিপতিকে আক্রমণ করায় দেবী পার্বতীও ভয়ে কম্পিত হয়েছিলেন। কৈলাসপতির কাছে বর পেয়েছিলাম, কিন্তু হিমালয়দুহিতা ও নন্দী দুজনে অনাদরে আমাকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেই অভিশাপ এখন বানরের বিভিন্ন কার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।২ ॥১২॥

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ—(চিন্তা করতে করতে) হায়, মহারাজের বিরুদ্ধ-বুদ্ধি দেখা দিয়েছে, দেখছি। কেননা—
আমি তাঁকে বার বার বলেছিলাম, মৈথিলীকে ফিরিয়ে দিন ; কিন্তু তিনি জ্ঞাতিবন্ধুদের দুঃখশোক ঘটাবেন বলেই (হয়তো) সে-কথায় কান দেন নি। ॥১৩॥

(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হোক।
রাবণ—বিভীষণ! এস এস, কাছে বস।
বিভীষণ—এই আমি বসছি। (উপবেশন করলেন)
রাবণ—বিভীষণ, তোমাকে উদাসীন দেখাচ্ছে যেন।
বিভীষণ—কথামতো কাজ করে না যে প্রভু তাঁকে আশ্রয় করে থাকলে ভৃত্যদের এরকম ঔদাসীন্য দেখা দেয়।
রাবণ—এসব কথা রাখ। তুমি সেই বানরকে নিয়ে এস।
বিভীষণ—মহারাজ যেমন আদেশ করেন।

(প্রস্থান)

(তারপর রাক্ষসদের হাতে বন্দী হনুমানের প্রবেশ)

সকলে—এই, এই যে, এইদিকে।
হনুমান—সেই দুরাচারী রাক্ষস (ইন্দ্রজিৎ) আমাকে ধরতে পারে নি। রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখবার ইচ্ছাতেই আমি ধরা দিয়েছি। ॥১৪॥
(কাছে গিয়ে) মহারাজ, আপনার কুশল তো?
রাবণ—(অবজ্ঞার সঙ্গে) বিভীষণ, এসব কি বানরের কাজ?
বিভীষণ—মহারাজ, তার চেয়েও অনেক বেশি!
রাবণ—তুমি কিভাবে জানলে?
বিভীষণ—আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তুমি কে?
রাবণ—এই বানর, তুমি কে? কি কারণে তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ধরা পড়লে?
হনুমান—মহারাজ! শুনুন—
অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসজাত পুত্র আমি। রামচন্দ্র আমাকে পাঠিয়েছেন; হনুমাননামধারী বানর আমি। ॥১৫॥
বিভীষণ—মহারাজ! শুনলেন তো?
রাবণ—শুনে আর কি হবে?
বিভীষণ—হনুমান, পূজ্যপাদ রাঘব কি বলেছেন?
হনুমান—শুনুন রামের আদেশ—
রাবণ—কি বললে? কি বললে? রামের আদেশ? কে আছ, বানরটাকে বধ কর।
বিভীষণ—মহারাজ, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন।
সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও দূতেরা অবধ্য। অথবা রামের বক্তব্য শোনার পরে মহারাজের যা ইচ্ছা হয় করবেন।
রাবণ—ওরে বানর, সেই মানুষটা কি বলেছে?
হনুমান—ওহে! শুনুন—
শ্রেষ্ঠলোকের শরণ নাও বা শঙ্করের শরণ নাও অথবা দুর্গমতম পাতালে প্রবেশ কর—তীক্ষ্ণতম শরে তোমার শরীর ছিন্নভিন্ন করে তোমাকে যমালয়ে পাঠাবো। ॥১৬॥
রাবণ—হাঃ হাঃ হাঃ! আমি দিব্য অস্ত্রে দেবতাদের পরাভূত করেছি, দৈত্যপ্রভুগণ আমার বশীভূত; আমি কুবেরের পুষ্পক রথ অপহরণ করে তাকে নিস্তেজ করেছি। তুচ্ছ রাম নামক মনুষ্য আমাকে আক্রমণ করবে কি ভাবে? ॥ ১৭ ॥
হনুমান—এত বীর হয়েও আপনি লুকিয়ে কেন তাঁর স্ত্রীকে হরণ করেছিলেন?

বিভীষণ—হনুমান যথার্থ বলেছে।

রাক্ষসপুঙ্গব। তুমি মায়ার আশ্রয় নিয়ে রামকে দূরে সরিয়ে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে ছলনায় তাঁকে (সীতাকে) হরণ করেছিলে। ॥১৮॥

রাবণ—বিভীষণ, তুমি কি শত্রুপক্ষ আশ্রয় করেছ?

বিভীষণ—রাজন্। দয়া করুন, আমার হিতকথা শুনুন—রামের ধর্মপত্নীকে ফিরিয়ে দিন। আপনি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ হয়েও এই কুলকে নষ্ট করবেন, এটা আমার ইচ্ছা নয়। ॥ ১৯ ॥

রাবণ—বিভীষণ। ভয় করো না, ভয় করো না। দীর্ঘকেশর সিংহকে কি হরিণ বধ করতে পারে? বিরাট মস্ত হস্তিকে কি শৃগাল হত্যা করতে পারে? ॥ ২০ ॥

হনুমান—রাবণ। তুমি হতভাগ্য; তোমার পক্ষে রামচন্দ্রকে এভাবে বলা উচিত নয়। এসব কখনও বলবে না—

নিশাচরাধম রাবণ; তোমার শেষ হয়ে এসেছে, পুণ্যও ফুরিয়েছে; সবার সেরা বীর যিনি দেবেন্দ্রসদৃশ, যাঁর তুলনা নেই, যিনি পৃথিবীর একমাত্র (যোগ্য) প্রভু, সেই রামচন্দ্র সম্পর্কে তোমার মত নীচ ব্যক্তিদের কি এমন করে বলা উচিত? ॥ ২১ ॥

রাবণ—কি? নাম ধরে বলছে? বধ কর বানরটাকে! না থাক, দূতবধ নিন্দনীয়। শঙ্কুকর্ণ! এর লেজে আগুন দিয়ে একে ছেড়ে দাও।

শঙ্কুকর্ণ—মহারাজের যেমন আদেশ। এই যে করছি।

রাবণ—এদিকে এস হনুমান।

হনুমান—এই তো এখানে।

রাবণ—আমার কথা সে-মানুষটাকে বলবে—

তোমার স্ত্রীকে চুরি করে আমি তোমাকে পরাজিত করেছি; যদি তোমার ধনুর্বিদ্যায় অহঙ্কার থাকে, তবে আমার সঙ্গে বিরাট যুদ্ধে মিলিত হও। ॥ ২২ ॥

হনুমান—অচিরেই তুমি দেখতে পাবে,

তোমার লঙ্কাপুরীর চারদিকে বানরসৈন্য ঘিরে ফেলেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে তার প্রাচীর ও তোরণ—এমন কি তার বিলাস-উদ্যান পর্যন্ত লুণ্ঠিত। রঘুশ্রেষ্ঠের ধনুর শব্দেই তুমি পরাজিত হবে। ॥ ২৩ ॥

রাবণ—আঃ। এই বানরটাকে থামাও।

রাক্ষসেরা—এই এখানে, এখানে।

(রাক্ষসদের সঙ্গে হনুমানের প্রস্থান)

বিভীষণ—মহারাজ, প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। মহারাজের মঙ্গলের বিষয়ে আমার কিছু বলার ইচ্ছা আছে।

রাবণ—বল, সেরকম ভাল কথা আমরা শুনতে চাই।

বিভীষণ—রাক্ষসকুলের ধ্বংস সব দিক থেকে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

রাবণ—কি কারণে?

বিভীষণ—মহারাজের বিপরীত বুদ্ধির জন্য।

রাবণ—কোন্ বিষয়ে আমার বিপরীত বুদ্ধি?

বিভীষণ—সীতাকে অপহরণ করায়।

রাবণ—সীতাকে অপহরণ করায় কি দোষ থাকতে পারে?

বিভীষণ—অধর্ম এবং—

রাবণ—'এবং' কথাটায় মনে হচ্ছে, তুমি আরও কিছু বলতে চাও। কি বলতে চাও, বল।

বিভীষণ—সেটা হচ্ছে—

রাবণ—বিভীষণ, লুকোচ্ছ কেন? আমার প্রাণের দিব্য, যদি সত্য কথা না বল।

বিভীষণ—মহারাজ যদি অভয় দেন।

রাবণ—অভয় দিলাম, বল।

বিভীষণ—ভয়ানক যুদ্ধ হবে।

রাবণ—(সরোষে) ভয়ানক যুদ্ধ কি রকম?

রাক্ষসাধম! তুমি শত্রুপক্ষে গিয়ে আমার প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মিয়ে নির্ভয়ে এসব বলছ। ॥ ২৪ ॥

কে আছ এখানে?

আমার ভ্রাতৃস্নেহকে অস্বীকার করে এ লোক শত্রুপক্ষকে আশ্রয় করেছে। চোখের সামনে একে আর দেখতে চাই না। আমার সামনে থেকে একে দূরে হটাও। ॥ ২৫ ॥

বিভীষণ—মহারাজ, প্রসন্ন হোন। আমি নিজেই যাচ্ছি।

রাজন্ তুমি আমাকে শাসন করেছ। আমি কোন দোষ করিনি, আমি চলে যাচ্ছি। ক্রোধ ও কামনা ত্যাগ করে যা করণীয় এখন তাই কর। ॥ ২৬ ॥

(কিছুটা গিয়ে) আমিও এখন—

আজই পদ্মলোচন, ভীষণ ধনুর্ধর, রাবণবধে কৃতসংকল্প, মনুষ্যদের দেবতা, হিতশ্রয়ী বলে খ্যাত রামচন্দ্রকে আশ্রয় করে নষ্ট রাক্ষসকুলকে পুনরায় উদ্ধার করবো। ॥২৭॥

(প্রস্থান)

রাবণ—যাঃ, বিভীষণ তাহলে চলে গেল! যাক, আমি এখন নগররক্ষার ব্যবস্থা করি।

(প্রস্থান)

॥ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত ॥

চতুর্থ অঙ্ক

(বানর কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকীয়—সেনাপতি! সেনাপতি! বানরবাহিনীকে সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হতে বল।

(বলাধ্যক্ষের প্রবেশ)

বলাধ্যক্ষ—আর্য, কি জন্য প্রস্তুত হতে বলছেন?

কাঞ্চুকীয়—পূজ্যপাদ হনুমান আর্য রামচন্দ্রের মহিষী সীতাদেবীর বৃত্তান্ত জেনে এসেছেন।

বলাধ্যক্ষ—কি রকম, কি রকম?

কঞ্চুকীয়—শোন,

অতীব শোকসন্তপ্তা রাজনন্দিনী সীতাদেবী নাকি লঙ্কায় আছেন। ধর্মের অনুশাসন না মেনে রাবণ তাঁকে সেখানে ক্লেশ দিচ্ছেন। এসব শুনে

রামচন্দ্রের মন অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হওয়ায় মহারাজ সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বানরবাহিনীকে যুদ্ধে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। ॥ ১ ॥

বলাধ্যক্ষ—আচ্ছা, মহারাজের যেমন আদেশ।

কাঞ্চুকীয়—যাক, আমিও মহারাজ সুগ্রীবকে জানাই—বানরবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

(রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানের প্রবেশ)

রাম—বৃহৎসানু ও নিবিড় বনকুঞ্জ শোভিত মেঘতুল্য পর্বতসমূহ অতিক্রম করেছি। ব্যাঘ্র, সিংহ ও বিশাল হস্তিগণ যেখানে জল পান করে সেই সব নদীও পার হয়ে এলাম ; পুষ্পফলে সমৃদ্ধ, বৃক্ষে পরিপূর্ণ বিশাল ও বিচিত্র কানন অতিক্রম করে এসেছি। আমি এখন বানরসৈন্যদের সঙ্গে সাগরের বেলাভূমিতে উপস্থিত। ॥২॥

লক্ষ্মণ—এই যে ভগবান্ বরুণ!

জলভরা বিশাল মেঘের মতো কালো যাঁর জল, চঞ্চল ফেনতরঙ্গ যাঁর সুন্দর কণ্ঠহার, সহস্র নদীকে যিনি বাহু হিসাবে পেয়েছেন, সেই নদীপতি সমুদ্র প্রসারিত অবস্থায় বিকুর মতো শোভা পাচ্ছেন। ॥ ৩ ॥

রাম—ওহে কি রকম, কি রকম?

শরসন্ধানকারী আমি শত্রুকে দূর করতে উদ্যত ; সেই শত্রুকে রক্ষা করার জন্য সাগর যেন আমাকে যুদ্ধ করতে বারণ করছে। ॥ ৪ ॥

সুগ্রীব—এ যে দেখছি আকাশে—

জলভরা মেঘের মতো যার প্রকাশ, স্বর্ণের রমণীয় অলংকার রয়েছে যার অঙ্গে—সেই রাক্ষস কোথা থেকে উপস্থিত হয়েছে ; পতঙ্গ যেমন শীঘ্র অগ্নিতে প্রবেশ করে। এ-ও ঠিক সেইরকম! ॥৫॥

হনুমান—ওহে, ওহে বানরবীরগণ! সকলে সতর্ক থাক।

এখন পর্বত, বৃক্ষ, মুষ্টিবন্ধ, দন্ত, নখ, জানু ও উগ্র গর্জন—এই সব দিয়েই যুদ্ধে রাক্ষস বধ করে বানরপ্রধানেরা আমাদের রাজাকে (রামকে) রক্ষা করুক। ॥ ৬ ॥

রাম—কি বললে? রাক্ষস? হনুমান, ব্যস্ত হবার কি আছে?

হনুমান—প্রভু যা আদেশ করেন।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ—এই যে, রামচন্দ্রের সেনানিবেশে উপস্থিত হয়েছি। (চিন্তা করে) দূত পাঠানো হয় নি আগে ; আমার আসার সংবাদও তাঁকে দেওয়া হয় নি ; আর আমি তাঁর মিত্রপক্ষের লোকও নই। এজন্য পূজ্যপাদ রামচন্দ্র আমাকে কি করে চিনবেন?

কেননা,

যিনি ক্রুদ্ধ হলে বজ্রপাণি (ইন্দ্র) নিজের হিতকামনা করে সামনে থাকতে পারেন না, দেবতারাও পারেন না সেই দেবারিপুর সামনে থাকতে। তাঁর অনুজ শরণাগত আমাকে—না জানি রামচন্দ্র কি বলবেন! এ চিন্তা করে আমার মনে শংকা জাগছে। ॥ ৭ ॥

অথবা,

ধর্মের স্বরূপ যিনি জেনেছেন, যিনি সৎ ও শরণাগতবৎসল সেই রামচন্দ্রের ব্যাপারে বিশুদ্ধ মন নিয়ে আমি কিভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারি? ॥ ৮ ॥

(নিচের দিকে তাকিয়ে) এই কি রঘুশ্রেষ্ঠের সেনানিবেশ? যাক, অবতরণ করি। (অবতরণ করে) হ্যাঁ, এখান থেকে আমার আগমন প্রভু রামচন্দ্রকে জানাব।

হনুমান—(উপরে তাকিয়ে) আরে, এ যে দেখছি, পূজ্যপাদ বিভীষণ।

বিভীষণ—আরে, এ যে হনুমান। হনুমান, আমার আসার সংবাদ প্রভুকে (রামচন্দ্র) জানাও।

হনুমান—জানাচ্ছি। (নিকটে গিয়ে) প্রভুর জয় হোক।

রাজন! তোমার কারণে (ভাই) রাবণ যাঁকে দূর করে দিয়েছেন সেই ধার্মিক বিভীষণ তোমার শরণ নেবার জন্য এখানে উপস্থিত। ॥ ৯ ॥

রাম—কি বললে, বিভীষণ শরণ নিতে এসেছে? বাছা লক্ষ্মণ, যাও, সমাদর করে বিভীষণকে নিয়ে এস।

লক্ষ্মণ—আর্য যেমন আদেশ করেন।

রাম—সুগ্রীব, তুমি যেন কিছু বলতে চাও বলে মনে হচ্ছে!

সুগ্রীব—প্রভু! নানারকম মায়া ও ছলনা আশ্রয় করে রাক্ষসেরা যুদ্ধ করে। সেজন্য ভাল করে বুঝে বিভীষণকে প্রবেশ করানো হোক।

হনুমান—মহারাজ! না, না, তা নয়। প্রভু রামে আমরা যেমন ভক্তিপরায়ণ, তেমনি বিভীষণও। এর আগে লঙ্কানগরীতে তাঁকে ভাই রাবণের সঙ্গে বিবাদ করতে দেখেছি। ॥ ১০ ॥

রাম—যদি তাই হয়—আদর করে বিভীষণকে নিয়ে এস।

লক্ষ্মণ—আর্য যেমন আদেশ করেন। (কিছু দূর গিয়ে) আরে এ যেঁ বিভীষণ! বিভীষণ, আপনার কুশল তো?

বিভীষণ—কুমার লক্ষ্মণ? আজ আমি কুশলী হলাম।

লক্ষ্মণ—বিভীষণ, আর্যের কাছে চলুন।

বিভীষণ—হ্যাঁ, চলুন যাই।

(দু-জনে নিকটে গেলেন)

লক্ষ্মণ—আপনার জয় হোক।

বিভীষণ—দেব! প্রসন্ন হোন। জয় হোক আপনার।

রাম—আরে এ যে বিভীষণ! বিভীষণ, তোমার কুশল তো?

বিভীষণ—প্রভো, আজ আমি কুশলী হয়েছি।

পদ্মের পাপড়ির মতো আপনার দুই চোখ।[১] আপনি শরণাগতের আশ্রয়। আপনার শরণাশ্রিত হয়ে, হে রাজন! আপনার দর্শনে আমার পাপ দূর হয়েছে, আমি কুশলী হয়েছি। ॥ ১১ ॥

রাম—আজ থেকে আমার কথায় (প্রভাবে) তুমি লঙ্কাপতি হও।

বিভীষণ—অনুগৃহীত হলাম।

রাম—বিভীষণ, তোমার আসাতে আমাদের কার্যসিদ্ধি ঘটেছে। সাগর পার হওয়ার উপায় দেখছি না।

বিভীষণ—প্রভু, এ বিষয়ে চিন্তার কি আছে? সাগর যদি পথ না দেয়, তবে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করুন।

রাম—ভাল কথা বলেছ বিভীষণ। ভাল কথা। তবে তাই করি। (হঠাৎ উঠে সক্রোধে)
যদি এই সাগর আমাকে পথ না দেয়, তাহলে শীঘ্রই আমার বাণে তাকে এমনভাবে দগ্ধ করব যে তার জল পঙ্কে পরিণত হবে, তার শত শত মৎস্য নিহত হয়ে তার গর্ভে পড়ে থাকবে আর তার তরঙ্গের সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। ॥ ১২ ॥

(বরুণের প্রবেশ)

বরুণ—(ব্যস্তভাবে) নররূপধারী নারায়ণের কাছে অপরাধী আমি কার্যসিদ্ধির জন্য শরণাগত। দেবারিপু রাবণের দেহনাশের জন্য যে বাণ তিনি নিক্ষেপ করবেন সে বাণে ভীত হয়ে আমি তাঁর শরণ নিচ্ছি। ॥ ১৩ ॥
(দেখে) ওমা, এ যে ভগবান!
চক্র, ধনু ও গদাধারণকারী মানুষের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। নিজে (সব কিছুর) কারণ হয়েও কার্যসিদ্ধির জন্য উপস্থিত হয়েছেন। ॥ ১৪ ॥
ত্রিভুবনের কারণ, ভগবান নারায়ণকে প্রমাণ!

লক্ষ্মণ—(দৃষ্টিপাত করে) তাইতো, ইনি আবার কে?
মণিবসানো মাথার মুকুট, সুন্দর তামাটে চোখ-জোড়া টাট্‌কা পদ্মের মতো নীলবর্ণ; মত্ত-রাবণের প্রচেষ্টা রয়েছে অঙ্গে—যেন সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠে এলেন, যেন নিজের তেজে প্রাণিলোককে অভিভূত করে ফেলছেন। ॥ ১৫ ॥

বিভীষণ—প্রভু, এখানে উপস্থিত হয়েছেন ভগবান বরুণ।
রাম—ইনিই কি ভগবান বরুণ? ভগবন্‌ বরুণ! আপনাকে নমস্কার।
বরুণ—হে দেবদেব, আমি আপনার নমস্কারের যোগ্য নই! অথবা,
রাজকুমার! কেন এই ক্রোধ? ক্রোধের কি প্রয়োজন? আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! এখন বলুন, আমাকে কি করতে হবে? ॥ ১৬ ॥

রাম—লঙ্কা যাওয়ার পথ করে দিন আপনি।
বরুণ—এই তো পথ; আপনি যান।

(অন্তর্হিত হলেন)

রাম—বরুণদেব অন্তর্হিত হলেন দেখছি। বিভীষণ, দেখ, দেখ, ভগবান বরুণের প্রসাদে সাগরের তরঙ্গসমূহ স্তব্ধ হয়ে গেছে!
বিভীষণ—প্রভু, এখন সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত বলে মনে হচ্ছে।
রাম—হনুমান কোথায়?
হনুমান—মহারাজের জয় হোক।
রাম—হনুমান, তুমি আগে চল।
হনুমান—প্রভুর যেমন আদেশ।

(সকলে চলতে শুরু করলেন)

রাম—(দৃষ্টিপাত করে সবিনয়ে)
বৎস লক্ষ্মণ, বন্ধু বিভীষণ, মহারাজ সুগ্রীব, সখা হনুমান—আপনারা দেখুন, সাগরের কি বৈচিত্র্য!
কোথাও ফেনা উপ্‌চে পড়ছে, কোথাও মৎস্যে পরিপূর্ণ জল, কোথাও শঙ্খে পরিপূর্ণ, কোথাও নীল মেঘের প্রভা, কোথাও তরঙ্গের মালা!

কোথাও কুম্ভীরাদি জলজন্তুর ভয়, কোথাও ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত, আবার কোথাও কম্পনবিহীন জল আর জল। ॥ ১৭ ॥

ভগবান বরুণের কৃপায় সাগর পার হওয়া গেল।

হনুমান—প্রভু, এই তো লঙ্কা!

রাম—(বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে) হায়! রাক্ষসপুরীর শোভা অতি শীঘ্র নষ্ট হতে চলেছে!

আমার শ্রেষ্ঠ বাণসমূহের বায়ুর আঘাতে ভেঙে গিয়ে, সেরা-সেরা বানরসেনানীর তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে, সাগরসলিলে বিচরণশীল লঙ্কারূপী নৌকা কর্ণধার রাবণের দোষে ভরাডুবি হতে চলেছে। ॥ ১৮ ॥

সুগ্রীব। এই সুবেলং পর্বতে সেনানিবেশ করা যাক। (উপবেশন করলেন)

সুগ্রীব—প্রভু যেমন আদেশ করেন। নীল,৩ তাই কর।

(নীলের প্রবেশ)

নীল—মহারাজ যেমন আদেশ করেন।

(প্রস্থান ও পুনরায় প্রবেশ)

জয় হোক মহারাজের। যথাক্রমে সেনানীকে যখন স্থাপন করা হচ্ছিল ও বিভিন্ন বাহিনীকে যখন পরীক্ষা করা হচ্ছিল তখন কোন ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল না এমন দুজন বনবাসীকে বই-এ পড়া প্রমাণাদির বলে ধরা হয়েছে।৪ তাদের নিয়ে কি করতে হবে আমরা জানি না। প্রভু এখন যা আদেশ করেন।

রাম—শীঘ্র তাদের দুজনকে নিয়ে এস।

নীল—প্রভুর যেমন আদেশ।

(প্রস্থান)

(তারপর নীল ও বানরদের দ্বারা ধৃত অবস্থায় সম্পুটিকা হাতে৫ বানর-রূপধারী শুক ও সারণের প্রবেশ)

বানরগণ—ওহে, তোমরা দুজনে বল, তোমরা কে?

উভয়ে—হুজুর, আমরা আর্য কুমুদের৬ ভৃত্য।

বানরগণ—ওহে, তোমরা আর্য কুমুদের ভৃত্য, একথা বলে নিজেদের পরিচয় গোপন করছ।

বিভীষণ—(মনোযোগের সঙ্গে শুক-সারণকে দেখে) এরা দু জনে আমাদের সৈনিক নয়, আবার এরা বনবাসীও নয়। এরা দু জন শুক ও সারণ নামে রাক্ষস—রাবণ এদের পাঠিয়েছে।

উভয়ে—(স্বগত) হায়, রাজকুমার বিভীষণ আমাদের চিনে ফেলেছেন। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আমরা দুজনে রাংসরাজ রাবণের বিপদ দেখে ও রাক্ষসকুলকে বিপন্ন দেখে (কোথাও) আশ্রয় লাভ করতে না পেরে বানররূপে প্রভু রামের শরণ নিয়েছি।

রাম—সখে বিভীষণ, তুমি কি মনে কর?

বিভীষণ—রাজন্,

এরা দুজনে রাক্ষসপতি রাবণের প্রিয় মন্ত্রিযুগল; এদের প্রাণসংশয় হলেও বিপদের মধ্যে এরা রাবণকে ত্যাগ করবে না। ॥২০॥

সুতরাং যথাযোগ্য দণ্ড এদের জন্য আদেশ করুন, দেব।

রাম—না-না বিভীষণ, কোন দরকার নেই।
এদের দুজনকে শাসন করে আমার কোন সমৃদ্ধি লাভ হবে না; অপরদিকে রাক্ষসরাজ রাবণেরও কোন ক্ষতি হবে না। সেজন্য, ওদের ছেড়ে দাও। ॥২১॥

লক্ষ্মণ—যদি ছেড়েই দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত সেনানিবেশে ঢুকে পরীক্ষা করে—এদের দু জনের মুক্তির আদেশ দেওয়া হোক।

রাম—লক্ষ্মণ ঠিক বলেছে। নীল, তাই কর।

নীল—প্রভু যেমন আদেশ করেন।

রাম—অথবা এখানে এস।

উভয়ে—এই এসেছি।

রাম—সেই রাক্ষসপতিকে আমার কথা এভাবে বলবে—
'আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে সে নিজেই আমার সঙ্গে বিবাদ করেছে। আমি যুদ্ধের ব্যাপারে অতিথি হিসেবে লঙ্কায় এসেছি; সেই রাক্ষসরাজকে দেখতে চাই, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।' ॥২২॥

উভয়ে—প্রভু যেমন আদেশ করেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাম—বিভীষণ, আমরাও ঠিক এর পরের সেনানীকে পরীক্ষা করি, চল।

বিভীষণ—প্রভুর যেমন আদেশ।

রাম—(বিচরণ করে ও দৃষ্টিপাত করে) অহো, ভগবান দিবাকর অস্ত গিয়েছেন। এখন—
অস্তাচলের মস্তকে উপনীত, কিরণসমূহকে সংহরণ করে, সন্ধ্যারাগে রক্তবর্ণ দেহ নিয়ে সূর্য শোভা পাচ্ছেন—হস্তির রক্তবর্ণ উজ্জ্বল-কিরণযুক্ত কুম্ভে স্বর্ণের আভা যেমন শোভা পায়। ॥২৩॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

(রাক্ষস কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

রাক্ষস কাঞ্চুকীয়—এখানে প্রবালতোরণদ্বারে কে আছ?

(অন্য এক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস—আর্য, আমি আছি। কি করতে হবে?

কাঞ্চুকীয়—যাও, মহারাজের আদেশ মতো বিদ্যুজ্জিহ্বকে ডেকে পাঠাও।

রাক্ষস—আপনার যেমন আদেশ।

(প্রস্থান)

কাঞ্চুকীয়—হায়, রাক্ষসবংশের সমুন্নতি দূর হয়েছে; সমস্ত উপায় নষ্ট হয়েছে. বীর পুরুষেরা নিহত হয়েছে, লঙ্কাপতির নিজের প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে, আজও তাঁর বুদ্ধি প্রসন্নতা লাভ করে নি। সেই সমুদ্র যার চঞ্চল তরঙ্গে বেলাভূমি ভীষণ রূপ ধারণ করেছে, আবির্ভূত নক্রাদি জলজন্তুতে যার জল নীল, তাকে দেখেও রামচন্দ্রের পত্নীকে ফিরিয়ে দিয়ে কে না শান্তিলাভ করত? ॥১॥

তাছাড়া,

প্রহস্ত প্রমুখ বীরেরা, কুম্ভকর্ণ যাদের প্রথমে রয়েছে তাদের সকলকে রামচন্দ্র বধ করেছেন ; ইন্দ্রজিৎও আর ইহলোকে নেই। ॥২॥

এভাবে বীরপুরুষেরা ইহলোক ত্যাগ করলেও কামবশীভূত, অত্যন্ত নীতিপূর্ণ বাক্যকে অগ্রাহ্য করে বীরত্বের অহংকারী রাবণ রঘুকুলশ্রেষ্ঠের পত্নী জনকদুহিতা প্রত্যর্পণ করেন নি। তিনি এখন যুদ্ধই চান। ॥৩॥

(বিদ্যুজ্জিহ্বের প্রবেশ)

বিদ্যুজ্জিহ্ব—মহাশয়! ভাল তো?

কাঞ্চুকীয়—বিদ্যুজ্জিহ্ব, যাও, মহারাজের আদেশে রাম-লক্ষ্মণের মস্তকের প্রতি-কৃতি তৈরি করে নিয়ে এস।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—মহারাজের যেমন আদেশ।

কাঞ্চুকীয়—যাই, এর মধ্যে মহারাজের কাছে যাই।

(প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

(রাক্ষসীবেষ্টিতা সীতার প্রবেশ)

সীতা—আর্যপুত্রের লংকায় আগমনে আমি আনন্দিত, আমি আবেগের বশীভূত হয়ে পড়েছি। অনিষ্টসূচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তা সত্বেও আমার মনে বিশেষ উৎসাহের সাড়া জেগেছে। দেবতারা সর্বপ্রকারে শান্তিবিধান করুন।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ—না, না, এ হবে না।—

এই লংকারূপিণী নারী আমার গৃহত্যাগ করে নবীন রমণীয় বিদ্যুতে হাত রেখে চলে যাচ্ছে। সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করে লংকাকে বশে এনেছিলাম, রাবণকে জয় করে সেই লংকাকে রাম গ্রহণ করেছে। ॥৪॥

দেবি, দাঁড়াও, দাঁড়াও! যেয়ো না, যেয়ো না। কি বলছ? তোমাকে ত্যাগ করে রামচন্দ্রের নিকটে যাচ্ছ? আঃ, হতভাগিনী, শেষ হও!

বৈশ্রবণের[১] গৃহে তোমাকে বলপ্রয়োগ করে গ্রহণ করেছিলাম, আবার রামচন্দ্রকে সমরে বধ করে তোমাকে বলপ্রয়োগ করে গ্রহণ করব। ॥৫॥

আর একে নিয়ে কি হবে? এখন সীতাকে প্রলুব্ধ করব। (কামভাব প্রদর্শন করে) হায়, কামদেবের কি অতুলনীয় শক্তি! কেননা,

সীতার মুখ দেখে চোখগুলো রাত্রিতে নিদ্রা ভুলেছে ; সীতার আলিঙ্গনে সুখ পাওয়া যাবে এই আশায় দেহ ক্ষীণ ও পাণ্ডুর হয়েছে। সুন্দর বস্তুবিষয়ে কামদেব সন্তাপের সৃষ্টি করে থাকেন। হায় কষ্ট! ত্রিভুবনকে জয় করেছে যার বাহু সেই রাবণকে আজ পরাজিত হতে হচ্ছে। ॥৬॥

(সামনে গিয়ে)

সীতা, তোমার চোখ-জোড়া ফোটা পদ্মের পাপড়ির মতো! সেই মানুষটার থেকে মন সরিয়ে আনো। হৃদয়েশ্বরি! শস্ত্রাঘাতে আজ লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার প্রাণেশ্বর রামচন্দ্রকে বধ করেছি, দেখ! ॥৭॥

সীতা—ওরে হতভাগ্য রাবণ, তুই মূর্খ, মন্দার পর্বতকে হাত দিয়ে তুলতে চাস?

(জনৈক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস—মহারাজের জয় হোক!

এই দুই মনুষ্য রাজপুত্রের মস্তক। যুদ্ধে রাজপুত্র-যুগলকে বধ করে

আপনার মনোমতো কাজ করার জন্য রাজকুমার নিয়ে এসেছেন। ॥৮॥

রাবণ—সীতা, দেখ দেখ, সেই মানুষ দুটির মস্তক!

সীতা—হায় আর্যপুত্র! (মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন)

রাবণ—সীতা! এই মৃত মানুষটার প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর। অয়ি বিশালনেত্রে! আজই তুমি লংকার বিরাট সম্পদ লাভ কর। ॥৯॥

সীতা—(চেতনা ফিরে পেয়ে) হায় স্বামিন্! সুগন্ধি তাজা পদ্মের মতো তোমার মুখে চোখ উল্টানো দেখে বড় অধীর হয়ে পড়েছি। আমি হতভাগিনী! আমাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে কোথায় গেলে? যতক্ষণ না মরছি ততক্ষণ সবকিছুই মিথ্যে মনে হচ্ছে। যে অসিতে আর্যপুত্রের প্রাণ গেছে সেই অসিতে আমাকেও বধ কর।

রাবণ—এটা খুবই স্পষ্ট যে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই নরাধম রামচন্দ্রকে নিহত করেছে! এখন তোমাকে কে মুক্ত করবে? ॥১০॥

(নেপথ্যে)

রাম মুক্ত করবে! রাম মুক্ত করবে!

সীতা—দীর্ঘজীবী হও!

(জনৈক রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস—(ব্যস্তভাবে) রামের দ্বারা, রামের দ্বারা!

রাবণ—কি ভাবে, কি ভাবে রামের দ্বারা মুক্ত হবে?

রাক্ষস—প্রসন্ন হোন, মহারাজ প্রসন্ন হোন!
আকস্মিকভাবে সংঘটিত ব্যাপার জানানোর ব্যস্ততায় অন্য ব্যাপার বুঝি নি!

রাবণ—বল, বল, মানুষ তাপস কি করেছে?

রাক্ষস—শুনুন মহারাজ,
রঘুশ্রেষ্ঠ বিরাট শক্তি প্রকাশ করে অমিত শক্তিবলে লংকাপতি আপনাকে শীঘ্র অভিভূত করে লক্ষ্মণের সঙ্গে জোট বেঁধে আজ সদর্পে আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছে। ॥১১॥

রাবণ—ওরে দুরাত্মা, যুদ্ধে কাপুরুষ!
ইন্দ্র সমেত সব দেবতাকে যে জয় করেছে, দানবেরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ, সেই ইন্দ্রজিৎ কিনা যুদ্ধে মানুষের দ্বারা নিহত! ॥১২॥

রাক্ষস—প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন মহারাজ! মহারাজের সম্মুখে রাজকুমার ইন্দ্রজিতের বিষয়ে মিথ্যা বলা যায় না।

রাবণ—হায় বৎস, মেঘনাদ!

(মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন)

রাক্ষস—মহারাজ আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন!

রাবণ—(চেতনা ফিরে পেয়ে)
হায় বৎস, সমস্ত ভুবনের যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছিলি তুই! তুই অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, ইন্দ্রকেও তুই জয় করেছিলি, শত্রুচক্রকে দমিয়ে রাখতে পারতিস! হায় বাছা! তুই বীর, গুরুজনে ভক্তিমান, যুদ্ধবিদ্যায় পণ্ডিত! উঃ! বাছা রে আমার! আমাকে ছেড়ে তুই কেন চলে গেলি? ॥১৩॥

(মূর্ছিত হয়ে পড়লেন)

রাক্ষস—হায়, হায়, ত্রিভুবনবিজয়ী লঙ্কেশ্বরের এমন অবস্থা হয়েছে পোড়া বিধাতার জন্য! মহারাজ, আশ্বস্ত হোন, আশ্বস্ত হোন।

রাবণ—(আশ্বস্ত হয়ে) এখন অনর্থের হেতু এই সীতায় কি প্রয়োজন? ত্রিভুবন-বিজয়কে ব্যর্থ করেছে যে চঞ্চলা লক্ষ্মী, তাকেই বা কি প্রয়োজন? ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা যম, এখনও ভয়ে বিহ্বল হচ্ছিস?
ওঃ,
কি কষ্ট! পুত্র ইন্দ্রজিৎকে হারিয়েও স্নেহহীন কঠোর হৃদয় নিয়ে দশানন এখনও বেঁচে রয়েছে! ॥১৪॥

(শোকে মূর্ছিত)

রাক্ষস—ওহে, ওহে রাক্ষস বীরেরা! মহারাজের এই অবস্থা! প্রাসাদের ভিতরের রক্ষিগণ, তোমরা সতর্ক থাক।

(নেপথ্যে)

ওহে, ওহে রাক্ষসবীরগণ! যুদ্ধে প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বিরুদ্ধ পক্ষের সেনাসমুদ্রের মধ্যে ভয়ে বিহ্বল হয়ে নিহত হয়েছে! তোমরা দেবতাদের সংগে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলে; কিন্তু এখন তোমরা অবিরত চঞ্চল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করছ, অথচ বিশ্বভুবনকে জয় করেছে যে বিংশবাহু রাবণ—সে এখনও জীবিত।

রাবণ—(শুনে বিষণ্ণ হয়ে) যাও, আবার ব্যাপারটা জেনে এস।

রাক্ষস—মহারাজের যেমন আদেশ।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

মহারাজের জয় হোক! এই রাম—
ধনুতে বাণ আরোপ করে গর্বভরে আপনাকে অতিক্রম করে বানরগণের সংগে মিলিত হয়েছেন—তাঁর চোখে-মুখে হাসি। যুদ্ধের প্রথমে আপনার পুত্র মেঘনাদকে নিপাতিত করে তিনি দাহ করার ইচ্ছায় লংকার দিকে ছুটে আসছেন! ॥১৫॥

রাবণ—(সহসা উঠে সক্রোধে) কোথায় সে? কোথায় সে? (তরোয়াল উঁচিয়ে)—
বজ্রপাণি ইন্দ্রের হস্তির কুম্ভদেশকে ভেদ করে যার ধার তীক্ষ্ণ হয়েছে, সেই অসি তোমাকে আমার ক্রোধের উপহারে পরিণত করবে। এ অসি এখন আমার হাতে সজাগ হয়ে থাকুক। ওরে অধম, কোথায় যাবি? ভণ্ড তাপস, দাঁড়া, দাঁড়া! ॥১৬॥

রাক্ষস—মহারাজ! অতি-সাহসে কি প্রয়োজন?

সীতা—অনোগ্য ও অনিষ্টকর নিমিত্ত দেখা যাচ্ছে, এরা এখন শীঘ্র রাবণের মৃত্যু সূচনা করছে।

রাবণ—এই সীতার জন্যই আমার বহু ভাই, পুত্র, বন্ধু নিহত হয়েছে। সেজন্য আমার শত্রু এর হৃদয়টাকেই ছিন্ন করে তার অন্ত্রের মালায় অলংকৃত হয়ে খড়্গাঘাতে অনুজ দুজনের (লক্ষ্মণ ও বিভীষণ) সংগে সমস্ত বানরকুলকে ধ্বংস করব।

রাক্ষস—মহারাজ! প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন। শত্রুদের অহংকারের বিরুদ্ধে এখন বৃথা প্রয়াস করে কি হবে? তাছাড়া, স্ত্রীবধ অবশ্যই উচিত নয়২।

রাবণ—তাহলে রথ নিয়ে এস।

রাক্ষস—মহারাজ যেমন আদেশ করেন।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

মহারাজের জয় হোক। এই যে রথ!

রাবণ—(রথে আরোহণ করে) সীতা, আজ দেখতে পাবে, দেবতারা যাকে ঘিরে

রয়েছেন সেই রামচন্দ্রের বক্ষ আমার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ম বাণে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ॥১৭॥

(সপরিবারে রাবণের প্রস্থান)

সীতা—দেবগণ! আমার বংশের বিধি অনুসারে আমি কি ভাবে আর্যপুত্রের অনুসরণ করি? আর্যপুত্রের জয় হোক।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(তিনজন বিদ্যাধরের প্রবেশ)

সকলে—এই যে আমরা এখানে, আমরা এখানে—

প্রথম বিদ্যাধর—ইক্ষ্বাকুবংশের বিশাল, উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় পতাকাস্বরূপ—

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—রাবণবধে উদ্যোগী রামের—

তৃতীয় বিদ্যাধর—সংগ্রাম দেখার জন্য কৌতূহলী আমাদের চিত্ত—

সকলে—আমরা সকলে হিমালয়ের শিখর থেকে তাড়াহুড়ো করে এখানে এসেছি। ॥১॥

প্রথম বিদ্যাধর—চিত্ররথ! দেব, দেবর্ষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর প্রভৃতি আকাশস্থলকে পরিপূর্ণ করে রয়েছেন। এজন্য এঁদের দলসমূহকে এড়িয়ে নিভৃতে থেকে যথেচ্ছ রাম-রাবণের মহাসংগ্রাম[১] দেখি।

উভয়ে—আচ্ছা, তাই হোক।

(তাই করে)

প্রথম বিদ্যাধর—অহো! এ যুদ্ধক্ষেত্র কি ভয়ংকর[২] দেখাচ্ছে। এখানে—

যুদ্ধক্ষেত্র যেন একটা সমুদ্র, রাক্ষসগুলো যেন ছড়ানো জল, জাঁদরেল বানরগুলো যেন বড় বড় ঢেউ, বড় বড় তরোয়ালগুলো যেন (লম্বা) কুমীর, রঘুশ্রেষ্ঠ যেন চাঁদ আর তারই টানে যেন সেনাসমুদ্রে জোয়ারের বাড় বেড়েছে। ॥২॥

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—সত্যিই তো!

এই সব বৃক্ষ ও পর্বতের আঘাতে মস্তক চূর্ণ, মুষ্টির আঘাতে আহত, ক্রুদ্ধ ও বলশালী বানরপতিদের আক্রমণে পুচ্ছ ও কর্ণ উন্নত, গলদেশ আক্রান্ত হওয়ায় চোখজোড়া ভীষণ প্রকটিত, ঠোঁট-কামড়ে-ধরা অবস্থায় মুখগুলো ভীষণ দেখাচ্ছে—এমন রাক্ষসেরা বজ্রাহত পর্বতের মতো একের পর এক যুদ্ধে পতিত হয়েছে। ॥ ৩ ॥

তৃতীয় বিদ্যাধর—আপনারা দুজন এদের দেখুন—

এই রাক্ষসের তরবারি ধারালো ঝক্‌মকে; ক্রোধে এদের চোখগুলো জ্বলছে; ঝক্‌মকে ভীষণ দাঁতগুলো বের হয়ে রয়েছে; কাল মেঘের মতো এদের দেখাচ্ছে। বানরদের দলপতির সেনাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক রাক্ষসেরা সজোরে হাঁ-করা মুখ নিয়ে পড়ে যাচ্ছে। ॥ ৪ ॥

প্রথম বিদ্যাধর—হায়, এ যে দেখছি—

বানরদের উপরে রাক্ষসেরা বাণ ছুঁড়ছে।

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—রাক্ষসদের উপরে পাহাড়ের আঘাত হানছে বানরেরা—

তৃতীয় বিদ্যাধর—মুষ্টির আঘাত ও জানুজোড়ার আঘাত রাক্ষসদের উপর হানছে।

সকলে—কি আশ্চর্য! ভীষণ ও বিচিত্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ॥ ৫ ॥

প্রথম বিদ্যাধর—আপনারা রাবণকেও দেখুন—

সোনার দণ্ডের শক্তিকে উদ্দীপিত করে, চকচকে ছড়িয়ে দেওয়া দাঁতের (চাকার) রথকে চালনা করছেন। সেই রাবণ রামকে দেখে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে গ্রহের মতো,৩ উদয়গিরির মধ্যে পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছেন। ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—রামকেও আপনারা দেখুন—

বাঁ-হাতে ধনু নিয়েছেন বীর রাম, অন্য হাতে সেরা চোখা বাণ ঘোরাচ্ছেন। মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে রথ—তাতে দাঁড়ানো শত্রুকে দেখছেন রাম, যেমনভাবে কুমার কার্তিকেয়, যুদ্ধে পর্বতশ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চকে৪ দেখেছিলেন. ॥ ৭ ॥

তৃতীয় বিদ্যাধর—হায়, হায়।

এই কালস্বরূপ বাণ রাবণ নিক্ষেপ করেছিলেন ; রাম ধনুর্ধারণ করে হাসতে হাসতে সে বাণকে দু-খণ্ড করে ফেললেন। ॥ ৮ ॥

প্রথম বিদ্যাধর—বাণকে ভেঙে পড়তে দেখে ক্রোধে রাবণের চক্ষু উদ্দীপ্ত। তিনি রামের প্রতি শরবৃষ্টি করেই চলেছেন। ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—ওঃ! রামকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

রাবণরূপ মেঘ থেকে এই শরধারা নিঃসৃত হচ্ছে। এই শরধারা রামকে পেয়ে, বারিধারা বৃষকে পেয়ে যেমন শোভা পায় তেমনি শোভা পাচ্ছে!

তৃতীয় বিদ্যাধর—এই তো, এই তো রাম—

তীক্ষ্ণ সোনার ধনু তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সামনের দিকে ভয়ংকর বাণগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে নিক্ষেপ করছেন ; রথারূঢ় রাবণের প্রতি রাম দুই পা নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন, যেমন ধারালো দাঁত নিয়ে সিংহ গজরাজের প্রতি ছুটে যায়। ॥ ১১ ॥

সকনল—আরে, এ যে দেখছি আলোয় আলোয় এ জায়গাটা জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা কি?

প্রথম বিদ্যাধর—তাইতো! কোন যুদ্ধ ঘটতে চলেছে এই আশঙ্কায় দেবরাজ ইন্দ্র মাতলি-চালিত রথ পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—মাতলিকে উপস্থিত দেখে তাঁর কথায় রামচন্দ্র রথে চড়েছেন।

তৃতীয় বিদ্যাধর—এই তো ইনি,

দেবশ্রেষ্ঠকে জয় করার গর্ব রয়েছে যেখানে সেই দিতিসুতের নাশকারী রথে শোভা পাচ্ছেন। তিনি রাক্ষসদের বিনাশহেতু ত্রিপুর ধ্বংসের সময় মহাদেব যেমন শোভা পাচ্ছিলেন তেমনি শোভা পাচ্ছেন। ॥ ১২ ॥

প্রথম বিদ্যাধর—কি আশ্চর্য! বিরাট যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ও রাক্ষসদের তীক্ষ্ণ শরের ভীষণ আঘাতের যুদ্ধ দেখে বিবিধ অস্ত্র প্রহার বন্ধ রেখে এই বানরপ্রধানেরা ও রাক্ষস সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে পড়েছেন! ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—কি আশ্চর্য!

বাহক অশ্বেরা এঁদের দু জনকে বহন করে চলেছে। এঁরা দু জনে রথে চড়ে শরসমূহ নিক্ষেপ করে চলেছেন। নিজের তেজের দহনে জগৎকে

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এঁরা দু জন আকাশে ভ্রমণ করে চলেছেন—যেন দুই সূর্য। ॥ ১৪ ॥

তৃতীয় বিদ্যাধর—রাবণকেও আপনারা দেখুন।—

ভীষণ বেগশালী শরে অশ্বদের দমন করে, সবলে পলকে পতাকা চূর্ণ করে, প্রবল বাণবৃষ্টি করে, আনন্দে হাসতে হাসতে রাবণ নরশ্রেষ্ঠকে ভয় প্রদর্শন করে চলেছেন। ॥ ১৫ ॥

প্রথম বিদ্যাধর—এই তো রাম,

দেহের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের আশংকায় ইনি দেহকে সংকুচিত করে রেখেছেন ; ইনি কিছুটা আশ্বস্ত, তীক্ষ্ন বাণ দেখে এঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, ইনি মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তি ধারণ করেছেন। বলশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন নরপতি রাম ক্রুদ্ধ হয়ে স্বয়ং মাতলি নির্দেশিত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করছেন। ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—এই অস্ত্র—

রঘুশ্রেষ্ঠের হাত থেকে মুক্ত হয়ে প্রদীপ্ত সূর্যের মতো তীক্ষ্ন ধার দিয়ে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে যুদ্ধে নিহত করে পুনরায় রামের কাছে ফিরে যাচ্ছে। ॥ ১৭ ॥

সকলে—হায়, রাবণের পতন ঘটল।

প্রথম বিদ্যাধর—রাবণকে নিহত দেখে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে ; দেবতাদের এই ভেরীসমূহ গম্ভীর ধ্বনি করে চলেছে। ॥ ১৮ ॥

দ্বিতীয় বিদ্যাধর—যাক, দেবতাদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

প্রথম বিদ্যাধর—তাহলে এস, আমরা সবকিছু হিতকর বৃত্তান্ত রামচন্দ্রকে জানাই।

উভয়ে—আচ্ছা, ভাল কথা।

(সকলের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

(রামের প্রবেশ)

রাম—আমার বাণের বেগে পর্যুদস্ত রাবণকে যুদ্ধে নিহত করেছি। শুভবুদ্ধি বিভীষণকে এখন লংকাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি ; অজস্র জলজন্তুতে পূর্ণ প্রতিজ্ঞাসমুদ্র আমার হস্তযুগলের সাহায্যে উত্তীর্ণ হয়েছি। বন্ধুদের সংগে সীতাকে আশ্বস্ত করার জন্য এখন লংকায় উপস্থিত হব। ॥ ১৯ ॥

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—আর্যের জয় হোক। আর্য! মহামান্যা সীতা আপনার কাছে আসছেন।

রাম—লক্ষ্মণ।

শত্রুগৃহে বৈদেহী সীতা বাস করায়, যে আপদ দেখা দিয়েছিল তার পরে শত্রুবিনাশনের পর এখন বৈদেহীর দর্শনে আমার ক্রোধ ধৈর্যকে দূর করছে। ॥ ২০ ॥

লক্ষ্মণ—আপনি যেমন আদেশ করেন।

(প্রস্থান)

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ—প্রভুর জয় হোক।

রাজন্, এই আপনার ধর্মপত্নী। আপনার বাহুবলে এঁর দুঃখ দূর

হয়েছে। পুরাকালে দৈত্যকুলচ্যুতা লক্ষ্মীর মতো ইনি (রাক্ষসকুল থেকে বিদায় নিয়ে) আপনার প্রসাদে এখানে (আপনার) সামনে উপস্থিত। ॥ ২১ ॥

রাম—বিভীষণ, রাক্ষসের স্পর্শে সঞ্জাতপাপা ইক্ষ্বাকুকুলের অঙ্গারভূতা সীতা এখন সেখানেই থাকুন। লঙ্কাপতি ! রাজা দশরথ যখন আমার পিতা তখন ঈদৃশী সীতার উচিত নয় আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া৫। তাছাড়া—

হে রাজন্ অহিত ব্যাপারে নিযুক্ত পুরুষকে যে বারণ করে, রাজন, সেই তো বন্ধু। আর যে অন্য প্রকার করে, সে তো শত্রু। ॥২২॥

বিভীষণ—প্রভু, প্রসন্ন হোন।

রাম—আমাকে এর পর আর যন্ত্রণা দিও না।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ—আর্যের জয় হোক। আপনার ইচ্ছা জানতে পেরে অগ্নিপ্রবেশের জন্য আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছেন মহামান্যা সীতা।

রাম—লক্ষ্মণ। ইনি পতিব্রতা, যা চান তা-ই করুন।

লক্ষ্মণ—আপনার যেমন আদেশ। (পরিক্রমা করে)

হায়, কি কষ্ট !

দেবীর শুচিতার কথা জেনেও অগ্রজের আদেশের কথা শুনে ধর্ম ও স্নেহের মধ্যখানে স্থাপিত আমার বুদ্ধি স্থির থাকছে না। ॥২৩॥

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান—কুমারের জয় হোক।

লক্ষ্মণ—হনুমান্ ! যদি আপনার সামর্থ্য থাকে, তবে আপনিই আদেশ করুন।

হনুমান—এ বিষয়ে কুমার কি ভাবছেন ?

লক্ষ্মণ—আমার ভাবনা বৃথা। কেননা, আমাদের সকলকেই অগ্রজ রামের অভিপ্রায় অনুসারে চলতে হবে।

আমরা যাচ্ছি।

হনুমান—কুমার যেমন আদেশ করেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

লক্ষ্মণ—আর্য, প্রসন্ন হোন। কি আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য ! এই সীতাদেবী—

প্রস্ফুট শতদলের মতো, জীবনের আশা ত্যাগ করে, আপনার পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে, এক্ষুণি এখানে অগ্নিতে প্রবেশ করছেন—যেমন হংসী পদ্মবনে প্রবেশ করে। ॥ ২৪ ॥

রাম—কি আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য ! লক্ষ্মণ ! বারণ কর, বারণ কর।

লক্ষণ—অগ্রজের যেমন আদেশ।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান্—প্রভুর জয় হোক্ !

ইনি (সীতা) স্বর্ণমালার মতো আগুনে পুড়ে আরো যেন ঝলমলে হয়ে উঠেছেন। এমনিতেই তিনি পবিত্র, পাবক অগ্নিকে পেয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার৬ হয়ে গেছেন। ॥ ২৫ ॥

রাম—(সবিস্ময়ে) কি রকম ? কি রকম ?

লক্ষ্মণ—আঃ, কি আশ্চর্য !

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব—প্রভুর জয় হোক।

জীবিত জনকতনয়াকে নিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে কে এই প্রণম্যজন আবির্ভূত হয়েছেন ? ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মণ—অহো! সীতাদেবীকে সম্মুখে রেখে উপস্থিত হয়েছেন অগ্নিদেব।

রাম—এই তো ভগবান অগ্নি! এস, এঁর সামনে যাই।

(সকলে সামনে গেলেন ; সীতাকে নিয়ে অগ্নিদেবের প্রবেশ)

অগ্নি—এই তো ভগবান্ নারায়ণ! আপনার জয় হোক।

রাম—ভগবন্, আপনাকে প্রণাম।

অগ্নি—হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে নমস্কার করবেন না। হে রাজেন্দ্র, সমস্ত লোকের প্রণম্যা এঁকে গ্রহণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, পাপহীনা অক্ষতা ও শুদ্ধচরিত্রা ইনি—এঁকে গ্রহণ করুন। ॥ ২৭ ॥

তাছাড়া—

এই জনকতনয়াকে ভগবতী লক্ষ্মী বলে জানবেন—মানুষের শরীর ধারণ ইনি আপনাকে আশ্রয় করেছেন। ॥ ২৮ ॥

রাম—অনুগৃহীত হলাম। ধোঁয়ার পতাকাধারী অগ্নিদেব! সীতার বিশুদ্ধতা বিষয়ে জানা সত্ত্বেও মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি এসব করেছি। ॥ ২৯ ॥

(নেপথ্যে স্বর্গের গন্ধর্বদের গান)

ত্রিলোকের কারণ স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার! হে ত্রিভুবনের ঈশ্বর! ব্রহ্মা তোমার চিত্ত! রুদ্র তোমার ক্রোধ! হে দেবশ্রেষ্ঠ! চন্দ্র ও সূর্য তোমার নয়নযুগল ; তোমার জিহ্বা দেবী ভারতী। হে প্রভু! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্‌গণকে নিয়ে ত্রিভুবনকে আপনিই সৃষ্টি করেছেন। এই সীতা নারায়ণের আলয়ে বাস করছেন। আপনি স্বয়ং বিষ্ণু, এঁকে আপনি গ্রহণ করুন। ॥ ৩০ ॥

(পুনরায় নেপথ্যে গান)

সলিলে মগ্না পৃথিবীকে বরাহশরীরে আপনি উদ্ধার করেছেন। দেবাধিধা! পাদত্রয়ের সাহায্যে আপনি ত্রিভুবনকে পরিক্রমণ করেছেন। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত আপনি স্বেচ্ছায় নররূপ ধারণ করেছেন, দেবী সীতাও মানবীর রূপ ধারণ করেছেন ; যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করে আপনি দেবতাদের যতটা আশ্বস্ত করেছেন এমনটি তারা আর কখনও হয় নি। ॥ ৩১ ॥

অগ্নি—হে প্রিয়দর্শন! এই সব দেব, দেবর্ষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ নিজেদের সম্পদের দ্বারা আপনাকে সমৃদ্ধযুক্ত করছেন।

রাম—অনুগৃহীত হলাম।

অগ্নি—হে প্রিয়দর্শন! আপনার অভিষেক হবে, এখানে আসুন।

রাম—অগ্নিদেবের যেমন আদেশ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে)

দেবের জয় হোক, প্রভুর জয় হোক, প্রিয়দর্শনের জয় হোক, মহারাজের জয় হোক, রাবণ-হন্তার জয় হোক। আয়ুষ্মান্ আপনার জয় হোক।

বিভীষণ—এই তো, এই তো মহারাজ!

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিজ্ঞাসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে, বিগতপাপা সীতাদেবীকে ফিরে পেয়ে, দেবগণ যাঁর অভিষেক সম্পাদন করেছেন সেই রামচন্দ্র নির্মল আকাশে চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছেন। ॥ ৩২ ॥

লক্ষ্মণ—বিষ্ণুর অবতার আর্য রামের কি আশ্চর্য তেজস্বিতা!

যম, কুবের, বাসব প্রভৃতি দেবতারা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন, দশরথের বচনে এঁর অভিষেক সম্পন্ন হওয়ায় স্বর্গপুরীর আধিপত্য লাভ করে ইন্দ্র যেমন শোভা পাচ্ছিলেন সেই রকম শোভা পাচ্ছেন। ॥ ৩৩ ॥

(অভিষেক সমাপ্তির পর সীতার সঙ্গে রামের প্রবেশ)

রাম—বৎস লক্ষ্মণ!

যে রাজা আমাকে মংগলকার্য করিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং মাতা কৈকেয়ীর প্রিয়কার্য করার ইচ্ছায় অন্যজনকে (ভরতকে) রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন সেই রাজাই যেন স্পষ্টতর দৈবগতি পাওয়ার পর (পরলোকগমন করার পর) সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। ॥ ৩৪ ॥

অগ্নি—মহাভাগ, দেবেন্দ্রের নির্দেশে ভরত-শত্রুঘ্নকে সম্মুখে রেখে প্রজারা আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছে।

রাম—ভগবন্, আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

অগ্নি—এই মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আপনার সংবর্ধনা করছেন।

রাম—অনুগৃহীত হলাম।

অগ্নি—মহাভাগ! আর আপনার কি প্রিয়কার্য করতে পারি?

রাম—যদি ভগবান্ আমার প্রতি কৃপা করেন, তাহলে এর পর আর কি কামনা করতে পারি?

(ভরতবাক্য)

গাভীগুলি নির্মলগাত্র (রজোবিমুক্ত) হোক, শত্রুর চক্রান্ত প্রশমিত হোক। রাজসিংহ এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করুন। ॥ ৩৫ ॥

(সকলের প্রস্থান)

॥ ষষ্ঠ অংক সমাপ্ত ॥

॥ 'অভিষেক' নাটক সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ-কথা

প্রথম অঙ্ক

১. দেবরাজ ইন্দ্রকে যখনই দৈত্যরা স্বর্গচ্যুত করত, এবং ফলতঃ সব দেবতারা দুর্দশাগ্রস্ত হতেন, তখন তাঁরা সকলেই বিষ্ণু এবং শিবের শরণাপন্ন হতেন। হরিহরের তপস্যা, বুদ্ধিকৌশল ও বীর্যপ্রভাবেই ইন্দ্র দৈত্যদের পরাজিত করতে সমর্থ হতেন, তাঁর একক বীরত্ব বা পরাক্রমে নয়। তেমনই রাজ্যচ্যুত সুগ্রীবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাম-লক্ষ্মণ হরিহরেরই যেন অনুকৃতি।

২. বানররাজ বালীর রাজধানী। বালী ও সুগ্রীবের বৃত্তান্তবিষয়ক রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে।

৩. সমুদ্রমন্থনের সময়ে মন্দরপর্বত ছিল মন্থনদণ্ড, নাগরাজ বাসুকি ছিলেন রজ্জু, একদিকে দেবতারা অন্যদিকে অসুরেরা তাঁকে ধরে টানাটানি করেছিলেন অমৃতলাভের আশায়। তবে সেই ঘটনাস্থলে বালীর উপস্থিতির কোন পুরাকাহিনী বিশেষ পাওয়া যায় না। ভাসের অভিনবত্ব কি ?

৪. মূলে আছে 'সংবর্তাগ্নি'। সংবর্ত—ক্ষয়, ধ্বংস। সংবর্তাগ্নি—প্রলয়কালের অগ্নি। বড়বানল। প্রলয়ের সপ্ত মেঘের অন্যতম।

৫. বাগুরা—পশুবন্ধনার্থ জালবিশেষ ; পাশ, ফাঁদ। বাগুরিক—ব্যাধ।

৬. ছলনার আশ্রয়ে বালীকে দণ্ডিত করে যখন রামচন্দ্র আয়পক্ষ সমর্থনে যুক্তির বিন্যাস করছিলেন সেই সময়ে বালীর উক্তি। এখানে বালীর চরিত্রমহিমা লক্ষণীয়- 'আপনি যখন দণ্ড দিয়েছেন, আমার সব পাপ মুছে গেছে।'

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. বিনিস্কুট—গৃহোদ্যান, বাগানবাড়ি। শব্দটির প্রয়োগ দুর্লভ।

২. নিশান্তদেশবিনয়েষু—রাত্রির গোপন মিলনস্থান। ভাসকৃত দুর্লভ শব্দ প্রয়োগের আর একটি উদাহরণ।

৩. মূলে আছে 'দশ নাড়িকাঃ পূর্ণা, অতিক্রামতি স্নানবেলা।' দশ নাড়িকা পূর্ণ হয়েছে, স্নানের সময় চলে যাচ্ছে। এটি রাবণের উদ্দেশ্যে নেপথ্য-ঘোষণা। নাড়িকা—একটি বিশেষ সময়ভেদের অর্থেই এখানে প্রযুক্ত। আভিধানিক অর্থে 'নাড়িকা' বলতে বুঝায়—একদণ্ড বা চব্বিশ মিনিট।

৪. 'ত্রিকূট' অর্থ তিন কূট বা শিখর যার—ত্রিশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বত। অন্য নাম সুবেলপর্বত—এই পর্বতের উপরেই লঙ্কা অবস্থিত ছিল।

তৃতীয় অঙ্ক

১. পড়তে পড়তে শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কস্থ 'নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি'—কালিদাসের এই মন্তব্যটি নিশ্চয় মনে পড়বে।

২. কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রীত করে এই বর লাভ করেছিলেন যে, তিনি দেব-দৈত্য-রক্ষদৈত্য-দানবের অবধ্য হবেন। উদ্ধত রাবণ তখন কৈলাসে গিয়ে বাহুবলে পর্বতকে আকর্ষণ করেছিলেন—তাই শিব তাঁকে নিপীড়ন করেছিলেন। তিনি পরে শংকরকে তুষ্ট করে চন্দ্রহাস-লড়্গ লাভ করেছিলেন। কিন্তু অভিশাপ দিয়েছিলেন উমা ও নন্দী। সে অভিশাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসের। সেই ধ্বংসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—এই রাবণের আক্ষেপ।

চতুর্থ অঙ্ক

১. বিশেষণ নিরর্থক। রামচন্দ্র শরণাগতের আশ্রয়, এইটুকুই বক্তব্য। এখানে তিনি 'পদ্মপত্রাক্ষঃ' কিনা জানার সরকার নেই।
২. ত্রিকুট পর্বতের অন্য নাম। এই পর্বতে লংকা প্রতিষ্ঠিত।
৩. রামের বানর-সেনাপতি।
৪. শুক ও সারণ—এই দুই রাক্ষসচর বানর-বেশ গ্রহণ করেছে—বানরবাহিনীর সেনারা শুধু এইটুকু বুঝেছে যে, তারা স্বপক্ষের কেউ নয়, তবে তাদের পরিচয় নির্ণয় করতেও তারা অক্ষম। পুঁথিগত বিদ্যাবলে সন্দেহ হওয়াতেই তাদের ধরা হয়েছে।
৫. 'সম্পুটিকা' অর্থ—পাত্র, ডিবা বা থলে। কিন্তু এই বানর-রূপধারী শুক ও সারণের হাতে 'সম্পুটিকা' কেন? ছদ্মবেশের একটা উপকরণ হয়তো।
৬. আর্য কুমুদ কেন? আমরা অনেক চেষ্টা করেও কুমুদের পরিচয় জানতে পারি নি।

পঞ্চম অঙ্ক

১. বিশ্রবার পুত্র, তাই রাবণকে বলা হয়েছে বৈশ্রবণ।
২. সামান্য রাক্ষসেরও নীতিজ্ঞান লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অঙ্ক

১. মূলে আছে 'যুদ্ধবিশেষম্'; 'বিশেষ' শব্দটি কোন সমাসবদ্ধ পদের শেষ পদ হলে তার দ্বারা পূর্বপদের প্রকর্ষ বুঝায়। অনুবাদ করা হয়েছে মহাসংগ্রাম।
২. প্রতিভয় শব্দের অর্থ ভয়ংকর। 'প্রতিকরং ববাশিরে শিবাঃ'—রঘুবংশ ১১.৬১.
৩. রাবণকে বলা হয়েছে 'গ্রহমিব ভগণেশম্'। ভ—শব্দের অন্যতম অর্থ—নক্ষত্র। ভগণেশং—নক্ষত্রমণ্ডলের ঈশ্বর। কিন্তু গ্রহ কি ভগণেশ? উপমাটি আড়ষ্ট।
৪. কার্তিকেয়ের অন্য নাম ক্রৌঞ্চদারণ। বলের পুত্র বাণাসুর ক্রৌঞ্চপর্বত আশ্রয় করে দেবগণকে পীড়িত করতে থাকে—কার্তিকেয় তাঁর শক্তি নিক্ষেপ করে ক্রৌঞ্চপর্বত বিদীর্ণ এবং বাণকে নিহত করেন।
৫. এখানে প্রজাকুলের নিন্দাবাণী নেই, তবে রামচন্দ্রের এই নিরর্থক নিষ্ঠুরতার তাৎপর্য কি?

অভিষেক-নাটকম্

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধার :

যো গাধিপুত্রমখবিঘ্নকরাভিহন্তা
যুদ্ধে বিরাধখরদূষণবীর্যহন্তা।
দর্পোদ্যতোল্বণকবন্ধকপীন্দ্রহন্তা
পায়াৎ স বো নিশিচরেন্দ্রকুলাভিহন্তা ॥১॥

এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ে কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে।
অঙ্গ! পশ্যামি। (নেপথ্যে)
সুগ্রীব! ইত ইতঃ। (প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব!

কুতোনু খল্বেষ সমুত্থিতো ধ্বনিঃ
প্রবর্ততে শ্রোত্রবিদারণো মহান্।
প্রচণ্ডবাতোদ্ধতভীমগামিনাং
বলাহকানামিব খেঽভিগর্জতাম্ ॥২॥

সূত্রধারঃ—মার্য! কিং নাবগচ্ছসি। এষ খলু সীতাপহরণজনিতসন্তাপস্য রঘুকুলপ্রদীপস্য সর্বলোকনয়নাভিরামস্য রামস্য চ, দারাভিমর্শনানির্বিষয়ীকৃতস্যসর্বহর্যৃক্ষরাজস্য সুবিপুলমহাগ্রীবস্য সুগ্রীবস্য চ পরস্পরোকারকৃতপ্রতিজ্ঞয়োঃ সর্বানরাধিপতিং হেমমালিনং বালিনং হন্তুং সমুদ্যোগঃ প্রবর্ততে। তত এতৌ হি,

ইদানীং রাজ্যবিভ্রষ্টং সুগ্রীবং রামলক্ষ্মণৌ।
পুনঃ স্থাপয়িতুং প্রাপ্তাবিন্দ্রং হরিহরাবিব ॥৩॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি রামো, লক্ষ্মণ-সুগ্রীবৌ, হনূমাংশ্চ)

রামঃ—সুগ্রীব! ইত ইতঃ।

মৎসায়কাম্নিহতাভিমুখবিকীর্ণদেহং
শক্রুং তবাদ্য সহসা ভুবি পাতয়ামি।
রাজন্! ভয়ং ত্যজ মমাপি সমীপবর্তী
দৃষ্টস্ত্বয়া চ সমরে নিহতঃ স বালী ॥৪॥

সুগ্রীবঃ—দেব! অহং খল্বার্যস্য প্রসাদাদ্ দেবানামপি রাজ্যমাশঙ্কে, কিং পুনর্বানরাণাম্। কুতঃ,
মুক্তো দেব! তবাদ্য বালিহৃদয়ং ভেত্তুং ন মে সংশয়ঃ
সালান্ সপ্ত মহাবনে হিমগিরেঃ শৃঙ্গোপমাংশ্ছত্রীধর!
ভিত্ত্বা বেগবাৎ প্রবিশ্য ধরণীং গত্বা চ নাগালয়ং
মজ্জন্ বীর! পয়োনিধৌ পুনরয়ং সম্প্রাপ্তবান্ সায়কাঃ ॥৫॥

হনূমান্—

তব নৃপ। মুখানিঃসৃতৈর্বচোভি—
বিগতভয়া হি বয়ং বিনষ্টশোকাঃ।
রঘুবর! হরয়ে জয়ং প্রদাতুং
গিরিমভিগচ্ছ সনীরনীরদাভম্ ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণঃ—আর্য! সোপস্নেহতয়া বনান্তরস্যাভিতঃ খলু কিষ্কিন্ধয়া ভবিতব্যম্।

সুগ্রীবঃ—সম্যগাহ কুমারঃ।

সম্প্রাপ্তা হরিবরবাহুসম্প্রগুপ্তা
কিষ্কিন্ধ্যা তব নৃপ! বাহুসম্প্রগুপ্তা।
তিষ্ঠ ত্বং নৃবর! করোম্যহং বিসংজ্ঞং
নাদেন প্রচলমহীধরং নৃলোকম্ ॥ ৭ ॥

রামঃ—ভবতু, গচ্ছ।

সুগ্রীবঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (পরিক্রম্য) ভোঃ।

অপরাধমনুদ্দিশ্য পরিত্যক্তস্ত্বয়া বিভো!
যুদ্ধে ত্বৎপাদশুশ্রূষাং সুগ্রীবঃ কর্তুমিচ্ছতি ॥ ৮ ॥

(নেপথ্যে)

কথং কথং সুগ্রীব ইতি।

(ততঃ প্রবিশতি বালী, গৃহীতবস্ত্রয়া তারয়া সহ।)

বালী—কথং কথং সুগ্রীব ইতি।

তারে! বিমুঞ্চ মম বস্ত্রমনিন্দিতাঙ্গি!
প্রস্রস্তবস্ত্রনয়নে! কিমসি প্রবৃত্তা।
সুগ্রীবমদ্য সমরে বিনিপাত্যমানং
তং পশ্য শোণিতপরিপ্লুতসর্বগাত্রম্ ॥ ৯ ॥

তারা—পসীঅউ পসীঅউ মহারাও। অপ্পেন কারণেণ ণ আগমিস্সই সুগ্গীও। তা অমচ্চবগ্গেণ সহ সমন্তিঅ গন্তব্বং। (প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। অল্পেন কারণেন নাগমিষ্যতি সুগ্রীবঃ। তদমাত্যবর্গেণ সহ সংমন্ত্র্য গন্তব্যম্।)

বালী—আঃ!

শক্রো বা ভবতু গতিঃ শশাঙ্কবক্ত্রে!
শত্রোর্মে নিশিতপরশ্বধঃ শিবো বা।
নালং মামভিমুখমেত্য সম্প্রহর্তুং
বিষ্ণুর্বা বিকসিতপুণ্ডরীকনেত্রঃ ॥১০॥

তারা—পসীঅউ পসীঅউ মহারাও। ইমস্স জণস্স অনুগ্গহং দাব করেউং অরিহদি মহারাও।
(প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। অস্য জনস্যানুগ্রহং তাবৎ কর্তুমর্হতি মহারাজঃ।)

বালী—শ্রূয়তাং মৎপরাক্রমঃ।

তারে! ময়া খলু পুরামৃতমন্থনেঽপি
গত্বা প্রহস্য সুরদানবদৈত্যসঙ্ঘান্।
উৎফুল্লনেত্রমুরগেন্দ্রমুদগ্ররূপ—
মাকৃষ্যমাণমবলোক্য সুবিস্মিতাস্তে ॥১১॥

তারা—পসীঅউ পসীঅউ মহারাও। (প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ।)

বালী—আঃ, মম বশানুবর্তিনী ভব। প্রবিশ ত্বমভ্যন্তরম্।
তারা—এসা গচ্ছামি মন্দভাআ। (নিষ্ক্রান্তা) [এষা গচ্ছামি মন্দভাগা।]
বালী—হন্ত প্রবিষ্টা তারা। যাবাদহং সুগ্রীবং ভগ্নগ্রীবং করোমি। (দ্রুতমুপগম্য)
সুগ্রীব। তিষ্ঠ তিষ্ঠ।
ইন্দ্রো বা শরণং তেঽস্তু প্রভুর্বা মধুসূদনঃ।
মচ্চক্ষুষ্পথমাসাদ্য সজীবো নৈব যাস্যসি ॥ ১২ ॥
ইত ইতঃ।
সুগ্রীবঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ।
(উভৌ নিযুদ্ধং কুরুতঃ।)
রামঃ—এষ এষ বালী,
সন্দষ্টোষ্ঠশ্চণ্ডসংরক্তনেত্রো
মুষ্টিং কৃত্বা গাঢ়মুদ্ধৃত্তদংষ্ট্রঃ।
গর্জন্ ভীমং বানরো ভাতি যুদ্ধে
সংবর্তাগ্নিঃ সন্দিধক্ষুর্যথৈব ॥ ১৩ ॥
লক্ষ্মণঃ—সুগ্রীবমপি পশ্যত্বার্যঃ,
বিকসিতশতপত্ররক্তনেত্রঃ
কনকময়াঙ্গদনদ্ধপীনবাহুঃ।
হরিবরমুপযাতি বানরস্বাদ
গুরুমভিভূয় সত্যং বিহায় বৃত্তম্ ॥ ১৪ ॥
বালিনা তাড়িতঃ পতিতঃ সুগ্রীবঃ।
হনুমান্—হা! ধিক্। (সসম্ভ্রমং রামমুপগম্য)
জয়তু দেবঃ। অসৌম্যাবস্থা।
বলবান্ বানরেন্দ্রস্তু দুর্বলশ্চ পতির্মম।
অবস্থা শপথৈশ্চৈব সর্বমার্গেণ চিন্ত্যতাম্ ॥ ১৫ ॥
রামঃ—হনুমন্! অলমলং সম্ভ্রমেণ। এতদনুষ্ঠীয়তে। (শরং মুক্ত্বা) হন্ত পতিতো বালী।
লক্ষ্মণঃ—এষ এষ বালী,
রুধিরকলিতগাত্রঃ স্রস্তসংরক্তনেত্রঃ
কঠিনবিপুলবাহুঃ কাললোকং বিবিক্ষুঃ।
অভিপততি কথঞ্চিদ্ ধীরমাকর্ষমাণঃ
শরবরপরিবীতং শান্তবেগং শরীরম্ ॥ ১৬ ॥
বালী—(মোহমুপগম্য পুনঃ সমাশ্বস্য শরে নামাক্ষরাণি বাচয়িত্বা রামমুদ্দিশ্য)
যুক্তং ভো! নরপতিধর্মমাস্থিতেন
যুদ্ধে মাং ছলয়িতুমক্রমেণ রাম!
বীরেণ ব্যপগতধর্মসংশয়েন
লোকানাং ছলমপনেতুমুদ্যতেন ॥ ১৭ ॥
হন্ত ভোঃ।
ভবতা সৌম্যরূপেণ যশসো ভাজনেন চ।
ছলেন মাং প্রহরতা প্ররূঢ়মযশঃ কৃতম্ ॥ ১৮ ॥
ভো রাঘব! চীরবল্কলধারিণা বৈর্যবিপর্যস্তচিত্তেন মম ভ্রাতা সহ যুদ্ধব্যগ্রস্যাধর্ম্যঃ খলু প্রচ্ছন্নো বধঃ।
রামঃ—কথমধর্ম্যঃ খলু প্রচ্ছন্নো বধ ইতি।

বালী—কঃ সংশয়ঃ।
রামঃ—ন খল্বেতৎ। পশ্য,

বাগুরাচ্ছন্নমাশ্রিত্য মৃগাণামিষ্যতে বধঃ।
বধ্যত্বাচ্চ মৃগত্বাচ্চ ভবাঞ্ছন্নেন দণ্ডিতঃ ॥১৯॥

বালী—দণ্ড্য ইতি মাং ভবান্ মন্যতে।
রামঃ—কঃ সংশয়ঃ।
বালী—কেন কারণেন।
রামঃ—অগম্যাগমনেন।
বালী—অগম্যাগমনেনেতি। এষোঽস্মাকং ধর্ম্মঃ।
রামঃ—ননু যুক্তং ভোঃ।

ভবতা বানরেন্দ্রেণ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বিজানতা।
আত্মানং মৃগমুদ্দিশ্য ভ্রাতৃদারাভিমর্শনম্ ॥ ২০ ॥

বালী—ভ্রাতৃদারাভিমর্শনেন তুল্যদোষয়োরহমেব দণ্ডিতো ন সুগ্রীবঃ।
রামঃ—দণ্ডিতস্ত্বং হি দণ্ড্যত্বাদ্, অদণ্ড্যো নৈব দণ্ড্যতে।
বালী—সুগ্রীবেণাভিমৃষ্টাভূদ্ ধর্ম্মপত্নী গুরোর্ম্মম।

তস্য দারাভিমর্শেন কথং দণ্ড্যোঽস্মি রাঘব! ॥ ২১ ॥

রামঃ—ন ত্বেব হি কদাচিজ্জেষ্ঠস্য যবীয়সো দারাভিমর্শনম্।
বালী—হন্ত অনুত্তরা বয়ম্। ভবতা দণ্ডিতত্বাদ্ বিগতপাপোঽহং ননু।
রামঃ—এবমস্তু।
সুগ্রীবঃ—হা ধিক।

করিকরসদৃশৌ গজেন্দ্রগামিং-
স্তব রিপুশস্ত্রপরিক্ষতাঙ্গদৌ চ।
অবনিতলগতৌ সমীক্ষ্য বাহূ
হরিবর! হা পততীব মেঽদ্য চিত্তম্ ॥ ২২ ॥

বালী—সুগ্রীব! অলমলং বিষাদেন। ঈদৃশো লোকধর্ম্মঃ।
(নেপথ্যে) হা হা মহারাও।
বালী—সুগ্রীব! সংবার্য্যতাংসংবার্য্যতাংস্ত্রীজনঃ।এবংগতংনার্হতিমাং দ্রষ্টুম্।
সুগ্রীব—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। হনূমন্! এবং ক্রিয়তাম্।
হনূমান্—যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

(ততঃ প্রবিশত্যঙ্গদো হনূমানংশ্চ)

হনূমান্—অঙ্গদ! ইত ইতঃ।
অঙ্গদঃ—

শ্রুত্বা কালবশং যান্তং হরিমৃক্ষগণেশ্বরম্।
সমাপতিতসন্তাপঃ প্রযামি শিথিলক্রমঃ ॥ ২৩ ॥

হনূমন্! কুত্র মহারাজঃ।
হনূমান্—এষ মহারাজঃ,

শরনির্ভিন্নহৃদয়ো বিভাতি ধরণীতলে।
গুহশক্তিসমাক্রান্তো যথা ক্রৌঞ্চাচলোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

অঙ্গদঃ—(উপসৃত্য) হা মহারাজ!

অতিবলসুখশায়ী পূর্ব্বমাসীর্হরীন্দ্রঃ
ক্ষিতিতলপরিবর্ত্তী ক্ষীণসর্ব্বাঙ্গচেষ্টঃ।

শরবরপরিবীতং ন্যস্তমুৎসৃজ্য দেহং
কিমভিলষসি বীর স্বর্গমদ্যাভিগন্তুম্ ॥ ২৫ ॥

(ইতি ভূমৌ পতিতঃ।)

বালী—অংগদ! অলমলং বিষাদেন। ভোঃ সুগ্রীব!

ময়া কৃতং দোষমপাস্য বুদ্ধ্যা
ত্বয়া হরীণামধিপেন সম্যক্।
বিমুচ্য রোষং পরিগৃহ্য ধর্মং
কুলপ্রথালং পরিগৃহ্যতাং নঃ ॥২৬॥

সুগ্রীবঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ।

বালী—ভো রাঘব! যস্মিন্ কস্মিন্ বাপরাধেঽনয়োর্বানরচাপলং ক্ষন্তুমর্হসি।

রামঃ—বাঢ়ম্।

বালী—সুগ্রীব! প্রতিগৃহ্যতামস্মৎকুলধনং হেমমালা।

সুগ্রীবঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি। (প্রতিগৃহ্ণাতি।)

বালী—হনুমন্। আপস্তাবৎ।

মনুমান্—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) ইমা আপঃ।

বালী—(আচম্য) পরিত্যজন্তীব মাং প্রাণাঃ। ইমা গংগাপ্রভৃতয়ো মহানদ্য এতা উর্বশ্যাদয়োঽপসরসো মামভিগতাঃ। এষ সহস্রহংসপ্রযুক্তো বীরবাহী বিমানঃ প্রেষিতো মাং নেতুমাগতঃ। ভবতু। অয়ময়মাগচ্ছামি। (স্বর্যাতঃ।)

সর্বে—হা হা মহারাজ!

রামঃ—হন্ত স্বর্গং গতো বালী। সুগ্রীব! ক্রিয়তামস্য সংস্কারঃ।

সুগ্রীবঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

রামঃ—লক্ষ্মণ! সুগ্রীবস্যাভিষেকঃ কল্প্যতাম্।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

প্রথমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

অথ দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি ককুভঃ)

ককুভঃ—নিষ্ঠিতপ্রায়ত্বাৎ কার্যস্যাহারব্যাপৃতাঃ সর্বে বানরযূথপাঃ। তস্মাদহমপি কিঞ্চিদাহারজাতং সম্ভাবয়ামি। (তথা করোতি)

(প্রবিশ্য)

বিলমুখঃ—পেসিও মহি মহালাএণ সুগ্গীবেণ—অয্যরামস্স সিদোবআরপচ্চুব-আরণিমিত্তং সব্বাসু দিসাসু সীদাবিঅঅণে পেসিআ সব্বে বাণরা আঅদা। তেসং দক্খিণাপহমুহস্স কুমারস্স অংগদস্স পবুত্তিং জাণিঅ সিগ্ঘং আঅচ্ছত্তি। তা কহিংণুহু গও কুমারো। (পরিক্রম্যাগ্রতো বিলোক্য) এসো অয্যকউহো। জাব ণং পুচ্ছামি। (উপসৃত্য) সুহং অয্যস্স। [প্রেষিতোঽস্মি মহারাজেন সুগ্রীবেণ — আর্যরামস্য কৃতোপকার-প্রত্যুপকারনিমিত্তং সর্বাসু দিশাসু সীতাবিচয়নে প্রেষিতাঃ সর্বে বানরা আগতাঃ। তেষাং দক্ষিণাপথমুখস্য কুমারস্যাংগদস্য প্রবৃত্তিং জ্ঞাত্বা শীঘ্রমা-গচ্ছেতি। তৎ ক্ক নু খলু গতঃ কুমারঃ। এষ আর্যককুভঃ। যাবদেনং পৃচ্ছামি। সুখমার্যস্য।]

ককুভঃ—অয়ে বিলমুখঃ। কুতো ভবান্।

বিলমুখঃ—অয্য! মহালাঅস্স সাসণেণ কুমারং অংগদং পেক্খিদুং আঅদো ম্হি। [আর্য! মহারাজস্য শাসনেন কুমারমংগদং প্রেক্ষিতুমাগতোঽস্মি।]

ককুভঃ—অপি কুশলী আর্যরামো মহারাজশ্চ।

বিলমুখঃ—আম্।

ককুভঃ—কোঽভিপ্রায়ো মহারাজস্য।

(বিলমুখঃ পেসিও ম্হি ইতি পূর্ববত্র পঠতি)

ককুভঃ—কিং ন জানীষে নিষ্ঠিতমর্ধং কার্যস্য।

বিলমুখঃ—কিং কিম্।

ককুভঃ—শ্রূয়তাং,

লব্ধা বৃত্তান্তং রামপত্ন্যাঃ খগেন্দ্রাদ্
আরুহ্যাগেন্দ্রং সদ্বিপেন্দ্রং মহেন্দ্রম্।
লংকামভ্যেতুং বায়ুপুত্রেণ শীঘ্রং
বীর্যপ্রাবল্যাল্লংঘিতঃ সংশ্রয়াবঃ ॥ ১ ॥

তস্মাদাগচ্ছ, কুমারপাদমূল্যমেব সংশ্রয়াবঃ।

(নিষ্ক্রান্তৌ)

বিষ্কম্ভকঃ

(তত প্রবিশতি রাক্ষসীগণপরিবৃতা সীতা)

সীতা—হদ্ধি অদি ধীরা খু ম্হি মন্দভাআ। জা অয্যউত্তবিরহিদা রক্খসরাঅভবনং আণীদা অণিট্ঠাণি অণরিহাণি জহমণোরহপ্পবুত্তাণি বঅণাণি সাবিঅমাণা জীবামি মন্দভাআ। আদু অয্যউত্তসাঅঅপচ্চএণ কহং বি অত্তাণং পয্যবত্থাবেমি। কিং ণু খু অজ্জ পজ্জালিঅমাণে কম্মআরগ্গিমণ্ডলে উদঅপসেও বিঅ কিঞ্চি হিঅঅপ্পসাদো সমুপ্পণ্ণো। কিং ণু খু মং অন্তরেণ পসণ্ণহিঅও অয্যউত্তো ভবে। (হা ধিগ্ অতিধীরা খল্বস্মি মন্দভাগা। যার্যপুত্রবিরহিতা রাক্ষসরাজভবনমানীতানিষ্টান্যনর্হাণি যথামনোরথপ্রবৃত্তানি বচনানি শ্রাব্যমাণা জীবামি মন্দভাগা। অথবা আর্যপুত্রসায়কপ্রত্যয়েন কথমপ্যাত্মানং পর্যবস্থাপয়ামি। কিন্নু খল্বদ্য প্রজ্বাল্যমানে কর্মকারাগ্নিমণ্ডলে উদকপ্রসেক ইব কিঞ্চিদ্ হৃদয়প্রসাদঃ সমুৎপন্নঃ। কিন্নু খলু মামন্তরেণ প্রসন্নহৃদয় আর্যপুত্রো ভবেৎ।)

(ততঃ প্রবিশতি হনুমান্ অঙ্গুলীয়কহস্তঃ)

হনুমান্—(লংকাং প্রবিশ্য) অহো রাবণভবনস্য বিন্যাসঃ।

কনকরচিতচিত্রতোরণাঢ্যা
মণিবরবিদ্রুমশোভিতপ্রদেশা।
বিমলবিকৃতসঞ্চিতৈর্বিমানৈ-
র্বিয়তি মহেন্দ্রপুরীব ভাতি লংকা ॥ ২ ॥

অহো তু খলু,

এতাং প্রাপ্য দশগ্রীবো রাজলক্ষ্মীমনুত্তমাম্।
বিমার্গপ্রতিপন্নত্বাদ্ ব্যাপাদয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৩ ॥

(সর্বতো গত্বা) বিচরিতপ্রায়া ময়া লংকা।

গর্ভাগারবিনিষ্কুটেষু বহুশঃ শালবিমানাদিষু

স্নানাগারনিশাচরেন্দ্রভবনপ্রাসাদহর্ম্যেষু চ।
পানাগারনিশান্তদেশবিবরেষ্বাক্রান্তবানস্মহং
সর্বং ভোঃ! বিচিতং ন চৈব নৃপতেঃ পত্নী ময়া দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

অহো ব্যর্থো মে পরিশ্রমঃ। ভবতু, এতদ্ধর্ম্যাগ্রমারুহ্যাবলোকয়ামি। (তথা কৃত্বা) অয়ে অয়ং প্রমদবনরাশিঃ। ইমং প্রবিশ্য পরীক্ষিষ্যে! (প্রবিশ্যাবলোক্য) অহো প্রমদবনসমৃদ্ধিঃ। ইহ হি,

কনকরচিতবিদ্রুমেন্দ্রনীলৈ-
বিকৃতমহাদ্রুমপঙ্ক্তিচিত্রদেশা।
রুচিরতরনগা বিভাতি শুভ্রা
নভসি সুরেন্দ্রবিহারভূমিকল্পা ॥ ৫ ॥

অপি চ,

চিত্রপ্রস্রুতহেমধাতুরুচিরাঃ শৈলাশ্চ দৃষ্টা ময়া
নানাবারিচরাণ্ডজৈর্বিরচিতা দৃষ্টা ময়া দীর্ঘিকাঃ।
নিত্যং পুষ্পফলাঢ্যপাদপযুতা দেশাশ্চ দৃষ্টা ময়া
সর্বং দৃষ্টমিদং হি রাবণগৃহে সীতা ন দৃষ্টা ময়া ॥ ৬ ॥

কো নু খল্বেতস্মিন্ প্রদেশে সপ্রভ ইব দৃশ্যতে। তত্র তাবদবলোকয়ামি। (তথা কৃত্বা) অয়ে কা নু খল্বিয়ম্।

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বিকৃতাভিঃ সুমধ্যমা।
নীলজীমূতমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব শোভতে ॥ ৭ ॥

যৈষা,

অসিতভুজগকল্পাং ধারয়ন্ত্যেকবেণীং
করপরিমিতমধ্যা কান্তসংসক্তচিত্তা।
অনশনকৃশদেহা বাষ্পসংসিক্তবক্ত্রা
সরসিজবনমালেবাতপে বিপ্রবিদ্ধা ॥ ৮ ॥

অয়ে কথং দীপিকাবলোকঃ। (বিলোক্য) অয়ে রাবণঃ।

মণিবিরচিতমৌলিশ্চারুতাম্রায়তাক্ষো
মদসললিতগামী মত্তমাতঙ্গলীলঃ।
যুবতিজননিকায়ে ভাত্যসৌ রাক্ষসেশো
হরিরিব হরিণীনামন্তরে চেষ্টমানঃ ॥ ৯ ॥

কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। এনমশোকপাদপমারুহ্য কোটরান্তরিতো ভূত্বা দৃঢ়ং বৃত্তান্তং জ্ঞাস্যামি। (তথা করোতি।)

(ততঃ প্রবিশতি রাবণঃ সপরিবারঃ।)

রাবণঃ—

দিব্যাস্ত্রৈঃ সুরদৈত্যদানবচমূবিদ্রাবণং রাবণং
যুদ্ধে ক্রুদ্ধসুরেভদন্তকুলিশব্যালীঢ়বক্ষঃস্থলম্।
সীতা মামবিলোকনী ন রমতে সক্তা চ মুগ্ধেক্ষণা
ক্ষুদ্রে ক্ষত্রিয়তাপসে ধ্রুবমহো দৈবস্য বিঘ্নক্রিয়া ॥ ১০ ॥

(ঊর্ধ্বমবলোক্য) এষ এষ চন্দ্রমাঃ,

রজতরচিতদর্পণপ্রকাশঃ
করনিকরৈর্হৃদয়ং মমাভিপীড্য।
উদয়তি গগনে বিজৃম্ভমাণঃ
কুমুদবনপ্রিয়বান্ধবঃ শশাঙ্কঃ ॥১১॥

(পরিক্রম্য) এষা সীতা পাদপমূলমাশ্রিত্য ধ্যান-সংবীতহৃদয়ানশনক্ষামবদনা স্বদেহমিব প্রবেষ্টুকামা সঙ্গূঢ়স্তনোদরী দুর্দিনান্তর্গতা চন্দ্রলেখেব রাক্ষসীগণপরিবৃতোপবিষ্টা।

যৈষা,

অপাস্য ভোগান্ মাং চৈব শ্রিয়ং চ মহতীমিমাম্।
মানুষে ন্যস্তহৃদয়া নৈব বশ্যত্বমাগতা ॥১২॥

হনুমান্—হন্ত সুবিজ্ঞাতম্।

ইয়ং সা রাজতনয়া পত্নী রামস্য মৈথিলী।
সিংহদর্শনবিত্রস্তা মৃগীব পরিতপ্যতে ॥ ১৩ ॥

রাবণঃ—(উপেত্য)

সীতে! ত্যজ ত্বং ব্রতমুগ্রচর্যং
ভজস্ব মাং ভামিনি! সর্বগাত্রৈঃ।
অপাস্য তং মানুষমদ্য ভদ্রে!
গতায়ুষং কামপথানুবৃত্তম্ ॥ ১৪ ॥

সীতা—হস্সো খু রাবণও, জো বঅণগদসিদ্ধিং বি ণ জাণাদি। (হাস্যঃ খলু রাবণকঃ, যো বচনগতসিদ্ধিমপি ন জানাতি।)

হনুমান্—(সক্রোধম্) অহো রাবণস্যাবলেপঃ।

তৌ চ বাহু ন বিজ্ঞায় তচ্চাপি সুমহদ্ ধনুঃ।
সায়কং চাপি রামস্য গতায়ুরিতি ভাষতে ॥ ১৫ ॥

ন শক্নোমি রোষং ধারয়িতুম্। ভবতু অহমেবার্যরামস্য কার্যং সাধয়ামি।

অথবা,

যদ্যহং রাবণং হন্মি কার্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
যদি মাং প্রহরেদ্ রক্ষো মহৎ কার্যং বিপদ্যতে ॥ ১৬॥

রাবণঃ—

বরতনু! তনুগাত্রি! কান্তনেত্রে!
কুবলয়দামনিভাং বিমুচ্য বেণীম্।
বহুবিধমণিরত্নভূষিতাঙ্গং
দশশিরসং মনসা ভজস্ব দেবি! ॥ ১৭ ॥

সীতা—হং বিপরীও খু ধম্মো, জং জীবদি খু অঅং পাপরক্খসো। (হং বিপরীতঃ খলু ধর্মঃ, যদ্ জীবতি খল্বয়ং পাপরাক্ষসঃ।)

রাবণঃ—ননু দেবি।

সীতা—সত্তো সি। (শপ্তোঽসি)

রাবণঃ—হহহ, অহো পতিব্রতায়াস্তেজঃ।

দেবাঃ সেন্দ্রাদয়ো ভগ্না দানবাশ্চ ময়া রণে।
সোঽহং মোহং গতোঽস্ম্যদ্য সীতয়াস্ত্রিভিরক্ষরৈঃ ॥ ১৮ ॥

(নেপথ্যে)

জয়তু দেবঃ। জয়তু লঙ্কেশ্বরঃ। জয়তু স্বামী। জয়তু মহারাজঃ। দশ নাড়িকাঃ পূর্ণাঃ। আক্রামতি স্নানবেলা। ইত ইতো মহারাজ।

(নিষ্ক্রান্তঃ সপরিবারো রাবণঃ।)

হনুমান্—হন্ত নির্গতো রাবণঃ, সুপ্তাশ্চ রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ। অয়ং কালো দেবী-মুপসর্পিতুম্। (কোটরাদবরুহ্য) জয়ত্বাবিধবা।

প্রেষিতোঽহং নরেন্দ্রেণ রামেণ বিদিতাত্মনা।
ত্বদ্‌গতস্নেহসন্তাপাবিক্লবীকৃতচেতসা ॥১৯॥

সীতা—(আত্মগতম্) কো ণু খু অঅং, পাপরক্খসো অয্যউত্তকেরও ত্তি অত্তাণং ববদিসিঅ বাণররূবেণ মং বঞ্চিদুকামো ভবে। ভোদু, তুহ্ণিআ ভবিস্সং। (কো নু খল্বয়ং, পাপরাক্ষস আর্যপুত্রসংবন্ধীত্যাত্মানং ব্যাপদিশ্য বানররূপেণ মাং বঞ্চয়িতুকামো ভবেৎ। ভবতু, তূষ্ণীকা ভবিষ্যামি।)

হনুমান্—কথং ন প্রত্যেতি ভবতী। অলমন্যাশঙ্কয়া। শ্রোতুমর্হতি ভবতী।

ইক্ষ্বাকুকুলদীপেন সন্ধায় হরিণা ত্বহম্।
প্রেষিতস্ত্বদ্বিবিচিত্যর্থং হনুমান্ নাম বানরঃ ॥২০॥

সীতা—(আত্মগতম্) জো বা কো বা ভোদু। অয্যউত্তনামসংকিত্তণেণ অহং এদেণ অভিভাসিস্সং। (প্রকাশম্) ভদ্দ! কো বুত্তন্তো অয্যউত্তস্স। (যো বা কো বা ভবতু। আর্যপুত্রনামসংকীর্তনেনাহমেতেনাভিভাষিষ্যে। ভদ্র! কো বৃত্তান্ত আর্যপুত্রস্য।)

হনুমান্—ভবতি! শ্রূয়তাম্,

অনশনপরিতপ্তং পাণ্ডু স ক্ষামবক্ত্রং
তব বরগুণচিন্তাবীতলাবণ্যলীলম্।
বহতি বিগতধৈর্যং হীয়মানং শরীরং
মনসিজশরদগ্ধং বাষ্পপর্যাকুলাক্ষম্ ॥২১॥

সীতা—(আত্মগতম্) হদ্ধি বীলিআ খু ম্হি মন্দভাআ এবং সোঅন্তং অয্যউত্তং সুণিঅ। অয্যউত্তস্স বিরহপরিস্সমো বি মে সফলো সংবুত্তো ত্তি পেক্খামি, জদি খু অঅং বাণরো সচ্চং মন্তেদি। অয্যউত্তস্স ইমস্সিং জণে অণুক্কোসং পরিস্সমং চ সুণিঅ সুহস্স দুক্খস্স অ অন্তরে ডোলাঅদি বিঅ মে হিঅঅং। (প্রকাশম্) ভদ্দ! কহং তুমহেহি অয্যউত্তস্স সঙ্গমো জাদো। (হা ধিগ্ ব্রীড়িতা খল্বস্মি মন্দভাগা এবং শোচন্তমার্যপুত্রং শ্রুত্বা। আর্যপুত্রস্য বিরহপরিশ্রমোঽপি মে সফলঃ সংবৃত্ত ইতি পশ্যামি, যদি খল্বয়ং বানরঃ সত্যং মন্ত্রয়তে। আর্যপুত্রস্যাস্মিন্ জনেঽনুক্রোশং পরিশ্রমং চ শ্রুত্বা সুখস্য দুঃখস্য চান্তরে দোলায়ত ইব মে হৃদয়ম্। ভদ্র! কথং যুস্মাভিরার্যপুত্রস্য সংগমো জাতঃ।)

হনুমান্—ভবতি! শ্রূয়তাং

হত্বা বালিনমাহবে কপিবরং ত্বৎকারণাদগ্রজং
সুগ্রীবস্য কৃতং নরেন্দ্রতনয়ে! রাজ্যং হরীণাং ততঃ।
রাজ্ঞা ত্বদ্বিচয়ায় চাপি হরয়ঃ সর্বা দিশঃ প্রেষিতা
স্তেষামস্ম্যহমহমদ্য গৃধ্রবচনাৎ ত্বাং দেবি! সম্প্রাপ্তবান্ ॥২২॥

অপি চ, ঈদৃশমিব।

সীতা—অহো অঅরুণা ক্খু ইস্সরা এব্বং সোঅন্তং অয্যউত্তং করঅন্তো। (অহো অকরুণাঃ খল্বীশ্বরা এবং শোচন্তমার্যপুত্রং কুর্বন্তঃ।)

হনুমান্—ভবতি! মা বিষাদেন। রামো হি,

প্রগৃহীতমহাচাপো বৃতো বানরসেনয়া।
সমুদ্ধর্তুং দশগ্রীবং লংকামেবাভিযাস্যতি ॥২৩॥

সীতা—কিন্নু খু সিবণো মএ দিট্‌ঠো। ভদ্দ! অবি সচ্চং। ণ আণামি। (কিন্নু খলু স্বপ্নো ময়া দৃষ্টঃ। ভদ্র! অপি সত্যম্। ন জানামি।)

হনূমান্—(স্বগতম্) ভোঃ! কষ্টম্।
এবং গাঢ়ং পরিজ্ঞায় ভর্তারং ভর্তৃবৎসলা।
ন প্রত্যায়তি শোকার্তা যথা দেহান্তরং গতা ॥২৪॥
(প্রকাশম্) ভবতি! অয়মিদানীং,
সমুদিতবরচাপবাণপাণিং পতিমিহ রাজসুতে! তবানয়ামি।
ভব হি বিগতসংশয়া ময়ি ত্বং নরবরপার্শ্বগতা বিনীতশোকা ॥২৫॥
সীতা—ভদ্দ! এদং মে অবত্থং সুণিঅ অয্যউত্তো জহ সোঅপরবসো ণ হোই, তহ মে উত্তন্তং ভণেহি। (ভদ্র! এতাং মেঽবস্থাং শ্রুত্বার্যপুত্রো যথা শোকপরবশো ন ভবতি, তথা মে বৃত্তান্তং ভণ।)
হনূমান্—যদাজ্ঞাপয়তি ভবতী।
সীতা—গচ্ছ, কয্যসিদ্ধী হোদু। (গচ্ছ কার্যসিদ্ধির্ভবতু।)
হনূমান্—অনুগৃহীতোঽস্মি। (পরিক্রম্য) কথমিদানীং মমাগমনং রাবণায় নিবেদয়ামি। ভবতু দৃষ্টম্।
পরভৃতগণজুষ্টং পদ্মষণ্ডাভিরামং
সুরুচিরতরুষণ্ডং তোয়দাভং ত্রিকূটম্।
করচরণবিমর্দৈঃ কাননং চূর্ণয়িত্বা
বিগতবিষয়দর্পং রাক্ষসেশং করোমি ॥২৬॥
(নিষ্ক্রান্তৌ)

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ।

অথ তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি শঙ্কুকর্ণঃ)

শঙ্কুকর্ণঃ—ক ইহ ভোঃ! কাঞ্চনতোরণদ্বারমশূন্যং কুরুতে।
(প্রবিশ্য)
প্রতীহারী—অয্য! অহং বিজআ। কিং করীঅদু।
(আর্য! অহং বিজয়া। কিং ক্রিয়তাম্।)
শঙ্কুকর্ণঃ—বিজয়ে! নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাং মহারাজায় লঙ্কেশ্বরায়—ভগ্না প্রায়াশোকবনিকেতি। কুতঃ,
যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মণ্ডোদরী
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান্ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলা অপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমা
সেয়ং শক্ররিপোরশোকবনিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম্ ॥১॥
প্রতীহারী—অয্য! নিচ্চং ভট্টিপাদমূলে বত্তমাণস্স জণস্স অদিট্ঠপুরুব্বো অঅং সম্ভমো। কিং এদং। (আর্য! নিত্যং ভর্তৃপাদমূলে বর্তমানস্য জনস্যাদৃষ্টপূর্বোঽয়ং সংভ্রমঃ। কিমেতদ্।)
শঙ্কুকর্ণঃ—ভবতি! অতিপাতি কার্যমিদম্। শীঘ্রং নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাম্।
প্রতীহারী—অয্য! ইঅং ণিবেদেমি। (নিষ্ক্রান্তা) [আর্য! ইয়ং নিবেদয়ামি।]
শঙ্কুকর্ণঃ—(পুরতো বিলোক্য) অয়ে অয়ং মহারাজো লঙ্কেশ্বর ইত এবাভিবর্ততে। য এষঃ,

অমলকমলসাম্রভোগ্রনেত্রঃ
কনকময়োজ্জলদীপিকাপুরোগঃ।
ত্বরিতমভিপতত্যসৌ সরোষো
যুগপরিণামসমুদ্যতো যথার্কঃ।
(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো রাবণঃ।)

রাবণঃ—
কথং কথং ভো নববাক্যবাদিগুণোমি শীঘ্রং বদ কেন চাদ্য।
মুমূর্ষুণা মৃত্যুভয়েন ধৃষ্টং বনাভিমর্দাৎ পরিধর্ষিতোঽহম্ ॥৩॥

শঙ্কুকর্ণঃ—(উপসৃত্য) জয়তু মহারাজঃ। অবিদিতাগমনেন কেনচিদ্ বানরেণ সসংরম্ভমভিমৃদিতাশোকবনিকা।

রাবণঃ—(সাবজ্ঞম্) কথং বানরেণেতি। গচ্ছ, শীঘ্রং নিগৃহ্যানয়।

শঙ্কুকর্ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাবণঃ—ভবতু ভবতু।
যুধি জগত্ত্রয়ভীতিকৃতোঽপি মে যদি কৃতং ত্রিদশৈরিদমপ্রিয়ম্।
অনুভবন্ত্বচিরাদমৃতাশিনঃ ফলমতো নিজশাঠ্যসমুদ্ভবম্ ॥৪॥
(প্রবিশ্য)

শঙ্কুকর্ণঃ—জয়তু মহারাজঃ। মহারাজ! মহাবলঃ খলু স বানরঃ। তেন খলু মৃণালবদুৎপাটিতাঃ সালবৃক্ষাঃ, মুষ্টিনা ভগ্নো দারুপর্বতকঃ, পাণিতলাভ্যামভিমৃদিতানি লতাগৃহাণি, নাদেনৈব বিসংজ্ঞীকৃতাঃ প্রমদবনপালাঃ। তস্য গ্রহণসমর্থং বলমাজ্ঞাপয়িতুমর্হতি মহারাজঃ।

রাবণঃ—তেন হি কিঙ্করাণাং সহস্রং বলমাজ্ঞাপয় বানরগ্রহণায়।

শঙ্কুকর্ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ।
অস্মদীয়ৈর্মহাবৃক্ষৈরস্মদীয়া মহাবলাঃ।
ক্ষিপ্রমেব হতাস্তেন কিঙ্করা দ্রুমযোধিনা ॥৫॥

রাবণঃ—কথং হতা ইতি। তেন হি কুমারমক্ষমাজ্ঞাপয় বানরগ্রহণায়।

শঙ্কুকর্ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাবণঃ—(বিচিন্ত্য)
কুমারো হি কৃতাস্ত্রশ্চ শূরশ্চ বলবানপি।
প্রসহ্য চাপি গৃহ্ণীয়াদ্ধন্যাদ্ বা তং বনৌকসম্ ॥৬॥
(প্রবিশ্য)

শঙ্কুকর্ণঃ—অনন্তরীয়ং বলমাজ্ঞাপয়িতুমর্হতি মহারাজঃ।

রাবণঃ—কিমর্থম্।

শঙ্কুকর্ণঃ—শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ। কুমারং বানরমভিগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা মহারাজেনানাজ্ঞাপিতা অপ্যনুগতাঃ পঞ্চ সেনাপতয়ঃ।

রাবণঃ—ততস্ততঃ।

শঙ্কুকর্ণঃ—ততস্তানভিদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদ্ ভীত ইব তোরণমাশ্রিত্য কাঞ্চনপরিঘমুদ্যম্য নিপাতিতাস্তেন হরিণা পঞ্চ সেনাপতয়ঃ।

রাবণঃ—ততস্ততঃ।

শঙ্কুকর্ণঃ—ততঃ কুমারমক্ষং
ক্রোধাৎ সংরক্তনেত্রং ত্বরিততরহয়ং স্যন্দনং বাহয়ন্তং
প্রাবৃট্কালাভ্রকল্পং পরমলঘুতরং বাণজালান্ বমন্তম্।

তান্ বাণান্ নির্বিধূন্বন্ কপিরপি সহসা তদ্রথং লঙ্ঘয়িত্বা
কণ্ঠে সংগৃহ্য ধৃষ্টং মুদাদততরমনুখো মুষ্টিনা নির্জঘান ॥৭॥

রাবণঃ—(সরোষম্) আঃ, কথং কথং নির্জঘানেতি।
তিষ্ঠ ত্বমহমেবৈনমাসাদ্য কপিজন্তুকম্।
এষ ভস্মীকরোম্যস্মৎক্রোধানলকণৈঃ ক্ষণাৎ ॥৮॥

শঙ্কুকর্ণঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। কুমারমক্ষং নিহতং শ্রুত্বা ক্রোধাবিষ্ট-হৃদয়ঃ কুমারেন্দ্রজিদভিগতবাংস্তং বনৌকসম্।

রাবণঃ—তেন হি গচ্ছ। ভূয়ো জ্ঞায়তাং বৃত্তান্তঃ।

শঙ্কুকর্ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাবণঃ—কুমারো হি কৃতাস্ত্রশ্চ,
অবশ্য যুধি বীরাণাং বধো বা বিজয়োঽথবা।
তথাপি ক্ষুদ্রকর্মেদং মহ্যমীষন্মনোজ্বরঃ ॥৯॥

(প্রবিশ্য)

শঙ্কুকর্ণঃ—জয়তু মহারাজঃ। জয়তু লঙ্কেশ্বরঃ। জয়তু ভদ্রমুখঃ।
সংবৃত্তং তুমুলং যুদ্ধং কুমারস্য চ তস্য চ।
ততঃ স বানরঃ শীঘ্রং বদ্ধঃ পাশেন সাম্প্রতম্ ॥১০॥

রাবণঃ—কোঽত্র বিস্ময় ইন্দ্রজিতা শাখামৃগো বদ্ধ ইতি।
কোঽত্র ভোঃ!

(প্রবিশ্য)

রাক্ষসঃ—জয়তু মহারাজঃ।

রাবণঃ—গচ্ছ বিভীষণস্তাবদাহূয়তাম্।

রাক্ষসঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাবণঃ—ত্বমপি তাবদ্ বানরমানয়।

শঙ্কুকর্ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

রাবণঃ—(বিচিন্ত্য) ভোঃ কষ্টম্।
অচিন্ত্যা মনসা লঙ্কা সহিতৈঃ সুরদানবৈঃ।
অভিভূয় দশগ্রীবং প্রবিষ্টঃ কিল বানরঃ ॥১১॥

অপি চ,
জিত্বা ত্রৈলোক্যমাজৌ সসুন্দরনুসৃতং যন্ময়া গর্বিতেন
ক্রান্ত্বা কৈলাসমীশং স্বগণপরিবৃতং সাকমাকম্প্য দেব্যা।
লব্ধ্বা তস্মাৎ প্রসাদং পুনরগসুতয়া নন্দিনানাদৃতত্বাদ্
দত্তং শপ্তং চ তাভ্যাং যদি কপিবিকৃতিচ্ছদ্মনা তন্মম স্যাৎ ॥১২॥

(ততঃ প্রবিশতি বিভীষণঃ।)

বিভীষণঃ—(সবিমর্শম্) অহো তু খলু মহারাজস্য বিপরীতা খলু বুদ্ধিঃ সংবৃত্তা। কুতঃ,
ময়োক্তো মৈথিলী তস্মৈ বহুশো দীয়তামিতি।
নমে শৃণোতি বচনং সুহৃদাং শোককারণাৎ ॥১৩॥

(উপেত্য)

জয়তু মহারাজঃ।

রাবণঃ—বিভীষণঃ! এহ্যেহি। উপবিশ।

বিভীষণঃ—এষ এষ উপবিশামি। (উপবিশতি)

রাবপঃ—বিভীষণ! নির্বিগ্নমিব ত্বাং লক্ষয়ে।

বিভীষণঃ—নির্বেদ এব খল্বনন্ধগ্রাহিণং স্বামিনমনুপাশ্রিতস্য ভৃত্যজনস্য।
রাবণঃ—ছিদ্যতামেষা কথা। ত্বমপি তাবদ্ বানরমানয়।
বিভীষণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)
(ততঃ প্রবিশতি রাক্ষসৈগৃ'হীতো হনুমান্।)
সর্বে—আঃ ইত ইতঃ।
হনুমান্—
নৈবাহং ধর্ষিতস্তেন নৈর্ঋতেন দুরাত্মনা।
স্বয়ং গ্রহণমাপন্নো রাক্ষসেশাদিদৃক্ষয়া ॥১৪॥
(উপগম্য)
ভো রাজন্! অপি কুশলী ভবান্।
রাবণঃ—(সাবজ্ঞম্) বিভীষণঃ। কিমস্য তৎ কর্ম।
বিভীষণঃ—মহারাজ! অতোঽপ্যধিকম্।
রাবণঃ—কথং ত্বমবগচ্ছসি।
বিভীষণঃ—প্রষ্টুমর্হতি মহারাজঃ কস্ত্বমিতি।
রাবণঃ—ভো বানরঃ! কস্ত্বম্। কেন কারণেন ধর্ষিতোঽস্মাকমন্তঃপুরং প্রবিষ্টঃ।
হনুমান্—ভোঃ! শ্রূয়তাম্,
অঞ্জনায়াং সমুৎপন্নো মারুতস্যৌরসঃ সুতঃ।
প্রেষিতো রাঘবেণাহং হনুমান্ নাম বানরঃ ॥১৫॥
বিভীষণঃ—মহারাজঃ! কিং শ্রুতম্।
রাবণঃ—কিং শ্রুতেন।
বিভীসণঃ—হনুমন্! কিমাহ তত্রভবান্ রাঘবঃ।
হনুমান্—ভোঃ! শ্রূয়তাং রামশাসনম্।
রাবণঃ—কথং কথং রামশাসনমিত্যাহ। আঃ হন্যতাময়ং বানরঃ।
বিভীষণঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। সর্বাপরাধেষ্ববধ্যাঃ খলু দূতাঃ। অথবা রামস্য বচনং শ্রুত্বা পশ্চাদ্ যথেষ্টং কর্তুমর্হতি মহারাজঃ।
রাবণঃ—ভো বানর! কিমাহ স মানুষঃ।
হনুমান্—ভোঃ শ্রূয়তাং,
বরশরণমুপেহি শঙ্করং বা প্রবিশ চ দুর্গতমং রসাতলং বা।
শরবরপরিভিন্নসর্বগাত্রং যমসদনং প্রতিযাপয়াম্যহং ত্বাম্ ॥১৬॥
রাবণঃ—হ হ হ।
দিব্যাস্ত্রৈস্ত্রিদশগণা ময়াভিভূতা
দৈত্যেন্দ্রা মম বশবর্তিনঃ সমস্তাঃ।
পৌলস্ত্যোঽপ্যপহৃতপুষ্পকোঽবসন্নো
ভো! রামঃ কথমভিযাতি মানুষো মাম্ ॥১৭॥
হনুমান—এবংবিধেন ভবতা কিমথং প্রচ্ছন্নং তস্য দারাপহরণং কৃতম্।
বিভীষণঃ—সম্যাগাহ হনুমান্।
অপাস্য মায়য়া রামং ত্বয়া রাক্ষসপুঙ্গব!
ভিক্ষুবেষং সমাস্থায় চ্ছলেনাপহৃতা হি সা ॥১৮॥
রাবণঃ—বিভীষণ! কিং বিপক্ষপক্ষমবলম্বসে।
বিভীষণঃ—
প্রসীদ রাজন্! বচনং হিতং মে প্রদীয়তাং রাঘবধর্মপত্নী।
ইদং কুলং রাক্ষসপুঙ্গবেন ত্বয়া হি নেচ্ছামি বিপদ্যমানম্ ॥১৯॥

রাবণঃ—বিভীষণ। অলমলং ভয়েন।

কথং লম্বসটঃ সিংহো মৃগেণ বিনিপাত্যতে।
গজো বা সুমহান্ মত্তঃ শৃগালেন নিহন্যতে ॥২০॥

হনূমান্—ভো রাবণ। বিপদ্যমানভাগ্যেন ভবতা কিং যুক্তং রাঘবমেবং বক্তুম্। মা তাবদ্ ভোঃ।

নক্তঞ্চরাপসদ। রাবণ। রাঘবং তং
বীরাগ্রগণ্যমতুলং ত্রিদশেন্দ্রকল্পম্।
প্রক্ষীণপুণ্য। ভবতা ভুবনৈকনাথং
বক্তুং কিমেবমুচিতং গতসার। নীচৈঃ ॥২১॥

রাবণঃ—কথং কথং নামাভিধত্তে। হন্যতাময়ং বানরঃ। অথবা দূতবধঃ খলু বচনীয়ঃ। শঙ্কুকর্ণ। লাঙ্গূলমাদীপ্য বিসৃজ্যতাময়ং বানরঃ।

শঙ্কুকর্ণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। ইত ইতঃ।

রাবণঃ—অথবা এহি তাবৎ।

হনূমান্—অয়মস্মি।

রাবণঃ—অভিধীয়তাং মদ্বচনাৎ স মানুষঃ—

অভিভূতো ময়া রাম। দারাপহরণাদসি।
যদি তেঽস্তি ধনুঃশ্লাঘা দীয়তাং মে রণো মহান্ ॥২২॥

হনূমান্—অচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসি,

অভিহতবরপ্রগোপুরাট্টাং
রঘুবরকার্মুকনাদনির্জিতস্থম্।
হরিগণপরিপীড়িতৈঃ সমন্তাৎ
প্রমদবনৈরভিসংবৃতাং স্বলঙ্কাম্ ॥২৩॥

রাবণঃ—আঃ নির্বাস্যতাময়ং বানরঃ।

রাক্ষসাঃ—ইত ইতঃ।

(রক্ষোভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তো হনূমান্)

বিভীষণঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। অস্তি কাচিদ্ বিবক্ষা মহারাজস্য হিতমন্তরেণ।

রাবণঃ—উচ্যতাং, তচ্ছ্রেয়ো বয়মপি শ্রোতারঃ।

বিভীষণঃ—সর্বথা রাক্ষসকুলস্য বিনাশোঽভ্যাগত ইতি মন্যে।

রাবণঃ—কেন কারণেন।

বিভীষণঃ—মহারাজস্য বিপ্রতিপত্ত্যা।

রাবণঃ—কা মে বিপ্রতিপত্তিঃ।

বিভীষণঃ—ননু সীতাপহরণমেব।

রাবণঃ—সীতাপহরণে কো দোষঃ স্যাৎ।

বিভীষণঃ—অধর্মশ্চ।

রাবণঃ—চ-শব্দেন সাবশেষমিব তে বচনম্। তদ্ ব্রূহি।

বিভীষণঃ—তদেব ননু।

রাবণঃ—বিভীষণ। কিং গূহসে। মম খলু প্রাণৈঃ শাপিতঃ স্যাঃ, যদি সত্যং ন ব্রূয়াঃ।

বিভীষণঃ—অভয়ং দাতুমর্হতি মহারাজঃ।

রাবণঃ—দত্তমভয়ম্। উচ্যতাম্।

বিভীষণঃ—বলবদ্বিগ্রহশ্চ।

রাবণঃ—(সরোষম্) কথং কথং বলর্বাদ্বিগ্রহো নাম।
শত্রুপক্ষমুপাশ্রিত্য মাময়ং রাক্ষসাধমঃ।
ক্রোধমাহারয়ংস্তীব্রমভীরুরভিভাষতে ॥২৪॥
কোঽত্র,
মমানবেক্ষ্য সৌভ্রাত্রং শত্রুপক্ষমুপাশ্রিতম্।
নোৎসহে পুরতো দ্রষ্টুং তস্মাদেষ নিরস্যতাম্ ॥২৫॥
বিভীষণঃ—প্রসীদতু মহারাজঃ। অহমেব যাস্যামি।
শাসিতোঽহং ত্বয়া রাজন্! প্রয়ামি ন চ দোষবান্।
ত্যক্ত্বা রোষং চ কামং চ যথা কার্যং তথা কুরু ॥২৬॥
(পরিক্রম্য) অয়মিদানীম্—
অদ্যৈব তং কমললোচনমুগ্রচাপং
রামং হি রাবণবধায় কৃতপ্রতিজ্ঞম্।
সংশ্রিত্য সংশ্রিতহিতপ্রথিতং নুদেবং
নষ্টং নিশাচরকুলং পুনরুদ্ধরিষ্যে ॥২৭॥
(নিষ্ক্রান্তঃ)
রাবণঃ—হন্ত নির্গতো বিভীষণঃ। যাবদহমপি নগররক্ষাং সম্পাদয়ামি।
(নিষ্ক্রান্তঃ)

সমাপ্তঃ তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

অথ চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বানরকঞ্চুকীয়ঃ)
কাঞ্চুকীয়ঃ—ভো ভো বলাধ্যক্ষ! সন্নাহমাজ্ঞাপয় বানরবাহিনীম্।
(প্রবিশ্য)
বলাধ্যক্ষঃ—আর্য! কিং কৃতোঽয়ং সমুদ্যোগঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—তত্রভবতা হনুমতা নীতঃ খলু ভর্তুরামস্য দেব্যাঃ সীতায়া বৃত্তান্তঃ।
বলাধ্যক্ষঃ—কিমিতি কিমিতি।
কাঞ্চুকীয়ঃ—শ্রূয়তাং,
লংকায়াং কিল বর্ততে নৃপসুতা শোকাভিভূতা ভৃশং
পৌলস্ত্যেন বিহায় ধর্মসময়ং সংক্লেশ্যমানা ততঃ।
শ্রুত্বৈতদ্ ভৃশশোকতপ্তমনসো রামস্য কার্যার্থিনা
রাজ্ঞা বানরবাহিনী প্রতিভয়া সন্নাহমাজ্ঞাপিতা ॥১॥
বলাধ্যক্ষঃ—এবম্। যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ।
কাঞ্চুকীয়ঃ—যাবদহমপি সন্নদ্ধা বানরবাহিনীতি মহারাজায় নিবেদয়ামি।
(নিষ্ক্রান্তৌ)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি রামো লক্ষ্মণঃ সুগ্রীবো হনুমাংশ্চ)
রামঃ—
আক্রান্তা পৃথুসানুকুঞ্জগহনা মেঘোপমাঃ পর্বতাঃ
সিংহব্যাঘ্রগজেন্দ্রপীতসলিলা নদ্যশ্চ তীর্ণা ময়া।
ক্রান্তং পুষ্পফলাঢ্যপাদপযুতং চিত্রং মহৎ কাননং
সম্প্রাপ্তোঽস্মি কপীন্দ্রসৈন্যসহিতো বেলাতটং সাম্প্রতম্ ॥২॥

লক্ষ্মণঃ—এষ এষ ভগবান্ বরুণঃ,
সজলজলধরেন্দ্রনীলনীরো বিলুলিতফেনতরঙ্গচারুহারঃ।
সমধিগতনদীসহস্রবাহুর্হরিরিব ভাতি সরিৎপতিঃ শয়ানঃ ॥৩॥

রামঃ—কথং কথং ভোঃ।
রিপুমুদ্ধর্তুমুদ্যন্তং মাময়ং সত্ত্বসায়কম্।
সজীবমদ্য তং কর্তুং নিবারয়তি সাগরঃ ॥৪॥

সুগ্রীবঃ—অয়ে বিয়তি
সজলজলদসন্নিভপ্রকাশঃ
কনকময়ামলভূষণোজ্জ্বলাঙ্গঃ।
অভিপততি কুতো নু রাক্ষসোঽসৌ
শলভ ইবাশু হুতাশনং প্রবেষ্টুম্ ॥৫॥

হনুমান—ভো ভো বানরবীরাঃ। অপ্রমত্তা ভবন্তু ভবন্তঃ।
শৈলৈর্দ্রুমৈঃ সম্প্রতি মুষ্টিবন্ধৈর্দন্তৈর্নখৈর্জানুভিরুগ্রনাদৈঃ।
রক্ষোবধার্থং যুধি বানরেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তু চ নো নরেন্দ্রম্ ॥৬॥

রামঃ—রাক্ষস ইতি। হনুমন্! অলমলং সম্ভ্রমেণ।

হনুমান্—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।

(ততঃ প্রবিশতি বিভীষণঃ)

বিভীষণঃ—ভোঃ! প্রাপ্তোঽস্মি রাঘবস্য শিবিরসন্নিবেশম্। (বিচিন্ত্য) অকৃত-দূতসম্প্রেষণমবিদিতাগমনমমিত্রসম্বন্ধিনং কথং নু খলু মামবগচ্ছেৎ তত্র-ভবান্ রাঘবঃ। কুতঃ,
ক্রুদ্ধস্য পুরতঃ সহিতোঽপ্যশক্তঃ
স্থাতুং সুরৈঃ সুররিপোর্যুধি বজ্রপাণিঃ।
তস্যানুজং রঘুপতিঃ শরণাগতং মাং
কিং বক্ষ্যতীতি হৃদয়ং পরিশঙ্কিতং মে ॥৭॥

অথবা,
দৃষ্টধর্মার্থতত্ত্বোঽয়ং সাধুঃ সংশ্রিতবৎসলঃ।
শঙ্কনীয়ঃ কথং রামো বিশুদ্ধমনসা ময়া ॥৮॥

(অধোঽবলোক্য) ইদং রঘুকুলবৃষভস্য স্কন্ধাবারম্। যাবদবতরামি। (অবতীর্য) হন্ত ইহ স্থিত্বা মমাগমনং দেবায় নিবেদয়ামি।

হনুমান্—(ঊর্ধ্বমবলোক্য) অয়ে কথং তত্রভবান্ বিভীষণঃ।

বিভীষণঃ—অয়ে হনুমন্। হনুমন্! মমাগমনং দেবায় নিবেদয়।

হনুমান্—বাঢ়ম্। (উপগম্য) জয়তু জয়তু দেবঃ।
রাজং স্ত্বৎকারণাদেব ভ্রাত্রা নির্বিষয়ীকৃতঃ।
বিভীষণোঽয়ং ধর্মাত্মা শরণার্থমুপাগতঃ ॥৯॥

রামঃ—কথং বিভীষণঃ শরণাগত ইতি। বৎস লক্ষ্মণ! গচ্ছ, সৎকৃত্য প্রবেশ্যতাং বিভীষণঃ।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

রামঃ—সুগ্রীব বক্তুকামমিব ত্বাং লক্ষয়ে।

সুগ্রীবঃ—দেব! বহুমায়াশ্ছলযোধিনশ্চ রাক্ষসাঃ। তস্মাৎ সম্প্রধার্য প্রবেশ্যতাং বিভীষণঃ।

হনুমান্—মহারাজ! মা মৈবং,

দেবে যথা বয়ং ভক্তাস্তথা মনো বিভীষণম্।
ভ্রাত্রা বিবদমানোঽপি দৃষ্টঃ পূর্বং পুরে ময়া ॥১০॥

রামঃ—যদ্যেবং, গচ্ছ, সৎকৃত্য প্রবেশ্যতাং বিভীষণঃ।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (পরিক্রম্য) অয়ে বিভীষণঃ। বিভীষণ! অপি কুশলী ভবান্।

বিভীষণঃ—অয়ে কুমারো লক্ষ্মণঃ। কুমার! অদ্য কুশলী সংবৃত্তোঽস্মি।

লক্ষ্মণঃ—বিভীষণ! উপসর্পাবস্তাবদার্যম্।

বিভীষণঃ—বাঢ়ম্। (উপসর্পতঃ)

লক্ষ্মণঃ—জয়ত্বার্যঃ।

বিভীষণঃ—প্রসীদতু দেবঃ। জয়তু দেবঃ।

রামঃ—অয়ে বিভীষণঃ। বিভীষণ! অপি কুশলী ভবান্।

বিভীষণঃ—দেব! অদ্য কুশলী সংবৃত্তোঽস্মি।

ভবন্তং পদ্মপত্রাক্ষং শরণ্যং শরণাগতঃ।
অদ্যাস্মি কুশলী রাজং স্ত্বদ্দর্শনবিকল্মষঃ ॥১১॥

রামঃ—অদ্যপ্রভৃতি মদ্বচনাল্লঙ্কেশ্বরো ভব।

বিভীষণঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

রামঃ—বিভীষণ! ত্বদাগমনাদেব সিদ্ধমস্মৎকার্যম্। সাগরতরণে খলূপায়ো নাধিগম্যতে।

বিভীষণঃ—দেব! কিমত্রাবগন্তব্যম্। যদি মার্গং ন দদাতি, সমুদ্রে দিব্যমস্ত্রং তাবদ্ বিস্রষ্টুমর্হতি দেবঃ।

রামঃ—সাধু বিভীষণ! সাধু। ভবতু, এবং তাবৎ করিষ্যে। (সহসোত্তিষ্ঠন্ সরোষম্)

মম শরপরিদগ্ধতোয়পঙ্কং হতশতমৎস্যবিকীর্ণভূমিভাগম্।
যদি মম ন দদাতি মার্গমেনং প্রতিহতবীচিরবং করোমি শীঘ্রম্ ॥১২॥

(ততঃ প্রবিশতি বরুণঃ)

বরুণঃ—(সসম্ভ্রমম্)

নারায়ণস্য নররূপমুপাশ্রিতস্য
কার্যার্থমভ্যুপগতস্য কৃতাপরাধঃ।
দেবস্য দেবরিপুদেহহরাৎ প্রতূর্ণং
ভীতঃ শরাচ্ছরণমেনমুপাশ্রয়ামি ॥১৩॥

(বিলোক্য) অয়ে অয়ং ভগবান্,

মানুষং রূপমাস্থায় চক্রশার্ঙ্গগদাধরঃ।
স্বয়ং কারণভূতঃ সন্ কার্যার্থী সমুপাগতঃ ॥১৪॥

নমো ভগবতে ত্রৈলোক্যকারণায় নারায়ণায়।

লক্ষ্মণঃ—(বিলোক্য) অয়ে কো নু খল্বেষঃ।

মণিবিরচিতমৌলিশ্চারুতাম্রায়তাক্ষো
নবকুবলয়নীলো মত্তমাতঙ্গলীলঃ।
সলিলনিচয়মধ্যাদুত্থিতস্ত্বেষ শীঘ্র-
মবনতমিব কুর্বং স্তেজসা জীবলোকম্ ॥১৫॥

বিভীষণঃ—দেব! অয়ং খলু ভগবান্ বরুণঃ প্রাপ্তঃ।

রামঃ—কিং বরুণোঽয়ম্ ভগবন্! বরুণ! নমস্তে।

বরুণঃ—ন মে নমস্কারং কর্তুমর্হতি দেবেশঃ। অথবা,
রাজপুত্র! কুতঃ কোপো রোষেণ কিমলং তব।
কর্তব্যং তাবদস্মাভির্বদ শীঘ্রং নরোত্তম। ॥১৬॥
রামঃ—লঙ্কাগমনে মার্গং দাতুমর্হতি ভবান্।
বরুণঃ—এষ মার্গঃ। প্রযাতু ভবান্। (অন্তর্হিতঃ)
রামঃ—কথমন্তর্হিতো ভগবান্ বরুণঃ। বিভীষণ! পশ্য পশ্য ভগবৎপ্রসাদান্নিষ্কম্পবীচিমন্তং সলিলাধিপতিম্।
বিভীষণঃ—দেব! সাম্প্রতং দ্বিধাভূত ইব দৃশ্যতে জলনিধিঃ।
রামঃ—ক্ব হনুমান্।
হনুমান—জয়তু দেবঃ।
রাম—হনুমন্! গচ্ছাগ্রতঃ।
হনুমান্—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (সর্বে পরিক্রামন্তি)
রামঃ—(বিলোক্য সবিস্ময়ম্) বৎস লক্ষ্মণ! বয়স্য বিভীষণ! মহারাজ সুগ্রীব! সখে হনুমন্! পশ্যন্তু পশ্যন্তু ভবন্তঃ। অহো বিচিত্রতা সাগরস্য। ইহ হি,
ক্বচিৎ ফেনোদ্গারী ক্বচিদপি চ মীনাকুলজলঃ
ক্বচিচ্ছঙ্খাকীর্ণঃ ক্বচিদপি চ নীলাম্বুদনিভঃ।
ক্বচিদ বীচীমালঃ ক্বচিদপি চ নক্রপ্রতিভয়ঃ
ক্বচিদ্ ভীমাবর্তঃ ক্বচিদপি চ নিষ্কম্পসলিলঃ ॥১৭॥
ভগবৎপ্রসাদাদতীতঃ সাগরঃ।
হনুমান্—দেব! ইয়ং লঙ্কা।
রামঃ—(চিরং বিলোক্য) অহো রাক্ষসনগরস্য শ্রীরচিরাদ্ বিপৎস্যতে।
মম শরবরবাতপাতভগ্না কপিবরসৈন্যতরঙ্গতাড়িতান্তা।
উদধিজলগতেব নৌর্বিপন্না নিপততি রাবণকর্ণধারদোষাৎ ॥ ১৮ ॥
সুগ্রীব! অস্মিন্ সুবেলপর্বতে ক্রিয়তাং সেনানিবেশঃ। (উপবিশতি)
সুগ্রীবঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ! নীল! এবং ক্রিয়তাং। (প্রবিশ্য)
নীলঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু দেবঃ। ক্রমান্নিবেশ্যমানাসু সেনাসু বৃন্দপরিগ্রহেষু পরীক্ষ্যমাণেষু পুস্তকপ্রমাণ্যাৎ কুতশ্চিদপ্যাবজ্ঞায়মানৌ দ্বৌ বনৌকসৌ গৃহীতৌ। বয়ং ন জানীমঃ কর্তব্যম্। দেবস্তস্মাৎ প্রমাণম্।
রামঃ—শীঘ্রং প্রবেশয়ত্বেতৌ।
নীলঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)
(ততঃ প্রবিশতি নীলো বানরৈর্গৃহ্যমাণৌ বানররূপধারিণৌ সম্পুটিকাহস্তৌ শুকসারণৌ চ।)
বানরাঃ—অঙ্ঘো ভণথ। কে তুম্হে ভণথ। (অঙ্ঘো ভণতং কৌ যুবাং ভণতম্।)
উভৌ—ভট্টা! অম্হে অয্যকুমুদস্স সেবআ। [ভর্তঃ! আবামার্যকুমুদস্য সেবকৌ।]
বানরাঃ—ভট্টা! অয্যকুমুদস্য সেবঅত্তি অত্তাণং অবদিসন্তি। [ভর্তঃ! আর্যকুমুদস্য সেবকাবিত্যাত্মানমপদিশতঃ।]
বিভীষণঃ—(সাবধানং শুকসারণৌ বিলোক্য)
স্বসৈনিকৌ ন চাপ্যেতৌ ন চাপ্যেতৌ বনৌকসৌ।
প্রেষিতৌ রাবণেনৈতৌ রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ॥ ১৯ ॥

উভৌ—(আত্মগতম্) হন্ত কুমারেণ বিজ্ঞাতৌ স্বঃ।
(প্রকাশম্) আর্য! আবাং খলু রাক্ষসরাজস্য বিপ্রতিপত্ত্যা বিপদ্যমানং রাক্ষসকুলং দৃষ্ট্বাস্পদমলভমানৌ আর্যসংশ্রয়ার্থং বানররূপেণ সম্প্রাপ্তৌ।
রামঃ—বয়স্য! বিভীষণ! কথমিব ভবান্ মন্যতে।
বিভীষণঃ—দেব!

এতৌ হি রাক্ষসেন্দ্রস্য সম্মতৌ মন্ত্রিণৌ নৃপ!
প্রাণান্তিকেঽপি ব্যসনে লঙ্কেশং নৈব মুঞ্চতঃ ॥ ২০ ॥

তস্মাদ্ যথার্হং দণ্ডমাজ্ঞাপয়তু দেবঃ।
রামঃ—বিভীষণ! মা মৈবম্।

অনয়োঃ শাসনাদেব ন মে বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
ক্ষয়ো বা রাক্ষসেন্দ্রস্য তস্মাদেতৌ বিমোচয় ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মণঃ—যদি বিমুচ্যেৎ, সর্বস্কন্ধাবারং প্রবিশ্য পরীক্ষ্য পুনর্মোক্ষমাজ্ঞাপয়ত্বার্যঃ।
রামঃ—সম্যগভিহিতং লক্ষ্মণেন। নীল! এবং ক্রিয়তাম্।
নীলঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।
রামঃ—অথবা এহি তাবৎ।
উভৌ—ইমৌ স্বঃ।
রামঃ—অভিধীয়তাং মদ্বচনাৎ স রাক্ষসেন্দ্রঃ—

মম দারাপহারেণ স্বয়ংগ্রাহিতবিগ্রহঃ।
আগতোঽহং ন পশ্যামি দ্রষ্টুকামো রণাতিথিঃ ॥ ২২ ॥

ইতি।
উভৌ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ। (নিষ্ক্রান্তৌ।)
রামঃ—বিভীষণ! বয়মপি তাবদনন্তরীয়ং বলং পরীক্ষিষ্যামহে।
বিভীষণঃ—যদাজ্ঞাপয়তি দেবঃ।
রামঃ—(পরিক্রম্য বিলোক্য) অয়ে অস্তমিতো ভগবান্ দিবাকরঃ। সম্প্রতি হি,

অস্তাদ্রিমস্তকগতঃ প্রতিসংহৃতাংশুঃ
সন্ধ্যানুরঞ্জিতবপুঃ প্রতিভাতি সূর্যঃ।
রক্তোজ্জ্বলাংশুকবৃতে দ্বিরদস্য কুম্ভে
জাম্বূনদেন রচিতপুলকো যথৈব ॥২৩॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে।)

সমাপ্তঃ চতুর্থোঽঙ্কঃ।

অথ পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি রাক্ষসকাঞ্চুকীয়ঃ)

রাক্ষসকাঞ্চুকীয়ঃ—ক ইহ ভোঃ! প্রবালতোরণদ্বারমশূন্যং কুরুতে।

(প্রবিশ্যান্যো রাক্ষসঃ)

রাক্ষসঃ—আর্য! অয়মস্মি। কিং ক্রিয়তাম্।
কাঞ্চুকীয়—গচ্ছ, মহারাজস্য শাসনাদ্ বিদ্যুজ্জিহ্বস্তাবদাহূয়তাম্।
রাক্ষসঃ—আর্য! তথা। (নিষ্ক্রান্তঃ।)
কাঞ্চুকীয়ঃ—অহো তু খলু বিপদ্যমানাভ্যুদয়ে রাক্ষসকুলে বিপন্নসর্বসাধনস্য নিহতবীরপুরুষস্য স্বয়ং চ প্রাণসংশয়ং প্রাপ্তস্যেদানীমপি প্রসন্নত্বং নোপগচ্ছতি মহারাজস্য বুদ্ধিঃ। কো হি নাম,

চলত্তরঙ্গাহতভীমবেলমুদীর্ণনক্রাকুলনীলনীরম্।
সমুদ্রমাক্রান্তমবেক্ষ্য তস্মৈ দারপ্রদানান্ন করোতি শান্তিম্ ॥১॥

অপি চ,

প্রহস্তপ্রমুখা বীরাঃ কুম্ভকর্ণপুরঃসরাঃ।
নিহতা রাঘবেণাদ্য শক্রজিচ্চাপি নির্গতঃ ॥ ২ ॥

এবমপি গতে,

মদনবশগতো মহায়োর্থং সচিববচোঽপ্যনবেক্ষ্য বীরমানী।
রঘুকুলবৃষভস্য তস্য দেবীং জনকসুতাং ন দদাতি যোদ্ধুকামঃ ॥ ৩ ॥

(প্রবিশ্য)

বিদ্যুজ্জিহ্বঃ—অপি সুখমার্যস্য।

কাঞ্চুকীয়ঃ—বিদ্যুজ্জিহ্ব! গচ্ছ, মহারাজবচনাদ্ রামলক্ষ্মণয়োঃ শিরঃ প্রতিকৃতিরানীয়তাম্।

বিদ্যুজ্জিহ্বঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

কাঞ্চুকীয়ঃ—যাবদহমপি মহারাজস্য প্রত্যন্তরীভবিষ্যামি।

(নিষ্ক্রান্তঃ)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি রাক্ষসীগণপরিবৃতা সীতা)

সীতা—কিণ্ণু হু অয্যউত্তস্স আগমণেণ পহল্লাদিঅস্স হিঅঅস্স অজ্জ আবেও বিঅ সংবুত্তো। অণিট্ঠাণি ণিমিত্তাণি অ দিস্সন্তি। এবং বি দাণি (অচ্চাহিঅং ?) হিঅঅস্স মহন্তো অব্ভুদও বড্ঢই। সব্বহা ইস্সরা সন্তিং করন্তু। [কিন্নু খল্বার্যপুত্রগমনেন প্রহ্লাদিতস্য হৃদয়স্যাদ্যাবেগ ইব সংবৃত্তঃ। অনিষ্টানি নিমিত্তানি চ দৃশ্যন্তে। এবমপীদানীং হৃদয়স্য মহানভ্যুদয়ো বর্ধতে। সর্বথেশ্বরাঃ শান্তিং কুর্বন্তু।]

(ততঃ প্রবিশতি রাবণঃ।)

রাবণঃ—মা তাবদ্,

এষা বিহায় ভবনং মম সম্প্রয়াতা
নারী নবামলজলোদ্ভবলগ্নহস্তা।
লঙ্কা যদা হি সমরে বশমাগতা মে
পৌলস্ত্যমাশু পরিজিত্য তদা গৃহীতা ॥ ৪ ॥

ভবতি! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ন খলু ন খলু গন্তব্যম্। কিং ব্রবীষি—উৎসৃজ্য ত্বাং রামমুপগচ্ছামীতি। আঃ অপধ্বংস।

বলাদেব গৃহীতাসি তদা বৈশ্রবণালয়ে।
বলাদেব গ্রহীষ্যে ত্বাং হত্বা রাঘবমাহবে ॥ ৫ ॥

কিমনয়া। যাবদহমপি সীতাং বিলোভয়িষ্যে। (মদনাবেশং নিরূপ্য) অহো তু খল্বতুলবলতা কুসুমধন্বনঃ। কুতঃ,

নিদ্রাং মে নিশি বিস্মরন্তি নয়নান্যালোক্য সীতাননং
তৎসংশ্লেষসুখার্থিনী তনুতরা যাতা তনুঃ পাণ্ডুতাম্।
সন্তাপং রমণীয়বস্তুবিষয়ে বধ্নাতি পুষ্পেষুণা
কষ্টং নির্জিতবিষ্টপত্রয়ভুজো নির্জীয়তে রাবণঃ ॥৬॥

(উপেত্য)

সীতে! ত্যজ ভ্রমরবিন্দপলাশনেত্রে!
চিত্তং হি মানুষগতং মম চিত্তনাথে!!

শস্ত্রেণ মেঽদ্য সমরে বিনিপাত্যমানং
প্রেক্ষস্ব লক্ষ্মণযুতং তব চিত্তকান্তম্ ॥ ৭ ॥

সীতা—হং মূঢ়ো খু সি রাবণও, জো মন্দরং হত্থেন তুলয়িদুকামো। [হং মূঢ় খল্বসি রাবণকঃ, যো মন্দরং হস্তেন তুলয়িতুকামঃ।]

রাক্ষসঃ—(প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ।
এতে তয়োর্মানুষয়োঃ শিরসী রাজপুত্রয়োঃ।
যুধি হত্বা কুমারেণ গৃহীতে ত্বৎপ্রিয়ার্থিনা ॥ ৮ ॥

রাবণঃ—সীতে! পশ্য পশ্য তয়োর্মানুষয়োঃ শিরসী।

সীতা—হা অয্যউত্ত!। (ইতি মূর্ছিতা পততি) [হা আর্যপুত্র!]

রাবণঃ—সীতে! ভাবং পরিত্যজ্য মানুষেঽস্মিন্ গতায়ুষি!
অদ্যৈব ত্বং বিশালাক্ষি! মহতীং শ্রিয়মাপ্নুহি ॥ ৯ ॥

সীতা—(প্রত্যভিজ্ঞায়) হা অয্যউত্ত! পরিমলণবকমলসন্নিহে বদণে পরিবুত্তণঅণে পেক্খন্তী অদিধীরা খু ম্হি মন্দভাআ। হা অয্যউত্ত! এদস্সিং দুঃখ-সাঅরে মং ণিক্খিবিঅ কহিং গদো সি। জাব ণ মরামি। কিং ণু খু অলিঅং এদং ভবে। ভদ্দ! জেণ অসিণা অয্যাউত্তস্স অসদিসং কিদং, তেণ মং বি মারেহি। [হা আর্যপুত্র! পরিমলনবকমলসন্নিভে বদনে পরিবৃত্ত-নয়নে পশ্যন্তী অতিধীরা খল্বস্মি মন্দভাগা। হা আর্যপুত্র! এতস্মিন্ দুঃখসাগরে মাং নিক্ষিপ্য কুত্র গতোঽসি। যাবন্ন ম্রিয়ে। কিন্নু খল্বলীক-মেতদ্ ভবেৎ। ভদ্র! যেনাসিনার্যপুত্রস্যাসদৃশং কৃতং তেন মামপি মারয়।]

রাবণঃ—
ব্যক্তমিন্দ্রজিতা যুদ্ধে হতে তস্মিন্ নরাধমে।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা কেন ত্বং মোক্ষয়িষ্যসে ॥ ১০ ॥

(নেপথ্যে)

রামেণ রামেণ

সীতা—চিরং জীব।

রাক্ষসঃ—[প্রবিশ্য] (সসম্ভ্রমম্) রামেণ রামেণ।

রাবণঃ—কথং কথং রামেণেতি।

রাক্ষসঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। অতিপাতিবৃত্তান্তনিবেদনত্বরয়াবস্থান্তরং নাবেক্ষিতম্।

রাবণঃ—ব্রূহি ব্রূহি। কিং কৃতং মনুজতাপসেন।

রাক্ষসঃ—শ্রোতুমর্হতি মহারাজঃ। তেন খলু,
উদীর্ণসত্ত্বেন মহাবলেন লঙ্কেশ্বরং ত্বামভিভূয় শীঘ্রম্।
সলক্ষ্মণেনাদ্য হি রাঘবেণ প্রসহ্য যুদ্ধে নিহতঃ সুতস্তে ॥ ১১ ॥

রাবণঃ—আ দুরাত্মন্! সমরভীরো!
দেবাঃ সেন্দ্রা জিতা যেন দৈত্যাশ্চাপি পরাঙ্মুখাঃ।
ইন্দ্রজিৎ সোঽপি সমরে মানুষেণ নিহন্যতে ॥ ১২ ॥

রাক্ষসঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ। মহারাজপাদমূলে কুমারমন্তরেণানৃতং নাভিধীয়তে।

রাবণঃ—হা বৎস! মেঘনাদ!। (ইতি মূর্ছিতঃ পততি।)

রাক্ষসঃ—মহারাজ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

রাবণঃ—(প্রত্যভিজ্ঞায়)

হা বৎস! সর্বজগতাং জ্বরকৃৎ! কৃতাস্ত্র!
হা বৎস! বাসবজিদানতবৈরিচক্র!।
হা বৎস! বীর! গুরুবৎসল! যুদ্ধশৌণ্ড!
হা বৎস! মামিহ বিহায় গতোঽসি কস্মাৎ ॥ ১৩ ॥

(ইতি মোহমুপগতঃ।)

রাক্ষসঃ—হা ধিক্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী লঙ্কেশ্বর এতামবস্থাং প্রাপিতো হতকেন বিধিনা। মহারাজ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি।

রাবণঃ—(সমাশ্বস্য) ইদানীমনর্থহেতুভূতয়া সীতয়া কিমনয়া ত্রৈলোক্যবিজয়-বিফলয়া চপলয়া শ্রিয়া চ। কিং ভোঃ কৃতান্তহতক! অদ্যাপি ভয়বিহ্বলোঽসি।

ইদানীমপি নিঃস্নেহো বৎসেনেন্দ্রজিতা বিনা।
কষ্টং কঠোরহৃদয়ো জীবত্যেষ দশাননঃ। ॥১৪॥

(ইতি সন্তাপাৎ পততি।)

রাক্ষসঃ—হা ভো রজনীচরবীরাঃ। এবং গতে রাজন্যন্তঃকক্ষ্যাস্থিতা রক্ষিণশ্চা-প্রমত্তা ভবন্তু ভবন্তঃ।

(নেপথ্যে)

ভো ভো রজনীচরবীরাঃ। সমরমুখনিরস্ত-প্রহস্ত-নিকুম্ভ-কুম্ভকর্ণে-ন্দ্রজিদ্বি-কলবলজলধির্জনিতভয়চকিতবিমুখাঃ। চপলপলায়নমনুচিতম-বিরতমমরসমরাণি জিতবতাং ভবতাম্, অথ চ বিশ্বলোকবিজয়বিখ্যাত-বিংশদ্বাহুশালিনি ভর্তর্যত্র স্থিতবতি লঙ্কেশ্বরে।

রাবণঃ—(শ্রুত্বা সামর্ষম্) গচ্ছ, ভূয়ো জ্ঞায়তাং বৃত্তান্তঃ।

রাক্ষসঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য) জয়তু মহারাজঃ। এষ হি রামঃ,

ধনুষি নিহিতবাণস্ত্বামতিক্রম্য গর্বা-
দ্ধরিগণপরিবারো হাসসম্ফুল্লনেত্রঃ।
রণশিরসি সুতং তে পাতয়িত্বা তু রাজ-
ন্নভিপততি হি লঙ্কাং সন্দিধক্ষুর্যথৈব ॥ ১৫ ॥

রাবণঃ—(সহসোত্থায় সরোষম্) ক্বাসৌ ক্বাসৌ।

(অসিমুদ্যম্য)

বজ্রীভকুম্ভতটভেদকঠোরধারঃ
ক্রোধোপহারমসিরেষ বিধাস্যতি ত্বাম্।
সম্প্রত্যবস্থনিমিষা ইহ মৎকরস্থঃ
ক্ষুদ্র! ক্ব যাস্যসি কুতাপস! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

রাক্ষসঃ—মহারাজ! অলমতিসাহসেন।

সীতা—অণিট্ঠাণ অণত্থাণ অণিমিত্তাণি ইদানিং করঅংতস্স রাবণস্স অইরেণ মরণং ভবিস্সদি। (অনিষ্টান্যনর্থান্যনিমিত্তানীদানীং কুর্বতো রাবণস্যাচিরেণ মরণং ভবিষ্যতি।

রাবণঃ—অস্যা কারণেন বহবো ভ্রাতরঃ সুতাঃ সুহৃদশ্চ মে নিহতাঃ। তস্মাদ-মিত্রবিষয়মস্যা হৃদয়ং ভিত্ত্বা কৃন্টান্ত্রমালালঙ্কৃতঃ খড়্গাশনিপাতেন সমনুজযুগলং সকলবানরকুলং ধারয়ামি ধ্বংসয়ামি।

রাক্ষসঃ—প্রসীদতু প্রসীদতু মহারাজঃ।
অলমলমিদানীমরিবলীপলেপমন্তরেণানবরতবৃথাপ্রয়াসেন। অবশ্যং চ স্ত্রীবধো ন কর্তব্যঃ।

রাবণঃ—তেন হি স্যন্দনমানয়।

রাক্ষসঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য)
জয়তু মহারাজঃ। ইদং স্যন্দনম্।

রাবণঃ—(রথমারুহ্য)

সমাবৃতং সর্বৈরদ্য সীতে! দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
মম চাপচ্যুতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাণৈরাক্রান্তচেতসম্ ॥ ১৭ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ সপরিবারো রাবণঃ।)

সীতা—ইস্সরা! অত্তণো কুলসরিসেণ চারিত্তেণ জদি অহং অণুসরামি অয্যউত্তং, অয্যউত্তস্স বিজও হোদু।
(ঈশ্বরাঃ। আত্মনঃ কুলসদৃশেন চারিত্রেণ যদ্যহমনুসরাম্যার্যপুত্রম্, আর্যপুত্রস্য বিজয়ো ভবতু।)

(নিষ্ক্রান্তা)

পঞ্চমোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ

অথ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশন্তি বিদ্যাধরাস্ত্রয়ঃ।)

সর্বে—এতে স্মো ভো! এতে স্মঃ।

প্রথমঃ—ইক্ষ্বাকুবংশবিপুলোজ্জ্বলদীপ্তকেতোঃ।

দ্বিতীয়ঃ—রামস্য রাবণবধায় কৃতোদ্যমস্য।

তৃতীয়ঃ—সঙ্গ্রামদর্শনকুতূহলবদ্ধচিত্তাঃ।

সর্বে—প্রাপ্তা বয়ং হিমবতঃ শিখরাৎ প্রতূর্ণম্ ॥১॥

প্রথমঃ—চিত্ররথ! এতে দেবদেবর্ষিসিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ো নিরন্তরং নভঃ কৃত্বা স্থিতাঃ। তস্মাদ্ বয়মপ্যেতেষামেতান্ গণান্ পরিহরন্তঃ স্বৈরমেকান্তে স্থিত্বা রামরাবণয়োর্যুদ্ধবিশেষং পশ্যামঃ।

উভৌ—বাঢ়ম্। (তথা কৃত্বা)

প্রথমঃ—অহো প্রতিভয়দর্শনীয়া খল্বিয়ং যুদ্ধভূমিঃ। ইহ হি,

রজনিচরশরীরনীরকীর্ণা কপিবরবীচিযুতা বরাসিনক্রা।
উদধিরিব বিভাতি যুদ্ধভূমী রঘুবরচন্দ্রশরাংশুবৃদ্ধবেগা ॥২॥

দ্বিতীয়ঃ—এবমেতৎ।

এতে পাদপশৈলভগ্নশিরসো মুষ্টিপ্রহারৈর্হতাঃ
ক্রুদ্ধৈর্বানরযূথপৈরতিবলৈরুৎপুচ্ছকর্ণৈর্বৃতাঃ।
কণ্ঠগ্রাহবিবৃত্ততুঙ্গনয়নৈর্দষ্টৌষ্ঠতাম্রৈর্নখৈঃ
শৈলা বজ্রহতা ইবাশু সমরে রক্ষোগণাঃ পতিতাঃ ॥৩॥

তৃতীয়ঃ—এতে চাপি দ্রষ্টব্যা ভবদ্ভ্যাং

নিশিতবিমলখড়্গাঃ ক্রোধবিস্ফারিতাক্ষা
বিমলবিকৃতদংষ্ট্রা নীলজীমূতকল্পাঃ।

হরিগণপতিসৈন্যং হন্তুকামাঃ সমন্তাদ্
রভসবিবৃতবক্ত্রা রাক্ষসাঃ সম্পতন্তঃ ॥৪॥

প্রথমঃ—অহো তু খলু
বাণাঃ—পাত্যন্তে রাক্ষসৈর্বানরেষু।
দ্বিতীয়ঃ—শৈলা ক্ষিপ্যন্তে বানরৈর্নৈঋর্তেষু।
তৃতীয়ঃ—মুষ্টিপ্রক্ষেপৈর্জানুসঙ্ঘট্টনৈশ্চ
সর্বে—ভীমশ্চিত্রং ভোঃ! সম্প্রমর্দঃ প্রবৃত্তঃ ॥৫॥

প্রথমঃ—রাবণমপি পশ্যেতাং ভবন্তৌ,
কনকরচিতদণ্ডাং শক্তিমুল্লালয়ন্তং
বিমলবিকৃতদংষ্ট্রং স্যন্দনং বাহয়ন্তম্।
উদয়শিখরিমধ্যে পূর্ণবিম্বং শশাঙ্কং
গ্রহমিব ভগণেশং রামমালোক্য রুষ্টম্ ॥৬॥

দ্বিতীয়ঃ—রামমপি পশ্যেতাং ভবন্তৌ।
সব্যেন চাপমবলম্ব্য করেণ বীর-
মন্যেন সায়কবরং পরিবর্তয়ন্তম্।
ভূমৌ স্থিতং রথগতং রিপুমীক্ষমাণং
ক্রৌঞ্চং যথা গিরিবরং যুধি কার্তিকেয়ম্ ॥৭॥

তৃতীয়ঃ—হ হ হ।
রাবণেন বিমুক্তেয়ং শক্তিঃ কালান্তকোপমা।
রামেণ স্ময়মানেন দ্বিধা ছিন্না ধনুষ্মতা ॥৮॥

প্রথমঃ—
শক্তিং নিপাতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ।
রামং প্রত্যেষবং বর্ষমভিবর্ষতি রাবণঃ ॥৯॥

দ্বিতীয়ঃ—অহো রামস্য শোভা।
এতা রাবণজীমূতাদ্ বাণধারা বিনিস্মৃতাঃ।
বিভান্তি রামমাসাদ্য বারিধারা বৃষং যথা ॥১০॥

তৃতীয়ঃ—এষ এষঃ,
কনকরচিতচাপং তীক্ষ্ণমুদ্যম্য শীঘ্রং
রণশিরসি সুঘোরং বাণজালং বিধুন্বন্।
রথগতমভিযান্তং রাবণং যাতি পদ্ভ্যাং
গজপতিমিব মত্তং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো মৃগেন্দ্রঃ ॥১১॥

সর্বে—অয়ে জ্বলিত ইব প্রভয়ায়ং দেশঃ। কিন্নু খল্বিদম্।
প্রথমঃ—আ যুদ্ধসামান্যজনিতশঙ্কেন মহেন্দ্রেণ প্রেষিতো মাতলিবাহিতো রথঃ।
দ্বিতীয়ঃ—উপস্থিতং মাতলিং দৃষ্ট্বা তস্য বচনাদ্ রথমারূঢ়বান্ রামঃ।
তৃতীয়ঃ—এষ হি,
সুরবরজয়দর্পদোশিকেঽস্মিন্ দিতিসুতনাশকরে রথে বিভাতি।
রজনিচরবিনাশকারণঃ সংস্ত্রিপুরবধায় যথা পুরা কপর্দী ॥১২॥

প্রথমঃ—অহো মহৎ প্রবৃত্তং যুদ্ধম্।
শরবরপরিপীতভীব্রবাণং নরবরনৈঋর্তয়োঃ সমীক্ষ্য যুদ্ধম্।
বিরতনিবিধশস্ত্রপাতমেতে হরিবররাক্ষসসৈনিকাঃ স্থিতশ্চৈ ॥১৩॥

দ্বিতীয়ঃ—অহো তু খলু,

চারীভিরেতৌ পরিবর্তমানৌ রথে স্থিতৌ বাণগণান্ বমন্তৌ।
স্বরশ্মিজালৈর্ধরণীং দহন্তৌ সূর্যাবিব দ্বৌ নভসি ভ্রমন্তৌ ॥১৪॥

তৃতীয়ঃ— রাবণমপি পশ্যেতাং ভবন্তৌ।

শরৈর্ভীমৈর্বেগৈর্হয়ান্ মর্দয়িত্বা ধ্বজং চাপি শীঘ্রং বলেন ভিত্ত্বা।
মহদ্ বাণবর্ষং সৃজন্তং নদন্তং হসন্তং নরেন্দ্রং ভৃশং ভীষয়ন্তম্ ॥১৫॥

প্রথমঃ—এষ হি রামঃ,

স্থানাক্রমণবামনীকৃততনুঃ কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্য বৈ
তীব্রং বাণমবেক্ষ্য রক্তনয়নো মধ্যাহ্নসূর্যপ্রভঃ।
যুক্তং মাতলিনা স্বয়ং নরপতির্দত্তাস্পদো বীর্যবান্
সন্দধে সংহিতবান্ শরাস্ত্রমমিতং পৈতামহং পার্থিবঃ ॥১৬॥

দ্বিতীয়ঃ—এতদস্ত্রং,

রঘুবরভুজবেগপ্রমুক্তং জ্বলনদিবাকরবত্তীক্ষ্ণধারম্।
রজনিচরবরং নিহত্য সংখ্যে পুনরভিগচ্ছতি রামমেব শীঘ্রম্ ॥১৭॥

সর্বে—হন্ত নিপাতিতো রাবণঃ।

প্রথমঃ—

রাবণং নিহতং দৃষ্ট্বা পুষ্পবৃষ্টির্নিপাতিতা।
এতা নদন্তি গম্ভীরং ভের্যস্ত্রিদিবসদ্মনাম্ ॥১৮॥

দ্বিতীয়ঃ— ভবতু। সিদ্ধং দেবকার্যম্।
প্রথমঃ— তদাগম্যতাম্। বয়মপি তাবৎ সর্বহিতং রামং সম্ভাবয়িষ্যামঃ।
উভৌ— বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি রামঃ)

রামঃ—

হত্বা রাবণমাহবেঽদ্য তরসা মদ্বাণবেগার্দিতং
কৃত্বা চাপি বিভীষণং শুভমতিং লঙ্কেশ্বরং সাম্প্রতম্।
তীর্ত্বা চৈব মনঃপ্রসক্তচরিতং দোর্ভ্যাং প্রতিজ্ঞার্ণবং
লঙ্কামভ্যুপয়ামি বন্ধুসহিতঃ সীতাং সমাশ্বাসিতুম্ ॥১৯॥

লক্ষ্মণঃ—(প্রবিশ্য) জয়ত্বার্যঃ। আর্য! এষা হ্যার্যার্যস্য সমীপমুপসর্পতি।
রামঃ—বৎস! লক্ষ্মণ!

অপায়াচ্চ হি বৈদেহ্যা জীবিতায়া রিপুক্ষয়ে।
দর্শনাৎ সাম্প্রতং ধৈর্যং মনো মে বারয়িষ্যতি ॥২০॥

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)
বিভীষণঃ—(প্রবিশ্য) জয়তু দেবঃ।

এষা হি রাজংস্তব ধর্মপত্নী ত্বদ্বাহুবীর্যেণ বিধূতদুঃখা।
লক্ষ্মীঃ পুরা দৈত্যকুলাদ্যতেব তব প্রসাদাৎ সমুপস্থিতা সা ॥২১॥

রামঃ—বিভীষণ। তত্রৈব তাবৎ তিষ্ঠতু রজনিচরাবমর্শজাতকল্মষা ইক্ষ্বাকুকুলস্যাঙ্কভূতা। রাজানং দশরথং পিতরমনুদ্দিশ্য ন যুক্তং ভো লঙ্কাধিপতে! মাং দ্রষ্টুম্। অপি চ,

মজ্জমানসকার্যেষু পুরুষং বিষয়েষু বৈ।
নিবারয়তি যো রাজন্! স মিত্রং রিপুরন্যথা ॥২২॥

বিভীষণঃ—প্রসীদতু দেবঃ।

রামঃ—নার্হতি ভবানতঃপরং পীড়য়িতুম্।

(প্রবিশ্য)

লক্ষ্মণঃ—জয়ত্বার্যঃ। আর্যস্যাভিপ্রায়ং শ্রুত্বৈবাগ্নিপ্রবেশায় প্রসাদং প্রতিপালয়ত্যার্যা।

রামঃ—লক্ষ্মণ! অস্যাঃ পতিব্রতায়াশ্ছন্দমনুতিষ্ঠ।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ। (পরিক্রম্য) ভোঃ! কষ্টম্।

বিজ্ঞায় দেব্যাঃ শৌচং চ শ্রুত্বা চার্যস্য শাসনম্।
ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা বুদ্ধিদোলায়তে মম ॥২৩॥

কোঽত্র।

হনুমান্—(প্রবিশ্য) জয়তু কুমারঃ।

লক্ষ্মণঃ—হনুমন্! যদি তে শক্তিরস্তি, এবমাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

হনুমান্—অত্র কিং তর্কয়তি কুমারঃ।

লক্ষ্মণঃ—নিষ্ফলো মম তর্কঃ। অথবা বয়মার্যস্যাভিপ্রায়মনুবর্তিতারঃ। গচ্ছামস্তাবৎ।

হনুমান্—যদাজ্ঞাপয়তি কুমারঃ। (নিষ্ক্রান্তৌ)

লক্ষ্মণঃ—(প্রবিশ্য) আর্য! আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। এষা হ্যার্যা,

বিকসিতশতপত্রদামকল্পা জ্বলনমিহাশু বিমুক্তজীবিতাশা।
শ্রমমিহ তব নিষ্ফলং চ কৃত্বা প্রবিশতি পদ্মবনং যথৈব হংসী ॥২৪॥

রামঃ—আশ্চর্যমাশ্চর্যম্। লক্ষ্মণ! নিবারয় নিবারয়।

লক্ষ্মণঃ—যদাজ্ঞাপয়ত্যার্যঃ।

হনুমান্—(প্রবিশ্য) জয়তু দেবঃ।

এষা কনকমালেব জ্বলনাদ্ বর্ধিতপ্রভা।
পাবনা পাবকং প্রাপ্য নির্বিকারমুপাগতা ॥২৫॥

রামঃ—(সবিস্ময়ম্) কিমিতি কিমিতি।

লক্ষ্মণঃ—অহো, আশ্চর্যম্।

সুগ্রীবঃ—(প্রবিশ্য) জয়তু দেবঃ।

কো নু খল্বেষ জীবন্তীমাদায় জনকাত্মজাম্।
প্রণমারূপঃ সম্ভূতো জ্বলতো হব্যবাহনাৎ ॥২৬॥

লক্ষ্মণঃ—অয়ে অয়মার্যাং পুরস্কৃত্যেত এবাভিবর্ততে ভগবান্ বিভাবসুঃ।

রামঃ—অয়ে অয়ং ভগবান্ হুতাশনঃ। উপাসর্পামস্তাবৎ।

(সর্বে উপসর্পন্তি)

(ততঃ প্রবিশত্যগ্নিঃ সীতাং গৃহীত্বা)

অগ্নিঃ—এষ ভগবান্ নারায়ণঃ। জয়তু দেবঃ।

রামঃ—ভগবান্! নমস্তে।

অগ্নিঃ—ন মে নমস্কারং কর্তুমর্হতি দেবেশঃ।

ইমাং গৃহাণ রাজেন্দ্র! সর্বলোকনমস্কৃতাম্।
অপাপামক্ষতাং শুদ্ধাং জানকীং পুরুষোত্তম! ॥২৭॥

অপি চ,

ইমাং ভগবতীং লক্ষ্মীং জানীহি জনকাত্মজাম্।
সা ভবন্তমনুপ্রাপ্তা মানুষীং তনুমাস্থিতা ॥২৮॥

রামঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

জানতাপি চ বৈদেহ্যাঃ শুচিতাং ধূমকেতন!
প্রত্যয়ার্থং হি লোকানামেবমেব ময়া কৃতম্ ॥২৯॥

(নেপথ্যে দিব্যগন্ধর্বা গায়ন্তি)

নমো ভগবতে ত্রৈলোক্যকারণায় নারায়ণায়।
ব্রহ্মা তে হৃদয়ং জগত্ত্রয়পতে! রুদ্রশ্চ কোপস্তব
নেত্রে চন্দ্রদিবাকরৌ সুরপতে! জিহ্বা চ তে ভারতী।
সব্রহ্মেন্দ্রমরুদ্গণং ত্রিভুবনং সৃষ্টং ত্বয়ৈব প্রভো!
সীতেয়ং জলসম্ভবালয়রতা বিষ্ণুর্ভবান্ গৃহ্যতাম্ ॥৩০॥

(পুনর্নেপথ্যে অপরে গায়ন্তি)

মগ্নেয়ং হি জলে বরাহবপুষা ভূমিস্ত্বয়ৈবোদ্ধৃতা
বিক্রান্তং ভুবনত্রয়ং সুরপতে! পাদত্রয়েণ ত্বয়া।
স্বৈরং রূপমুপস্থিতেন ভবতা দেব্যা যথা সাম্প্রতং
হত্বা রাবণমাহবে ন হি তথা দেবাঃ সমাশ্বাসিতাঃ ॥৩১॥

অগ্নিঃ—ভদ্রমুখ! এতে দেবদেবর্ষিসিদ্ধবিদ্যাধরগন্ধর্বাপ্সরোগণাঃ স্ববিভবৈর্ভবন্তং বর্ধয়ন্তি।

রামঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

অগ্নিঃ—ভদ্রমুখ! অভিষেকার্থমিত ইতো ভবান্।

রামঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্।

(নিষ্ক্রান্তৌ)

(নেপথ্যে)

জয়তু দেবঃ। জয়তু স্বামী। জয়তু ভদ্রমুখঃ। জয়তু মহারাজঃ। জয়তু রাবণান্তকঃ। জয়ত্বায়ুষ্মান্।

বিভীষণঃ—এষ এষ মহারাজঃ,

তীর্ত্বা প্রতিজ্ঞার্ণবমাহবেঽদ্য
সম্প্রাপ্য দেবীং চ বিধূতপাপাম্।
দেবৈঃ সমস্তৈশ্চ কৃতাভিষেকো
বিভাতি শুভ্রে নভসীব চন্দ্রঃ ॥৩২॥

লক্ষ্মণঃ—অহো তু খল্বার্যস্য বৈষ্ণবং তেজঃ।

যমবরুণকুবেরবাসবাদ্যৈস্ত্রিদশগণৈরভিসংবৃতো বিভাতি।
দশরথবচনাৎ কৃতাভিষেকস্ত্রিদশপতিত্বমবাপ্য বৃত্রহেব ॥৩৩॥

(ততঃ প্রবিশতি কৃতাভিষেকো রামঃ সীতয়া সহ)

রাম—বৎস! লক্ষ্মণ!

যেনাহং কৃতমঙ্গলপ্রতিসরো ভদ্রাসনারোপিতো
হ্যম্বায়াঃ প্রিয়মিচ্ছতা নৃপতিনা ত্যক্তাভিষেকঃ কৃতঃ।
ব্যক্তং দৈবগতিং গতেন গুরুণা প্রত্যক্ষতঃ সাম্প্রতং
তেনৈবাদ্য পুনঃ প্রহৃষ্টমনসা প্রাপ্তাভিষেকঃ কৃতঃ ॥৩৪॥

অগ্নিঃ—ভদ্রমুখ! এতা হি মহেন্দ্রনিয়োগাদ্ ভরতশত্রুঘ্নপুরঃসরাঃ প্রকৃতয়ো ভবন্তমুপস্থিতাঃ।

রামঃ—ভগবান্! প্রহৃষ্টোঽস্মি।
অগ্নিঃ—ইমে মহেন্দ্রাদয়োঽমৃতভুজো ভবন্তমভিবর্ধয়ন্তি।
রামঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।
অগ্নিঃ—ভদ্রমুখ! কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি?
রামঃ—যদি মে ভগবান্ প্রসন্নঃ, কিমতঃপরমহমিচ্ছামি?

(ভরতবাক্যম্)

ভবন্তরজসো গাবঃ পরচক্রং প্রশাম্যতু।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥৩৫॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ সমাপ্তঃ

অভিষেকনাটকং সমাপ্তম্

দূতবাক্যম্

ভূমিকা

ভাসের একাঙ্ক

নাট্যকার ভাস পরিচিত হয়েছেন। তাঁর নাটকগুচ্ছ নিয়ে সমস্যার বিষয়েও বিশদ আলোচনা হয়েছে। এখন আমরা পরিচিত হব তাঁর কয়েকটি একাঙ্ক নাট্যসৃষ্টির সঙ্গে। ভাসনাটকচক্রের তেরটি নাটকের মধ্যে পাঁচটি একাঙ্ক—মধ্যমব্যায়োগঃ, দূতবাক্যম্, দূতঘটোৎকচম্, কর্ণভারম্ ও ঊরুভঙ্গম্। এদের মধ্যে প্রথমটি ব্যায়োগ শ্রেণীর রচনা ; দূতকটোৎকচ উৎসৃষ্টিকাঙ্ক। ভাসনাটকচক্র আমরা যে ভাবে পেয়েছি, তাতে দেখি—একমাত্র দূতঘটোৎকচটি ছাড়া অন্য সবকটি একাঙ্কই 'ইতি—নাটকং সমাপ্তম্' বলে শেষ হয়েছে ; সম্ভবত সমাপ্তিবাক্যে এই 'নাটক' শব্দটি অলঙ্কারের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত নয়। ঐ স্থানে দৃশ্যকাব্য অর্থেই বা সাধারণ মৌখিক ব্যবহারকে অনুসরণ করেই মনে হয় ঐ 'নাটক' শব্দটি ব্যবহৃত।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রূপক বা অভিনয়যোগ্য বাক্য দশ প্রকার। তার মধ্যে পাঁচটি একাঙ্ক—ভাণ, ব্যায়োগ, অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ পর্যন্ত এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ বৈমত্য লক্ষ্য করা যায় না। এদের মধ্যে ভাণে বীররস এবং শৃঙ্গাররস দুই-ই থাকবে, একজনমাত্র চরিত্র সে আকাশভাষিত অর্থাৎ অন্যের কথা অনুমান করে করে তার উত্তর দেবার ভঙ্গীতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবে। দূতবাক্য এ শ্রেণীর রচনা নয়।

ব্যায়োগে বহু চরিত্র থাকবে। নারীঘটিত ছাড়া অন্য বিষয়ে তর্ক-বিবাদ-যুদ্ধ থাকবে, ব্যায়োগ পুরাকাহিনীমূলক শৃঙ্গার-হাস্য-রসবর্জিত কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হবে। ভাণ-এর কাহিনী কবিকল্পিত। দূতবাক্য এই জাতীয় নয়, কারণ ঠিক যুদ্ধ এখানে বর্ণিত নয়, যুদ্ধোদ্দীপক তর্কাতর্কি এখানে বিষয়। তাছাড়া মধ্যমব্যায়োগকে যেমন নামতঃ ভাস ব্যায়োগ বলে চিনিয়ে দিয়েছেন, এক্ষেত্রে কবি তা করেন নি।

অঙ্ক বা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক করুণরসপ্রধান। প্রাকৃত মানুষেরা তার পাত্রপাত্রী, ঐতিহাসিক বা পুরাণকাহিনী তার বিষয়বস্তু। দূতঘটোৎকচ এই জাতীয় রচনা।

প্রহসন কবিকল্পিত কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত একাঙ্ক। প্রহসন এক সময়ে খুবই জনপ্রিয় ও সাধারণ্যে প্রচলিত নাট্যরূপ ছিল। নিম্নশ্রেণীর (নিন্দ্যানাং বৃত্তং) চরিত্রদের কথাবার্তা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপই এখানে প্রধান ; হাস্য-রসের উদ্রেকই মুখ্য উদ্দেশ্য। দুর্যোধন-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদ-অবলম্বনে রচিত মহাভারতীয় কাহিনীর নাট্যরূপ দূতবাক্য রম্য বা উপভোগ্য, কিন্তু প্রহসন শ্রেণীর রচনা নয়।

বীথীতে একজন বা দুজন চরিত্র থাকবে (কখনও তিনজনও থাকতে পারে), শৃঙ্গাররসের প্রচুরতা থাকবে, অন্যান্য রসের প্রতি ইঙ্গিত থাকতে পারে। বলা বাহুল্য, দূতবাক্য এই শ্রেণীর রচনা নয়।

তাহলে ভাসের রচনা কর্ণভারম্, দূতবাক্যম্, ঊরুভঙ্গ এই তিনটি কোন শ্রেণীর রচনা ? এ নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। দূতবাক্যের বিষয়ে একটু সামান্য কথা বলা যায়—আঠারোটি উপরূপকের মধ্যে 'উল্লাপ্য'—নামক নাট্যরূপে একটি অথবা তিনটি অঙ্ক থাকতে পারে, তা অভিজাত নায়কবিশিষ্ট

হবে এবং যুদ্ধ তার অংশমাত্র। এই রকমই আরেকটি প্রকার ‘সংলাপক’—এতে একটি, তিনটি বা চারটি অংক থাকতে পারে। সংলাপকের লক্ষণ প্রসংগে দর্পণকার কিন্তু তিনটি বা চারটি অংকের কথাই বলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে একাংক সংলাপকের কথা বলা হয়েছে। (তু. Keith : The Sanskrit Drama, page 351)। সাহিত্যদর্পণে অন্য লক্ষণ মিলিয়ে নিলে দূতবাক্যকে কিছুটা সংলাপক-জাতীয় রচনা বলা যেতে পারে। সংলাপকে শৃংগার ও করুণরস থাকবে না, নগররোধ, ছলনা, সংগ্রাম, ছোটাছুটি (বিদ্রব) থাকবে। বিপক্ষে বলা যায়—সংলাপকের নায়ক বিধর্মী কেউ হবে ; দূতবাক্যে বাসুদেব বা দুর্যোধন দুই নায়কের কেউই তো বিধর্মী নয়, অন্তত বাসুদেব তো কখনই নয়! এবং ‘সংলাপক’—বাদানুবাদের আধিক্যে নামটুকুর যদি কোন তাৎপর্য দূতবাক্যে পাওয়া যায়!

সর্বশেষে বলা যায়, ভাস কোনমতেই গতানুগতিকভাবে অলংকারশাস্ত্রকে মেনে নাটক রচনা করেন নি ; তাঁর সময়ে সে-শাস্ত্রে এমন করে সমৃদ্ধও হয় নি ; তিনি নিজেই হয়ত ভরতের সমসাময়িক। সেক্ষেত্রে তাঁর রচনাকে বাঁধাধরা ছকে ফেলা যাবে না, এতে আশ্চর্য কিছুই নেই।

একাংক দূতবাক্য সম্পর্কে Dr. Keith-এর বক্তব্য সরস ও প্রাঞ্জল—The দূতবাক্য is admirable in his contrast between the characters of Duryodhana and the majesty of Krishna ; the picture motif is effectively elaborated, and the deep admiration of the Poet to Krishna as the embodiment of the highest of gods Vishnu, of whom he was an adorer, is plainly manifest.

ভাসের নাটকসমূহের প্রাণবন্ত সজীব ভংগী, কথোপকথনের সরসতা ও দ্রুতগতি ঘটনার উপস্থাপনাকে অধিকতর নাট্যগুণে সমৃদ্ধ করেছে—একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। একাংকগুলিতে এই গুণগুলি যেন আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিষয়বস্তু

একাংকগুলির প্রত্যেকটির বিষয়বস্তুই মহাভারতে বর্ণিত কোন ঘটনা। দূতবাক্যম্—বিরাট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বদিন পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ শেষ চেষ্টা করছেন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কোনভাবে যদি মিটিয়ে ফেলা যায়—এসেছেন পাণ্ডবশিবির থেকে দূত হয়ে কৌরবশিবিরে, যুধিষ্ঠির ও অন্য চার পাণ্ডবের যুদ্ধ বন্ধের সদিচ্ছার সংবাদ নিয়ে। বলা বাহুল্য, তাঁর এ দৌত্যকর্ম ঐ অর্থে নিষ্ফল হয়েছিল—কারণ দুর্যোধনের কঠোর ঘোষণা—‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী’ ও তার নিষ্ঠুর বিষময় ফল, মহাভারতের যুদ্ধ-পর্ব, সকলেরই জানা আছে। কিন্তু ‘দূতবাক্য’ এই একাংকে এ দৌত্যকর্মের সাফল্যের অন্য এক দৃষ্টিকোণ যেন আভাসিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র তৃপ্ত হয়েছেন পাণ্ডবসখা বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভর কেশবের সাক্ষাতে। দুর্যোধনের জীবন কি ধন্য হয় নি অসীম অনন্ত সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে?

ঘটনাপ্রবাহে

নান্দীর অনুষ্ঠানের পরে সূত্রধার প্রবেশ করে একটি আশীর্বচন পাঠ করল। প্রায় সংগে সংগেই নেপথ্যে ধ্বনিত যেন যুদ্ধের ‘সাজ-সাজ’ ভাব—মন্ত্রণাগৃহ

প্রস্তুত হচ্ছে ; যুদ্ধের মন্ত্রণা—আজ বাদে কাল যুদ্ধ। স্থাপনা শেষ—গেঁথে দিল, এঁকে দিল যুদ্ধের পতাকা, যুদ্ধের পূর্বক্ষণের থমথমে ছবি—"মন্ত্রশালাং রচয়তি ভৃত্যো।"

পরের দৃশ্য। মন্ত্রশালায় দুর্যোধন একের পর এক সব রাজাকে, গুরুজনকে, বন্ধু কর্ণকে আহ্বান করছেন ; আসন দেখিয়ে সবিনয়ে সকলকে উপযুক্ত আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন ; সভা শুরু হয়েছে—আলোচনার বিষয় দুর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যবলের সেনাপতি কে হবে ? স্থির হলো, গঙ্গাতনয় বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মই এই পদের উপযুক্ত।

ঠিক এই সময়ে কাঞ্চুকীয় খবর আনল পুরুষোত্তম নারায়ণ এসেছেন দূত হয়ে।

একটি মাত্র শব্দ পুরুষোত্তম ; দুর্যোধনের সমস্ত ক্রোধ, কৃষ্ণের প্রতি অসহনীয় ঘৃণা, উপেক্ষা, প্রতিশোধস্পৃহা—সবকিছুকে যেন উজাড় করে দিল। সে ঘোষণা করল—উপস্থিত রাজমণ্ডলীর মধ্যে কেউ যেন কৃষ্ণকে সম্মান দেখিয়ে উঠে না দাঁড়ায় ; যদি কেউ অবাধ্য হয়, তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কাঞ্চুকীকে আদেশ করল—দ্রৌপদীর দ্যূতসভায় লাঞ্ছনার ছবিখানাকে সামনে মেলে ধরতে ; ঠিক করল—কৃষ্ণকে দেখিয়ে দেখিয়ে এই ছবিগুলোকে দেখে সে বাসুদেবের চরম অপমান করবে।

কিন্তু তারপর ? কৃষ্ণের প্রভাব ! শ্রীকৃষ্ণ সভায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সসম্ভ্রম ভাব ; এমন কি, দুর্যোধনের নিজেরও। তার অবস্থা—"কেশবস্য প্রভাবেন চলিতোঽস্মি-আসনাদহম্।"

তারপর শুরু হল কৃষ্ণদুর্যোধনের কথাবার্তা। দুজনেরই কথার মধ্যে আছে তর্কের সুর, আছে শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কটূক্তি, অজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য-পরিবেশনের অদম্য ইচ্ছা, আছে ঘৃণা, এমন কি, নিছক মানবিক গালাগালি পর্যন্ত। সবচেয়ে লক্ষণীয়, নাট্যকার ভাস মানুষকে যেন পুরোপুরি এঁকেছেন ; তার চাতুরী, অন্যায়, অসংযত ক্রোধ, আবার বাগ্মিতাও। দূতের বাক্য দুর্যোধনের তিরস্কারের আঘাতে আঘাতে স্পষ্টতর হয়েছে, নাট্যগুণ দানা বেঁধেছে, নাটকীয় দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রকাশ পেয়েছে কবি-ভাসের স্বচ্ছন্দ বাচনভঙ্গী, শব্দচয়ন, ইতিহাসের যথাস্থানে বিন্যাসের ক্ষমতা, স্বল্প-কথায় প্রায় গোটা মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ঘটনাগুলিকে তর্কাতর্কির মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে দর্শকের মনে তুলে ধরেছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উপন্যাস দূতবাক্যের মূল দৃশ্যকে সর্বাধিক সৌন্দর্য ও সার্থকতায় পুরস্কৃত করেছে।

এর পরেই বিশ্বরূপদর্শনের রোমাঞ্চকর দৃশ্য। দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী করতে উদ্যত হলে তিনি "বিশ্বরূপম্ আস্থিতঃ"—বিশ্বরূপ ধারণ করলেন ; দুর্যোধন দেখছে, যে রাজাদের সে দড়িদড়া দিয়ে কেশবকে বাঁধতে আদেশ করেছিল তারা নিজেরাই পাশবন্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছে, সে নিজেও অবশ অক্ষম হয়ে পড়ছে ; সামনে পিছনে সর্বত্রই কেশব, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই দেখা যায়, এই দেখা যায় না—"সর্বত্র মন্ত্রশালায়াং কেশবা ভবন্তি"—এ আবার কি হলো ? কি যে করা যায় ?—"কিমিদানীং করিষ্যে" ? 'ওঃ মায়া জানে বটে !'—"সাধু ভো জম্ভক ! সাধু !" এত অল্প পরিসরে মহামহিমময় বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ণ তাৎপর্য ও গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলা, এ বোধ হয় ভাসের লেখনীর স্বচ্ছন্দ সু-হাস ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হতো না।

অনেক সময় অনুমান করা হয়, হয়ত ভাসের মূল রচনাগুলি ত্রিবান্দ্রমের নাট্যগোষ্ঠী বা ঐ জাতীয় কারো হাতে অভিনয়ের প্রয়োজনে সংক্ষেপিত হয়েছিল, হয়ত আমরা তাঁর মূল রচনাগুলি পাই নি, পেয়েছি ঐ সংক্ষেপিত রূপগুলিই। সেক্ষেত্রে জানি না—দূতবাক্যেরও এই বর্ণনা হয়ত সংক্ষেপিত সংস্করণ ; তবুও ভাসের নাট্যশৈলীর আশ্চর্য প্রবাহ, ছোট করে ফেলা হোক বা বিস্তৃতই থাকুক, মূল সুরটি কখনই হারিয়ে যায় না। যদিও বা সংক্ষেপিত হয়ে থাকে, তবুও একটিমাত্র অনুচ্ছেদে, দুর্যোধনের কয়েকটি অস্থির খেদোক্তির মধ্যে দিয়ে সর্বব্যাপী ঈশ্বরচৈতন্যের সেই বিভু বিশ্বরূপটিকে অনুভব করতে দর্শকের কোন অসুবিধেই হয় না। ব্যঞ্জনার অদ্ভুত অনুরণনে ধ্বনিত হতে থাকে গীতার মহাবাক্য—

> অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
> নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

অথবা

> অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
> পশ্যামি ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥
> (গীতা—১১/১৬, ১৯)

এর পরেই একটি অদ্ভুত দৃশ্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অস্ত্র সুদর্শন এখানে একটি চরিত্ররূপে উপস্থিত। তার মুখে আমরা কৃষ্ণের মহিমা, তার নিজের বিচিত্র অলৌকিক বীর্যকর্ম এবং নারায়ণের বাহন গরুড় ও অন্য প্রত্যেকটি আয়ুধের আকৃতিগত বর্ণনা এবং শক্তির পরিচয় পাই। শেষ দৃশ্যের পূর্বদৃশ্যে সুদর্শন একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে চলেছে ; (যেমন, স্থাপনার পরেই দুর্যোধনের মুখে আমরা অনেকটা একটানা কথা শুনি)। সুদর্শনের কথার মধ্যে দিয়েই ঐ আয়ুধগুলো একে একে জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠছে যেন দর্শকের চোখে, মনেই হয় না—ওরা মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে না। এখন অভিনয় করতে গেলে মনে হয় যেন ওদের সাজিয়ে সাজিয়ে মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেও Panto-mime-এর effect খুব খারাপ হবে না।

ভাসের মুখে কিন্তু সুদর্শনের আকৃতির বর্ণনা খুব স্পষ্ট নয় ; তখন মঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে তার সাজসজ্জা খুব পরিচিত ছিল ? সুদর্শনের বীরত্ব ও শক্তির পরিচয় সে নিজেই দিয়েছে ৪৪-সংখ্যক শ্লোকে।

ভাসের ভাষায় অসাধারণ চিত্রময়তা গরুড়ের আবির্ভাবের বর্ণনার মধ্যে ঘটেছে ; ছোট ছোট বাক্য, যেন ছবি আঁকছে ; বলছে কম, দেখাচ্ছে বেশি ; দর্শকের চোখ-কান-মনকে ডুবিয়ে দিয়ে যেন—'চলিতাঃ পর্বতাঃ। ক্ষুব্ধাঃ সাগরাঃ। পতিতাঃ বৃক্ষাঃ। ভ্রান্তাঃ মেঘাঃ। প্রলীনা ভুজঙ্গেশ্বরাঃ। অয়ে অয়ং ভগবতো বাহনো গরুড়ঃ প্রাপ্তঃ।' গরুড়ঃ প্রাপ্তঃ—গরুড় এসে হাজির ; আর কিছুই বলে বোঝাবার দরকার নেই।

শেষ দৃশ্য। দুঃশাসন-দুর্যোধন-পিতা ধৃতরাষ্ট্রের অতিথি-পরায়ণতা, করুণ-মিনতি ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণধার্ঘ্য নিবেদনে ভাস অভিনব করে তুললেন দৌত্যকর্মকে। এ দৃশ্য তাঁর নিজের সৃষ্টি। বাসুদেব যখন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন নাটকে বলা তাঁর শেষ কথা—"গচ্ছতু ভবান্ পুনর্দর্শনায়"—পুত্রের অপরাধকে তিনি পিতার বলে ভুল করেন নি এবং পাণ্ডব-শিবিরে ফিরে যাবার পূর্বক্ষণে এ উক্তি যেন ইঙ্গিত দেয়—আমাদের দ্বন্দ্ব নীতি ও রাজনীতির, ব্যক্তিগত নয় ; এই স্বচ্ছ ধারণা ও ভাবনার ইঙ্গিতদানে ভাসের নাটক অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী।

নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভরতবাক্যের প্রায় কোন মিল নেই। রাজসভায় অথবা রাজানুকূল্যে অভিনীত হয়েছিল বলেই বোধ হয় 'রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ' বলে ভরতবাক্যে রাজার প্রীতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়েছে। আরো লক্ষণীয়, এ ভরতবাক্য কে পাঠ করবেন এ বিষয়ে আমরা যে আকারে দূতবাক্যকে পেয়েছি তার মধ্যে স্পষ্ট নয়; হয়ত বাসুদেব নিজে (কারণ, ধৃতরাষ্ট্র তখন নিষ্ক্রান্ত) উচ্চারণ করবেন, কারণ মঞ্চে তখন বাসুদেব একা; হতে পারে তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, নেপথ্যে থেকে উচ্চারিত হবে—যাই হোক, এ অবশ্য অভিনয়ের সময়ে নাট্যনির্দেশনার কথা।

ভাষা ও ছন্দ

কবি ভাসের ভাষণ-দক্ষতা নিয়ে কিছু বলার থাকে। ভাসের রচনায় প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রসাদ-গুণ, সহজবোধ্যতা ও সরল বাক্যরীতি—ছন্দের সহজ মাধুর্য অনায়াসে কানে তার মূর্চ্ছনা রাখে, চিত্রময়তা চোখ টানে, অনাড়ম্বর ব্যঞ্জনা মনকে স্পর্শ করে। সব মিলিয়ে ঘটনা ও তার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখা শব্দ-চয়নের একটি নিটোল সুষমা স্বচ্ছন্দ আনন্দলহরী সৃষ্টি করে। দূতবাক্যে ভাসের রচনার এ বিশিষ্টতা সহজেই ধরা পড়েছে। প্রথম শ্লোকেই আছে যমক, কিন্তু তা চেষ্টাকৃত নয়—'পাদঃ পায়াদুপেন্দ্রস্য সর্বলোকোৎসবঃ স বঃ।' ১০ শ্লোকে কর্ণকে দুর্যোধন বলছে, 'তুমি শোনার জন্য তৈরি থাক' —'শ্রোতুং সখে ত্বমপি সজ্জয় কর্ণ! কর্ণৌ।' কৌমোদকীর বর্ণনায় (শ্লোক ৪৮)—'মণিকনক-বিচিত্রা চিত্রমালোত্তরীয়া।' সুনির্দিষ্ট শব্দচয়ন করে পূর্ণচিত্র রচনা ও ভাব-ব্যঞ্জনায় উৎকর্ষের একটি দৃষ্টান্ত না দিয়ে পারছি না—১২ শ্লোকে শকুনির বর্ণনায় শেষ চরণটি—'কাক্ষেণ পশ্যতি লিখত্যভিখং নয়জ্ঞ'—টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছেন (দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা), কিন্তু কুটিল (প্রকাশ্যে) যেন আকাশে কি লিখছেন! অনুবাদে পূর্ণরস কিছুতেই যেন পরিবেশিত হয় না। এই রকম উদাহরণ ভাসের নাটকচক্রে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ছন্দের ব্যবহারে দূতবাক্য বৈচিত্র্যময়। ছাপান্নটি শ্লোকের মধ্যে এই একাঙ্কে ২২টি শ্লোকছন্দে, ১৩টি বসন্ততিলক, ৭টি মালিনী, ৭টি উপজাতি, ২টি শিখরিণী, ২টি পুষ্পিতাগ্রা, ১টি বংশস্থবিল, ১টি স্রগ্ধরা ও একটি সুবদনা ছন্দে রচিত।

সূক্তি

'কো নাম লোকে স্বয়মাত্মদোষমুদ্ঘাটয়েন্নষ্টঘৃণঃ সভাসু।'—কে এমন নির্ণয় আছে যে, সভার মধ্যে নিজের দোষের কথা উদ্ঘাটন করে?

কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য

'দূতবাক্যম্' একাঙ্কে ভাস কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন; এতে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে, তা হলো—স্বল্প-পরিসরে আগাগোড়া ঘটনাগুলির প্রাসঙ্গিকতাকে দর্শকের চোখে স্পষ্টতর করা। এর মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় চিত্রদর্শনের দৃশ্য। দুর্যোধন কৃষ্ণকে অপমান করার জন্য কৃষ্ণকে আসতে দেখেও কয়েকটি ছবি পর পর দেখতেই থাকে। চিত্রপটে আঁকা ছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে চরম-পাশা-খেলার দিনে পাশায় হেরে যাবার পরে দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, কেশাকর্ষণ, বস্ত্রহরণ, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মধ্যমপাণ্ডব ভীমের

নিরুপায় ক্রোধ, অর্জুনের অস্থিরতা, নকুল-সহদেবের আক্রমণাত্মক ভংগী, যুধিষ্ঠিরের অসহায় ঔদাসীন্য, শকুনির কটাক্ষ, এবং গুরুজনদের শোকাহত মর্মন্তুদ মুখগুলি। 'দূতবাক্যম্' নাটক যেখান থেকে আরম্ভ তার পটভূমিকা রচনা করার পক্ষে এই চিত্রদর্শনদৃশ্য এক অনবদ্য চালচিত্র রচনা করেছে ; পূর্বানুবৃত্তি, আরও সহজ কথায় আধুনিক ফ্রাশ-ব্যাক-এর আইডিয়া যেন রূপ ধরেছে, অতি সাবলীল সরস ভংগীতে গোটা মহাভারতের কাহিনী, নাটকের পূর্বকথা ইংগিতময়তা ও চিত্রমহতার সংগে পরিবেশিত হলো। এই দৃশ্য অনায়াসে মনে পড়িয়ে দেয়—ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম অংকে চিত্রদর্শনের কথা। সেখানেও পূর্বকথা, পটভূমি-রচনা, নাট্য-উপাদান ও নাট্য-সন্ধি-রচনার পক্ষে তা বিশেষ সহায়ক হয়েছে এবং কবির অসাধারণ নাট্য-কুশলতা ও কাব্য-ব্যঞ্জনা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

অপর মনে ধরার মতো বিষয়—বসুদেবনন্দন কৃষ্ণকে দুর্যোধনের গালাগালি করা। পুরাকাহিনী ও কৃষ্ণের বীরত্বপূর্ণ সব কটি প্রয়াসকে (performance) চমৎকার দুষ্টবুদ্ধিতে বিকৃত করে করে উল্লেখ করে কবির চিন্তা ও বাক্‌শক্তির চাতুরী প্রকাশ পেয়েছে। মনে পড়ে যায়—মাঘের 'শিশুপাল-বধ' মহাকাব্যের পঞ্চদশ সর্গে শিশুপালের মুখে কৃষ্ণনিন্দা। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের মুচকুন্দ, মধু-কৈটভ-বধ, নরকাসুর-বধ, অরিষ্টাসুর-দমন, পুতনা-বধ, কংস-বধ ও চাণূর-মর্দন ঘটনাকে শেলষে বিদ্ধ করে কটাক্ষ করেছে। দূতবাক্যে দুর্যোধন এবং কৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের কলংক প্রকাশ করে পরস্পরকে আঘাত করেছেন। এই অংশে ভাস 'টাইপ' চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকের idealism সৃষ্টি না করে দুজনকেই অধিকতর মানবিকগুণসম্পন্ন করে তুলেছেন। 'type' না হয়ে 'individual human character'ই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। কংসবধকে কটাক্ষ করলে, তার পাল্টা জবাব কৃষ্ণের মুখে শোনা গেল—চিত্রসেনের হাতে দুর্যোধনের লাঞ্ছনা। 'পরুষাক্ষর' (শ্লোক ৩১/৩৫) প্রয়োগ করতে কেউই পিছিয়ে নেই। দুর্যোধনের 'অভাষ্যস্ত্বম্'—তুমি কথা বলার অযোগ্য—এর উত্তরে কৃষ্ণ আর কথা না বাড়িয়ে উচ্চারণ করলেন নিছক গালিবচন—কাক, কেকর, পিংগল, শঠ···(শ্লোক ৩৮)। এই দৃশ্যে ভাসের স্বচ্ছ (unbiased) মানসিকতা ও নাটকীয়ভাবে রম্য চরম-মুহূর্ত রচনার কবি-নৈপুণ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

অপর একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত দৃশ্য, আগেই উল্লেখ করেছি—সুদর্শনের মঞ্চে উপস্থিতি। নাটক শেষ হয়ে যাবার আগে যেন একটা রোমাঞ্চ-কর উত্থান—এই বুঝি কি ঘটে গেল—'কিং মেরুমন্দরকুলং পরিবর্তয়ামি' বলামাত্র দর্শকবৃন্দ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে, কি হবে ? না, তেমন কিছু হবে না—"প্রশান্তরোষো ভগবান্ নারায়ণঃ। গম্যতাং স্বনিলয়ম্"—একে একে এসে পড়া সব কটি আয়ুধ, সর্বশেষ নারায়ণের বাহনটিকেও এই বলছে সুদর্শন নিজেই ; দর্শন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ; নাটকও শেষ।

নাটকের শেষ বাক্য বাসুদেবের উক্তি—'গচ্ছতু ভবান্ পুনর্দর্শনায়'—একি শুধু ধৃতরাষ্ট্রকেই বলা ? নাটক দেখতে আসা উপস্থিত দর্শককুলকেও কি নাট্যকার ভাস নাটকের শেষে এই কথাই বলেন নি ? অন্য এক উত্তেজনায় ডুবে থাকা অবস্থায় নাটক যখন শেষ হলো শান্তভাবে, তখন মগ্ন দর্শককে কবির পক্ষে এমন সম্ভাষণই তো সংগত !

কুশীলব

কাঞ্চুকীয় — দুর্যোধনের ভৃত্য বাদরায়ণ

দুর্যোধন — কৌরবমুখ্য

বাসুদেব — পাণ্ডবপক্ষের দূত শ্রীকৃষ্ণ

সুদর্শন — শ্রীকৃষ্ণের সেরা আয়ুধ

ধৃতরাষ্ট্র — দুর্যোধনের পিতা

দূতবাক্য
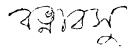
(নান্দী১-অনুষ্ঠান-শেষে সূত্রধার প্রবেশ করছে)

সূত্রধার—যে নারায়ণ আকাশে তীক্ষ্ণ তাম্রবর্ণ নখে নমুচি২কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তাঁর চরণ, যা কিনা সকল লোকের আনন্দের উৎস, আমাদের রক্ষা করুক ॥ ১ ॥

এভাবে আর্যমণ্ডলীকে নিবেদন করি। একি! আমি নিবেদন করতে গিয়ে কিসের শব্দ শুনছি? আচ্ছা, দেখছি।

(নেপথ্যে)

ওহে প্রতিহারভূমির রক্ষিরা! মহারাজ দুর্যোধন আদেশ করছেন।

সূত্রধার—বেশ তো, শুনলাম—পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের বিরোধ উৎপন্ন হয়েছে; এখন দুর্যোধনের আদেশে ভৃত্য মন্ত্রণাগৃহ৩ নির্মাণ করছে ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

(প্রবেশ করছেন কাঞ্চুকীয়)

কাঞ্চুকীয়—ওহে প্রতিহারভূমির রক্ষিরা! মহারাজ দুর্যোধন স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন—আজ সমস্ত রাজাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে চাই। সুতরাং প্রত্যেক রাজাকে আহ্বান করতে হবে। (চারিদিকে ঘুরে দেখে) আরে! এই তো মহারাজ দুর্যোধন এদিকেই আসছেন। ইনি—

শ্যামবর্ণ, বয়সে যুবক, শাদা পট্টবস্ত্র তাঁর উত্তরীয়, ছত্রধারী সুন্দর চামর ধরে আছে, অঙ্গরাগে ভূষিত তাঁর দেহ, অলঙ্কারের মণিচ্ছটায় রঞ্জিত তাঁর শরীর, শ্রীমান্ ইনি নক্ষত্ররাজির মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মতো (শোভা পাচ্ছেন) ॥ ৩ ॥

(প্রবেশ করলেন যেমনটি বলা হলো তেমন দুর্যোধন)

দুর্যোধন—আমার হৃদয়ে আজ ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়েছে, উপস্থিত এই যুদ্ধের উৎসবের কথা চিন্তা করে হঠাৎই সে (হৃদয়) হৃষ্ট; আমার ইচ্ছে করছে, পাণ্ডবশক্তির শ্রেষ্ঠ হাতিগুলোর মুখের মুসলের মতো দাঁতগুলোকে (একেবারে) উপড়ে ফেলি। ॥ ৪ ॥

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের জয় হোক। মহারাজের আদেশমতো সকল রাজমণ্ডলকেই আহ্বান করা হয়েছে।

দুর্যোধন—ভাল করেছ। তুমি দুর্গে প্রবেশ কর।

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের যা আদেশ। (নিষ্ক্রান্ত)

দুর্যোধন—আর্য বৈকর্ণ এবং বর্ষদেব! বলুন—আমার সর্বসমেত একাদশ অক্ষৌহিণী৫ সৈন্য আছে। কে এর সেনাপতি হবার পক্ষে উপযুক্ত? কি, কি বলছেন আপনারা?—বিষয়টা খুব জোরালো? মন্ত্রণা করে বলতে হবে? ঠিকই তো। তবে আসুন, আমরা মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করি। হে আচার্য, আপনাকে অভিবাদন করি। আপনি মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করুন। পিতামহ! অভিবাদন করি, আপনি মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করুন। মাতুল,

অভিবাদন করি। মন্ত্রণাশালায় প্রবেশ করুন। আর্য বৈকর্ণ এবং বর্ষদেব! আপনারা দুজন প্রবেশ করুন। ওহে, ওহে সকল ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা ইচ্ছামত প্রবেশ করুন। বন্ধু! কর্ণ, এস, আমরা প্রশে করি।

(প্রবেশ করে)

আচার্য! এই যে কূর্মচিহ্নিত আসনটি, আপনি (এতে) বসুন। পিতামহ! এইটি সিংহচিহ্নিত আসন, বসুন। মাতুল, এটি চর্মনির্মিত আসন, বসুন। আর্য বৈকর্ণ এবং বর্ষদেব, আপনারা দুজনে বসুন। ওহে ক্ষত্রিয়গণ! (যার যেখানে খুশি) ইচ্ছামতো আপনারা বসুন। কি বলছেন? 'মহারাজ (নিজে) কেন বসছেন না?' আহা এ যে সেবাধর্ম! যা হোক, এই যে বসেছি। বন্ধু কর্ণ! তুমিও বসো। (উপবেশন করে) আর্য বৈকর্ণ, বর্ষদেব! আপনারা বলুন—আমার—সর্বমোট একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য আছে। কে এর সেনাপতি হবার উপযুক্ত? কি বলছেন আপনারা? মাননীয় গান্ধাররাজ বলবেন? বেশ তো, মাতুল, বলুন। মাতুল কি বলছেন?—'মাননীয় গঙ্গাতনয় (ভীষ্ম)৬ থাকতে অন্য কে সেনাপতি হবার যোগ্য?' মাতুল ঠিকই বলেছেন। হোন, হোন, পিতামহই (সেনাপতি) হোন। আমরাও তাই চাই।

প্রচণ্ডবায়ুবেগে তাড়িত সমুদ্রের গর্জনের মতো সৈন্যদের কোলাহল, ঢাকের আওয়াজ এবং শঙ্খধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিষেকবারিসহ সমস্ত নৃপতিদের হৃদয়সমূহ ভীষ্মদেবের মস্তকে পতিত হোক ॥ ৫ ॥

(প্রবেশ করে)

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের জয় হোক। পাণ্ডবশিবির থেকে পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দূত হয়ে এসেছেন।

দুর্যোধন—বাদরায়ণ, আর নয়! কি বলছ! কংসের ভৃত্যমাত্র দামোদর৭ তোমার কাছে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই গোপবালক তোমার কাছে পুরুষশ্রেষ্ঠ! বৃহদ্রথের পুত্র যার কীর্তি ধ্বংস করেছে৮ সে তোমার কাছে পুরুষোত্তম! হায়! রাজার একান্ত আশ্রিত ভৃত্যের এ কি ব্যবহার! এর কথার মধ্যে বেশ গৌরবের ভাব আছে। উঃ! দূর হও!

কাঞ্চুকীয়—মহারাজ, প্রসন্ন হোন! বিষম৯ ভুল করে ঠিক ঠিক আচরণ ভুলেছিলাম। (পদতলে নত হলো)

দুর্যোধন—বিষম ভুলই বটে! সত্যি! মানুষের ভয়ঙ্কর ভুল হয়ই। ওঠো, ওঠো।

কাঞ্চুকীয়—অনুগৃহীত হলাম।

দুর্যোধন—এখন প্রসন্ন হয়েছি। (বল) কে এসেছে দূত হয়ে?

কাঞ্চুকীয়—কেশব এসেছেন দূত হয়ে।

দুর্যোধন—কেশব, আচ্ছা। এইরকমই বলবে। এইটাই ঠিক আচরণ। ওহে নৃপতিবৃন্দ, কেশব এসেছেন দূত হয়ে; কি করা যায়? কি বলছেন আপনারা?

অর্ঘ্য দিয়ে কেশবের পূজা করা উচিত? আমার (মোটেই) পছন্দ নয়। তাকে বন্দী করাই উচিত দেখছি।

বাসুদেব বন্দী হলে পাণ্ডবেরা অন্ধ হবে। পাণ্ডবেরা বুদ্ধি এবং পথ হারালে সমগ্র পৃথিবী আমার কাছে নিষ্কণ্টক হবে ॥ ৬ ॥

আরও শুনুন, এখানে যে কেশবকে দেখে উঠে দাঁড়াবে তাকে আমি দ্বাদশ সুবর্ণমুদ্রা দণ্ড দেব। তার প্রতি আপনারা মোহ ত্যাগ করুন। এখন

কি উপায়ে আমি (এদের) উঠে দাঁড়ানো বন্ধ করি? হ্যাঁ! উপায় বের করেছি! সেই চিত্রফলকটা নিয়ে এসো তো, যেটাতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ আঁকা আছে। (আড়াল করে)১০ ঐদিকে চোখ মেলে রেখে কেশবকে১১ দেখেও উঠে দাঁড়াব না।

কাঞ্চুকীয়—মহারাজ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রমণ ও পুনঃপ্রবেশ) মহারাজের জয় হোক। এই সেই চিত্রফলক।

দুর্যোধন—আমার সামনে খুলে রাখ।

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের যেমন আদেশ। (খুলতে থাকে)

দুর্যোধন—আহা! চিত্রফলকটা সত্যিই দেখবার মতো। এই দুঃশাসন কেশস্পর্শ করে দ্রৌপদীকে হাত ধরে টানছিল। এই দ্রৌপদী,—

দুঃশাসনের আকর্ষণে সভয়ে নেত্র বিস্ফারিত করেছে, তাকে রাহুমুখ-গ্রাসিত চন্দ্রলেখার মতো দেখাচ্ছে ॥ ৭ ॥

এই দুরাত্মা ভীম সমস্ত রাজবৃন্দের সম্মুখে অপমানিতা দ্রৌপদীকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে; তাকে সভাস্তম্ভের মতোই (মনে হচ্ছে)। এই যে যুধিষ্ঠির—

সত্যব্রত, দয়াশীল, পাশাখেলায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে চোখের দৃষ্টি দিয়েই বৃকোদরের (ভীম) ক্রোধকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন ॥ ৮ ॥

এই যে এখানে অর্জুন—

চোখে রাগ ফুটে উঠেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, সেই শত্রুমণ্ডলকে তৃণজ্ঞানে সমস্ত রাজন্যদকে উৎখাত করতেই যেন গাণ্ডীবধনুর জ্যা-কে আকর্ষণ করছেন ॥ ৯ ॥

এই যে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নিষেধ করছেন। এখানে দুজন, নকুল ও সহদেব—

দৃঢ়সংকল্প, হাতে (তাদের) চামড়ার তৈরি ঢাল, মুখের ভাব কর্কশ হয়েছে, অধরোষ্ঠকে দাঁতে চেপে ধরে মরণভয়কে পরিত্যাগ করেই আমার ভাই-এর দিকে তেজের সংগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যেন সিংহের ওপরে (ঝাঁপিয়ে পড়ছে) দুই হরিণশিশু ॥ ১০ ॥

এই যে যুধিষ্ঠির দুই কুমারকে বারণ করছেন—আমিই নীচ এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছি; যেমন করেই হোক, আজ কৃতজ্ঞ তোমরা ক্রোধ ত্যাগ কর। দ্যূতবদ্ধ অবমাননাকে সহ্য না করলে সাত্ত্বিকদের মধ্যেও নানা কথা উঠতে পারে ॥ ১১ ॥

এই যে গান্ধারদেশের রাজা (শকুনি)—

পাশার ঘুঁটিগুলিকে গর্বের সংগে ছলনা করে হাসতে হাসতে নিক্ষেপ করছেন, নিজের কীর্তিতে শত্রুর আনন্দকে যেন সংকুচিত করে দিচ্ছেন; তিনি শাস্ত্রবিদ্, দ্রুপদরাজনন্দিনীকে কাঁদতে দেখে, আরামে নিজে আসনে বসে তিনি বাঁকা চোখে দেখছেন, (আর) আকাশে (কি যেন) লিখছেন ॥ ১২ ॥

এখানে আচার্য আর পিতামহ তাকে (দ্রৌপদীকে) দেখে লজ্জা পেয়ে কাপড়ে মুখ ঢেকে রয়েছেন। আহা, কি বর্ণাঢ্য (এই চিত্র)। আহা, কি বা ভাবের নিপুণতা! আহা, আঁকাই বা কি যোগ্য! খুব স্পষ্টভাবেই চিত্রপটটি আঁকতে হয়েছে। আমি খুশি হয়েছি। এখানে কে আছ?

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের জয় হোক।

দুর্যোধন—বাদরায়ণ। সেই পাখির বাহনে চড়েই অবাক্ হওয়া দূতকে নিয়ে এসো।
কাঞ্চুকীয়—মহারাজের যেমন আদেশ।
দুর্যোধন—বন্ধু কর্ণ!
আজ কলুষমতি সেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কথায় ভৃত্যের মতো দূত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সখে, কর্ণ, যুধিষ্ঠিরের নারীসুলভ মৃদু কথা শুনবার জন্য তুমিও তোমার কর্ণযুগলকে প্রস্তুত রাখো ॥ ১৩ ॥
(প্রবেশ করলেন বাসুদেব ও কাঞ্চুকীয়)
বাসুদেব—আজ ধর্মরাজের কথা শুনে এবং ধনঞ্জয়ের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথা ভেবে অনুচিত জেনেও আমি যুদ্ধ-দর্পিত অবাধ্য সুযোধনের কাজে এসেছি। এমন কি,
কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) লাঞ্ছনায় জন্ম নিয়েছে ভীমের ক্রোধবহ্নি, সে গদা ধর (গদা ধরে আছে) যে ভয়ংকর গদা হাতির কুম্ভের মতোই শত্রুসেনার মণ্ডলীকে দলিত করে, এই যুদ্ধে সে (ক্রোধবহ্নি) অর্জুনের (বীর্যের) প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে সমস্ত কুরুকুল ধ্বংস হয়েছে (হতে চলেছে) ॥ ১৪ ॥
এই তো সুযোধনের শিবির। এখানে দেখছি, স্বর্গরাজ্যের মতোই রাজা-রাজড়ার বাসগৃহগুলি স্বচ্ছন্দে নির্মিত হয়েছে, বড় বড় অস্ত্রশালাগুলো অনেকরকম অস্ত্রশস্ত্রে ভরে ফেলা হয়েছে। ঘোড়াশালে জাঁদরেল ঘোড়ারা (হ্রেষাধ্বনি করছে) ডাক ছাড়ছে, হাতিগুলোও ডাকছে, এই ফুলে-ফেঁপে-ওঠা ঐশ্বর্য স্বজন-অবমাননার ফলে খুব শীগ্গিরই লয় পাবে ॥ ১৫ ॥
ওঃ!
সুযোধন কটুভাষী, (অন্যের) গুণকে ঈর্ষা করে, ধূর্ত এবং নিজের লোকের প্রতিও তার দয়া নেই; সে আমাকে দেখলে পরে কখনই কাজটা করবে না ॥ ১৬ ॥
ওহে বাদরায়ণ! আসতে পারি?
কাঞ্চুকীয়—হ্যাঁ, হ্যাঁ (নিশ্চয়ই)! (আসুন) পদ্মনাভ, ভেতরে আসুন।
বাসুদেব—(প্রবেশ করে) কেন, আমাকে দেখে সব ক্ষত্রিয়েরা এমন সম্ভ্রমে আড়ষ্ট কেন? না, না, সম্ভ্রমে কাজ নেই। আপনারা যেমনটি ছিলেন (তেমনটি) বসুন।
দুর্যোধন—কেন, কেশবকে দেখে সব কজন ক্ষত্রিয় সম্ভ্রম দেখাচ্ছেন কেন? না, না, (এমন) সম্ভ্রম দেখাবেন না। আগে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছি, মনে থাকে যেন। হ্যাঁ, আমি আদেশ করছি।
বাসুদেব—ওহে সুযোধন, বসতে পারি?
দুর্যোধন—(আসন থেকে পড়ে গিয়ে, স্বগত) স্পষ্টতই কেশব (আমাকেই) পেয়ে বসেছে।
উৎসাহ করে মনস্থির করেও আমি বসে বসেই যেন সমাধিস্থ হয়েছি। কেশবের প্রভাবেই (এখন আবার) আসন থেকে পড়ে যাচ্ছি ॥ ১৭ ॥
উঃ! দূত সত্যিই অনেক জাদু জানে। (প্রকাশ্যে) ওহে দূত! এই যে আসন, বসুন!
বাসুদেব—আচার্য, বসুন। গাঙ্গেয় ও অন্যান্য রাজন্য, আপনারা ভালো করে বসুন। আমিও এই উপবেশন করছি। (উপবেশন করে) আহা, ছবিটা তো

দেখতে হয়। না, কক্খনো না। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ এখানে আঁকা হয়েছে।

কিন্তু, দেখ কাণ্ড।

এই সুযোধনের বুদ্ধি এমনি কাঁচা যে, সে নিজের লোককে অপমান করাকে পরাক্রম বলে মনে করছে। এই পৃথিবীতে কোন্ নিষ্ঠুর মানুষও সভার মধ্যে (প্রকাশ্যে) নিজেই নিজের কলঙ্কের কথা ফলাও করে জানায়? ॥ ১৮ ॥

আঃ! সরিয়ে নিয়ে যাও ছবিখানা।

দুর্যোধন—বাদরায়ণ, ছবিখানা নিয়ে যাও।

কাঞ্চুকীয়—মহারাজের যেমন আদেশ। (সরিয়ে নিয়ে গেল)

দুর্যোধন—ওহে দূত!

ধর্মপুত্র (যুধিষ্ঠির), বায়ুপুত্র ভীম, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের পুত্র আমার ভাই অর্জুন, আর, অশ্বিদ্বয়ের পুত্র সেই বিনীত যমজ (নকুল ও সহদেব)—এবং তাদের অনুচরেরা, সকলে ভালো আছে তো?১২ ॥ ১৯ ॥

বাসুদেব—এই তো ঠিক গান্ধারীর পুত্রের মতো ব্যবহার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সকলে ভালো আছে। আর, তোমার রাজ্যেরও বাইরে এবং ভেতরে সবকিছুর কুশল এবং মঙ্গল জিজ্ঞেস করে যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবেরা সকলে জানিয়েছে—

আমরা অনেক দুঃখ তো ভোগ করলাম, চুক্তির১৩ সময়ও পূর্ণ হয়েছে; (এবারে) আমরা ধর্মতঃ রাজ্যের যে অংশ পাই, তা ভাগ করে দিয়ে দাও ॥ ২০ ॥

দুর্যোধন—কেন, অংশ প্রাপ্য হয় কি করে?

আমাদের পিতৃব্য বনে বনে মৃগয়া করে বেড়াবার সময়ে মহা অপরাধ করেছিলেন, তাইতেই তাঁকে মুনি অভিশাপ১৪ দিয়েছিলেন। সেইদিন থেকেই তিনি স্ত্রীসম্ভোগে উদাসীন ছিলেন। তিনি অন্যের ছেলেদের পিতা কেমন করে হবেন? ॥ ২১ ॥

বাসুদেব—তুমি তো পুরাণ-কথা বেশ জানো (দেখছি!), তোমাকে তাহলে জিগ্যেস করি—

রাজা বিচিত্রবীর্য যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হলেন। তারপরে ব্যাসের ঔরসে অম্বিকার গর্ভে তোমার বাবা ধৃতরাষ্ট্র জন্ম নিলেন; তিনি কেমন করে রাজ্য লাভ করেন? ॥ ২২ ॥

না, না—

এমন করে পরস্পরের প্রতি বিরোধ বাড়িয়ে তুললে অল্পদিনের মধ্যেই কুরুবংশ শুধু নামে-মাত্র অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং রাজা (শোন,) তুমি রাগারাগি ভুলে গিয়ে যুধিষ্ঠিররা আদর করে তোমাকে যেকথা বলেছে সেই মতো কাজ করতে পার ॥ ২৩ ॥

দুর্যোধন—দেখ, দূত! তুমি রাজ-রাজত্বের ব্যাপার কিছুই জানো না।

রাজার ছেলেরা মন-প্রাণ দিয়ে শত্রু-জয় করে—রাজ্য ভোগ করে; এ পৃথিবীতে সে জিনিস ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না, দীন-দরিদ্রকে দান করবার জিনিসও তা নয়। যদি রাজা হবার ইচ্ছে একান্তই হয়েছে তো তারা বীরত্ব দেখাক্, অথবা শান্তির জন্য তারা স্বেচ্ছায় চলে যাক্ আশ্রমে, যেখানে শান্তমনের মানুষেরা থাকেন ॥ ২৪ ॥

বাসুদেব—দেখ সুযোধন! বন্ধুজনকে এমন কর্কশ কথা বোলো না।
(অনেক) পুণ্যের সঞ্চয়ে বেড়ে ওঠা রাজ-ঐশ্বর্যকে পেয়ে যে সাথী[১৫] এবং বন্ধুদের[১৬] বঞ্চনা করবে, তার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে ॥ ২৫ ॥
দুর্যোধন—তোমার পিতৃদেবের শ্যালক রাজা কংসের প্রতি তোমার কোন দয়া নেই ;[১৭] আর, ওরা সবসময় আমাদের অনিষ্ট করেছে, ওদের প্রতি আমার সে-মনোভাব থাকবে ? ॥ ২৬ ॥
বাসুদেব—সেটাকে আমার অপরাধ বলে না জানাই (ভালো)। আমার মাকে সে অনেকবার পুত্র-হারানোর শোকে আকুল করেছিল, আমার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেছিল, তাকে মৃত্যু নিজেই বধ করেছেন। ॥ ২৭ ॥
দুর্যোধন—তুমি কংসকে সবরকমে বঞ্চনা করেছ। আর নিজের স্তুতি গাইতে হবে না। এটা বাহাদুরি নয়। দেখ,
জামাতার মৃত্যুতে শোকাহত মগধরাজ যখন উত্তেজিত হয়েছিলেন, তখন যে ভয়ে কাঁটা হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে,[১৮] তখন তোমার বীরত্ব কোথায় ছিল ? ॥ ৮২ ॥
বাসুদেব—সুযোধন, দেশ-কাল-অবস্থা বুঝে বীরত্ব (দেখানোই) নীতিবাদীরা অনুমোদন করে থাকেন। যাই হোক্, আমাদের ঠাট্টা এইটুকুই থাক্। নিজেদের কাজ করা যাক্।
ভাইদেরকে স্নেহ করা উচিত, দোষগুলোকে ভুলতে হবে, বন্ধুদের সংগে (ভালো) সম্পর্ক দুই লোকের পক্ষেই মংগল। ॥ ২৯ ॥
দুর্যোধন—দেবতার পুত্রদের সংগে মানুষের বন্ধুত্ব কি করে সম্ভব ? এতক্ষণ যথেষ্ট চর্বিতচর্বণ হয়েছে ; একথা ছেড়ে দাও ॥ ৩০ ॥
বাসুদেব—(স্বগত)
ভালো কথায় যতই বোঝাই না কেন, এ তো স্বভাব ছাড়ে না ; হুঁ, হুঁ, এবারে কড়া কড়া কথা বলে একে চটিয়ে দিই ॥ ৩১ ॥
(প্রকাশ্যে)
ওহে সুযোধন, অর্জুনের শক্তিসামর্থ্যের কথা কি জানো না ?
দুর্যোধন—জানি না।
বাসুদেব—ওহে, শোন, সে—
যুদ্ধ করে কিরাতবেশধারী পশুপতিকে সন্তুষ্ট করেছে, অগ্নি যখন খাণ্ডববন দহন করেছিলেন, তখন সে শরবর্ষণ করে বৃষ্টি নামিয়েছিল. দেবরাজের পক্ষেও পীড়াদায়ক নিবাতকবচ ইত্যাদি (রাক্ষসকুলকে) সে অনায়াসে ধ্বংস করেছে, সে একাই বিরাটনগরে ভীষ্মসহ অন্যান্য সকলকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়েছে ॥ ৩২ ॥
আরো আছে, তুমি নিজে-চোখে যা দেখেছ, তাই বলছি—ঘোষপল্লীতে যখন চিত্রসেন তোমাকে আকাশ-পথে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তুমি চিৎকার করতে থাকলে, অর্জুনই তোমাকে মুক্ত করে। ॥ ৩৩ ॥
বেশি কথায় কি প্রয়োজন ?
ধৃতরাষ্ট্রসুত, তুমি আমার কথাতেই রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়ে দিতে পার ; নইলে কিন্তু পাণ্ডবেরা সসাগরা পৃথিবীর সবটাই জিনে নেবে ॥ ৩৪ ॥
দুর্যোধন—কি রকম, কি রকম! পাণ্ডবেরা নিয়ে নেবে! যদি যুদ্ধে স্বয়ং বায়ু ভীম-রূপে (আমাকে) আক্রমণ করেন, যদি ইন্দ্র নিজেই অর্জুনের রূপ নিয়ে (আমাকে) প্রহার করেন, তবুও ওহে নিষ্ঠুর-কথার-রাজা, পিতৃ-

পিতামহের পালিত, বীর্য দিয়ে রক্ষিত আমার এই রাজ্যের তৃণখণ্ডটুকুও আমি তোমার কথায় দিয়ে দেব না ॥ ৩৫ ॥

বাসুদেব—ওরে কুরুকুলের কলঙ্ক! নিন্দের কাঙাল, আমরা ঘাস-পাতা ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলছি।

দুর্যোধন—ওরে গোয়ালার পো! ঘাস-পাতার কথা ছাড়া অন্য কথা বলবে তুমি? অবধ্য নারীকে হত্যা করেছ, গরু-ঘোড়া-ষাঁড় এবং মল্লদের হত্যা করেছ; লজ্জা নেই? (আজ) সজ্জন মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে চাও? ॥ ৩৬ ॥

বাসুদেব—ও দুর্যোধন, আমাকে উত্তেজিত করছ কিন্তু।

দুর্যোধন—আঃ, তুমি কথা বলার অযোগ্য।

আমার মাথায় ধরা থাকে শাদা-(রাজ)-ছত্র, আমার মস্তক অভিষিক্ত হয় নামী ব্রাহ্মণদের হাতের জলে, আমি কথা বলি, মাথা নিচু করে যে রাজমণ্ডল আমাকে মেনে চলে তাদের সঙ্গে। আমি তোমার মত লোকেদের সঙ্গে কথা বলি না ॥ ৩৭ ॥

বাসুদেব—বেশ! সুযোধন আমার সঙ্গে কথাই বলবে না! ওরে—

ঠক, বন্ধুজনের প্রতি নিষ্ঠুর, কাক, টেরা-চোখো বুনো-বাদামী! তোর জন্য কুরুকুল শীগ্‌গিরই (সমূলে) নষ্ট হবে ॥ ৩৮ ॥

এই যে, ওহে রাজবৃন্দ! তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।

দুর্যোধন—দেখি কেশব কি করে যায়।

দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, দুর্মুখ, দুর্বুদ্ধি, দুষ্টেশ্বর,—দূতের ঠিক ঠিক ব্যবহার লঙ্ঘন করেছে কেশব, ওকে বন্দী কর। কি? পারবে না! দুঃশাসন, ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না!

হাতিঘোড়াকে নিকেশ করেছে, কংসকে হত্যা করেছে, এই কৃষ্ণ পশুকুলের সঙ্গে থেকে থেকে সকলের সঙ্গে বাঁচতে জানে না। রাজাদের সবার সামনেই ওকে বাহুবলে পরাস্ত করে তাড়াতাড়ি ওর এইসব কথা বলায় অপরাধেই ওকে বন্দী কর ॥ ৩৯ ॥

এ পারবে না। মাতুল, এই কেশবকে বেঁধে ফেল। একি মুখ ফিরিয়ে পড়ে যাচ্ছে। যাক্‌গে; আমিই দড়ি-দড়া দিয়ে বেঁধে ফেলি। (এগিয়ে গেল)

বাসুদেব—কি হলো, সুযোধন তাহলে আমাকে বন্দী করতে চাইছে। বেশ তো, সুযোধনের শক্তির (দৌড়টা) দেখছি। (বিশ্বরূপ ধারণ করলেন)

দুর্যোধন—ওহে দূত!

যদি চারদিকে নিজের মায়া অথবা দৈবী মায়া (মায়ার জাল) সৃষ্টি কর, অথবা যদি তুমি দুর্ভেদ্য দৈব অস্ত্র দিয়ে প্রহারও কর, এই রাজমণ্ডলীর মধ্যেই তোমাকে আজ আমি বন্দী করবই। কিছু হাতি, ঘোড়া আর ষাঁড় মেরেই তোমার বড্ড দাপট হয়েছে ॥ ৪০ ॥

আঃ, এখন দাঁড়াও। কেশবকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? এই যে কেশব! ইস্, কি ছোট্ট এই কেশব! আঃ দাঁড়াও (দেখি) এখন। কেশবকে দেখা যায় না কেন? এই যে কেশব। ওঃ, কি লম্বা কেশব! (একি!) কেশবকে দেখা যায় না কেন? এই যে কেশব। (আরে) মন্ত্রণাগৃহের সব জায়গায় অনেকগুলো কেশব রয়েছে! কি করি এখন? আচ্ছা, দেখছি। ওহে, ওহে রাজবৃন্দ, (আপনারা) প্রত্যেকে এক-একজন কেশবকে বাঁধুন। কি হলো! রাজারা সব নিজেরাই পাশবদ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছে! ভালো রে প্রবঞ্চক, ভালো।

আমার ধনুকের মধ্য হতে নিক্ষিপ্ত বাণজালে তুমি বিদ্ধ হবে। ঝরে-পড়া রক্তে তোমার সারা শরীর লাল হয়ে যাবে। (এই অবস্থায়) পাণ্ডবপুত্রেরা বারে বারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর তাদের বাষ্পরুদ্ধ (জোড়া জোড়া) চোখ নিয়ে তোমাকে (তাদের) শিবিরের সামনে দেখুক ॥ ৪১ ॥

(নিষ্ক্রান্ত)

বাসুদেব—ঠিক আছে, পাণ্ডবদের কাজ আমি নিজেই শেষ করি। ও সুদর্শন, এদিকে এস।

(প্রবেশ করল সুদর্শন)

সুদর্শন—এই যে শুনুন,

ঠাকুরের কথা শুনে মহা-আনন্দে আমি মেঘের রাশির মধ্যে দিয়ে অতি দ্রুত ছুটে আসছি ; পদ্মের পাপড়ির মতো (টানা-টানা) চোখ নিয়ে (ঠাকুর) আজ কার ওপর না-জানি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, কার মাথায় আজ আমায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ? ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ নারায়ণ গেলেন বা কোথায় ?

(তিনি) শ্রীমান্, অনাদি, চিন্তাতীত আত্মাস্বরূপ, লোকসমূহকে সংরক্ষণ করতে রত, (স্বরূপতঃ) এক হয়েও অনেক শরীর ধারণ করে১৮ (থাকেন), শত্রুর ক্ষমতাকে চূর্ণ করে দেন ॥ ৪৩ ॥

(চেয়ে দেখে)

আরে এই যে ভগবান্ (নারায়ণ) হস্তিনাপুরের দ্বারদেশে দূত হয়ে রয়েছেন। কোথায়, জল কোথায়! ভগবতি, আকাশগংগা, জল চাই যে! এঃ, ঝরছে! (আচমন করে, এগিয়ে গিয়ে) ভগবান্ নারায়ণের জয় হোক! (প্রণাম করল।)

বাসুদেব—সুদর্শন! অপ্রতিহতপরাক্রম হও।

সুদর্শন—অনুগৃহীত হলাম।

বাসুদেব—কপালগুণে তুমি ঠিক কাজের সময়েই এসেছ। (আসতে পেরেছ?)

সুদর্শন—কেন, কেন, কাজের সময়ে মানে? আদেশ করুন, ঠাকুর, আদেশ করুন! (বলুন,) মেরুপর্বত, মন্দর-পাহাড়—সব কটাকে কি ঘুরিয়ে দেব? অথবা গোটা সমুদ্দুরটাকে কি ভীষণভাবে উত্তাল করে তুলব? না কি, তারার রাজ্যটাকেই গোটাগুটি পৃথিবীতে নামিয়ে আনব? প্রভু, আপনার প্রসাদে আমার অসাধ্য (বলে) কিছু নেই ॥ ৪৪ ॥

বাসুদেব—সুদর্শন, এদিকে এস। ওহে সুযোধন—

যদি নোনা-জলের (সমুদ্রের) মধ্যে (ঢুকে থাক), অথবা যদি পাহাড়ের গুহায় (লুকিয়ে থাক) অথবা গ্রহ-মণ্ডলের যাওয়া-আসার বায়ুপথেও (অর্থাৎ অন্তরিক্ষে) যদি পালিয়ে থাক, তবে ওরে দুষ্টু, আমার হাতের জোরে গতি-বেড়ে-ওঠা এই চক্র আজ তোর কালচক্র (মৃত্যুকালের চক্র) হোক ॥ ৪৫ ॥

সুদর্শন—আঃ, বেচারা সুযোধন! (এই বলে আবার ভেবে নিয়ে) ভগবান নারায়ণ প্রসন্ন হোন।

পৃথিবীর (পাপ) ভার দূর করবার জন্য যে পৃথিবীতে জন্মেছে, এই (তুচ্ছ) বিষয়েই তার গতি হলে পরিশ্রমটা বৃথা হবে ॥ ৪৬ ॥

বাসুদেব—সুদর্শন! রাগের বশে উচিত ব্যবহার সঠিক দেখতে (বুঝতে) পাই নি। নিজের ঘরে (ফিরে) যাও।

সুদর্শন—ভগবান্ নারায়ণ যা আদেশ করেন। কেন, কেন, গোপালক কেন? তিনটি চরণে মাত্র তিন লোককে ঢেকে ফেলতে সক্ষম১৯ স্বয়ং নারায়ণ আপনি। আপনি বিহার করুন। এবারে যাই। আরে, এ যে আপনার সেরা আয়ুধ শার্ঙ্গ এসে উপস্থিত।

শরীরটি ক্ষীণ, হালকা-নরম, ঠিক যেন (কোন ললিত) রমণী, শ্রীহরি ধরে আছেন তার মাঝখানটি, শত্রুকুলের যম সে, তার পিঠটি সোনা-বাঁধানো, কৃষ্ণের পাশে শোভা পাচ্ছে, যেন নবীন মেঘের পাশে মনোহারিণী বিদ্যুল্লেখা ॥ ৪৭ ॥

ওহে শোন, শোন, ভগবান্ নারায়ণের ক্রোধ শান্ত হয়েছে। নিজের ঘরে (ফিরে যাও)। যাক্, চলে গেছে। এবারে যাই। ওমা, এ যে কৌমোদকী এসেছে।

মণি-কাঞ্চনে বিচিত্র, (গায়ে আঁকা) চিত্র-বিচিত্র যেন উত্তরীয় (হয়েছে), দেবতাদের শত্রু-অসুরদের নিধন করতে মেতে উঠেছে, বিরাট পাহাড়ের ঢালের মতো, তার ভীষণ বীর্য দুর্বার, আকাশে (ছুটে) চলে সে জোরে— পিছনে চলে (সারে সারে) মেঘের দল ॥ ৪৮ ॥

ওগো কৌমোদকী, ভগবান্ নারায়ণের ক্রোধ শান্ত হয়েছে। চলে যাও। উঃ, চলে গেছে। এবারে যাই। ও বাবা, এ যে পাঞ্চজন্য হাজির।

পূর্ণ চাঁদ, কুন্দ-ফুল আর কুমুদ-ফুলের হার (যেন পরেছে), গৌরবর্ণ, নারায়ণের পদ্ম-মুখের (স্পর্শে) ধন্য সে। তার গর্জন প্রলয়-সমুদ্রের গর্জনের মতো, তা শুনে অসুররমণীদের (প্রায়ই?) গর্ভপাত ঘটে যায় ॥ ৪৯ ॥

ওহে পাঞ্চজন্য, ঠাকুরের ক্রোধ শান্ত হয়েছে। (ফিরে) যাও। যাঃ, চলে গেছে। আহা, নন্দক-অসি উপস্থিত।

শরীরটা মেয়েদের মতো, যুদ্ধে মহা-মহা অসুরদের পক্ষেও ভয়ঙ্কর। আকাশে ছুটে চলে জোরে, দেখতে মনে হয় যেন বিশাল একটা উল্কা ॥ ৫০ ॥

ওহে নন্দক, ঠাকুরের ক্রোধ শান্ত হয়েছে। চলে যাও। যাক্, চলে গেছে। যা হোক, (এবারে) যাই। আচ্ছা, এগুলি ঠাকুরের সেরা-সেরা অস্ত্র।

এই সেই খড়্গ, নিজের জ্যোতিতে যে সূর্যের কিরণকেও উপহাস করে, তার নাম নন্দক; এই সেই কৌমোদকী, যে সুর-শত্রুদের (= অসুরদের) কঠিন বক্ষোদেশকে আঘাত করতে (আঘাতে জর্জরিত করতে) সক্ষম; এই সেই ধনুর্যষ্টি, প্রলয়কালের মেঘের মতো যার গুণটানার আওয়াজ, এর নাম শার্ঙ্গ; এই সেই গম্ভীর-ধ্বনির, চাঁদের কিরণের মতো ধব্‌ধবে শাদা, শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য ॥ ৫১ ॥

হে শার্ঙ্গ, কৌমোদকী, পাঞ্চজন্য, দৈত্যদের মারণাস্ত্র নন্দক, হে শত্রুবাহু, ভগবান্ মুরারির ক্রোধ প্রশান্ত হয়েছে। সুতরাং এবারে তোমরা এখান থেকে (যে যার) নিজের আশ্রয়ে (ফিরে) যাও ॥ ৫২ ॥

যাক্, সকলে চলে গেছে। এবার যাই। একি! ঘূর্ণি-বাতাস বইছে জোরে। সূর্য যেন বড্ড বেশি জ্বলছে। পাহাড়গুলো নড়ে উঠছে! মসুদ্রগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে! গাছেরা পড়ে যাচ্ছে! মেঘেরা পথ ভুল করছে! বাসুকি-টাসুকি সব সাপেদের রাজারা গা-ঢাকা দিচ্ছে! এ আবার কি হলো! ও···! প্রভুর বাহন গরুড় এসে উপস্থিত। যে—

মায়ের মুক্তির জন্য দেবতা আর অসুরদের বহুকষ্টে পাওয়া অমৃতকে শত্রু-মুরারির কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল, (পরে) 'তোমাকে বহন করে বেড়াব' এই বরও দিয়েছিল২০ ॥ ৫৩ ॥

ওহে গরুড়, কাশ্যপের প্রিয় পুত্র, সব দেবতার রাজা প্রভুর ক্রোধ শান্ত হয়েছে ; (তুমি) নিজের আশ্রয়ে (ফিরে) যাও। যাক্, চলে গেছে। এবারে আমি যাই।

এই সব (অস্ত্রগুলো) অচ্যুত রুষ্ট হওয়াতে উত্তেজনায় মাথা-মুকুট নড়ে গিয়ে (তাদের) কান্তি ও গুণ হারিয়ে ফেলেছিল, (তাঁকে) প্রশান্ত শুনে উষ্ণভাবকে শান্ত করে (তারা আবার) ঘরে ফিরে যাচ্ছে২১ ॥ ৫৪ ॥

যাই হোক, আমিও প্রিয় মেরুগুহাতে যাব।

(নিষ্ক্রান্ত)

বাসুদেব—তাহলে, আমিও পাণ্ডবশিবিরে যাই।

(নেপথ্যে)

না, না ; যাবেন না।

বাসুদেব—একি, এ যেন বৃদ্ধ রাজার কণ্ঠস্বর। হে রাজন্, এই যে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

(প্রবেশ করলেন ধৃতরাষ্ট্র)

ধৃতরাষ্ট্র—কোথায় ভগবান্ নারায়ণ? কোথায় সেই পাণ্ডবদের মঙ্গলবিধাতা? কোথায় ভগবান্ বিপ্রপ্রিয়? কোথায় ভগবান্ দেবকীনন্দন?

হে শার্ঙ্গপাণি, দেবশ্রেষ্ঠ, আমার পুত্রের অপরাধে আমিই এখন আপনার চরণে আমার এই মাথা নত করছি। ॥ ৫৫ ॥

বাসুদেব—হায়, ছি, ছি! আপনি (সত্যি সত্যি) পায়ে পড়ছেন যে! উঠুন, উঠুন।

ধৃতরাষ্ট্র—অনুগৃহীত হলাম। ঠাকুর, এই পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

বাসুদেব—সবই গ্রহণ করলাম। আর কোন্ প্রিয়বস্তু আপনাকে দিতে পারি (বলুন)।

ধৃতরাষ্ট্র—যদি আমার প্রতি ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তার পরে আর কি চাইব আমি?

বাসুদেব—আপনি এখন যান, কিন্তু আবার যেন দেখা পাই।

ধৃতরাষ্ট্র—ভগবান্ নারায়ণ যা আদেশ করেন। (নিষ্ক্রান্ত)

(ভরতবাক্য)

হিমালয় আর বিন্ধ্য পাহাড়
কুণ্ডল-হেন শোভা পায় যার,
সাগর-ছুঁয়ে এলানো সে ধরা,
এক-পতাকায় আনতে-পারা
আমাদের রাজা সিংহ-সমান
করুন সবলে (সকলে) শাসন ॥ ৫৬ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

দূতবাক্য সমাপ্ত

প্রসঙ্গ-কথা

১ নাট্যারম্ভের শ্লোকটি মঙ্গলাচরণ, এই বিশেষ নাটকটির জন্য প্রার্থনা। এর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বর নান্দী-অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে, তা সূচীত হচ্ছে। নান্দী সমগ্র অনুষ্ঠানের বিঘ্নবিপত্তি দূর করার জন্য ('রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে') অনুষ্ঠিত। এই বিন্যাস ভাসের প্রত্যেকটি নাটকের বৈশিষ্ট্য।

২ বিপ্রচিত্ত নামে এক দানবের পুত্র নমুচি। তার মায়ের নাম দনু। নমুচি ইন্দ্রকে একবার স্বর্গচ্যুত করেছিল। তার পরে সে একটি শর্তে তাঁকে মুক্তি দেয়—দিনে বা রাতে, জলে বা স্থলে তিনি তাকে বধ করবেন না। কিন্তু ইন্দ্র কৌশলে গোধূলিতে সমুদ্রে জলের ফেনার স্তম্ভের মধ্যে তাকে নিহত করেন। এই কাহিনী, ঋগ্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ এবং মহাভারতের শল্যপর্বে পাওয়া যায়।

ভাস এই শ্লোকে বিষ্ণুকে নমুচি-হন্তা বলেছেন, ইন্দ্রকে নয় ; এর সপক্ষে কোন তথ্য আমরা পাই নি।

৩ মন্ত্রণাগৃহ বিশেষ তত্ত্বাবধানের সঙ্গে নির্মিত হতো—নির্জনে, অরণ্যে, পশুপাখিরও অগম্য স্থানে, অযোগ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অগম্যস্থানে এই গৃহ নির্মাণ করা হতো। এবং এমনভাবে তা করা হতো, যাতে বাইরে থেকে কেউ ভেতরের কিছু দেখতে না পায় এবং কোন কথা শুনতে না পায় ; এককথায় গোপনীয়তা রক্ষার সব-ব্যবস্থা রাখা হতো।

"গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥"—মনুসংহিতা ৭/১৪৭

৪ মধ্যম, বিজিগীষু, উদাসীন ও শত্রু—সংক্ষেপে এই চারপ্রকার রাজমণ্ডলের মূল ; এছাড়া, মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার ও আক্রন্দাসার—এই আটটি রাজমণ্ডলের প্রকৃতি। অতএব সর্বমোট সংখ্যা বারো। বিজিগীষু রাজার রাজ্যসংলগ্ন সম্মুখস্থ রাজা অরি—শত্রু ; তার সংলগ্ন রাজ্য বিজিগীষুর মিত্র ; তার সংলগ্ন অরিমিত্র, অর্থাৎ বিজিগীষুর বিপক্ষে ; তার সংলগ্ন মিত্রমিত্র—বিজিগীষুর সপক্ষে। তার পরেই অরিমিত্রমিত্র—শত্রুপক্ষের। বিজিগীষু রাজার পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন রাজ্যের রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহ। তার সংলগ্ন আক্রন্দ—বিজিগীষুর মিত্র ; তার পশ্চাদ্বর্তী পার্ষ্ণিগ্রাহাসার (অরিমিত্র—শত্রুপক্ষীয়) ; তার পশ্চাদ্বর্তী আক্রন্দাসার রাজা (মিত্রমিত্র—বিজিগীষুর সপক্ষে)। (মনুসংহিতা ৭/১৫৬)

৫ ২১,৮৭০ রথ, ২১,৮৭০ হস্তী, ৬৫,৬১০ অশ্ব ও ১,০৯,৩৫০ পদাতি—অথবা সর্বমোট ২,১৮,৭০০ চতুরঙ্গ সেনা—এক অক্ষৌহিণী। এই অক্ষৌহিণী উচ্চসংখ্যাজ্ঞাপক, শুধু চতুরঙ্গ সেনা নয়। নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী ইত্যাদি—বহুসংখ্যক নক্ষত্র এই অর্থ।

৬ শান্তনু এবং গঙ্গার পুত্র ভীষ্ম। গঙ্গাতনয়, গাঙ্গেয় নামে ভীষ্মই খ্যাত। অষ্টবসুরও জননী গঙ্গা, কিন্তু গাঙ্গেয় পদের দ্বারা তাদের কখনও বোঝানো হয় না।

৭ যাঁর উদরে দাম—যশোদাকৃত-বন্ধনরজ্জু ; শ্রীকৃষ্ণ। 'স কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাত্। ঘোষে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে॥'

৮ বৃহদ্রথ জরাসন্ধের পিতা।

৯ এখানে সম্ভ্রম বলতে সম্ অত্যন্ত, ভ্রম ভুল এই অর্থই প্রাসঙ্গিক হয় ; সম্মান অর্থে নয়। অবশ্য সসম্ভ্রমম্=ব্যস্তসমস্তভাবে—এর মতো করে 'তাড়াতাড়িতে' এই অর্থও গ্রহণ করা চলে।

১০ অপবার্য=অপবারিতম্ ; সংস্কৃত নাটকের বিশেষ ধরনের নাট্যোক্তি ; মঞ্চস্থ অন্যের শোনার মতো নয়' তা বোঝানোর জন্য হাতের বিশেষ মুদ্রা-সহযোগে এই উক্তি। সাহিত্যদর্পণ—ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—'তদ্ ভবেদ্ অপবারিতম্ রহস্যং তু যদন্যস্য পরাবৃত্য প্রকাশ্যতে। ত্রিপতাককরেণান্যান্ অপবার্য্যান্তরা কথাম্।'

১১ 'কেশবস্য' শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি দিয়ে অনাদরটি খুব স্পষ্ট করে তুলেছেন ভাস—এখানেই ভাসের ভাষা-দক্ষতা।

১২ কুন্তী দুর্বাসার কাছে বর পেয়েছিলেন—ইচ্ছানুসারে তিনি যে-কোন দেবতার সন্তান লাভ করতে পারেন। এর ফলেই অক্ষম পান্ডুর পত্নী হয়েও তিনি ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র—এই তিন দেবতার কাছ থেকে আপন গর্ভে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। তাঁর সপত্নী মাদ্রীও কুন্তীরই মন্ত্রবলে অশ্বিনীদ্বয়ের কাছ থেকে নকুল ও সহদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন। তাই দুর্যোধনের প্রশ্ন, যারা কুরুবংশীয় নয় পিতৃপরিচয়ে, রাজ্য তাদের কি করে প্রাপ্য হতে পারে ?

১৩ চুক্তি বলতে এখানে সেই কপট পাশায় পণ—বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের কথাই বলা হয়েছে।

১৪ পান্ডু একদিন বনমধ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে সংগমরত এক মৃগমিথুনকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করেন। ঐ মৃগ প্রকৃতপক্ষে ছিলেন কিমিন্দম মুনি। তিনি পান্ডুকে অভিশাপ দেন স্ত্রীসংগমকালে অতৃপ্ত অবস্থায় তারও মৃত্যু হবে। ফলে পান্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে প্রবজ্যা গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন। দেবতাদের বরে তাঁর দুই পত্নীর পাঁচটি সন্তানজন্মের কাহিনী সর্বজনবিদিত। তাঁরা কেউই পান্ডুর ঔরসজাত নয়। পরে মাদ্রীর সংগে সহবাসকালেই পান্ডুর মৃত্যু হয়। মহাভারতের আদিপর্বে এই কাহিনী পাওয়া যায়। দুর্যোধন বলছে—মুনির অভিশাপই তো পান্ডুর পিতৃত্বকে অসম্ভব করেছিল ; পান্ডু স্ত্রীসংগমে বঞ্চিত ছিলেন।

১৫, ১৬ অত্যাগসহনো বন্ধু সদৈবানুমতঃ সুহৃদ্।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

—বন্ধু, মিত্র, সুহৃদ্, সখা—এইভাবে বন্ধুত্বের চাররকম (স্তর) বিভাগ করা হয়েছে—সংস্কৃত সাহিত্যে এই অর্থগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ এবং সর্বত্র সুপ্রযুক্ত।

১৭ কংস কৃষ্ণের মাতুল। ইনি নিজ ভগিনী দেবকীর সাতটি পুত্রকে হত্যা করেন। অষ্টম বার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ; পিতা বসুদেব আগেই তাকে নন্দগোপের বাড়িতে রেখে তার সদ্যোজাত কন্যাকে এনে দেবকীর কাছে রেখে দেন ; কংস তাকেও হত্যা করতে যায় ; কিন্তু ঐ কন্যা অদৃশ্য হয়ে

যায় এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে—কংসের নিহন্তা গোকুলে বড় হচ্ছে। কংস বহু চর পাঠিয়েও কৃষ্ণকে বন্দী করতে পারে নি, তারাই কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। পরে কংসেরই আয়োজনে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিহত করেন। তার আট ভাইকে বলরাম নিহত করেন। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে এই কাহিনী পাওয়া যায়।

১৮ 'একঃ অনেকবপুঃ' একটি কথায় সর্ববেদান্তসার যেন বলা হয়ে গেল—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ; একোঽহং বহু স্যাম্ ; অনেকবাহূদরবক্ত্র-নেত্রম্।' অনেক বপুতে, শরীরে সেই এক ঈশ্বর বিরাজিত—'আত্মা অস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।' তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য—অবাঙ্‌মনসগোচর—স্মরণীয়, গীতা—'অব্যক্তোঽয়ম্ অচিন্ত্যোঽয়ম্'…। ছোট্ট একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রাঞ্জল হয়ে গেল।

১৯ ত্রিচরণাক্রান্তস্ত্রিলোকঃ নারায়ণঃ। তিনটি পদক্ষেপে যিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অধিকার করে বামনবেশে দৈত্যরাজ বলিকে জব্দ করে দিয়ে-ছিলেন। একটিমাত্র শব্দে ভগবান্-এর সর্বব্যাপিত্বের মহিমা।

এখানে আরও একটু কথা আছে। 'ভগবান্ নারায়ণ যা আদেশ করেন।' তার পরেই 'কেন, কেন, গোপাল কেন?'—এই বাক্যবিন্যাস যেন ইঙ্গিত করে—মাঝখানে আরও কিছু সংলাপ হয়ত ছিল। এখানে কি তা সংক্ষেপিত? ভাস-নাটকচক্ররূপে পাওয়া নাটকগুলি, মূল ভাসের রচনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও হতে পারে—এই অনুমানের সপক্ষে কি এই উদাহরণটি দেওয়া যায় না? হয়ত আরও আছে—নজর করলে চোখে পড়ে।

২০ কশ্যপ ও বিনতার পুত্র গরুড়। বিনতা ও কদ্রু সপত্নী। কদ্রু নাগমাতা। স্বর্গ থেকে অমৃত এনে নাগেদের দিয়ে গরুড় কদ্রুর কাছে দাসত্ব-পণে আবদ্ধ মাতা বিনতাকে উদ্ধার করেন। ইনি সর্পগণের শত্রু। অমৃত ছিনিয়ে আনবার সময়ে বিষ্ণুর বরে গরুড় অমৃতপান-ছাড়াই অজরত্ব ও অমরত্ব লাভ করেন এবং বিষ্ণুর উপরে স্থিতি লাভ করেন। নারায়ণও তাঁরই বরে, তাঁকে (গরুড়কে) বাহনরূপে লাভ করেন এবং রথের ধ্বজ-রূপেও গ্রহণ করেন। এই কাহিনী মহাভারতে পাওয়া যায়।

২১ মূলে এই শ্লোকটি অসম্পূর্ণ।

********* দূতবাক্যম্ *********

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।)

সূত্রধারঃ—

পাদঃ পায়াদুপেন্দ্রস্য সর্বলোকোত্সবঃ স বঃ।
ব্যাবিদ্ধো নমুচির্যেন তনুতাম্রনখেন খে ॥ ১ ॥

এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে কিং নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে। অঙ্গ। পশ্যামি।

(নেপথ্যে)

ভো ভোঃ প্রতিহারাধিকৃতাঃ। মহারাজো দুর্যোধনঃ সমাজ্ঞাপয়তি।

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্।

উত্পন্নে ধার্তরাষ্ট্রাণাং বিরোধে পাণ্ডবৈঃ সহ।
মন্ত্রশালাং রচয়তি ভৃত্যো দুর্যোধনাজ্ঞয়া ॥ ২ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি কাঞ্চুকীয়)

কাঞ্চুকীয়—ভো ভোঃ প্রতিহারাধিকৃতাঃ। মহারাজো দুর্যোধনঃ সমাজ্ঞাপয়তি—অদ্য সর্বপার্থিবৈঃ সহ মন্ত্রয়িতুমিচ্ছামি। তদাহূয়ন্তাং সর্বে রাজান ইতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) অয়ে অয়ং মহারাজো দুর্যোধন ইব এবাভিবর্ততে। য এষঃ,

শ্যামো যুবা সিতদুকূলকৃতোত্তরীয়ঃ
সচ্ছত্রচামরবরো রচিততাঙ্গরাগঃ।
শ্রীমান্ বিভূষণমণিদ্যুতিরঞ্জিতাঙ্গো
নক্ষত্রমধ্য ইব পর্বগতঃ শশাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো দুর্যোধনঃ।)

দুর্যোধনঃ— উদ্ধতরোষমিব মে হৃদয়ং সহর্ষং
প্রাপ্তং রণোত্সবমিমং সহসা বিচিন্ত্য।
ইচ্ছামি পাণ্ডববলে বরবারণানা-
মুত্কৃত্তদন্তমুসলানি মুখানি কর্তুম্ ॥ ৪ ॥

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ। মহারাজশাসনাত্ সমানীতং সর্বরাজমণ্ডলম্।

দুর্যোধনঃ—সম্যক্ কৃতম্। প্রবিশ ত্বমবরোধনম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্ত)

দুর্যোধনঃ—আচার্য বৈকর্ণবর্ষদেবৌ! উচ্যতাম—অস্তি মমৈকাদশাক্ষৌহিণীবল-সমুদয়ঃ। অস্য কঃ সেনাপতির্ভবিতুমর্হতি। কিং কিমাহতুর্ভবন্তৌ—মহান্ খল্বয়মর্থঃ। মন্ত্রয়িত্বা বক্তব্যমিতি। সদৃশমেতত্। তদাগম্যতাং মন্ত্রশালামেব প্রবিশামঃ। আচার্য অভিবাদয়ে। প্রবিশতু ভবান্ মন্ত্রশালাম্। পিতামহ! অভিবাদয়ে। প্রবিশতু ভবান্ মন্ত্রশালাম্। আর্যো বৈকর্ণবর্ষ-দেবৌ! প্রবিশতাং ভবন্তৌ! ভো ভোঃ সর্বক্ষত্রিয়াঃ। স্বৈরং প্রবিশতু ভবন্তঃ। বয়স্য! কর্ণ! প্রবিশামস্তাবত্।

(প্রবিশ্য)

আচার্য ! এতত্ কূর্মাসনম্, আস্যতাম্। পিতামহ ! এতত্ সিংহাসনম্, আস্যতাম্। মাতুল ! এতচ্চর্মাসনম্, আস্যতাম্। আর্যো বৈকর্ণবর্ষদেবৌ ! আসাতাং ভবন্তৌ। ভো ভোঃ সর্বক্ষাত্রিয়াঃ ! স্বৈরমাসতাং ভবন্তঃ। কিমিতি কিমিতি মহারাজো নাস্ত ইতি। অহো সেবাধর্মঃ। নন্বয়মহমাসে। বয়স্য কর্ণ ! ত্বমপ্যাসস্ব। (উপবিশ্য) আর্যৌ বৈকর্ণবর্ষদেবৌ ! উচ্যতাম্—অস্তি মমৈকাদশাক্ষৌহিণীবলসমুদয়ঃ। অস্য কঃ সেনাপতির্ভবিতুমর্হতীতি। কিমাহতুর্ভবন্তৌ—অত্রভবান্ গান্ধাররাজো বক্ষ্যতীতি। ভবতু, মাতুলেনাভিধীয়তাম্। কিমাহ মাতুলঃ—অত্রভবতি গাঙ্গেয়ে স্থিতে কোঽন্যঃ সেনাপতির্ভবিতুমর্হতীতি। সম্যগাহ মাতুলঃ। ভবতু ভবতু, পিতামহ এব ভবতু। বয়মপ্যেতদভিলাষমঃ।

সেনানিনাদপটহস্বনশঙ্খনাদৈ-
শ্চণ্ডানিলাহতমহোদধিনাদকল্পৈঃ।
গাঙ্গেয়মূর্ধ্নি পতিতৈরভিষেকতোয়ৈঃ
সার্ধং পতন্তু হৃদয়ানি নরাধিপানাম্ ॥ ৫ ॥

(প্রবিশ্য)

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ। এষ খলু পাণ্ডবস্কন্ধাবারাদ্ দৌত্যেনাগতঃ পুরুষোত্তমো নারায়ণঃ।

দুর্যোধনঃ—মা তাবদ্ ভো বাদরায়ণ ! কিং কিং কংসভৃত্যো দামোদরস্তব পুরুষোত্তমঃ। স গোপালকস্তব পুরুষোত্তমঃ ? বার্হদ্রথাপহৃতবিষয়কীর্তি-ভোগস্তব পুরুষোত্তমঃ ? অহো পার্থিবাসন্নমাসাশ্রিতস্য ভৃত্যজনস্য সমুদাচারঃ। সগর্বং খল্বস্য বচনম্। আ অপধ্বংস।

কাঞ্চুকীয়ঃ—প্রসীদতু মহারাজঃ। সংভ্রমেণ সমুদাচারো বিস্মৃতঃ। (পাদয়োঃ পততি)

দুর্যোধনঃ—সংভ্রম ইতি। আ মনুষ্যাণামস্ত্যেব সংভ্রমঃ। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

দুর্যোধনঃ—ইদানীং প্রসন্নোঽস্মি। ক এষ দূতঃ প্রাপ্তঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—দূতঃ প্রাপ্তঃ কেশবঃ।

দুর্যোধনঃ—কেশব ইতি। এবমেষ্টব্যম্। অয়মেব সমুদাচারঃ। ভো ভো রাজানঃ ! দৌত্যেনাগতস্য কেশবস্য কিং যুক্তম্। কিমাহুর্ভবন্তঃ—অর্ঘপ্রদানেন পূজয়িতব্যঃ কেশবঃ ইতি। ন মে রোচতে। গ্রহণমস্যাত্র হিতং পশ্যামি।

গ্রহণমুপগতে তু বাসুভদ্রে
হৃতনয়না ইব পাণ্ডবা ভবেয়ুঃ।
গতিমতিরহিতেষু পাণ্ডবেষু
ক্ষিতিরখিলাপি ভবেন্মমাসপত্না ॥ ৬ ॥

অপি চ যোঽত্র কেশবস্য প্রত্যুত্থাস্যতি, স ময়া দ্বাদশসুবর্ণভারেণ দণ্ড্যঃ। তদপ্রমত্তা ভবন্তু ভবন্তঃ। কো নু খলু মমাপ্রত্যুত্থানস্যোপায়ঃ। হন্ত, দৃষ্ট উপায়ঃ। বাদরায়ণ ! আনীয়তাং স চিত্রপটো ননু, যত্র দ্রৌপদীকেশাম্বরাকর্ষণমালিখিতম্। (অপবার্য) তস্মিন্ দৃষ্টিবিন্যাসং কুর্বন্ নোত্থাস্যামি কেশবস্য।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য)
জয়তু মহারাজঃ। অয়ং স চিত্রপটঃ।

দুর্যোধনঃ—অহো দর্শনীয়োঽয়ং চিত্রপটঃ। এষ দুঃশাসনো দ্রৌপদীং কেশহস্তে গৃহীতবান্। এষা খলু দ্রৌপদী,

দুঃশাসনপরামৃষ্টা সম্ভ্রমোৎফুল্ললোচনা।
রাহুবক্ত্রান্তরগতা চন্দ্রলেখেব শোভতে ॥ ৭ ॥

এষ দুরাত্মা ভীমঃ সর্বরাজসমক্ষমবমানিতাং দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা প্রবৃদ্ধামর্ষঃ সভাস্তম্ভং তুলয়তি।

এষ যুধিষ্ঠিরঃ,

সত্যধর্মঘৃণাযুক্তঃ দ্যূতবিভ্রষ্টচেতনঃ।
করোত্যপাঙ্গবিক্ষেপৈঃ শান্তামর্ষং বৃকোদরম্ ॥ ৮ ॥

এষ ইদানীমর্জুনঃ,

রোষাকুলাক্ষঃ স্ফুরিতাধরোষ্ঠ-
স্তৃণায় মত্বা রিপুমণ্ডলং তৎ।
উৎসাদয়িষ্যন্নিব সর্বরাজ্ঞঃ
শনৈঃ সমাকর্ষতি গাণ্ডিবজ্যাম্ ॥ ৯ ॥

এষ যুধিষ্ঠিরোঽর্জুনং নিবারয়তি। এতৌ নকুলসহদেবৌ,

কৃতপরিকরবন্ধৌ চর্মনিস্ত্রিংশহস্তৌ
পরুষিতমুখরাগৌ স্পষ্টদষ্টাধরোষ্ঠৌ।
বিগতমরণশঙ্কৌ সত্বরং ভ্রাতরং মে
হরিমিব মৃগপোতৌ তেজসাভিপ্রয়াতৌ ॥ ১০॥

এষ যুধিষ্ঠিরঃ কুমারাবুপেত্য নিবারয়তি—

নীচোঽহমেব বিপরীতমতিঃ কথং বা
রোষং পরিত্যজতমদ্য নয়ানযজ্ঞৌ।
দ্যূতাধিকারমবমানমমৃষ্যমাণাঃ
সত্ত্বাধিকেষু বচনীয় পরাক্রমাঃ স্যু ॥ ১১ ॥

ইতি। এষ গান্ধাররাজঃ,

অক্ষান্ ক্ষিপন্ সকিতবং প্রহসন্ সগর্বং
সঙ্কোচয়ন্নিব মুদং দ্বিষতাং স্বকীর্ত্যা।
স্বৈরাসনো দ্রুপদরাজসুতাং রুদন্তীং
কাক্ষেণ পশ্যতি লিখত্যভিখং নয়জ্ঞঃ ॥ ১২ ॥

এতাবার্ষপিতামহো তাং দৃষ্ট্বা লজ্জয়ামানো পটান্তর্তাহিতমুখৌ স্থিতৌ। অহো অস্য বর্ণাঢ্যতা। অহো ভাবোপপন্নতা। অহো যুক্তলেখতা। সুব্যক্তমালিখিতোঽয়ং চিত্রপটঃ। প্রীতোঽস্মি। কোঽত্র।

কাঞ্চুকীয়ঃ—জয়তু মহারাজঃ।

দুর্যোধনঃ—বাদরায়ণ। আনীয়তাং স বিহগবাহনমাত্রবিস্মিতো দূতঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

দুর্যোধনঃ—বয়স্য কর্ণঃ!

প্রাপ্তঃ কিলাদ্য বচনাদিহ পাণ্ডবানাং
দৌত্যেন ভৃত্য ইব কৃষ্ণমতিঃ স কৃষ্ণঃ।

ত্বমপি সঞ্জয় কর্ণ। কর্ণে
নারীমৃদূনি বচনানি যুধিষ্ঠিরস্য ॥ ১৩ ॥
(ততঃ প্রবিশতি বাসুদেবঃ কাঞ্চুকীয়শ্চ।)

বাসুদেবঃ—অদ্য খলু ধর্মরাজবচনাদ্ ধনঞ্জয়াকৃত্রিমমিত্রতয়া চাহবদর্পমনুক্ত-গ্রাহিণং সুযোধনং প্রতি মমাপ্যনুচিতদোত্যসময়োঽনুষ্ঠিতঃ। অথ চ,

কৃষ্ণাপরাভবভুবা রিপুবাহিনীভ
কুম্ভস্থলীদলনতীক্ষ্ণগদাধরস্য।
ভীমস্য কোপশিখিনা যুধি পার্থপত্রি-
চণ্ডানিলৈশ্চ কুরুবংশবনং বিনষ্টম্ ॥ ১৪ ॥

ইদং সুযোধনশিবিরম্। ইহ হি,

আবাসাঃ পার্থিবানাং সুরপুরসদৃশাঃ স্বচ্ছন্দবিহিতা
বিস্তীর্ণাঃ শস্ত্রশালা বহুবিধকরণৈঃ শস্ত্রৈরুপচিতাঃ।
হ্রেষন্তে মন্দুরাস্থাস্তুরগবরঘটা বৃংহন্তি করিণ
ঐশ্বর্যস্ফীতমেতত্ স্বজনপরিভবাদাসন্নবিলয়ম্ ॥ ১৫ ॥

দুষ্টবাদী গুণদ্বেষী শঠঃ স্বজননির্দয়ঃ।
সুযোধনো হি মাং দৃষ্ট্বা নৈব কার্যং করিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

ভো বাদরায়ণ। কিং প্রবেষ্টব্যম্।

কাঞ্চুকীয়ঃ—অথ কিমথ কিম্। প্রবেষ্টুমর্হতি পদ্মনাভঃ।

বাসুদেবঃ—(প্রবিশ্য) কথং কথং মাং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তাঃ সর্বক্ষত্রিয়াঃ। অলমলং সংভ্রমেণ। স্বৈরমাসতাং ভবন্তঃ।

দুর্যোধনঃ—কথং কথং কেশবং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তাঃ সর্বক্ষত্রিয়াঃ। অলমলং সংভ্রমেণ! স্মরণীয়ঃ পূর্বমাশ্রাবিতো দণ্ডঃ। নন্বহমাজ্ঞপ্তা।

বাসুদেবঃ—ভোঃ সুযোধন! কিমাস্সে।

দুর্যোধনঃ—(আসনাত্ পতিত্বা আত্মগতম্) সুব্যক্তং প্রাপ্ত এব কেশবঃ।

উৎসাহেন মতিং কৃত্বাপ্যাসীনোঽস্মি সমাহিতঃ।
কেশবস্য প্রভাবেন চলিতোঽস্ম্যাসনাদহম্ ॥ ১৭ ॥

অহো বহুমায়োঽয়ং দূতঃ। (প্রকাশম্) ভো দূত! এতদাসনমাস্যতাম্!

বাসুদেবঃ—আচার্য! আস্যতাম্। গাঙ্গেয়প্রমুখা রাজানঃ। স্বৈরমাসতাং ভবন্তঃ। বয়মপ্যুপবিশামঃ। (উপবিশ্য) অহো দর্শনীয়োঽয়ং চিত্রপটঃ। মা তাবত্। দ্রৌপদীকেশধর্ষণমত্রালিখিতম্।

অহো তু খলু,

সুযোধনোঽয়ং স্বজনাবমানং পরাক্রমং পশ্যতি বালিশত্বাত্।
কো নাম লোকে স্বয়মাত্মদোষমুদ্ঘাটয়েন্নষ্টঘৃণঃ সভাসু ॥ ১৮ ॥

আঃ অপনীয়তামেষ চিত্রপটঃ।

দুর্যোধনঃ—বাদরায়ণ! অপনীয়তাং কিল চিত্রপটঃ।

কাঞ্চুকীয়ঃ—যদাজ্ঞাপয়তি মহারাজঃ। (অপনয়তি)

দুর্যোধনঃ—ভো দূত!

ধর্মাত্মজো বায়ুসুতশ্চ ভীমো ভ্রাতার্জুনো মে ত্রিদশেন্দ্রসূনুঃ।
যমৌ চ তাবশ্বিসুতৌ বিনীতৌ সর্বে সভৃত্যাঃ কুশলোপপন্নাঃ ॥ ১৯ ॥

বাসুদেবঃ—সদৃশমেতদ্ গান্ধারীপুত্রস্য। অথ কিমথ কিম্। কুশলিনঃ সর্বে। ভবতো রাজ্যে শরীরে বাহ্যাভ্যন্তরে চ কুশলমনাময়ং চ পৃষ্ট্বা বিজ্ঞাপয়ন্তি যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ পাণ্ডবাঃ—

অনুভূতং মহদ্ দুঃখং সংপূর্ণঃ সময়ঃ স চ।
অস্মাকমপি ধর্ম্যং যদ্ দায়াদ্যং তদ্ বিভজ্যতাম্ ॥ ২০ ॥
ইতি।

দুর্যোধনঃ—কথং কথং দায়াদ্যমিতি।
বনে পিতৃব্যো মৃগয়াপ্রসঙ্গতঃ কৃতাপরাধো মুনিশাপমাপ্তবান্।
তদাপ্রভৃত্যেব স দারনিস্পৃহঃ পরাত্মজানাং পিতৃতাং কথং ব্রজেৎ ॥ ২১ ॥

বাসুদেবঃ—পুরাবিদং ভবন্তং পৃচ্ছামি।
বিচিত্রবীর্যো বিষয়ীবিপত্তিং ক্ষয়েণ যাতঃ পুনরম্বিকায়াম্।
ব্যাসেন জাতো ধৃতরাষ্ট্র এষ লভেত রাজ্যং জনকঃ কথং তে ॥ ২২ ॥
মা মা ভবান্
এবং পরস্পরবিরোধবিবর্ধনেন
শীঘ্রং ভবেৎ কুরুকুলং নৃপ! নামশেষম্।
তৎ কর্তুমর্হতি ভবানপকৃষ্য রোষং
যৎ ত্বাং যুধিষ্ঠিরমুখাঃ প্রণয়াদ্ ব্রুবন্তি ॥ ২৩ ॥

দুর্যোধনঃ—ভো দূত! ন জানাতি ভবান্ রাজ্যব্যবহারম্।
রাজ্যং নাম নৃপাত্মজৈঃ সহৃদয়ৈর্জিত্বা রিপূন্ ভুজ্যতে
তল্লোকে ন তু যাচ্যতে ন তু পুনর্দীনায় বা দীয়তে।
কাঙ্ক্ষা চেন্নৃপতিত্বমাপ্তুমচিরাৎ কুর্বন্তু তে সাহসং
স্বৈরং বা প্রবিশন্তু শান্তমতিভির্জুষ্টং শমায়াশ্রমম্ ॥ ২৪ ॥

বাসুদেবঃ—ভো সুযোধন! অলং বন্ধুজনে পরুষমভিধাতুম্।
পুণ্যসঞ্চয়সম্প্রাপ্তমধিগম্য নৃপশ্রিয়ম্।
বঞ্চয়েদ্ যঃ সুহৃদ্বন্ধূন্ স ভবেদ্ বিফলশ্রমঃ ॥ ২৫ ॥

দুর্যোধনঃ—
স্যালং তব গুরোর্ভূপং কংসং প্রতি ন তে দয়া।
কথমস্মাকমেব স্যাৎ তেষু নিত্যাপকারিষু ॥ ২৬ ॥

বাসুদেবঃ—অলং তন্মদ্দোষতো জ্ঞাতুম্।
কৃত্বা পুত্রবিয়োগার্তাং বহুশো জননীং মম।
বৃদ্ধং স্বপিতরং বন্ধ্বা হতোঽয়ং মৃত্যুনা স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

দুর্যোধনঃ—সর্বথা বঞ্চিতস্ত্বয়া কংসঃ। অলমাত্মস্তবেন। ন শৌর্যমেতৎ। পশ্য,
জামাতৃনাশব্যসনাভিতপ্তে রোষাভিভূতে মগধেশ্বরেঽথ।
পলায়মানস্য ভয়াতুরস্য শৌর্যং তদেতৎ ক্ব গতং তবাসীৎ ॥ ২৮ ॥

বাসুদেবঃ—ভো সুযোধন! দেশকালাবস্থাপেক্ষিতং খলু শৌর্যং নয়ানুগামিনাম্। ইহ তিষ্ঠতু তাবদস্মদ্গতঃ পরিহাসঃ। স্বকার্যমনুষ্ঠীয়তাম্।
কর্তব্যো ভ্রাতৃষু স্নেহো বিস্মর্তব্যা গুণেতরাঃ।
সম্বন্ধো বন্ধুভিঃ শ্রেয়ান্ লোকয়োরুভয়োরপি ॥২৯॥

দুর্যোধনঃ—
দেবাত্মজৈর্মনুষ্যাণাং কথং বা বন্ধুতা ভবেৎ।
পিষ্টপেষণমেতাবৎ পর্যাপ্তং ছিদ্যতাং কথা ॥ ৩০ ॥

বাসুদেবঃ—(আত্মগতম্)

প্রসাদ্যমানঃ সাম্নায়ং ন স্বভাবং বিমুঞ্চতি।
হন্ত সংক্ষোভয়াম্যেনং বচোভিঃ পরুষাক্ষরৈঃ ॥ ৩১ ॥

(প্রকাশম্) ভো সুযোধন! কিং ন জানীষেঽর্জুনস্য বলপরাক্রমম্।

দুর্যোধনঃ—ন জানে।

বাসুদেবঃ—ভোঃ! শ্রূয়তাম্,

কৈরাতং বপুরাস্থিতঃ পশুপতির্যুদ্ধেন সংতোষিতো
বহ্নেঃ খাণ্ডবমশ্নতঃ সুমহতী বৃষ্টিঃ শরৈশ্ছাদিতা।
দেবেন্দ্রার্তিকরা নিবাতকবচা নীতাঃ ক্ষয়ং লীলয়া
নন্বেকেন তদা বিরাটনগরে ভীষ্মাদয়ো নির্জিতাঃ ॥ ৩২ ॥

অপি চ, তবাপি প্রত্যক্ষমপরং কথয়ামি।

ননু ত্বং চিত্রসেনেন নীয়মানো নভস্তলম্।
বিক্রোশন্ ঘোষযাত্রায়াং ফল্গুনেনৈব মোক্ষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

কিং বহুনা,

দাতুমর্হসি মদ্বাক্যাদ্ রাজ্যার্ধং ধৃতরাষ্ট্রজ!।
অন্যথা সাগরান্তাং গাং হরিষ্যন্তি হি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৪ ॥

দুর্যোধনঃ—কথং কথম্। হরিষ্যন্তি হি পাণ্ডবাঃ।

প্রহরতি যদি যুদ্ধে মারুতো ভীমরূপী
প্রহরতি যদি সাক্ষাৎ পার্থরূপেণ শক্রঃ।
পরুষবচনদক্ষ! ত্বদ্বচনোভি র্ন দাস্যে
তৃণমপি পিতৃভুক্তে বীর্যগুপ্তে স্বরাজ্যে ॥ ৩৫ ॥

বাসুদেবঃ—ভোঃ কুরুকুলকলঙ্কভূত! অযশোলুব্ধ! বয়ং কিল তৃণান্তরাভিভাষকাঃ।

দুর্যোধনঃ—ভো গোপালক! তৃণান্তরাভিভাষ্যো ভবান্।

অবধ্যাং প্রমদাং হত্বা হয়ং গোবৃষমেব চ।
মল্লানপি সুনির্লজ্জো বক্তুমিচ্ছসি সাধুভিঃ ॥ ৩৬ ॥

বাসুদেবঃ—ভোঃ সুযোধন! ননু ক্ষিপসি মাম্।

দুর্যোধনঃ—আঃ, অভাষ্যস্ত্বম্।

অহমবধৃতপাণ্ডরাতপত্রো দ্বিজবরহস্তধৃতামনুসিক্তমূর্ধা।
অবনতনৃপমণ্ডলানুযাত্রৈঃ সহ কথয়ামি ভবদ্বিধৈর্ন ভাষে ॥ ৩৭ ॥

বাসুদেবঃ—ন ব্যাহরতি কিল মাং সুযোধনঃ। ভোঃ!

শঠ! বান্ধবনিঃস্নেহ! কাক! কেকয়! পিঙ্গল!
ত্বদর্থাৎ কুরুবংশোঽয়মচিরান্নাশমেষ্যতি ॥ ৩৮ ॥

ভো ভো রাজানঃ! গচ্ছামস্তাবৎ।

দুর্যোধনঃ—কথং যাস্যতি কিল কেশবঃ। দুঃশাসন! দুর্মর্ষণ! দুর্মুখ! দুর্বুদ্ধে! দুষ্টেশ্বর! দৃতসমুদাচারমতিক্রান্তঃ কেশবো বধ্যতাম্। কথমশক্তাঃ। দুঃশাসন! ন সমর্থঃ খল্বসি।

করিতুরগনিহন্তা কংসহন্তা স কৃষ্ণঃ
পশুপকুলনিবাসাদানুজীব্যানভিজ্ঞঃ।
হৃতভুজবলবীর্যঃ পার্থিবানাং সমক্ষং
স্ববচনকৃতদোষো বধ্যতামেষ শীঘ্রম্ ॥ ৩৯ ॥

অয়মশক্তঃ। মাতুল! বধ্যতাময়ং কেশবঃ। কথং পরাঙ্মুখঃ পততি! ভবতু, অহমেব পাশৈর্বধ্নামি। (উপসর্পতি)

বাসুদেবঃ—কথং বদ্ধুকামো মাং কিল সুযোধনঃ। ভবতু, সুযোধনস্য সামর্থ্যং পশ্যামি। (বিশ্বরূপমাস্থিতঃ)

দুর্যোধনঃ—ভো দূত!

সৃজসি যদি সমন্তাদ্ দেবমায়াঃ স্বমায়াঃ
প্রহরসি যদি বা ত্বং দুর্নিবারৈঃ সুরাস্ত্রৈঃ।
হয়গজবৃষভাণাং পাতনাজ্জাতদর্পো
নরপতিগণমধ্যে বধ্যসে ত্বং ময়াদ্য ॥ ৪০ ॥

আঃ তিষ্ঠেদানীম্। কথং ন দৃষ্টঃ কেশবঃ। অয়ং কেশবঃ। অহো হ্রস্বত্বং কেশবস্য। আঃ তিষ্ঠেদানীম্। কথং ন দৃষ্টঃ কেশবঃ। অয়ং কেশবঃ। অহো দীর্ঘত্বং কেশবস্য। কথং ন দৃষ্টঃ কেশবঃ। অয়ং কেশবঃ। সর্বত্র মন্ত্রশালায়াং কেশবা ভবন্তি। কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু, দৃষ্টম্। ভো ভো রাজানঃ! একৈনৈকঃ কেশবো বধ্যতাম্। কথং স্বয়মেব পাশৈর্বদ্ধাঃ পতন্তি রাজানঃ। সাধু ভো জম্ভক! সাধু!

মৎকার্মুকোদরবিনিঃসৃতবাণজালৈ-
র্বিদ্ধক্ষরৎক্ষতজরঞ্জিতসর্বগাত্রম্।
পশ্যন্তু পাণ্ডুতনয়াঃ শিবিরোপনীতং
ত্বাং বাষ্পবুদ্ধনয়নাঃ পরিনিঃশ্বসন্তঃ ॥ ৪১ ॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

বাসুদেবঃ—ভবতু, পাণ্ডবানাং কার্যমহমেব সাধয়ামি। ভোঃ সুদর্শন! ইতস্তাবৎ।

(ততঃ প্রবিশতি সুদর্শনঃ)

সুদর্শনঃ—এষ ভোঃ!

শ্রুত্বা গিরং ভগবতো বিপুলপ্রসাদা
ন্নির্ধাবিতোঽস্মি পরিবারিতয়োদোঘঃ।
কস্মিন্ খলু প্রকুপিতঃ কমলায়তাক্ষঃ
কস্যাদ্য মূর্ধ্নি ময়া প্রবিজৃম্ভিতব্যম্ ॥ ৪২ ॥

ক নু খলু ভগবান্ নারায়ণঃ।

অব্যক্তাদিরচিন্ত্যাত্মা লোকসংরক্ষণোদ্যতঃ।
একোঽনেকবপুঃ শ্রীমান্ দ্বিষদ্বলনিষূদনঃ ॥ ৪৩ ॥

(বিলোক্য) অয়ে অয়ং ভগবান্ হস্তিনাপুরদ্বারে দূতসমুদাচারেণোপস্থিতঃ। কুতঃ খল্বাপঃ, কুতঃ খল্বাপঃ। ভগবতি আকাশগঙ্গে! আপস্তাবৎ। হন্ত স্রবতি। (আচম্যোপসৃত্য) জয়তু ভগবান্ নারায়ণঃ। (প্রণমতি)

বাসুদেবঃ—সুদর্শন! অপ্রতিহত পরাক্রমো ভব।

সুদর্শনঃ—অনুগৃহীতোঽস্মি।

বাসুদেবঃ—দিষ্ট্যা ভবান্ কর্মকালে প্রাপ্তঃ।

সুদর্শনঃ—কথং কথং কর্মকাল ইতি। আজ্ঞাপয়তু ভগবানাজ্ঞাপয়তু।

কিং মেরুমন্দরকুলং পরিবর্তয়ামি
সংক্ষোভয়ামি সকলং মকরালয়ং বা

নক্ষত্রবংশমখিলং ভুবি পাতয়ামি
ন৷শক্যমস্তি মম দেব! তব প্রসাদাত্ ॥ ৪৪ ॥

বাসুদেবঃ—ভো সুদর্শন! ইতস্তাবত্। ভোঃ সুযোধন।
যদি লবণজলং বা কন্দরং বা গিরীণাং
গ্রহগণচরিতং বা বায়ুমার্গং প্রয়াসি।
মম ভুজবলযোগপ্রাপ্তসংজাতবেগং
ভবতু চপল! চক্রং কালচক্রং তবাদ্য ॥ ৪৫ ॥

সুদর্শনঃ—ভোঃ সুযোধনহতক! (ইতি পুনর্বিচার্য) প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্ নারায়ণঃ।
মহীভারাপনয়নং কর্তুং জাতস্য ভূতলে।
অস্মিন্নেব গতে দেব! ননু স্যাদ্ বিফলঃ শ্রমঃ ॥ ৪৬ ॥

বাসুদেবঃ—সুদর্শন! রোষাত্ সমুদাচারো নাবেক্ষিতঃ। গম্যতাং স্বনিলয়মেব।

সুদর্শনঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ নারায়ণঃ। কথং কথং গোপালকঃ ইতি। ত্রিচরণাতিক্রান্তত্রিলোকো নারায়ণঃ খল্বত্রভবান্। শরণং ব্রজন্তু ভবন্তঃ। যাবদ্ গচ্ছামি। অয়ে এতদ্ ভগবদায়ুধবরং শার্ঙ্গং প্রাপ্তম্।
তনুমৃদুললিতাঙ্গং স্ত্রীস্বভাবোপপন্নং
হরিকরধৃতমধ্যং শত্রুসঙ্গৈককালঃ।
কনকখচিতপৃষ্ঠং ভাতি কৃষ্ণস্য পার্শ্বে
নবসলিলদপার্শ্বে চারুবিদ্যুল্লতেব ॥ ৪৭ ॥

ভো ভোঃ! প্রশান্তরোষো ভগবান্ নারায়ণঃ। গম্যতাং স্বনিলয়মেব। হন্ত নিবৃত্তঃ। যাবদ্ গচ্ছামি। অয়ে ইয়ং কৌমোদকী প্রাপ্তা।
মণিকনকবিচিত্রা চিত্রমালোত্তরীয়া
সুররিপুগণগাত্রধ্বংসনে জাততৃষ্ণা।
গিরিবরতটরূপা দুর্নিবারাতিবীর্যা
ব্রজতি নভসি শীঘ্রং মেঘবৃন্দানুযাত্রা ॥ ৪৮ ॥

হে কৌমোদকি! প্রশান্তরোষো ভগবান্ নারায়ণঃ। হন্ত নিবৃত্তা। যাবদ্ গচ্ছামি। অয়ে অয়ং পাঞ্চজন্যঃ প্রাপ্তঃ।
পূর্ণেন্দুকুন্দকুমুদোদরহারগৌরো
নারায়ণাননসরোজকৃতপ্রসাদঃ।
যস্য স্বনং প্রলয়সাগরঘোষতুল্যং
গর্ভা নিশম্য নিপতন্ত্যসুরাঙ্গনানাম্ ॥ ৪৯ ॥

হে পাঞ্চজন্য! প্রশান্তরোষো ভগবান্। গম্যতাম্। হন্ত নিবৃত্তঃ। অয়ে নন্দকাসিঃ প্রাপ্তঃ।
বনিতাবিগ্রহো যুদ্ধে মহাসুরভয়ংকরঃ।
প্রয়াতি গগনে শীঘ্রং মহোল্কেব বিভাত্যয়ম্ ॥ ৫০ ॥

হে নন্দক! প্রশান্তরোষো ভগবান্। গম্যতাম্। হন্ত নিবৃত্তঃ। যাবদ্ গচ্ছামি। অয়ে এতানি ভগবদায়ুধবরাণি।
সোঽয়ং খড়্গঃ খরাংশোরপহসিততনুঃ স্বৈঃ করৈর্নন্দকাখ্যঃ
সেয়ং কৌমোদকী যা সুররিপুকঠিনোরঃস্থলক্ষোদদক্ষা।
সৈষা শার্ঙ্গাভিধানা প্রলয়ঘনরবজ্যারবা চাপরেখা
সোঽয়ং গম্ভীরঘোষঃ শশিকরবিশদঃ শঙ্খরাট্ পাঞ্চজন্যঃ ॥ ৫১ ॥

হে শার্ঙ্গ! কৌমোদকি! পাঞ্চজন্য!
দৈত্যান্তকৃন্নন্দক! শত্রুবহ্নে!
প্রশান্তরোষো ভগবান্ মুরারিঃ
স্বস্থানমেবাত্র হি গচ্ছ তাবত্ ॥ ৫২ ॥

হন্ত নিবৃত্তাঃ। যাবদ্ গচ্ছামি। অত্যুদ্ধতো বায়ুঃ। অতিতপত্যাদিত্যঃ। চলিতাঃ পর্বতাঃ। ক্ষুব্ধাঃ সাগরাঃ। পতিতাঃ বৃক্ষাঃ। ভ্রান্তা মেঘাঃ। প্রলীনা বাসুকিপ্রভৃতয়ো ভুজঙ্গেশ্বরাঃ। কিন্নু খল্বিদম্। অয়ে অয়ং ভগবতো বাহনো গরুড়ঃ প্রাপ্তঃ।

সুরাসুরাণাং পরিখেদলব্ধং যেনামৃতং মাতৃবিমোক্ষণার্থম্।
আচ্ছিন্নমাসীদ্ দিবষতো মুরারেস্ত্বামুদ্বহামীতি বরোঽপি দত্তঃ ॥৫৩॥

হে কাশ্যপপ্রিয়সুত! গরুড়! প্রশান্তরোষো ভগবান্ দেবদেবেশঃ গম্যতাং স্বনিলয়মেব। হন্ত নিবৃত্তঃ। যাবদ্ গচ্ছামি।

এতে । । । । । । । । । । ! । । ।
। । । সংভ্রমচলন্মুকুটোত্তমাঙ্গাঃ।
রুষ্টেঽচ্যুতে বিগতকান্তিগুণাঃ প্রশান্তং
শ্রুত্বা প্রয়ান্তি সদনানি নিবৃত্ততাপাঃ ॥ ৫৪ ॥

যাবদহমপি কান্তাং মেরুগুহামেব যাস্যামি। (নিষ্ক্রান্তঃ।)

বাসুদেবঃ—যাবদহমপি পাণ্ডবশিবিরমেব যাস্যামি।

(নেপথ্যে)

ন খলু ন খলু গন্তব্যম্।

বাসুদেবঃ—অয়ে বৃদ্ধরাজস্বর ইব। ভো রাজন্! এষ স্থিতোঽস্মি।

(ততঃ প্রবিশতি ধৃতরাষ্ট্রঃ)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ক্ক নু খলু ভগবান্ নারায়ণঃ। ক্ক নু খলু ভগবান্ পাণ্ডবশ্রেয়স্করঃ। ক্ক নু খলু ভগবান্ বিপ্রপ্রিয়ঃ। ক্ক নু খলু ভগবান্ দেবকীনন্দনঃ।

মম পুত্রাপরাধাত্ তু শার্ঙ্গপাণে! তবাধুনা।
এতন্মে ত্রিদশাধ্যক্ষ! পাদয়োঃ পতিতং শিরঃ ॥ ৫৫ ॥

বাসুদেবঃ—হা ধিক্ পতিতোঽত্রভবান্। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ।

ধৃতরাষ্ট্র—অনুগৃহীতোঽস্মি। ভগবন্! ইদমর্ঘ্য পাদ্যং চ প্রতিগৃহ্যতাম্।

বাসুদেবঃ—সর্বং গৃহ্ণামি। কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—যদি মে ভগবান্ প্রসন্নঃ, কিমতঃ পরমিচ্ছামি।

বাসুদেবঃ—গচ্ছতু ভবান্ পুনর্দর্শনায়।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—যদাজ্ঞাপয়তি ভগবান্ নারায়ণঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

(ভরতবাক্যম্)

ইমাং সাগরপর্যন্তাং হিমবদ্বিন্ধ্যকুণ্ডলাম্।
মহীমেকাতপত্রাঙ্কাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ ॥ ৫৬ ॥

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

দূতবাক্যং সমাপ্তম্।

দূতঘটোৎকচ

ভূমিকা

পূর্বকথা

যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরার জন্যে দ্রোণ নির্মাণ করেছেন চক্রব্যূহ। অর্জুন যাতে মুখ্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকেন, ব্যবস্থা হয়েছে তারও। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার বাহিনী, সংশপ্তক-বাহিনী নামে যা খ্যাত, যুদ্ধে আহ্বান করেছে অর্জুনকে। সারথি কৃষ্ণ সহ অর্জুন গিয়েছেন ওদের জয় করতে।

চক্রব্যূহ ভেদ করার মতো বীর এখন একমাত্র অভিমন্যু। যুধিষ্ঠির তাঁকেই অনুরোধ করেছেন, তুমি ব্যূহ ভেদ করবে। আমরা ব্যূহে প্রবেশ করে তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করব।

অভিমন্যু ব্যূহে প্রবেশ করলেন। জয়দ্রথ রুদ্ধ করলেন প্রবেশ-দ্বার। যুধিষ্ঠিরদের প্রবেশ-পথ বন্ধ। অভিমন্যু অসহায়। তবু যুদ্ধ চালিয়ে গেল। ছয় মহারথী এবং অসংখ্য কুরুবীর হত্যা করল তাঁকে। নির্মমভাবে।

কাহিনী

সূর্য অস্ত গেল। ওদিনের যুদ্ধ শেষ হলো। কুরুবীরেরা মনে শংকা নিয়ে ফিরে এলেন। শঙ্কা অর্জুনের প্রতি-আক্রমণের।

অভিমন্যুর মৃত্যু-সংবাদ এল ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। শুনলেন বিস্তৃত বিবরণ। বুঝলেন, জয়দ্রথ মুখ্য নিমিত্ত। মন্তব্য করে ফেললেন—হায়, জয়দ্রথ আর বাঁচল না (হন্ত জয়দ্রথো নিহতঃ)। শুনে কেঁদে ফেললেন কন্যা দুঃশলা। ভাবলেন, বধূ উত্তরার কাছে যাই ; গিয়ে বলি, আজ থেকে তোমার বেশই পরব আমি। বাধা পেলেন মায়ের কাছে, 'অমঙ্গল উচ্চারণ কর না, স্বামী তোমার জীবিত।'

প্রচণ্ড উল্লাসে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এলেন দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং শকুনি। অভিমন্যু-বধে সকলেই উল্লসিত। হত্যার ফল-কল্পনা অবশ্য তিনজনের ভিন্ন ভিন্ন। দুর্যোধনের মতে, এর ফলে কৃষ্ণের গর্ব উন্মূল হলো এবং তিনি লাভ করলেন শ্রী ও যশ। দুঃশাসন বললেন, ভীষ্মের মৃত্যুতে আমরা মুষড়ে গিয়েছিলাম, এখন ওদের মনে তীব্র শোক-শর বিঁধে দিতে পেরে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। শকুনি বললেন, জয়দ্রথ আজ ওদের পুত্র যেমন ছিনিয়ে নিয়েছে, তেমনি যশ।

উল্লাসে দুর্যোধন পিতাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে উদ্‌গ্রীব। বাধা দিয়েছেন শকুনি। অগ্রাহ্য করে পিতাকে অভিবাদন করেছেন দুর্যোধন। শেষে দুঃশাসন এবং শকুনি নিজেও। সবাই ধৃতরাষ্ট্রের আশীর্বাদের অপেক্ষা করছিলেন, জিগ্যেসও করে ফেললেন তাঁকে।

ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ। দুটি ঘটনার উল্লেখ করলেন প্রচণ্ড ক্ষোভে। বললেন, 'কৃষ্ণ এবং পার্থের জীবনের মতো যে অভিমন্যু, তাকে যারা হত্যা করে, তারা তো জীবনের বিষয়ে উদাসীন, তাদের আশীর্বাদ করা যায় কেমন করে?' (শ্লোক ১৫) বললেন, এরই ফলে তো তোমরা বৈধব্য উপহার দিতে চলেছ একমাত্র কন্যা দুঃশলাকে।

এর পর পিতাপুত্রে তর্ক শুরু। দুর্যোধন প্রশ্ন করেন, এখানে জয়দ্রথের

দোষ কী? ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দেন, কেন বিবাহিত সেই ব্যক্তিটি রুদ্ধ করেছিলেন পাণ্ডবদের?

ধৃতরাষ্ট্র অমার্জনীয় অপরাধ দেখেন অভিমন্যু-বধে। দুর্যোধন উপমা দেন ভীষ্মবধের।

দুই মৃত্যু যে সমান নয়, করুণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানান ধৃতরাষ্ট্র—বালক অভিমন্যু অর্জুনরূপ বৃক্ষের প্রথম কিশলয়, তাকে ছিঁড়ে নিয়েছ তোমরা।' (শ্লোক ১২)

যুক্তির অবতারণা করেছেন দুঃশাসনও। অভিমন্যুর অ-বালকত্ব-প্রমাণই তাঁর উদ্দেশ্য।

ধৃতরাষ্ট্র স্মরণ করেন, অর্জুনের বিশ্ব-খ্যাত বীরত্ব এবং ভাবী আক্রমণের ভয়ানকত্ব। অবশ্য অর্জুনের বীরত্বের উৎকর্ষ-বিষয়েও তর্ক বেধে ওঠে দুর্যোধনের সঙ্গে। দুর্যোধন বলেন, কর্ণও অর্জুনের সমকক্ষ বীর। ধৃতরাষ্ট্র বলেন, তিনি তো হাস্যাস্পদ! শুনে শকুনি অভিযোগ করলেন—আপনি আমাদের ছোট করতে চাইছেন। ক্ষোভে উদ্বেল ধৃতরাষ্ট্র আর থাকতে পারেন নি। গম্ভীর প্রতি অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন শকুনিকে—'হ্যাঁ, পাশা খেলে যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ, তা এ বংশের বালকদেরও রেহাই দেবে না।' (শ্লোক ৩৪)

ঠিক এমনি সময় পাণ্ডব-শিবির থেকে ভীষণ শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিককে পাঠালেন দুর্যোধন। সৈনিক ফিরে এল, বলল—নিহত পুত্রকে দেখে এবং কৃষ্ণের তিরস্কারে দারুণ প্রতিজ্ঞা করলেন অর্জুন। তা শুনে হর্ষধ্বনি করল সমগ্র পাণ্ডব-শিবির। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন—'যে আমার পুত্রকে নিহত করেছে এবং নিহত হওয়ায় যারা খুশি হয়েছে, তাদের সকলকে কাল সূর্যাস্তের আগে হত্যা করব।' (শ্লোক ২৯)

শুনে দুর্যোধন সঙ্কল্প করেছেন প্রতিজ্ঞা ব্যাহত করার। ব্যাহত হলে অর্জুন প্রবেশ করবেন অগ্নিতে। এও তাঁর প্রতিজ্ঞার অংশ। দুর্যোধন বলেছেন, সমগ্র বাহিনী একত্রিত করে আবৃত করব জয়দ্রথকে। প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হবে অর্জুনের।

ধৃতরাষ্ট্র স্পষ্টোক্তি না করে পারেন নি, 'জয়দ্রথ পাতালে প্রবেশ করুক আর আকাশে আরোহণ করুক, পার্থের তীর অনুসরণ করবে সর্বত্র।' (শ্লোক ৩১) অবশ্য অন্য কেউ বললে বাঁচার আশা ছাড়তে হতো।

ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের বাদ-প্রতিবাদের মাঝখানে এলেন ঘটোৎকচ। ভীম এবং হিড়িম্বার পুত্র। কৃষ্ণের দূত। কৃষ্ণ-প্রেরিত বার্তা জানানোই তাঁর উদ্দেশ্য। বার্তার সংখ্যা তিন। লক্ষ্যও তিন: ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন এবং সমস্ত কুরুবীর।

ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছেন, 'এক পুত্রের মৃত্যুতে অর্জুনের এমন অবস্থা, তাহলে ভেবে দেখুন, শত পুত্রের মৃত্যুতে আপনার কী অবস্থা হবে। অতএব তৈরি হোন, মানসিক শক্তি সংগ্রহ করুন।'

সবার মৃত্যুর কথা বলায় হেসে উঠলেন দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি।

দুর্যোধনের জন্য প্রেরিত সংবাদও এবার জানালেন ঘটোৎকচ, 'শুনে নাও, ক্ষত্রিয়-বীরদের ধ্বংস হতে আর বাকি নেই। পৃথিবীর ভারও তাতে লঘু হোক। আর পুত্রের মৃত্যুতে যিনি অস্ত্রে হাত দিয়েছেন, সেই অর্জুনের কাছে দুঃসাধ্য বলে আর কিছু নেই।'

দুর্যোধন যুক্তিতে হেরে গিয়ে ঘটোৎকচকে অপমানিত করার চেষ্টা করছেন

তাঁর রাক্ষস-প্রকৃতি এবং দৌত্যে নিযুক্তির দিকে ইঙ্গিত করে। ঘটোৎকচ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কৌরবেরা রাক্ষসের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর এবং দূত হলেও তিনি দুর্বল নন। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়েছেন ঠোঁট কামড়ে মুঠো তুলে। ডাক দিয়েছেন, 'উঠে এস কে আছ ব্যাটাছেলে, যমের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। (৫০)।'

ঘটোৎকচকে শান্ত করার জন্যে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। ভেবেছেন, হয়ত আবার কোন কিশোর-হত্যা হলো।

পিতামহের কথায় ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ শান্ত হয়েছেন, কিন্তু ভুলে যান নি কৃষ্ণের শেষ কথা শোনাতে। সমগ্র কুরু-শিবিরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'ধর্ম আচরণ কর। স্বজনকে সম্মান কর। সব সাধ মিটিয়ে নাও। রাত পোহালে তোমাদের যম আসবেন, পাণ্ডবেরাই তোমাদের যম। (৫২)'

উৎস

নাটকের কাহিনী-উৎস মহাভারত। দ্রোণপর্ব। তবে ঘটোৎকচের দৌত্য —নাটকের যা মূল বিষয়, তা কিন্তু নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবন। কৃষ্ণ দূত-রূপে ঘটোৎকচকে পাঠাচ্ছেন। এ ঘটনা মহাভারতের কোথাও নেই। অভিমন্যুবধ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, দুর্যোধনের পরিকল্পনা প্রভৃতি ঘটনাগুলি উদ্দীপ্ত করেছে নাটকটিকে। এগুলি মহাভারত থেকে নেওয়া।

এছাড়া অজস্র কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে, যেগুলির উৎস হল পুরাণ ও মহাভারত। এগুলি হল—ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যু, অর্জুনের নিবাতকবচদের হত্যা, কিরাত-বেশী মহাদেবের সন্তোষ, অগ্নির মান্দ্য-রোগ নিরাময়, চিত্রসেনের পরাজয়, কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ, পরশুরামের অস্ত্রশিক্ষা-দান, জরাসন্ধবধ, কৃষ্ণের অর্ঘ্যগ্রহণ, জতুগৃহদাহ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি।

অজস্র ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে অবশ্য কিছু ভুলও করে ফেলেছেন নাট্যকার। যেমন গন্ধর্বরাজ 'চিত্রসেনের' কথা বলতে গিয়ে বলেছেন 'চিত্রাঙ্গদ'।

নাম-গোত্র

দূতরূপে ঘটোৎকচ এসেছেন নাটকে। নাটকের নাম তাই 'দূতঘটোৎকচম্'। 'দূতো যত্র ঘটোৎকচঃ, তৎ।'

নামটি অবশ্য 'উৎসৃষ্টিকাঙ্কম্'-এর বিশেষণ। কেননা, আলঙ্কারিক-পরিভাষায় 'দূতঘটোৎকচ' নাটক নয়, 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক'। অধ্যাপক কীথ্ বলেন ব্যায়োগ। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে দুঃশলা ও গান্ধারীর বিলাপ, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধ, ঘটোৎকচ ও দুর্যোধনের জয়-পরাজয়-সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। এর চরিত্রগুলি সাধারণ মানুষ। রস করুণ! ঐতিহাসিক কাহিনীকে বুদ্ধিবলে রূপান্তরিত করা হয়েছে নাটকীয় কাহিনীতে। এর অঙ্ক-সংখ্যাও এক। এগুলি সবই উৎসৃষ্টিকাঙ্কের বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

অবশ্য এর শ্রেণীবিচার করতে গিয়ে আধুনিক সমালোচকের মনে হতে পারে গ্রীক একাঙ্কগুলির কথা।

আলোচ্য একাঙ্কের স্বল্প কাল-পরিধি (সন্ধ্যার কয়েক মিনিট মাত্র),

কৌরব-শিবির, ঠাস-বুনট্ কাহিনী এবং তীব্র নাট্যশক্তি (dramatic spirit or action) মনে করিয়ে দিতে পারে গ্রীক্ একাঙ্কের তিন ঐক্যের বৈশিষ্ট্য। ভাসকেও অনেকে মনে করেছেন—তিনি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের পরবর্তী। তাই এর শ্রেণী-চরিত্রকে ঠিক করতে গিয়ে সাহায্য নেওয়া হয়েছে গ্রীক্ একাঙ্কের আদর্শের—মন্তব্য করলে ভুল হবে না।

ভাষা

সংস্কৃত : ভাসের ভাষার সারল্য অনেকটা কিংবদন্তীর মতো। তাঁর ভাষার প্রসন্নতার (প্রসাদগুণের) দিকে ইঙ্গিত করে কবি জয়দেব মন্তব্য করেছেন—'ভাসো হাসঃ', ভাস বাণীর হাসির মতো। প্রত্যেকটি বাক্য তাই উত্তীর্ণ হতে পেরেছে 'সংলাপে'। আলংকারিকের কথায়, এগুলি 'ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ'।

সংলাপগুলির বেশির ভাগই গদ্যে, তবুও কেমন করে যেন ঠাঁই করে নিয়েছে বাহান্নটি শ্লোক। অবশ্য এগুলিও সারল্যে এবং শক্তিতে নাট্যমুহূর্তের পথে অন্তরায় হতে পারে নি। যেমন,

দুর্যোধন ঃ—দ্রোণোপদেশেন যথা তথাহং
সংযোজয়ে ব্যূহমভেদ্যরূপম্।
খিন্নাশয়াস্তে সগজাঃ সযোধা
অপ্রাপ্তকামা জ্বলনং বিশেয়ুঃ ॥৩০॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—অপি প্রবিষ্টং ধরণীমপ্যারূঢ়ং নভস্থলম্
সর্বত্রানুগমিষ্যন্তি শরাস্তে কৃষ্ণচক্ষুষঃ ॥৩১॥

অন্যদিকে গদ্যগুলি অনন্য। চিরকালের নাটকীয় সংলাপ। যেমন,

দুর্যোধন ঃ—কিং করিষ্যতি ?
ধৃতরাষ্ট্রঃ—তৎকরিষ্যতি, যৎ সাবশেষায়ুষো দ্রক্ষ্যথ।
দুর্যোধনঃ—তাত, কস্তাবদর্জুনো নাম ?
ধৃররাষ্ট্রঃ—পুত্র, অর্জুনমপি ন জানীষে ?
দুর্যোধনঃ—তাত, ন জানে।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—তেন অহমপি ন জানে। কিন্তু অর্জু বল-বীর্যজ্ঞাঃ বহবঃ সন্তি। তান্ পৃচ্ছ।
দুর্যোধনঃ—তাত, কেঽর্জুনস্য বলবীর্যজ্ঞা ময়া প্রষ্টব্যাঃ ?

অবশ্য ভাষায় কিছু প্রাচীন প্রয়োগও রয়েছে, 'জানীষে', 'অরাজা' ইত্যাদির মতো।

ভাসের সংলাপের অলংকার এবং ব্যঞ্জনা মন জুড়ে থাকে দর্শকের।

প্রাকৃত : ভাসের প্রাকৃতও বিচিত্র, যদিও মূলত শৌরসেনী। প্রাকৃত সংলাপগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় হলো—জেন দানি বহুএ উত্তরাএ বেধব্বং দাইদং, তেন অত্তণো জুবদি-জনস্স বেধব্বআদিট্ঠং।

চরিত্র

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনি দুঃশলা গান্ধারী ঘটোৎকচ—সব চরিত্রগুলিই মহাভারতের। এখানে এরা আরও বেশি নাটকীয়, আরও বেশি মধুর।

ক. ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন। কাছে কেউ কাঁদলে শব্দ শোনেন, দেখতে পান না। প্রশ্ন করেন—কৈষা রোদিতি? ভাষের দৃষ্টি বড় তীব্র এখানে। ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধ, ধর্মবোধ প্রখর, প্রতিক্রিয়া সক্রিয়। বৃদ্ধ তিনি, তবু বলীরেখা তাঁকে স্পর্শ করে নি। কাঁধ দুটি তাঁর দৃঢ়। দুর্যোধন দুঃশাসন শকুনির সঙ্গে বাগ্-যুদ্ধে তিনি মুখর। তবুও তিনি সাধারণ মানুষ। অভিমন্যু-বধের ফল-রূপে ভাবছেন নিজের পুত্রদের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কথা। অভিমন্যু-বধের জন্য তীব্র নিন্দা করেছেন সকলের। ভীষ্মের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করতে তিনি বিমুখ নন আদৌ। সত্য শুনতে গিয়ে ক্রুদ্ধ হওয়াও তাঁর স্বভাব নয়। ঘটোৎকচের মুখে কৃষ্ণের বার্তা শুনেও তিনি অক্ষুব্ধ।

নিজের জীবনের ট্র্যাজেডি তিনি জানিয়েছেন শুরুতেই—আমার পুত্রদেব দোষেই আমি অসহায় (শ্লো. ৩৬)।

খ. দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতিদ্বন্দ্বী। যশঃপ্রার্থী। ভীষ্মপতনের প্রতি-শোধ নিতে পেরেছেন অভিমন্যুবধে—ভেবে তিনি খুশি। অভিবাদন জানাতে এসেছেন পিতাকে। কারো নির্দেশ মেনে চলা তাঁর ধাতে সয় না। শকুনি বাধা দিয়েছেন অভিবাদন জানানোব প্রস্তাবে। অগ্রাহ্য করেছেন তিনি। অভিমন্যু-বধ সমর্থন করতে গিয়ে বিতর্ক শুরু করেছেন পিতার সঙ্গে।

অর্জুনের নাম শুনলে তিনি জ্বলে ওঠেন। ব্যক্ত করেন স্পষ্ট ভাষায়—কস্তাবদর্জুনো নাম? কর্ণেব ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

ভয় তিনি পান না। অর্জুনের প্রতিজ্ঞার শব্দে কেঁপে উঠল সমগ্র পৃথিবী, দুর্যোধন ভাবলেন—কেমন করে তাকে ব্যর্থ করা যায়। পুরুষোচিত চিন্তা অবশ্যই।

তিনি গ্রাহ্য করেন না কৃষ্ণকেও। কৃষ্ণের বার্তা শোনার জন্যে তিনি তৈবি (৩৪)।

কীভাবে কাকে সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞা-অপমান করতে হয়, তা তিনি ভালই জানেন। ঘটোৎকচের রাক্ষস বংশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এই বুদ্ধিতেই।

আসলে নিজস্ব এক যুক্তি-বোধ তাঁর আন্তরিক সম্পদ। তা দিয়েই সবকিছু বিচার করেন এ বিশ্বের।

গ. দুঃশাসন এবং শকুনি দুর্যোধনের নিবিড় সহযোগী।

ঘ. ঘটোৎকচ রক্ত-মাংসেব মানুষ। ভীম তাঁর পিতা, রাক্ষসী হিড়িম্বা তাঁর মা। আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। তাঁর রাক্ষস-স্বভাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন দুর্যোধন। যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন, কৌরব-স্বভাব আরও বেশি নিষ্ঠুর।(৪৭) কৃষ্ণের দৌত্য নিয়ে এখানে আসা। তিনটি সংবাদ তিন অবস্থায় সুষ্ঠুভাবেই পরিবেশন করেছেন। যদিও একবার তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন বয়সের অল্পতায়। ভয়ঙ্কর স্বরূপে দেখা দিয়েছেন কুরুশিবির এবং দর্শকের কাছে (৫০)।

ঙ. দুঃশলা এবং গান্ধারী সহানুভূতি কেড়ে নেন দর্শকের। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সার্থক জীবন-সঙ্গিনী।

দুঃশলা জয়দ্রথের সাধ্বী স্ত্রী। অভিমন্যুর মৃত্যুতে তিনি শোকাহত, কিন্তু প্রত্যক্ষ দোষ আরোপ করতে পারেন নি জয়দ্রথকে। শুধু বলেছেন—যিনি বৈধব্য এনেছেন উত্তরার, আপন স্ত্রীর বৈধব্যও তিনি ডেকে আনবেন।

দুঃশলার একটি সংলাপ মর্মস্পর্শী—অম্ব, কুদো মে এত্তিআনি ভাঅধেআনি? জে জনদ্দন-সহাঅস্স ধনংজ্জস্য বিপ্পিত্যং করিঅ কোহি নাম জীবিস্সিদি?

দুঃশলার জীবনের করুণ পরিণতি তাঁকে স্বতন্ত্র চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে দর্শকের কাছে।

দর্শকের চোখে

নাটক দেখার সময় মন কোথাও বাধা পায় নি। বাধা পেলো সমাপ্তি-দৃশ্যে—ভরতবাক্য নেই। অবশ্য ভাসের নাটক দেখে যাঁরা অভ্যস্ত, এ জাতীয় চমক-সৃষ্টিতেও তাঁরা বিহ্বল হবেন না নিশ্চয়ই। কেননা, তাঁরা জানেন—ভাস স্বতন্ত্র, সবরকম গতানুগতিকতার জীর্ণতা থেকে মুক্ত।

চিরাচরিত ভরতবাক্য এতে নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভরতবাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য বহন করছে সমাপ্তি-শ্লোকটি-দূতরূপী ঘটোৎকচের কণ্ঠে উচ্চারিত। ঘটোৎকচ বলছেন, 'শ্রূয়তাং জনার্দনস্য পশ্চিমঃ সন্দেশঃ।' পশ্চিমঃ সন্দেশঃ—'পশ্চিমঃ' শব্দের এই নতুন অর্থে প্রয়োগও ভাসের নিজস্ব।

কিন্তু কি সেই জনার্দনের আদেশ? 'ধর্মং সমাচর, কুরু স্বজনব্যপেক্ষাং, যৎ কাঙ্খিতং মনসি সর্বমিহানুতিষ্ঠ'—অর্থাৎ ধর্ম আচরণ কর, স্বজনের প্রতি সৌহার্দ অক্ষুণ্ণ রাখ, যাতে মনের তৃপ্তি হয় সেই অনুষ্ঠান কর—ব্যস, আর কিছুর দরকার নেই। শ্লোকের আগে ভরতবাক্য লেখা নেই। না-ই থাক, আমরা ঘটোৎকচের মুখে জনার্দনের প্রশান্ত নির্দেশই যেন শুনতে পেলাম।

নাটকে ভরতবাক্য নেই, না থাক—তবু ভরতবাক্যের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। ওটা অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু আমরা জানি, ভাস অলংকারশাস্ত্রের দাসত্ব করেন না। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেও তিনি সেই নিয়মভঙ্গ করেছেন।

সূক্তি

ক. কো হি সন্নিহিতশার্দূলাং গুহাং ধর্ষয়িতুং শক্তঃ?
—ব্যাঘ্রযুক্ত গুহাকে আক্রমণ করতে সমর্থ হয় কে?

খ. ধর্মং সমাচর, কুরু স্বজনব্যপেক্ষাম্!
—ধর্ম আচরণ কর, স্বজনকে সম্মান কর।

রূপকথা চক্রবর্তী

কুশীলব

পুরুষ-চরিত্র

সূত্রধার — নাট্যাধ্যক্ষ
ধৃতরাষ্ট্র — বার্তাবহ সৈনিক,
নাম জয়ত্রাত।
দুর্যোধন — কুরুরাজ
দুঃশাসন — দুর্যোধন-অনুজ
শকুনি — দুর্যোধন-মাতুল
ঘটোৎকচ — ভীমের পুত্র

স্ত্রী-চরিত্র

গান্ধারী — দুর্যোধনের মা
দুঃশলা — দুর্যোধনের ভগিনী,
জয়দ্রথের পত্নী
প্রতিহারী — মহিলা দারোয়ান

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ দূতঘটোৎকচ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

(নান্দীশেষে প্রবেশ করল সূত্রধার)

সূত্রধার—তোমাদের রক্ষা করুন নারায়ণ। যিনি তিন ভুবনের একমাত্র আশ্রয়. যিনি শত শত উপায়[১] আবিষ্কার করেন দেবতাদের জন্য, যিনি নির্দেশ দেন তিন ভুবনে অবিরাম চলতে থাকা নাটকের[২] তন্ত্র বস্তু প্রস্তাবনা ও উপসংহারের।

(ঘুরে) মাননীয় আপনাদের এটা বলি। আরে, বলতে ব্যস্ত হওয়ামাত্র একটি শব্দ শোনা যায়। আচ্ছা দেখি। ॥১॥

(নেপথ্যে)

ওহে তাহলে জানানো যাক্, জানানো যাক্।

সূত্রধার—আচ্ছা। বুঝেছি। এটা হলো :

'সংশপ্তক'[৩]-বাহিনী যখন [দূরে] সরিয়ে নিয়ে গেল কৃষ্ণসহায় পার্থকে, তখন ভীষ্মের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কুমার অভিমন্যুকে ঘিরে ফেলে হত্যা করে। তাই,

অভিমন্যুর বাণের আঘাতে বিমূঢ়[৪] রাজারা ফিরে যাচ্ছেন আপন আপন শিবিরে। অর্জুনের প্রতি-আক্রমণের [ভয়ে] ভীত এঁরা তাকিয়ে আছেন সেই দিকে, যেদিক থেকে [আসতে পারেন] অর্জুন। ॥২॥

(নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

(তারপর প্রবেশ করল ভট)

ভট—ওহে, তাহলে [খবরটা] জানানো যাক্ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে, শত পুত্র যাঁর যোগ্য সুহৃদ, দৃষ্টি যাঁর বিদ্যাবলে প্রশস্ত এবং অনুশীলনের[১] ফলে দূরগামী। সেই [খবরটি] হলো :

হস্তী অশ্ব রথ পদাতি ধ্বংস করে রাজ-সৈন্যকে বিক্ষুব্ধ করে যে বালক যুদ্ধে অর্জুনের মতো কৃতিত্ব[২] দেখিয়েছিল লীলাচ্ছলে, সুভদ্রার পুত্র[৩] তাকে, যুদ্ধে শত শত রাজা চারদিক থেকে দৌড়ে এসে হঠাৎ যেন স্বর্গস্থ পিতামহ[৪] ইন্দ্রের কোলে তুলে দিল। ॥৩॥

(তারপর প্রবেশ করল ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী দুঃশলা এবং প্রতিহারী)

ধৃতরাষ্ট্র—এটা কী হলো?

কে আমার কর্ণকুহর দূষিত করল? প্রিয় ভেবে কে আমাকে অপ্রিয় বলল? ভয় না পেয়েই কে ঘোষণা করল শিশুহত্যার কলঙ্কে[৪] কলঙ্কিত আমাদের বংশের ধ্বংস? ॥৪॥

গান্ধারী—মহারাজ, বুঝতে পারছি, [আমাদের] পুত্রক্ষয়ে শেষ হবে কুল-যুদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী, বুঝছি।

গান্ধারী—কেন মহারাজ, কোন্ মুহূর্তে?

ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী, শোন।

অভিমন্যু-বধে ক্রুদ্ধ অর্জুন আজ তার ভয়ঙ্কর ধনুকটিকে সহায় করবে।

তার [রথের] রাশ ও কশা৫ ধরে আছেন ক্ষুব্ধ কৃষ্ণ। [কাজেই] পৃথিবী শান্ত হবে বিনাশে। ॥৫॥

গান্ধারী—হা বৎস অভিমন্যু, লোক-ক্ষয়ী এই কুলযুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমাদের দুর্ভাগ্যে মৃত্যুবরণ করে এখন তুমি কোথায় গেলে, পৌত্র?

দুঃশলা—সম্প্রতি যিনি বধূ উত্তরার বৈধব্য দিয়েছেন, তিনি আপন পত্নীরও বৈধব্যের পথ করে রেখেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র—দুঃখ-সাগরের এই সেতুবন্ধন৬ কে করল এখন?

ভট—মহারাজ, আমি।

ধৃতরাষ্ট্র—আপনি কে?

ভট—কেন মহারাজ, আমি জয়ত্রাত।

ধৃতরাষ্ট্র—জয়ত্রাত,

কে অভিমন্যুকে হত্যা করল? জীবন কার কাছে অবাঞ্ছিত? নিজেকে কে ইন্ধন করে তুলল পাণ্ডব-রূপ পঞ্চাগ্নির৭?

ভট—মহারাজ, অনেক রাজা মিলে হত্যা করেছে কুমার অভিমন্যুকে। জয়দ্রথ বোধহয় নিমিত্ত।

ধৃতরাষ্ট্র—হায়, জয়দ্রথ নিমিত্ত?

ভট—মহারাজ, তা ছাড়া কী?

ধৃতরাষ্ট্র—হায়, [তবে] জয়দ্রথও নিহত হলো৮।

(তা শুনে কেঁদে ফেলল দুঃশলা)

ধৃতরাষ্ট্র—কে কাঁদে?

প্রতীহারী—মহারাজ, রাজকন্যা দুঃশলা।

ধৃতরাষ্ট্র—মা, কেঁদো না। দেখ,

[তোমার] চির-অবৈধব্য নিশ্চয় অভিপ্রেত নয় তোমার স্বামীর, যিনি নিজেই নিজেকে লক্ষ্য করে তুলেছেন গাণ্ডীবীর৯ বাণের। ॥ ৭ ॥

দুঃশলা—তাহলে আমাকে অনুমতি দিন পিতা, আমিও বধূ উত্তরার কাছে যাই।

ধৃতরাষ্ট্র—মা, কী বলবে?

দুঃশলা—পিতা, বলব, আজ থেকে তোমার বেশই ধারণ করব আমি।

গান্ধারী—কন্যা, না না, অমঙ্গল উচ্চারণ কর না। স্বামী তোমার জীবিত।

দুঃশলা—মা, কেমন করে এ ভাগ্য আমার হবে? কৃষ্ণসহায়১০ পার্থের অপ্রিয় কাজ করে কে আর বেঁচে থাকতে পারেন?

ধৃতরাষ্ট্র—ঠিক বলেছে হতভাগিনী১১ দুঃশলা। কেননা,

নিজ নিজ দুষ্কর্মের ফলে তাকে হত্যা করে ইহলোকে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে কে? সে যে বহুদিন ধরে বেড়ে উঠেছে কৃষ্ণের আটবাহুর১২ উপাধান-নির্মিত ক্রোড়ে, প্রীতিহেতু সে ছিল মত্ত বলরামের দ্বিতীয় মত্ততা, সে ছিল দেবতুল্য বীর পাণ্ডবদের স্নেহভাজন। ॥৮॥

জয়ত্রাত, পুত্রকে এরূপ অবস্থায় দেখে গাণ্ডীবী কী ঠিক করেছেন?

ভট—মহারাজ, [আপনি কি মনে করেন] অর্জুনের উপস্থিতিতে এটা ঘটেছে?

ধৃতরাষ্ট্র—কেন, অর্জুনও সেখানে ছিল না?

ভট—মহারাজ, তবে কী?

ধৃতরাষ্ট্র—কেমন করে ঘটল এটা?

ভট—শুনুন। 'সংশপ্তক'-বাহিনী যখন কৃষ্ণসহায় পার্থকে সরিয়ে নিয়ে গেল,

অল্পবয়সী হওয়ায় কুমার অভিমন্যু তখন কোন ক্ষতির কথা না ভেবে১৩ যুদ্ধে নেমে পড়ল।

ধৃতরাষ্ট্র—হায়, ওর হত্যা যুক্তিযুক্ত বটে। কেননা, বাঘকে ভেতরে দেখে গুহা ধর্ষণ করতে কে সমর্থ হয়? আচ্ছা, অন্য পাণ্ডবেরা কী করলেন?

ভট—মহারাজ, শুনুন,

অর্জুনের দর্শনের জন্য ওর দেহ নিজেরা চিতায় তুলছেন না। আর মনে করছেন তাদের নাম, যে রাজারা আঘাত করেছে তার দেহে। ॥৯॥

ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী, তাহলে এস, গঙ্গাকূলেই যাই।

গান্ধারী—কেন মহারাজ, স্নান করব সেখানে?

ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী, শোন,

আজই আমি জল দেব তোমার পুত্রদের উদ্দেশে, যারা আপন অপরাধে মৃত। তবে জল দিয়ে রাজাদের শিবিরগুলি বন্ধ করার সামর্থ্য আমার নেই১৪। ॥ ১০ ॥

(তারপর প্রবেশ করল দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি)

দুর্যোধন—বৎস দুঃশাসন,

অভিমন্যুবধের ফলে বিরোধ স্থায়ী হলো। ঘটল জয়লাভ। বিচলিত শত্রুরা নিরস্ত হলো। উন্মূল হলো কৃষ্ণের গর্ব। [আর] আজ আমি পেলাম শ্রী-সহ যশ১৫। ॥ ১১ ॥

দুঃশাসন—আরও নিশ্চিত করে বলা যায়,

শত্রুসেনা অতিক্রম করে জয়দ্রথের বাহিনী রুদ্ধ করল পাণ্ডবদের। [তারপর] শত শত শরক্ষেপে দ্বিতীয় অর্জুনকে যখন হত্যা করা হলো, তখন ওদের মনে আজকের যুদ্ধে পুত্রবধের তীব্র শোক-শর বিঁধে দিয়েছি আমরা, যারা দুঃখ পেয়েছিলাম ভীষ্মের মৃত্যুতে। ॥১২॥

শকুনি—যুদ্ধে জয়দ্রথ আজ অনেক করেছেন। আপান পৌরুষ কল্পনাতীত করে তুলেছেন রাজাদের কাছে। কেননা, যুদ্ধে তিনি জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছেন পুত্রসহ তাঁদের অনুপম খ্যাতি ॥১৩॥

দুর্যোধন—মামা, এদিকে, এই দিকে। দুঃশাসন, এদিকে। শ্রদ্ধেয় পিতাকে শ্রদ্ধা জানাব।

শকুনি—বৎস দুর্যোধন, না এরকম কোরো না।

এই কুলযুদ্ধ নিশ্চয় তাঁর অভিপ্রেত নয়। পাণ্ডবেরা তাঁর প্রিয়, তাই তিনি আমাদের নিন্দা করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে খুশি মুখে তাঁর কাছে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে ॥ ১৪ ॥

দুর্যোধন—মামা, এরকম না। যা [হবে] তা হোক। শ্রদ্ধেয় পিতাকে অভিবাদন জানাই।

দুজনে—বেশ (ঘুরে দাঁড়ালেন)।

দুর্যোধন—পিতা,, আমি দুর্যোধন নমস্কার করছি।

দুঃশাসন—পিতা, আমি দুঃশাসন নমস্কার করছি।

শকুনি—আমি শকুনি নমস্কার জানাচ্ছি।

সকলে—আশীর্বাদ করছেন না কেন?

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র,

কৃষ্ণ এবং পার্থের হৃদয়রূপ বালক অভিমন্যু যখন নিহত, তখন

আশীর্বাদের কথা বলছ কেন? জীবনের বিষয়ে যারা উদাসীন, তাদের আশীর্বাদ করা যায় কেমন করে? ॥ ১৫ ॥

দুর্যোধন—পিতা, কেন এই দ্বিধা?

ধৃতরাষ্ট্র—কেন এই দ্বিধা।

বহুপুত্রযুক্ত এই বংশে কন্যা কেবল একটি, শতপুত্র অপেক্ষা যে ভিন্ন। তোমরা১৬ যারা আত্মীয়, তাদের অনুগ্রহে সে পেতে চলল নিন্দনীয় বৈধব্য ॥ ১৬ ॥

দুর্যোধন—পিতা, এতে জয়দ্রথের কী [দোষ]?

ধৃতরাষ্ট্র—সেই বর১৭-মহাশয় রুদ্ধ করেছিলেন পাণ্ডবদের।

দুর্যোধন—আঃ, তিনি রুদ্ধ করেছেন! [রুদ্ধ করেছেন] অন্য অনেকেও।

ধৃতরাষ্ট্র—ওরে, কী কষ্ট!

নির্দয়-চিত্ত অনেকে মিলে একজনমাত্র বালক পুত্রকে আঘাত করছিল যখন, তখন তাদের হাতগুলি খসে গেল না কেন? ॥ ১৭ ॥

দুর্যোধন—পিতা,

বৃদ্ধ ভীষ্মকে ছল করে হত্যা করে ওদের হাত খসে গেল না। [আর] যে বালক নয়, তাকে বীরত্বে হত্যা করে আমাদের হাত খসে যাবে? ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, শোন,

ভীষ্মের মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন। আপন ইচ্ছায়১৮ খুশি হয়ে নিহত হলেন তিনি। কিন্তু সে হলো কুরুবংশের [ভাবী] অধিপতি, বালকমাত্র এবং অর্জুনরূপ [বৃক্ষের] ছিন্ন নব-পল্লব১৯ ॥ ১৯ ॥

দুঃশাসন—পিতা, বালক বালক নয়। অভিমন্যু—

ধৃতরাষ্ট্র—কী কী কী বলে দুঃশাসন?

দুঃশাসন—আমরা সকলে যখন দেখছিলাম এবং যুদ্ধ করছিলাম, তখন ঘর্ষণ-তপ্ত ধনুক হাতে নিয়ে সমস্ত রাজাকে [সে] বাণে বাণে বেষ্টন করে ফেলল; সূর্য যেমন [বিশ্ব] বেষ্টন করে ব্যাপ্ত কিরণমালায়২০ ॥ ২০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র—ওরে কী কষ্ট!

বালক অভিমন্যু একাই এরকম করল, [তাহলে বোঝ] পুত্রশোকে আহত পার্থ তোমাদের কী করবেন? ॥ ২১ ॥

দুর্যোধন—কী করবেন?

ধৃতরাষ্ট্র—করবেন যা, তা দেখতে পাবে যদি আয়ু অবশিষ্ট থাকে।

দুর্যোধন—পিতা, অর্জুন কে এখন?

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, অর্জুনকেও জান না?

দুর্যোধন—পিতা, না জানি না।

ধৃতরাষ্ট্র—তাহলে [অবশ্য] আমিও জানি না। কিন্তু অর্জুনের শৌর্য-বীর্য জানেন, এমন অনেকেই রয়েছেন। তাঁদের জিগ্যেস কর।

দুর্যোধন—পিতা, অর্জুনের শৌর্য-বীর্য জানেন এরকম কাদের জিগ্যেস করব?

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র শোন,

জিগ্যেস কর ইন্দ্রকে, যিনি পূর্বে অর্চিত হয়েছেন নিবাতকবচ২১ নামে দৈত্যদের প্রাণরূপ উপহারে। জিগ্যেস কর কিরাতবেশী শিবকে, যিনি খুশি হয়েছিলেন বিচিত্র অস্ত্রে২২। জিগ্যেস কর সর্পাহুতি-প্রিয় অগ্নিকে, যিনি তৃপ্ত হন খাণ্ডব-অরণ্যে২৩। জিগ্যেস কর বিদ্যাধর চিত্রাঙ্গদকে২৪, আজ যিনি পরাজিত করেছেন তোমাকে ॥ ২২ ॥

দুর্যোধন—অর্জুনের শক্তি যদি এরকম হয়, তাহলে [ভাবছেন] আমাদের বাহিনীতে কি অর্জুনের প্রতি-যোদ্ধা কেউ নেই ?
ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, তাঁরা কে কে ?
দুর্যোধন—কেন, কর্ণই তো রয়েছে।
ধৃতরাষ্ট্র—হায়, বেচারা কর্ণ তো হাস্যাস্পদ !
দুর্যোধন—কেন ?
ধৃতরাষ্ট্র—শোন,

[সেই] অসতর্ক২৫ দয়ালু এবং অর্ধরথ২৬ কর্ণও অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারে, যদি অস্ত্র-শিক্ষা দেন অগ্নি ইন্দ্র এবং রুদ্র২৭। কেননা, ইন্দ্র নিয়ে গেলেন তার কবচ আর অস্ত্র-শক্তি ছল-লব্ধ বলে [কার্যকালে] নিষ্ফল। ॥২৩॥

শকুনি—আপনি আমাদের ছোট করতে চাইছেন।
ধৃতরাষ্ট্র—এটা শকুনি বলছে ? ওহে শকুনি,

সর্বসময়ের পাশাখেলার সঙ্গী তুমি যে কাজ করেছ, তার ফলেই [প্রজ্বলিত] বৈর-অগ্নি এ বংশের বালকদেরও রেহাই২৮ দেবে না। ॥২৪॥

দুর্যোধন—আরে,

সশব্দ এই ভূমিকম্প হঠাৎ কোত্থেকে হলো ? আরে, [ঐ] পড়ন্ত উল্কা যেন আকাশ জ্বালিয়ে দিল। ॥২৫॥

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, মনে হচ্ছে, [এর থেকে] এটাই স্পষ্ট—পৌত্রকে২৯ নিহত হতে দেখে অস্বস্থচিত্ত ইন্দ্রের অশ্রু ঝরে পড়ছে উল্কার রূপে। ॥২৬॥
দুর্যোধন—জয়ত্রাত, পাণ্ডব-শিবিরে যাও, জেনে এসো—শঙ্খ ঢক্কা এবং সিংহনাদ মেশানো এ শব্দ কীসের জন্য ?
ভট—যে আজ্ঞা। (বেরিয়ে ঢুকে) জয় হোক মহারাজ।

'সংশপ্তক'-বাহিনী-নীত পার্থ ফিরে এসে নিহত পুত্রকে কোলে রেখে অশ্রুসিঞ্চিত করে কৃষ্ণের তিরস্কারে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন ;

দুর্যোধন—কী কী [প্রতিজ্ঞা] ?
ভট—তাঁর প্রতিজ্ঞায়৩০ হৃষ্টচিত্ত এবং তাঁর বিক্রমে উৎসাহ পাওয়ায় হৃষ্ট-মুখ রাজার দল [যুদ্ধে] জয়ের কথা ভেবে৩১ হঠাৎ আনন্দে শব্দ করে উঠল ; আর পৃথিবীও ত্রস্ত যুবতীর মতো কেঁপে উঠল সেই মুহূর্তে, যেন গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষুব্ধ রাজ্য-শাসক৩১ রাজাদের হাতে আক্রান্ত। ॥২৭॥
ধৃতরাষ্ট্র—প্রতিজ্ঞার শব্দেই কেঁপে উঠল এই পৃথিবী। এখন স্পষ্ট হলো, ধনুক স্পর্শ করলে কেঁপে উঠবে তিন ভুবন। ॥২৮॥
দুর্যোধন—জয়ত্রাত, কী প্রতিজ্ঞা করলেন ইনি ?
ভট—'যিনি হত্যা করেছেন আমার পুত্র এবং যাঁরা খুশি হয়েছেন [পুত্র] হত হওয়ায়, কাল সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই তাঁদের সকলকে আমি হত্যা করব।' এরকম।
দুর্যোধন—প্রতিজ্ঞা পালিত না হলে প্রায়শ্চিত্ত কী ?
ভট—গাণ্ডীবসহ চিতায় আরোহণ।
দুর্যোধন—মাতুল, চিতা-আরোহণ, চিতা-আরোহণ।

বৎস দুঃশাসন, চিতা-আরোহণ, চিতা-আরোহণ। তাঁর প্রতিজ্ঞা যাতে ব্যাহত হয়, আমরাও সেইরকম যত্ন নেব।

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, কী করছ ?

দুর্যোধন—কেন, সমগ্র বাহিনী৩২ একত্রিত করে আবৃত করব জয়দ্রথকে। আর, দ্রোণের নির্দেশ যেমন হবে। এমনভাবে আমি ব্যূহ রচনা করব, যা হবে অভেদ্য। ওদের ইচ্ছা তখন ক্লান্ত হয়ে আসবে এবং কাম্যবস্তু লাভ করতে না পেরে হস্তী-পদাতি-সহ ওরা প্রবেশ করবে অগ্নিতে। ॥৩০॥

ধৃতরাষ্ট্র—পাতালে প্রবেশ করুক আর আকাশে আরোহণ করুক, সর্বত্র অনুসরণ করবে কৃষ্ণসহায়৩৩ [অর্জুনের] সেই শর ॥৩১॥

ভট—নিষ্ঠুর ও নিত্য-উদ্যত-দণ্ড রাজাকে এভাবে অন্য কেউ যদি বলেন, তিনি সেই মুহূর্তে জীবন হারাতে পারেন। ॥৩২॥

(তারপর প্রবেশ করল ঘটোৎকচ)

ঘটোৎকচ—ওহে, অভিমন্যুর মৃত্যুতে বাধ্য হয়ে কৃষ্ণের নির্দেশের কথা মনে রেখে চলেছি আজ দুষ্ট শত্রুকে দেখে নেওয়ার ইচ্ছায়। হাতী যেমন [আপন] খাদ্যের কথা ভেবে ভয় পায় অঙ্কুশের৩৪। ॥৩৩॥

(নীচে তাকিয়ে) এই তাঁর সভাকক্ষের প্রবেশ-দ্বার। অতএব নামি। (নেমে) নিজেই নিজের পরিচয় দিই। ওহে,

হিড়িম্বার পুত্র আমি ঘটোৎকচ। কৃষ্ণের বার্তা নিয়ে এখানে আগমন। আমার দেখা করতে হবে গুরুজনদের সঙ্গে, আপন দুষ্ট আচরণে যিনি এখন শত্রু।

দুর্যোধন—এস, এস। প্রবেশ কর শত্রুগৃহে। বেশ কৌতূহল রয়েছে আমার। সাহসের সঙ্গে শোনাও আমাকে কৃষ্ণের বার্তা। আমি দুর্যোধন [এখানে] দাঁড়িয়ে। ॥৩৪॥

ঘটোৎকচ—(প্রবেশ করে) এই তো শ্রদ্ধেয় ধৃতরাষ্ট্র, একশত অসাধু পুত্রের জনক। একি, লালিত্য এবং গাম্ভীর্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এঁর আকৃতি। আশ্চর্য, আশ্চর্য—

বৃদ্ধ হলেও [দেহে] ছড়িয়ে পড়ে নি বহু বলীরেখা, কাঁধ দুটি তাই দৃঢ়। শতপুত্রের জন্মদানের৩৫ ফলে ইনি যেন শ্রদ্ধাস্পদ। মনে হয়—স্বর্গ-রক্ষায় শঙ্কিত দেবগণ ভয়েই অন্ধ করে৩৬ সৃষ্টি করেছেন এঁকে। (এগিয়ে) পিতামহ, শ্রদ্ধা জানাই আমি ঘটোৎকচ—(এরকম অর্ধোক্তি করে) না না, ক্রম-[নিয়ম] নয়। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আমার গুরুজন আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর আমি ঘটোৎকচও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ধৃতরাষ্ট্র—এস, এস পুত্র।

এটা তোমার প্রিয় নয়, আমারও দুঃখকর; কারণ ভাইয়ের মৃত্যুতে ব্যথিত তোমার মন। তাই তোমার বিষয়-বিন্যাস [ক্রম]-অনুসারী নয়। আর আমার পুত্রদের দোষে আমি বিমূঢ়৩৭। ॥৩৬॥

ঘটোৎকচ—আহা, কল্যাণময় আপনি। কল্যাণ-জনক পিতামহের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন ভগবান্ কৃষ্ণ।

ধৃতরাষ্ট্র—(আসন থেকে উঠে) কী আজ্ঞা করেন ভগবান্ কৃষ্ণ?

ঘটোৎকচ—না না না৩৮। আসনে বসেই আপনি কৃষ্ণের কথা শুনতে পারেন।

ধৃতরাষ্ট্র—ভগবান্ কৃষ্ণ যা আজ্ঞা করেন। (বসলেন)

ঘটোৎকচ—পিতামহ, শুনুন। হায় বৎস অভিমন্যু, হায় কুরুবংশ-দীপ, হায় বৎস যদুকুল-কিশলয়, তোমার জননী মাতুল এবং আমাকেও ছেড়ে পিতামহকে৩৯ দেখার আশায় স্বর্গের দিকে পাড়ি দিলে। পিতামহ, একটি পুত্রের মৃত্যুতে অর্জুনের এরকম অবস্থা, আর আপনার কী হবে?

অতএব শীঘ্র এখন আপনার সমস্ত শক্তি সংহত করুন। যার ফলে পুত্র-শোক থেকে উদ্ভূত অগ্নি আপনার হবি পুড়িয়ে না ফেলতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র—ক্রোধ-উদ্রেকের ফলে কৃষ্ণ এরকম বলেছেন। দেখতে পাচ্ছি, অর্জুন যেন সমস্ত যোদ্ধার বধে উদ্যত ॥ ৩৭ ॥

সকলে—ভারি হাসির কথা বলেছেন।

ঘটোৎকচ—এতে হাসির কী হলো ?

দুর্যোধন—হাসির হলো,

রাজাদের৪০ সঙ্গে মন্ত্রণা করছেন জন্ম-দ্বেষী সেই কৃষ্ণ, যিনি রাজাদেরকে৪১ নিহত হতে দেখেন একা অর্জুনের হাতে। ॥৩৮॥

ঘটোৎকচ—হাসছ তুমি ? কৃষ্ণ-প্রেরিত দূত আমি।

পার্থের [ভাবী] কার্য তাই এভাবে শোনালাম [তোমাকে]। অথবা তোমার পক্ষে এরকমই (হাসি) শোভন। ॥৩৯॥

আর তুমিও শোন জনার্দনের বার্তা।

দুঃশাসন—না হে, না। তুমি অবজ্ঞা করেছ ক্ষত্রিয়-বীরের।

পৃথিবীতে যাঁর শাসন মেনে চলেন সমস্ত রাজা, অন্য কোন বার্তা সেই রাজার উপস্থিতিতে শুনব না। ॥৪০॥

ঘটোৎকচ—দুঃশাসন এ কী বলে ? ওরে দুঃশাসন, তোমাদের রাজা কি কৃষ্ণ নয় ? হায়,

মর্যাদার শিখর-ভ্রষ্ট রাজাদের যিনি মুক্ত করেন জরাসন্ধের পুরী৪২ থেকে, যিনি ভীষ্মের হাতে অর্ঘ্য গ্রহণ করেন চেয়ে দেখতে থাকা রাজাদের সামনে৪৩, নির্দেশের জন্য উন্মুখ হয়ে লক্ষ্মী যাঁর শ্রীবক্ষের শয়নকক্ষে লীলারত, শ্রদ্ধেয় সেই রাজার রাজা কৃষ্ণ কি তোমার রাজা নয় ? ॥ ৪১ ॥

দুর্যোধন—দুঃশাসন, তর্কে প্রয়োজন নেই।

রাজা হোন বা না হোন, সবল হোন বা দুর্বল হোন—এ বিষয়ে তোমাদের প্রভু কী বলেন, তা বেশি বলে কী লাভ ? ॥ ৪২ ॥

ঘটোৎকচ—আর কী ? প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ তো তিন ভুবনের প্রভু। বিশেষ করে আমাদের প্রভু। আর, জেনে রাখো, ক্ষত্রিয়-বীরের হত্যা শেষ। আর ভূমি-ভারও লঘু হতে পারে শত শত রাজার পতনে৪৪। ভীষণ যুদ্ধে উন্নত এবং ভয়ংকর অস্ত্র-নিক্ষেপ করতে থাকায় অর্জুনের৪৫ কাছেও আর কিছুই খুব কঠিন নেই ॥ ৪৩ ॥

শকুনি—কথায় যদি জয় করা যেত, তাহলে বসুন্ধরা [এখনই] জয় করা গেল। বাক্যে যদি [ক্ষত্রিয়-বধ] হতো, তাহলে [এখনই] সমস্ত ক্ষত্রিয়-বীর নিহত হলো। ॥ ৪৪ ॥

ঘটোৎকচ—বলছে শকুনি। ওহে শকুনি,

পাশা ছেড়ে দাও। যুদ্ধক্ষেত্রের শর-সন্ধান-যোগ্য ভূমির উপযোগী কর অক্ষক্ষেত্রকে৪৬। কেননা, এখানে নারীহরণ নেই, নেই রাজনীতি। প্রাণ এখানে পণ, আনন্দ*ভীষণ বাণে৪৭ ॥ ৪৫ ॥

দুর্যোধন—ওরে, [আপন] রূপ ধরেছে।

নিন্দে করছ। সীমা অতিক্রম করে রূক্ষ কথা বলছ। তুমি দীর্ঘবাহু বলতে গিয়ে কিছুই মানছ না। যদি তোমার দর্প মাতৃপক্ষের৪৮ মত ভীষণ হয়ে থাকে, তাহলে আমরাও রাক্ষসের মতো উগ্রপ্রকৃতির এবং ভয়ঙ্কর হতে পারি ॥ ৪৬ ॥

ঘটোৎকচ—শান্ত শান্ত হোক পাপ। রাক্ষসদের চেয়েও নিষ্ঠুর তোমরা। কেননা, জতুগৃহে ঘুমন্ত ভাইদের পুড়িয়ে মারে না রাক্ষসেরা। ভ্রাতৃবধূর মাথায় ওভাবে৪৯ হাত দেয় না রাক্ষসেরা। রাক্ষসেরা যুদ্ধে পুত্রবধের কথা ভাবতেও পারে না। [রাক্ষসদের] আকৃতি বিকৃত এবং আচরণ অস্বাভাবিক হলেও তারা কিন্তু দয়াকে বর্জন করে নি৫০ ॥ ৪৭ ॥

দুর্যোধন—দূত তুমি, যুদ্ধের জন্য তোমার আসা নয়। খবর নিয়ে চলে যাও। আমরা দূত হত্যা করি না ॥ ৪৮ ॥

ঘটোৎকচ—(সক্রোধে) 'দূত' আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞা করছ? না না, দূত আমি নই। তোমাদের [ঐ] মনোভাব৫১ ছেড়ে দাও। আঘাত কর সকলে মিলে। এখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিমন্যু নই, যে দুর্বল হয়ে পড়ে ছিলা ছিঁড়ে যাওয়ায় ॥ ৪৯ ॥

কৈশোর থেকেই এরকম বড় আমার মনোভাব। আর, দাঁত কামড়ে, মুঠো উঁচিয়ে দাঁড়াল এই ঘটোৎকচ। উঠে এস পুরুষ কেউ (যে) যমের বাড়ি যেতে চাও ॥ ৫০ ॥

(সবাই উঠল)

ধৃতরাষ্ট্র—পৌত্র ঘটোৎকচ, শান্ত হও, শান্ত হও। আমার কথা শোন।

ঘটোৎকচ—বেশ, পিতামহের কথায় আমি দূত হলাম। তাহলেও ক্রোধ সম্বরণ করতে পারছি না। [বলুন] কী জানাব আমি?

দুর্যোধন—আঃ, কার কথা জানাবে তুমি? তাকে জানাবে আমার কথা:

অযথা অনেক কথা বল কেন? তোমার কর্কশবাক্যে পরাস্ত হওয়ার মতো নই আমরা। যেহেতু [আমাকে তুমি] ক্রুদ্ধ করেছ, কোন কথাই তুমি [শোনার] যোগ্য নও। [তবে] যখন যুদ্ধে নামবে, এই আমি তখন বেরিয়ে পড়ব, নিরন্তর শত শত রাজার ছত্রের আবরণে আবৃত হয়ে। তুমি থাক পাণ্ডবদের সঙ্গে, অস্ত্র দিয়ে উত্তর দেব তোমাকে ॥ ৫১ ॥

ঘটোৎকচ—পিতামহ, এই আমি গেলাম।

ধৃতরাষ্ট্র—পৌত্র, যাও, যাও।

ঘটোৎকচ—ওহে রাজার দল, শুনে নাও জনার্দনের শেষ কথা:

ধর্ম আচরণ কর। স্বজনকে সম্মান কর। মনে যা আছে, তা সব অনুষ্ঠান কর। স্বভাব-সিদ্ধ উপদেশের মতো, সূর্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যম আসছেন পাণ্ডবদের বেশে৫২ ॥ ৫২ ॥

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

॥ সমাপ্ত ॥

প্রসঙ্গ-কথা

স্থাপনা

১ কূটনৈতিক কৌশল। এগুলি হলো, সাম দান ভেদ দণ্ড।

২ সূত্রধার—নির্দেশক, নাট্যাধ্যক্ষ।
'লোকত্রয়ে যদ্ অবিরতং নাটকং, তস্য যানি তন্ত্র-বস্তু-প্রস্তাবন-প্রতি-সমাপনানি, তেষাং সূত্রধারঃ।'
বলা হয়েছে, বিরাট বিশ্ব হলো মঞ্চ। এখানে নাটক চলছে অবিরত। নাটকের আঙ্গিক, কাহিনী, প্রস্তাবনা এবং উপসংহারের নির্দেশক হলেন নারায়ণ।
তন্ত্র = আঙ্গিক। বস্তু = কাহিনী। প্রতিসমাপন = উপসংহার।
জীবন-নাট্যের কথা বলেছেন শেক্সপীয়াররও, বলেছেন মানুষ হলো সেই নাট্যের নট, '. a poor player
That struts and frets his hour upon the stage'
—ম্যাক্‌বেথ।

৩ একসময় দ্রোণ দুর্যোধনেব কাছে স্বীকার করেন, যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করা অসম্ভব যদি অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকেন। একথা শুনে ত্রিগর্তের রাজা এবং রাজপুত্রেবা অর্জুনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শপথপূর্বক যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এজন্য ত্রিগর্ত-রাজ এবং রাজপুত্রদের বলা হয় 'সংশপ্তক'। 'যে শপথপূর্বং যুধ্যতে তে রাজানঃ'। —মহাভারত, সংশপ্তকবধপর্ব।

৪ নষ্টসংজ্ঞা—হতবুদ্ধি, বিমূঢ়।

অংক

১ 'বিজ্ঞানেন বিস্তারিতে বিনয়াচারেণ চ দীর্ঘে চক্ষুষী যস্য।' বিনয়াচার—অনুশীলন, শিক্ষণ, training। দীর্ঘ—দূরগামী।

২ যোধ—পদাতি, স্যন্দন—রথ। বাজি—অশ্ব। বারণ—হাতি। অর্জুনকর্ম—অর্জুনের মতো কৃতিত্ব।

৩ সৌভদ্র—সুভদ্রাব পুত্র, অভিমন্যু।

৪ পাণ্ডুর নপুংসকত্বের সময়ে অর্জুনের জন্ম দেন ইন্দ্র। সেদিক থেকে। পাতক—পাপ, কলঙ্ক।

৫ রশ্মিগুণ—রাশ। প্রতোদ—কশা, চাবুক।

৬ ধৃতরাষ্ট্র জানতে চান, কে নিয়ে এল এই দুঃসংবাদ। ব্যবহার করেছেন একটি দুর্বোধ্য রূপক—দুঃখ-সাগরের সেতুবন্ধন। অর্থ হল, সংবাদটি সেতুর মত। এপারে আমার মনে দুঃখ-সাগর (ব্যসনার্ণব)।

৭ তপস্যার উপকরণ-রূপে পঞ্চ অগ্নি প্রসিদ্ধ। এখানে পাণ্ডবের সংখ্যা পাঁচ। অর্থ হল—পাণ্ডবরূপ পঞ্চ অগ্নিতে কে নিজেকে আহুতি দিতে চান ?

৮ নাটকীয় বক্রোক্তি, পতাকাস্থানক।

৯ গাণ্ডীবী—অর্জুন। তাঁর ধনুকের নাম গাণ্ডীব। গাণ্ডীব ধরলে তিনি ভীষণ হয়ে ওঠেন। এখানে তাই 'গাণ্ডীবী' শব্দটি অর্জুনের প্রতিশব্দরূপ ব্যঞ্জনাময়।

১০ কৃষ্ণ সহায় যাঁর। পার্থ—অর্জুন।

১১ তপস্বিনী—হতভাগিনী, বেচারা। তপস্বী—বেচারা।

১২ বিষ্ণুর আট বাহু বৃহৎ-সংহিতা-প্রসিদ্ধ, অধ্যায় ৩৫.৩১।

১৩ মহাভারতে বলা হয়েছে, অভিমন্যুকে যুদ্ধে প্রণোদিত করেছেন যুধিষ্ঠির। এখানে দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধে নামার কারণ অল্প বয়স।

১৪ বৃদ্ধ রাজা বলতে চান, পুত্রদের যুদ্ধ-বিমুখ করে তোলার সামর্থ্য তাঁর নেই, যদিও জানেন, মৃত্যু তাদের নিশ্চিত। তাই আগে থেকেই জলদানের ইচ্ছা।

১৫ শব্দ—যশ।

১৬ ভবৎ-শব্দের ব্যবহার ব্যংগাত্মক।

১৭ দুঃশলার বর বা স্বামী।

১৮ উপদেশ—ইচ্ছাত্মক উপদেশ অর্থাৎ ইচ্ছা।

১৯ অর্জুন শব্দে শ্লেষ। শ্লিষ্ট পরম্পরিত রূপক।

২০ শ্লোকটির প্রথম দুই পাদের অন্বয় দুর্বোধ্য।

২১ ইন্দ্র দৈব অস্ত্রের প্রয়োগ শিখিয়েছিলেন অর্জুনকে। একসময় 'নিবাত-কবচ' নামক দৈত্যদের হত্যা করতে বললেন তিনি। এটিই ছিল তাঁর গুরুদক্ষিণা। নিবাতকবচেরা বাস করত সমুদ্রগর্ভে, সংখ্যায় ছিল তিন কোটি। অর্জুন সকলকে হত্যা করে ইন্দ্রকে গুরুদক্ষিণা দিলেন।—মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৬৬—১৭৭

২২ বনপর্ব, অধ্যায় ৩৮-৪১

২৩ আদিপর্ব, অধ্যায় ২৪৮-২৫৩

২৪ দুর্যোধনকে যে বিদ্যাধর বা গন্ধর্ব বন্দী করেছিলেন, তিনি চিত্রসেন, চিত্রাঙ্গদ নন। এখানে একটু ভুল করেছেন নাট্যকার।

—বনপর্ব, ঘোষযাত্রাপর্ব।

২৫ ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের কবচ এবং কুণ্ডল হরণ করেন। বনপর্ব, অধ্যায় ৩১১। 'অসতর্ক' বিশেষণটি এ জন্যে। কর্ণ 'দাতা' আখ্যা লাভ করতে গিয়ে অমূল্য সম্পদ্ হারালেন।

২৬ অর্ধরথ—অর্ধরথের অধিকারী যোদ্ধা। বৃথার্ধের অধিকারী হয়ে যুদ্ধ-জয় অসম্ভব। ভীষ্ম কর্ণকে মনে করতেন অর্ধরথ। কেননা, কর্ণ সহজাত কবচ-কুণ্ডল হারিয়েছিলেন ; তাঁর উপর অভিশাপ ছিল পরশুরাম এবং এক ব্রাহ্মণের। পরশুরামের অভিশাপ দেওয়ার কারণ হলো—কর্ণের মিথ্যাভাষণ। কর্ণ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেন। জানতে পেরে পরশুরাম অভিশাপ দেন, কার্যকালে অস্ত্রশক্তি নিষ্ফল হবে।—কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৩৯ ; শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৬.২

২৭ অগ্নি, ইন্দ্র এবং রুদ্র দিব্য অস্ত্র দিয়েছেন অর্জুনকে। অগ্নি দিয়েছেন গাণ্ডীব, পাশুপত অস্ত্র দিয়েছেন রুদ্র এবং কবচ-কিরীট দিয়েছেন ইন্দ্র।—আদিপর্ব ৬১.৪৯, বনপর্ব ৪০.১৫ ১৭৬.৪

২৮ ন শাম্যতি অর্থাৎ শান্ত হবে না অর্থাৎ রেহাই দেবে না।

২৯ অভিমন্যুকে। অর্জুন ইন্দ্র-পুত্র। অভিমন্যু পৌত্র। পাণ্ডুর নপুংসকত্বের জন্য ইন্দ্র প্রভৃতি পাঁচ দেবতা পঞ্চ পাণ্ডবকে উৎপন্ন করেন।

৩০ ব্যবসায়—প্রতিজ্ঞা। জিতমিতি অবেক্ষ্য—জয়ের কথা ভেবে।

৩১ ধরাধরবর—রাজ্যশাসক।

৩২ বহুসংখ্যক হস্তী, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ রথ এবং ১০৯৩৫০ পদাতি-যুক্ত বাহিনীর নাম অক্ষৌহিণী।

৩৩ কৃষ্ণ চক্ষু (সহায়) যাঁর অর্থাৎ অর্জুন।

৩৪ অনার্যচেতস্—দুষ্ট। শাসন—নির্দেশ।
উপমাটি খুব সুখকর অর্থ বহন করে না। তবুও এরকম অর্থ করা যেতে পারে: নিজের খাবারের কথা মনে রেখে হাতী ভয় পায় মাহুতকে, মাহুতের অঙ্কুশকে। মেনে চলে অঙ্কুরের নির্দেশ। ঘটোৎকচও মনে রেখেছেন কৃষ্ণের নির্দেশ।
এক্ষেত্রে উপমাটি পূর্ণ হল না। সি. আর. দেবাধরও অর্থটিকে দুর্বোধ্য বলেছেন। এখানে বরং উপমা-অংশটুকু বাদ দিলে অর্থ বোঝা যায়।

৩৫ সূতি—জন্মদান। সি. আর. দেবাধর-ধৃত পাঠ 'ধৃত্যা'। তবে 'সূত্যা' পাঠই শ্রেয়ঃ।

৩৬ নিমীলিতমুখ অর্থাৎ নিমীলিতচক্ষু অর্থাৎ অন্ধ।

৩৭ কৃপণ—বিচারবুদ্ধিহীন, বিমূঢ়। তুলনীয়, 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণা-শ্চেতনাচেতনেষু'—মেঘদূত। অথবা অসহায়।

৩৮ উপযুক্ত বারবার না ব্যবহার।

৩৯ স্বর্গত পাণ্ডু অথবা দেবরাজ ইন্দ্রকে।

৪০ দেব-রাজা। পাণ্ডবপক্ষীয় রাজা।

৪১ আমাদের রাজা।

৪২ 'জরাপুরাৎ' পাঠই শ্রেয়। সি. আর. দেবাধর গ্রহণ করেছেন 'যদা পুরা' পাঠ। ঘটনাটি এরকম: কৃষ্ণের নির্দেশে ভীম হত্যা করেন জরাসন্ধকে। বন্দী রাজাদের মুক্ত করেন কৃষ্ণ। —সভাপর্ব ২৫.২০-২৪
উচ্ছ্রয়—চূড়া, উন্নতি।

৪৩ মিষ্—তাকিয়ে থাকা।
রাজসূয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় পেঁছিলেন ভগবান্ কৃষ্ণ। ভীষ্ম বললেন, সবার উপরে সম্মান-জ্ঞাপন কর্তব্য কৃষ্ণকে। কৃষ্ণকে ভীষ্মের নির্দেশে অর্ঘ্য দিলেন সহদেব। সহদেব ভীষ্মের নির্দেশে দিলেন। এ দেওয়া তাই ভীষ্মের দেওয়ারই সামিল।—সভাপর্ব ৯৩

৪৪ বিনিচিতি—পতন, মৃত্যু। 'অস্তু'তে সম্ভাবনায় লোট্।

৪৫ ফল্গুন—অর্জুন।

৪৬ অক্ষ—পাশা। অষ্টাপদ—অক্ষক্ষেত্র, পাশার ছক।

৪৭ রতি—আনন্দ।

৪৮ রাক্ষসদের মতো।

৪৯ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের কথা বলা হয়েছে।

৫০ সংখ্যা—যুদ্ধ। উগ্র—অস্বাভাবিক। ঘৃণা—দয়া।

৫১ ব্যবসায়—মনোভাব।

৫২ ব্যপেক্ষা—সম্মান। জাত্যোপদেশ—স্বভাব-সিদ্ধ উপদেশ।
কৃতান্ত—যম।

✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱ দূতঘটোৎকচম্ ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ)

সূত্রধারঃ—নারায়ণস্ত্রিভুবনৈকপরায়ণো বঃ
পায়াদপায়শতযুক্তিকরঃ সুরাণাম্।
লোকত্রয়াবিরতনাটক-তন্ত্রবস্তু-
প্রস্তাবনপ্রতিসমাপন-সূত্রধারঃ ॥১॥

(পরিক্রম্য) এবমার্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে কিং নু ময়ি বিজ্ঞাপন-ব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে। অংগ, পশ্যামি।

(নেপথ্যে)

ভো ভো নিবেদ্যতাং নিবেদ্যতাং তাবৎ।

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্। এষ খলু, সংশপ্তকানীক-নিবাহিতে জনার্দন-সহায়ে ধনঞ্জয়ে তদনন্তরমুপগত-ভীষ্মবধামর্ষিতৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈঃ পরিবার্য নিপাতিতঃ কুমারোঽভিমন্যুঃ। তথা হি,

যান্ত্যর্জুন-প্রত্যভিযান-ভীতা
যতোঽর্জুনস্তাং দিশমীক্ষমাণাঃ।
নরাধিপাঃ স্বানি নিবেশনানি
সৌভদ্র-বাণাংকিত-নষ্টসংজ্ঞাঃ ॥২॥

(নিষ্ক্রান্তঃ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি ভটঃ)

ভটঃ—ভো ভো, নিবেদ্যতাং তাবৎ পুত্রশত-শ্লাঘ্যবান্ধবায় বিজ্ঞান-বিস্তারিত-বিনয়াচার-দীর্ঘচক্ষুষে মহারাজায় ধৃতরাষ্ট্রায়। এষ খলু

যোধ-স্যন্দন-বাজি-বারণ-যুধৈর্বিক্ষোভ্য রাজ্ঞাং বলং
বালেনার্জুনকর্ম যেন সমরে লীলায়তা দর্শিতম্।
সৌভদ্রঃ স রণে নরাধিপশতৈর্বেগাগতৈঃ সর্বশঃ
খে শক্রস্য পিতামহস্য সহসৈবোৎসংগমারোপিতঃ ॥৩॥

(ততঃ প্রবিশতি ধৃতরাষ্ট্রো গান্ধারী দুঃশলা প্রতীহারী চ)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কথং নু ভোঃ!

কেনৈতচ্ছ্রুতিপথ-দূষণং কৃতং মে?
কোঽয়ং মে প্রিয়মিতি বিপ্রিয়ং ব্রবীতি?
কোঽস্মাকং শিশুবধ-পাতকাংকিতানাং
বংশস্য ক্ষয়মবঘোষয়ত্যভীতঃ? ॥৪॥

গান্ধারী—মহারাঅ, অত্থি উণ জাণীঅদি কেবলং পুত্ত-সংখঅ-কারও কুলবিগ্গহো ভবিস্সিদি ত্তি।

[মহারাজ, অস্তি পুনর্জ্ঞায়তে কেবলং পুত্র-সংক্ষয়-কারকঃ কুলবিগ্রহো ভবিষ্যতীতি।]

ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি, জ্ঞায়তে।
গান্ধারী—মহারাঅ, কদা ণূ খু। [মহারাজ, কদা নু খলু ?]
ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি, শৃণু,

অদ্যাভিমন্যু-নিধনাজ্জনিতপ্রকোপঃ
সামর্ষ-কৃষ্ণধৃত-রশ্মিগুণ-প্রতোদঃ।
পার্থঃ করিষ্যতি তদুগ্রধনুঃসহায়ং
শান্তিং গমিষ্যতি বিনাশমবাপ্য লোকঃ ॥৫॥

গান্ধারী—হা বচ্ছ অভিমঞ্‌ঞো, ঈদিসে বি ণাম পুরুস-খঅ-কারএ কুল-বিগ্গহে বত্তমাণে বালভাব-ণিমজ্জণং অম্হাণং ভগ্গকমেণ করঅন্তো কহিং দাণিং পোত্তঅ, গদোসি ? [হা বৎস অভিমন্যো, ঈদৃশেঽপি নাম পুরুষ-ক্ষয়-কারকে কুলবিগ্রহে বর্তমানে বালভাব-নিমজ্জনমস্মাকং ভাগ্যক্রমেণ কুর্বন্ কুত্রেদানীং পৌত্রক, গতোঽসি?]
দুঃশলা—জেন দাণি বহূএ উত্তরাএ বেধব্বং দাইদং, তেণ অত্তণো জুবদি-জণস্স বেধব্বমাদিট্ঠং। [যেনেদানীং বধ্বা উত্তরায়ৈ বৈধব্যং দত্তং, তেনাত্মনো যুবতিজনায় বৈধব্যমাদিষ্টম্।]
ধৃতরাষ্ট্রঃ—অথ কেনৈষ ব্যসনার্ণবস্য সেতুবন্ধঃ কৃতঃ ?
ভটঃ—মহারাজ, ময়া।
ধৃতরাষ্ট্র—কো ভবান্ ?
ভটঃ—মহারাজ, ননু জয়ত্রাতোঽস্মি।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—জয়ত্রাত,

কেনাভিমন্যুর্নিহতঃ ? কস্য জীবিতমপ্রিয়ম্ ?
পঞ্চানাং পাণ্ডবাগ্নীনামাত্মা কেনেন্ধনীকৃতঃ ? ॥৬॥

ভটঃ—মহারাজ, বহুভিঃ কিল পার্থিবৈঃ সমাগতৈর্নিহতঃ কুমারোঽভিমন্যুঃ; স্যাত্তু জয়দ্রথো নিমিত্তভূতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—হন্ত, জয়দ্রথো নিমিত্তভূতঃ।
ভটঃ—মহারাজ, অথ কিম্ ?
ধৃতরাষ্ট্রঃ—হন্ত, জয়দ্রথো নিহতঃ।

(তচ্ছ্রুত্বা দুঃশলা রোদিতি)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কৈষা রোদিতি ?
প্রতীহারী—মহারাঅ, ভট্টিদারিআ দুশ্শলা।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎসে, অলমলং রুদিতেন। পশ্য,

ভর্তুস্তে নূনমত্যন্তমবৈধব্যং ন রোচতে।
যেন গাণ্ডীবি-বাণানামাত্মা লক্ষ্যীকৃতঃ স্বয়ম্ ॥৭॥

দুঃশলা—তেণ হি অণুজানাদু মং তাদো, অহং বি গমিস্সং বহূএ উত্তরাএ সআসং। [তেন হ্যনুজানাতু মাং তাতঃ, অহমপি গমিষ্যামি বধ্বা উত্তরায়াঃ সকাশম্।]
ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎসে, কিমভিধাস্যসি ?
দুঃশলা—তাদ, এবং চ ভণিস্সং—অজ্জকালিঅং চ দে বেসগ্গহণং অহং বি উবধারইস্সামি ত্তি। [তাত, এবং চ ভণিষ্যামি—অদ্যকালিকং চ তে বেষ-গ্রহণমহমপ্যুপধারয়ামীতি।]
গান্ধারী—পুত্তিএ, মা খু মা খু অমংগলং ভণাহি। জীবদি খু তে ভত্তা। [পুত্রিকে, মা খল্বমঙ্গলং ভণ। জীবতি খলু তে ভর্তা।]

দুঃশলা—অম্ব, কুদো মে এত্তিআণি ভাঅধেআণি ? জো জনদ্দণ-সহাঅস্স ধণং-
জঅস্স বিপ্পিঅং করিঅ কোহি ণাম জীবিস্সদি ? [অম্ব, কুতো মে এতাবন্তি ভাগধেয়ানি ? যো জনার্দনসহায়স্য ধনঞ্জয়স্য বিপ্রিয়ং কৃত্বা, কো হি নাম জীবিষ্যতি ?]

ধৃতরাষ্ট্রঃ—সত্যমাহ তপস্বিনী দুঃশলা। কুতঃ,

কৃষ্ণস্যাষ্টভুজোপধান-রচিতে যোঽঙ্কে বিবৃদ্ধশ্চিরং
যে মত্তস্য হলায়ুধস্য ভবতি প্রীত্যা দ্বিতীয়ো মদঃ।
পার্থানাং সুরতুল্য-বিক্রমবতাং স্নেহস্য যো ভাজনং
তং হত্বা ক ইহোপলপ্স্যতি চিরং স্বৈর্দুষ্কৃতৈর্জীবিতম্ ? ॥ ৮ ॥

জয়ত্রাত, অথ তদবস্থং পুত্রং দৃষ্ট্বা, কিং প্রতিপন্নং তেন গাণ্ডীবধন্বনা ?

ভটঃ—মহারাজ, কিং বার্জুনসমীপে বৃত্তমেতৎ!

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কথমর্জুনোঽপি নাত্রাসীৎ ?

ভটঃ—মহারাজ, অথ কিম্!

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কথমিদানীং বৃত্তমেতৎ ?

ভটঃ—শ্রূয়তাং,—সংশপ্তকানীক-নিবাহিতে জনার্দন-সহায়ে ধনঞ্জয়ে স বালভাবাদ্ অদৃষ্ট-দোষঃ সংগ্রামমবতীর্ণঃ কুমারোঽভিমন্যুঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—হন্ত, মন্ত্ররূপোঽস্য বধঃ। কো হি সন্নিহিতশার্দূলাং গুহাং ধর্ষয়িতুং শক্তঃ ? অথ শেষাঃ পাণ্ডবাঃ কিমনুতিষ্ঠন্তি ?

ভটঃ—মহারাজ, শ্রূয়তাম্ ঃ

চিতাং ন তাবৎ স্বয়মস্য দেহমারোপয়ন্ত্যর্জুন-দর্শনার্থম্।
তেষাং চ নামান্যুপধারয়ন্তি যৈস্তস্য গাত্রে প্রহৃতং নরেন্দ্রৈঃ ॥৯॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি! তদাগম্যতাম্। গঙ্গাকূলমেব যাস্যাবঃ।

গান্ধারী—মহারাঅ, ণং তহিং গাহামো ? [মহারাজ, ননু তত্র গাহাবহে ?]

ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি, শৃণু,

অদ্যৈব দাস্যামি জলং হতেভ্যঃ
স্বেনাপরাধেন তবাত্মজেভ্যঃ।
ন ত্বস্মি শক্তঃ সলিলপ্রদানৈঃ
কর্তুং নৃপাণাং শিবিরোপরোধম্ ॥ ১০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি দুর্যোধনো দুঃশাসনঃ শকুনিশ্চ)

দুর্যোধনঃ—বৎস দুঃশাসন,

যাতোঽভিমন্যু-নিধনাৎ স্থিরতাং বিরোধঃ
প্রাপ্তো জয়ঃ, প্রচলিতা রিপবো নিরস্তাঃ।
উন্মূলিতোঽস্য চ মদো মধুসূদনস্য
লব্ধো ময়াদ্য সমমভ্যুদয়েন শব্দঃ ॥১১॥

দুঃশাসনঃ—অহো তু খলু,

রুদ্ধাঃ পাণ্ডুসুতা জয়দ্রথবলেনাক্রম্য শত্রোর্বলং
সৌভদ্রে বিনিপাতিতে শরশতক্ষেপৈর্দ্বিতীয়েঽর্জুনে।
প্রাপ্তেশ্চ ব্যসনানি ভীষ্মপতনাদস্মাভিরদ্যাহবে
তীব্রাঃ শোকশরাঃ কৃতাঃ খলু মনস্যেষাং সুতোৎসাদনাৎ ॥১২॥

শকুনিঃ— জয়দ্রথেনাদ্য মহৎকৃতং রণে
নৃপৈরসম্ভাবিতমাত্মপৌরুষম্।

প্রসহ্য তেষাং যদনেন সংযুগে
সমং সুতেনাপ্রাপ্তমং হৃতং যশঃ ॥১৩॥

দুর্যোধনঃ—মাতুল, মা মৈবম্। যথা তথা ভবতু। তত্রভবন্তং তাতমভিবাদয়িষ্যামঃ।

উভৌ—বাঢ়ম্ (পরিক্রামতঃ)

দুর্যোধনঃ—তাত, দুর্যোধনোঽহমভিবাদয়ে।

দুঃশাসনঃ—তাত, দুঃশাসনোঽহমভিবাদয়ে।

শকুনিঃ—শকুনিরহমভিবাদয়ে।

সর্বে—কথমাশীর্বচনং ন প্রযুজ্যতে?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, কথমাশীর্বচনমিতি।

সৌভদ্রে নিহতে বালে হৃদয়ে কৃষ্ণপার্থয়োঃ।
জীবিতে নিরপেক্ষাণাং কথমাশীঃ প্রযুজ্যতে? ॥১৫॥

দুর্যোধনঃ—তাত, কিংকৃতোঽয়ং সম্ভ্রমঃ?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কিংকৃতোঽয়ং সম্ভ্রম ইতি!

একা কুলেঽস্মিন্ বহুপুত্রসনাথে
লব্ধা সুতা পুত্রশতাদ্বিশিষ্টা।
সা বান্ধবানাং ভবতাং প্রসাদাদ্
বৈধব্যশ্লাঘ্যমবাপ্স্যতীতি! ॥১৬॥

দুর্যোধনঃ—তাত, কিং চাত্র জয়দ্রথস্য?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—তেন কিল বরবিদগ্ধেন রুদ্ধাঃ পাণ্ডবাঃ।

দুর্যোধনঃ—আঃ, তেন রুদ্ধাঃ। বহুভিঃ খল্বন্যৈঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ভোঃ, কষ্টম্।

বহূনাং সমবেতানামেকস্মিন্ নির্ঘৃণাত্মনাম্।
বালে পুত্রে প্রহরতাং কথং ন পতিতা ভুজাঃ? ॥১৭॥

দুর্যোধনঃ—তাত,

বৃদ্ধং ভীষ্মং ছলৈর্হত্বা তেষাং ন পতিতা ভুজাঃ।
হত্বাস্মাকং পতিষ্যন্তি তমবাল-পরাক্রমম্! ॥১৮॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—বৎস, কিং ভীষ্মস্য নিপাতনমভিমন্যোশ্চ বধঃ সমঃ?

দুর্যোধনঃ—তাত, কথং ন সমঃ?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, শ্রূয়তাম্।

স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্নিহতো হি ভীষ্মঃ
স্বেনোপদেশেন কৃতাত্মতুষ্টিঃ।
অয়ং তু বালঃ কুরুবংশ-নাথ
শ্ছিন্নোঽর্জুনস্য প্রথমঃ প্রবালঃ। ॥ ১৯ ॥

দুঃশাসনঃ—তাত, বালো না বাল ইতি। অভিমন্যুনা—

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কিং কিং দুঃশাসনা ব্যাহর্তি?

দুঃশাসনঃ—অথ কিম্—

সর্বেষাং নঃ পশ্যতাং যুধ্যতাং চ
ব্যায়ামোগ্রং গৃহ্য চাপং করেণ।
সূর্যেণৈবাভ্যাগতৈরংশুজালৈ
সর্বে বাণৈরঙ্কিতা ভূমিপালাঃ ॥ ২০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—কষ্টং ভোঃ।

বালেনৈকেন তাবদ্ ভোঃ, সৌভদ্রেণেদৃশং কৃতম্।
পুত্র-ব্যসন-সন্তপ্তঃ পার্থো বঃ কিং করিষ্যতি। ॥ ২১ ॥

দুর্যোধনঃ—কিং করিষ্যতি?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—তৎ করিষ্যতি, যৎ-সাবশেষায়ুষো দ্রক্ষ্যথ।

দুর্যোধনঃ—তাত, কস্তাবদর্জুনো নাম?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, অর্জুনমপি ন জানীষে?

দুর্যোধনঃ—তাত, ন জানে।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—তেন হি অহমপি ন জানে। কিন্তু অর্জুনস্য বল-বীর্যজ্ঞাঃ বহবঃ সন্তি। তান্ পৃচ্ছ।

দুর্যোধনঃ—তাত, কেঽর্জুনস্য বল-বীর্যজ্ঞা ময়া প্রষ্টব্যাঃ?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, শ্রূয়তাম্ :

শত্রুং পৃচ্ছ পুরা নিবাতকবচ-প্রাণোপাহারার্চিতং
পৃচ্ছাস্ত্রৈঃ পরিতোষিতং বহুবিধৈঃ কৈরাতরূপং হরম্।
পৃচ্ছাগ্নিং ভুজ্যাহৃতি-প্রণয়িনং যস্তর্পিতঃ খাণ্ডবে
বিদ্যারক্ষিতমদ্য যেন চ জিতস্ত্বং পৃচ্ছ চিত্রাঙ্গদম্ ॥ ২২ ॥

দুর্যোধনঃ—যদ্যেতদ্ বীর্যমর্জুনস্য কিমস্মাকং বলে ন সন্তি প্রতিযোদ্ধারোঽর্জুনস্য?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, কে তে?

দুর্যোধনঃ—ননু কর্ণ এব তাবৎ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—অহো হাস্যঃ খলু তপস্বী কর্ণঃ।

দুর্যোধনঃ—কেন কারণেন?

ধৃতরাষ্ট্রঃ—শ্রূয়তাং,

শক্রাপনীত-কবচোঽর্ধরথঃ প্রমাদী
ব্যাজোপলব্ধ-বিফলাস্ত্রবলো ঘৃণাবান্।
কর্ণোঽর্জুনস্য কিল যাস্যতি তুল্যভাবং
যদ্যস্ত্রদান গুরবো দহনেন্দ্র রুদ্রাঃ ॥ ২৩ ॥

শকুনিঃ—প্রভবতি ভবানস্মানবধীরয়িতুম্।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—শকুনিরেষ ব্যাহরতি। ভোঃ শকুনে!

ত্বয়া হি যৎ কৃতং কর্ম সততং দ্যূতশালিনা।
তৎকুলস্যাস্য বৈরাগ্নির্বালেঽপি ন শাম্যতি ॥ ২৪ ॥

দুর্যোধনঃ—অয়ে,

ভূমিকম্পঃ সশব্দোঽয়ং কুতো নু সহসোত্থিতঃ?
উল্কাভিশ্চ পতন্তীভিঃ প্রজ্বালিতমিবাম্বরম্। ॥ ২৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, এবং মন্যে,

সুব্যক্তং নিহতং দৃষ্ট্বা পৌত্রমায়স্তচেতসঃ।
উল্কারূপাঃ পতন্ত্যেতে মহেন্দ্রস্যাশ্রুবিন্দবঃ ॥ ২৬ ॥

দুর্যোধনঃ—জয়দ্রথ, গচ্ছ, পাণ্ডবশিবিরে শঙ্খ-পটহ-সিংহনাদ-রবোন্মিশ্রঃ কিংকৃতোঽয়ং শব্দ ইতি জ্ঞায়তাম্।

ভটঃ—যদাজ্ঞাপয়তি। (নিষ্ক্রম্য প্রবিশ্য)

জয়তু মহারাজঃ। সংশপ্তকানীক-নিবারিত-প্রতিনিবৃত্তেন ধনঞ্জয়েন নিহতং পুত্রমংকস্থমশ্রুভিঃ পরিষিচ্য জনার্দনাবভর্ৎসিতেন প্রতিজ্ঞাতং কিলানেন—

দুর্যোধনঃ—কিমিতি, কিমিতি?

তস্যৈব ব্যবসায়-তুষ্ট-হৃদয়ৈস্তদ্বিক্রমোৎসাহিভি-
স্তুষ্টাস্যৈ-র্জিতমিত্যবেক্ষ্য সহসা নাদঃ প্রহর্ষাৎ কৃতঃ।
আক্রান্তা গুরুভির্ধবাবরৈঃ সংক্ষোভিতৈঃ পার্থিবৈ-
র্ভূমিশ্চাগতসম্ভ্রমেব যদুবীতিস্তস্মিন্ ক্ষণে কম্পিতা ॥ ২৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—

প্রতিজ্ঞা-শব্দ-মাত্রেণ কম্পিতেয়ং বসুন্ধরা।
সুব্যক্তং—ধনুষি স্পৃষ্টে ত্রৈলোক্যং বিচলিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

দুর্যোধনঃ—জয়ত্রাত, কিমনেন প্রতিজ্ঞাতম্?

ভটঃ—

যেন মে নিহতঃ পুত্রস্তুষ্টিং যে চ হতে গতাঃ।
শ্বঃ সূর্যেঽস্তমসম্প্রাপ্তে নিহনিষ্যামি তানহম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি ॥

দুর্যোধনঃ—প্রতিজ্ঞা-ব্যাঘাতে কিং প্রায়শ্চিত্তম্?

ভটঃ—চিতারোহণং কিল গাণ্ডীবেন সহ।

দুর্যোধনঃ—মাতুল, চিতারোহণং চিতারোহণম্। বৎস দুঃশাসন, চিতারোহণম্ চিতারোহণম্। বয়মপি তাবৎ প্রতিজ্ঞা-ব্যাঘাতে প্রযত্নমনুতিষ্ঠামঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, কিং করিষ্যসি?

দুর্যোধনঃ—ননু সর্বাক্ষৌহিণী-সন্দোহেন চ্ছাদয়িষ্যে জয়দ্রথম্।

অপি চ,

দ্রোণোপদেশেন যথা তথাহং
সংযোজয়ে ব্যূহমভেদ্যরূপম্।
খিন্নাশয়াস্তে সগজাঃ সযোধা
অপ্রাপ্তকামা জ্বলনং বিশেয়ুঃ ॥ ৩০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—

অপি প্রবিষ্টং ধরণীমপ্যারূঢ়ং নভস্থলম্
সর্বত্রানুগমিষ্যন্তি শরাস্তে কৃষ্ণচক্ষুষঃ ॥ ৩১ ॥

ভটঃ—

ক্রূরমেবং নরপতিং নিত্যমুদ্যতশাসনম্।
যঃ কশ্চিদপরো ব্রূয়ান্ন তু জীবেৎ স তৎক্ষণম্ ॥ ৩২ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ঘটোৎকচঃ)

ঘটোৎকচঃ—এষ ভোঃ!

প্রযামি সৌভদ্রবিনাশ-চোদিতঃ
দিদৃক্ষুরদ্যারিমনার্যচেতসম্।
বিচিন্তয়ংশ্চক্রধরস্য শাসনং
যথা গজেন্দ্রোঽঙ্কুশ-শঙ্কিতো বলিম্ ॥ ৩৩ ॥

(অধো বিলোক্য) ইদমস্যোপস্থান-গৃহদ্বারম্। যাবদবতরামি।

(অবতীর্য) আত্মনৈবাত্মানং নিবেদয়িষ্যে। ভোঃ!

হৈড়িম্বোঽস্মি ঘটোৎকচো যদুপতের্বাক্যং গৃহীত্বাগতো
দ্রষ্টব্যোঽত্র ময়া গুরুন্ স্বচরিতৈর্দোষৈর্গতঃ শত্রুতাম্।

দুর্যোধনঃ—

এহ্যেহি, প্রবিশস্ব শত্রুভবনং, কৌতূহলং মে মহৎ।
ধৃষ্টং শ্রাবয় মাং জনার্দনবচো, দুর্যোধনোঽহং স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

ঘটোৎকচঃ—(প্রবিশ্য) অয়ে অয়মত্রভবান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ। অনার্যশতস্যোৎপাদয়িতা। অয়ং ননু ললিত-গম্ভীরা-কৃতি-বিশেষঃ। আশ্চর্যমাশ্চর্যম্ :

বৃদ্ধোঽপ্যনাতত-বলী-গুরু-সংহতাংসঃ
শ্রদ্ধেয়রূপ ইব পুত্রশতস্য সূত্যা।
মন্যে সুরৈ-স্ত্রিদিবরক্ষণ-জাতশঙ্কৈ-
স্ত্রাসান্নিমীলিতমুখোঽত্রভবান্ হি সৃষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

(উপসৃত্য) পিতামহ, অভিবাদয়ে ঘটোৎক—(ইত্যর্ধোক্তে)

ন ন অয়মক্রমঃ। যুধিষ্ঠিরাদয়শ্চ মে গুরবো ভবন্তমভিবাদয়ন্তি। পশ্চাদ্ ঘটোৎকচোঽহমভিবাদয়ে।

ধৃতরাষ্ট্র—এহ্যেহি পুত্র,

ন তে প্রিয়ং, দুঃখমিদং মমাপি
যদ্ ভ্রাতৃনাশাদ্ ব্যথিতস্তবাত্মা।
ইত্থং চ তে নানুগতোঽয়মর্থো
মৎপুত্রদোষাৎ কৃপণীকৃতোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥

ঘটোৎকচঃ—অহো কল্যাণঃ খল্বত্রভবান্। কল্যাণানাং প্রসূতিং পিতামহমাহ ভগবাংশ্চক্রায়ুধঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—(আসনাদুত্থায়) কিমাজ্ঞাপয়তি ভগবাংশ্চক্রায়ুধঃ ? (উপবিশতি।)

ঘটোৎকচঃ—পিতামহ, শ্রূয়তাম্। হা বৎস অভিমন্যো, হা বৎস কুরু-কুল-প্রদীপ, হা বৎস যদু-কুল-প্রবাল, তব জননীং মাতুলং চ মামপি পরিত্যজ্য পিতামহং দ্রষ্টুমাশয়া স্বর্গমভিগতোঽসি। পিতামহ, একপুত্রবিনাশাদ্ অর্জুনস্য তাবদীদৃশী খল্ববস্থা, কা পুনর্ভবতো ভবিষ্যতি। ততঃ ক্ষিপ্রমিদানী-মাত্মবলাধানং কুরুষ্ব। যথা তে পুত্রশোক-সমুত্থিতোঽগ্নির্ন দহেৎ প্রাণময়ং হর্বিরিতি।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—

সক্রোধ-ব্যবসায়েন কৃষ্ণেনৈতদুদাহৃতম্।
পশ্যামীব হি গাণ্ডীবী সর্ব-ক্ষাত্র-বধে ধৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্বে—অহো হাস্যমভিধানম্।

ঘটোৎকচঃ—কিমেতদ্ধাস্যতে ?

দুর্যোধনঃ—এতদ্ধাস্যতে।

দেবৈর্মন্ত্রয়তে সার্ধং স কৃষ্ণো জাত-মৎসরঃ।
পার্থেনৈকেন যো বেত্তি নিহতং রাজমণ্ডলম্ ॥ ৩৮ ॥

ঘটোৎকচঃ—

হসসি ত্বমহং বক্তা, প্রেষিতশ্চক্রপাণিনা।
শ্রাবিতং পার্থকর্মেদমহো যুক্তং তবৈব তু ॥ ৩৯ ॥

অপি চ, ভবতাপি শ্রোতব্যো জনার্দন-সন্দেশঃ।

দুঃশাসনঃ—মা তাবৎ ভোঃ, ক্ষত্রিয়াবমানিন্!

পৃথিব্যাং শাসনং যস্য ধার্যতে সর্ব-পার্থিবৈঃ।
সন্দেশঃ শ্রোষ্যতোঽপ্যন্যো ন রাজ্ঞস্তস্য সন্নিধৌ ॥ ৪০ ॥

ঘটোৎকচঃ—কথং দুঃশাসনো ব্যাহরতি? অরে দুঃশাসন, অরাজা নাম ভবতাং চক্রায়ুধঃ? হং ভোঃ,

মন্ত্রা যেন জরা-পুরাস্মুপতয়ঃ প্রভ্রষ্টমানোচ্ছ্রয়াঃ
যেনার্ঘ্যং নৃপমণ্ডলস্য মিষতো ভীষ্মাগ্রহস্তাদ ধৃতম্।
শ্রীর্যস্যাভিরতা নিয়োগ-সুমুখী শ্রীবক্ষ-শয্যাগৃহে
শ্লাঘ্যঃ পার্থিব-পার্থিবস্তব কথং রাজা ন চক্রায়ুধঃ? ॥৪১॥

দুর্যোধনঃ—দুঃশাসন, অলং বিবাদেন।

রাজা বা যদি বারাজা, বলী বা যদি বাবলী।
বহুনাত্র কিমুক্তেন, কিমাহ ভবতাং প্রভুঃ। ॥ ৪২ ॥

ঘটোৎকচঃ—অথ কিমথ কিম্? প্রভুরেব ত্রৈলোক্যনাথো ভগবাংশ্চক্রায়ুধঃ। বিশেষতোঽস্মাকং প্রভুঃ। অপি চ,

অবসিতমবগচ্ছ ক্ষত্রিয়াণাং বিনাশং
নৃপশত-বিনিচিত্যা লাঘবং চাস্তু ভূমেঃ।
ন হি তনয়বিনাশাদুদ্যতোগ্রাস্ত্রমুক্তৈঃ
সমর-শিরসি কশ্চিৎ ফল্গুনস্যাতিভারঃ ॥ ৪৩ ॥

শকুনিঃ—

যদি স্যাদ্ বাক্যমাত্রেণ নির্জিতেয়ং বসুন্ধরা।
বাক্যে বাক্যে যদি ভবেৎ সর্ব-ক্ষাত্র-বধঃ কৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

ঘটোৎকচঃ—শকুনিরেষ ব্যাহরতি। ভোঃ শকুনে,

অক্ষান্ বিমুঞ্চ শকুনে, কুরু বাণযোগ্য-
মষ্টাপদং সমরকর্মণি যুক্তরূপম্।
ন হ্যত্র দারুহবণং, ন চ রজ্যতন্ত্রং
প্রাণাঃ পণোঽত্র, রতিবদ্ধ্রবলৈশ্চ বাণৈঃ ॥ ৪৫ ॥

দুর্যোধনঃ—ভো ভোঃ, প্রকৃতিং গতঃ।

ক্ষিপসি, বদসি রুক্ষং লংঘয়িত্বা প্রমাণং
ন চ গণয়সি কিঞ্চিদ্ ব্যাহরন্ দীর্ঘহস্তঃ।
যদি খলু তব দর্পো মাতৃপক্ষোগ্ররূপো
বয়মপি খলু রৌদ্রাঃ রাক্ষসোগ্রস্বভাবাঃ ॥ ৪৬ ॥

ঘটোৎকচঃ—শান্তং শান্তং পাপম্। রাক্ষসেভ্যোঽপি ভবন্ত এবক্রূরতবাঃ। কুতঃ,

ন তু জতুগৃহে সুপ্তান্ ভ্রাতৄন্ দহন্তি নিশাচরাঃ
শিরসি ন তথা ভ্রাতুঃ পত্নীং স্পৃশন্তি নিশাচরাঃ।
ন চ সুতবধং সংখ্যে কর্তুং স্মরন্তি নিশাচরাঃ
বিকৃতবপুষোঽপ্যুগ্রাচারা ঘৃণা ন তু বর্জিতা ॥ ৪৭ ॥

দুর্যোধনঃ—

দূতঃ খলু ভবন্ প্রাপ্তো, ন ত্বং যুদ্ধার্থমাগতঃ।
গৃহীত্বা গচ্ছ সন্দেশং, ন বয়ং দূতঘাতকাঃ ॥ ৪৮ ॥

ঘটোৎকচঃ—(সরোষম্) কিং দূত ইতি মাং প্রধর্ষয়সি? মা তাবদ্ ভোঃ? ন দূতোঽহম্।

অলং বো ব্যবসায়েন, প্রহরধ্বং সমাহতাঃ।
জ্যাচ্ছেদাদ্ দুর্বলো নাহমভিমন্যুরিহ স্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥
মহানেষ কৈশোরকোঽয়ং মে মনোরথঃ। অপি চ,

দষ্টোষ্ঠো মুষ্টিমুদ্যাম্য তিষ্ঠত্যেষ ঘটোৎকচঃ।
উত্তিষ্ঠতু পুমান্ কশ্চিদ্ গন্তুমিচ্ছেদ্ যমালয়ম্ ॥ ৫০ ॥
(সর্বে উত্তিষ্ঠন্তি)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পৌত্র ঘটোৎকচ, মর্ষয়তু মর্ষয়তু ভবান্। মদ্বচনাদ্ অবগন্তা ভব।
ঘটোৎকচঃ—ভবতু, ভবতু। পিতামহস্য বচনাদ্ দূতোঽহমস্মি। তথাপি হি ন শক্নোমি রোষং ধারয়িতুম্। কিমিতি বিজ্ঞাপ্যঃ?
দুর্যোধনঃ—আঃ কস্য বিজ্ঞাপাম্? মদ্বচনাদেবং স বক্তব্যঃ।
কিং ব্যর্থং বহু ভাষসে? ন খলু তে পারুষ্যসাধ্যা বয়ং
কোপায়ার্হসি কিঞ্চিদেব বচনং, যুদ্ধং যদা দাস্যসি।
নির্যাম্যেষ নিরন্তরং নৃপশত-চ্ছত্রাবলীভির্বৃত্ত
স্তিষ্ঠ ত্বং সহ পাণ্ডবৈঃ, প্রতিবচো দাস্যামি তে সায়কৈঃ ॥৫১॥
ঘটোৎকচঃ—পিতামহ, এষ গচ্ছামি।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—পৌত্র, গচ্ছ, গচ্ছ।
ঘটোৎকচঃ—ভো ভো রাজানঃ। শ্রূয়তাং জনার্দনস্য পশ্চিমঃ সন্দেশঃ।
ধর্মং সমাচর, কুরু স্বজন-ব্যপেক্ষাং
যৎকাঙ্ক্ষিতং মনসি সর্বমিহানুতিষ্ঠ।
জাত্যোপদেশ ইব পাণ্ডবরূপধারী
সূর্যাংশুভিঃ সমমুপৈষ্যতি বঃ কৃতান্তঃ ॥ ৫২ ॥
ইতি।
(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

দূতঘটোৎকচং নামোৎসৃষ্টিকাঙ্কং সমাপ্তম্

উরুভঙ্গ

ভূমিকা

(এক)

উৎসে ফেরা

মহান্ নাট্যকার ভাস-কৃত একাঙ্কিকা 'ঊরুভঙ্গ' বহুলাংশে মহাভারতের মহাযুদ্ধপর্বের অন্তিম পর্যায়ের বৃত্তান্তকে উপজীব্য করে লেখা। মূলের সাথে মিল বা অমিল যাই খুঁজি না কেন—মহাভারতের নবম পর্ব—শল্যপর্বের অন্তর্গত গদাপর্বে আমাদের যেতে হবে। তার আগে আমরা আমাদের আলোচ্য একাঙ্কিকাটির কথাবস্তু সংক্ষেপে উপন্যস্ত করি :

যুদ্ধে কৌরবপক্ষ বিধ্বস্ত, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র আজ কোথায়? অবশিষ্ট কেবল দুর্যোধন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অবশ্য পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ সবাই রয়েছেন। নিহত রাজা-রাজড়াদের ছিন্নভিন্ন দেহে সমাকীর্ণ সারা সমন্তপঞ্চক এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে প্রাণহীন হাতি, রথ এবং অস্ত্র-শস্ত্র সব ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-ওখানে।

এমনি ভয়াল মৃত্যুপুরী, সমন্তপঞ্চকের আকাশে বাতাসে সহসা ধ্বনিত হল পুনঃ ঘনঘোরগর্জন—পৃথিবী-কাঁপানো সেই গর্জনে সচকিত সকলে ক্রমে জানতে পারল—ঐ শব্দ আসলে গদাযুদ্ধে উদ্যত দুই বীরপুঙ্গবের মত্ত রণহুংকার। গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই যোদ্ধা আর কেউ নন—দ্রৌপদীর অবমাননার প্রতিশোধের সুযোগসন্ধানী ভীমপ্রতিজ্ঞ ভীমসেন আর শত ভ্রাতার শোচনীয় হত্যায় ক্ষিপ্ত দুর্যোধন। কুরুকুল ও যদুবংশের পূজ্য অভিভাবক ব্যাস, বলদেব, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখের সম্মুখেই শুরু হয়েছে এই গদাযুদ্ধ।

নানাভাবে জানা কৌশলে দুই বীর পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলেন। কাঁধে, কপালে, বুকে আঘাতে প্রত্যাঘাতে গদাশব্দে চারদিক মুখর হয়ে উঠল। রক্তের ফোয়ারা ছুটছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই দু'জনের কারো, শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করে পুনর্বার ঘোরনাদে গদাপ্রহারে প্রবৃত্ত হচ্ছেন—দুর্যোধন লাফ দিয়ে আঘাত করছেন—ভীম সে আঘাত ব্যর্থ করলেন, আবার ভীম ছুটে চললেন দুর্যোধনের দিকে, দুর্যোধন বিশেষ কৌশলে সে প্রচেষ্টা বিফল করে দিলেন। এ তুমুল গদাযুদ্ধে কেউ যেন কারো চেয়ে কম নন—তবু মনে হয়, দুর্যোধনের হাত প্রচণ্ড শক্তিধর ভীমের তুলনায় পাকা।

দুর্যোধনের দারুণ আঘাতে ভীমের মাথা থেকে সবেগে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো, হাত পা শিথিল হয়ে পড়ল তাঁর, তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে ব্যাস প্রমাদ গুণলেন, যুধিষ্ঠির অস্থির হলেন, বিদুরের চোখ ঝাপসা হল। অর্জুন হাতে তুললেন গাণ্ডীব, কৃষ্ণ তাকালেন আকাশের দিকে। অরা, বলদেব শিষ্যের কৃতিত্বে লাঙল ঘোরাতে লাগলেন।

না, দুর্যোধন কিন্তু ঐ দুর্বল মুহূর্তে অবসন্ন ভীমকে কোন আঘাত করলেন না। রণ-সৌজন্যে তরপুর দুর্যোধন তাঁকে বললেন—ভয় করো না ভীমসেন, বীর কখনও বিপন্নকে হত্যা করেন না।

এই মুহূর্তে ভীমকে বিদ্রূপে জর্জর হতে দেখে কৃষ্ণ নিজ উরুতে আঘাত করে কী এক ইঙ্গিত করলেন তাঁকে, এবং সেই ইঙ্গিত তাঁকে দিল নূতন প্রাণশক্তি। নিজ গদা চিত্রাঙ্গদাকে দু'হাতে সজোরে ধরে সগর্জনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

নবোদ্যমে শুরু হল আবার গদাযুদ্ধ। সহসা ভীম দুর্যোধনের লাফিয়ে ওঠার মুহূর্তে কৃষ্ণের ইঙ্গিতমত রণনীতি বিসর্জন দিয়ে গদাঘাতে দুর্যোধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন। পড়ে গেলেন দুর্যোধন। দুর্যোধনের পতন দেখে দ্বৈপায়ন আকাশে উঠলেন। চোখ মেলে দুর্যোধনের এদশা দেখতে পারছিলেন না বলদেব, তাই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। এই ফাঁকে ব্যাসের নির্দেশমত ভীমকে পাণ্ডবেরা চারদিকে বাহুবেষ্টন রচনা করে সরিয়ে নিয়ে গেলেন—চলার পথে কৃষ্ণের দুটি বাহু হল ভীমের অবলম্বন।

এইভাবে ভীমের নিরাপদ নিষ্ক্রমণ দেখতে দেখতে ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে বলদেব অগ্রসর হলেন সমুপস্থিত রাজাদের দিকে, বললেন তিনি—তাঁর উপস্থিতিকে পর্যন্ত গ্রাহ্য না করে ভীম যুদ্ধের রীতিনীতি বর্জন করে যা করলেন, তা ক্ষমার অযোগ্য। এর পর তিনি দুর্যোধনকে ততক্ষণ নিজেকে সামলে রাখতে বললেন যতক্ষণ না তিনি ভীমের রক্তাক্ত বুকে তাঁর মারাত্মক হল চালনা করেন।

দূর থেকে বলদেবের এই ভীষণ সংকল্পের কথা শুনতে পেয়ে দুর্যোধন ঐ অবস্থায় ভাঙা দুই উরু সহ দেহটাকে টানতে টানতে কোনমতে বলদেবের কাছে এলেন, মাথা নত করে সনির্বন্ধ নিবেদন করলেন তিনি,—ভগবন্! প্রসন্ন হোন আপনি। ত্যাগ করুন আপনার ক্রোধ। কুরুকুলের প্রয়াতদের উদ্দেশে তর্পণবারি দিতে বেঁচে থাক পাণ্ডবেরা, আমাদের তো সব শেষ—'বৈরং চ বিগ্রহকথাশ্চ বয়ং চ নষ্টাঃ'। বলদেব কিন্তু তবু তাঁর সংকল্পে অবিচল। দুর্যোধন তখন তাঁকে নিবৃত্ত করতে বললেন—ভীমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, আমার শত ভ্রাতা স্বর্গত, আর আমার এই দশা। কি লাভ যুদ্ধ করে?

বলদেব জানালেন—তাঁর চোখের সামনেই দুর্যোধনকে ঐভাবে প্রতারিত করাতেই তাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে।

দুর্যোধন কিন্তু নিজেকে প্রতারিত বলতে চান না—তাই তাঁর কণ্ঠে বিস্ময় জাগে—'বঞ্চিত ইতি মাং ভবান্ মন্যতে?' শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন বলদেবকে বললেন যে, জগতের প্রিয় হরিই তাঁকে ঐভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

এরপর দেখা যায়—দুর্যোধনের সন্ধানে এগিয়ে আসছেন শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, সঙ্গে গান্ধারী এবং দুর্যোধনের দুই রাণী; তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে দুর্যোধনের শিশুপুত্র দুর্জয়। ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন দুর্যোধনকে। চলতে চলতে শ্রান্ত দুর্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র বলেন,—'যাও, পিতার কোলে বিশ্রাম কর।' দুর্জয় আবিষ্কার করল—তার পিতা মাটিতে বসে আছেন। পিতার কোলে উঠতে চাইল দুর্জয়, দুর্যোধন তাকে বারণ করলেন। দুর্জয় জানতে চায়—কেন তাকে কোলে বসতে বারণ করা হচ্ছে। শোক-গদগদ কণ্ঠে দুর্যোধন বলেন—'তোমার পরিচিত ঐ বসার জায়গাটি আর নেই, আমিও আর থাকছি না।' দুর্জয় জিজ্ঞেস করে—'মহারাজ, কোথায় যাবেন?' 'যেখানে আমার শত ভ্রাতা গেছেন'—জানান তিনি। 'আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন'—মিনতি করে দুর্জয়। দুর্যোধন তাকে বলেন: 'যাও পুত্র, এ কথাটা ভীমকে বল।'

এর পর দেখা যায়—দুর্জয় তার পিতাকে পিতামহ-পিতামহী ও মায়েদের

কাছে নিয়ে যেতে চায়। সে যে এখনও ছোট্ট ছেলে, সে কথা দুর্যোধন তাঁকে বুঝিয়ে দেন।

এর পর ঘটে এক অতি করুণ সাক্ষাৎকার। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রার্থনা করেন—যে সম্মান-সহ তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেই সম্মান-সহই তিনি যেন স্বর্গে যেতে পারেন।

আর, গান্ধারীকে প্রণাম করে তিনি প্রার্থনা করলেন: 'যদি কোন পুণ্য আমি করে থাকি, তবে জন্মান্তরেও আপনিই যেন আমার জননী হোন।'

গান্ধারী তদুত্তরে বললেন: 'আমার মনের কথাটাই তুমি বললে।'

দুর্যোধনকে দেখে রানী মালবী রোদন করছিলেন। দুর্যোধন তাঁকে বোঝালেন যে, তিনি যুদ্ধের নানা ক্ষতে তথা শোণিতে ভূষিত হয়ে এক অভিনব সুষমা লাভ করেছেন। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন তো তিনি করেন নি। অতএব, তাঁর মত ক্ষত্রিয়নারীর এ সব ভেবে রোদন করা সমীচীন নয়।

রানী পৌরবীকেও বললেন তিনি: বেদোক্ত নানা যজ্ঞও তিনি অনুষ্ঠান করেছেন, বান্ধবদের ভরণ করেছেন, শত্রুদের দমন করেছেন, শরণাগতদের সন্তুষ্টি-বিধান করেছেন, সংগ্রামে মহা মহা সেনানীকে পর্যুদস্ত করেছেন। এসব ভেবে তাঁর মত পুরুষের স্ত্রীর রোদন করার কথা নয়।

পৌরবী বললেন—সহমরণের সংকল্পে তিনি মন বেঁধেছেন, তাই কান্না নেই তার।

এরপর দুর্যোধন দুর্জয়কেও ডেকে বললেন,—সে যেন পাণ্ডবদের পিতৃবৎ সেবা করে, কুন্তীর আদেশ পালন করে, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে মাতৃবৎ সম্মান করে, পিতার দেহাবসানে যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে তিলোদক দান করে।

অতঃপর সেই শোকাকুল রণাঙ্গনে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন অশ্বত্থামা—তাঁর ধনুকের টঙ্কার আকাশে বাতাসে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রতিপক্ষের সমুচিত জবাব দিতে তিনি রণোদ্যত—কিন্তু কোথায় তাঁর সাথে যুঝবার মতো যোদ্ধা?

এগিয়ে গেলেন তিনি দুর্যোধনের কাছে, ঘোষণা করলেন—সপাণ্ডব কৃষ্ণকে তিনি শাসন করবেন।

দুর্যোধন তাঁকে নিষ্ফল প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন, কারণ একে একে প্রায় সকলেই তো গেছেন— অবশিষ্ট আর ক'জনই বা আছেন, বিশেষত তাঁর নিজের যখন এই অবস্থা, তখন গুরুপুত্রের ধনুক ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

অশ্বত্থামা তখন বললেন, ভীমসেন যুদ্ধে তাঁর দুটি উরুই কেবল চূর্ণ করেনি, দর্পও চূর্ণ করেছে।

এ অভিযোগ অস্বীকার করলেন দুর্যোধন, কেননা সম্মান রাখতেই না তিনি সংগ্রাম বরণ করেছিলেন। তাছাড়া, সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, বালক অভিমন্যুকে ঐভাবে বধ করা, পাশাখেলার ছলে পাণ্ডবদের শ্বাপদসংকুল আরণ্য জীবনে ঠেলে দেওয়া—এ সব ভাবলে দেখা যাবে, সেই তুলনায় তাঁর দর্প চূর্ণ করতে পাণ্ডবেরা অতি সামান্যই করেছে।

অশ্বত্থামা তখন তাঁর শপথের কথা ব্যক্ত করলেন যে, নৈশযুদ্ধ শুরু করে তিনি পাণ্ডবদের দগ্ধ করবেন। এ কাজে বলদেবেরও সমর্থন মিলল।

ইত্যবসরে অশ্বত্থামা বিনা অনুষ্ঠানে কেবল ব্রাহ্মণবাক্যবলে দুর্জয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। দুর্যোধন বলে উঠলেন—'হন্ত। কৃতং মে হৃদয়া-

নুজ্ঞাতম্।' অতঃপর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুর্যোধন এক স্বপ্নিল আচ্ছন্নতার আবিষ্ট হয়ে বীরের স্বর্গারোহণের নানা সুখদৃশ্য দেখতে দেখতে গতাসু হলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সংকল্প করলেন, পুত্রহীন নিষ্কুল রাজ্যে ধিক্! সজ্জনের শরণ্য তপোবনেই তিনি যাবেন।

অশ্বত্থামা উচ্চারণ করলেন তাঁর সংকল্প—অদ্য রজনীতে সৌপ্তিকবধে প্রস্তুত আমি ধনুর্বাণহস্তে চললাম।

(দুই)

মহাভারতে দুর্যোধনের উরুভংগকে কেন্দ্র করে আগে পরে যা ঘটেছে, প্রাসঙ্গিক কথাসূত্র হিসেবে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এখানে দেওয়া প্রয়োজন। মূলে আছে:

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁর একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হলে দুর্যোধন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। তাই তিনি দ্রুত গদাহস্তে পূর্বমুখে প্রস্থান করলেন। পথিমধ্যে সঞ্জয়ের সংগে দেখা। দুর্যোধন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তাঁকে বললেন, "পিতাকে বোলো—মহাযুদ্ধ থেকে পালিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে আমি এই দ্বৈপায়ন হ্রদে শুধু প্রাণে বেঁচে আছি।" এই কথা বলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করে জলস্তম্ভন-বিদ্যাবলে জল স্তম্ভিত করে তথায় আত্মগোপন করে রইলেন।

সঞ্জয়ের মুখে দুর্যোধনের সংবাদ পেয়ে কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা চলে এলেন সেই হ্রদের তীরে। তাঁরা কতো করে দুর্যোধনকে জল থেকে উঠে আসতে বললেন। দুর্যোধন অনুনয় করে জানালেন—রাতটা তিনি বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যুদ্ধে তাঁদের সংগে মিলিত হবেন, তার আগে নয়।

এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ জলপানের জন্য সেই হ্রদের নিকটে উপস্থিত হয়েছিল। পাণ্ডবেরা যে দুর্যোধনকে কতো খোঁজাখুঁজি করছিলেন, সে কথা ব্যাধেরাও জানত। আড়ালে থেকে তারা দুর্যোধন ও কৃপাচার্যদের সমস্ত কথা শুনল। দুর্যোধন যে হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন, একথা বুঝতে তাদের বাকি রইল না। এমন সংবাদ পাণ্ডবদের দিতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো পুরস্কার মিলবে—এই আশায় তারা অবিলম্বে গিয়ে ভীমের কাছে সব বলল। ব্যাধদের প্রচুর অর্থ দিয়ে পাণ্ডবেরা চললেন দ্বৈপায়নে। অভিমানী দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির কড়া কথায় বললেন, "সবাইকে যমের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে প্রাণভয়ে পালিয়ে এলে দুর্যোধন? বীর হয়ে এ কাজটা তুমি কেমন করলে? ওঠ, যুদ্ধ কর।"

দুর্যোধন বললেন, "কার জন্য আর যুদ্ধ করব? আমি মৃগচর্ম পরে বনে যাব, আপনারা রাজ্য ভোগ করুন।" যুধিষ্ঠির তখন বাক্যের কশাঘাতে দুর্যোধনকে জর্জরিত করলেন। অসহিষ্ণু হয়ে জল থেকে উঠে এলেন দুর্যোধন!

এরপর যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবমত দুর্যোধন যে-কোন একজনের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করতে সম্মত হলেন। ভীম গদা হাতে নিয়ে দুর্যোধনকে আহ্বান করলেন যুদ্ধে। যুদ্ধের উপক্রম হিসেবে প্রথমে চলল কিছুক্ষণ তীব্র বাগ্‌যুদ্ধ। এমন সময় হলায়ুধ বলরাম এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন—দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দেখার জন্য। বলরাম সম্মত হলেন।

বাগ্‌যুদ্ধের পর আরম্ভ হল তুমুল গদাযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন—এঁদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? উত্তরে কৃষ্ণ জানালেন—ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাজিত করা অসম্ভব। কৃষ্ণ স্পষ্টই বললেন—ছলনা ছাড়া দুর্যোধনকে বধ করার অন্য উপায় নেই। ক্ষেত্রবিশেষে দেবতারাও এরূপ ছলের আশ্রয় নেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করার যে প্রতিজ্ঞা ভীম সভায় করেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁরও উল্লেখ করলেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে ভীমকে দেখিয়ে নিজের বাম উরুতে চপেটাঘাত করলেন—

"ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ॥"

এরপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে ভীম মহাবেগে দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে ছুটলেন, দুর্যোধন আঘাত পরিহারের জন্য লাফ দিয়ে শূন্যে ওঠামাত্র ভীম সিংহের ন্যায় গর্জন করে গদাঘাতে তাঁর উরুদ্বয় ভগ্ন করলেন। সশব্দে ভূতলে নিপতিত হলেন দুর্যোধন: 'স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্‌'

এরপর যুধিষ্ঠির সাশ্রুকণ্ঠে দুর্যোধনকে বললেন—'দুঃখ করো না ভ্রাতা। তোমারই পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল তুমি ভোগ করছ—'নূনং পূর্বকৃতং কর্ম সুঘোরমনুভূয়তে।' যুধিষ্ঠির এও বললেন যে, দুর্যোধন বীরের যোগ্য মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে যাবেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ রাজ্য পেয়েও স্বজনবিয়োগের দারুণ দুঃখ ভোগ করবেন।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত বলরাম ভীমকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। নাভির নীচে আঘাত করে ভীম শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করেছে—এই বলে চীৎকার করতে করতে বলরাম তাঁর লাঙল তুলে ছুটলেন ভীমের দিকে। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বলরামকে—বোঝালেন তাঁকে নানা ভাবে যে, এটা ছলনা হলেও ধর্মচ্ছল। তা ছাড়া প্রতিজ্ঞাপূরণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ভীম দ্যূতসভায় শপথ করেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরু তিনি গদাঘাতে ভাঙবেন, আর মহর্ষি মৈত্রেয়ও এই মর্মে দুর্যোধনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

বলরাম আর এগোলেন না ঠিকই, কিন্তু অপ্রসন্ন মনে যাত্রা করলেন দ্বারকার অভিমুখে।

এরপর যোদ্ধারা দুর্যোধনের শোচনীয় উরুভঙ্গে আনন্দ করতে লাগলেন আর ভীমের প্রশংসা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তখন যোদ্ধাদের নিয়ে স্থানত্যাগে উদ্যত হলেন। দুর্যোধন থাকতে না পেরে কোনমতে দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করে বললেন: 'কংসবাসের পুত্র, তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের এই সর্বনাশ। নির্লজ্জ, তুমিই ভীমকে উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে।'

উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—'যা কিছু ঘটেছে সবই তোমার পাপের পরিণাম।'

এইভাবে দুজনের বাদানুবাদ চলতে থাকল। দুর্যোধন শেষে বললেন—যথাযথ রাজধর্ম পালন করে সম্মুখযুদ্ধে বীরের মত মৃত্যুবরণ করে তিনি এখন সুহৃদ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে স্বর্গে যাবেন, কিন্তু পাণ্ডবরা প্রতি মুহূর্তে দুঃখময় জীবন যাপন করবেন।

এই কথা বলামাত্র স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ গীতবাদ্য করতে লাগল, সিদ্ধগণ বলে উঠলেন, "সাধু, সাধু।" লজ্জায় মরে গিয়ে পাণ্ডবেরা স্থানত্যাগ করলেন।

অতঃপর দুর্যোধনের কথামতো কৃপাচার্য দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করলেন। দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে অশ্বত্থামা প্রস্থান করলেন। দুর্যোধন সেই অবস্থায় কালরাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

শল্যপর্বের বৃত্তান্ত মোটামুটি এখানেই শেষ। এরপর সৌপ্তিকপর্বের বৃত্তান্তাংশ কিছুটা প্রসঙ্গত এসে পড়ে। তা হল: সুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীপুত্রদের বধ করে শেষরাতে অশ্বত্থামা ছুটলেন দুর্যোধনের কাছে। দুর্যোধনের প্রাণপ্রদীপ তখন নির্বাপিতপ্রায়। অশ্বত্থামা বললেন তাঁর সৌপ্তিক-বধের কৃতিত্বের কথা। শুনে চক্ষু মেলে দুর্যোধন তাঁকে অভিনন্দিত করে বললেন, "আজ নিজেকে ইন্দ্রের মত সুখী মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হোক, স্বর্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।" এই বলে দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করলেন। ভূতলে পড়ে রইল তাঁর দেহ, তিনি চললেন স্বর্গে।

এইবার আমরা দেখব—ভাস তাঁর এই একাঙ্কিকা 'ঊরুভঙ্গ' কাহিনীর উৎসের কতটা কাছাকাছি বা সে উৎস থেকে তিনি কোথায় কতটা সরে এসেছেন!

(১) ভাস এ নাটকে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণ নিজে তাঁর ঊরুতে আঘাত করে ভীমকে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের সংকেত দিয়েছেন, কিন্তু মহাভারতে এ কাজটি করেছিলেন অর্জুন।

(২) এ নাটকে গদাযুদ্ধের দর্শকদের মধ্যে ব্যাস ও বিদুরের উপস্থিতি লক্ষণীয়, যার উল্লেখ মহাভারতে নেই।

(৩) এ নাটকে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র দুর্যোধনের অন্বেষণে আসতে দেখা গেছে, পৌত্র দুর্জয় তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে, উপরন্তু দুর্যোধনের দুই রানী মালবী ও পৌরবীকেও স্বামীর সন্ধানে আনা হয়েছে।

মহাভারতে কিন্তু ঊরুভঙ্গের পরে দুর্যোধনকে দেখতে ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী কেউ আসেন নি ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁরা তখন দূরে হস্তিনাপুরে। তাছাড়া, দুর্যোধনের পুত্র বা পত্নীর অনুরূপ উপস্থিতির কোন উল্লেখ মূলে নেই।

অনুরূপ একটি মাত্র পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাসের উদ্ভাবনী শক্তি এবং নাট্যকার হিসেবে কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশ এখানে এত ঘরোয়া এবং অন্তরঙ্গ যে, দুর্যোধন স্নিগ্ধ স্বজনপরিবৃত হয়ে শেষশয্যায় শেষ মুহূর্ত কটি আবেগে ও স্নিগ্ধতায় অবিস্মরণীয় করে তুলেছেন।

(৪) এ নাটকে আমরা দেখছি—দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিপ্রের বচন অনুসারে দুর্জয়কে দুর্যোধনের সম্মুখে রাজপদে অভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু মহাভারতে এ রকম মুহূর্তে আমরা অন্য এক অভিষেকের কথা শুনি—তা হল কৃপাচার্যকর্তৃক সেনাপতিপদে অশ্বত্থামার অভিষেক।

(৫) ভাস ঊরুভঙ্গে দুর্যোধন-চরিত্রের পরিকল্পনায় মূল থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধনের তীব্র বাদানুবাদ এখানে অনুপস্থিত।

(৬) মহাভারতের তুলনায় বলরামের ভূমিকাও এ নাটকে অনেকটা স্বতন্ত্র। মূলে দেখি—রুষ্ট বলরাম ভীমের প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলে কৃষ্ণ

তাঁকে অনুনয়-বিনয় করে নিবৃত্ত করতে তৎপর। আর, এ নাটকে কৃষ্ণ নন, স্বয়ং দুর্যোধনই বলদেবকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট।

(৭) অশ্বত্থামার যুদ্ধোৎসাহ তথা সৌপ্তিকবধের ব্যাপারে দুর্যোধনের সমর্থন এ নাটকে দেখানো হয় নি, দুর্যোধন বরং অশ্বত্থামাকে অনুরোধ করেছেন—'ধনুর্মুচ্যতু ভবান্ (আপনি ধনুক ত্যাগ করুন)।' কিন্তু মহাভারতে দেখি, দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধচালনার দায়িত্ব দিতে উদ্গ্রীব তিনি বলেছেন—'আচার্য, শীঘ্রং কলশং জলপূর্ণং সমানয়।' অতঃপর কৃপাচার্যকে অনুরোধ করেছেন—'মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণপুত্রোঽভিষিচ্যতাম্।' (আমার অজ্ঞাতসারে হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, দ্রোণপুত্রকে অভিষিক্ত করুন)।

(৮) 'উরুভঙ্গে' দুর্যোধনের মৃত্যু দেখানো হয়েছে সৌপ্তিকবধের পূর্বে, কিন্তু মহাভারতে সৌপ্তিকবধের সংবাদে অশ্বত্থামাকে অভিনন্দিত করে তবেই দুর্যোধনের মৃত্যু ঘটেছে।

আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে 'উরুভঙ্গ'

নাট্য-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা

ভাস বরাবরই তাঁর লেখার 'প্রস্তাবনা'র পরিবর্তে 'স্থাপনা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। উরুভঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। এই 'স্থাপনা'র মধ্যে সূত্রধার এবং পারিপার্শ্বিকের পারস্পরিক সংলাপ থেকে নিদারুণ সে সংবাদ পেঁৗছে গেল শ্রোতার কাছে—তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে দুই মহাবলশালী যোদ্ধা—ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে। এই সংবাদ দিয়েই স্থাপনার দায়িত্ব এখানে শেষ।

এর পর ঘটে তিন জন সৈনিকের প্রবেশ। সৈনিকের মুখে যুদ্ধ ও বিচিত্র সব যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা যত ভালো শোনাবে, তত আর কারো মুখে নয়। নিপুণ নাট্যকার ভাস খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই বাস্তব-বোধের নাটকীয় ফসল শ্রোতার কাছে সযতনে পেঁৗছিয়ে দিয়েছেন। নাট্যতাত্ত্বিক নিয়মে প্রকৃত অঙ্ক-দেহের মধ্যে যা যা প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে অন্যতম বিষয় যুদ্ধ। ভাস নিয়মের কথা ভেবেই হোক্, না ভেবেই হোক্, বিষ্কম্ভকের মধ্যে তিনজন সৈনিকের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে ভীম ও দুর্যোধনের মারাত্মক গদাযুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল, উভয়ের শারীর ভঙ্গী তথা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং যোদ্ধাদের ঘিরে সমবেত ব্যাস-বলদেব-যুধিষ্ঠির-অর্জুন-বিদুর প্রমুখ দর্শকদের পরিবর্তমান হাবভাব তথা হর্ষ-বিপদের সুন্দর সালঙ্কার কাব্যিক ধারাবিবরণী শুনিয়েছেন শ্রোতাদের। না, যুদ্ধের এবংবিধ পরোক্ষ অথচ বাঙ্ময়, জীবন্ত বর্ণনাকে তথাকথিত অর্থোপক্ষেপক 'বিষ্কম্ভকে' স্থান দিয়ে ভাস নাট্য-নিয়মের কোন অবমাননা করেন নি। ভীমের অন্যায় আঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ তথা পতন এবং ভীমের রণাঙ্গন থেকে সতর্ক নিষ্ক্রমণ—এ দুটি প্রধান সংবাদ যথাযথ পরিবেশিত হয়েছে এই বিষ্কম্ভকে। আর, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ হলায়ুধের সরোষে ভীমের অনুসরণের সংবাদে ভাবী সংঘর্ষের আশঙ্কায় সবার উদ্বিগ্ন হবার পালা। এখানেই অবসিত হল বিষ্কম্ভক।

এরপর নাটকের অংকেব তথা মূল অংশের শুরু। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের গতি অতি স্বচ্ছন্দ ; নাটকীয় বৃত্ত ও নূতন নূতন ঘটনার সংশ্লেষে পুষ্ট ও চমৎকারিতায় ঋদ্ধিমান্। স্থাপনায় ভাস যে 'সংকীর্ণলেখ্যামিব চিত্রপটম্' যুদ্ধের কথা শুনিয়েছেন সূত্রধারপ্রমুখাৎ, বিষ্কম্ভকে যে যুদ্ধের

অনুপম বাণী-আলেখ্য তিনি এঁকে দেখিয়েছেন ভটত্রয়ের জবানীতে, এবার সেই যুদ্ধের ফলশ্রুতি নানা চরিত্রের ইচ্ছা, কৃতি, যত্ন ও উপলব্ধির আলোয় শবলিত করে পরিবেশন করেছেন সার্থক নাট্যবেত্তা মহাকবি ভাস। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি, চরিত্র এবং তার অনুভূতির অনুগত ভাষাও কেমন অনায়াসে এসে পড়েছে। দুর্যোধন-চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতাও ঘটনার ধারাস্রোতে পর্যাপ্ত পরিণতির দিকে অব্যাহত এগিয়ে চলে। কিন্তু কোথায় সেই ধীরোদ্ধত পুরুষ যিনি 'ব্যায়োগ' শ্রেণীর এ রূপকের নায়ক? ছলনাপরায়ণতার কোন অবকাশ তো এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্যোধনের মধ্যে নেই। তবে ভীমসেনই কি সেই অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ধীরোদ্ধত নায়ক? ভীমসেনই যদি নায়ক হবেন, তবে তিনি কি শুধু ছলনায় দুর্যোধনকে বিধ্বস্ত করার নেপথ্য-নায়ক হয়েই এ রূপকের প্রধান বা 'আধিকারিক' নায়ক? মনে রাখতে হবে, 'ঊরুভঙ্গ' একটি অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যকাব্য। কাজেই, কোন এক ঘটনার (সে ঘটনা যতই দুর্ধর্ষ বা মহতী হোক না কেন—) কৃতিত্বের দরুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রূপে উল্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও দৃশ্যকাব্যে যার আদৌ কোন উপস্থিতি নেই তথা নাটকের কেন্দ্রীয় বস্তু-ভাগকে পর্যাপ্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে যার কোন ভূমিকা নেই, সে কিভাবে রূপকে 'নেতা' রূপে স্বীকৃত হতে পারে? তাই ভীমের পক্ষে এ রূপকের নেতা বা আধিকারিক নায়ক হওয়া মুশকিল। অন্যদিকে, ঊরুভঙ্গের দুর্যোধন 'বেণীসংহারের' দুর্যোধনের মত ধীরোদ্ধত তো নন, এ দুর্যোধনকে ঠিক ধীরোদাত্তও বলা চলে না। সত্যি বলতে কি, এ দুর্যোধন আলঙ্কারিক নিরিখে নির্দিষ্ট যে কোন শ্রেণীর নায়কই হোন বা কোন অনির্দেশ্য শ্রেণীর শরিক হোন—ঊরুভঙ্গের 'নেতা' যে ইনিই, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

'ঊরুভঙ্গে'র একটি আভ্যন্তর সাক্ষ্যও এ মতের অনুকূল। পিতা-মাতা-বধূ-পুত্রের উপস্থিতির সময় থেকে মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত দুর্যোধন স্বনামে নাটকীয় পাত্র রূপে চিহ্নিত না হয়ে 'রাজা' বলে পরিগণিত হয়েছেন। সংস্কৃত নাটকে নায়ককে (যে নায়ক নিজে রাজাও বটে) তাঁর নামের পরিবর্তে 'রাজা' বলে উল্লেখ করার রীতি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। তাই 'রাজা' শব্দের অনুরূপ ব্যবহার এ নাটকে দুযোধনের নায়কত্বের পক্ষেই সমর্থন জ্ঞাপন করছে। সংশয় একটা থাকে—তা হল নাটকের পূর্বাংশে 'দুর্যোধন' আর উত্তরাংশে তার পরিবর্তে 'রাজা'—এটা লিপিকর-প্রমাদ নয় তো? হলেও হতে পারে, কিন্তু যখন থেকে যেভাবে এই 'রাজা' শব্দের ব্যবহার এ নাটকে আমরা পাই, তাতে নাট্যকারের এক সুগভীর অভিপ্রায়ের ব্যঞ্জক হয়ে উঠেছে এই 'রাজা' কথাটি। ধৃতরাষ্ট্র যখন ডাকছেন : পুত্র দুর্যোধন! অষ্টাদশাক্ষৌহিণী-মহারাজ! ক্বাসি?' তখন তার উত্তর এভাবে পাচ্ছি :

রাজা—অদ্যাস্মি মহারাজঃ।

দুর্যোধন যে অবস্থায় পড়ে নিজ পরিজনের কাছে এগিয়ে যেতে পারছেন না, তার মধ্যে রাজকীয়তার লেশমাত্র নেই, কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের কাছে 'রাজা', স্বভাব-রাজা দুর্যোধন নিজের কাছে তো চিরদিনই রাজা।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের কথাও মনে পড়ে। ভূলুণ্ঠিত দুর্যোধনকে ভীম-পদাঘাত করলে যুধিষ্ঠির তাঁকে নিষেধ করে বলছেন :

একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥ ৯।৫৯।১৭

এইবার আসি নাটকের শেষ স্মরণীয় দৃশ্য তথা সংলাপে। এ দৃশ্য দুর্যোধনের মৃত্যু-দৃশ্য, এ সংলাপ দুর্যোধনের শেষ সংলাপ। মহাভারতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার উদ্দেশে দুর্যোধন শেষ শুভশংসন জানিয়েছেন :

"স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সংগমঃ পুনঃ।"

এর পর মহাভারতকায় জানিয়েছেন, দুর্যোধন সবাইকে কাঁদিয়ে স্থূল শরীর পৃথিবীতে ফেলে রেখে স্বর্গে চলে গেলেন—'অপাক্রামদ্দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ'। এ ছাড়া মহাভারত থেকে আমরা জেনেছি, ভীমের অন্যায় আঘাতে দুর্যোধনের পতনে উল্কাপাত প্রভৃতি ভয়ংকর উৎপাত দেখা দিয়েছিল এবং বাসুদেব-দুর্যোধন সংলাপে বাসুদেবের প্রতি ধিক্কারে দুর্যোধন যখন তাঁর বিধিমত যজ্ঞ-দান-প্রজাপালন প্রভৃতি কর্মের উল্লেখ করে তাঁর স্বর্গগতির উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কথা শোনান, তখন স্বর্গ থেকে পুষ্পবর্ষণ প্রভৃতি বহু শুভ নিমিত্ত দেখে সপাণ্ডব বাসুদেব লজ্জিত হয়েছিলেন। মূলের এ কথাগুলি মনে রেখে এবারে আমরা ভাস-কৃত এ রূপকে দুর্যোধনের মৃত্যু-দৃশ্যে তাঁর স্বর্গত পিতৃপিতামহ, কর্ণ, শত ভ্রাতা, অভিমন্যু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর স্বর্গীয় সাক্ষাৎকার এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরার অভিনন্দন তথা সহস্রহংসবাহিত বীরবাহী বিমানে তাঁর স্বর্গপ্রয়াণের মর্মস্পর্শী বিষয়ের যদি সম্যক্ অনুধাবন করি, তবে দুর্যোধনের এ মৃত্যু যে রাজার যথার্থ বীরোচিত রাজকীয় মৃত্যু,—এ কথা মানতে বোধ হয় কারো কোন আপত্তি থাকবে না। এ 'মৃত্যু' 'উরুভঙ্গ' রূপকের নায়কের মৃত্যু। কিন্তু মঞ্চের উপরে এ মৃত্যু-দৃশ্য নাট্যশাস্ত্রীয় নিয়মে তো অনাচার, অতএব নিষিদ্ধ। কিন্তু ভাস তবু দেখালেন। এক শ্রেণীয় পণ্ডিত মনে করেন—ভাস এখানে নাট্যশাস্ত্রোক্ত নিয়মের লংঘন খুব একটা করেন নি, কারণ মৃত্যুর ব্যাপারটা তিনি মঞ্চের মধ্যে দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এ তো নায়কের মৃত্যু নয়, প্রত্যুতপক্ষে, নায়কের ঈশ্বরবিদ্বেষী ঘৃণিত শত্রুর শোচনীয় মৃত্যু নায়কের অভ্যুদয়েরই নামান্তর। প্রাচীনকালে পতঞ্জলির উল্লিখিত 'কংসবধ' নাটকে তো কংসবধের দৃশ্য দেখানো হোত। অতএব নাস্তিক, অনাচারী, পাপিষ্ঠ শয়তানের এতাদৃশ মৃত্যু দেখানোর একটা প্রথা সম্ভবত অনিষিদ্ধ ছিল। এই প্রথায় স্বতন্ত্র ধারার অনুসৃতি ভাসের কিছু নাট্যকর্মে আমরা দেখতে পাই। সেদিক থেকে ভাসের এই-জাতীয় মৃত্যুদৃশ্যের অংকমধ্যে অবতারণা খুব দোষের নয়। তাঁর 'বালচরিতে'ও আমরা দামোদরের হাতে চাণূর ও কংসের মৃত্যু দেখতে পাই। এই সব পণ্ডিতের মতে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্যোধন এ রূপকে প্রতিনায়ক। তাঁর সমুচিত শাস্তিই এ রূপকের বিষয়।

প্রথিতযশা সাহিত্যমীমাংসক এ. বি. কীথ্ বলেন : "In the Urubhanga Duryodhana's hauteur to the highest of Gods meets with its just punishment Duryodhana is the chief subject, but not the hero, of the piece which manifests the just punishment of the impious. The death of Duryodhana is admirably depicted " (The Sanskrit Drama—Page 106.)

আমরা কিন্তু দুর্যোধনের এই মৃত্যুদৃশ্যের উপস্থাপনে ভাসের নাট্য-চিন্তার অভিনবত্ব যেমন দেখি, তেমনি তিনি যে এ মৃত্যুকে দুর্যোধনের পাপের পরিণতি বলে আদৌ প্রতিপন্ন করতে চান নি, তাও হৃদয়ঙ্গম করি। এ মৃত্যু দুর্যোধনের নায়কোচিত মহনীয় মৃত্যু।

এ গেল নাট্যরীতির দিক। এবারে আমরা প্রসঙ্গত 'ঊরুভঙ্গে' নাট্যাভিনয়ে যে বৈচিত্র্য দেখি, তার কিছু আলোচনা করব। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন—

"প্রয়োগো দ্বিবিধশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো নাটকাশ্রয়ঃ।
সুকুমারস্তথাবিদ্ধো নাট্যযুক্তিসমাশ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ নাট্যাভিনয় মুখ্যত দ্বিবিধ—(১) আবিদ্ধ ও (২) সুকুমার। আবিদ্ধ অভিনয়ে সংঘর্ষ-সংগ্রাম, শারীরিক ঘাত-প্রতিঘাত, ছলনা-ইন্দ্রজাল, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি উদ্ধত অমানবিক ব্যাপার প্রকটীভূত নয়। দেব, দানব, রাক্ষস ও মদোন্মত্ত মানুষই এই 'আবিদ্ধ' অভিনয়ের যথার্থ পাত্র। আর, 'সুকুমার' অভিনয়ে স্নেহ-প্রেম, মমতা-মাধুর্য এবং হৃদয়ের আরো বহু সুকুমার বৃত্তির কান্ত-কোমল প্রকাশ ঘটে। মানবিকতায় অভিষিক্ত এ অভিনয়ের পাত্র-পাত্রী প্রধানত 'মানুষ'। 'আবিদ্ধ' অভিনয়ে স্ত্রী-ভূমিকা অতি অল্প, কারণ, স্ত্রীজনোচিত স্নিগ্ধ-মেদুরতায় নির্মম সে কাঠিন্যের যদি কিছু হানি হয় পাছে, তাই। কিন্তু 'সুকুমার' অভিনয়ে নারীর ভূমিকা নৃত্য-গীতে, সারল্যে-তারল্যে, কান্ত-কোমলে, প্রেমে-প্রণয়ে অতি মূল্যবান্। নারীর ঈদৃশ ভূমিকায় এ অভিনয় সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের লালিত্যে সহজেই মন কেড়ে নেয়।

দশ প্রকার রূপকের মধ্যে যারা যারা উক্ত 'আবিদ্ধ'-সংজ্ঞক অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত তাসের মধ্যে 'ব্যায়োগ' অন্যতম। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন ঃ

ডিমঃ সমবকারশ্চ ব্যায়োগেহামৃগো তথা।
এতান্যাবিদ্ধসংজ্ঞানি বিজ্ঞেয়ানি প্রযোক্তৃভিঃ॥
(না. শা. ১৪।৬০)

"ঊরুভঙ্গ" যে 'আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে' 'ব্যায়োগ' শ্রেণীর রূপক, সে কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং ঊরুভঙ্গে তথাকথিত আবিদ্ধ অভিনয়েরই জয়জয়কার লক্ষণীয় হবার কথা। যুদ্ধ-বিগ্রহ-ছলনাসংকুল এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় হিংসা-লোভ ও জিগীষার আদিময়তার এক উগ্র-উদ্ধত রাজসিক রূপ। "এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় পূর্ণাঙ্গ 'রূপক' নহে, ইহা সম্পূর্ণ এক সংগ্রাম-চিত্র (fighting picture)। প্রারম্ভে সংগ্রামের উত্তেজনা, পরিশেষে বিজয়ের উন্মত্ততা, ইহাই এই জাতীয় নাটকীয় রূপ অথবা রূপকের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে সংগ্রাম-সংকট থাকিলেও নাটকীয় সংকট (dramatic crisis) নাই, আত্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা থাকিলেও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাই।" (ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, পৃঃ ৯৪)

'ঊরুভঙ্গে' এই 'আবিদ্ধ' অভিনয় পূর্বাংশে যেমন রয়েছে, উত্তরাংশেও কিছু কিছু রয়েছে। কিন্তু ছেদ্য-ভেদ্য-যুদ্ধাত্মক অভিনয় আমরা এ রূপকের গদাযুদ্ধপর্বে আদৌ চোখে দেখি না, কানে শুনি ; এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় যে, অনুরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় তথাকথিত নাট্যতাত্ত্বিকদের অননুমোদিত। তাই বিষ্কম্ভকে বরং ভটদের নিপুণ অভিনয়েই আমরা সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের পরিবেশ, আরম্ভ, উত্তেজনা এবং উন্মত্ততার নিখুঁত এক ছবি পেয়েছি। অতঃপর বলদেবের ক্রুদ্ধমূর্তি, রণ-হুঙ্কার, ভীমের বক্ষে লাঙ্গল-চালনার সোচ্চার সংকল্প এবং পাণ্ডবদের বধ করে দুর্যোধনের স্বর্গপথের অনুযাত্রী করার স্পর্ধিত উচ্চারণে আমরা 'আবিদ্ধ' অভিনয়ের পরিচয় পাই। নাটকের শেষাংশে উদ্যতাস্ত্র অশ্বত্থামার আবির্ভাবে এবং তাঁর যুদ্ধোদ্যমে তথা একেবারে শেষে পাণ্ডবদের নৈশ যুদ্ধে দগ্ধ করার শপথে ও সেই শপথের রূপায়ণে তীরধনুক হস্তে তাঁর 'সৌপ্তিকবধ' যাত্রায় আমরা 'আবিদ্ধ' অভিনয়েরই

পরিচয় পাই। রঙ্গমঞ্চের উপরে বলদেব ও অশ্বত্থামার এ জাতীয় অভিনয় আমরা যেমন দেখি, তেমনি শুনি, বিষ্কম্ভকে কথিত আবিদ্ধাংশের সঙ্গে এর এই পার্থক্য কিন্তু লক্ষণীয়।

তবুও এ রূপক নামে 'উরুভঙ্গ', শ্রেণীতে 'ব্যায়োগ' এবং অভিনয়ে 'আবিদ্ধ'—হলেও এগুলোই এর বড় পরিচয় সম্ভবত নয়। 'সুকুমার' অভিনয়ের কোমলতা, স্নিগ্ধতা এবং কারুণ্যের সুষমাও এ রূপকের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে, যা 'আবিদ্ধ' অপেক্ষা দর্শক-মনের ওপর বরং বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারীর উপস্থিতির আবেগ-পেলব দৃশ্য, তাঁদের সঙ্গে কথোপথনের মুহূর্তে দুর্যোধনের আত্মনিবেদন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকসিক্ত সংলাপ, দুর্জয়ের জন্য দুর্যোধনের সশঙ্ক ভাবনা, পিতৃ-পাদবন্দনের অক্ষমতায় দুর্যোধনের মানসিক প্রতিক্রিয়া, অবস্থার পরিবর্তনে স্নেহের পুত্তলী পুত্র দুর্জয়ের কোলে চড়ার ব্যর্থ জিদ, দুর্যোধনের আত্ম-সমীক্ষা, রানীদের অনবগুণ্ঠিত মস্তকে রণাঙ্গনে স্বামীর সন্ধান, গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনের পুনর্জন্মলাভের বাসনা প্রভৃতি স্থলগুলি 'সুকুমার' অভিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অতএব, এদিক থেকে অর্থাৎ 'আবিদ্ধ' ও 'সুকুমার' অভিনয়ের একসঙ্গে পাশাপাশি থাকায় এই যে নাট্যাভিনয়-বৈচিত্র্য, এদিক থেকেও 'উরুভঙ্গ' এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। অবশ্য, উরুভঙ্গের কারুণ্য এবং এই দ্বিবিধ অভিনয়ের সংমিশ্রণ, আর সব শেষে 'অভ্যুদয়ান্ত' শব্দের মনোমত ব্যাখ্যান ('অভ্যুদয়ঃ অন্তে যস্য'র পরিবর্তে 'অভ্যুদয়স্য অন্তঃ যস্মিন্') অবলম্বন করে কেউ কেউ একে 'উৎসৃষ্টিকাঙ্ক' বলতে চান, কিন্তু তাও সম্ভব নয়, কারণ—উৎসৃষ্টিকাঙ্কে পাত্র প্রাকৃত মানুষ, যুদ্ধ কেবলই বাগ্‌যুদ্ধ। স্ত্রী-ভূমিকার বাহুল্য, উপস্থিতির তারল্য তথা বিলাপের রোল ঐ রূপককে করুণার্দ্র করে তোলে এবং এতে তার উচ্চাঙ্গের নাট্যশিল্পে উত্তরণের পথও প্রায় রুদ্ধ হয়। সর্বোপরি, উৎসৃষ্টি-কাঙ্কের শেষটা যথার্থই 'অভ্যুদয়ান্ত' হবে, না 'বিয়োগান্ত' হবে, সেটা রীতিমত সন্দিগ্ধ বিষয়। নাট্যশাস্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে—'কর্তব্যোঽভ্যুদয়ান্তঃ'; দশরূপক বা সাহিত্যদর্পণে অবশ্য এ কথাটির কোন উল্লেখ নেই বা এর কোন পরিবর্ত শব্দও নেই, এমনকি অনুরূপ মর্মে কোন ব্যাখ্যানও নেই।

সুতরাং, সব দিক বিবেচনা করে 'উরুভঙ্গ' সম্পর্কে একথা অকুণ্ঠে বলা যায় যে, এই নাট্যগ্রন্থটির রূপ (form) ও আঙ্গিক (Technique) এমনি ধরনের যে, প্রথাসিদ্ধ কোন এক শ্রেণীর রূপকের সঙ্গে এর হুবহু মিল নেই। সেদিক থেকে এ রূপক নিজেই একটি অভিনব 'টাইপ'।

'উরুভঙ্গে' ভাসের ভাষা ও শৈলীগত স্বাতন্ত্র্যও বেশ চোখে পড়ে। দৃশ্যকাব্য হলেও তথাকথিত সালংকারা কাব্যরীতিই এখানে পরিস্ফুট। তাই অন্যান্য নাটকের তুলনায় এ নাটকে ভাসের লেখনীতে গদ্যের মত পদ্যেও কিছুটা বেশি কাঠিন্য, ওজস্বিতা এবং কোথাও কোথাও কিছু দুরূহতাও স্থান পেয়েছে। অথচ এমন স্থলও অবিরল যেখানে অন্যান্য বহু নাটকের নাট্যকার ভাসের ভাষারীতিকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। চিত্রকল্প (image) সৃষ্টিতেও তাঁর আয়াস-সাধ্যতা চোখ এড়ায় না, যেমন ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি যুদ্ধকে এক ভয়ঙ্কর যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাতিদের শুঁড়গুলি যজ্ঞের যূপ,

বিক্ষিপ্ত বাণগুলি ছড়ানো কুশ, নিহত হাতিদের স্তূপীকৃত দেহগুলি যজ্ঞের বেদী যাতে বৈরবহ্নি প্রদীপ্ত রয়েছে, তুমুল রণনির্ঘোষ যজ্ঞের পূত মন্ত্রের উচ্চকণ্ঠে-উচ্চারণ, পতিত মানুষগুলি যজ্ঞের মেধ্য পশু। ভাসের এ লেখায় আর এক বিসদৃশ বিস্ময় দীর্ঘসমাসবদ্ধ বহু বিশেষণান্বিত সম্বোধন যা অশ্বত্থামার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—"ভো ভোঃ। সমরসংরম্ভোভয়বল-জলধি-সঙ্গম-সময়-সমুত্থিত-শস্ত্র-নক্র-কৃত্তাবগ্রহাঃ স্তোকবশেষশ্বাসানুবদ্ধমন্দপ্রাণাঃ সমরশ্লাঘিনো রাজানঃ।" দুঃখের বিষয়, এ জাতীয় দৃষ্টান্ত এ নাটকে এই একটিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই সামান্য কিছু বৈসাদৃশ্য বাদ দিলে আর সর্বত্র ভাসের গদ্য এবং পদ্য অত্যন্ত হৃদ্য। সংলাপগুলিও প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর এবং পরিস্থিতি ও মানসিকতায় ঔচিত্যের অনুগত এবং শিল্পগুণে সমৃদ্ধ।

চরিত্র-চিত্রণ

ভাসের অলোকসাধারণ নাট্যপ্রতিভার সর্বাপেক্ষা সার্থক ফসল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি। চরিত্রসৃষ্টিতে, সে যে ধরণের চরিত্রই হোক না কেন, ভাসের পরিকল্পন-পটুত্ব, মানবমনের গহন অনুধ্যান এবং বাস্তবের ক্যানভাসে কল্পনার ইন্দ্রধনু আঁকার মুনশীয়ানা তাঁকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রথম কক্ষার শ্লাঘ্য আসনে বসিয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে একদিকে যেমন রয়েছে জীবনধর্মিতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে নাটকে বর্ণিত ঘটনার বা ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে চরিত্রের একটা সুসংগত আনুগত্য।

তাঁর অনন্যসাধারণ নাট্যকৃতি একাঙ্ক 'উরুভঙ্গে' মহাকবি ভাস 'দুর্যোধন' চরিত্রটি কিভাবে এঁকেছেন, সে বিষয়েই এখন আমরা মনোনিবেশ করছি।

যোদ্ধা দুর্যোধন তথা ব্যক্তি দুর্যোধনের হার-না-মানা জীবনের অন্তিম পর্বটিকে নিয়ে ভাস অতি অন্তরঙ্গতার সঙ্গে নিবিড় অনুশীলন করে মহাভারতোক্ত অন্ধকার দিক্‌গুলিতে স্বকীয় প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রভা-প্রক্ষেপণে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অভিনব এক 'দুর্যোধন' নির্মাণ করেছেন। এ দুর্যোধনকে আমরা ঠিক মহাভারতে পাই না, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্য কোন গ্রন্থেও পাই না। 'উরুভঙ্গে'র দুর্যোধন একান্তভাবেই ভাসের অসাধারণ অনন্য সৃষ্টি।

'উরুভঙ্গে'র দুর্যোধন চরিত্রটিকে যাতে সুষ্ঠু অনুধাবন করা যায়, তার জন্য আমরা ভাসের অন্যান্য নাটকে দুর্যোধন-চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত ও উপস্থাপিত হয়েছে, তার কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্বে করে নিতে চাই। উরুভঙ্গ ছাড়া আর যে তিনটি নাটকে দুর্যোধন-চরিত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য হল—'পঞ্চরাত্র'।

'পঞ্চরাত্র' রূপকের প্রধান নায়ক দুর্যোধন। পঞ্চরাত্রের দুর্যোধন মহাভারতের দুর্যোধন থেকে কেবল মহত্তরই নন, মানবিকগুণে তিনি অনেক বেশি আকর্ষণীয়। মহাভারত-কাহিনী থেকে অনেক সরে এসে ভাস এখানে ধর্মনিষ্ঠ, সত্যসংকল্প, উদার মহনীয় এক ব্যক্তিত্বরূপে দুর্যোধন-চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। রাজ্যার্ধ দেবার জন্য যুদ্ধের কোন অবতারণার কথা এখানে নেই। পাণ্ডবদের আবিষ্কারের যে শর্ত—তাও কুটিলপ্রকৃতি শকুনির সংযোজন। রাজ্যার্ধ না দিলে পাণ্ডবেরা তা কেড়ে নেবে, দ্রোণের এই মন্তব্যে দুর্যোধনের আত্মাভিমানে যে আঘাত লেগেছে—এটাও লক্ষণীয়। যিনি দেবার জন্য ব্রতী, সেখানে

কেড়ে নেবার প্রসঙ্গ সত্যি অমর্যাদাকর। কিন্তু না, কোন প্ররোচনাই দুর্যোধনকে তাঁর সংকল্প থেকে চ্যুত করতে পারে নি।

অধিকন্তু, দুর্যোধন-চরিত্রের অপূর্ব বাৎসল্য ও মানসিকতার দিকটিও এ নাটকে অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট। অর্জুন-নন্দন অভিমন্যু গোহরণ-যুদ্ধে কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড বলশালী বিশালদেহী এক পুরুষের হাতে বন্দী হয়। এ সংবাদ শোনামাত্র ক্ষোভে লজ্জায় শংকায় চঞ্চল দুর্যোধন অবিলম্বে অভিমন্যুর মুক্তির জন্য তৎপর হলেন। তিনি বললেন—'অহমেবৈনং মোক্ষয়ামি'—তাঁর জাগ্রত বিবেকবাণী—জ্ঞাতিবিরোধজনিত বৈরিতা তো বড়দের ব্যাপার, তার মধ্যে বালকদের জড়ানো অনুচিত, তাদের তো কোন দোষ নেই—

"অথ চ মম স পুত্রঃ পাণ্ডবানাং তু পশ্চাৎ।
সতি চ কুলবিরোধ নাপরাধ্যন্তি বালাঃ ॥ ৩/৪

'দূতবাক্যে'ও ভাস দুর্যোধনকে অনেকটা পঞ্চরাত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতেই আঁকতে চেয়েছেন। শান্তিকামী পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৃষ্ণ এসেছেন দুর্যোধনের কাছে। তাঁর প্রস্তাব—পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে হবে। দুর্যোধন কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, বিদ্রূপ করে বলেনঃ "পরাজিত শত্রুর কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে হয়। কেউ তা ভিক্ষা করে না অথবা কেউ তা দান করে না।" (শ্লোঃ ২৪) এখানে কৃষ্ণকে উত্ত্যক্ত করতে দুর্যোধন যে নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করেছেন, তার পেছনে রয়েছে সেই কুচক্রী প্রভাব। মানুষ দুর্যোধন এখানে পরিবেশ-পরিজনের প্রভাবে নিজের মদোদ্ধত রূপটিকেই প্রকট করে তুলেছেন।

'দূত-ঘটোৎকচে'র কাহিনী, বলতে গেলে, সবটাই ভাসের উদ্ভাবিত। এখানেও দুর্যোধন তাঁর আত্মাভিমান অক্ষুণ্ণ রেখে অভিমন্যু-বধকে যুদ্ধের অন্যতম অবাঞ্ছিত অথচ অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে সমর্থন করেছেন। যোদ্ধা-রূপে তিনি সামরিক স্বার্থে একে সমর্থন না করে পারেন নি, আবার রাজারূপে তাঁর কর্তব্য হল—নিজ রাজ্যাধিকারে যাতে কারো কোন আঘাত না আসে, তা সুনিশ্চিত করা। যোদ্ধার ভূমিকাই হোক, আর রাজার ভূমিকাই হোক, তা পালনের পন্থা সম্পর্কে তাঁর কোন বাছ-বিচার আমরা দেখলাম না। আদর্শগত-ভাবে তাঁকে সমর্থন করা যায় না বটে, কিন্তু তাঁর মানবীয় দোষ-গুণ তাঁকে মহাভারতোক্ত বৃত্তের বাইরে এনে বৃহত্তর পরিধিতে উপস্থাপিত করে দোষে-গুণে ভরা সর্বজনবেদ্য মানুষরূপে তাঁকে চিত্রিত করেছে। সমস্ত সংশোধনের অতীত এক দুবৃত্তরূপে ভাস তাঁকে দেখান নি, যেমন ব্যাস দেখিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় কতকগুলি দুর্বলতা যেমন তাঁকে দূষিত করেছে, তেমনি অতি বিরল মানুষের মধ্যে লক্ষণীয় দুর্লভ কিছু বৈশিষ্ট্য তাঁকে ভূষিত করেছে। মহাকবি ভাস তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে সর্বপ্রযত্নে দুর্যোধনকে মানবিক নায়ক (human hero) করে গড়ে তুলেছেন।

অতঃপর, 'উরুভঙ্গে' ভাস পুনর্বার দুর্যোধনের নায়কোচিত ঔদার্যের ওপরেই আলোকসম্পাত করেছেন। বিষ্কম্ভকে প্রথম ভটের উক্তিতে আমরা জানতে পারি—ভীমসেন দুর্যোধনের গদাপ্রহারে ধরাশায়ী হলে দর্শকদের মধ্যে যখন সন্ত্রাস, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ভীমসেন যখন দুর্যোধনের শেষ আঘাতের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছেন, যথার্থ বীর দুর্যোধন তখন তাঁকে হাসতে হাসতে অভয় দিয়েছেন—"...ন তু ভীম! দীনং বীরো নিহন্তি সমরেষু ভয়ং ত্যজেতি" ॥২২॥ আর্ত বিপন্ন শত্রুকে আঘাত করতে নেই—এই শাস্ত্রকথা তথা বীরচরিত

দুর্যোধন ভোলেন নি, তাই পরম শত্রুর চরম দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তিনি ভীমকে কোন আঘাত তখন করেন নি। অথচ, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গে ভীমের ভূমিকায় দুর্যোধন পেলেন এর ন্যক্কারজনক প্রতিদান।

ভগ্নোরু দুর্যোধন ভীমের প্রতি কৃতান্তসম ধাবমান বলদেবকে নিরস্ত করতে কীভাবে অশক্ত দেহটাকে দুই বাহু দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে এসে বলছেন: আপনার চরণে চিরপ্রণত এই শির পুনরায় নত করে প্রার্থনা করছি, ক্রোধ ত্যাগ করুন। কুরুকুলের প্রয়াত পুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ-জল দেবার জন্য অন্ততঃ পাণ্ডবদের বাঁচতে দিন। নতুন করে কিছু পাবার যখন নেই, তখন কেন এই বৃথা উদ্যম—"বৈরং চ বিগ্রহকথাশ্চ বয়ং চ নষ্টাঃ।" বলদেবের সঙ্গে দুর্যোধনের সংলাপে এটা স্পষ্ট যে, ঊরুভঙ্গের ঘটনা দুর্যোধনকে শারীরিক দিক থেকে অবসন্ন করতে পারে, মানসিক দিক থেকে নয়। আত্মসচেতন যোদ্ধা তিনি, তাই বলদেবকে তিনি বলেছেন, বহু সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী ভীম তাঁর প্রাণহরণের জন্য যে কাণ্ডটা করেছেন, তাইতে তাঁর প্রাণের মূল্য তিনি পেয়ে গেছেন। বঞ্চনার কথা তাঁকে বলায় তিনি সগর্বে জানালেন—তাঁকে তো কেউ হারাতে পারল না। ছল দিয়ে জয় অনেককেই করা সম্ভব, কিন্তু রণ-কৌশলে জয়—দুর্যোধনকে—কদাপি নয়—

"যদ্যেবং সমবৈষি মাং ছলজিতং ভো রাম! নাহং জিতঃ" ॥৩৪॥

বঞ্চনার প্রসঙ্গে দুর্যোধন শেষপর্যন্ত বলদেবের কাছে রহস্য উন্মোচন করে দিলেন—'জগতঃ প্রিয়েণ হরিণা মৃত্যোঃ প্রতিগ্রাহিতঃ।' মারমুখী ভীমের গদায় সংকেতরূপে কৃষ্ণের প্রবেশের কথাও তিনি বললেন। ভাসের এ নাটকে দুর্যোধনের ঊরুতে গদাঘাতের ইঙ্গিত তো কৃষ্ণই ভীমকে দিয়েছেন। সুতরাং দুর্যোধনের মৃত্যুর জন্য প্রাথমিকভাবে কৃষ্ণই দায়ী। ভীম সেক্ষেত্রে নিমিত্তমাত্র। দুর্যোধনের দুরবস্থা দেখে অশ্বত্থামা ভাবছিলেন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা দুর্যোধন কালের প্রকোপেই ঐভাবে পরাভূত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন সোজাসুজি দুর্যোধনকে জিজ্ঞেস করলেন: "ভোঃ কুরুরাজ! কিমিদম্?" নির্দ্বিধায় তিনি উত্তর দিলেন—"গুরুপুত্র! ফলমপরিতোষস্য।" অন্তরে-বাইরে ক্ষতবিক্ষত দুর্যোধন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যে নূতন এক বোধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এই ঊরুভঙ্গে। ধ্বংসের এবং মৃত্যুর এক সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক চিত্র সম্মুখে তুলে ধরে দুর্যো-ধন যখন বারংবার অশ্বত্থামাকে অস্ত্রত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন, তখন অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে কঠিন বাক্যে আহত করতে ছাড়লেন না, বললেন—"পাণ্ডুপুত্র ভীম গদাঘাতে কেবল আপনার ঊরু দুটিই ভেঙে দেয় নি, দর্পও ভেঙে দিয়েছেন।" একথা শোনামাত্র দুর্যোধন অশ্বত্থামার ভুল ভেঙে দিলেন: "সম্মান নিয়েই তো রাজা, সম্মানই তাঁদের শরীর। সম্মানের স্বার্থেই আমি যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছিলাম।"

অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যে নূতন উপলব্ধির আলোকে দুর্যোধন ঘটনাবলীকে নিরীক্ষণ করেছেন, তাইতে পাণ্ডবের প্রতি যে কী নির্মম অত্যাচার ও অমানুষিক আচরণ করা হয়েছে তার তুলনা তিনি এখন খুঁজে পাচ্ছেন না। দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণলাঞ্ছনা, বালক 'পুত্র' অভিমন্যুর নৃশংস হত্যা, পাশার ছলে পাণ্ডবদের হিংস্র বন্য পশুদের সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য করা—প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে তুলনায় যুদ্ধযজ্ঞে ব্রতী পাণ্ডবরা আমার দর্প হরণ করতে কত অল্পই না করেছে—'স্বল্পং ময়ি তৈঃ কৃতং বিমৃশ ভো!'

সত্যি বলতে কি, ভাসের সৃষ্ট এই দুর্যোধনের কাছে বীর বালক 'অভিমন্যু' অতিনিবিড় স্নেহের এক গোপন ক্ষত, যার জ্বালা দুর্যোধন তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারেন নি। স্বর্গের সুখকর চিত্র যখন মুমূর্ষু দুর্যোধনের দু'চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তখন তারও মধ্যে এক বিরাট প্রশ্ন—এই অভিমন্যু। অভিমন্যুর হত্যার জন্য দুর্যোধন যে কত অনুতপ্ত এবং এই জঘন্য অপকর্মের জন্য তিনি নিজে যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন নি, তারই অনুপম প্রকাশ দুর্যোধনের অন্তিম মুহূর্তে ভাসের সাবলীল লেখনীর যাদুতে ঘটেছে : "অয়মপ্যৈরাবতশিরোবিষক্তঃ কাকপক্ষধরো মহেন্দ্রকরতলমবলম্বা ক্রুদ্ধোঽভিভাষতে মামভিমন্যুঃ।" দুর্যোধনের চোখে অভিমন্যু স্বর্গে গিয়েও সেই কাকপক্ষধর (কানপাটা বা জুলপীধারী) তরুণ অভিমন্যু। দুর্যোধনকে স্বর্গে আসতে দেখে ক্রোধারুণ মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করেই কি যেন বলছে। অর্থাৎ—অভিমন্যুর অসহায় অকালমৃত্যু ঘটানোর জন্য জবাবদিহি দুর্যোধন এই মুহূর্তে নিজের কাছেই নিজে আরেকভাবে করছেন। শুধু এই একটি স্নিগ্ধ কারুণ্যের দুর্বলতার জন্যই এখানে দুর্যোধন-চরিত্র ভাসের হাতে এক অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠেছে। দুর্যোধন-চরিত্রের এই মহনীয় মানবিকতা অবিস্মরণীয়।

অনুরূপ স্নেহ-বাৎসল্যঘন নিবিড় মানবিকতায় অভিষিক্ত দুর্যোধনের আরেক করুণ সুন্দর পরিচয় আমরা পাই এ নাটকেরই আরেক দৃশ্যে, যেখানে তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা তাঁকে খুঁজে খুঁজে ফিরছেন সেই বিবিক্ত প্রান্তরে—"ক্বাসি পুত্র, পুত্রক ক্বাসি" বলে। উঠে যে তিনি পিতামাতার পাদবন্দনা করবেন, সে সামর্থ্যটুকুও ভীম কেড়ে নিয়েছেন। দুর্যোধন তাই বলছেন—"অয়ং মে দ্বিতীয় প্রহারঃ।" স্বামীর শোকে আকুল দুই রাণী প্রকাশ্যে খোলা মাথায় রণাঙ্গণে খুঁজে বেড়াচ্ছেন দুর্যোধনকে। এ দৃশ্যও দুর্যোধনকে সহ্য করতে হচ্ছে। কিন্তু শিশুপুত্র দুর্জয়ের উপস্থিতি বুঝতে পেরে আশঙ্কায় অস্থির হয়েছে তাঁর পিতৃহৃদয়। দুর্জয় তো জগতের পথে এখনও অগ্রসর হয় নি, সে জানে না যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষয়ক্ষতি। সে জানে পিতার কোলে উঠতে। এমত শারীরিক অবস্থাতে দুর্যোধনের স্নেহালু হৃদয় দুর্জয়ের উপস্থিতিতে তাঁকে শতগুণে ক্লিষ্ট করছে (পুত্রস্নেহো হৃদয়ং দহতি।) দুর্জয়ও ঠিক পিতাকে খুঁজে পাওয়া মাত্র তাঁর কোলে চড়ার জন্য এগিয়ে এসেছে। দুর্যোধন তাকে বারবার বারণ করছেন। কিন্তু অবোধ শিশু বুঝতে পারছে না এ নিষেধের কারণটা কি হতে পারে। সরলভাবে তাই জিজ্ঞেস করছে—"অঙ্ক উপবেশং কিং নিমিত্তং ত্বং বারয়সি ?" এটাই দুর্যোধনের কাছে নিষ্ঠুরতম আঘাত ("most unkindest cut of all")। উত্তর তাঁকে দিতে হল :

> "ত্যক্ত্বা পরিচিতং পুত্র। যত্র তত্র ত্বয়াস্যতাম্।
> অদ্য প্রভৃতি নাস্তীদং পূর্বভুক্তং তবাসনম্ ॥৪৪॥

অর্থাৎ তুমি বসো পুত্র। আজ থেকে তোমার পূর্বভুক্ত এ আসনটি আর রইল না। জননী গান্ধারীর নিকট দুর্যোধনের প্রার্থনা ভাসের উদ্ভাবনী প্রতিভার আর এক যাদুসৃষ্টি—

> "নমস্কৃত্য বদামি ত্বাং যদি পুণ্যং ময়া কৃতম্।
> অন্যস্যামপি জাত্যাং মে ত্বমেব জননী ভব" ॥৫০॥

দুর্জয়কে তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে ঠিক তেমনি আচরণ করতে বলছেন, যা অভিমন্যু করত। দুর্যোধনের এই আন্তরক্ষতটাকে এত নিপুণভাবে ভাস ছাড়া

আর কেউ দেখাতে পারেন নি, অথচ এ নাটকের নাম 'উরুভঙ্গ'। দুর্যোধনের আবিষ্কৃত আন্তরক্ষতের কাছে বাইরের এ উরুভঙ্গের ব্যাপারটা যে কত 'বাহ্য' সেটা নামকরণ প্রসঙ্গেও আমরা সূচিত করেছি।

যুদ্ধের সব চাইতে বড় হোতা দুর্যোধন এ নাটকে যেন সর্বকালের যুদ্ধ-শেষের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা, যাঁকে ভুল বুঝে বলদেব বলেছিলেন, "অহো বৈরং পশ্চাত্তাপঃ সংবৃত্তঃ।" অশ্বত্থামা নৈশ অন্ধকারে সৌপ্তিকবধের যে প্রস্তাব দুর্যোধনের কাছে করেছিলেন, দুর্যোধন, হ্যাঁ ভাসের উরুভঙ্গের দুর্যোধন, ব্যাসের মহাভারতের দুর্যোধন নন, সে প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু এই অশ্বত্থামা যখন নিজেই মন্ত্রোচ্চারণ করে দুর্জয়কে বিনা অনুষ্ঠানে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন, তখন দুর্যোধন পরম স্বস্তিতে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন—"হন্ত! কৃতং মে হৃদয়ানুজ্ঞাতম্।" কুরুরাজ সিংহাসনে দুর্যোধনের পুত্র দুর্জয় অভিষিক্ত হয়ে পরম্পরা রক্ষা করুক, কিন্তু না, যুদ্ধের রক্তঝরা ঐতিহ্য দিয়ে নয়—এই প্রত্যাশা নিয়েই যেন দুর্যোধন তাঁর নির্মাতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে আনন্দে সঁপে দিতে চললেন—"পরিত্যজন্তীব মে প্রাণাঃ।..." বীরের মৃত্যুর পরে তাঁকে বীরবাহী বিমান কি ভাবে এসে নিয়ে যায়, সেই দৃশ্য লেগে রইল দুর্যোধনের নিমীলিতপ্রায় আঁখির কোণে—এ তাঁর আত্ম-সমীক্ষারই প্রতিফলন, নিজের প্রাজ্ঞতার দর্পণে নিজেরই পরিণতির প্রতিভাস, শিল্পীর নিজের লেখনীতে নিজেরই সমালোচনা—"এষ সহস্রহংসপ্রযুক্তো মাং নেতুং বীরবাহী বিমানঃ কালেন প্রেষিতঃ। অয়ময়মাগচ্ছামি।" নিজের ভিতরের যুদ্ধে দুর্যোধন শেষ মুহূর্তে বিজয়ী এবং সেই বিজয়ের মহিমায় স্বীয় আত্মার সাথে চিরশান্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে তিনি সসম্মানে স্বর্গে গেলেন।

দর্শকের দৃষ্টিতে "উরুভঙ্গ"

মহান্ নাট্যকার ভাসের রচিত এই 'উরুভঙ্গ' সংস্কৃত সাহিত্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সমগ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এমনটি আর দ্বিতীয় নেই। এ নাটকের বৃত্তান্ত, রূপ, আঙ্গিক, বক্তব্য এবং আস্বাদ্যতা—সব মিলিয়ে এ একটি অভিনব শিল্পকর্ম। নাট্যশাস্ত্রীয় বাঁধনের বেড়াজাল এমন করে আর কোথাও ভাঙা হয় নি।

এ নাটকটি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও একটি সার্থক নাটক, তবে আজকের দিনের সংস্কৃতানুরাগী দর্শকের কাছেও এর ভাষাগত কিছু সরলীকরণ বোধ হয়, অপেক্ষিত। কিন্তু সে যুগের—মহাভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট—সংস্কৃতানুশীলন-পরায়ণ দর্শকদের কাছে এ নাটকের ভাষাগত কিছু কাঠিন্য আদৌ হয়ত গ্রাহ্য নয়। ভটদের মুখে সন্নিবিষ্ট সংস্কৃত সংলাপের মধ্যে শব্দাড়ম্বরের তথা সমাস-জালের মাধ্যমে রণব্যাপৃত যোদ্ধাদের আস্ফালন, অস্ত্রোদ্যম এবং ব্রণনির্ঘোষ তথা বিবিধ অস্ত্রের নানাধরণের শব্দের সমাহারে যুদ্ধের একটি স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এতে বোঝা যায়—ভাস শুধু নাট্যকারই নন, তিনি একজন সার্থক কথাশিল্পীও বটেন। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে তিনি ভালোই জানেন। যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎসতা, যুদ্ধের ভয়ালতা, যোদ্ধাদের মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি ভটদের কথায় কথায় দর্শক-মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যেটা সর্বাংশে যুদ্ধপ্রীতির অনুকূল নাও হতে পারে। বরং এ নাটকে শুরু থেকেই যেন যুদ্ধকে সামনে রেখে যুদ্ধনিবৃত্তির একটা সূক্ষ্ম প্রয়াস লক্ষ্য

করা যায়। বিষ্কম্ভকের পর থেকে নাটক রীতিমত জমে ওঠে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে দর্শকের ঔৎসুক্য ও অবধান ধাবিত হয় নাটকের স্বচ্ছন্দ গতিতে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে দেখবার মতো এবং দেখে অভিভূত হবার মতো এ নাটক এ যুগেও সার্থক মঞ্চাভিনয়ের দাবী রাখে। মাত্র কয়েকটি স্থল বাদ দিলে ভাষা এত সাবলীল ও রসানুগুণ যে সহৃদয় দর্শকের বোঝার পক্ষে অনুবাদও অপরিহার্য নয়।

আর সর্বপেক্ষা যেটা আলোচ্য তথা আস্বাদ্য সেটা হল এ নাটকের বিয়োগান্ত ট্রাজিক মাধুর্য। কথাটাকে আরো একটু বিশদ করে বললে বলতে হয়—এমন একটি ট্রাজেডি সংস্কৃত সাহিত্যে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'। সি. আর. দেবধর বলেন : "The Urubhanga is a tragedy of Duryodhana's defeat and death." কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসকগণ এত সহজে এটা মেনে নিতে চান না। অনেকে তো 'ঊরুভঙ্গ'কে একটি সামগ্রিক নাটক রূপেই মানতে চান না। যেমন Dr. Sukhathankar বলেন : "Urubhanga is not a tragedy in one act, but a detached intermediate act of some drama." এঁদের বক্তব্য হল—'ঊরুভঙ্গ' দুর্যোধনকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁরই পরিণতি ও প্রজ্ঞার কোন নিটোল নাটক নয়। বৃহত্তর নাট্যকর্মের একটি 'অবান্তর' অংকমাত্র। এরূপ বলার কারণ এই যে, মহাভারত ভারতীয় জীবনের গভীরে শিকড় গেড়েছে। তাই প্রথমতঃ মহাভারত থেকে স্বতন্ত্র এই নাটকের স্বাদবৈচিত্র্য, দ্বিতীয়তঃ শুরু থেকে শেষ অবধি দুর্যোধনের অভিনব বোধির এক পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপের এই অসজাতীয়তা ভারতীয় মনকে কেমন বিস্ময়ের আঘাতে আহত করে, চিরন্তন সংস্কারে ঘা মারে। তখন সেই মন নিয়ে, সেই সংস্কার নিয়ে এ নাটকের রস আস্বাদ করতে গিয়ে কোথায় যেন খটকা লাগে—এ যেন ঠিক এরকম না হলেই হোত। অথচ ঠিক কিরকম হবার কথা—তাও ভেবে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এই যে চিরাচরিত আলংকারিক আবেশের প্রাকার ভেঙে নূতন বায়ুর কিছুটা চলাচল, এটা ভাস প্রমুখ মাত্র কয়েকজন নাট্যকারের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আর, এই নূতন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচনে অগ্রণী ভাস 'ঊরুভঙ্গ' মঞ্চের ওপরেই নায়ক দুর্যোধনের মৃত্যু দেখাবার মত দুঃসাহস রাখেন।

এ নাটকে এরিস্টোটলের সূত্রানুসারে কাহিনীগত ঐক্য (unity of plot) ভয় ও করুণা উদ্রেকে সক্ষম ঘটনা বা serious action, নায়কের বিচারণার ত্রুটি-জনিত বিপর্যয়, ছন্দোময় রচনালালিত্য, সংলাপবন্ধ, কাহিনীর পূর্ণাবয়বতা (complete in itself) এবং সর্বোপরি শ্রোতার মধ্যেকার বিমোক্ষণের ক্ষমতা (catharsis)—এ সবগুলির সদ্ভাবের দরুন প্রাথমিকভাবেই একে ট্রাজেডি রূপে অভিহিত করা যায়। এ ট্র্যাজেডির বিয়োগান্ত নায়ক স্বয়ং দুর্যোধন, কেননা, ট্রাজেডি তো তাঁদেরই কাহিনী—"those who have done or suffered something terrible". এ নাটকে আমরা দেখেছি দুর্যোধনের তীব্রতম অন্তর্দ্বন্দ্ব, শ্রেয়োবোধের তাগিদে প্রেয়ের পরিবর্জন কেমনভাবে হৃদয়কে তীব্র-তম অনুভূতিতে পরিস্পন্দিত করে।

ঊরুভঙ্গের দুর্যোধন মহাভারতের দুর্যোধনের মতো দুর্বৃত্তমাত্র নন যে তাঁর অনুরূপ পতনে ও মৃত্যুতে কারো ভয় বিস্ময় বা করুণা জাগে না। তাই, দুর্যোধনের শোকাবহ পরিণতি এখানে পাপীর শাস্তিরূপে প্রতিভাত হতে পারে না। Dr. Keith শুধু দুর্যোধনের মহাভারতীয় রূপটাই দেখেছেন,

ভাস-সৃষ্ট দুর্যোধনকে যথার্থ অনুধাবন করেন নি। তাই বলেছেন : "Duryodhana is the chief subject, but not the hero, of the piece which manifests the just punishment of the impious." অবশ্য ভাসের অনুপম সৃষ্টি উরুভঙ্গের এই দুর্যোধন-চরিত্রের মৃত্যুর মধ্যে Dr. Keith নায়কোচিত মাহাত্ম্য দেখেছেন : "But Duryodhana, with all his demerits as a man, remains heroic in his death"। ভাবতে অবাক লাগে—Shakespeare-এর নাটকে King Lear-এর মৃত্যু tragic বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা দুর্যোধনের মৃত্যুকে 'পাপের বেতন মৃত্যু' বলে সাহিত্যমীমাংসার সহজ সমাধান টেনে দেন। কিন্তু Lear যেমন কালের রথের চাকা থামাতে পারেন না, কিন্তু নিজের মনের চাকাকে ঘোরাতে শুরু করেন এবং সেই নবপ্রজ্ঞার উন্মেষকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জীবনের অন্তর্বীক্ষণ তথা পরিণতির মানদণ্ডে পরিমাপ করা হয়, তেমনি দুর্যোধন যখন তার আত্ম পরিশোধনের মাধ্যমে নূতন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হন, তখন সে জীবনবোধের বিকশিত হবার তথা শক্তিশালী হবার এবং তার মাধ্যমে চরিত্রের আমূল বিবর্তনের সুযোগ বা সময় আর জোটে না, কেবলই তার নববোধের সম্ভাবনার ব্যঞ্জনা দর্শককে বিমুগ্ধ করে—তখন সেখানে কি বলা যায় না "ripeness was all" ?

Dr. Keith যেখানে বলেন দুর্যোধন 'remains heroic in death,' Dr. G. K. Bhat-এর কথায় আমরা তখন বলতে চাই : "What makes Duryodhana a tragic hero is not merely his death but the heroic courage and calm determination with which he accepts his inevitable end."

আর, সব শেষে আমরা এ প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ M. Winternitz-এর মতকে আমাদের মতের প্রতিভূস্থানীয়রূপে উদ্ধৃত করতে চাই : "Of all the Indian dramas, this small piece reminds us of the Greek tragedy, and in fact it ends tragically with the words that Duryodhana enters into the heaven'." "সমস্ত ভারতীয় নাটকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিই কেবল আমাদের গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং বাস্তবিক, এ নাটক 'স্বর্গং গতঃ' অর্থাৎ দুর্যোধন স্বর্গে গেলেন—এই বিয়োগান্ত উচ্চারণ দিয়েই সমাপ্ত হয়।"

সদুক্তিরত্ন

"ন দীনং বীরো নিহন্তি সমরেষু—যথার্থ বীর যিনি তিনি বিপন্ন শত্রুকে যুদ্ধে আঘাত করেন না।

"মানশরীরা রাজানঃ"—রাজাদের কাছে সম্মান তাঁদের শরীরের মতই।

পাত্র-পাত্রী

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভট—তিনজন সৈনিক
দুর্যোধন—কুরুরাজ
বলদেব—বলরাম
ভীম—তৃতীয় পাণ্ডব
দুর্জয়—দুর্যোধনের পুত্র
ধৃতরাষ্ট্র— " পিতা
অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্যের পুত্র
গান্ধারী—দুর্যোধনের জননী
দুই দেবী বা দুই রানী—পৌরবী ও মালবী—দুর্যোধনের পত্নী

✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺ উরুভঙ্গ ✺✺✺✺✺✺✺✺✺

[নান্দীশেষে এবারে প্রবেশ করছেন সূত্রধার]

সূত্রধার—ভীষ্ম আর দ্রোণ যার দুটি তীর, জয়দ্রথ যার জল, গান্ধাররাজ (শকুনি) যার আবর্ত, কর্ণ অশ্বত্থামা আর কৃপাচার্য (যথাক্রমে) যার তরংগ, হাঙগর এবং কুমীর, দুর্যোধন যার স্রোত, শর আর অসি যার সিকতা—শত্রুরূপী সেই নদীকে অর্জুন যে তরণীর সাহায্যে অতিক্রম করেছিলেন, সেই ভগবান্ কেশব শত্রুব্যূহের বন্যা অতিক্রমণে আপনাদের (অভয়) তরণী হোন্[১] ॥১॥

মাননীয় মহাশয়দের কাছে আমি এভাবে ঘোষণাটা করছি। আরে, এ আবার কী! আমি ঘোষণাটা করতে যাচ্ছি, আর এর মধ্যেই কী একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে! আচ্ছা, দেখি গিয়ে।

[নেপথ্যে]

ওহে এই যে আমরা, এই যে আমরা।

সূত্রধার—আচ্ছা, বুঝেছি।

(প্রবেশ করে)

মশাই, এরা আবার কেন?

স্বর্গের লোভে যুদ্ধের মুখে (নিজ) অংগ আহুতি দিতে উদ্যত যারা, গাত্র যাদের শত শত নারাচ ও তোমর[২]-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, মত্ত হাতীর দাঁতের আঘাতে দেহ যাদের দীর্ণ, পরস্পরের শৌর্যের যারা কষ্টিপাথর—সেই পুরুষেরা এভাবে ঘুরছে কেন? ॥২॥

সূত্রধার—মশাই, বুঝছেন না?

শতপুত্র-নেত্রহীন ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে যখন অবশিষ্ট কেবল দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যখন অবশিষ্ট কেবল পাণ্ডবেরা ও জনার্দন আর রাজাদের শবদেহে যখন সমন্তপঞ্চক[৩] সমাকীর্ণ—

তখন শুরু হল ভীম ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, যোদ্ধারা প্রবেশ করল রণক্ষেত্রে যা রাজাদের মৃত্যুর অনন্য নিকেতন : হতাহত হাতি, ঘোড়া, রাজা এবং যোদ্ধাদের ভিড়ে মনে হচ্ছে এ রণাংগনে যেন এলোমেলো-আলেখ্যের এক ছিন্ন চিত্রপট ॥৩॥

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

স্থাপনা

(এরপর তিন সৈনিকের প্রবেশ)

সকলে—এই যে আমরা, এই যে।

প্রথম—আমরা এসেছি এক আশ্রমে—যার এক নাম সংগ্রাম, যা শত্রুতার বাসভূমি, শক্তির পরীক্ষা-ক্ষেত্র, মান ও প্রতিষ্ঠার আশ্রয়; যা অপ্সরাদের যুদ্ধকালীন স্বয়ংবর-সভা, মানুষের শৌর্যের প্রমাণস্থল, রাজাদের অন্তিম সময়ের বীরশয্যা, অগ্নিতে প্রাণাহুতি দানের যজ্ঞ এবং রাজাদের স্বর্গপ্রবেশের সোপান।[৪] ॥৪॥

দ্বিতীয়—ঠিক বলেছেন আপনি।

এই যুদ্ধে পরস্পরের শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ঘটেছে (বীরদের), মৃত মহাহস্তীদের পর্বত-প্রমাণ দেহগুলি পড়ে থাকায় যুদ্ধস্থল রূপ নিয়েছে পার্বত্যভূমির, দিকে দিকে আস্তানা গেড়েছে শকুনিরা ; রথগুলি শূন্য, কারণ মহারথীরা ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। ভীষণ যুদ্ধে বহুক্ষণ মুখোমুখি বীরোচিত শস্ত্রচালনা করে পরস্পরের শস্ত্রাঘাতে নিহত রাজারা স্বর্গে গেছেন। ॥৫॥

তৃতীয়—ব্যাপারটা এরকমই।

শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধযজ্ঞ—যা বৈরিতার বহ্নিতে প্রদীপ্ত, বড় বড় হাতির শুঁড়গুলি যার যূপ, ইতস্ততঃ বিন্যস্ত বাণগুলো যার কুশ, মৃত হস্তিদেহগুলি যার সমিধের সঞ্চিত স্তূপ, উড্ডীনপতাকার সমাবেশে যার বিস্তৃত চন্দ্রাতপ, রণনির্ঘোষ যার উদাত্ত মন্ত্র, আর নিপতিত মানুষগুলি যার উৎসৃষ্ট বলি ॥৬॥

প্রথম—এই আরেকটি দৃশ্য আপনারা (দু'জন) দেখুন।

এই যে পাখিগুলি মাংসে ভেজা ঠোঁট দিয়ে পরস্পর শরাঘাতে নিষ্প্রাণ দেহে রণাঙ্গনে ধরাশায়ী রাজাদের অঙ্গ হতে অলংকারগুলি খুলে নিচ্ছে ॥৭॥

দ্বিতীয়—সমস্ত প্রকার যুদ্ধোদ্যমের জন্য প্রস্তুত সুসজ্জিত যে হাতি তীরধনুকের৫ সম্ভারসহ রাজার অস্ত্রাগারের মত শোভা পাচ্ছিল, তার বর্ম বিধ্বস্ত হওয়ায় সে এখন ঝাঁক ঝাঁক 'নারাচ'-বাণবর্ষণে অবসন্ন হয়ে পড়ছে ॥৮॥

তৃতীয়—এদিকে আরেক দৃশ্য দেখুন।

পতাকার ওপর থেকে খসে-পড়া মালায় রচিত যার শিরোভূষণ, সুতীক্ষ্ণ অমোঘ সায়কে সংলগ্ন যার শরীর, নিয়ত সেই রথীকে রথাগ্র থেকে হৃষ্ট শৃগালীরা টেনে নামাচ্ছে যেমন বধূনারীরা জামাতাকে পালকি থেকে টেনে নামায়৬ ॥৯॥

সকলে—উঃ, কী ভয়াল এই সমন্তপঞ্চক—যার ভূমি নিহত ও পতিত গজ, অশ্ব ও মানুষের রক্তে ক্লিন্ন ; যার চারদিক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বর্ম, ঢাল, ছত্র, চামর, তোমর, শর, কুন্ত, কবচ ও কবন্ধে ভরে গেছে ; যা শক্তি, প্রাস, পরশু, ভিন্দিপাল, শূল, মুসল, মুদ্গর, বরাহকর্ণ, কণপ, কর্পণ, শঙ্কু, ত্রাসি-গদা প্রভৃতি আয়ুধে সমাকীর্ণ।৭

প্রথম—এখানে তো—

মৃত হাতিগুলোর ওপর দিয়ে রক্তের নদী পারাপার করছে, জীবিত যোদ্ধারা, রাজা নেই, সারথিও পড়ে গেছেন, সেই রথগুলোকে টানছে ঘোড়ারা। পূর্বাভ্যাসবশে মুণ্ডহীন ধড়গুলো (এখনও) চলমান। মাহুতহীন মত্ত হাতিগুলো যেখানে ছোটাছুটি করছে ॥১০॥

দ্বিতীয়—এই আর এক দৃশ্য দেখুন—

এই যে শকুনগুলো—চোখগুলো যাদের মহুয়ার কালির মতো বড় বড় এবং কটা, ঠোঁটগুলো যাদের দৈত্যরাজ বলির হাতির জন্য বাঁকা অংকুশের মত তীক্ষ্ণ, বিশালকায় লম্বা লম্বা পাখাগুলো মেলে ধরে আকাশে ভাসছে —এখানে-ওখানে মাংসের টুকরো লেগে থাকায় দেখাচ্ছে যেন প্রবাল-বসানো তালপাখা ॥১১॥

তৃতীয়—সূর্যের প্রখর কিরণে এই রণভূমির চতুর্দিকে মৃত অশ্ব, গজ, নৃপ ও যোদ্ধাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আর নারাচ, কুন্ত, শর, তোমর এবং খড়্গ—পরিব্যাপ্ত ভূভাগ এমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে, যেন আকাশ-থেকে-খসে-পড়া তারাগুলিকে পৃথিবী এখানে ধরে রেখেছে। ॥১২॥

প্রথম—আহা! এহেন অবস্থাতেও ক্ষত্রিয়েরা অটুট শোভায় বিরাজমান। কেননা এখানে—

রাজাদের নির্ভীক মুখে নিষ্কম্প স্থলপদ্মের সৌসাদৃশ্য, কোটর-থেকে-বেরিয়ে-আসা চোখ ভ্রমর, রক্তিম ওষ্ঠাধর কিশলয়, ভ্রূভংগ কমনীয় কেসর, মুকুট কিঞ্চিৎ-বিকশিত নবদল—বীর্যরূপ সূর্যের প্রকাশে এ পদ্ম প্রস্ফুটিত এবং নারাচ-নালে উদ্ধৃত ॥১৩॥

দ্বিতীয়—এরকম সব ক্ষত্রিয়ের ওপরেও মৃত্যু তার প্রভাব কার্যকর করেছে। বিপদে পড়লে মানুষ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

তৃতীয়—মৃত্যুই ক্ষত্রিয়দের সংহার করে।

প্রথম—সন্দেহ কি?

দ্বিতীয়—না, না, আপনি এরূপ বলবেন না।

খাণ্ডবদাহের ধূমে ধূসর যে ধনুকের জ্যা, যে ধনুক সংশপ্তকদের উৎসাদন করেছিল, যে ধনুক স্বর্গের আর্তনাদ প্রশমিত করেছিল, যে ধনুক উপহারস্বরূপ গ্রহণ করেছিল নিবাত-কবচদের প্রাণ, সেই ধনুক ধারণ করে মহেশ্বরের সংগে যুদ্ধে অব্যবহৃত শরসন্ধান করে অর্জুন আজ সংগ্রামের সূচনাতে দর্পোদ্ধত রাজাদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছেন।৮ ॥১৪॥

সকলে—ওঃ, কী শব্দ!

মেঘেরা কি গর্জন করছে? অথবা অশনি-সম্পাতে পর্বতগুলি চূর্ণীকৃত হচ্ছে? কিংবা, তুমুল শব্দোৎপাদী ভয়ঙ্কর বায়ুসংঘাতে ধরণী বিদীর্ণ হচ্ছে? অথবা মন্দরপর্বতের নিভৃত কন্দরগুলির বিরুদ্ধে যার বায়ু-তাড়িত চঞ্চল ক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা অভিঘাতে মুখর, সেই সাগর কি গর্জে উঠছে? ॥১৫॥

আচ্ছা, দেখাই যাক। (সকলের পরিক্রমণ)

প্রথম—ও, এদিকে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এবং মহারাজ দুর্যোধনের মধ্যে গদা-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে—

দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের ফলে ক্রোধে উদ্দীপ্ত ভীমসেন, আর শত ভ্রাতার নিধনহেতু ক্ষিপ্ত দুর্যোধন; কুরুকুল ও যদুবংশের পূজ্য অভিভাবক ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখের সম্মুখে শুরু হয়েছে এই গদাযুদ্ধ।

দ্বিতীয়—ভীমসেনের তপ্ত কাঞ্চনশিলার মতো পুষ্ট আয়ত বক্ষে যখন গদার আঘাত নেমে আসছে এবং দুর্যোধনের ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ কঠিন স্কন্ধ যখন গদার আঘাতে শিথিল হয়ে পড়ছে, তখন এঁদের পরস্পরের বাহু-দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থলে গদাদ্বয়ের প্রচণ্ড সংঘাতেই উত্থিত হচ্ছে এই শব্দ। ॥১৬॥

তৃতীয়—এই যে মহারাজ—

বারংবার মাথা কাঁপার জন্য যাঁর শিরস্ত্রাণ দুলে দুলে উঠছে, যাঁর মুখে ক্রোধে বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় জ্বলজ্বল করছে, অবস্থান পরিবর্তনের সংগে সংগে যাঁর শরীরও বেঁকে যাচ্ছে, আর ক্ষণে ক্ষণে হাত ওঠানামা করছে।

তাঁর দক্ষিণ করাগ্রে ধৃত গদা শত্রুর রক্তে ক্লেদাক্ত, দেখাচ্ছে যেন কৈলাস-পর্বতের শিখর থেকে প্রক্ষিপ্ত ইন্দ্রের ভাস্বর বজ্র। ॥১৭॥

প্রথম—গদার প্রহারে প্রহারে রুধিরসিক্তাঙ্গ পাণ্ডবকে এদিকে দেখুন।

কপালের সামনেটা গেছে ফেটে, ঝরছে রক্ত; পাহাড়ের চূড়ার মতো কাঁধ দুটি গেছে ভেঙে, ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তে বুক গেছে ভিজে; গদার আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতগুলি রক্তে আর্দ্র—ভীমকে দেখাচ্ছে মেরুপর্বতের মতো যার শিলাদেহ থেকে গৈরিকধাতুমিশ্র জলের ধারা নির্গত হচ্ছে। ॥১৮॥

দ্বিতীয়—(মহারাজ দুর্যোধন) ভয়াল গদা নিক্ষেপ করছেন, উল্লম্ফনের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করছেন, (শত্রুর আঘাতের মুখ থেকে) ত্বরিতে নিজ বাহু সরিয়ে নিচ্ছেন, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছেন, পুনর্বার বিশেষ ভঙ্গীতে আক্রমণে উদ্যত হচ্ছেন—একের পর এক আঘাত করেই চলেছেন। গদা-যুদ্ধের শিক্ষা মহারাজের আছে, কিন্তু ভীমসেন বলবান্৯। ॥১৯॥

তৃতীয়—এই-যে—

যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য পর্বতোপম বৃকোদর এখন মাটিতে ঢলে পড়ছেন,—মাথার গভীর ক্ষত থেকে ফিনকি দেওয়া রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর দেহ—যেন বজ্রদগ্ধ গিরিরাজ মেরু মেদিনীতে বসে যাচ্ছে, আর স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে তার বিগলিত খনিজ ধাতু। ॥২০॥

প্রথম—প্রচণ্ড আঘাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ায় ভীমসেন পড়ে যাচ্ছেন। তা দেখে ব্যাসদেব বিস্মিত, এক অঙ্গুলির অগ্রভাগে ন্যস্ত তাঁর উদগ্র আনন।

দ্বিতীয়—যুধিষ্ঠির বিব্রত, বিদুর বাষ্পাকুল।

তৃতীয়—অর্জুন তুলে নিয়েছেন গাণ্ডীব, কৃষ্ণ তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে।

সকলে—যুদ্ধ দেখতে দেখতে বলরাম শিষ্যের (দুর্যোধনের) প্রতি প্রীতিবশে লাঙল ঘোরাচ্ছেন। ॥২১॥

প্রথম—এই-যে মহারাজ—

অভিমান, সৌজন্য, সাহস আর তেজে ভরপুর, বীরত্বের আবাসস্থল, বিবিধ রত্নের বৈচিত্র্যে ভূষিত মুকুটমণ্ডিত যিনি হাসতে হাসতে এরকম বলছিলেন—"ওহে ভীম, বীর পুরুষ কখনও যুদ্ধে বিপক্ষকে আঘাত করেন না,১০ ভয় ত্যাগ কর।" ॥২২॥

দ্বিতীয়—এইমাত্র জনার্দন এমনি বিদ্রূপে ভীমসেনকে জর্জর হতে দেখে নিজ উরুতে আঘাত করে কী যেন ইঙ্গিত করলেন।

তৃতীয়—এবং এই ইঙ্গিতে ভীমসেন অনুপ্রাণিত হলেন।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে, ললাটবিবরের স্বেদবিন্দু হাত দিয়ে মুছে ফেলে, মুখভাব কঠিন করে নিজ গদা চিত্রাঙ্গদাকে দু বাহু বাড়িয়ে ধরলেন এবং হুঙ্কার করতে করতে মাটি থেকে আবার উঠে দাঁড়ালেন—চোখ দুটো তাঁর দৃপ্ত সিংহরাজের চোখের মত জ্বলছে; মনে হচ্ছে, পুত্রের দীন দশা দেখে পবনদেব তাঁকে শক্তি দিয়েছেন। ॥২৩॥

প্রথম—এই রে, আবার আরম্ভ হয়েছে গদাযুদ্ধ! এই পাণ্ডুপুত্র ভূমিতে দুই করতল ঘর্ষণ করে, সজোরে দু বাহুকে যথেষ্ট মর্দন করে, ওষ্ঠ দংশন করে বিক্রমবশে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করতে করতে ধর্মনীতি এমনকি যুদ্ধনীতিও বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র দুর্যোধনের উরুতে গদাপ্রহার করলেন। ॥২৪॥

সকলে—হা ধিক, মহারাজ ভূপতিত।

তৃতীয়—রক্তধারার মাঝে অংগগুলিকে কোনমতে চেনা যাচ্ছে,—এমতাবস্থায় কুরুরাজকে পড়ে যেতে দেখে ভগবান্ দ্বৈপায়ন আকাশে উঠে গেলেন।

অপমানে১১ অবরুদ্ধ হয়েছে বলরামের দৃষ্টি, চোখ তিনি তাই খুলছেন না ; দুর্যোধনের জন্য বলরামকে ক্রোধে মুদ্রিতনেত্র দেখে সন্ত্রস্ত পাণ্ডবগণ ব্যাসের নির্দেশমত বাহুপঞ্জরে সুরক্ষিত করে ভীমকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—এবং ভীম তাঁর নিষ্ক্রমণে কৃষ্ণের বাহুর উপর ভর করে রয়েছেন। ॥২৫॥

প্রথম—আরে, ক্রোধে বিস্ফারিতনেত্র ভগবান্ হলায়ুধ ভীমসেনের নিষ্ক্রমণ দেখতে দেখতে এদিকেই এগিয়ে আসছেন। এই যে,—

আন্দোলনে চঞ্চল যাঁর মাথার মুকুট, ক্রোধে রক্তবর্ণ যাঁর আয়ত নয়নযুগল, ভ্রমরমুখচুম্বিত মালাটাকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করে, অংগে বিলম্বিত স্রস্ত নীলবসন সংযত করে, ভূতলাবতীর্ণ মেঘবেষ্টিত চন্দ্রের মতো তিনি শোভা পাচ্ছেন। ॥২৬॥

দ্বিতীয়—আসুন তবে, আমরাও মহারাজের কাছাকাছি যাই।

উভয়ে—বেশ, উত্তম প্রস্তাব।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]
বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

[অতঃপর বলদেবের (বলরামের) প্রবেশ]

বলদেব—শুনুন শুনুন নৃপগণ, এটা সমীচীন হচ্ছে না।

শত্রুশক্তির কালস্বরূপ আমার হলকে উপেক্ষা করে, যুদ্ধের রীতিনীতির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, আমার উপস্থিতিকে অমর্যাদা করে, দর্পের বশে সে যুদ্ধের মুখে দুর্যোধনের উরুদ্বয়ে১২ গদাঘাত করে কুরুবংশের সদাচারের ঐতিহ্যের সংগে সংগে দুর্যোধনকে ভূমিসাৎ করেছে। ॥২৭॥

ওহে দুর্যোধন, এক মুহূর্ত নিজেকে ধরে রাখ।

যা সৌভনগরীর দ্বার বিধ্বস্ত করেছে, যা মহাসুরের রাজপুরীর চার প্রাকারকে অঙ্কুশের মতো আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করেছে, যা যমুনার জলপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত করেছে, যা শত্রুসৈন্যের প্রাণের নৈবেদ্যে সম্মানিত, সেই হলকে আজ আমি ভীমের বিশাল বক্ষে সদ্যঃ শোণিত স্বেদসিক্ত পঙ্কিল কৃষিরেখা উৎপাদনে নিযুক্ত করব।১৩ ॥২৮॥

[নেপথ্যে]

প্রসন্ন হোন্ প্রসন্ন হোন, ভগবান্ হলায়ুধ !

বলদেব—আহা ! এমন দশায় পড়েও হতভাগ্য দুর্যোধন (সসম্মানে) আমার অনুগমন করছে।

যুদ্ধের চন্দনস্বরূপ রুধিরে রুধিরে সিক্ত ও অনুলিপ্ত যার দেহ, মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলার দরুন ধূলিমলিন যার দুটি বাহু, সেই শ্রীমানকে শিশুর ভূমিকা নিতে হয়েছে ! দেখে মনে হচ্ছে—সে হল সেই বাসুকি অমৃতমন্থন শেষে দেবাসুরেরা (মন্দার) পর্বত থেকে মুক্ত করে দিলে যে শ্রান্ত শিথিল দেহটাকে সাগরের জলে কোনমতে টেনে নিয়েছিল। ॥২৯॥

[অতঃপর দুই ভগ্ন উরু নিয়ে দুর্যোধনের প্রবেশ]

দুর্যোধন—এই যে—

যুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত প্রথা লঙ্ঘন করে ভীম গদাঘাতে আমার দুটি উরুকে ক্ষতবিক্ষত ও ভগ্ন করেছে ; সেই আমি মৃতপ্রায় নিজের দেহটাকে দু বাহুর সাহায্যে ভূমিতে টেনে টেনে বহন করছি। ॥৩০॥
প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন ভগবান্ হলায়ুধ!
ভূপতিত আমার মস্তক আপনার দুটি চরণে আনত। সর্বাগ্রে আপনি আজ আপনার ক্রোধ ত্যাগ করুন—যাতে কুরুকুলের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে—তর্পণবারি বর্ষণের জন্য (পাণ্ডবরূপী) মেঘেরা জীবিত থাকে। শত্রুতা, যুদ্ধকথা এবং আমরা—সব শেষ। ॥৩১॥

বলদেব—ওহে দুর্যোধন, (আর) এক মুহূর্ত নিজেকে ধরে রাখো!

দুর্যোধন—কি আপনি করবেন?

বলদেব—শোন, তবে—
লাঙ্গল চালনা করে তার ফলায় দেহ ক্ষতবিক্ষত করে, মুসলপ্রহারে স্কন্ধ ও হৃদয় বিদীর্ণ করে—রথ, অশ্ব, গজসহ পাণ্ডুপুত্রদের যুদ্ধে নিহত করে স্বর্গের সহযাত্রীরূপে তোমার কাছে এনে দেব। ॥৩২॥

দুর্যোধন—না, না, আপনি একথা বলবেন না।
ভীম তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছে, আমার শত ভ্রাতা স্বর্গে প্রয়াত, আর আমার যখন এই দশা, তখন হে রাম, বিগ্রহে কি কাজ? ॥৩৩॥

বলদেব—আমার সম্মুখে তোমাকে বঞ্চনা করা হল, তাইতেই আমার ক্রোধ।

দুর্যোধন—আমি বঞ্চিত—এটাই তবে আপনি মনে করেন?

বলদেব—সন্দেহ কি?

দুর্যোধন—আঃ, কী আনন্দ! আমার প্রাণের মূল্য, বোধ হয়, পেয়ে গেছি। কারণ—
হে প্রভু বলরাম, চারদিকে জাজ্বল্যমান অগ্নির আবেষ্টনে ভয়ঙ্কর জতুগৃহ থেকে নিজবুদ্ধিতে যে নিজেকে উদ্ধার করেছে, কুবের-আলয়ে যুদ্ধকালে যে দারুণ বেগে পর্বতশিলা নিক্ষেপ করেছে, সেখানে যে হিড়িম্বনামক রাক্ষসপতির প্রাণ হরণ করেছে, সেই ভীমসেন আমাকে শঠতায় পরাস্ত করেছে বলে যদি আপনি মনে করেন, তবে জেনে রাখুন, আমি পরাস্ত হইনি[১৪] ॥ ৩৪ ॥

বলদেব—সম্প্রতি তোমাকে যুদ্ধে বঞ্চনা করার পর ভীমসেন জীবিত থাকবে?

দুর্যোধন—কিন্তু আমি কি ভীমসেনের ছলনার শিকার হয়েছি?

বলদেব—কে তবে তোমার এই দশা করেছে?

দুর্যোধন—শুনুন—
যিনি ইন্দ্রের মানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পারিজাত তরুও হরণ করেছিলেন, যিনি সহস্র দিব্য বর্ষ সাগরজলে যোগলীলায় শয়ন করেছিলেন, জগতের প্রিয় সেই হরি সহসা ভীমের ভয়াল গদায় প্রবেশ করে অকপট-যুদ্ধপ্রেমী আমাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছেন। ॥৩৫॥

[নেপথ্যে]

সরে যান, সরে যান মশাইরা, সরে যান।

বলদেব—(দেখে) হায় হায়! শোকসন্তপ্তহৃদয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীসমেত এদিকেই আসছেন ; পথ দেখিয়ে দিচ্ছে দুর্জয়, আর পেছন পেছন আসছেন অন্তঃপুরবাসিনীরা।
ইনিই তো সেই পুরুষ—যিনি শৌর্যের আকর, দৃষ্টিশক্তি যাঁর শতপুত্রে

বিভক্ত১৫, অহঙ্কারে যিনি স্ফীত, যাঁর দুটি বাহু স্বর্ণস্তম্ভসদৃশ ; নিশ্চয়ই স্বর্গ রক্ষার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে দেবগণ শত্রুরূপ অন্ধকারে রুদ্ধদৃষ্টি করে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। ॥৩৬॥

[অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দুই রাণী ও দুর্জয়ের প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—কোথায় তুমি, পুত্র ?

গান্ধারী—পুত্র, তুমি কোথায় ?

দুই রাণী—মহারাজ, আপনি কোথায় ?

ধৃতরাষ্ট্র—ওঃ, কী কষ্ট !

যুদ্ধে আজ কপটতা করে পুত্রকে আমার পর্যুদস্ত করেছে শুনে আমার চোখ জলে ভরে যাওয়ায় অন্ধ নয়ন আরো অন্ধ হয়ে গেছে। ॥৩৭॥

বেঁচে আছ কি, গান্ধারী ?

গান্ধারী—ভাগ্য যে মন্দ, তাই বেঁচে আছি।

দুই রাণী—মহারাজ! মহারাজ!

দুর্যোধন—হায়! কী কষ্ট! আমার রাণীরাও যে কাঁদছে!

পূর্বে আমি গদাঘাতজনিত ব্যথা অনুভব করি নি, কিন্তু এই মুহূর্তে অনুভব করছি, কারণ আমার অন্তঃপুরবাসিনী এই রাণীরা অবগুণ্ঠন-হীন আলুলায়িতকুন্তলে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে। ॥৩৮॥

ধৃতরাষ্ট্র—বংশাভিমানী দুর্যোধনকে কি দেখা যাচ্ছে ?

গান্ধারী—দেখা যাচ্ছে না, মহারাজ।

ধৃতরাষ্ট্র—কেন দেখা যাচ্ছে না ? হায়, হায়! অন্ধ আমি এখনও বেঁচে আছি আর অন্বেষণকালে পুত্রকে খুঁজে পাচ্ছি না! হে দুরন্ত কৃতান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রে দেহগুলি সম্প্রতি যাদের ছড়িয়ে আছে, সেই অরিন্দম, মান-বীর্যপ্রদীপ্ত, অতিসাহসী এবং বীর শত পুত্রের জন্ম দিয়ে মানী ধৃতরাষ্ট্র কি একটি বারের জন্যও পুত্রার্পিত তর্পণবারি পাবার যোগ্য নন ?

গান্ধারী—বৎস দুর্যোধন, আমার কথার উত্তর দাও।

শত পুত্র হারাবার শোকে আত্মহারা মহারাজকে আশ্বস্ত কর।

বলদেব—তাইতো! এই যে মাননীয়া গান্ধারী—

যিনি চোখ খুলে পুত্র-পৌত্রদের মুখদর্শনে কৌতূহলী হন নি, দুর্যো-ধনের পতনজনিত শোকে তাঁর আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, পতিভক্তির পরিচায়ক স্বেচ্ছাধৃত নয়ন-বন্ধন তাই তাঁর আজ অজস্র অশ্রুধারায় সিক্ত। ॥৪০॥

ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র দুর্যোধন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর কোথায় তুমি ?

দুর্যোধন—আজ আমি অধীশ্বরই বটে!

ধৃতরাষ্ট্র—হে পুত্রশতাগ্রজ! তুমি এস। আমার কথার উত্তর দাও।

দুর্যোধন—উত্তর ঠিকই দেব। এই-যে ব্যাপারটা ঘটেছে, এতে আমি লজ্জিত।

ধৃতরাষ্ট্র—এস পুত্র, অভিবাদন কর আমাকে।

দুর্যোধন—এই আমি আসছি। (ওঠার অভিনয়—পতন) হা ধিক্! এ আমার দ্বিতীয় আঘাত। উঃ, কী কষ্ট!

কেশাকর্ষণ করে আমার দেহে গদা প্রহার করে ভীমসেন যে কেবল আমার দুটি উরুকে অকর্মণ্য করেছে—তা নয়, সে আমার পিতার চরণে প্রণি-পাতের ক্ষমতাও হরণ করেছে। ॥৪১॥

গান্ধারী—বৎসে, এখানে।

দুই রাণী—আর্যে, এই-যে আমরা।
গান্ধারী—স্বামীকে খোঁজ।
দুই রাণী—হতভাগিনী আমরা যাচ্ছি।
ধৃতরাষ্ট্র—ওহো! কে আমার বসন-প্রান্ত আকর্ষণ করে আমায় পথনির্দেশ করছে?
দুর্জয়—তাত, আমি দুর্জয়।
ধৃতরাষ্ট্র—পৌত্র দুর্জয়, পিতাকে খোঁজ।
দুর্জয়—আমি যে পরিশ্রান্ত, তাত।
ধৃতরাষ্ট্র—যাও পিতার কোলে বিশ্রাম কর।
দুর্জয়—তাত, আমি যাচ্ছি।

(এগিয়ে গিয়ে)

পিতঃ? তুমি কোথায়?
দুর্যোধন—এ-ও এসেছে! ওঃ, সর্বাবস্থাতেই হৃদয়ে নিহিত পুত্রস্নেহ আমাকে দহন করছে। কারণ—
দুঃখকষ্টের পরিচয়হীন, আমার কোলে শয়ন করতে অভ্যস্ত দুর্জয় আমাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত দেখে কি না জানি বলবে? ॥৪২॥
দুর্জয়—এই যে মহারাজ মাটিতে বসে রয়েছেন।
দুর্যোধন—বৎস, কি জন্য এখানে এসেছ?
দুর্জয়—তুমি যে দেরি করছ, তাই।
দুর্যোধন—হায়! এমন অবস্থাতেও পুত্রস্নেহ হৃদয়কে ব্যাকুল করছে।
দুর্জয়—আমি কিন্তু তোমার কোলে বসব।

(কোলে উঠতে যায়)

দুর্যোধন—(নিষেধ করে) দুর্জয়, দুর্জয়! উঃ, কী কষ্ট! যে আমার অন্তরের আনন্দের উৎস, যে আমার নয়নের উৎসব, সেই চন্দ্র আজ কালের প্রভাবে অগ্নির রূপ নিয়েছে[১৬]। ॥৪৩॥
দুর্জয়—কেন তুমি আমাকে কোলে উঠতে বারণ করছ?
দুর্যোধন—তোমার অভ্যস্ত এই আসনটি ছাড়া আর যেখানে হোক তুমি বসতে পার। আঃ পুত্র, আজ থেকে তোমার পূর্বের অধিকৃত এই আসনটি আর রইল না। ॥৪৪॥
দুর্জয়—মহারাজ! তুমি কি কোথাও যাবে?
দুর্যোধন—আমি শত ভ্রাতার অনুগমন করব বৎস!
দুর্জয়—আমাকেও সেখানে নিয়ে যাও।
দুর্যোধন—যাও পুত্র, একথা ভীমকে বল।
দুর্জয়—এস মহারাজ, তোমাকে খুঁজছেন।
দুর্যোধন—পুত্র, কে খুঁজছেন?
দুর্জয়—পিতামহ, পিতামহী এবং অন্তঃপুরের সবাই।
দুর্যোধন—যাও পুত্র, আমার উঠে যাবার শক্তি নেই।
দুর্জয়—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।
দুর্যোধন—তুমি যে এখনও ছোট, বৎস।
দুর্জয়—(পরিক্রমণ করে) আর্যা, এই যে মহারাজ!
দুই রাণী—আহা, মহারাজ!
ধৃতরাষ্ট্র—কই সে মহারাজ?
গান্ধারী—কোথা পুত্র মোর?

দুর্জয়—এই যে মহারাজ মাটিতে বসে রয়েছেন।
ধৃতরাষ্ট্র—হায়, তবে এই কি মহারাজ!
ভূলোকে যে ছিল অদ্বিতীয় রাজার রাজা, দেহসৌষ্ঠবে যে ছিল সুবর্ণ-স্তম্ভের সমতুল, সে এখন ভূমিতে নিপাতিত এক অসহায় দীন—বৃহৎ কোন দ্বারের ভগ্ন কীলকের মতই তার আকৃতি। ॥৪৫॥
গান্ধারী—বৎস সুযোধন, পরিশ্রান্ত হয়েছ?
দুর্যোধন—আমি তো আপনারই পুত্র।
ধৃতরাষ্ট্র—ওহে, ইনি কে?
গান্ধারী—মহারাজ, আমি নির্ভীক পুত্রের গর্ভধারিণী।
দুর্যোধন—আজই যেন আমার জন্ম হল, মনে হচ্ছে।
তবে তাত! আজ শোকে কাজ কি?
ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, কেমন করে আমি শোকমুক্ত হব?
যার শৌর্যে তেজে দৃপ্ত, যুদ্ধযজ্ঞে দীক্ষিত শত ভ্রাতা পূর্বেই নিহত হয়েছে, একমাত্র অবশিষ্ট সেই তোমার নিধনে সব শেষ হয়ে গেল। ॥৪৬॥
(পড়ে গেলেন)
দুর্যোধন—হা ধিক্। ইনি পড়ে গেলেন। তাত, আপনিই যে মাতাকে আশ্বস্ত করবেন!
ধৃতরাষ্ট্র—পুত্র, কী বলে আমি আশ্বস্ত করব?
দুর্যোধন—সম্মুখযুদ্ধে হত হয়েছি—এই বলে।
হ্যাঁ, তাত! শোক সংযত করে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেবল আপনারই পায়ে কপাল নুয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকে পর্যন্ত ডিঙোয় ঠাঁই না দিয়ে যে সম্মান নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম, সে সম্মান নিয়েই আমি স্বর্গে যেতে চাই। ॥৪৭॥
ধৃতরাষ্ট্র—আমি বৃদ্ধ, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ, আমি জন্মান্ধ! আমার অন্তরে উৎপন্ন নিদারুণ পুত্রশোক আমার ধৈর্য নাশ করে আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। ॥৪৮॥
বলদেব—সত্যি, কী কষ্ট!
দুর্যোধনের জীবন সম্বন্ধে নিরাশ, চিররুদ্ধদৃষ্টি এঁর কাছে আমি আমার উপস্থিতির কথা নিবেদন করতে পারছি না। ॥৪৯॥
দুর্যোধন—মাতঃ, আপনাকে একটা কথা নিবেদন করতে চাই।
গান্ধারী—বল, বৎস।
দুর্যোধন—আপনাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করছি:
যদি আমি কোন পুণ্য করে থাকি, জন্মান্তরেও আপনিই আমার জননী হোন্ ॥৫০॥
গান্ধারী—আমার মনোগত ইচ্ছাই তুমি ব্যক্ত করেছ।
দুর্যোধন—মালবী, তুমিও শোন।
ভয়াবহ যুদ্ধে গদার আঘাতে ঘটেছে আমার এই উরুভঙ্গ! ভ্রূভঙ্গ, বক্ষের ক্ষতস্থান থেকে ক্ষরিত রক্ত রাখে নি বক্ষে হারের জন্য কোন অবকাশ, আর আমার ব্রণ রূপ কাঞ্চন অঙ্গদধারী অতি-সুন্দর এই বাহুযুগল দেখ; তোমার পতি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে তো হত হন নি, হে ক্ষত্রনারী, রোদন করছ কেন? ॥৫১॥
মালবী—আপনার সহধর্মচারিণী হলেও বয়স আমার কম, তাই কাঁদছি।

দুর্যোধন—পৌরবী, তুমিও শোন।
বেদোক্ত বিবিধ যজ্ঞ আমি যথাবিধি অনুষ্ঠান করেছি, স্বজন-বন্ধুদের ভরণ করেছি, শত্রুদের মস্তকে অধিষ্ঠান করেছি, আশ্রিতদের শত প্রেয়োলাভ থেকে বঞ্চিত করি নি, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর নায়ক রাজাদের কারারুদ্ধ করেছি।১৭ সুতরাং আমার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে, হে মানিনী, এমন পুরুষের স্ত্রীদের রোদন করার কথা নয়। ॥৫২॥

পৌরবী—একই সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশের সংকল্পে আমি স্থির, তাই কাঁদছি না।১৮

দুর্যোধন—দুর্জয়, তুমিও শোন।

ধৃতরাষ্ট্র—গান্ধারী, কি না জানি সে বলে?

গান্ধারী—আমিও সেটাই ভাবছি।

দুর্যোধন—আমার মতো পাণ্ডবদের সেবা করবে, পূজ্যা মাতা কুন্তীর আজ্ঞা পালন করবে। অভিমন্যু-জননী (সুভদ্রা) এবং দ্রৌপদী—উভয়কেই মাতৃবৎ সম্মান করবে। দেখ পুত্র,
এই ভেবে তুমি শোক ত্যাগ কর যে, যাঁর সমৃদ্ধি সকলের শ্লাঘা অর্জন করেছিল, আত্ম-মানে যাঁর চিত্ত ছিল দীপ্ত, তিনি,—আমার পিতা দুর্যোধন, সমকক্ষ বীরের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে হত হয়েছেন। আমার দেহাবসানে তুমি যুধিষ্ঠিরের ক্ষৌমবস্ত্রে-আচ্ছাদিত দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে তিলাঞ্জলি দান করো। ॥৫৩॥

বলদেব—অহো! শত্রুতা পরিণত হয়েছে অনুতাপে। একি! একটা শব্দ না! যুদ্ধের সেই সাজ-সাজ রব নেই, থেমে গেছে কখন দুন্দুভিনাদ, রণভূমি নিঃস্তব্ধ। ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ বাণ, বর্ম, চামর ও ছত্র। পড়ে আছে নিহত সারথি ও যোদ্ধা। এই অবস্থায় কার ধনুকটংকার-সন্ত্রস্ত ভ্রাম্যমান ঝাঁক-ঝাঁক কাকে আকাশ ভরিয়ে তুলেছে? ॥৫৪॥

(নেপথ্যে)

জ্যাসম্বলিত-ধনুকধারী দুর্যোধনের সঙ্গে একত্র আমি যে যুদ্ধযজ্ঞে প্রবেশ করেছিলাম, সম্প্রতি শূন্য হলেও সেখানেই পুনর্বার প্রবেশ করছি, অধ্বর্যু-সম্পাদিত১৯ অশ্বমেধ শেষ হয়ে গেলেও লোকে যেমন সেখানে প্রবেশ করে। ॥৫৫॥

বলদেব—তাই তো! এ-যে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা এদিকেই আসছেন। হ্যাঁ, ইনি সেই পুরুষ যাঁর—
নয়নযুগল বিকচ-কমল-দলের ন্যায় পরিস্ফুট এবং আয়ত; যাঁর বাহুদ্বয় উজ্জ্বল স্বর্ণযূপের মতো সুঠাম ও দীর্ঘ। সুদৃঢ় ধনুকখানি সজোরে আকর্ষণ করার মুহূর্তে তাঁকে শৃঙ্গ-লগ্ন-ইন্দ্রধনু-মণ্ডিত প্রদীপ্ত মেরুগিরির মতো মনে হচ্ছে। ॥৫৬॥

[অতঃপর অশ্বত্থামার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা—[পূর্বোক্ত ('জ্যাসম্বলিত ধনুকধারী···' ইত্যাদি) শ্লোকেরই পুনরাবৃত্তি করে]
ওহে যুদ্ধপ্রেমিক নৃপতিবৃন্দ! আপনাদের শরীর যুদ্ধোৎসাহের ব্যগ্রতায় উভয়পক্ষের সেনারূপ সমুদ্রের সঙ্গমসময়ে সমুত্থিত শস্ত্ররূপ কুমীরের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন, জীবনের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে আপনাদের, অতিক্ষীণ প্রাণবায়ু রুদ্ধপ্রায়। শুনুন, শুনুন আপনারা।

ছলনার আশ্রয়ে দলিত করা হয়েছে যাঁর উরুদ্বয়, সেই কুরুরাজ দুর্যোধন আমি নই ; যাঁর শস্ত্র (চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে) শিথিল ও নিষ্ফল২০ সেই সূতপুত্র কর্ণও আমি নই। দ্রোণপুত্র আমি আজ একাকী উদ্যত অস্ত্র হাতে নিয়ে (যথার্থ) বলীর মুখোমুখি হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। ॥৫৭॥

আমার রণকৌশলের গৌরব করেই বা কি হবে? জুটলোই বা তাতে প্রশংসা, কিন্তু বিজয়ান্তে তো তা ফলপ্রসূ হল না। (পরিক্রমা করে) না, না, ব্যাপারটা এরকম নয়। আমি যখন প্রয়াত পিতৃদেবের উদ্দেশে তিল-জলাঞ্জলি দানে ব্যাপৃত ছিলাম, সম্ভবতঃ তখনই কুরুকুলতিলক মহারাজ দুর্যোধন প্রতারিত হয়েছেন। (তবুও) কে বিশ্বাস করবে সে কথা? কেননা—

রথে কিংবা গজে আরূঢ়, হস্তে ধনুর্ধারী, একাদশ অক্ষৌহিণীর নায়ক রাজারা কৃতাঞ্জলি হয়ে যাঁর আজ্ঞা লাভের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকত ; পরশুরামের শরচুম্বিত কবচধারী ভীষ্ম এবং আমার বীর পিতৃদেব যাঁর পক্ষে ছিলেন, সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা দুর্যোধন প্রতিকূল কালের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ॥৫৮॥

আচ্ছা গান্ধারীপুত্র (এখন) গেলেনই বা কোথায়?

(পরিক্রমা করে এবং দেখে)

এই তো সমর-সাগর-পারঙ্গম কুরুরাজ নিহত গজ-অশ্ব-পদাতিক এবং ভগ্নরথের প্রাচীরের মধ্যে অবস্থান করছেন। এই তো তিনি যাঁর—

শিরস্ত্রাণ পড়ে যাওয়ায় যাঁর আলুলায়িত কেশরাজি রবিরশ্মিজালের মতো প্রতীত হচ্ছে, গদাঘাতজনিত ক্ষতস্থানের শোণিতে সিক্ত যাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ; অস্তাচল-শীর্ষ-শিলা-সমাসীন সন্ধ্যামগ্ন দিনান্তের সূর্যের মতো তিনি এখন অস্তগামী। ॥৫৯॥

(এগিয়ে গিয়ে) এই যে কুরুরাজ, এ কী?

দুর্যোধন—গুরুপুত্র, এ হল অসন্তোষের ফল।

অশ্বত্থামা—ওহে কুরুরাজ! সম্মানের উৎসমূলটাকেই ফিরিয়ে এনে দেব।

দুর্যোধন—আপনি কি করবেন?

অশ্বত্থামা—শুনুন—

শস্ত্রসমূহের সাহায্যে আমি পাণ্ডুতনয়দের সঙ্গে একত্র যুদ্ধোদ্যত গরুড়পৃষ্ঠে সমারূঢ় ভয়ংকর-চতুর্ভুজবিশিষ্ট উদ্যত-চাপ-চক্রধারী কৃষ্ণকে এলোমেলো আলেখ্যের চিত্রপটের মত ছুঁড়ে ফেলব।২১ ॥৬০॥

দুর্যোধন—না, না। আপনি এরূপ বলবেন না।

অভিষিক্ত রাজারা সকলে ধাত্রী বসুধার কোলে শায়িত, কর্ণ স্বর্গে গেছেন, শান্তনু-পুত্রের (ভীষ্মের) দেহপাত ঘটেছে, আমার শত ভ্রাতা রণাঙ্গনের পুরোভাগে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আমার নিজের এই অবস্থা! গুরুপুত্র, আপনি ধনুক ত্যাগ করুন। ॥৬১॥

অশ্বত্থামা—ওহে কুরুরাজ!

গদাপাত ও কেশ-আকর্ষণের যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র (ভীম) উরুদ্বয়ের সঙ্গে আপনার দর্পকেও কি আজ চূর্ণ করেছে? ॥৬২॥

দুর্যোধন—না, না। এরূপ বলবেন না। রাজারা মূর্তিমান্ আত্মসম্মান। সম্মানের স্বার্থেই আমি যুদ্ধ বরণ করেছি। ভেবে দেখুন, গুরুপুত্র।

হস্তমুষ্টিতে কেশাকর্ষণ করে দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় কীভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল? কতটুকু বা ছেলে অভিমন্যু,—তাকেও যুদ্ধে কীভাবে হত্যা করা হল? আর, পাশা খেলার ছলে পরাজিত পাণ্ডবদের কীভাবে বনে বন্যপশুদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়েছিল? ভেবে দেখুন তবে, যুদ্ধযজ্ঞেও দীক্ষিত তারা আমার দর্প-চূর্ণ করতে সেই তুলনায় কতো কম লাঞ্ছনা করেছে।২২ ॥ ৬৩ ॥

অশ্বত্থামা—সব দিক ভেবে-চিন্তে প্রতিজ্ঞা করেছি। আপনার, নিজের এবং সমস্ত বীরের নামে আমি শপথ করছি: নৈশযুদ্ধ শুরু করে সেই যুদ্ধে আমি পাণ্ডবদের দগ্ধ করব। ॥৬৪॥

বলদেব—গুরুপুত্র যেমনটি বললেন, সেরকমই ঘটবে।

অশ্বত্থামা—এই যে ভগবান্ হলায়ুধ, আপনি!

ধৃতরাষ্ট্র—হায়! বঞ্চনার সাক্ষী তবে রয়ে গেছেন!

অশ্বত্থামা—দুর্জয়, এদিকে এস।

পিতার পরাক্রমে পৈতৃক অধিকারের যোগ্য তথা পিতার বাহুবলে প্রাপ্ত রাজ্যে অভিষেক বিনাই ব্রাহ্মণোক্ত বচনানুসারে তুমি রাজা হও ॥৬৫॥

দুর্যোধন—অহো! আমার মনঃপূত কাজ করা হয়েছে। প্রাণ বুঝি আমার চলে যায়। এই তো এখানে শান্তনু প্রমুখ আমার পূজ্য পিতৃপিতামহগণ। এই যে কর্ণকে সম্মুখে রেখে আমার শত ভ্রাতা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই তো অভিমন্যু, দু-কানের নীচ বরাবর অল্প ঝোলা চুল২৩—ঐরাবতের মাথার কাছে বসে মহেন্দ্রের হাত ধরে আমাকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে কি যেন বলছে। উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ আমাকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসছে। এই যে সব মূর্তিমান্ মহাসাগর। এই যে গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী। এই যে আমাকে নেবার জন্য ধর্মরাজ সহস্র-মরাল-বাহিত বীরবাহী এই বিমান পাঠিয়েছেন। এই আমি আসছি।২৪

(স্বর্গত হলেন)

ধৃতরাষ্ট্র—এবারে আমি সজ্জনের কাছে সম্পদস্বরূপে বরণীয় তপোবনে চলে যাব। পুত্রনাশহেতু নিষ্ফল রাজ্যে ধিক্।

অশ্বত্থামা—আমি আজ রাতে সৌপ্তিকবধের২৫ উদ্দেশ্যে তীর-ধনুহাতে চললাম।

[—ভরতবাক্য—]

বলদেব—শত্রুপক্ষকে দমন করে আমাদের নরপতি পৃথিবী পালন করুন॥ ॥৬৬॥

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

যবনিকা

প্রসঙ্গ-কথা

১ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ধ্যানের মধ্যে প্রায় এরকমই একটি শ্লোক পাওয়া যায় :—

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে॥

ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধনদীর দুটি তীর, জয়দ্রথ যার জল, গান্ধারী-তনয়েরা যাতে নীলোৎপল, শল্য যাতে কুমীর, কৃপাচার্য যাতে বহতা ধারা, কর্ণ যার বেলাভূমি, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাতে ভয়ঙ্কর মকর, দুর্যোধন যার আবর্ত, কেশব কাণ্ডারী হওয়ায় নিঃসংশয়ে পাণ্ডবেরা সেই রণনদী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

২ সম্পূর্ণ লোহাবয়ব ৪টি বা ৫টি পক্ষযুক্ত বাণকে 'নারাচ' বলে। নারাচ অতি ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণ, এর অগ্রভাগ স্বর্ণ বা রৌপ্য-চিহ্নিত এবং এর পুঙ্খ স্বর্ণনির্মিত।

"সর্বলোহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্তিতাঃ।
পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈর্যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ॥"

—বৃহৎ শার্ঙ্গধর।

"সুস্নিগ্ধং কোমলং লোহমভগ্নং সুদৃঢ়ঞ্চ যৎ।
দ্বি দ্বি হস্তাশ্চ নারাচাঃ কর্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ॥"

—ধনুর্বেদ (কোদণ্ডমণ্ডলম্)।

তোমর—বঁড়শী-সংযুক্ত এক প্রকারের লোহনির্মিত বল্লম। কারও মতে এর বাঁট কাষ্ঠ-নির্মিত হতো। তোমরকে সময়ে সময়ে বিষাক্ত করা হতো, তখন একে বলা হতো 'বিষতোমর'। কেউ কেউ একে একপ্রকারের তীক্ষ্ণ বাণ বলে বর্ণনা করেছেন। নীলকণ্ঠের মতে তোমর হচ্ছে—হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘদণ্ড অস্ত্রবিশেষ। 'তোমরাশ্চ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ'—মহাভারত।

৩ সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত পঞ্চহ্রদযুক্ত স্থান।

৪ পশ্চিম=অন্তিম বা শেষ। লক্ষণীয়—'অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপঙ্কজস্পর্শঃ।' —উত্তররামচরিত—১ম অংক।

নভঃসংক্রম—সংক্রম :—সংক্রমতি অনেন ইতি—সোপান বা সেতু। 'নভঃ শব্দের দ্বারা নভঃস্থ বা আকাশস্থ সূর্য লক্ষিত হয়েছে। যুদ্ধাশ্রম রাজাদের পক্ষে সূর্যলোকপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ। মনু বলেছেন :

"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥ ৭/৮৯

মহাভারতে বলা হয়েছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সূর্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥

৫ কার্মুক—ধনুঃ। সচরাচর 'কৃমুক' কাষ্ঠে নির্মিত হতো বলে ধনুক অর্থে কার্মুক শব্দের প্রচলন ঘটে।

৬ লোকজীবনের সঙ্গে পরিচিত একটি সুন্দর চিত্রকল্প শ্লোকটিতে ফুটে উঠেছে। নবীন জামাতাকে বন্ধুস্থানীয়া কুটুম্বিনীরা স্বাগত জানাতে এগিয়ে এসে পাল্কি থেকে যেমন টেনে নামায়, উৎফুল্ল শৃগালীরা তেমনি রথ থেকে রথীকে টেনে নামাচ্ছে। বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গের ব্যাপারটিকে এমন সুন্দর ভাষায় বলায় সেটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। Euphemism বা মঙ্গলভাষণের এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

৭ কুন্ত—এক প্রকার বর্শা। এই অস্ত্র লোহময়, অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ম, ছয় পল, ৫ হাত লম্বা, পাদদেশ গোল, দেখতে ভীষণ। কুন্তে লোহের প্রধান ফাল ব্যতীত অপর একটি ফাল সংলগ্ন থাকত এবং এর দ্বারা অব্যর্থ শূলকে নিবারণ করা হতো। "দশহস্তমিতঃ কুন্তঃ ফালাগ্রঃ শঙ্কুবুধ্নকঃ"—শুক্রনীতিসার ৪. ৭. ২১৫।

কবচ—ক (বায়ু)—বঞ্চ্+অ। যার দ্বারা শরীর আবৃত করলে বায়ু পর্যন্ত বঞ্চিত হয় অর্থাৎ গাত্র স্পর্শ করতে পারে না, সাঁজোয়া।

শক্তি—লৌহনির্মিত তীক্ষ্মধার ক্ষেপণীয় অমোঘ যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ! প্রাচীন ভারতে প্রত্যেক ধানুকীই শক্তির ব্যবহার করতেন। শক্তি একবারে মাত্র একটি লোককে হত্যা করতে পারত। দুই হাতে তুলে ক্ষেপণ করতে হয় এই অস্ত্রকে। এটি অন্যূন দু-হাত লম্বা, সিংহমুখাকৃতি. মুঠো করে ধরবার জন্য বড় হাতল বিশিষ্ট এবং ঘণ্টাযুক্ত ; তীক্ষ্ম নখর এবং জিহ্বাবিশিষ্ট এই ভীষণ অস্ত্র তির্যক্‌গতিতে বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারত।

প্রাস—ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। উইলসন একে কুন্তের সঙ্গে অভিন্ন বলে নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য শ্লোকে—কুন্তের উল্লেখ পৃথকভাবেই রয়েছে বলে মনে হয়—'প্রাস' সম্ভবতঃ ছোট বর্শাকে বোঝাচ্ছে*। "প্রাসের আকৃতি—সাত হাত লম্বা বংশাদি দণ্ড, তার মস্তকে লোহার তীক্ষ্ম ফলা, মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম লোহশলাকা, ফলকের নীচে ও মূলে রেশমস্তবকে সুশোভিত, ইহার চারি প্রকার ব্যবহারের নিয়ম—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন ও পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ।"—*'প্রাসাস্ত্রন্তু চতুর্হস্তং দণ্ডবুধ্নং ক্ষুরাননম্।'

পরশু—কুঠার বা টাঙ্গি তুল্য যুদ্ধাস্ত্র।

ভিণ্ডিপাল—ভিন্দিপাল—হস্তক্ষেপ্য লগুড়। অমরকোষ-টীকায় একে বলা হয়েছে নালিকাস্ত্র। 'ভিন্দিপালস্তু বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ। হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তঃ করসম্মিতমণ্ডলঃ॥'—বৈশম্পায়ন-সংহিতা।

শূল—সূক্ষ্মাগ্র লোহাস্ত্র ; শিবের ত্রিশূলের অনুকরণে নির্মিত ত্রিফলকবিশিষ্ট লোহশূল। 'ত্রিশিখং শূলম্'—শ্রীমদ্ভাগবত—৩. ১৯. ১২।

মুসল—সর্বাঙ্গ সমান দণ্ডাকৃতি যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

মুদ্গর—মুগুর।

বরাহকর্ণ—একপ্রকার অস্ত্র। শূকরকর্ণাকৃতি একপ্রকার বাণ বলে উইলসন মনে করেন।

কণপ—আগ্নেয়যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। 'লোহস্তম্ভস্তু কণপঃ'—বৈজয়ন্তী।

কর্পণ—একজাতীয় বর্শা। "চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাস-পট্টিশ"—দশকুমারচরিত।

শঙ্কু—সূক্ষ্মাগ্রযুক্ত শল্যাস্ত্র। সড়কি। 'নিক্ষেপ্যোঽস্যোময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ'॥—মনুসংহিতা—৮/২৭১।

ত্রাসিগদা—ত্রাসজনক গদা; 'frightful mace'—G. K. Bhat. গদা সচরাচর লৌহনির্মিত এবং মোচার ন্যায় অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকৃতি। এই গদার উপরে লৌহশলাকা প্রোথিত থাকত এবং নানারূপ ধাতুনির্মিত অলংকারে গদাকে সজ্জিত করা হতো। যে সমস্ত গদা শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হতো, তারা দৈর্ঘ্যে প্রায় চার বিঘত হতো। ষট্‌কোণ এবং অষ্টকোণ গদাকে যমের দণ্ড অথবা ইন্দ্রের অশনির সঙ্গে তুলনা করা হতো।

৮ অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি ব্যাধির উপশম করতে অর্জুন খাণ্ডববন দহনে তাঁকে সাহায্য করেন। মহাভারতের আদিপর্বে খাণ্ডবদাহপর্ব্যাধ্যায়ে এ বৃত্তান্ত বর্ণিত রয়েছে।—

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা সসৈন্যে যুদ্ধে অর্জুনের শরাঘাতে কিভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন—সে বৃত্তান্ত মহাভারতের দ্রোণপর্বে সংশপ্তকবধপর্বাধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।—

ইন্দ্রলোকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হলে দেবরাজ একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, "আমার শত্রু নিবাতকবচ নামে তিনকোটি দানব সমুদ্রমধ্যস্থিত দুর্গে বাস করে; যেমনি তাদের রূপ, তেমনি তাদের বীর্য ও তেজ। এদের বধ করে তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" ইন্দ্রের এই আদেশ শিরোধার্য করে অর্জুন নিবাতকবচদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দানবনগরে গেলেন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত নিবাতকবচদের নিঃশেষে নিহত করলেন। —মহাভারত, বনপর্ব।

আলোচ্য শ্লোকটিতে একটি হৃদ্য ব্যতিরেকধ্বনি পাওয়া যাচ্ছে। যে পরাক্রমী রাজাদের মৃত্যু কিছুই করতে পারত না, অর্জুন তাঁদের মৃত্যুর কাছে পেঁছিয়ে দিয়েছেন—এখানেই মৃত্যুর অপেক্ষাও অর্জুনের বলবত্তার আধিক্য সূচিত।

৯ চারী—চার (পদসঞ্চরণ)+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)—নৃত্যের অঙ্গবিশেষ। এখানে নৃত্যের বিশেষ ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারকে বোঝাতেই 'চারী গতি' কথায় প্রয়োগ হয়েছে।

শ্লোকের চতুর্থ পাদের প্রসঙ্গে মহাভারত থেকে কিছুটা উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্বদ জনার্দন॥"

—অর্জুনের এই জিজ্ঞাসার জবাবে বাসুদেব বললেন:

"উপদেশোঽনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ॥
ভীমসেনস্তু ধর্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি।
অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্॥"

—শল্যপর্ব—৫৮/২—৪

১০ যুদ্ধে কাকে কাকে হত্যা করা উচিত নয়, সে সম্পর্কে মনুর নির্দেশ হল:

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্॥

ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্ ॥

—মনুসংহিতা—৭/৯১-৯৩

১১ 'মালাসংবৃতলোচনেন' পদটিতে 'মালা'র স্থানে 'হেলা' পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। এখানে 'হেলা' ধরেই অনুবাদ করা হয়েছে। 'মালা' শব্দটি স্বীকার করলে, বলদেবের পুষ্পানুরক্তির দিকটাই প্রকট হয়, কিন্তু তাঁর প্রতি হেলা বা অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়াতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয় না।

১২ প্রতিপক্ষের নাভির নিম্নদেশে গদাঘাত সামরিক রীতিনীতি অনুসারে গর্হিত কাজ, কিন্তু ভীম সেটাই তো করেছেন এবং তাঁর এ কাজে কৃষ্ণ-প্রমুখের প্ররোচনাও ছিল। কিন্তু ঠিক উরুদ্বয়েই যে দুর্যোধনের প্রাণ-ঘাতী আঘাত নেমে আসবে, এ ব্যাপারে মহাভারত-সূত্রে আমরা দু'টি পূর্বাভাস পাই। একটি হল—কৌরবসভাতলে দ্রৌপদীকে নির্যাতিত করা হলে ভীম তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন। অপরটি হল, মহর্ষি মৈত্রেয় পূর্বে দুর্যোধনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, ভীম গদাঘাতে তাঁর উরুভঙ্গ করবেন।

সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্‌ক্তাস্ম্যূরূ মহাহবে।
ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥
মৈত্রেয়েণাভিশপ্তশ্চ পূর্বমেব মহর্ষিণা।
উরূ তে ভেৎস্যতে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ ॥

—মহাভারত, শল্যপর্ব, ৬০/১৭-১৮

দুর্যোধনের উরুদেশই যে ভীমের মারাত্মক আঘাতের লক্ষ্যস্থল কেন হল—সে বিষয়ে অতিপ্রচলিত কাহিনীটিও কম আকস্মিক নয় :

গান্ধারী একবার দুর্যোধনকে সম্পূর্ণ নগ্নগাত্রে দেখতে চাইলেন, অভিপ্রায় এই যে, বারেকের জন্য নেত্রবন্ধনী মোচন করে পুত্রের সব অঙ্গে দৃষ্টিজ্যোতি বিলিয়ে দেবেন এবং ফলতঃ বজ্রায়িত হবে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। লজ্জাসংকোচ সত্ত্বেও দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত নগ্নদেহে চললেন মায়ের কাছে। পথে ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণের ছলনাময় পরামর্শে জঙ্ঘাদেশ আবৃত করে গান্ধারীর কাছে গেলেন। অনাবৃত নেত্রে গান্ধারী যেখানেই দৃষ্টি ফেললেন, সেই অঙ্গই বজ্রবৎ অভেদ্য হল, কিন্তু আবৃত জঙ্ঘায় তাঁর দৃষ্টি প্রতিহত হল। অতএব···। কৃষ্ণ জানতেন এ ঘটনা, তাই যথাকালে ভীমকে তিনি দুর্যোধনের দুর্বল স্থানেই আঘাত করতে ইঙ্গিত করেছেন।

১৩ শাল্বরাজপুরীর নাম ছিল সৌভ। রুক্মিণীর স্বয়ংবরে বৃষ্ণিদের কাছে শাল্ব পরাভূত হন। এক বৎসর দুশ্চর তপস্যার ফলে মহাদেবের কাছ থেকে তিনি এক দুর্ভেদ্য বিমান লাভ করেন। তার সাহায্যে তিনি দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেন। কিন্তু বলরাম তাঁকে হত্যা করেন এবং বিমানটিকেও বিধ্বস্ত করেন। বলরামের এই কৃতিত্বের বিবৃতি রয়েছে ভাগবতপুরাণের দশক স্কন্ধে।

মহাসুর শাল্বের রাজপুরীর প্রাকারও বলরাম তাঁর হলায়ুধে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন।

কালিন্দীজলদোশক—বলরাম একবার যমুনার জলে স্নানার্থী হয়ে যমুনাকে তাঁর কাছে সরে আসতে বললেন। কিন্তু যমুনা তাঁর কথা শুনল না দেখে তিনি যমুনার জলপ্রবাহকে বলপ্রয়োগে তাঁর অনুকূলে টেনে আনলেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই কৃতিত্বের উল্লেখই এখানে করা হয়েছে।

১৪ শ্লোকটির প্রথম তিনটি পাদে ভীমের তিনটি বড় কৃতিত্বের উল্লেখ রয়েছে :
(১) জতুগৃহ থেকে দ্রুত নিজ কাঁধে করে পাণ্ডবদের অবধারিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার ;
(২) দ্রৌপদীর জন্য সৌগন্ধিক পুষ্প আহরণ করতে গন্ধমাদন পর্বতে গেলে সেখানে কুবেরানুগত গন্ধর্বদের সঙ্গে ভীমের ভীষণ লড়াই হয়। এই বৃত্তান্তের আশ্রয়েই রচিত হয় একাঙ্ক 'সৌগন্ধিকাহরণ' নাটক।
(৩) হিড়িম্ব নামক রাক্ষসকে বধ করে ভীম তার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন এবং ঐ রাক্ষসীর গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।

১৫ সুতশতপ্রবিভক্তচক্ষুঃ—ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে প্রযুক্ত এই বিশেষণটিতে ভাস তাঁর কল্পনার কোমল সুষমা কী-সুন্দর সংবেদনশীলতার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন। শত পুত্রে বণ্টিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টি, তাই তো তিনি দৃষ্টিহীন। কিন্তু খেদ কি তাতে ? শত পুত্রের শত জোড়া চোখের দৃষ্টিতেই তিনি চক্ষুষ্মান্। মনে পড়ে, ভারবি রাজাদের বলেছেন 'চারচক্ষুষঃ'। তুলনীয়—"চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ।" ধৃতরাষ্ট্রকে নিরুদ্ধদৃষ্টি ক'রে সৃষ্টি করার অনুরূপ একটি বক্তব্য 'দূতঘটোৎকচে'ও পাই :

মন্যে সুরৈস্ত্রিদিবরক্ষণজাতশঙ্কৈস্ত্রাসান্নিমীলিতমুখোঽত্রভবান্
হি সৃষ্টঃ॥ ১/৩৫

১৬ তুলনীয় : 'বিসৃজতি হিম-গর্ভৈরগ্নিমিন্দুর্ময়ূখৈঃ'—শাকুন্তল ৩/৩

১৭ মহাভারতে ভগ্নোরু দুর্যোধন সঞ্জয়ের মাধ্যমে জনক-জননীর উদ্দেশে বলেছিলেন :

তৌ হি সঞ্জয় দুঃখার্তৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাদ্ধি মে।
ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সমগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা॥
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয়।
দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাং চ প্রিয়ং কৃতম্॥
—শল্যপর্ব, ৬৪/১৮-১৯

১৮ পৌরবীর সহমরণের সংকল্প-ঘোষণায় দুর্যোধনের নীরবতা সহমরণের প্রতি স্বীকৃতির কথাই বোঝায় না কি ?

১৯ অধ্বর্যু—বৈদিক যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্। ইনি যজুর্বেদের পুরোহিত। যজ্ঞকর্মে যজুর্বেদেরই প্রাধান্য। 'যজ্ঞার্হত্বাদ্ যজুর্বেদস্যৈব প্রাধান্যম্।' অধ্বর্যু আহূত দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দেন। নিরুক্তকার যাস্কের মতে ইনি অধ্বর বা যজ্ঞকে যোজিত করেন ('অধ্বরং যুনক্তি')—তাই অধ্বরযু বা অধ্বর্যু। ইনিই যজ্ঞের নেতা—'অধ্বরস্য নেতা'।

২০ শিথিলবিফলশস্ত্রঃ—ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে কর্ণ পরশুরামের কাছে গিয়েছিলেন অস্ত্রবিদ্যায় উন্নততর শিক্ষা নিতে। কেবল ব্রাহ্মণ-

শিষ্যকেই পরশুরাম অস্ত্রশিক্ষা দেবেন—তাঁর এই প্রতিজ্ঞার জন্যই কর্ণকে ঐরূপ করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে এক সময় প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, কর্ণ ব্রাহ্মণ নন। গুরু তাঁকে তৎক্ষণাৎ অভিশাপ দেন যে—কার্যকালে কর্ণের অস্ত্র বিফল হবে। 'কর্ণভার-নাটকে' কর্ণ এই অভিশাপের কথা নিজেই বলেছেন—'বুদ্ধ্বা মাং চ শশাপ কালবিফলান্যস্ত্রাণি তে সন্ত্বিতি ॥'—শ্লোক—১০ ॥

২১ 'সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটম্'—চিত্রকল্পটি ভাসের বেশ প্রিয় বলে প্রতীত হচ্ছে। তৃতীয় শ্লোকেও আমরা এই কথাগুলোই পেয়েছি অর্থাৎ একই গ্রন্থে দুবার।

২২ মৃত্যু যখন তাঁর অন্তরাত্মার বাতায়নপথে উঁকি দিচ্ছে বার বার, তখন সহসা অভিনব জীবন-বীক্ষায় দীক্ষা হচ্ছে দুর্যোধনের। এই মুহূর্তে সদ্যঃ জাগরূক বিবেকের দংশনে অনুতাপের অনলে স্বর্ণশুদ্ধ হচ্ছে তাঁর অন্তর। দুর্যোধনের এই অভিনন্দনার্হ মানস বিবর্তনের সংবেদন-সুন্দর মুহূর্তটিতে আমাদের মনে পড়ছে ঈশোপনিষদের উপান্তিম একটি প্রার্থনা : "ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর" ॥ ১৭ ॥

২৩ কাকপক্ষধরঃ—কাকপক্ষ বলতে কাকের পক্ষের মত উভয়ত্র গণ্ডদেশে লম্বমান নাতিদীর্ঘ স্বল্প কেশগুচ্ছকে বোঝায়, যাকে কানপাটা বা জুলফিও বলা হয়। কাকপক্ষধর = জুলফিধারী।

২৪ অতি-আসন্ন মৃত্যুর মুখে আচ্ছন্ন চেতনায় দুর্যোধনের এই স্বপ্নদর্শন ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এ সৃষ্টি নিঃসন্দেহে পাঠক তথা দর্শকের বিস্ময় এবং সংবেদনশীলতার দাবি রাখে। মূলে অর্থাৎ মহাভারতে দুর্যোধন তাঁর বীরজনোচিত মৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ না করে অন্যায় যুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী কৃষ্ণ তথা পাণ্ডবদেরকে যখন ভর্ৎসনায় ও ধিক্কারে জর্জর করছিলেন, তখন দুর্যোধনের প্রতি সম্বর্ধনাস্বরূপ যা ঘটেছিল, তার বিবৃতি এভাবে দেওয়া হয়েছে :

অপতৎ সুমহদ্বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
অবাদয়ন্ত গন্ধর্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ॥
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃ সংবদ্ধমেব চ।
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ॥
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্বা নভো বৈদূর্যসন্নিভম্ ॥
অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ।
দুর্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥

—শল্যপর্ব, ৬১/৫৫-৫৮

দুর্যোধনের স্বপ্নসংলাপের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো স্মরণীয় :

"তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও,···যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও।···সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও!"

'যবনিকাস্তরণং করোতি'—

—সম্ভবতঃ কেউ একজন যোগ্য আস্তরণে অর্থাৎ আচ্ছাদক বস্ত্রে (সেটা পর্দাও হতে পারে) দুর্যোধনের দেহটা ঢেকে দিল। এটাই

G. K. Bhat-এর মত। অন্যথায়—'যবনিকাপাত' ধরলে পরের অংশটিকে দৃশ্যান্তর ধরে নিতে হয়।

২৫ সৌপ্তিকবধ—সুপ্তিকালে (রাত্রৌ) কৃতঃ = সৌপ্তিকঃ (সুপ্তি + ঠঞ্,—কালাট্ঠঞ্)। অথবা, সুপ্ত এব সৌপ্তিকঃ—এমনভাবেও অর্থ করা যায়। অতএব—

(১) সৌপ্তিকঃ বধঃ থেকে সৌপ্তিকবধঃ

সৌপ্তিকানাং বধঃ থেকে সৌপ্তিকবধঃ।

'সৌপ্তিকবধ' বলতে এখানে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা বোঝাচ্ছে।

ঊরুভঙ্গম্

(নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।)

সূত্রধারঃ—

ভীষ্মদ্রোণতটাং জয়দ্রথজলাং গান্ধাররাজহ্রদাং
কর্ণদ্রৌণিকৃপোর্মিনক্রমকরাং দুর্যোধনস্রোতসং।
তীর্ণঃ শত্রুনদীং শরাসিসিকতাং যেন প্লবেনার্জুনঃ
শত্রূণাং তরণেষু বঃ স ভগবানস্তু প্লবঃ কেশবঃ ॥১॥

এবমার্যমিশ্রান্বিজ্ঞাপয়ামি। অয়ে, কিন্নু খলু ময়ি বিজ্ঞাপনব্যগ্রে শব্দ ইব শ্রূয়তে। অঙ্গ। পশ্যামি।

(নেপথ্যে)

এতে স্মো ভোঃ। এতে স্মঃ।

সূত্রধারঃ—ভবতু, বিজ্ঞাতম্।

(প্রবিশ্য)

পারিপার্শ্বিকঃ—ভাব কুতো নু খল্বতে

স্বর্গার্থমাহবমুখোদ্যতগাত্রহোমা
নারাচতোমরশতৈর্বিষমীকৃতাঙ্গাঃ।
মত্তদ্বিপেন্দ্রদশনোল্লিখিতৈঃ শরীরৈ-
রন্যোন্যবীর্যনিকষাঃ পুরুষা ভ্রমন্তি ॥ ২ ॥

সূত্রধারঃ—মার্ষ। কিং নাবগচ্ছসি। তনয়শতনয়নশূন্যে দুর্যোধনাবশেষে ধৃতরাষ্ট্রপক্ষে, পাণ্ডবজনার্দনাবশেষে যুধিষ্ঠিরপক্ষে, রাজ্ঞাং শরীরসমাকীর্ণে সমন্তপঞ্চকে,

এতদ্রণং হতগজাশ্বনরেন্দ্রযোধং
সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটং প্রবিদ্ধম্।
যুদ্ধে বৃকোদরসুযোধনয়োঃ প্রবৃত্তে
যোধা নরেন্দ্রনিধনৈকগুহং প্রবিষ্টাঃ ॥ ৩ ॥

(নিষ্ক্রান্তৌ)

স্থাপনা

(ততঃ প্রবিশতি ভটাস্ত্রয়ঃ)

সর্বে—এতে স্মো ভোঃ। এতে স্মঃ।

প্রথমঃ—

বৈরস্যায়তনং বলস্য নিকষং মানপ্রতিষ্ঠাগৃহং
যুদ্ধেষ্বপ্সরসাং স্বয়ংবরসভাং শৌর্যপ্রতিষ্ঠাং নৃণাম্।
রাজ্ঞাং পশ্চিমকালবীরশয়নং প্রাণাগ্নিহোমক্রতুং
সংপ্রাপ্তা রণসংজ্ঞমাশ্রমপদং রাজ্ঞাং নভঃ সংক্রমম্ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়ঃ—সম্যগ্ভবানাহ।

উপলবিষমা নগেন্দ্রাণাং শরীরধরাধরা
দিশি দিশি কৃতা গৃধ্রাবাসা হতাতিরথা রথাঃ।
অবনিপতয়ঃ স্বর্গং প্রাপ্তাঃ ক্রিয়ামরণে রণে
প্রতিমুখমিমে তত্ত্বংকৃত্বা চিরং নিহতাহতাঃ ॥ ৫ ॥

তৃতীয়ঃ—এবমেতত্।

করিবরকরযূপো বাণবিন্যস্তদর্ভো
হতগজচয়নোচ্চো বৈরবহ্নিপ্রদীপঃ।
ধ্বজবিততবিতানঃ সিংহনাদোচ্চমন্ত্রঃ
পতিতপশুমনুষ্যঃ সংস্থিতো যুদ্ধযজ্ঞঃ ॥৬॥

প্রথমঃ—ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ।

এতে পরস্পরশরৈর্হৃতজীবিতানাং
দেহৈ রণাজিরমহীং সমুপাশ্রিতানাম্।
কুর্বন্তি চাত্র রুধিরার্দ্রমুখা বিহঙ্গা
রাজ্ঞাং শরীরশিথিলানি বিভূষণানি ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়ঃ—

প্রসক্তনারাচনিপাতপাতিতঃ সমগ্রযুদ্ধোদ্যতকল্পিতো গজঃ
বিশীর্ণবর্মা সশরঃ সকার্মুকো নৃপায়ুধাগারমিবাবসীদতি ॥ ৮ ॥

তৃতীয়—ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ।

মাল্যৈর্ধ্বজাগ্রপতিতৈঃ কৃতমণ্ডমালং
লগ্নৈকসায়কবরং রথিনং বিপন্নম্।
জামাতরং প্রবহণাদিব বন্ধুনার্যো
হৃষ্টাঃ শিবা রথমুখাদবতারয়ন্তি ॥৯॥

সর্বে—

অহো তু খলু নিহতপতিতগজতুরগনররুধিরকলিলভূমিপ্রদেশস্য বিক্ষিপ্তবর্মচর্মাতপত্রচামরতোমরশরকুন্তকবচকবন্ধাদিপর্যাকুলস্য শক্তিপ্রাসপরশুভিণ্ডিপালশূলমুসলমুদ্গরবরাহকর্ণকণপকর্পণশঙ্কুত্রাসিগদাদিভিবায়ুধৈরবকীর্ণস্য সমন্তপঞ্চকস্য প্রতিভয়তা।

প্রথমঃ—ইহ হি,

রুধিরসরিতো নিস্তীর্যন্তে হতদ্বিপসংক্রমা
নৃপতিরহিতৈঃ স্রস্তৈঃ সূতৈর্বহন্তি রথান্ হয়াঃ।
পতিতশিরসঃ পূর্বাভ্যাসাদ্ দ্রবন্তি কবন্ধকাঃ
পুরুষরহিতা সত্তা নাগা ভ্রমন্তি যতস্ততঃ ॥১০॥

দ্বিতীয়ঃ—ইদমপরং পশ্যেতাং ভবন্তৌ। এতে,

গৃধ্রা মধুকমুকুলোদ্বর্তপিঙ্গলাক্ষা
দৈত্যেন্দ্রকুঞ্জরনতাঙ্কুশতীক্ষ্ণতুণ্ডাঃ।
ভান্ত্যম্বরে বিততলম্ববিকীর্ণপক্ষা
মাংসৈঃ প্রবালরচিতা ইব তালবৃন্তাঃ ॥১১॥

তৃতীয়ঃ—

এষা নিরস্তহয়নাগনরেন্দ্রযোধা
ব্যক্তীকৃতা দিনকরোগ্রকরৈঃ সমন্তাত্।
নারাচকুন্তশরতোমরখড়্গকীর্ণা
তারাগণং পতিতমুদ্বহতীব ভূমিঃ ॥১২॥

প্রথমঃ—অহো ঈদৃশ্যামপ্যবস্থায়ামবিমুক্তশোভা বিরাজন্তে ক্ষত্রিয়াঃ। ইহ হি,

স্রস্তোদ্বর্তিতনেত্রষট্পদগণা তাম্রোষ্ঠপত্রোত্করা
ভ্রূভেদাঞ্চিতকেসরা স্বমুকুটব্যাবিদ্ধসংবর্তিকা।

বীর্যাদিত্যবিবোধিতা রণমুখে নারাচনালোম্বতা
নিষ্কম্পা স্থলে পদ্মিনীব রচিতা রাজ্ঞামভীতৈর্মুখৈঃ ॥১৩॥

দ্বিতীয়ঃ—ঈদৃশানামপি ক্ষত্রিয়াণাং মৃত্যুঃ প্রভবতীতি ন শক্যং খলু বিষমস্থৈঃ পুরুষৈরাত্মবলাধানাং কর্তুম্।

তৃতীয়ঃ—মৃত্যুরেব প্রভবতি ক্ষাত্রিয়াণামিতি।

প্রথমঃ—কঃ সংশয়ঃ ?

দ্বিতীয়ঃ—মা মা ভবানেবম্।

স্পৃষ্ট্বা খাণ্ডবধূমরঞ্জিতগুণং সংশপ্তকোৎসাদনং
সর্গাক্রন্দহরং নিবাতকবচপ্রাণোপহারং ধনুঃ।
পার্থেনাস্ত্রবলাম্মহেশ্বররণক্ষেপাবশিষ্টৈঃ শরে-
র্দর্পোৎসিক্তবশা নৃপা রণমুখে মৃত্যোঃ প্রতিগ্রাহিতাঃ ॥১৪॥

সর্বে—অয়ে শব্দঃ।

কিং মেঘা নিনদন্তি বজ্রপতনৈশ্চূর্ণীকৃতাঃ পর্বতা
নির্ঘাতৈস্তুমুলস্বনপ্রতিভয়ৈঃ কিং দার্যতে বা মহী।
কিং মুঞ্চত্যনিলাবধূতচপলক্ষুব্ধোর্মিমালাকুলং
শব্দং মন্দরকন্দরোদরদরীঃ সংহত্য বা সাগরঃ ॥১৫॥
ভবতু, পশ্যামস্তাবত্। (সর্বে পরিক্রামন্তি)

প্রথমঃ—অয়ে এতত্ খলু দ্রৌপদীকেশধর্ষণাবমর্ষিতস্য পাণ্ডবমধ্যমস্য ভীমসেনস্য ভ্রাতৃশতবধক্রুদ্ধস্য মহারাজদুর্যোধনস্য চ দ্বৈপায়নহলায়ুধকৃষ্ণবিদুর-প্রমুখানাং কুরুযদুকুলদেবতানাং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তং গদাযুদ্ধম্।

দ্বিতীয়ঃ—

ভীমস্যোরসি চারুকাঞ্চনশিলাপীনে প্রতিস্ফালিতে
ভিন্নে বাসবহস্তিহস্তকঠিনে দুর্যোধনাংসস্থলে।
অন্যোন্যস্য ভুজদ্বয়ান্তরতটেষ্বাসজ্যমানায়ুধে
যস্মিংশ্চণ্ডগদাভিঘাতজনিতঃ শব্দঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥১৬॥

তৃতীয়ঃ—এষ মহারাজঃ,

শীর্ষোত্কংপনবল্গমাননমুকুটঃ কোধাগ্নিকাক্ষাননঃ
স্থানাক্রামণবামনীকৃততনুঃ প্রত্যগ্রহস্তোচ্ছ্রয়ঃ।
যস্যৈষা রিপুশোণিতার্দ্রকলিলা ভাত্যগ্রহস্তে গদা
কৈলাসস্য গিরেরিবাগ্ররচিতা সোল্কা মহেন্দ্রাশনিঃ ॥১৭॥

প্রথমঃ—এষ সংপ্রহাররুধিরসিক্তাঙ্গস্তাবদ্দৃশ্যতাং পাণ্ডবঃ

নির্ভিন্নাগ্রললাটবান্তরুধিরো ভগ্নাং কৃটদ্বয়ঃ
সান্দ্রৈর্নির্গলিতপ্রহাররুধিরৈরার্দ্রীকৃতোরঃস্থলঃ।
ভীমো ভাতি গদাভিঘাতরুধিরক্লিন্নাবগাঢ়ব্রণঃ
শৈলো মেরুরিবৈষ ধাতুসলিলাসারোপদিগ্ধোপলঃ ॥১৮॥

দ্বিতীয়ঃ—

ভীমাং গদাং ক্ষিপতি গর্জতি বল্গমানঃ
শীঘ্রং ভুজং হরতি তস্য কৃতং ভিনত্তি
চারীং গতিং প্রচরতি প্রহরত্যভীক্ষ্ণং
শিক্ষান্বিতো নরপতির্বলবাংস্তু ভীমঃ ॥১৯॥

তৃতীয়ঃ—এষ বৃকোদরঃ,

শিরসি গুরুনিখাতপ্রস্তরক্তার্দ্রগাত্রো
ধরণিধরনিকাশঃ সংযুগেষ্বপ্রমেয়ঃ।
প্রবিশতি গিরিরাজো মেদিনীং বজ্রদগ্ধঃ
শিথিলবিসৃতধাতুর্হেমকূটো যথাদ্রিঃ ॥২০॥

প্রথমঃ—এষ গাঢ়প্রহারশিথিলীকৃতাঙ্গং নিপতন্তং ভীমসেনং দৃষ্ট্বা, একাগ্রাংগুলিধারিতোন্নতমুখো ব্যাসঃ স্থিতো বিস্মিতঃ।
দ্বিতীয়ঃ—দৈন্যং যাতি যুধিষ্ঠিরোঽত্র বিদুরো বাষ্পাকুলাক্ষঃ স্থিতঃ।
তৃতীয়ঃ—স্পৃষ্টং গাণ্ডিবমর্জুনেন গগনং কৃষ্ণঃ সমুদ্বীক্ষতে।
সর্বে—শিষ্যপ্রীততয়া হলং ভ্রময়তে রামো রণপ্রেক্ষকঃ ॥২১॥
প্রথমঃ—এষ মহারাজঃ

বীর্যালয়ো বিবিধরত্নবিচিত্রমৌলি-
যুক্তোঽভিমানবিনয়দ্যুতিসাহসৈশ্চ।
বাক্যং বদত্যুপহসন্ন তু ভীম। দীনং
বীরো নিহন্তি সমরেষু ভগ্নং ত্যজেতি ॥২২॥

দ্বিতীয়ঃ—এষ সংজ্ঞয়া সমাশ্বাসিতো মারুতিঃ,

সংহৃত্য ভ্রূকুটীললাটবিবরে স্বেদং করেণাক্ষিপন্
বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য ভীমবদনশ্চিত্রাঙ্গদাং স্বাং গদাম্।
পুত্রং দীনমুদীক্ষ্য সর্বগতিনা লব্ধেব দত্তং বলং
গর্জন্ সিংহবৃষেক্ষণঃ ক্ষিতিতলাদ্ ভূয়ঃ সমুত্তিষ্ঠতি ॥২৩॥

প্রথমঃ—হন্ত পুনঃ প্রবৃত্তং গদাযুদ্ধম্। অনেন হি,

ভূমৌ পাণিতলে নিঘৃষ্য তরসা বাহূ প্রমৃজ্যাধিকং
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটেন বিক্রমবলাৎ ক্রোধাধিকং গর্জতা।
ত্যক্তা ধর্মঘৃণাং বিহায় সময়ং কৃষ্ণস্য সংজ্ঞাসমং
গান্ধারীতনয়স্য পাণ্ডুতনয়েনোর্বোর্বিমুক্তা গদা ॥২৪॥

সর্বে—হা ধিক্ পতিতো মহারাজঃ।
তৃতীয়ঃ—এষ রুধিরপতনদ্যোতিতাংগং নিপতন্তং কুরুরাজং দৃষ্ট্বা খমুৎপতিতো ভগবান্ দ্বৈপায়নঃ।

য এষঃ,

মালাসংবৃতলোচনেন হলিনা নেত্রোপরোধঃ কৃতঃ
দৃষ্ট্বা ক্রোধনিমীলিতং হলধরং দুর্যোধনাপেক্ষয়া।
সংভ্রান্তৈঃ করপঞ্জরান্তরগতো দ্বৈপায়নজ্ঞাপিতো
ভীমঃ কৃষ্ণভুজবলাশ্বিতগতির্নিবাহ্যতে পাণ্ডবৈঃ ॥২৫॥

প্রথমঃ—অয়ে অয়মপ্যমর্ষোন্মীলিতরভসলোচনো ভীমসেনাপক্রমণমুদ্বীক্ষমাণঃ ইত এবাভিবর্ততে ভগবান্ হলায়ুধঃ। য এষঃ,

চলবিলুলিতমৌলিঃ ক্রোধতাম্রায়তাক্ষো
ভ্রমরমুখবিদষ্টাং কিঞ্চিদুৎকৃষ্য মালাম্।
অসিততনুবিলম্বিস্রস্তবস্ত্রানুকর্ষী
ক্ষিতিতলমবতীর্ণঃ পারিবেষীব চন্দ্রঃ ॥২৬॥

দ্বিতীয়ঃ—তদাগম্যতাং বয়মপি তাবন্মহারাজস্য প্রত্যান্তরীভবামঃ।
উভৌ—বাঢ়ম্। প্রথমঃ কল্পঃ।

(নিষ্ক্রান্তাঃ)

বিষ্কম্ভকঃ

(ততঃ প্রবিশতি বলদেবঃ)

বলদেবঃ—ভো ভোঃ পার্থিবাঃ! ন যুক্তমিদম্।

মম রিপুবলকালং লাঙ্গলং লঙ্ঘয়িত্বা
রণকৃতমতিসন্ধিং মাং চ নাবেক্ষ্য দর্পাৎ।
রণশিরসি গদাং তাং তেন দুর্যোধনর্বোঃ
কুলবিনয়সমৃধ্যা পাতিতঃ পাতয়িত্বা ॥২৭॥

ভো দুর্যোধন! মুহূর্তং তাবদাত্মা ধার্যতাম্।

সৌভোচ্ছিষ্টমুখং মহাসুরপুরপ্রাকারকূটাঙ্কুশং
কালিন্দীজলদেশিকং রিপুবলপ্রাণোপহারার্চিতম্।
হস্তোৎক্ষিপ্তহলং করোমি রুধিরস্বেদার্দ্রপঙ্কোত্তরং
ভীমস্যোরসি যাবদদ্য বিপুলে কেদারমার্গাকুলম্ ॥২৮॥

(নেপথ্যে)

প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্ হলায়ুধঃ।

বলদেবঃ—অয়ে এবং গতোঽপ্যনুগচ্ছতি মাং তপস্বী দুর্যোধনঃ। য এষঃ,

শ্রীমান্ সংযুগচন্দনেন রুধিরেণার্দ্রানুলিপ্তচ্ছবি—
র্ভূসংসর্পণরেণুপাটলভুজো বালব্রতং গ্রাহিতঃ
নির্বৃত্তেঽমৃতমন্থনে ক্ষিতিধরাম্মুক্তঃ সুরৈঃ সাসুরৈ—
রাকর্ষন্নিব ভোগমর্ণবজলে শ্রান্তোজ্‌ঝিতো বাসুকিঃ ॥২৯॥

(ততঃ প্রবিশতি ভগ্নোরুযুগলো দুর্যোধনঃ)

দুর্যোধনঃ—এষ ভোঃ!

ভীমেন ভিত্ত্বা সময়ব্যবস্থাং গদাভিঘাতক্ষতজর্জরোরুঃ।
ভূমৌ ভুজাভ্যাং পরিকৃষ্যমাণং স্বং দেহমর্ধোপরতং বহামি ॥৩০॥
প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্ হলায়ুধঃ।

ত্বৎপাদয়োর্নিপতিতং পতিতস্য ভূমা—
বেতচ্ছিরঃ প্রথমমদ্য বিমুঞ্চ রোষম্।
জীবন্তু তে কুরুকুলস্য নিবাপমেঘা
বৈরং চ বিগ্রহকথাশ্চ বয়ং চ নষ্টাঃ ॥৩১॥

বলদেবঃ—ভোঃ দুর্যোধন! মুহূর্তং তাবদাত্মা ধার্যতাম্।

দুর্যোধনঃ—কিং ভবান্ করিষ্যতি?

বলদেবঃ—ভো শ্রূয়তাম্।

আক্ষিপ্তলাঙ্গলমুখোল্লিখিতৈঃ শরীরৈ—
র্নির্দারিতাং সহৃদয়াম্মুসলপ্রহারৈঃ।
দাস্যামি সংযুগহতান্সরথাশ্চনাগান্
স্বর্গানুযাত্রপুরুষাংস্তব পাণ্ডুপুত্রান্ ॥৩২॥

দুর্যোধনঃ—মা মা ভবানেবম্।

প্রতিজ্ঞাবসিতে ভীমে গতে ভ্রাতৃশতে দিবম্।
ময়ি চৈবং গতে রাম! বিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

বলদেবঃ—মৎপ্রত্যক্ষং বঞ্চিতো ভবানিত্যুৎপন্নো মে রোষঃ।

দুর্যোধনঃ—বঞ্চিত ইতি মাং ভবান্ মন্যতে?

বলদেবঃ—কঃ সংশয়ঃ।

দুর্যোধনঃ—হন্ত ভোঃ। দত্তমূল্যা ইব মে প্রাণাঃ। কুতঃ,
আদীপ্তানলদারুণাজ্জতুগৃহাদ্‌বুদ্ধ্যাত্মনির্বাহিণা
যুদ্ধে বৈশ্রবণালয়েঽচলশিলাবেগপ্রতিস্ফালিনা
ভীমেনাদ্য হিড়িম্বারাক্ষসপতিপ্রাণপ্রতিগ্রাহিণা
যদ্যেবং সমরৈষি মাং ছলজিতং ভো রাম! নাহং জিতঃ ॥৩৪॥
বলদেবঃ—ভীমসেন ইদানীং তব যুদ্ধবঞ্চনামুৎপাদ্য স্থাস্যতি।
দুর্যোধনঃ—কিং চাহং ভীমসেনেন বঞ্চিতঃ।
বলদেবঃ—অথ কেন ভবানেবংবিধঃ কৃতঃ?
দুর্যোধনঃ—শ্রূয়তাম্,
যেনেন্দ্রস্য স পারিজাতকতরুর্মানেন তুল্যং হৃতো
দিব্যং বর্ষসহস্রমর্ণবজলে সুপ্তশ্চ যো লীলয়া।
তীব্রাং ভীমগদাং প্রবিশ্য সহসা নির্ব্যাজযুদ্ধপ্রিয়—
স্তেনাহং জগতঃ প্রিয়েণ হরিণা মৃত্যোঃ প্রতিগ্রাহিতঃ ॥৩৫॥
(নেপথ্যে)

উস্সরহ উস্সরহ অয্যা! উস্সরহ। (উৎসরতোৎসরতার্যাঃ! উৎসরত।)
বলদেবঃ—(বিলোক্য) অয়ে অয়মত্রভবান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী চ দুর্জয়েনাদেশিতমার্গোঽন্তঃপুরানুবন্ধ শোকাভিভূতহৃদয়শ্চকিতগতিরিত এবাভিবর্ততে।
য এষঃ,
বীর্যাকরঃ সুতশতপ্রবিভক্তচক্ষু—
দর্পোদ্যতঃ কনকযূপবিলম্ববাহুঃ।
সুপ্তো ধ্রুবং ত্রিদিবরক্ষণজাতশংকৈ-
র্দেবৈররাতিতিমিরাঞ্জলিতাড়িতাক্ষঃ ॥৩৬॥
(ততঃ প্রবিশতি ধৃতরাষ্ট্রো গান্ধারী দেব্যো দুর্জয়শ্চ)
ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র ক্বাসি।
গান্ধারী—পুত্তঅ! কহিং সি? (পুত্রক! ক্বাসি?)
দেব্যো—মহারাজ! কহিং সি? (মহারাজ! ক্বাসি?)
ধৃতরাষ্ট্রঃ—ভোঃ! কষ্টম্।
বঞ্চনানিহতং শ্রুত্বা সুতমদ্যাহবে মম।
মুখমন্তর্গতাস্রাক্ষমন্ধমন্ধতরং কৃতম্ ॥৩৭॥
গান্ধারী! কিং ধরসে?
গান্ধারী—জীবাবিদম্হি মন্দভাআ। (জীবিতাস্মি মন্দভাগা।)
দেব্যো—মহারাঅ! মহারাঅ! (মহারাজ। মহারাজ।)
রাজা—ভো! কষ্টম্। যন্মমাপি স্ত্রিয়ো রুদন্তি।
পূর্বং ন জানামি গদাভিঘাত-
রুজামিদানীং তু সমর্থয়ামি।
যস্মে প্রকাশীকৃতমূর্ধজানি
রণং প্রবিষ্টান্যবরোধনানি ॥৩৮॥
ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি! কিং দৃশ্যতে দুর্যোধননামধেয়ঃ কুলমানী?
গান্ধারী—মহারাঅ! ণ দিস্সদি। (মহারাজ! ন দৃশ্যতে।)
ধৃতরাষ্ট্রঃ—কথং ন দৃশ্যতে? হন্ত ভো! অদ্যাস্ম্যহমন্ধো যোঽহমন্বেষ্টব্যে কালে পুত্রং ন পশ্যামি। ভোঃ কৃতান্তাহতক।

রিপুসমরবিমর্দং মানবীর্যপ্রদীপ্তং
সুতশতমতিধীরং বীরমুৎপাদ্য মানম্।
ধরণিতলবিকীর্ণং কিং স যোগ্যো ন ভোক্তুং
সকৃদপি ধৃতরাষ্ট্রঃ পুত্রদত্তং নিবাপম্ ॥৩৯॥

গান্ধারী—জাদ সুযোধন! দেহি মে পড়িবঅণং। পুত্তসদবিণাসদুদুত্থিতং সমস্সাসেহি মহারাঅং। (জাত সুযোধন! দেহি মে প্রতিবচনম্। পুত্র-শতবিনাশদুঃস্থিতং সমাশ্বাসয় মহারাজম্।)

বলদেবঃ—অয়ে! ইয়মত্রভবতী গান্ধারী।
যা পুত্র পৌত্রবদনেষ্বকুতূহলাক্ষী
দুর্যোধনাস্তমিতশোকনিপীতধৈর্যা।
অস্রৈরজস্রমধুনা পতিধর্মচিহ্ন-
মাদ্রীকৃতং নয়নবন্ধমিদং দধাতি ॥৪০॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র দুর্যোধন! অষ্টাদশাক্ষৌহিণী-মহারাজঃ! ক্বাসি?

রাজা—অদ্যাস্মি মহারাজঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—এহি পুত্রশতজ্যেষ্ঠ! দেহি মে প্রতিবচনম্।

রাজা—দদামি খলু প্রতিবচনম্। অনেন বৃত্তান্তেন ব্রীলিতোঽস্মি।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—এহি পুত্র! অভিবাদয়স্ব মাম্।

রাজা—অয়ময়মাগচ্ছামি। (উত্থানং রূপয়িত্বা পততি) হা ধিক্! অয়ং মে দ্বিতীয়ঃ প্রহারঃ। কষ্টং ভোঃ।
হৃতং মে ভীমসেনেন গদাপাতকচগ্রহে।
সমমূরুদ্বয়েনাদ্য গুরোঃ পাদাভিবন্দনম্ ॥৪১॥

গান্ধারী—এত্থ জাদা! (অত্র জাতে!)

দেব্যৌ—অয়্যে! ইমা মু্হ। (আর্যে! ইমে স্বঃ।)

গান্ধারী—অন্নেসহ ভত্তারং। (অন্বেষেথাং ভর্তারম্।)

দেব্যৌ—গচ্ছাম মন্দভাআ (গচ্ছাবঃ মন্দভাগে।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—ক এষ ভো! মত বস্ত্রান্তমাকর্ষন্ মার্গমাদেশয়তি।

দুর্জয়ঃ—তাদ! অহং দুর্জও। (তাত! অহং দুর্জয়ঃ।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—পৌত্র দুর্জয়! পিতরমন্বিচ্ছ।

দুর্জয়ঃ—তাদ! পরিস্সংতো খু অহং। (তাত! পরিশ্রান্তঃ খল্বহম্।)

ধৃতরাষ্ট্রঃ—গচ্ছ, পিতুরঙ্কে বিশ্রমস্ব।

দুর্জয়ঃ—তাদ! অহং গচ্ছামি। (উপসৃত্য) তাদ! কহিং সি? (তাত! অহং গচ্ছামি। তাত ক্বাসি?)

রাজা—অয়মপ্যাগতঃ। ভোঃ! সর্বাবস্থায়াং হৃদয়সন্নিহিতঃ পুত্রস্নেহো মাং দহতি। কুতঃ,
দুঃখানামনভিজ্ঞো যো মমাঙ্কশয়নোচিতঃ।
নির্জিতং দুর্জয়ো দৃষ্টবা কিন্নু মামভিধাস্যতি ॥৪২॥

দুর্জয়ঃ—অঅং মহারাও ভূমীএ উববিট্ঠো। (অয়ং মহারাজো ভূম্যামুপবিষ্টঃ।)

রাজা—পুত্র কিমর্থমিহাগতঃ?

দুর্জয়ঃ—তুবং চিরায়সি ত্তি। [ত্বং চিরায়সীতি।]

রাজা—অহো অস্যামবস্থায়ামপি পুত্রস্নেহো হৃদয়ং দহতি।

দুর্জয়ঃ—অহং পি খু দে অঙ্কে উববিসামি। (অঙ্কমারোহতি) [অহমপি খলু তে অঙ্কে উপবিশামি।]

রাজা—(নিবার্য) দুর্জয়! দুর্জয়! ভো কষ্টম্।
হৃদয়প্রীতিজননো যো মে নেত্রোৎসবঃ স্বয়ম্।
সোঽয়ং কালবিপর্যাসাচ্চন্দ্রো বহ্নিত্বমাগতঃ ॥৪৩॥
দুর্জয়ঃ—অঙ্কে উববেসং কিন্নিমিত্তং তুবং বারেসি? [অঙ্ক উপবেশং কিন্নিমিত্তং ত্বং বারয়সি?]
রাজা—
ত্যক্ত্বা পরিচিতং পুত্র! যত্র তত্র ত্বয়াস্যতাম্।
অদ্যপ্রভৃতি নাস্তীদং পূর্বভুক্তং তবাসনম্ ॥৪৪॥
দুর্জয়ঃ—কহিং নু হু মহারাও গমিস্সদি (কুত্র নু খলু মহারাজো গমিষ্যতি?)
রাজা—ভ্রাতৃশতমনুগচ্ছামি।
দুর্জয়—মং পি তহিং ণেহি। [মামপি তত্র নয়।]
রাজা—গচ্ছ পুত্র! এবং বৃকোদরং ব্রূহি।
দুর্জয়—এহি মহারাঅ! অন্নেসীঅসি। [এহি মহারাজ! অন্বিষ্যসে।]
রাজা—পুত্র কেন?
দুর্জয়ঃ—অয্যাএ অয্যেণ সব্বেণ অন্তেউরেণ অ। [আর্যয়ার্যেণ সর্বেণান্তঃপুরেণ চ।]
রাজা—গচ্ছ পুত্র! নাহমাগন্তুং সমর্থঃ।
দুর্জয়ঃ—অহং তুমং ণইস্সং। [অহং ত্বাং নেষ্যামি।]
রাজা—বালস্তাবদসি পুত্র।
দুর্জয়ঃ—(পরিক্রম্য) অয্যা! অঅং মহারাও। [আর্যাঃ। অয়ং মহারাজঃ।]
দেব্যৌ—হা হা! মহারাও! [হা হা মহারাজঃ।]
ধৃতরাষ্ট্রঃ—ক্বাসৌ মহারাজঃ?
গান্ধারী—কহিং মে পুত্তও? [কুত্র মে পুত্রকঃ?]
দুর্জয়ঃ—অঅং মহারাও ভূমীএ উববিট্ঠো। [অয়ং মহারাজো ভূম্যামুপবিষ্টঃ]
ধৃতরাষ্ট্রঃ—হন্ত ভো! কিময়ং মহারাজঃ?
যঃ কাঞ্চনস্তম্ভসমপ্রমাণো লোকে কিলৈকো বসুধাধিপেন্দ্রঃ।
কৃতঃ স মে ভূমিগতস্তপস্বী দ্বারেন্দ্রকীলার্ধসমপ্রমাণঃ ॥৪৫॥
গান্ধারী—জাদ সুযোধন! পরিস্সংতোসি। [জাত সুযোধন! পরিশ্রান্তোঽসি।]
রাজা—ভবত্যাঃ খল্বহং পুত্রঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—কেয়ং ভোঃ!
গান্ধারী—মহারাজ। অহমভীদপুত্তপ্পসবিণী। [মহারাজ! অহমভীতপুত্রপ্রসবিনী।]
রাজা—অদ্যোৎপন্নমিবাত্মানমবগচ্ছামি। ভোস্তত কিমিদানীং বৈক্লব্যেন?
ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র, কথমবিক্লবো ভবিষ্যামি?
যস্য বীর্যবলোৎসিক্তং সংযুগাধ্বরদীক্ষিতম্।
পূর্বং ভ্রাতৃশতং নষ্টং ত্বয্যেকস্মিন্ হতে হতম্ ॥৪৬॥
(পততি)
রাজা—হা ধিক্! পতিতোঽত্রভবান্। তাত! সমাশ্বাসযাত্রভবতীম্।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—পুত্র! কিমিতি সমাশ্বাসয়ামি?
রাজা—অপরাঙ্মুখো যুধি হত ইতি। ভোস্তাত! শোকনিগ্রহেণ ক্রিয়তাং মমানুগ্রহঃ।

ত্বত্পাদমাত্রপ্রণতাগ্রমৌলিজর্ন্নলন্তমপ্যগ্নিমচিন্তয়িত্বা।
যেনৈব মানেন সমং প্রসূতস্তেনৈব মানেন দিবং প্রয়ামি। ॥৪৭॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ— বৃদ্ধস্য মে জীবিতনিঃস্পৃহস্য নিসর্গসংমীলিতলোচনস্য।
ধৃতিং নিগৃহ্যাক্ষিণি সংপ্রবৃত্তস্তীব্রস্সমাক্রামতি পুত্রশোকঃ ॥৪৮॥

বলদেবঃ—ভোঃ! কষ্টম্।

দুর্যোধননিরাশস্য নিত্যাস্তমিতচক্ষুষঃ।
ন শক্নোম্যত্রভবতঃ কর্তুমাত্মনিবেদনম্ ॥৪৯॥

রাজা—বিজ্ঞাপয়াম্যত্রভবতীম্।

গান্ধারী—ভণাহি জাদ! [ভণ জাত!]

রাজা— নমস্কৃত্য বদামি ত্বাং যদি পুণ্যং ময়া কৃতম্।
অন্যস্যামপি জাত্যাং মে ত্বমেব জননী ভব ॥৫০॥

গান্ধারী—মম মণোরহো খু তুএ ভণিদো। [মম মনোরথঃ খলু ত্বয়া ভণিতঃ।]

রাজা—মালবি! ত্বমপি শৃণু।

ভিন্না মে ভ্রূকুটী গদানিপতিতৈর্ব্যায়ুদ্ধকালোত্থিতৈ-
র্বক্ষস্যুত্পতিতৈঃ প্রহাররুধিরৈর্হারাবকাশো হৃতঃ।
পশ্যেমৌ ব্রণকাঞ্চনাঙ্গদধরৌ পর্যাপ্তশোভৌ ভুজৌ
ভর্তা তে ন পরাঙ্মুখো যুধি হতঃ কিং ক্ষত্রিয়ে রোদিষি ॥৫১॥

দেবী—বালা এসা সহধর্মচারিণী রোদামি। [বালা এষা সহধর্মচারিণী রোদিমি।]

রাজা—পৌরবি! ত্বমপি শৃণু।

বেদোক্তৈর্বিবিধৈর্মখৈরভিমতৈরিষ্টং ধৃতা বান্ধবাঃ
শত্রূণামুপরীব স্থিতং প্রিয়শতং ন ব্যংসিতাঃ সংশ্রিতাঃ।
যুদ্ধেষ্বষ্টাদশবাহিনীনৃপতয়ঃ সংতাপিতা নিগ্রহে
মানং মানিনি! বীক্ষ্য মে ন হি রুদন্ত্যেবংবিধানাং স্ত্রিয়ঃ ॥
৫২॥

পৌরবী—এক্কাকিদপ্পবেসণিচ্চআ ণ রোদামি। [এককৃতপ্রবেশনিশ্চয়া ন রোদিমি]

রাজা—দুর্জয়! ত্বমপি শৃণু।

ধৃতরাষ্ট্রঃ—গান্ধারি! কিং নু খলু বক্ষ্যতি?

গান্ধারী—অহং পি তং এব্ব চিন্তেমি। [অহমপি তদেব চিন্তয়ামি।]

রাজা—অহমিব পাণ্ডবঃ শুশ্রূষয়িতব্যাঃ,
তত্রভবত্যাশ্চাং বায়াঃ কুন্ত্যা নিদেশো বর্তয়িতব্যঃ। অভিমন্যোর্জননী দ্রৌপদী চোভে মাতৃবত্পূজয়িতব্যে। পশ্য পুত্র!

শ্লাঘ্যশ্রীরভিমানদীপ্তহৃদয়ো দুর্যোধনো মে পিতা
তুল্যেনাভিমুখং রণে হত ইতি ত্বং শোকমেবং ত্যজ।
স্পৃষ্ট্বা চৈব যুধিষ্ঠিরস্য বিপুলং ক্ষৌমাপসব্যং ভুজং
দেয়ং পাণ্ডুসুতৈস্ত্বয়া মম সমং নামাবসানে জলম্ ॥ ৫৩ ॥

বলদেবঃ—অহো বৈরং পশ্চাত্তাপঃ সংবৃত্তঃ। অয়ে শব্দ ইব।

সন্নাহদুন্দুভিনিনাদবিয়োগমূকে
বিক্ষিপ্তবাণকবচব্যজনাতপত্রে।
কস্যৈষ কার্মুকরবো হতসূতযোধে
বিভ্রান্তবায়সগণং গগনং করোতি ॥৫৪॥

(নেপথ্যে)

দুর্যোধনেনাততকার্মুকেণ যো যুদ্ধযজ্ঞা সহিতঃ প্রবিষ্টঃ।
তমেব ভূয়ঃ প্রবিশামি শূন্যমধ্বর্যুণা বৃত্তমিবাশ্বমেধম্ ॥৫৫॥

বলদেবঃ—অয়ে অয়ং গুরুপুত্রোঽশ্বত্থামেত এবাভিবর্ততে। য এষঃ,
স্ফুটিতকমলপত্রস্পষ্টবিস্তীর্ণদৃষ্টী
রুচিরকনকযূপব্যায়তালম্ববাহুঃ।
সরভসমযমগ্রং কার্মুকং কর্ষমাণঃ
সদহন ইব মেরুঃ শৃঙ্গলগ্নেন্দ্রচাপঃ ॥৫৬॥
(ততঃ প্রবিশত্যশ্বত্থামা)

অশ্বত্থামা—(পূর্বোক্তমেব পঠিত্বা) ভো ভোঃ!
সমরসংরম্ভোভয়বলজলধিসংগমসময়সমুত্থিতশস্ত্র-
নক্রকৃত্তবিগ্রহাঃ স্তোকাবশেষশ্বাসানুবন্ধমন্দপ্রাণাঃ
সমরশ্লাঘিনো রাজানঃ! শৃণ্বন্তু শৃণ্বন্তু ভবন্তঃ।
ছলবলদলিতোরুঃ কৌরবেন্দ্রো ন চাহং
শিথিলবিফলশস্ত্রঃ সূতপুত্রো ন চাহম্।
ইহ তু বিজয়ভূমৌ দ্রষ্টুমদ্যোদ্যতাস্ত্রঃ
সরভসমহমেকো দ্রোণপুত্রঃ স্থিতোঽস্মি ॥ ৫৭ ॥
কিমনয়া মমাপ্যপ্রতিলাভবিজয়শ্লাঘয়া সমরশ্রিয়া।
(পরিক্রম্য)
মা তাবৎ। ময়ি গুরুনিবপনব্যগ্রে বঞ্চিতঃ কিল কুরুকুলতিলকভূতঃ কুরুরাজঃ। ক এতচ্ছ্রদ্ধাস্যতি। কুতঃ,
উদ্যত্প্রাঞ্জলয়ো রথাদ্বিপগতাশ্চাপদ্বিতীয়ৈঃ করৈ-
র্যস্যৈকাদশবাহিনীনৃপতয়স্তিষ্ঠন্তি বাক্যোন্মুখাঃ।
ভীষ্মো রামশরাবলীঢ়কবচস্তাতশ্চ যোদ্ধা রণে
ব্যক্তং নির্জিত এব সোঽপ্যতিরথঃ কালেন দুর্যোধনঃ ॥ ৫৮ ॥
তত্ ক নু খলু গতো গান্ধারীপুত্রঃ। (পরিক্রম্যাবলোক্য)
অয়ে অয়মভিহতগজতুরগনররথপ্রাকারমধ্যগতঃ সমরপয়োধিপারগঃ কুরুরাজঃ। য এষঃ,
মৌলী নিপাতচলকেশময়ূখজালৈ-
র্গাত্রৈর্গদানিপতনক্ষতশোণিতার্দ্রৈঃ।
ভাত্যস্তমস্তকশিলাতলসংনিবিষ্টঃ
সন্ধ্যাবগাঢ় ইব পশ্চিমকালসূর্যঃ ॥ ৫৯ ॥
(উপসৃত্য) ভোঃ কুরুরাজ! কিমিদম্?

রাজা—গুরুপুত্র! ফলমপরিতোষস্য।

অশ্বত্থামা—ভোঃ কুরুরাজ! সত্কারমূলমাবর্জয়িষ্যামি।

রাজা—কিং ভবান্ করিষ্যতি?

অশ্বত্থামা—শ্রূয়তাম্।
যুদ্ধোদ্যতং গরুড়পৃষ্ঠনিবিষ্টদেহ-
মষ্টার্বভীমভুজমুদ্যতশার্ঙ্গচক্রম্।
কৃষ্ণং সপাণ্ডুতনয়ং যুধি শত্রুজালৈঃ
সংকীর্ণলেখ্যমিব চিত্রপটং ক্ষিপামি ॥ ৬০ ॥

রাজা—মা মা ভবানেবম্।
গতং ধাত্র্যুৎসঙ্গে সকলমভিষিক্তং নৃপকুলং
গতঃ কর্ণঃ স্বর্গং নিপতিততনুঃ শান্তনুসুতঃ।
গতং ভ্রাতৄণাং মে শতমভিমুখং সংযুগমুখে
বয়ং চৈবংভূতাঃ গুরুসুত! ধনুর্মুঞ্চতু ভবান্ ॥ ৬১ ॥
অশ্বত্থামা—ভোঃ কুরুরাজ!
সংযুগে পাণ্ডুপুত্রেণ গদাপাতকচগ্রহে।
সমমূরুদ্বয়েনাদ্য দর্পোঽপি ভবতো হৃতঃ ॥ ৬২ ॥
রাজা—মা মৈবম্। মানশরীরাঃ রাজানঃ। মানার্থমেব ময়া নিগ্রহো গৃহীতঃ। পশ্য গুরুপুত্র!
যৎ কৃষ্টা করনিগ্রহাঞ্চিতকচা দ্যূতে তদা দ্রৌপদী
যদ্বালোঽপি হতস্তদা রণমুখে পুত্রোঽভিমন্যুঃ পুনঃ।
অক্ষব্যাজজিতা বনং বনমৃগৈর্যৎ পাণ্ডবাঃ সংশ্রিতা
নম্বল্পং ময়ি তৈঃ কৃতং বিমৃশ ভো! দর্পাহৃতং দীক্ষিতৈঃ ॥৬৩॥
অশ্বত্থামা—সর্বথা কৃতপ্রতিজ্ঞোঽস্মি।
ভবতা চাত্মনা চৈব বীরলোকৈঃ শপাম্যহম্।
নিশাসমরমুৎপাদ্য রণে ধক্ষ্যামি পাণ্ডবান্ ॥৬৪॥
বলদেবঃ—এতদ্ভাবিষ্যত্যুদাহৃতং গুরুপুত্রেণ।
অশ্বত্থামা—হলায়ুধোঽত্রভবান্।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—হন্ত! সাক্ষিমতী খলু বঞ্চনা।
অশ্বত্থামা—দুর্জয়! ইতস্তাবৎ।
পিতৃবিক্রমদায়াদ্যে রাজ্যে ভুজবলার্জিতে।
বিনাভিষেকং রাজা ত্বং বিপ্রোক্তৈর্বচনৈর্ভব ॥ ৬৫ ॥
রাজা—হন্ত! কৃতং মে হৃদয়ানুজ্ঞাতম্। পরিত্যজন্তীব মে প্রাণাঃ। ইমেঽত্রভবন্তঃ শান্তনুপ্রভৃতয়ো মে পিতৃপিতামহাঃ। এতৎ কর্ণমগ্রতঃ কৃত্বা সমুত্থিতং ভ্রাতৃশতম্। অয়মপ্যৈরাবতশিরোবিষক্তঃ কাকপক্ষধরো মহেন্দ্রকরতলমবলম্ব্য ক্রুদ্ধোঽভিভাষতে মামভিমন্যুঃ। উর্বশ্যাদয়োঽপ্সরস্যো মামভিগতাঃ। ইমে মহার্ণবামূর্তিমন্তঃ। এতা গংগাপ্রভৃতয়ো মহানদ্যঃ। এষ সহস্রহংসপ্রযুক্তো মাং নেতুং বীরবাহী বিমানঃ কালেন প্রেষিতঃ। অয়ময়মাগচ্ছামি। (স্বর্গং গতঃ।)
(যবনিকাস্তরণং করোতি।
ধৃতরাষ্ট্রঃ—
যাম্যেষ সজ্জনধনানি তপোবনানি
পুত্রপ্রণাশবিফলং হি ধিগস্তু রাজ্যম্।
অশ্বত্থামা—যাতোঽদ্য সৌপ্তিকবধোদ্যতবাণপাণিঃ।
(ভরতবাক্যম্)
বলদেবঃ—গাং পাতু নো নরপতিঃ শমিতারিপক্ষঃ ॥ ৬৬ ॥
(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে)

উরুভংগং নাম নাটকং সমাপ্তম্ ॥